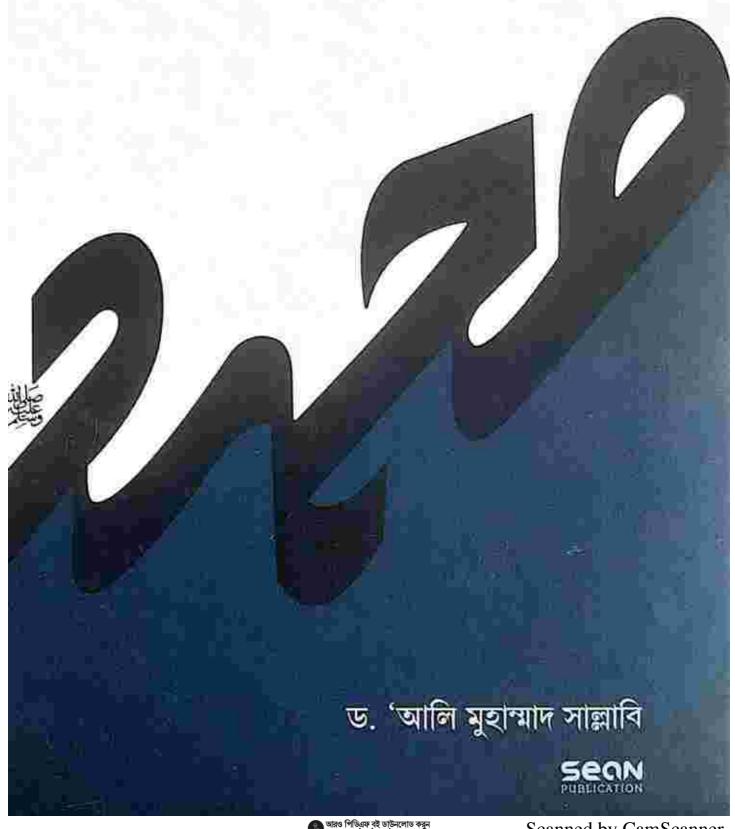
विद्यात्वार

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা





9.





মহান আল্লাহ্ব নামে যিনি পরম কর্ণাময়, মহান দয়ালু



রউফুর-রহীম নবিজীবনের বিশৃন্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা



ফখরুল ইসলাম আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক যাহিদ আহমাদ, মাকামে মাহমুদ মাসুদ শরীফ, শেখ নাসিম উদ্দিন মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

রউফুর-রহীম নবিজীবনের বিশুন্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

ড. 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ ফখরুল ইসলাম

সম্পাদনা আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক



সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

| | সম্পাদকের কথা | 20 |
|------------|---|-----------|
| | আভাষ | 29 |
| 100 | নবিজ্ঞির নুব্ওয়াত-পূর্ব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা | |
| U \ | কর্তৃত্বশীল সভ্যতা ও তাদের ধর্ম-বিশ্বাস | 90 |
| | রোমান সামাজ্য | 60 |
| | পারস্য সাম্রাজ্য | 68 |
| | ভারত | 00 |
| | তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা | 69 |
| | আরবদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং তাদের সভ্যতার ইতিহাস | 86 |
| | প্রাচীন আরব | 86 |
| | প্রাচীন আরবের সভ্যতা | 86 |
| | ইসলাম-পূর্ব আরবের সার্বিক পরিস্থিতি | 88 |
| | ধর্মীয় অবস্থা | 88 |
| | রাজনৈতিক অবস্থা | æ |
| | অর্থনৈতিক অবস্থা | œ8 |
| | সামাজিক অবস্থা | @9 |
| | চারিত্রিক অবস্থান ও নৈতিকতা | 46 |
| | জন্মলগ্নে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা | 99 |
| | যামযাম কৃপ খনন | 99 |
| | হাতিবাহিনীর কাহিনি | 63 |
| | হাতিবাহিনীর ঘটনার শিক্ষা | 49 |
| | রাসূলুল্লাহর জন্ম থেকে হিলফুল-ফুযুলের ঘটনা পর্যন্ত | 20 |
| | রাস্লুলাহর বংশানুক্রম | 20 |
| | পিতা 'আবদুল্লাহর বিয়ে ও মাতা আমিনার স্বপ্ন | 200 |
| | রাস্লুলাহর জন্ম | 28 |
| | নবিজিকে স্তন্যদান | 26 |
| | হালীমা আস-সা'দিয়্যা | 99 |
| | মায়ের মৃত্যু এবং পর্যায়ক্রমে দাদা ও চাচার দায়িত্বভার গ্রহণ | 306 |
| | মেষ চরানোর কাজে রাসল 🛳 | 509 |

| | মেষ চরানোর মধ্যে নিহিত কল্যাণ | 704 |
|----|---|---------------|
| | সকল পাপাচার থেকে সুরক্ষা | 222 |
| | বুহাইরা পাদরির সাক্ষাৎ | 220 |
| | ফিজার যুদ্ধ | 224 |
| | शिलकूल-कृय्ल | 229 |
| | নুবৃওয়াতের পূর্বে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা | 242 |
| | খাদীজার ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাঁকে বিবাহ | 245 |
| | কা'বা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ | 250 |
| | নবিজ্ঞির নুবৃওয়াতকে স্বাগত জানানোর জন্য লোকদের | প্রস্তুতি ১২৯ |
| | রাসূলুলাহর নুবৃওয়াত সম্পর্কে আহলুল-কিতাব মনীষীয়ে | |
| | সুসংবাদ | 804 |
| | সেসময়কার মানুষদের সাধারণ চিত্র | ১৩৫ |
| | নবিজির নুবৃওয়াতের নিদর্শন | ५ ७९ |
| 80 | প্রথম ওয়াহি এবং দা ওয়াতের স্চনা | |
| | প্রথম দিন ওয়াহি অবতীর্ণের ঘটনা | 787 |
| | নেকস্বপ্ন | 286 |
| | নির্জনপ্রিয়তা ও হেরা গুহায় ধ্যানমগ্রতা | \$88 |
| | ওয়াহির অবতরণ | >84 |
| | ওয়াহি অবতীর্ণের বিভিন্ন পদ্ধতি | 565 |
| | দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একজন সং স্ত্রীর ভূমিকা | >68 |
| | খাদীজার প্রতি নবিজির বিশ্বস্ততা | 204 |
| | যুগে যুগে নবি-রাস্লদের প্রতি মিথ্যারোপ | 20% |
| | 'এবং ওয়াহির আগমন কিছু সময় বন্ধ রইল' | 200 |
| | গোপনে দা'ওয়াত | 262 |
| | আল্লাহর বাণী প্রচারের নির্দেশ | 262 |
| | গোপনীয়তা রক্ষা করে দা'ওয়াতের স্চনা | 200 |
| | অবিরাম দা'ওয়াত | 290 |
| | প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের কিছু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য | 249 |
| | নবিজ্ঞির ব্যক্তিছের প্রভাব | 79-7 |
| | দারুল-'আরকামের পাঠ্যস্চি | 29-10 |
| | দারুল-'আরকামকে বেছে নেওয়ার কারণ | 28-8 |
| | প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের কিছু বৈশিষ্ট্য | 22-4 |
| | | |

| | ইসলামের দা'ওয়াতের প্রচার ও এর বিশ্বজনীনতা | 78-9 |
|-----------|---|-------------|
| মাৰ | ছা যুগে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন | 290 |
| | পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর প্রগাঢ় অনুধাবন | 5%6 |
| | পরিবর্তনের রীতি এবং আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টত | 1229 |
| | সাহাবিদের আকীদার সংশোধন | 796 |
| | সাহাবিদের ওপর জাল্লাতের বর্ণনার প্রভাব | 200 |
| | সাহাবিদের মনে জাহাল্লামের বর্ণনার প্রভাব | 205 |
| | তাকদীরের সঠিক অনুধাবনের প্রভাব | 202 |
| | মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সাহাবিদের অনুধাবন | 200 |
| | আদম 🖄 ও শয়তানের গল্প থেকে সাহাবিদের শিক্ষা | 200 |
| | জগৎ, জীবন ও বিভিন্ন সৃষ্টজীবের প্রতি সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি | २०8 |
| মা | াকী যুগে চারিত্রিক <i>সৌন্দ</i> র্য ও 'ইবাদাতের ভিত্তি স্থাপন | ২০৭ |
| | আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ | ২০৭ |
| | মানসিক প্রশিক্ষণ | 250 |
| | শারীরিক প্রশিক্ষণ | 255 |
| | উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দান | 275 |
| | কুরআনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সাহাবিদেরকে চারিত্রিক | |
| | প্রশিক্ষণ দান | २५८ |
| 22218 | প্রকাশ্য দা'ওয়াতের স্চনাঃ মুশরিকদের প্রবল বাধা | |
| , , , , s | প্রকাশ্য দা'ওয়াত | ২২৬ |
| 1 | দা'ওয়াতের পথে মুশরিকদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি | ২২৭ |
| | কুরআনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান | ২৩৭ |
| 5 | পরীক্ষা নেওয়ার স্বাভাবিক রীতি | 485 |
| | পরীক্ষা ও কষ্টের পেছনে প্রজ্ঞা এবং উপকারিতা | ২ 8২ |
| | দা'ওয়াতের বিরোধিতায় কাফিরদের কৌশল | 486 |
| | কুরাইশ-সভাসদদের বৈঠক ও নবিজ্ঞিকে আঘাত | 266 |
| | রাস্লুলাহর সাহাবিদের নির্যাতন ভোগ | 290 |
| | নিরাপন্তার বিষয়ে উদ্মু জামীলের সচেতনতা | ২৭৩ |
| | রাসূল 🛊 তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন যে যে বিষয়ের ওপর | 590 |
| | মাক্কায় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ | 5% |
| | সাহাবিদের আত্মিক পরিশুদ্ধতায় কুরআনের প্রভাব | 606 |
| | আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি | 670 |

| | Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft যার যার মাতার তার | 640 |
|-----|---|------|
| | মাকা যুগে ইহুদিদের ভূমিকা এবং মাকার মুশরিকদের তাদে | 200 |
| | সাহায্য গ্ৰহণ | 000 |
| 024 | আবিসিনিয়ায় হিজরাত, মি'রাজ ও তায়িফের ঘটনা | |
| 000 | আবিসিনিয়ায় হিজরাত, মি'রাজ ও তায়িফের ঘটনা কার্যকারণ প্রক্রিয়ার নিয়ম মেনে পৃথিবীতে রাস্লুল্লাহর কাজ | কৰ্ম |
| ļ | | 688 |
| | আল্লাহর ওপর ভরসা ও কার্যকারণ গ্রহণ | 600 |
| | আবিসিনিয়ায় হিজরাত | 000 |
| | আবিসিনিয়ায় হিজরাতের কারণ | 600 |
| | কেন আবিসিনিয়া | 600 |
| | আবিসিনিয়া যাত্রা | ৩৫৭ |
| | আবিসিনিয়ায় মুসলিমদের দ্বিতীয় হিজরাত | 660 |
| | জা'ফার 🌉 ও নাজ্জাশির কথোপকথন | 698 |
| | নাজ্জাশি ও মুহাজিরদের মাঝে বিভেদের আরেকটা অপচেষ্টা | 666 |
| | নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ | ৩৬৭ |
| | আল্লাহর রাসূল 🕸 হিজরাত করলেন না কেন | ७५८ |
| | দুঃখের বছর ও তায়িফের কষ্ট | 640 |
| | চাচা আবু তালিবের মৃত্যু | ७৮१ |
| | খাদীজার মৃত্যু | 940 |
| | তায়িফে দা'ওয়াত | Obb |
| | কেন তায়িফ | 697 |
| | মিনতি ও প্রার্থনা | 260 |
| | নুবৃওয়াতি মমজবোধ | 6% |
| | পরিবর্তনের ধারা | 6% |
| | জিনদের ইসলাম গ্রহণ | 806 |
| | ইসরা ও মিরাজের ঘটনা | 822 |
| | সালাতের শুরুত্ব ও তার মর্যাদা | ৪২৫ |
| | মিরাজের রাত্রিতে দেখা কিছু সামাজিক ব্যাধি | 840 |
| 824 | সাহাবিদের মাদীনায় হিজরাত এবং তার প্রেক্ষাপট | |
| 200 | সাহাবিদের মাদীনায় হিজরাত এবং তার প্রেক্ষাপট বিভিন্ন গোত্রের সাহায্য কামনা | 8२४ |
| | <u>.</u> | |

| বিভিন্ন গোত্রকে দীনের পথে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় আবু | |
|---|-------|
| জাহ্লসহ মুশরিকদের চক্রান্ত মোকাবিলায় রাস্লুল্লাহর পদ্ধতি | 5 860 |
| বানু 'আমিরের সঙ্গে সংলাপ | 863 |
| বানু শাইবান গোত্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা | 800 |
| কল্যাণের মিছিল ও আলোর অগ্রণীদল | 80% |
| হাজ্জ-'উমরার মৌসুমে আনসারদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ | ৪৩৯ |
| আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা | 885 |
| প্রথম বাই'আতুল-'আকাবা | 884 |
| 'আকাবার দ্বিতীয় আনুগত্যের শপথ | 862 |
| প্রান্তটীকা | 868 |

ত্রামার এক বন্ধুর বাবা, যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। ভদ্রলোক সব সময় টুপি পরে থাকেন, দাড়িও রেখেছেন: নামাজ-কালাম পড়েন, দান-সাদাকাও করেন বেশ। দেশে এলে মাঝেসাঝেই আমার সাথে নানান বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। একদিন আলোচনার একপর্যায়ে তার মনের গভীরে প্রোথিত কিছু বিষয় বেরিয়ে আসে। বিষয়টি হলো, মাদীনার ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযাকে নবি মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রদান। এটা নিয়ে তার প্রবল আপত্তি। আপত্তির হাড়ি যখন ভাঙল, আরও অনেক কিছু বেরিয়ে এলো। এই যেমন মা-বাবার চেয়েও কেন নবিজিকে বেশি ভালোবাসতে হবে; পালক ছেলের বৌকে বিয়ে ইত্যাদি।

এমন রোগে আক্রান্ত অনেক রুগীর সাথে আমার এই জীবনে অনেকবার কথা হয়েছে। তাই আমার বুঝতে বাকি ছিল না এর গোড়া কোথায়, আর কোথায়ই বা শেষ। আমি তাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে। তবে তিনি স্পষ্ট হয়েছেন কি না তা নিয়ে আমার শক্ত সন্দেহ রয়ে গেছে। একটু সংশয়াপন্ন অবস্থা দেখা গেলেও দৃশ্যত তিনি তার মত পরিত্যাগ করেননি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই নাং দাড়ি-টুপি, সালাত-সিয়াম, দান-সাদাকা সবই আছে, অথচ ঈমানটাই নেই।

হাজ্জের সফরে ছিলাম। একদিন আসরের পর মাত্বাফে বসে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছি আল্লাহর ঘরের দিকে। পাশ থেকে এক ভদ্রলোকের সালামে সম্বিত ফিরে এল। জানলাম, তিনিও বাংলাদেশি; এটা তার দ্বিতীয় হাজ্জ। এক কথা দু কথায় আমাদের আলাপ জমে উঠল। একপর্যায়ে হাজ্জ আর বাইতুল্লাহ নিয়ে তার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা নানা সংশয় বাইরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। আমি যখন কিছুটা পাল্টা যুক্তি দিলাম, অকপটে তিনি বলেই ফেললেনে, 'আমি একটা ঘরকে ঘিরে এভাবে প্রদক্ষিণ করার সাথে মূর্তিপূজার তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না!' শুনে কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে গেলাম। ডাবল হাজী সাহেব। কিন্তু ঈমান নেই।

అি একটি হাদিসের এমন ভাষ্য আমরা এমনটা শুনেছি যে, একজন মানুষ জালাতের
পথে চলতে থাকবে। চলতে চলতে তার আর জালাতের মাঝে সামান্য ব্যবধান থাকবে।
তখন সে এমন কাজ করবে যা তাকে জাহালামে নিয়ে যাবে। হাদিসে এ ধরনের বক্তব্য

শুনে কার্রও করিও মেনে নির্ভে কন্ত হয় ; ভাষে, এটা কিমন কথা। কিন্তু আল্লাহর রাস্লের কথা তো আর ভুল হতে পারে না।

আমরা নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করতে ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের কারও অন্তরে এমন কোনো সন্দেহ-সংশয় রয়ে গিয়েছে কি না তা বলা যায় না। কিংবা যে-বিষয়গুলোকে ঈমানের জন্য পূর্বপর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলো আমরা হয়তো ঠিকমতো জানিই না। আর সে-কারণে কৃষ্ণরি মনের কোণে ঘাপটি মেরে আছে কি না তাও হয়তো আমরা টের পাই না। কিন্তু যদি থেকেই থাকে, মৃত্যুর পূর্বের সেই কঠিন সময়ে তা নিশ্চিত বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

জি নবিজিকে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসাবাণিজ্ঞা, অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি—সবকিছু থেকে, এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি
ভালোবাসতে হবে—এটা ঈমানের শর্ত; এটা ছাড়া ঈমান যে গ্রহণযোগ্যই নয়, তা আমরা
সকলেই জানি। কিন্তু কতজন সত্যিকারভাবে নবিজিকে সবার চেয়ে, সবকিছুর চেয়ে বেশি
ভালোবাসতে পেরেছি তা কেউ না জানলেও আল্লাহ ঠিকমতোই জানেন।

আল্লাহর ভালোবাসা উপলব্ধি করা আর রাস্লের ভালোবাসা উপলব্ধি করার মধ্যে কিছুটা তফাত আছে। কারণ, মানুষ যে-দিকে চোখ ফেরায় আল্লাহর কুদরত নিজ চোখে দেখতে পায়। তাই আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা দেওয়ার যৌক্তিকতা সহজেই খুঁজে পায়। কিছু ১৪ শ বছর পূর্বে আগত একজন মানুষকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসার যৌক্তিকতা এত সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

এই যৌক্তিকতা কেবল তখনই উপলব্ধি করা যাবে যখন আমরা জানব—আমাদের জন্য নবি মুহাম্মাদ (সা.) কী অবদান রেখেছেন, কী কষ্ট করেছেন, কী ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন।

ইতিহাসের পাতা চিরে চিরে এই গ্রন্থটি সেই চিত্রই তুলে ধরবে আমাদের সামনে।

প্রতির জীবনীগ্রন্থ আন্তরিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসার সূত্রপাত

হবে। যত বিস্তারিত জানব, ভালোবাসার অনুভূতি তত গভীরতা লাভ করবে।

এরপর সেই ভালোবাসাকে জীবনের অন্য সবকিছুর ওপরে স্থান দেওয়ার জন্য আমাদেরকেও ভালোবাসার দাবি পূরণ করতে হবে। কেবল জানার মাধ্যমে এ দাবি পূরণ হবে না। এ ভালোবাসাকে জীবনে সবকিছুর ওপর স্থান দিতে হলে আমাদেরকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অন্যান্য ভালোবাসা যেমন ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিখাদ ও গভীর হয়, তেমনি নবিজ্ঞির ভালোবাসাকে সবকিছুর ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলেও ত্যাগের বিকল্প নেই। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেই নবির আনীত দীনের জন্য, তাঁর প্রাণপ্রিয় উদ্মাতের জন্য।

আমরা যখন সেই নবির আনীত দীনের ঝান্ডা সমুশ্লত রাখার জন্য অবদান রাখব, দীনের জন্য জান-মালের কুরবানি করব, ব্যক্তিগত-পারিবারিক, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে তাঁর আনীত দীনের বাস্তবায়ন করব; যে উদ্মাতের কল্যাণ সাধনে নবিজি তাঁর

গোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, সেই উদ্মাতের নিরাপত্তা রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সাধ্যমতো ভূমিকা রাখব: দৈনন্দিন যাপিত জীবনে তাঁর আদর্শের চর্চা করব, তখনই তাঁর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে স্থায়ী শেকড় গাড়বে, অন্য সকল ভালোবাসার ওপর স্থান লাভ করবে: ঠিক যেভাবে প্রতিনিয়ত আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসা ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে সম্ভানের জন্য বাবা-মায়ের হৃদয়ে ভালোবাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়।

अशि মহান আলাহ কুরআনুল কারীমে তাঁর প্রিয় রাস্লকে বেশ কিছু নামে উল্লেখ
করেছেন। নবিজি তাঁর উদ্মাতের প্রতি যে দরদ ও মায়া-মমতা দেখিয়েছেন, তার সবচেয়ে
অধিক প্রতিফলন ঘটেছে দুটো নামের মধ্যে— 'রউফ' ও 'রহীম'। এ নাম দুটি আলাহর
আসমাউল হসনা'র অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে 'আলিফ লাম' যুক্ত করলে কেবল আলাহর শানেই
বাবহার্ষ। আলাহ তাঁর রাস্লকে এ নামে উল্লেখ করা দ্বারা বোঝা য়য়, এই উদ্মাতের প্রতি
মহান প্রস্তার পর তাঁর নবির দরদ ও অবদানই সবচেয়ে বেশি। তাই আমরা তাঁর সীরাত
গ্রন্থটিকে 'রউফুর রহীম' নামে নামকরণ করেছি।

আল্লাহ এই বইয়ের লেখক, পাঠক ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহর রাস্লের জন্য সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিবেদনের তাওফিক দিয়ে ধন্য করুন।

⑤ ড. সাল্লাবির লিখনীর সাথে যখন থেকে আমার পরিচয় তখনও 'সিয়ান'-এর
জন্ম হয়নি। সেই ২০০৭/৮ সালের কথা। তন্ময় হয়ে আরব এক শাইখের একটি লেকচার
সিরিজ শুনতাম। য়তক্ষণ শুনতাম মনে হতো য়েন টাইম মেশিন রিওয়াইশু করে টৌদ্দশ
বছর আগে ফিরে গিয়েছি। য়েন হাঁটছি মাঞ্চা-মাদীনার অলিগলিতে। ঘুরে ফিরছি বাদ্র
আর উহুদের প্রান্তরে।

এই লেকচার সিরিজে প্রায় প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশগুলো তুলে ধরার সময় যাদের নাম অবধারিতভাবে এসে যেত, তাদের অন্যতম হলেন ভ. সাল্লাবি। যতদূর জানি, সে-সময়ে তার বইগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বক্তা আরব হওয়ায় তিনি সাল্লাবির রচনার সাথে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। বক্তা ও বক্তৃতার প্রতি ভালোবাসার সাথে সাথে অবচেতন মনে এই লেখকের লিখনির প্রতিও তৈরি হয়ে যায় গভীর এক ভালোবাসা।

'সিয়ান' শুরু করার পর যখনই ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার প্রসঙ্গ সামনে এসেছে, আমার প্রথম পছন্দ ছিলেন ড. সাল্লাবি। পরামর্শ-সভায় উত্থাপন, আলোচনা এবং নানা দিক খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমরা ড. সাল্লাবির ইতিহাস সিরিজ্ঞ নিয়েই কাজ করব।

'সিয়ান'-এর তৎকালীন অন্যতম দায়িত্বশীল শরিফ আবু হায়াত অপু ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব পড়ে যোগাযোগ স্থাপনের। তিনি মূল আরবি প্রকাশক লেবাননের দার আল মা'রিফার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন এবং প্রকাশক ও লেখক উভয়ের পক্ষ থেকে বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এরপর আমরা রাস্লুলাহর সীরাত নিয়ে কাজ শুরু করি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অনুবাদক জনাব ফখরুল ইসলাম ভাই পূর্ণকালীন আরবি অনুবাদক হিসেবে সাল্লাবি প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। আরও কয়েকজনকে খণ্ডকালীন কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু তখন আকস্মাৎ সিয়ানের ওপর এমন এক ঝড় আসে যে, ঠিকমতো কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর আগেই প্রচণ্ড এ ঝড়ে অনেক কিছু লন্ডভন্ত হয়ে যায়।

ঝড় থামার পর যখন আবার কাজ শুরু করলাম, তখন আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন এনে সীরাতুর-রাসূলের অনুবাদ প্রকাশের পূর্বেই খুলাফা' আর-রাশিদৃন পর্বটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এর পেছনে যৌক্তিকতা ছিল, ঠিক এই মানের না হলেও সীরাতুর-রাসূলের ওপর বেশ কিছু ভালো বই বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যেই রয়েছে এবং তা পাঠকের প্রয়োজন অনেকটা পূরণ করছে। কিন্তু খুলাফা' আর-রাশিদৃনের ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় এক নামে রেফার করার মতো ভালো কোনো কাজই নেই। এই জায়গাটিতে বড় একটি শুন্যতা তৈরি হয়ে আছে। তাই আমরা সেটা আগে পূরণ করে এরপর সীরাতুর-রাসুল প্রকাশ করব। ইতিমধ্যে অন্যান্য কিছু প্রকাশনীও সাল্লাবির বইগুলো নিয়ে কাজ শুরু করায় আমাদের সেই চিন্তাটির আর তেমন বাস্তবতা রইল না। তাই আমরা আবার সীরাতৃর-রাসূল এবং খুলাফা' আর-রাশিদৃন যুগপৎ প্রকাশ করার সিদ্ধান্তে ফিরে আসি।

😘 ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। বিশাল এই কাজে রয়েছে অনেকের অবদান। পর্দার পেছনেও এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছেন অনেকে। সিয়ান টিমের প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বইগুলোর উৎকর্ষ বাড়াতে তাদের কারও অবদানই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ তাদের সবার কষ্টটুকু কবুল করে নিন, উত্তম বিনিময় দিন।

মহান আল্লাহর সৃষ্টিই যে একমাত্র নিখুঁত—মানুষের প্রতিটি কাজই তার সাক্ষ্য বহন করে চলে। শতভাগ চেষ্টার পরও মানুষের কোনো কাজই নির্ভুল ও নিখুঁত নয়; ভুল থাকবে, আরও উন্নত করার সুযোগ থাকবে সবসময়ই। আমাদের এ কাজটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।

আপনি পাঠক হিসেবে কোনো ভুল বা অসংগতি আপনার দৃষ্টিগোচর হলে ইমেল অথবা ফোনে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি।

গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পথে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও হোন আমাদের অংশীদার।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক প্রধান সম্পাদক সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড भार्ष ७०, २०३३

আভাষ

সকল গুণগান আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি; প্রার্থনা করছি তাঁর সাহায্য ও ক্ষমার। যার পথকে আল্লাহ দীনের আভায় উদ্ভাসিত করেছেন, তাকে পথন্তই করতে পারে এমন কেউ নেই। আর যে পথন্তই হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া তাকে পথ দেখায় এমন কে আছে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল।

> "ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো। মুসলিম না হয়ে (অথবা পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত না হয়ে) মৃত্যুবরণ করবে না।" [সূরা আলু 'ইমরান, ৩:১০২]

> "মানুষ! তোমাদের সেই রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি
> করেছেন একজনমাত্র ব্যক্তি (আদম) থেকে। এরপর তার থেকে
> সৃষ্টি করেছেন তার সঞ্জিনীকে; আর বিস্তার করেছেন ঐ দুজন
> থেকেই অগুনতি নর-নারী। যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে
> অপরের কাছে (যার যার পাওনা) চেয়ে থাকো, সে-ই আল্লাহকে ভয়
> করো। রক্ত-সম্পর্কের ব্যাপারেও সাবধান থেকো। অবশ্যই আল্লাহ
> তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।
> স্রা আন-নিসার, ৪:১)

"মুঁমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। সঠিক কথা বলো। তা হলে তিনি তোমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দেবেন। মোচন করবেন তোমাদের পাপরাশি। আর যেকেউ আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের আনুগত্য করবে, মহাসফলতা অর্জন সে করবেই।" [সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:৭০-৭১] Compressed with PDE Compressor by DLM Infosoft প্রভু গো, সব প্রশংসা আপনারই: আপনার মাহাত্ম্য এবং মহান আধিপত্যের কারণে সব গুণগান আপনারই প্রাপ্য। আপনি খুশি হওয়া পর্যন্ত প্রশংসা আপনার

খুশি হলে প্রশংসা আপনার, খুশি হওয়ার পরও প্রশংসা কেবল আপনারই।

রাস্লের সীরাত অধ্যয়ন প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।
শাস্ত্রটি তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে।
রাস্লের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনাচার, বাণী এবং কোনো বিষয়ে তাঁর সমর্থন সম্পর্কে
সম্যক অবগত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করা সহজ হয় এই সীরাত পাঠেই। মনের
মুকুরে জন্ম হয় তাঁর প্রতি ভালোবাসা। ক্রমাগত পাঠে সে ভালোবাসা খুঁজে পায়
গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ। নবিজির সঙ্গে থেকে যারা ইসলামের জন্য কষ্ট করেছেন,
জিহাদ করেছেন, এমন মহান সাহাবিদের সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে সীরাত
অধ্যয়নে। এই অধ্যয়নই সাহাবিদের ভালোবাসতে, তাদের পথ ও মত অনুসরণ
উদ্বুদ্ধ করবে অধ্যয়নকারীকে।

সীরাতগ্রন্থ নবিজির জীবনের ছোটবড় সকল দিক স্পষ্টভাবে তুলে ধরে আমাদের সামনে; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, আল্লাহর পথে মানুষদের আহ্বান, শত বাধা-বিপত্তির মুখে তাঁর পাহাড়সম দৃঢ়তা এবং শক্রদের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, সবকিছুই ঠাঁই পেয়েছে এই শাস্ত্রে। একাধারে তিনি যে একজন স্বামী, বাবা, সেনানায়ক, যোদ্ধা, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, অভিভাবক, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী, কৃচ্ছতা অবলম্বনকারী এবং সর্বোপরি একজন বিচারক—এই দিকগুলোও বাদ যায়নি এখানে।

একজন মুসলিম সীরাত অধ্যয়নে খুঁজে পাবে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। দাসি পাবেন তার দা ওয়াতের কৌশল, বুঝতে পারবেন উত্তরণের বিভিন্ন ধাপগুলো। প্রতিটি পর্যায়ের যথার্থ উপায় সম্পর্কে পাবেন যথোচিত ধারণা। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে, তাদেরকে ইসলামের দা ওয়াত দিতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে উপকৃত হবেন। পদে পদে অনুধাবন করবেন, আল্লাহর কালিমার পতাকাকে উড্ডীন করতে গিয়ে কী কন্তটাই না স্বীকার করেছেন রাসূল সা.। কত সুনিপুণভাবে বাধা-বিপত্তি সামলেছেন। তখন তার সামনে একটি প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেবে—তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন এক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপটি কী? উত্তর খুঁজতে তিনি তখন দ্বারম্ব হবেন সীরাতের।

নবিজির সীরাত অধ্যয়নে একজন অভিভাবক বা একজন সমাজ সংস্কারক পাবেন প্রতিপালন ও মানুষের ওপর তার ভালো কাজের প্রভাব বিস্তারে নবিজির আদর্শ

[🖂] দেখুন: আস-সাঁরাহ আন-নাবাবিয়াহে: অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ, ড. মুহাম্মাদ ফারিস, প্টা, ৫০।

সীরাত পাঠে একজন নেতা কিংবা সেনাপতির জন্যও রয়েছে খোরাক। তারা জানতে পারবেন বিভিন্ন রণকৌশল, অর্জন করবেন বিভিন্ন জাতি, গোত্র এবং সেনাবাহিনী পরিচালনার দক্ষতা। পরিকল্পনা প্রণয়নে পাবেন সুস্পষ্ট নির্দেশনা, বাস্তবায়নের কলাকৌশল। আর উদ্বুদ্ধ হবেন ইনসাফের মূলনীতি বাস্তবায়নে, যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সৈনিক ও সেনাপতি এবং নেতা ও কর্মীর পারস্পরিক পরামর্শের ভিন্তিতে। রাজনীতিবিদ শিখবেন বিপথগামী ও চরম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে রাসূল সা. কীরূপ আচরণ করতেন। মুনাফিক সর্দার 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই, যে লোক ওপরে ওপরে ইসলাম গ্রহণের ভান করেছিল আর তলে তলে করেছিল বিরুদ্ধাচরণ; সারাজীবন নবিজির সঙ্গে করেছে শক্রতা, এমন লোকের সাথেও রাসূল সা. কখনও অসদাচরণ করেননি। অথচ এই মুনাফিক লোকটাই কিনা রাস্লের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রের জাল বুনত; রাসূলকে দুর্বল করতে, লোকদেরকে তাঁর কাছ থেকে ভাগিয়ে নিতে এমন কোনো অপপ্রচার নেই যা সে করেনি। প্রতিবাদে রাসূল সা. তাকে ফুলের টোকাটি পর্যন্ত দেননি। প্রতিটি খারাপ আচরণে ধর্য ধরেছেন, সবুর করেছেন। এতে করে মুনাফিক-সর্দারের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায় একসময়; তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তার আপনজনেরা সমবেত হয় নবিজির নেতৃত্বের পতাকাতলে।

আলিমদের জন্য এই সীরাতের পরতে পরতে রয়েছে অনুপম সব শিক্ষা।
তারা এমন কিছু উপকরণ পাবেন এতে যা তাকে কুরআন বুঝতে সহায়তা করবে;
কারণ প্রায়োগিক দিক থেকে সীরাত কুরআনেরই এক ধরনের তাফসির। এতে
বিধৃত হয়েছে কুরআন অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এবং বহু আয়াতের তাফসির। এগুলো
পাঠ করে আলিমরা আয়াতগুলোর প্রায়োগিক অর্থ বুঝে নেন সহজে। শারী আতের
হুকুম-আহকাম, তার মূলনীতি বের করে আনেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনে ইসলামের
বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক জ্ঞান অর্জন করেন তারা। 'নাসিখ-মানসুখ'সহ কুরআন সংশ্লিষ্ট

বছবিধ জ্ঞান আলিমরা সীরাত পাঠেই পাবেন। প্রাণবস্ত ইসলামের মজা এবং এর সমুন্নত লক্ষ্য তারা খুঁজে পাবেন এখানেই।

কৃচ্ছতা অবলম্বনকারী পাবেন তার 'কৃচ্ছতাসাধনের' অর্থ, গতি-প্রকৃতি ও এর
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ী জানবেন ব্যবসার উদ্দেশ্য, লাভ-লোকসানের হিসাব এবং
এর পদ্ধতি। বিপন্ন মানুষ সীরাত পাঠে শিখবে দৃঢ়তা এবং ধৈর্যের উচ্চতর স্তর।
এতে করে ইসলামের পথে চলতে গিয়ে তার মনোবল উত্তরোত্তর চাঙা হবে।
আল্লাহর প্রতি ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা স্নিশ্চিতরূপে জানবে, শুভ ফলাফল
তো আল্লাহভীরুদের জন্যই।

জাতি সীরাত থেকে শিখবে উন্নত শিষ্টাচার, প্রশংসিত চরিত্র-মাধুরী, বিশুদ্ধ 'আকীদা, 'ইবাদাত, হৃদয়ের নিষ্কলুষতা, আল্লাহর পথে জিহাদকে ভালোবাসা এবং শহিদ হবার বাসনা। আলি ইবনুল-হাসান এজন্যই বলেন, "যেভাবে কুরআনের স্রাশুলো আমরা শিখতাম, তেমন করে নবিজির সামরিক অভিযান, তাঁর সমর নীতিগুলোও আমরা আত্মস্থ করতাম।"

যুহরি বলতেন, "সমরবিদ্যায় রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞান।"

সা'দ ইবনু আবু ওয়াকাস বলেন, "আমার বাবা আমাদের নবিজির সমরনীতি সবিস্তারে শিক্ষা দিতেন। বলতেন, এগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা; এগুলো থেকে বিমুখ হয়ো না।"

জাতি গঠনে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আলিম-'উলামা, নেতৃবৃন্দ, ফাকীহণণ এবং প্রশাসকদেরকে ইসলামের গৌরব, মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তির পথ চেনাতে রাস্ল-জীবনী আলোক বর্তিকার কাজ করে। এর পাতায় পাতায় রয়েছে মুসলিমদের উত্থান-পতনের ইতিহাস। ব্যক্তির পরিচর্যায়, মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে, সমাজ জাগরণে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নবিজির যথোচিত প্রতিটি পদক্ষেপের খুঁটিনাটি বিষয়ের সব রসদ মজুদ রয়েছে সীরাতে।

সীরাত পড়তে পড়তে একজন মুসলিমের চোখের সামনে ভেসে উঠবে কাফিরদের দোরে দোরে আল্লাহর বাণী পৌঁছাতে নবিজির আপ্রাণ চেষ্টা, প্রতিটি বাধার মুখে তাঁর পর্বতসম ধৈর্য, নির্যাতন থেকে বাঁচাতে সাহাবিদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরাতের আদেশ প্রদানে তাঁর দ্রদর্শিতা, দা ওয়াতের মাধ্যমে তায়েফবাসীর মনজয় করার আপ্রাণ প্রয়াস, হাজ্জের মৌসুমে সেই দা ওয়াতের বাণী বিভিন্ন গোত্রের সামনে

[🔃] দেখুন: মাদখাল লিদিরাসাতিস-সীরাহ, ড. ইয়াহইয়া আল-ইয়াহইয়া, প্টা, ১৪।

অল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনে কাসীর, (০/২৫৬, ২৫৭), মুদ্রণ: দার্ল-মারিকা, (০/২৪২) দিতীয়
 মুদ্রণ, ১৯৭৮, মাক্তাবাতৃল-মাঝারিক, লেবানন, মাক্তাবাতৃন নাসর-রিয়াদ।

^[8] দেখুন: অল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (২/২৪২)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft উপস্থাপন, ক্রমান্বয়ে সানন্দে আনসারদের সেই দা ওয়াত গ্রহণ এবং অবশেষে নবিজির মদীনায় হিজরাত—এই সব কিছুই।

হিজরাতের শুরু থেকে শেষ, এর প্রেক্ষাপট এবং এর পরে যা কিছু হয়েছে, তা খেয়াল করলে দেখবেন: নবিজির জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ হতো ঐশী নির্দেশনা অনুসারে। যেকোনো কাজে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরামর্শ করে এগোনো সুনাতেরই অংশ। মুসলিমরা তাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পরিকল্পনা করে এগুবে, এমনটাই আল্লাহর আদেশ।

নবীয় পদ্ধতি থেকে একজন মুসলিম শিখতে পারবে, জীবনের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই থেকে উতরানোর কিছু কলাকৌশল: জানবে কীভাবে রাসূল সা. মুখোমুখি হয়েছেন ইহুদি-খ্রিষ্টান, মুনাফিক-কাফিরদের মতো বিরুদ্ধশক্তির। আর কীভাবেই-বা রাসূল সা. বিজয়-লাভের পূর্বশর্ত মেনে, সেটা অর্জনে কুরআনের বাতলানো পথ অনুসরণ করে এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপায় সকল বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করেছেন—তার সুস্পষ্ট বিবরণ।

এই উন্মতকে তার হারানো মান-মর্যাদা উদ্ধার এবং শার সি বিধান মেনে চলার মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, আমার দ্যূপ্রত্যয়, তাকে অবশ্যই নবীয় নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন:

"বলো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাস্লের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে রাস্লের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তবে সঠিক পথ পাবে। রাস্লের দায়িত্ব কেবল স্পফ্টভাবে (বাণী) পৌছে দেওয়া।"

আয়াতটি দ্বারা প্রতীয়মান যে, জাতির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ নিহিত নবিজির অনুসরণের মধ্যেই; এর পরের আয়াতগুলোতেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পূর্বশর্ত। আল্লাহ বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে (শাসকদের) স্থলাভিষিত্ত করবেন, যেমন তাদের পূর্বতীদেরকে (তাদের পূর্বতী শাসকদের) স্থলাভিষিত্ত করেছিলেন; তিনি তাদের জন্য যে (ইসলাম) ধর্মকৈ পছন্দ করেছেন তা তাদের জন্য অবশাই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভয়ের পর তার পারবতে অবশাই তাদেরকৈ নিরাপন্তা দান করবেন ি তারা
আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে
না। এরপর যারা কৃষরি করবে তারাই (আল্লাহর) অবাধা। তোমরা
সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাস্লের আনুগতা
করো, যাতে তোমরা (আল্লাহর) অনুগ্রহ লাভ করতে পারো।"

[স্রা আন-ন্র, ২৪: ৫৫-৫৬]

রাসূল সা. এবং সাহাবিরা বিজয়ের পূর্বশর্তগুলো বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন; তারা ঈমানের প্রতিটি দিক, প্রতিটি রুক্ন পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। শাখা-প্রশাখাসমেত প্রতিটি সংকর্ম করেছেন। কল্যাণকর কাজের প্রতি তারা উন্মুখ থাকতেন। জীবনের সব বিষয়ে হাত পাততেন আল্লাহর কাছে। পরিপূর্ণভাবে তাঁরই 'ইবাদাত করতেন। সংগ্রাম করতেন সমাজের রক্ষে রক্ষে থাকা ছোটবড় সব ধরনের শির্কের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিজয়ের বস্তুগত ও অবস্তুগত সব ধরনের উপকরণ গ্রহণ করতেন। অবশেষে তাঁরা মাদীনায় প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামি রাষ্ট্র; এখান থেকেই তাঁরা আল্লাহর দীনের দা ওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের বিশ্ব-নেতৃত্ব থেকে পিছিয়ে থাকার যৌক্তিক কারণ, তারা তাদের দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের চরিত্রের ঘটেছে চরম অবনতি। জ্ঞান ও আমল উভয় ক্ষেত্রে তারা তাদের মহান দায়িত্বের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহকে নিজেদের মনগড়া ভয়ংকর সব কল্পনা দ্বারা দৃষিত করেছে। উপেক্ষা করেছে সুমহান আল্লাহ রীতি-নীতিকে। তারা ধারণা করে বসে আছে, পৃথিবীর নেতৃত্ব পাওয়াটা একদম তাদের হাতের নাগালে; আশায় বুক বাঁধলে এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্প দেখলে তা ধরা দিবেই।

নিশ্চয়ই ঈমানের এই দুর্বলতা, প্রাণের শুষ্কতা, চিস্তার বিকলঙ্গতা, চিত্তের অস্থিরতা, বুদ্ধির বিক্ষিপ্ততা এবং চারিত্রিক অবনতিসহ যা কিছু আজ মুসলিমদের চরিত্রকে কলুষিত করেছে তার মূলে রয়েছে, কুরআন-সুন্নাহকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। সঠিক দিকনির্দেশপ্রাপ্ত খলীফাগণের অনুসরণে অনীহা এবং ইসলামের সোনালি ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়াটাও এর জন্য দায়ী।

আজকাল অনেকেই ইসলামের নামে ভাষণ বা লেকচার দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাদের অবস্থান কুরআন-সুত্নাহ এবং ন্যায়পর চার খলীফার জীবনাচারের মৌলিক শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে। তারা পশ্চিমা সভ্যতার সামনে আত্মপরিচয় ভূলে গিয়ে, তাদেরই থেকে ধার করা কিছু শব্দ দিয়ে নিজেদের বক্তব্য সাজান। বস্তুত, Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তাদের ঝোঁকটা বেশি থাকে শব্দশৈলী, বাক্যবিন্যাস এবং কথার মারপ্যাঁচের প্রতি। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তব্য দেন, প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সৃষ্টিজগত, প্রাণ রহস্য এবং মানবসৃষ্টির দর্শনের ওপর তারা ভলিউম ভলিউম বইও লেখেন।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা, তাদের লেখনী কিংবা বন্ধন্যে বিশ্বনেতৃত্ব ফিরে পাওয়া, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে পরিবর্তনে আল্লাহর রীতি-নীতি, ক্রআন-স্লাহর নির্দেশিত পথে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, নিজ নিজ জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বানে নবি-রাস্লদের দা'ওয়াতের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর কোনো দিকনির্দেশ পাই না। এমনকি, আমাদের গৌরবান্বিত ইতিহাসের মহানায়ক—যেমন: নুরুদ্দীন মাহমুদ, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবি, ইউসুফ বিন তাশফিন, মাহমুদ গজনবি, মুহাম্মাদ ফাতিহ প্রমুখের নবরী পদ্ধতি মেনে জাতিকে দীক্ষাদান এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচেষ্টার চুলচেরা বিশ্লেষণও সেখানে অনুপস্থিত: বরং তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কতিপয় এমন রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ এবং সুশীলদের মাহাম্ম্য প্রমাণে সচেষ্ট, যারা মানুষদের মধ্যে সবচে' বেশি আল্লাহর বাণী এবং তাঁর পথ ও পদ্ধতি থেকে দূরে দূরে থাকে।

তবে আমি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের বিপক্ষে নই। কারণ, জ্ঞান মু'মিনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই পাবে সেখান থেকেই তা কুড়িয়ে নেবে। তবে যারা আল্লাহর পথ-পদ্ধতি বিষয়ে অজ্ঞ কিংবা অজ্ঞতার ভান করে, উপদেশ-নসিহতে পরিপূর্ণ উদ্মাতের ঐতিহাসিক শিক্ষা যারা ভুলে যায় এবং এই নিঃস্ব সম্বল নিয়েই যারা কুরআন-সুল্লাহর তোয়াক্কা না করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো মুসলিম উদ্মাহকে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখে, তাদের বিপক্ষে আমার অবস্থান। ইবনুল-কাইয়্যিম আল-জাওয়ি কতই না সুন্দর বলেছেন:

"কসম আল্লাহর। পাপ নিয়ে আমার নেই কোনো ভয় (আশা করি) ক্ষমা এবং মার্জনার পথ যাবে খুলে। আমার যত ভয়, যদি কুরআন-সুন্নাহর হুকুম ভূলে মেনে নেই মানব-রায়—আমার হবে লয়।"

নবীয় পদ্ধতি জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। জাতি গঠনে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নবির কার্যপ্রণালী এবং প্রতি যুগের মানব সমাজের কাছে আল্লাহ প্রদন্ত হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা আমরা এখানেই পাব। নবিজ্ঞির দা ওয়াতি পদ্ধতি জেনে-বুঝে নিয়ে আমরাও দীন প্রতিষ্ঠাকলে মানুষকে সহিহ পদ্ধতিতে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে পারব। কেবল তখনই আমাদের দা ওয়াতি-পদ্ধতিকে এমন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft একটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে পারব, যার প্রতিটি শাখা-প্রশাখা উৎসারিত কুরআন-সুন্নাহ থেকে। আল্লাহ বলেন:

> "তোমাদের জন্য আল্লাহর নবিজির মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে; যে আল্লাহ ও শেষদিনের (সাক্ষাতের) আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে তার জনা।" সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:২১I

জাতি গঠন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নবিজির কৌশল ছিল পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং যুগোপযোগী। একই সঙ্গে তা ছিল সমাজে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন এবং দেশ ও জাতি জাগরণে একনিষ্ঠ। চূড়ান্ত কৌশলী হয়ে এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি এই বিধানগুলো বাস্তবায়ন করতেন। এক্ষেত্রে তিনি বেশকিছু পদ্ধতি সামনে রাখতেন। যেমন: পর্যায়ক্রমিকতা, যাচাই-বাছাই, নানাবিধ উপকরণ গ্রহণ ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাহাবিদের অন্তরে খোদায়ী-বিধান বদ্ধমূল করে দেন। সাথে সাথে সুমহান আল্লাহ, মানুষ, বিশ্বজগত, জান্নাত-জাহান্নাম, তাকদির ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত সঠিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলো তিনি তাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দেন।

সাহাবিরা নবিজির মানহাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, উদ্বেলিত হন। জীবনের সব বিষয়ে তাঁর নির্দেশনাকে মেনে নেন শিরোধার্যরূপে। তাই তো আমরা দেখি, যে সাহাবি অনুপস্থিতির কারণে নবিজির সামনে থাকতে পারেননি, পরবর্তী সময়ে তিনি অন্য সাহাবির কাছে জিজ্ঞেস করে করে নবিজির কুশলাদি, তাঁর শিক্ষা, দিক-নির্দেশনামূলক উপদেশ, তাঁর মুখ নিঃসৃত অমীয় বাণী এবং অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের নতুন আয়াতগুলো জেনে নিতেন। তারা নবিজির ছোটবড় প্রতিটি পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। এই অনুসরণ তারা কেবল নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না, বরং সম্ভানসম্ভতি এবং পরিচিতজনদের জন্যও তা বয়ে নিতেন।

এই বইতে সীরাতের ঘটনা প্রবাহগুলোর সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা রয়েছে। একে একে এতে নবিজির আগমন-পূর্ব পৃথিবীর অবস্থা এবং আগমন-প্রাক্কালে তৎকালীন পৃথিবীর বিদ্যমান সভ্যতাগুলোর পরিচয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চারিত্রিক অবস্থার বর্ণনা থেকে শুরু করে তাঁর জন্মলগ্নে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি, ওয়াহির সূচনা, দা'ওয়াত দেওয়ার বিভিন্ন ধাপ, মাঞ্জি যুগে মানসিক, চারিত্রিক এবং 'ইবাদাতগত ভিত্তি নির্মাণ, দা'ওয়াত মোকাবেলায় কাফেরদের চক্রাস্ত, ইথিওপিয়ায় হিজরাত, তায়িফবাসীর অত্যাচার, ইসরা এবং মি'রাজের ঘটনা, আরবের গোত্রগুলোর কাছে নিরলসভাবে আল্লাহর বাণী প্রচার, আকাবার বাইয়াত, মাদীনায় হিজরাত-সব কিছুই বিধৃত হয়েছে।

বইটি পাঠককৈ নিয়ে যাবি যিটনিগুলোর দোরপোড়ীয় পিরিনি থিকে বের করে আনবে হীরকসম এমন কিছু শিক্ষা, নসিহত এবং উপদেশ যা থেকে উপকৃত হবে মুসলিম সমাজ।

এমনিভাবে নবিজির মদীনায় প্রবেশ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের আলোচনা করেছে বইটি। বর্ণনা করেছে সমাজের ভিত্তি দৃঢ়করণ, সমাজ সংস্কার, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন উপায় অবলম্বন এবং মাদীনা রাষ্ট্রের ঘরের শক্রু, বাইরের শক্রু ইত্যাদির মোকাবেলায় তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিশদ পর্যালোচনা। নবিজির সামাজিক রাজনীতি, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি, তাঁর সামরিক অভিযান, অর্থনৈতিক সংস্কার ইত্যাদিতে একজন গবেষক পাবেন তার গবেষণার খোরাক। তিনি দেখবেন রাসূল সা. কীভাবে মুসলিমদেরকে এই দীন বোঝার জন্য প্রস্তুত করেছেন; যে দীনের আগমন মানবতাকে আঁধার থেকে আলোয় এবং মূর্তিপূজার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে মহান আল্লাহর 'ইবাদাতে মগ্ন করার মহান ব্রত নিয়ে।

উদ্মাহর মাঝে সীরাতচর্চা আজ 'সাধারণ জ্ঞান'চর্চার পর্যায়ে নেমে এসেছে; নবিজির জন্মতারিখ, মৃত্যুসন, সংখ্যাতত্ত্বে সামরিক অভিযান, শহিদ-গাজির হিসেবের খেরোখাতা খুলে বসাতেই সীরাতচর্চা সীমাবদ্ধ। সীরাতচর্চার ক্ষেত্রে সংক্ষেপণ এবং হ্রাসকরণের যে প্রবতণতা, আমি এ বইতে তা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজার প্রয়াস পেয়েছি। বিগত দশকগুলোতে সীরাতের ওপর উল্লেখ করার মতো কিছু অনুপম সাহিত্যুকর্ম সাধিত হয়েছ। আল্লাহ তা'আলা এ কর্মগুলো কবুল করেছেন; মুসলিমদের পড়ার টেবিলে টেবিলে বইগুলো শোভা পাচ্ছে। এমন কিছু বইয়ের নাম: শাফি উদীন মুবারকপুরির আর-রাহীকুল-মাখতুম, মুহাম্মাদ গাজালির ফিকহুস-সীরাহ, ড. মুহাম্মাদ সাইদ রামাদান আল-বুতীর ফিকহুস-সীরাতুন-নাবাওয়িয়াহ, আবুল-হাসান নাদওয়ি আস-সীরাতুন-নাবাওয়য়াহ প্রভৃতি।

তবে এই গবেষণা কর্মগুলোও সংক্ষিপ্ত। সীরাতের সার্বিক ঘটনাগুলো এতে উঠে আসেনি। বিশ্বের নামিদামি বেশকিছু সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বইগুলো পাঠ্য। কোনো কোনো ছাত্রের ধারণা, সীরাতের আগাগোড়া সবকিছুই বইগুলোতে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু এটা, আমার মতে, পীড়াদায়ক একটি ভুল এবং নবিজির সীরাতের সঙ্গে বেমানান একটি দাবি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মসজিদের কতিপয় সন্মানিত ইমাম এবং ইসলামি আন্দোলনের কোনো কোনো নেতা এমন ধারণাই পোষণ করেন এবং বক্কৃতা-বিবৃতিতে অনুসারীদেরকে এমন ধারণা পোষণে প্রভাবিত করে থাকেন। ফলে আধিকাংশ মানুষ সীরাতের যে ছবিটা মনে মনে একৈ থাকেন তাকে সম্পূর্ণ বলা চলে না।

শাইখ মুহাম্মাদ গাঁজালি এরপ অপূর্ণাঙ্গ ধারণার ব্যাপারে সতর্ক করে তার ফিক্ছস-সীরাহ বইয়ের শেষের দিকে বলেন, "(পাঠক) আপনি হয়তো ভেবে বসে আছেন, জন্ম-মৃত্যুর সনসহ নবিজির পুরো জীবনী আপনার অধ্যয়ন করা সারা। কিন্তু এমন ধারণা চূড়ান্ত রকমের একটি ভুল। আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত সীরাত অনুধাবনে ব্যর্থ, যতক্ষণ না আপনি কুরআন-সুনাহ অধ্যয়ন করছেন। অধ্যয়নের মাত্রানুযায়ী ইসলামের নবির সঙ্গে আপনার সম্পর্কের মাত্রা নিরূপিত হবে।"

এ বইটি অধ্যয়নে একজন পাঠক নবিজ্ঞির সীরাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন: বাদ্র, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধ, বানু নজির গোত্রে অভিযান, হুদায়বিয়ার সন্ধি, তাবৃক যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-হাদীসের ভাষ্য আত্মস্থ করবেন। গবেষক বর্ণনা করবেন শিক্ষা, উপদেশ, নসিহত, জয়-পরাজয় প্রদানে আল্লাহর নীতি এবং ঘটনা ও কাহিনির মধ্য দিয়ে কুরআন কীভাবে মনোরোগগুলো সারিয়ে তুলেছে তার প্রেসক্রিপশান।

নিশ্চয়ই সীরাত প্রত্যেক প্রজন্মকে তাদের জীবন চলার পথের পাথেয় জোগান দেয়। প্রতিটি যুগ এবং প্রতিটি কালের জন্য সীরাত অবশ্যই কল্যাণকর একটি শাস্ত্র।

আমি জীবনের বড় একটা সময় কুরআন এবং সীরাত গবেষণায় ব্যয় করেছি। সেই দিনগুলো ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। গবেষণার সময় আমি প্রবাসজীবনের একাকীত্বের শোক-দুঃখ-গ্লানি ভূলে ছিলাম। তথ্যসূত্রে, গ্রন্থপঞ্জিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মণিমুক্তোতুল্য জ্ঞানভাণ্ডার ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। এগুলো সংকলন, বিন্যন্তকরণ এবং সাজিয়ে গুছিয়ে মুসলিম উদ্মাহর সামনে উপস্থাপন করতে আমি রাতদিন অবিরাম কাজ করেছি। সে সময়ে একটি বিষয় আমার চোখ এড়ায়নি। আর তা হলো: সীরাতের শিক্ষাদীক্ষা, উপদেশ-নসিহত এবং ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি উপস্থাপনে প্রবীণ ও নবীন সীরাত-লেখকদের মাঝে বৈপরীত্য; ইবনু হিশাম হয়তো একটা কাহিনি উল্লেখ করেছেন যা ইমাম যাহাবি উল্লেখ করেননি। কিংবা দেখা গেল ইবনু কাসীর যে কাহিনি তার বইতে এনেছেন হাদীস সংকলকগণ তা এড়িয়ে গেছেন। এতো গেল অগ্রজ্বদের অবস্থা। নবীনদের অবস্থাও একই। সিবা'ঈ যা উল্লেখ করেছেন মুহাদ্মাদ গাজালি তা করেননি। আবার আল-বৃতি যা প্রাধান্য দিয়েছেন সেটা হয়তো আল-গাদবান দেননি।

তবে আমি তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশেষ করে, ফাতহুল-বারি এবং ইমাম নাওয়াওয়ির শারহু মুসলিমসহ ফাকীহদের বইগুলোতে এমন কিছু বিষয় পেয়েছি যা অগ্রন্ধ কিংবা নবীন সীরাত-লেখকদের কেউই তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

⁽e) (मध्न: क्किट्रम-मीतार, म्राम्भाग गालानी, शृंठा, ८९७)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আল্লাহর অশেষ দয়ায় আমি সেগুলো সংগ্রহে সক্ষম হয়েছি। সেই মণিমুক্তাগুলো দিয়ে আমি একটি অনিন্দ্য সুন্দর মালা গেঁথেছি। পাঠক অনায়াসেই এর ফল ভোগ করতে পারবেন।

এই বই লিখতে গিয়ে কয়েক শ গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্রের দ্বারম্থ হতে হয়েছে আমাকে; জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের যোগাযোগ, আলাপচারিতা, শিক্ষাবিষয়ক বিতর্ক, আলোচনা-পর্যালোচনা আমাকে নানাভাবে উপকৃত করেছে। তাদের কেউ কেউ দুর্লভ কিছু তথ্যসূত্রের সন্ধান দিয়েছেন; খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন। রাসূল সা. তাঁর বিভিন্ন অভিযানে প্রয়োগ করেছেন এমন কিছু রীতিনীতির প্রতি গুরুত্বারোপের ইঙ্গিতও করেছেন কেউ কেউ। আবার কেউ কেউ সীরাতের ঐতিহাসিক ও চারিত্রিক দিক এবং এ দুটি বিষয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সীরাতের কোনো ভাষ্যের সঙ্গে কুরআনের ভাষ্যের মিল-অমিল খোঁজার ওপর জাের দিয়েছেন। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ, নিঃসন্দেহে, বর্তমান প্রজন্মসহ অনাগত প্রজন্মের সামনে নতুন নতুন জ্ঞানের দ্বার অবারিত করবে। উদ্দীপিত করবে গভীর ভাবাবেগে সীরাতকে অনুধাবনে। ঠিক তখনই সীরাত হয়ে উঠবে তাদের আত্মার খোরাক, বিবেক-জাগরণী শক্তি, হৃদয়ের প্রাণ সঞ্চারক।

ইসলামি দা'ওয়াতের যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় সকল দিকই আলোচিত হয়েছে বক্ষামাণ সীরাতের এই বইটিতে। একজন দা'ঈর জন্য রাসূল সা. তাঁর জীবদ্দশাতেই দা'ওয়াত, শিক্ষাদীক্ষা, জিহাদসহ জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ের নজির স্থাপন করে গেছেন। যে অনন্য চারিত্রিক সুষমা আর নিরুপম গুণাবলি ধারণ করে পৃথিবী নামক এ গ্রহে জীবন-নদী পার হয়েছেন, তা জানতে সাহায্য করবে এটা। সীরাত পড়তে পড়তে পাঠক 'রাসূলের কবি' হাস্সান বিন সাবিতের নিচের পঙ্তিগুলোর সত্যতা খুঁজে পাবেন:

"তোমার চেয়ে সৃন্দর কাউকে দুচোখ দেখেনি; না শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্ম দিয়েছেন কোনো জননী। ফুলের মতন পবিত্র তব জন্ম ঠিক যেমনটি চেয়েছে তব মরম।"

তবে, প্রিয় পাঠক, অগ্রজেরা যা পারেননি, আমি তা সাধন করেছি—এমন অলীক দাবি আমি করছি না। মানবকুলে নবিজির মর্যাদা বর্ণনাতীত। তাঁর জীবনের কিছু দিক রয়েছে যা বোঝার জন্য চাই সৃক্ষাবুদ্ধি, গভীর অনুধাবনে সক্ষম প্রচণ্ড ধীশক্তিসম্পন্ন এবং ঈমানে অবিচল ব্যক্তিত্বের। আমি এমন দাবিও করছি না যে,

⁽৬) শারত দিওয়ান হাসসান বিন সাবিত:

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আমার এ কাজ নিখাদ ; ভুলের উধের এবং পূর্ণাঙ্গ। এ দুটি গুণ নবি-রাসূলদের মাহাজ্যেই কেবল প্রযোজ্য। নিজেকে সবজান্তা শমসের দাবিকারীর চেয়ে অজমুর্খ আর কে আছে। সুমহান আল্লাহ সতাই বলেছেন:

> "(এ বিষয়ে) তোমাদেরকে সামানাই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।" [সুরা আল ইসরা', ১৭:৮৫]

জ্ঞানভাগুার এমন এক সমুদ্রের নাম যার কোনো কৃলকিনারা নেই; কোনো সৈকত নেই। জনৈক কবি বলেন,

> "জ্ঞানে যে নিজেকে 'পণ্ডিত' করে দাবি (তাকে বলুন) যৎসামান্যই আত্মস্থ করেছ, অধরাই রয়েছে সবই।"

সা'আলাবি বলেন, "এক রাতের প্রচেষ্টায় লেখক যে বইটি লিখবেন সেটির তুলনায় কয়েক রাতের প্রচেষ্টায় লিখিত বইটিতে চিস্তা-ভাবনার তারতম্য ঘটবে বিস্তর। এই যদি হয় দু-এক রাতের ঘটনা, তাহলে বছরের পর বছর লেগেছে যে বইটির পেছনে তার অবস্থা কেমন হবে?"

ইমাদ ইস্পাহানি বলেন, "আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, মানুষরা রাতারাতি কোনো বই লিখতে পারে না; যদি বইটির পেছনে একাধিক দিন ব্যয় হয়, তবে সেটার মান হবে মোটামুটি, তার চেয়ে বেশি হলে ভালো, আরও বেশি হলে উত্তম। এবং আরও যত্ন নিয়ে, আরও সময় নিয়ে বইটি লিখলে সেটার মান হবে উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর। এটা বড় একটা শিক্ষা। বিষয়টি এ কথাও প্রমাণ করে যে, মানুষের কথায়, চিন্তায় সাময়িকতার ছাপ সুস্পষ্ট।"

পরিশেষে, সুমহান আল্লাহর কাছে আশা করছি, তিনি যেন এ কাজটুকুকে একান্তভাবে তাঁর জন্য কবুল করে নেন এবং তাঁর বান্দাদের উপকারে কাজে লাগান, প্রতিটি হরফের বিনিময়ে সওয়াব দেন। আমার বন্ধু, মুসলিম ভাই ও শুভাকাঙ্কীসহ যারাই তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে এই বইয়ের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, আল্লাহ তাদের উত্তম জাযা দিন।

আপনি মহামহিম হে আল্লাহ। আপনার তরেই সব তারিফ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাই। আপনারই দ্বারে অনুশোচনা করি।

> আল্লাহর ক্ষমা, রহমত ও সম্বৃষ্টি প্রত্যাশী 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

১৮ রাজাব, ১৪২১ হিজরি : ১৬ অক্টোবর, ২০০০ ইং



নবিজির নুবুওয়াত-পুর্ব গুরুত্বপুর্ণ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা

কর্তৃত্বশীল সভ্যতা ও তাদের ধর্ম-বিশ্বাস

রোমান সাম্রাজ্য

পূর্ব-রোমান সামাজ্য 'বাইজেন্টাইন সামাজ্য' নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। গ্রিক, বলকান, এশিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর ও উত্তর-আফ্রিকা জুড়ে ছিল এ সামাজ্যের কর্তৃত্ব। এর রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল, যা বর্তমানের ইস্তাম্বুল। এদের শাসকগোষ্ঠী ছিল চরম স্বৈরাচারী; প্রজা-সাধারণের ওপর তারা সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন চালাত এবং তাদের ওপর চাপিয়ে দিত পাহাড়সম করের বোঝা। সংগত কারণেই অরাজকতা, নৈরাজ্য ও এক ধরনের চাপা ক্ষোভ ছেয়ে যায় সামাজ্যময়। অন্যদিকে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য না থাকায় জনগণ মজে থাকত নানা ধরনের রং-তামাশা আর খেলাধুলায়।

মিশরের কথা ধরা যাক। ধর্মীয় বাড়াবাড়ি এবং রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা ছিল তাদের মজ্জাগত। বাইজেন্টাইন শাসকরা দেশ এবং দেশের জনগণকে ভাবত তাদের গৃহপালিত দুগ্ধবতী বকরির মতো; দুধ দিলে ভালো, অন্যথায় তাড়িয়ে দাও। চুষে নিংড়ে নিত তাদের সবকিছু, বিনিময়ে তাদের জুটত না কিছুই।

সিরিয়ায় মানুষদের ধরে ধরে ক্রীতদাস বানানোসহ চলছিল সব রকম জুলুম নির্যাতনের মহোৎসব। শাসকরা জনগণের আস্থা অর্জনে মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। তাই পেশীশক্তি এবং জোর-জবরদন্তির ওপরই ছিল তাদের আস্থা। এ যেন জোর যার মুলুক তার। নিজ জাতিকে এমনভাবে শাসন করত যেন তারা ভিন দেশের কেউ; মায়া-দয়ার লেশমাত্র ছিল না প্রজা-সাধারণের জন্য। ফলে সিরীয়দের ওপর ঋণের বোঝা এক জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে। শোধ দিতে পারত না অনেকেই; ঋণ পরিশোধে শাসকদের অনবরত চাপে চ্যাপ্টা হয়ে আদরের সন্তানকেও বিক্রিকরতে বাধ্য হতো কেউ কেউ।

এক কথায়, রোমান-সমাজ ছিল প্রচণ্ড অসংগতি ও চরম নৈরাজ্যভরা। এর সামগ্রিক একটা ছবি ফুটে ওঠে 'সভ্যতা : অতীত ও বর্তমান' বইটিতে এভাবে—

> "বাইজেন্টাইনদের সামাজিক-জীবনের রক্ষে বাদ্রা বেঁধেছিল ভয়ংকর সব অসংগতি। তাদের মন-মগজে আসন গেড়ে বসে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি, ফকির-সন্ন্যাসবাদে ছেয়ে যায় গোটা দেশ। অজ্ঞ মানুষরাও গভীর থেকে গভীরতম ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনায় মেতে উঠত। অল্প বিদ্যা নিয়েই তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ত। পীর, ফকিরি ও মরমিবাদের প্রতিও ঝেঁক ছিল মানুষের মধ্যে।"

> "এ তো গেল মুদ্রার এপিঠের ছবি। ওপিঠের ছবিটা পুরো বিপরীত। এরা অর্থহীন ক্রীড়া-কৌতুক, প্রমোদ-বিনোদনে ডুবে থাকত আকষ্ঠ। এমনকি সেই যুগে তারা এমন এক স্টেডিয়াম নির্মাণ করেছিল, যেখানে ৮০ হাজার দর্শকের সংকুলান হতো। সেখানে বসে বসে উপভোগ করত মানুষে মানুষে জীবনহরণের নির্মম খেলা, যাদের তারা নাম দিয়েছিল গ্ল্যাডিয়েটর। এমনকি কখনো হিংদ্র জানোয়ারের খাঁচায় মানুষকে ছেড়ে দিয়ে বাঁচা-মরার লড়াই উপভোগ করত। তারা ছিল চরম বর্ণবাদী। নীল এবং সবুজ এই দুই রঙে তারা জনগণকে বিভাজন করত। একদিকে তারা ছিল কথিত সুন্দরের পূজারি, অন্যদিকে সহিংস এবং বর্বর আচরণে তারা ছিল উন্মন্ত। খেলাখুলার নামে তারা যা করত, তার কোনোটা নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য ছিল না। বরং অধিকাংশ সময়েই তা শেষ হতো রক্তাক্ত পরিণতিতে। প্রজান সাধারণের জন্য তাদের শাস্তির বিধানগুলোও ছিল বিভৎস। রং-তামাশা, তোগ-বিলাসিতা, কূটচালবাজি, চাটুকারিতা, নির্লজ্জতাসহ যাবতীয় বদ অভ্যাসের মূর্ত প্রতীক ছিল শাসকদের জীবন।" হে।

পারস্য সাম্রাজ্য

পারস্য বা কিসরা নামেই সামাজ্যটি সর্বাধিক পরিচিতি পায়। এটি বাইজেন্টাইন সামাজ্য থেকে ভৌগোলিক আয়তনে যেমন বহুগুণে বড় ছিল, তেমনি সামরিক দিক থেকেও ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। তৃতীয় শতকের শুরুতে সেখানে মনুর গড়া জুরপুস্থবাদ ও মনুবাদের মতো ধর্মীয় বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়। তারপর পঞ্চম শতকের শুরুতে প্রকাশ ঘটে মাযদাকি মতবাদের। রাজ্যজুড়ে নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ানোই যেন ছিল এদের নেশা, যা শেষ পর্যন্ত উসকে দেয় কৃষক-বিপ্লবকে। এরা নারীদের ধরে নিয়ে বন্দি করে রাখত। বিভিন্ন এলাকায় চোরা-গোপ্তা হামলা চালিয়ে একে একে অনেক মানুষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নেয়। খেত-খামার, ঘরবাড়ি কোনো কিছুই রেহাই পায়নি তাদের তাগুবলীলা থেকে। তাদের আক্রমণে

অনেক এলাকা এমন বিরাম ভূমিতে পরিণত হয়, যেন কোনো কলিই কেউ বৃঝি বাস করেনি সেখানে।

শাসনধারা ছিল বংশ পরম্পরা; বাবার মৃত্যুর পর ছেলে গদিতে বসবে—এটা একরকম অলিখিত সংবিধানে পরিণত হয়। তারা নিজেদেরকে মনে করত সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নত কোনো সৃষ্টি—অবতার; বা দেবতার ঔরসজাত সস্তান। দেশটাকে মনে করত পৈতৃক সম্পত্তি। রাজ্যের সমুদয় রাজস্ব নিয়ে খেয়াল-খুশিমতো স্বেচ্ছাচারী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করত। চলাফেরা ছিল চতুম্পদ জন্তু-জানোয়ারের মতো লাগামহীন। শাসকদের এমন আচরণ দেখে অনেক কৃষক চাযাবাদই ছেড়ে দেয়। শাসকদের সেবাদাস কিংবা লাঠিয়াল বাহিনী হওয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে কেউ বা আশ্রয় নেয় ঘরের কোণে কিংবা উপাসনালয়ে। রোম-পারস্যের মধ্যে সংঘটিত ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শিকার ছিল এসব জনগণ; অথচ এতে তাদের আদৌ কোনো কল্যাণ ছিল না। শ্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই শাসকরা এ যুদ্ধ বাধিয়ে রাখত বছরের পর বছর ধরে।

ভারত

ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, ষষ্ঠ শতকের শুরুতে ধর্মীয়, চারিত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় সাম্রাজ্যেও চরম অবনতি হয়েছিল। নৈরাজ্য করে বেড়াত এখানকার মানুষেরা। তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না উপাসনালয়ও। কারণ, ধর্ম নিজেই নৈরাজ্যের গায়ে পবিত্রতা ও কথিত ধার্মিকতার একটা খোলস চড়িয়ে দিয়েছিল। সমাজে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত। তাদের না ছিল কোনো মর্যাদা, না নিরাপত্তা। সতীদাহ প্রথার নামে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকে আগুনে পূড়িয়ে মারত তারা। কেউ কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে গেলেও এ বিধবাদের জন্য পুনরায় বিয়ে করা ছিল অবৈধ। শ্রেণি-বৈষম্যের জন্য ভারত ছিল পৃথিবীর অন্য সকল সমাজ থেকে আলাদা; আইনগতভাবেই তারা এই কালোকানুন সমাজে চালু করে। হিন্দু পুরোহিতরা সেগুলোকে মুড়িয়ে দেয় ধর্মীয় আবরণে। একসময় আইনটা সমাজে নৈতিক ভিত্তি লাভ করে। হয়ে ওঠে তাদের জীবনের অলজ্বনীয় সংবিধান।

হিন্দুরা ছিল শতধা বিভক্ত ও বিশৃষ্থল একটি জাতি। এ কারণে তাদের সমাজে সব সময়ই অস্থিরতা বিরাজ করত। এক সময় এই অস্থিরতা স্থানীয় বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধের ইন্ধন জোগাত।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা ও জাতিগোষ্ঠী থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্নই ছিল তারা : কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে এ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। স্বভাব-চরিত্রে তারা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ছিল কঠোর ও স্বৈরাচারী প্রকৃতির। শ্রেণিবৈষম্যের জের ধরে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একজন হিন্দু ঐতিহাসিক ভারতের ইসলামপূর্ব যুগ প্রসঙ্গে বলেন,

> "হিন্দুরা বাকি দুনিয়া থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন, শামুকের মতো নিজ খোলসের ভেতরে আবদ্ধ। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ-সভ্যতা ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে তারা ছিল একেবারেই অজ্ঞ। এ অজ্ঞতা তাদেরকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তোলে। জন্ম নেয় নানা জড়তা ও স্থবিরতা; যা তাদেরকে দিনে দিনে আরও অধঃপতন ও অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সাহিত্য প্রাণহীন ও বিবর্ণ রং ধারণ করে। স্থাপত্যশিল্প, চিত্রকলা, চারু ও কারুকলা শিল্পেরও ছিল একই রকম দৈন্যদশা।" si

> "হিন্দুসমাজ ছিল জড়বাদী; সবকিছুতে স্থবির ও অচল। শ্রেণিবৈষম্য ছিল প্রকট, পরিবারে পরিবারে চলত জাতে ওঠার লড়াই। বিধবা বিয়েকে তারা দেখত অন্যায় হিসেবে। খাদ্য-খাবার নিয়েও তাদের মধ্যে ছিল নানা রকম কুসংস্কার; এটা খেত তো ওটা খেত না। অকারণে কষ্ট দিত নিজেদের। আর অস্পৃশ্যরা তো ছিল সমাজচ্যুত; সমাজছাড়া হয়ে একরকম অসহায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো তারা।"।

ভারতের অধিবাসীরা চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল—

ব্রাহ্মণ: মন্দির ও হিন্দু ধর্মের পুরোহিত শ্রেণি।

ক্ষত্রিয়: যুদ্ধ-বিপ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত দল।

বৈশ্য: কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্বে নিয়োজিত সম্প্রদায়।

 শূদ্র: গোলামি, দাসবৃত্তি ইত্যাদিই ছিল এ শ্রেণির মূল কাজ। সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণির এরা। তাদের ধারণামতে, বাকি তিন শ্রেণির সেবা করার জন্য পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা নিজের পা থেকে এদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এই শ্রেণিবিভাজন ব্রাহ্মণদেরকে সমাজের সবচেয়ে সম্মানজনক আসনে আসীন করে। আক্ষরিক অর্থেই তাদের জন্য ছিল সাত খুন মাপ। তাদের ওপর কোনো কর ধার্য করা হতো না। অন্যদিকে, শূদ্রদের জন্য ধন-সম্পদ উপার্জন কিংবা সঞ্চয় করার অধিকারও ছিল না। এমনকি ব্রাহ্মণদের পাশে তাদের বসাও ছিল মহাপাপ। আর হাত দিয়ে ছোঁয়াটা তো কল্পনাই করা যেত না। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা

অন্ধকার এ যুগ ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট যুগ। মানবতা নেমে গিয়েছিল সর্বনিম্ন স্তরে। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা সর্ববিষয়ে। জীবনের এমন কোনো দিক ছিল না যেখানে নৈরাজ্য তার থাবা বসায়নি। চিন্তা-ভাবনা, আকীদা-বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি সবকিছুতেই জেঁকে বসে জাহিলিয়্যাত। মূর্খতা, প্রবৃত্তি-চরিতার্থ, লাম্পট্য, নিকৃষ্টতা, স্বৈরাচার ইত্যাদি ছিল সমাজের সাধারণ চিত্র।

আল্লাহর দীনের মধ্যে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন-পরিবর্ধন, বিকৃতি-সাধন, মনগড়া কথার প্রসার ইত্যাদির কারণে তাদের জীবনে আল্লাহর বিধানের প্রভাব প্রায় শূন্যে নেমে আসে। ফলে আল্লাহর বাণীর আবেদন হারিয়ে যায় পুরোপুরি। আকীদার নানা জটিল তত্ত্বীয় বিষয়ের আলোচনা নিয়ে লোকেরা মগ্ন থাকত, যা এক সময় আল্লাহর দীনের মধ্যে মানুষের নানা বিকৃত মতবাদ অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে নানা দল-উপদলে এবং তা শেষ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায় ভয়াবহ যুদ্ধবিগ্রহে। অন্যদিকে যারা এ বিকৃতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছিলেন সংখ্যায় তারা ছিলেন খুবই নগণ্য। সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে, অন্তত নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় লোকালয় ছেড়ে তারা আশ্রয় নেয় নির্জন কোনো স্থানে। একারণে অনৈতিকতা মানব সমাজকে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে আসন গেড়ে বসে সমাজের রক্ষে রক্ষে।

লোকেরা হয় দীন-ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, নয় ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাচছে। কেউ হয়তো কোনো ধর্মে সভ্যিকার অর্থে প্রবেশই করেনি কখনো। কেউ-বা আবার ধর্মের বিকৃত রূপটাকে পরম সত্য মেনে আরাধনা করছে। অন্যদিকে, শারী আতের ছিল করুণ দশা। তারা আল্লাহর শারী আহকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলত। উপরম্ভ শারী আতের নামে তারা মনগড়া এমন অনেক নিয়ম-কানুন বানিয়ে নেয়, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। সংগত কারণেই তাদের এসব বানোয়াট নিয়ম-কানুন ছিল মানুষের স্বভাবধর্ম ও বিবেকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় পাদরি-পুরোহিত, রাজা-বাদশারা ছিল এই অনৈতিকার একান্ত পৃষ্ঠপোষক। পৃথিবী তলিয়ে যায় অজ্ঞতার নিকষ কালো অন্ধকারের অতল গহ্বরে, জাহিলিয়্যাতের অশুভ ছায়া সবকিছুকে ঢেকে ফেলে। মহান আলাহ তা'আলার দেওয়া বিধানশুলো বিকৃত হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে।

ইহুদিধর্ম

এ ধর্মটি আসমানি বিধানের বাহক হলেও, কালের পরিক্রমায় বিকৃত হয়ে কেবল নানা রকম আচার-সর্বস্বতা এবং অন্ধ-অনুকরণের সমষ্টিতে পরিণত হয়; এতে না ছিল কোনো প্রাণের ছোঁয়া, না ছিল কোনো সজীবতা। ইহুদিরা তাদের ভিন্নধর্মী প্রতিবেশী ও তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল জাতির ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে; তাদের অনেক আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার নানা রকম জাহিলিয়াত ও মূর্তিপূজার মতো পৌত্তলিক কর্মকাণ্ডের নাগপাশে আটকে পড়ে। স্বয়ং ইহুদি ঐতিহাসিকদের কথায়ও এ বক্তব্যের স্বীকৃতি মেলে। ইহুদি বিশ্বকোষে এসেছে,

"মূর্তিপূজারি ও মুশরিকদের ওপর নবি-রাসূলদের মনঃকষ্ট, ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি এ কথাই প্রমাণ করে যে, এগুলোর প্রতি আকর্ষণ বানু ইসরাঈলের মন-মননে একেবারে জেঁকে বসেছিল। ব্যাবিলনে তাদের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার আগপর্যন্ত ওই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা সন্তব হয়নি। কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রতি আকর্ষণই ছিল তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের এ বৈশিষ্ট্যের জলজ্যান্ত সাক্ষী তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদ।"

নবিজির আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদি-সমাজ পৌঁছে যায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকলাঙ্গতার চূড়ান্ত পর্যায়ে। পাঠক, আপনি যদি ব্যাবিলনের তালমুদ (যার পবিত্রতা নিয়ে ইহুদিরা বড়াই করে এবং খ্রিষ্টীয় ৬ ঠ শতকে ইহুদিদের মাঝে যার চর্চা ছিল ব্যাপক) অধ্যয়ন করেন, তবে এর এমন কিছু নমুনা পাওয়া যাবে যার যৌক্তিকতার প্রশ্নে কোনো সুস্থ বিবেক সায় দেবে না। তাদের কথার অসারতা, আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের বেয়াদবির স্পর্ধা দেখে আপনি স্তম্ভিত হবেন। দেখবেন কী অনায়াসেই না তারা সত্যের অপলাপ করছে, দীন-ধর্মের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে।

খ্রিষ্টধর্ম

নিজ ধর্মের মধ্যে ধর্মযাজকদের বিকৃতি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং মূর্খদের মনগড়া ব্যাখ্যায় খ্রিষ্টধর্ম তখন যায় যায় অবস্থা। তাদের হাতে পড়ে খ্রিষ্টধর্ম তার প্রাচীন শিক্ষা হারিয়ে ফেলে। ক্ষসার আগমন হয়েছিল মানুষকে এক আল্লাহর 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করার জন্য। অথচ তার অনুসারীরা তার এই মহান শিক্ষা ভূলে যায় বেমালুম। তাওহীদের আলো, আল্লাহর একনিষ্ঠ 'ইবাদাত ঢাকা পড়ে যায় নানা রকম পৌত্তলিকতাপূর্ণ আঁধারের চাদরে। ।। যিশুর আসল প্রকৃতি এবং তার নানা বৈশিষ্ট্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে ইরাকি ও সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের সাথে মিশরের

ত্রিষ্টানদের যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, তাদের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়সহ সবকিছু পরিণত হয় সামরিক ক্যাম্পে। নানান রূপে, নানান রঙে খ্রিষ্টসমাজে পৌত্তলিকতা ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিষ্টধর্মের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে যা এসেছে তা এরকম:

"মনে করা হতো মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে। কিন্তু তা সমূলে উৎপাটিত হয়নি; বরং মন-মগজে তা আরও গেড়ে বসেছে। আগের মতোই সবকিছু চলছে খ্রিষ্টবাদের দোহাই পেড়ে এবং ধর্মের নামের আড়ালে। খ্রিষ্টধর্মের কেউ যদি শহিদ হতো, তবে অন্যরা তাকে মর্যাদা দেওয়ার নামে নানা রকম বাড়াবাড়ি করত; তার প্রতি বিভিন্ন রকম অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা ও গুণাবলি আরোপ করত। এমনকি তাদের প্রতিমূর্তিও বানাত। এরপর এভাবেই আস্তে আস্তে শুরু হয় শহিদ ও ধর্মগুরুদের পূজা। চতুর্থ শতাব্দী তখনও শেষ হয়িন; চারদিক ভরে ওঠে শহিদ-ভক্তি, পীরফিকর পূজায়। সৃষ্টি হয় নতুন এক আকীদা-বিশ্বাসের। এই বিশ্বাসের মূল কথা ছিল: পীর-মূর্শিদরা আসলে পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার কায়া; রবের সকল সিফাত-বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে সত্ত বিরাজমান। এই পুণ্যাত্মারা, এই সেইন্টরা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে—এমনই বিশ্বাস ছিল তাদের। মধ্যযুগে পবিত্রতা, শুদ্ধতা এবং নিষ্কলুষতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে তারা। মূর্তি-উৎসবের পুরাতন নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম ধারণ করল। এমনকি ৪০০ খ্রিষ্টাব্দে 'সূর্যপূজার পুরাতন উৎসব'-এর নাম হয় 'বড়দিন' বা 'ক্রিসমাস ডে'।" । ।

নতুন ক্যাথলিক বিশ্বকোষে এসেছে:

"তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, যিশুর জীবন, চিন্তা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ৩টি বস্তুর এক সমন্বিত রূপে গঠিত হন এক ইলাহ। চতুর্থ শতকের শেষ সময় থেকে চলে আসছে এ বিশ্বাসের ধারা; সবার নিকট চরম পূজনীয় এমন এক জাতীয় বিশ্বাসে পরিণত হয় বিশ্বাসটি। পুরো খ্রিষ্টানজগৎ এই বিশ্বাসে অটল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে ত্রিত্ববাদ-আকীদার ক্রমবিকাশের ধারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং এ রহস্যের সকল পর্দা উল্মোচিত হয়ে যায়।" (২০)

প্রিষ্টানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। একজন আরেকজনকে গাল পাড়ত 'কাফির' বলে। খুনোখুনি শুরু হলো নির্বিচারে। অনৈতিকতার বিরুদ্ধে লড়াই, সমাজ সংস্কার এবং মানবতার কল্যাণ রয়েছে এমন বিষয়ের প্রতি জাতিকে দা'ওয়াত দেওয়া থেকে তারা উদাসীন থাকল, নিবৃত রইল।।।ऽ।

আগ্নিপূজক ompressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাচীনকাল থেকেই অগ্নিপূজকরা প্রকৃতিপূজারি হিসেবে পরিচিত। তাদের প্রকৃতিপূজার সবচেয়ে বড় উপাদান আগুন। দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত শিখা-অনির্বাণের দেখা পাওয়া যেত। তারা পূর্ণ মনোনিবেশ করে এর পূজায়; তৈরি করে মন্দির এবং প্রতিমা। মন্দিরের ভেতরে মেনে চলা হতো বেশকিছু বিধিবিধান এবং আদব-শিষ্টাচার। অন্যদিকে মন্দিরের চার দেয়ালের বাইরে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নচিত্র—পূজকরা চলাফেরা করত স্বাধীনভাবে, মন যা চাইত তা-ই করে বেড়াত তারা। তখন তাদের মধ্যে আর যারা দীন মানত না তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ ছিল না।

একজন প্রখ্যাত ডাচ ঐতিহাসিক অগ্নিপৃজকদের ধর্মগুরু এবং তাদের কাজকর্মকে তার 'সাসানিদের যুগে ইরান' বইতে এভাবে তুলে ধরেন—

"অগ্নিপৃজকদের দিনে চারবার সূর্যের উপাসনা করতেই হতো। সেই সঙ্গে চাঁদ, আগুন এবং পানিরও পূজা করত তারা সমান তালে। তাদেরকে প্রত্যহ বিশেষ কিছু মন্ত্র জপ করতে হতো। ঘুমের সময়, ঘুম থেকে জেগে, গা-গোসলের সময়, পোশাক পরিধান করতে, খাওয়া-দাওয়া, হাঁচি-কাশি, চুল কাটানো, নখ কাটা, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া, চেরাগ-কৃপি জ্বালানোসহ যাপিত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তারা মুগ্ধ হয়ে জপ করত এই মন্ত্রগুলো। আগুন নিভে যাক—এমন প্রার্থনা করা ছিল তাদের জন্য বারণ, বাঘে-ছাগে এক ঘাটে পানি খাওয়া দুরস্থ হলেও আগুন-পানির মিশেল তাদের জন্য ছিল হারাম। এই কামনাও করা যাবে না যে, খনিগুলোতে মরচে ধরে যাক! কারণ, খনি তাদের কাছে পবিত্র।" । ১০০ বিত্রলাতে মরচে ধরে যাক! কারণ, খনি তাদের কাছে পবিত্র।"

ইরানিরা আগুন সামনে রেখে 'ইবাদাতে দাঁড়াত। ইয়াজদাগির্দ সাসানিদের সর্বশেষ রাজা, একবার সূর্যের নামে কসম কেটে বলে,

"এই সূর্যের নামে আমি কসম করছি, যিনি সবচেয়ে বড় ইলাহ।" প্রতি যুগেই অগ্নিপূজকরা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করত মনে-প্রাণে। ধীরে ধীরে পৌত্তলিকতাই হয়ে এঠে তাদের লোগো, তাদের ধর্মীয় প্রতীক। তারা বিশ্বাস রাখত দুই খোদাতে। একজন আলো তথা কল্যাণের ইলাহ, অন্যজন অন্ধকার তথা অমঙ্গলের।

বৌদ্ধধর্ম

এই ধর্ম ভারত এবং মধ্য-এশিয়ায় পালিত হতো সবচেয়ে বেশি। অনুসারীরা জায়গায়-বেজায়গায় গড়ে তুলে গৌতম বুদ্ধের প্রতিমা। বাড়ি থাকুক কিংবা সফরে, যেখানেই যেত তারা, সঙ্গে বুদ্ধের মূর্তি বয়ে বেড়াত; আ এবং সে মূর্তিতে মাথা ঠেকানো তাদের চা-ই চাই। তৈরি করত নিত্যনতুন প্যাগোডা।

ব্রাহ্মধর্ম

ভারতের আদি ধর্মের নাম রাক্ষধর্ম। এটি হিন্দু ধর্মেরই আদিরূপ। কোনো সন্দেহ ছাড়াই বলা চলে, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল ছিল—দুটি ধর্মই বছদেবতায় বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসের নড়চড় হয়নি এতটুকু; আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনই। অনেক মা'বৃদ, অনেক উপাস্যের প্রাদুর্ভাব ছিল এই ধর্মের প্রধানতম বৈশিষ্টা। খ্রিষ্ট ষষ্ঠ শতকে এসে এ ধর্ম তার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছে। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত পৃথিবীটা ডুবে ছিল পৌত্তলিকতায়। খ্রিষ্ট, ইছদি, বৌদ্ধ এবং ব্রাক্ষধর্মের অনুসারীরা সবাই কেমন যেন পৌত্তলিকতার মাহান্ম্য, তার পবিত্রতা বর্ণনা কে কার চেয়ে বেশি করতে পারে এ প্রতিযোগিতায় নেমেছে; কেমন যেন একই ময়দানে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছে ঘোড়ারা।

প্রতিটি জাতির মধ্যে, প্রতিটি পর্যায়ে এই অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার কথা রাসূল

তাঁর এক অভিভাষণে এভাবে বলে গেছেন—

"জেনে রাখা! আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন যে, আজকের এই দিনে তিনি যা কিছু আমাকে শিখিয়েছেন, তার মাধ্যমে আমি যেন তোমাদের অজানা বিষয়গুলো জানিয়ে দিই: 'একজন বান্দাকে আমি যা কিছু দিয়েছি তার সবই হালাল। আমার বান্দাদের সবাইকে হানিফালা তথা নিষ্ঠাবান করেই আমি সৃষ্টি করেছি। শয়তানরা তাদের কাছে এসে দীনের পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে এবং তাদের জন্য আমি যা হালাল করেছি, তা হারাম ঘোষণা করে। তাদেরকে আদেশ করে আমার সঙ্গে শির্ক করতে; অথচ শির্কের পক্ষে আমি কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করিনি।' আর নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তা'আলা তখন আহুলে-কিতাবদের অল্পকিছু লোক ছাড়া, দুনিয়াবাসীর প্রতি, কি আরব কি অনারব নজর করেন অবজ্ঞাভরে।"

বিভিন্নভাবে মানবজাতির ভিন্নপথে গমনের ইঙ্গিতই পাওয়া যায় হাদীসটিতে: আল্লাহর সঙ্গে শির্ক, তাঁর শারী আহকে প্রত্যাখ্যান, ওয়াহি-নির্ভর দীনের কোনো কোনো সংস্কারকের বিপথে গমন এবং জাতির স্কষ্টতার ব্যাপারে তাদের একপেশে পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি-সহ নানাভাবেই তারা পথস্ক্রষ্ট হয়েছে।

আরবদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং তাদের সভ্যতার ইতিহাস

প্রাচীন আরব

ঐতিহাসিকরা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে আরবদেরকে তাদের পরবর্তী বংশধরদের ধারা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

বা'ইদা আরব

'আদ, সামৃদ, আমালিকা, তস্ম, জাদিস, উমাইম, জুরহুম, হাদরামাউত এবং তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও কিছু গোত্র নিয়েই গঠিত বা'ইদাহ আরব। ইসলাম আসার আগেই এদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। শাম (সিরিয়া ও তার আশপাশের এলাকা নিয়ে গঠিত) ও মিশর অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল এদের রাজত্ব।

'আরিবা আরব

এ ধারার লোকেরা ইয়া'রুব ইবনু ইয়াশজুব ইবনু কুহতানের বংশধর। এদেরকে কাহতানিয়া আরব নামে ডাকা হতো। এরা দক্ষিণ আরব নামেও সবার কাছে পরিচিত ছিল এই ইয়েমেনের রাজন্যবর্গ এবং মা'ঈন, সাবা এবং হিময়ার গোত্রের লোকজন ছিল এই ধারার অন্তর্গত। বি

আদনানি আরব

এ ধারার আরবদেরকে বলা হতো আদনানি আরব। কারণ, এরা আদনানের বংশধর।
এ আদনানের বংশধারা গিয়ে মিলিত হয়েছে নবি 'ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমের
সঙ্গে। এরা মুসতা'রিবাহ আরব নামে পরিচিতি পেয়েছিল। অর্থাৎ এরা বহিরাগত
আরব—আরবে এসে বসতি স্থাপন করে এবং আরবি ভাষা গ্রহণ করে। এদের
শরীরে অনারব রক্তধারা প্রবাহিত। তারপর অনারব ও আরব এই দু-ধারার রক্ত

বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একটা সময় এসে নতুন ধারার এই আদনানি আরবদের মাতৃভাষা হয়ে ওঠে আরবি।

এ আদনানি ধারার আরবরা ছিল উত্তরের আরব। তাদের সত্যিকারের মাতৃভূমি
মাক্কা। এরা সবাই জুরহুম গোত্র এবং নবি 'ইসমাঈলেরবংশধর। ইবরাহীম ক্রিন্তের্ভ্রা
তার স্ত্রী ও সন্তান 'ইসমাঈলকে আল্লাহর আদেশে মাক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। 'ইসমাঈল
বড় হন জুরহুম গোত্রে। শেখেন আরবি ভাষা। বড় হয়ে এ বংশেরই একজন মেয়েকে
বিয়ে করেন তিনি। তার সন্তানরা বেড়ে ওঠে জুরহুমদের মতো আরব হিসেবেই।

নবি ইসমাইলের বংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আদনান ছিলেন রাসূলুল্লাহর উর্ধ্বতন পুরুষ। আদনান থেকেই আরব গোত্র-উপগোত্রগুলোর পথচলা শুরু। আদনানের পর আসে তার ছেলে মা'দ। এরপর আসে নিযার। নিযারের পর আসে তাঁর দুই সন্তান মুদার ও রাবি'আ।

রাবি'আ ইবনু নিযারের বংশধরের লোকেরা আবাস গড়ে তোলে পূর্বে; 'আবদূলকাইস গোত্র বাহরাইনে, হানিফা গোত্র ইয়ামামাতে, বাহরাইন ও ইয়ামামার মাঝামাঝি
কোনো এক জায়গায় বাক্র ইবনু ওয়াইলের বংশধররা বসবাস শুরু করে। তাগলাব
গোত্র ফোরাত অববাহিকা অতিক্রম করে আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে দজলা ও
ফোরাত নদীর উপদ্বীপ অঞ্চলে আবাস গাড়ে। আর তামিমের লোকেরা গিয়ে ওঠে
বাস্রার মরুপল্লিতে।

অন্যদিকে, মুদারের শাখা সালীম গোত্রটি মাদীনার কাছাকাছি একটি জায়গায় তাদের নিবাস গড়ে তোলে। সাকীফ গোত্র তায়িফে, হাওযান গোত্রের বাকি অংশ মাক্কার পূর্বে এবং পূর্ব-তাইমা থেকে শুরু করে পশ্চিম কৃফা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আসাদ বংশধরদের বাসস্থান। যুবইয়ান এবং 'আব্স বংশধরদের বসবাস ছিল তাইমা থেকে হাওয়ারান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়। । ।

অধিকাংশ কুলজিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ও অন্য জ্ঞানীগণ আরবদেরকে দুইভাগে ভাগ করেন: আদনানি আরব ও কহতানি আরব। তবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, আরবরা সবাই আদনানি ধারার। আর কাহতানি আরবদের বংশধারা গিয়ে মিশেছে, তাদের মতে, নবি 'ইসমাঈল 🕸 পর্যন্ত। 🖽

ইমাম বুখারি তার সহীহ বুখারিতে এই বিষয়ে 'ইসমাঈলের সঙ্গে ইয়েমেনবাসীদের (কাহতানি আরব) সম্পৃক্ততা' নামে একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেন। অধ্যায়টিতে তিনি সালামা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "একদিন রাস্ল 🛎 তিরন্দাজি চর্চা করছিলেন। তখন তিনি আসলাম গোত্রের এমন কিছু লোকের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে 'ইসমাঈলের বংশধর। নিক্ষেপ করো। কারণ, তোমাদের পিতা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তো একজন তিরন্দাজ ছিলেন। আর আমার সমর্থন অমুক বংশধরদের (তিরন্দাজি চর্চারত একটি দলের) সঙ্গেই আছে।'

"কিন্তু একটি দল হাত গুটিয়ে নিবৃত্ত রইল। তিনি বললেন, 'তোমাদের কী হলো?'

"তারা বলল, 'আপনার সমর্থন অমুক দলের সঙ্গে থাকলে আমরা কীভাবে তির ছুড়বং'

"তিনি বললেন, 'নিক্ষেপ করো, আমি তোমাদের সবার সঙ্গেই আছি।'" । ইমাম বুখারি বলেন,

"আসলাম ইবনু 'আফসা ইবনু হারিসা ইবনু 'আমর ইবনু আমির ছিলেন খুযা'আ গোত্রের। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন সাবা জাতির ওপর 'আরিম তথা বাঁধভাঙা বন্যা পাঠান, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদেরই বিচ্ছিন্ন একটি দল এই খুযা'আ গোত্র।"

মুদার থেকে চলে আসা একটি ধারাতেই শ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদের জন্ম। ইমাম বুখারি কুলাইব ইবনু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন যে, "রাসূলুল্লাহর পালিত কন্যা যাইনাব বিনতে আবু সালামার কাছে জানতে চাই, 'আচ্ছা আপনি কি মনে করেন রাসূল * মুদারের কোনো ধারার লোক ছিলেন?'

"উত্তরে তিনি আমাকে বলেন, 'তিনি মুদার গোত্রের লোক না হলে আর কে হবেনং হাাঁ, তিনি নাদর ইবনু কিনানার বংশধর।'া

কুরাইশরা কিনানাদেরই অধন্তন একটি ধারা। তারা সবাই ফিহির ইবন্ মালিক ইবন্ নাদর ইবন্ কিনানার বংশধর। আবার কুরাইশ গোত্রটি ছিল নানান উপগোত্রে বিভক্ত। উল্লেখযোগ্য উপগোত্রগুলো হলো: জুমাহ, সাহ্ম 'আদ, মাখযুম, তাইম, যুহরাহ এবং বিশেষ করে কুসাই ইবন্ কিলাবের শাখাগোত্রগুলো; যেমন: 'আবদুদ-দার ইবন্ কুসাই, আসাদ ইবন্ 'আবদুল-উয্যা ইবন্ কুসাই, 'আব্দ-মানাফ ইবন্ কুসাই। 'আব্দ-মানাফ আবার চারটি প্রশাখায় বিভক্ত ছিল: 'আব্দ-শাম্স, নাওফিল, মুন্তালিব এবং হাশিম। ইনিই সেই হাশিম যার ঘরে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা আমাদের প্রিয় রাস্ল, সাইয়িয়দুনা মুহাম্মাদ 🗱 ইবন্ 'আবদুলাহ ইবন্ 'আবদুল-মুন্তালিব ইবনু হাশিমকে প্রেরণ করেন। 🕬

রাসূল 🛊 বলেন,

"আল্লাহ 'ইসমাঈলের বংশ থেকে কিনানাকে বাছাই করেন। কিনানা থেকে বাছাই করেন কুরাইশকে। কুরাইশ থেকে বাছাই করেন বানু হাশিমকে। আর আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেন বানু হাশিম থেকে।"।

প্রাচীন আরবের সভ্যতা

প্রাচীনকালে আরবে বেশ কিছু সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং তাদের দ্বারা সুদৃঢ় নগরায়ণও হয় বিভিন্ন অঞ্চলে। উল্লেখযোগ্য কিছু সভ্যতার পরিচয় নিচে বিধৃত হলো:

ইয়েমেনের সাবা-সভ্যতা

এই সভ্যতার কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। সূরা সাবায় আল্লাহ এই সভ্যতার কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বৃষ্টির নির্মল পানি ও পাহাড়-বেয়ে-নামা ঝরনার সুমিষ্ট পানি থেকে নানাভাবে উপকৃত হতো এই অঞ্চলের ইয়েমেনবাসী। ঝরনার পানি গিয়ে মিশত সাগরে। সেখান থেকে উল্লত প্রযুক্তিবলে তারা নির্মাণ করেছিল বেশকিছু জলাধার এবং টেকসই বাঁধ। এমনই একটি বিখ্যাত, টেকসই ও মজবুত বাঁধের নাম সাদ্দু মা'রিব তথা মা'রিব বাঁধ। এই বাঁধের পানি তারা লাগাত চাষবাসের কাজে। হাজার জাতের গাছপালার বাগান করত সেই বাঁধের পানির সাহায্য নিয়ে। পত্রপল্লবে সুশোভিত তরুলতা গাছগাছালিতে ছেয়ে যেত চারদিক, সুস্বাদু সব ফলমূল এবং সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এক অনিদ্যসুন্দর দৃশ্যের অবতারণা হতো সেখানে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারেই বলেছেন:

"সাবাবাসীদের জন্য তাদের আবাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন। যাতে ছিল দৃটি বাগান—একটি ডান দিকে, অপরটি বাঁ দিকে। তোমরা তোমাদের রবের দেওয়া রিয়ক থেকে খাও এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (কতই না!) সুন্দরতম নগরী এবং ক্ষমাশীল রব। কিন্তু তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি তাদের ওপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙা বন্যা এবং তাদের বাগান দৃটিকে এমন দৃটি বাগানে পর্যবসিত করে দিলাম, যেখানে উৎপন্ন হয় বিষাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু (অখাদ্য) বরই গাছ। তাদের কুফরির কারণেই তাদেরকে আমি এমন শাস্তি দিয়েছিলাম। অকৃতজ্ঞ ছাড়া আমি আর কাউকেই কি এমন শাস্তি দিতে পারি?"

কুরআনুল-কারীম আমাদেরকে জানান দিচ্ছে যে, প্রাচীনকালে অনেক সংযুক্ত বা গুচ্ছগ্রামের অস্তিত্ব ছিল। ইয়েমেন থেকে শুরু করে হিজায (মাক্কা, মাদীনা ও তায়িফ ইত্যাদি অঞ্চল), এবং উত্তর দিকে শামদেশ পর্যন্ত বিশাল এলাকাজুড়ে ছিল এ শুচ্ছগ্রামের বিস্তৃতি। বণিক ও পর্যটকরা বাণিজ্য ও পর্যটন উপলক্ষ্যে কাফেলা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নিয়ে বেরিয়ে পড়ত ইয়েমেন থেকে শামদেশ অভিমুখে। কিন্তু এ দীর্ঘপথে তারা ছায়া, পানি কিংবা খাবারের কোনো ধরনের অভাব অনুভব করত না। মহান আল্লাহ বলেন :

> "তাদের এবং যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে আমি স্থাপন করেছিলাম দৃশামান বহু জনপদ। এবং ওইসব জনপদে ভ্রমণের যথায়থ বাবস্থা করেছিলাম। (বলেছিলাম) রাতে কিংবা দিনে, তোমরা এই দুই জনপদে ভ্রমণ করো নিরাপদে। কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের সফরের মাঝে কাবধানকে বধিত করুন! বস্তুত নিজেদের প্রতি তারা জুলুম করেছিল। ফলে তাদেরকে আমি উপাখানে (এমন কাহিনি যাতে অন্যদের জন্ম শিক্ষা কিংবা দৃষ্টান্ত রয়েছে) পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিরভির করে দিলাম সম্পূর্ণরূপে। নিভয় প্রত্যেক কৃতজ্ঞ ধৈর্যশীল বান্তির জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

> > [স্রা সাবা, ৩৪: ১৮, ১৯]

আহকাফে অদ সভ্যতা

'আদ সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল হাদরামাউত অঞ্চলের উত্তরে। আল্লাহ তাদের নিকট হৃদকে নবি করে পাঠান। সুউচ্চ ও জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, সুদৃঢ় ও চোখধাঁধানো অট্টালিকা, সুনির্মিত গোলাকৃতির খিলানের অধিকারী ছিল তারা। তাদের ছিল পত্রপল্লবে সুশোভিত বাগান, সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, নয়নাভিরাম খেত-খামার এবং কলকল রবে প্রবহমান ঝরনাধারা। । আলাহ বলেন:

> "আদ জাতি রাস্লদেরকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলেছিল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? নিক্য আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগতা করো। বিনিময়ে তোমাদের কাছে আমি কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান কেবল জগৎসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। তোমরা কি প্রতিটি উঁচু জায়গায় স্মারক নির্মাণ (এটা তাদের ধন-সম্পদ এবং শক্তিমন্তার একটা নিদর্শন) করছ নিরর্থক? আর তোমরা এমনভাবে প্রাসাদ-অট্টালিকা নির্মাণ করছ যেন তোমরা চিরস্থায়ী হবে? এবং তোমরা যখন আঘাত হানো, তখন উৎপীড়কের মতোই আঘাত করো। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এবং তাঁকেই ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সেই সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জানো। তিনি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুম্পদ জন্ম এবং সম্ভান-স্ভতি; উদানি এবং ঝরনাধারা'।"
[স্রা আশ-শৃ'আরা, ২৬: ১২০-১০৪]

হিজাযে সামৃদ সভ্যতা

সামৃদ নামের একটি জাতির কথাও কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায়। হিজর অঞ্চলে ছিল তাদের বসবাস। তাদের সভ্যতার গোড়াপত্তন এখানেই। পাহাড় কেটে দালান-কোঠা তৈরি, ঝরনাধারা, বাগবাগিচা এবং খেত-খামারে শোভিত তাদের এক সুন্দর দেশের ১৬ বর্ণনা কুরআন দিয়েছে সবিস্তারে। আল্লাহ বলেন:

"সামৃদ জাতি রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় করবে না আল্লাহকে? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগতা করো। বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান কেবল জগৎসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। যা এখানে (পৃথিবীতে) আছে তাতে কি তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে নিরাপদে (মৃত্যু থেকে), ঝরনাধারা এবং বাগবাগিচার মাঝে, শসাক্ষেত্রে এবং সুকোমল গৃচ্ছবিশিষ্ট খেজুরের উদ্যানে? এবং তোমরা সুনিপুণভাবে পাহাড় কেটে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করছ। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো'।"

[সূরা আশ-শৃব্যারা, ২৬: ১৪১-১৫০]

তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

"এবং স্মরণ করো যখন 'আদ জাতির পর তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে
তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে
করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ এবং পাহাড়
কেটে কেটে বানিয়ে নিয়েছ আবাসগৃহ। অতএব, তোমরা আল্লাহর
অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো
না।"
[সূরা আঁরাফ, ৭: ৭৪]

অনেক দিন হলো তাদের সবকিছুই হারিয়ে গেছে, বিলীন হয়েছে কালের গর্ভে; তাদের বাস্তুভিটাগুলো খাঁখাঁ বিরান পড়ে আছে, পাহাড়ের গায়ে অন্ধিত কিছু নকশা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। যে গ্রাম ও শহর নিয়ে তাদের গর্বের অন্ত ছিল না, তা আজ আর নেই। ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, প্রাসাদ-অট্টালিকা পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। এখন আর ঝরনাধারার সেই কলকল রব মুখরিত করে না চারপাশ। গাছে গাছে ছেয়ে যায় না পত্রপল্পব। দুচোখের প্রশান্তির কারণ হয় না বন-বনানী। শস্য-শ্যামল ছোঁয়া সমীরণ আছড়ে পড়ে না ভালো লাগা হয়ে। সবকিছু আজ ধু-ধু মরুভূমি।

ইসলাম-পূর্ব আরবের সার্বিক পরিস্থিতি

ধর্মীয় অবস্থা

ধর্মীয় অবস্থার বিবেচনায় আরবরা ছিল চরমভাবে পিছিয়ে পড়া এক জাতি। ধর্মীয় গোঁড়ামো, কাদামাটি আর কাঠ-পাথরের প্রতিমার পূজায় আকণ্ঠ ডুবে ছিল তারা। চারিত্রিক অবনমন, সামাজিক বিশৃষ্খলা, রাজনৈতিক অরাজকতাও চলছিল সমান তালে। নৈরাজ্যকর অবস্থার প্রান্ত সীমায় গিয়ে ঠেকে তারা। জোর যার মুল্লুক তার—এমনই ছিল তাদের নীতি। তাদের মান-মর্যাদা নামতে নামতে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আন্তাকুড়ে। সেরা সময়েও তারা পারস্য কিংবা রোমান সাম্রাজ্যের তাঁবেদারি করা ছাড়া ভালো কিছু করতে পারেনি।

বাপ-দাদার প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তাদের রেখে যাওয়া ধর্মের প্রতি ছিল অন্ধবিশ্বাস। এতই অন্ধ যে—বক্রতা, ল্রষ্টতা ও অনিয়মে ভরে আছে যে ধর্মটি, তা একটু খতিয়ে দেখার প্রয়োজনও বােধ করত না। ফলে তারাও পূজা করত দেবদেবীর। প্রত্যেক গোত্রের ছিল একটা স্বতন্ত্র উপাস্য-মূর্তি। হ্যাইল ইবনু মুদরিকা গোত্র উপাসনা করত সুওয়াআ'-এর, কাল্ব গোত্র পূজা করত ওয়াদ্দ-এর, মাযহিজ গোত্রের উপাস্যের নাম ছিল ইয়াগৃস, খাইয়াওয়ান কবিলার উপাস্য ছিল ইয়া'উক, হিম্ইয়ার গোত্র মাথা ঠুকত নাস্র প্রতিমার সামনে। ইসাফ ও না'ইলাহর অর্চনা করত কুরাইশ ও খুযাআ' উভয় গোত্র। মানাত মূর্তির অবস্থান ছিল সমুদ্র সৈকতে; সারা আরবের লোক, বিশেষ করে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের নিকট প্রতিমাটি ছিল চরম পূজনীয়। লাতের অবস্থান ছিল সাকীফ গোত্রে। যাত-'আরিক নামক এলাকায় ছিল উয়্য়া মূর্তির অবস্থান। কুরাইশদের ধারণায়, এই উয়্য়া ও লাত ছিল সবচেয়ে বড় মা'বদ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft প্রধান প্রধান এই মূর্তির পাশাপাশি ছোট-বড় আরও অগুনতি মূর্তি ছিল তাদের ; বহনে সহজসাধ্য ছোট মূর্তিগুলো তারা তাদের সফরে-ভ্রমণে সঙ্গে নিত কিংবা ঘরবাড়িতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে বানিয়ে নিত পূজাঘর।

ইমাম বুখারি তার সহীহ বুখারিতে আবু রজা আল-'উতারিদি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

> "আমরা একসময় পাথরের পূজা করতাম। পাথরটির তুলনায় আমরা যদি উত্তম কোনো পাথর পেতাম, তা হলে প্রথমটিকে দূরে ছুড়ে ফেলে আমরা নতুনটাকে নিতাম। যদি এমন হতো যে, আমরা কোনো পাথরই খুঁজে পাচ্ছি না, তবে মাটির কিছু ঢেলা জোগাড় করে আনতাম। তারপর একটা ভেড়ী এনে ঢেলার ওপর দুধ দোহন করতাম। এরপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম দল বেঁধে!" 👊

এই প্রতিমাপূজা-চর্চা আরবদেরকে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর একত্ব, মাহাত্ম্য, তাঁর প্রতি ঈমান এবং পরকালে বিশ্বাসের মতো ইত্যাদি বিষয় জানার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে এক বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। তারা মনে করত, আল্লাহ ও তাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে এই প্রতিমাগুলো। কিন্তু তাদের এই দাবির কোনো ভিত্তি ছিল না; অযৌক্তিক দাবি নিঃসন্দেহে। কল্পিত এই উপাস্যগুলো তাদের মন-মগজ, কাজকর্ম, আচার-আচরণ, চলাফেরা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একেবারে জেঁকে বসে। ফলে, তাদের অন্তরে আল্লার প্রতি সম্মানবোধ ধীরে ধীরে কমে যায়। আল্লাহ বলেন:

> "যারা মন দিয়ে শোনে শুধু তারাই সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনজীবিত করে ওঠাবেন; তারপর তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে [স্রা আন'আম, ৬:৩৬] আনা হবে।"

যদিও কিছু মানুষ তখনও পর্যন্ত নবি ইবরাহীমের দীনের অনুসরণ করত। তবে তাদেরকেও পেয়ে বসেছিল নানা বিচ্যুতি, বক্রতা, ভ্রষ্টতা। তাদের সেই দীনে সাধিত হয় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। আশ্চর্যের বিষয় হলো—তারা হাজ্জ করতে আসত ঠিকই, কিন্তু পূজা করত মূর্তির। উপরস্তু হাজ্জের মতো 'ইবাদাতকে তারা নিজেদের শৌর্য-বীর্য, গর্ব-অহংকার প্রদর্শনের মৌসুমি এক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করে। নবি ইবরাহীমের দীন-হানীফ তথা একনিষ্ঠ দীনের যে কয়টা বিশ্বাস তখন পর্যন্ত বাকি ছিল, তাতেও বিকৃতি ঘটে। বিপরীতে, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের বদলে অনেক কুসংস্কার-খুরাফাত, পৌরাণিক কিচ্ছা-কাহিনিতে ভরে যায় সেই ধর্ম।

তবে এত কিছুর পরও কিছু মানুষ ছিলেন যারা সত্যিকারভাবেই ইবরাহীমের দীন-হানীফ অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন। প্রতিমা-পূজা করতেন না, বিশ্বাস রাখতেন না এর সঙ্গে জড়িত আচার-প্রথা ও আকীদা-বিশ্বাসে। তারা হানীফ নামে পরিচিত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ছিলেন সবার কাছে। ইবরাহীমের রেখে যাওয়া দীনের বিশুদ্ধ অনুসারীকেই হানীফ বলা হয়। আল্লাহ কুরআনে নবি ইবরাহীমকে হানীফ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

> "ইবরাহীম ইহুদিও ছিল না, খ্রিফ্টানও ছিল না; সে ছিল এক আল্লাহয় বিশ্বাসী। কোনোভাবেই সে মুশরিক ছিল না।" সূরা আলু-'ইমরান, ০:৬৭

তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন যাইদ ইবনু 'আমর ইবনু নুফাইল। তিনি বেদিমূলে কোনো প্রাণীকে বলি দিতেন না, খেতেন না রক্ত কিংবা মৃত প্রাণী। তিনি লাত, উয্যা, মানাত কিংবা অন্যকোনো মূর্তির পূজা-অর্চনা করতেন না। তিনি বলতেন:

> একজন রব নাকি হাজারটা? এত এত ধর্ম-মাঝে সত্য কোনটা? লাতকে ছেড়েছি, উয্যাকে মানি না আল্লাহর 'ইবাদাত ছাড়া আর কিছু চাই না। উয্যার পূজা নয়, না তার দু-কন্যার না 'আমর বংশের আযুর প্রতিমার। বলতে বলতে কবিতার শেষদিকে এসে তিনি বলেন: কিন্তু আমি 'ইবাদাত করি রাহমান-এর তিনি আমার রব। যাতে গফুর ক্ষমা করেন— আমার গুনা সব।

দীন-হানীফ-এর আরেকজন অনুসারী হলেন কুস্স ইবনু সা'ইদাহ আল-ইয়াদি; তিনি নবি ইবরাহীম ও 'ইসমাঈলের শারী'আহ মেনে চলতেন। বাগ্মিতা, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, জ্ঞান-গরিমা এবং উত্তম চরিত্রের জন্য তিনি সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এক আল্লাহর 'ইবাদাতের পথে তিনি মানুষকে ডাকতেন; বলতেন প্রতিমা-পূজা ছেড়ে দিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পরের জীবনে। ইসলাম-পূর্ব সময়েও তিনি মানুষদেরকে নবিজির আগমনের সুসংবাদ-বার্তা শুনিয়েছিলেন।

দালাইলুন-নুবুওওয়াহ নামক গ্রন্থে আবু নু'আইম সাহাবি ইবনু আব্বাস 🚓 থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

> "কুস্স ইবনু সা'ইদার অভ্যাস ছিল—তিনি উকায় মেলায় তার জাতির সামনে উপদেশমূলক বিভিন্ন কথাবার্তা বলতেন; ভাষণ দিতেন। এমনই এক ভাষণে তিনি বলেন, 'অচিরেই, এই দিকটি থেকে সত্য উদ্ভাসিত হবে।'—এই বলে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মাকার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন তিনি। উপস্থিত জনতা জানতে চাইল, সেই সত্যাটা কী? তিনি উত্তর করলেন, 'লুওয়াই ইবনু গালিবের বংশের একজন ব্যক্তি; তিনি তোমাদেরকে তাওহীদ, চিরস্থায়ী আবাস, অনিঃশেষ নেয়ামাতরাজির প্রতি আহ্বান করবেন। তখন তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ো। তাঁর কথা মেনে নিয়ো। হায়! আমি যদি জানতাম যে, আমি তাঁর আগমন পর্যন্ত বেঁচে থাকব, তা হলে সেদিন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সবার আগে আমিই তাঁর দিকে দৌড়ে যাব।' জীবদ্দশায়ই তিনি নবিজিকে পেয়েছিলেন। তবে তাঁকে নবি হিসেবে পাননি; তার

আরবের সবাই যে কুস্স ইবনু সা'ইদাহ কিংবা যাইদ ইবনু 'আমরের মতো ছিল তা কিন্তু নয়: এর বিপরীত একটা চিত্রও ছিল সেখানে। তাদের কেউ কেউ বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। আবার কেউ-বা হয়ে যায় ইহুদি। তবে অধিকাংশই পূজা-অর্চনা করত মূর্তির।

রাজনৈতিক অবস্থা

পূর্বেই মারা যান তিনি।

আরব উপদ্বীপের বাসিন্দারা বেদুইন ও শহুরে এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল গোত্রকেন্দ্রিক; আরবের সর্বত্রই ছিল এই গোত্রশাসন। এমনকি উপদ্বীপের অনেক সভ্য রাজ্যতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দক্ষিণের ইয়েমেন রাজ্য, উত্তর-পূর্বের হীরাহ রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিমের গাস্সাসিনা রাজ্যগুলোতে গোত্রশাসন-ব্যবস্থা চালু ছিল।

আরবের এক একটি গোত্রে থাকত অনেক অনেক মানুষ। রক্তের সম্পর্কে নিরূপিত হতো নিজেদের গোত্রপ্রীতি; সবাই ছিল একই রক্তধারার। এই রক্তসম্পর্ক ও গোত্রীয় একতা তাদের মধ্যে একটা সামাজিক মেলবন্ধনের কাজ করত। এর আলোকেই রচিত হতো তাদের সামাজিক রীতিনীতি, যা ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করত। গোত্রের প্রতিটি সদস্যের কিছু অধিকার যেমন ছিল, তেমনই ছিল কিছু দায়িত্বও। সামাজিক এই রীতিনীতি গোত্রগুলো মেনে চলত তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে।

প্রত্যেক গোত্রের একজন করে গোত্রপ্রধান বা সর্দার থাকত। গোত্রপ্রধান যে কেউ হতে পারত না। একজন গোত্রপতি নির্বাচনের মাপকাঠি ছিল: বংশমর্যাদা, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি, সর্বজন-গ্রহণযোগ্যতা, মানসন্মান, সাহসিকতা, বীরত্ব, মানবিকতা, বদান্যতা ইত্যাদির মতো উত্তম বৈশিষ্ট্যের সর্বোৎকৃষ্টতা অর্জন করা। গোত্রের লোকেরা তাকে সন্মান করত, তার সঙ্গে সৌজন্য আচরণ করত। তার আদেশ শিরোধার্য ছিল

তাদের কাছে। বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিত তার আচার-বিচার। চূড়ান্ত রায় জ্ঞান করে মাথা পেতে গ্রহণ করত তার সালিশি।

গোত্রের লোকেরা তার আর্থিক অধিকারও সংরক্ষণ করত: গানীমাত বা যুদ্ধলন্ধ মালের অংশ থেকে তার জন্য বরাদ্দ ছিল 'আল-মিরবা' অর্থাৎ গানীমাতের এক-চতুর্থাংশ। আবার গানীমাতের মাল সবার মধ্যে বন্টনের পূর্বেই ভালো জিনিসগুলো নিজের জন্য বেছে নেওয়ার অধিকার রাখতেন তিনি; এর নাম ছিল 'আস-সফায়া'। শক্রর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার পূর্বেই তাদের যে মাল হস্তগত হতো এখান থেকেও বরাদ্দ ছিল তার জন্য; এর নাম 'আন-নাশীতা'। গানীমাতের আরেকটা অংশ 'আল-ফুদূল' যা তাকে না দিয়ে কোনোভাবেই বন্টন করা যেত না। একজন আরব কবি সুন্দর করে বলেছেন:

"আমাদের মধ্যে আপনার জন্য বরাদ্দ 'আল-মিরবা' 'আস-সফায়া' গানীমাতখণ্ড। আরও আছে— 'আন-নাশীতা' 'আল-ফুদূল' ও শাসনদণ্ড।"

এতকিছু প্রাপ্তির বিনিময়ে একজন গোত্র-প্রধানের দায়িত্ব নেহাতই কম ছিল না। গোত্রের লোকজনের মধ্যে শান্তি বজায় থাকা অবস্থায় তিনি হলেন একজন হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব। গোত্রের লোকদেরকে দান করেন উদার হস্তে। বলা চলে, তখন তিনি দাতা হাতেম তাই। আবার যুদ্ধ-বিপ্রহের সময় তিনি পেছনের সারিতে নয়, লড়াই করেছেন সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে। যদি দেখেন, যুদ্ধ এখন ক্ষান্ত দেওয়া উচিত, শান্তিচুক্তি করলেই বরং তার গোত্রের লাভ, তখন তিনি যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে শান্তিচুক্তি করেন।

গোত্র-শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা; একজন আরবের বেড়ে ওঠা নির্মল আবহাওয়া ও কারও কর্তৃত্বহীন পরিবেশে। সাবলীলতা, স্বাধীনতা, বন্ধনহীনতাই আরব-জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কারও কাছে জবাবদিহি করার তোয়াক্কা করত না তারা। তারা স্বাধীনতাকে ভালোবাসত মনে-প্রাণে। অপরদিকে জুলুম-নির্যাতন করা ও দাসমনোভাবকে ঘৃণা করত প্রচণ্ডভাবে। প্রশ্রয় দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। গোত্রের প্রতিটি সদস্যই পরস্পরকে সাহায্য করত। গোত্রের গৌরবগাথা নিয়ে গর্ব করত। অতীতের সোনালি দিনগুলোর কথা আলাপ-আলোচনা করত। গোত্রের অন্য একজন সদস্যকে, তার কাজ ভুল হোক কিংবা শুদ্ধ, সাহায্য করত সর্বতোভাবে। এমনকি তাদের একটা মূলনীতিই ছিল এমন—'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে জালিম হোক কিংবা মজলুম।'

গোত্রে একজন ব্যক্তির অবস্থান সামষ্টিকের অধীনস্থতা মেনে নিয়েই। অর্থাৎ গোত্রই সবকিছু, ব্যক্তির আলাদা চাওয়া বলে কিছু থাকতে পারবে না; দলের চাওয়াই ব্যক্তির চাওয়া।

আরব গোত্রগুলোর সবারই কমবেশ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল। তারা অন্য গোত্রের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করত। দরকার পড়লে যুদ্ধ বাধাতেও পিছপা হতো না। গোত্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত সবচেয়ে বড় চুক্তিটির নাম সম্ভবত 'হিলফুল-ফুযুল'।

পদে পদে, ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধ লেগেই থাকত গোত্রগুলোর মধ্যে। এমনই একটা প্রসিদ্ধ যুদ্ধের নাম 'ফিজার যুদ্ধ'। বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ তো ছিলই; পাশাপাশি ব্যক্তিগত ছোটখাটো রেষারেষিও লেগে থাকত সর্বদা। কখনো তা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আবার কখনো-বা বাধত আর্থিক কারণে। কিছু কিছু গোত্র তো অধিকাংশ সময়ই রুটি-কজির বন্দোবস্ত করত তরবারির বলে; অন্যকোনো গোত্রে হামলে পড়ে ছিনিয়ে আনত তাদের ধন-সম্পদ।

এজন্য দেখা যায়, দিন-রাত সব সময় নিজেদের জন্তু-জানোয়ার ও রসদসামগ্রী পাহারা দিয়ে রাখতে হতো। কোনো কোনো হামলা এতটাই নৃশংস ছিল যে, ঘরবাড়িগুলো মিশিয়ে দেওয়া হতো মাটির সঙ্গে। দেখে মনে হতো, কোনো কালে তো দূরের কথা, গতকালও সেখানে কেউ বসবাস করেনি।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আরব উপদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, চোখ যত দূর যায়, বালু আর বালু, ধৃ-ধু
মরুভূমি। একারণে সেখানে চাষবাস হতো না বললেই চলে। প্রান্তিক কিছু এলাকা,
বিশেষ করে দক্ষিণের ইয়েমেন এবং উত্তরের শামে অল্পবিস্তর চাষবাস হতো।
উপদ্বীপের এখানে ওখানে কিছু মরুদ্যান চোখে পড়ত; উট ও ছাগল-ভেড়ার
চারণভূমি ছিল সেগুলো। গোত্রগুলো তাদের পালিত পশুর জন্য ঘাস, তৃণ ইত্যাদির
খোঁজে চষে বেড়াত সর্বত্ত। তাঁবু ছাড়া আর কোথাও যে বসবাস করা যায়, তা তাদের
জানা ছিল না।

শিল্প কিংবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরবরা অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে ছিল অনেক অনেক পিছিয়ে। আক্ষরিক অর্থেই তারা এসব কাজে স্বাচ্ছন্যবোধ করত না। এধরনের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তাদের প্রধান ভরসা অনারব ও দাস-দাসী। এমনকি কা'বার পুনর্নির্মাণের সময়ও তাদেরকে একজন অনারব কিবতি লোকের সাহায্য নিতে হয়; জেদ্দা বন্দরে তার জাহাজডুবি হলে সে মাক্কাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল।

হ্যাঁ, একথা সত্য যে, চাষবাস ও পণ্য উৎপাদনে তারা পৃথিবীর আর দশটা জাতির তুলনায় ছিল এক অনগ্রসরমান জাতি। তবে কৌশলগত কারণে আরবের অবস্থান ভৌগোলিক দিক থেকে আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার মাঝামাঝি হওয়াতে বেশ কিছু সুবিধা ছিল তাদের, যা আর কারও ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলায় তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানটা ছিল আরবদের। সেই যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের এক উন্নত প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে আরবকে কোনো বেগই পেতে হয়নি।

শহর ও নগরের লোকেরাই প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য করত। বিশেষ করে মাক্কার কুরাইশরা অল্পদিনেই বণিক হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করে। তাদের জন্য মাক্কা হয়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনন্য এক নগরী। তাদের নগরে কা'বা থাকাতে আরবের অন্য গোত্রের লোকেরা তাদেরকে সমঝে চলত, সমীহ করত। তাদের প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও কৃপার কথা কুরআনে এভাবে বিধৃত হয়েছে:

"তারা কি দেখে না, আমি 'হারাম'কে নিরাপদ স্থান করেছি; অথচ এর আশপাশ থেকে মানুষকে (আক্রমণ করে) ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে? তবে কি ওরা অসতো বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"
[সূরা 'আনকাবূত, ২৯:৬৭]

কুরাইশরা বছরে দৃটি বড় বড় বাণিজ্যিক সফর করত—শীতকালীন সফর ইয়েমেনে আর গ্রীষ্মকালীন সফরটা ছিল শামে। তারা নিশ্চিন্তে, নিরাপদে এবং নির্বিদ্বেই যাওয়া-আসা করত। লুটেরা, ডাকাত কিংবা দস্যু কেউই তাদের ঘাটাত না। কিন্তু একই সময়ে তাদের আশপাশের অন্য বাণিজ্যিক কাফেলায় ডাকাতরা হামলে পড়ত, ছিনিয়ে নিত তাদের সর্বস্ব। কুরাইশদের বড় দৃটি সফর ছাড়াও সারা বছরই থাকত ছোট-বড় আরও অনেক বাণিজ্যিক সফর। আল্লাহ বলেন:

> "(আবরাহা বাহিনীকে ধ্বংস করে মাকার কুরাইশদের জন্য শীতকালীন ইয়েমেন-সফর নিরাপদ করা হয়েছে) কুরাইশদেরকে অভ্যন্ত করার জন্য; তাদেরকে অভ্যন্ত করার জন্য শীত ও গ্রীম্মের সফরে। অতএব, তারা যেন এই ঘরের (কা'বা) রবের 'ইবাদাত করে; যিনি তাদেরকে কুধায় দিয়েছেন খাবার এবং নিরাপন্তা দান করেছেন ভয়ভীতি থেকে।"

তৎকালীন আরব উপদ্বীপে এমন সব পণ্যে বোঝাই থাকত তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা—পারফিউম বা সুগন্ধি, ধূপ, লোবান, আঠা, রন্ধন-মসলা, ধনিয়া, খেজুর, গজদন্ত, মাল্য-গুটিকা, চামড়া, রেশমি পোশাক, চন্দন কাঠ, এবনি বা আবলুশ, দানা-পুঁতি, ডোরা-কাটা ইয়েমেনি গাউন এবং অস্ত্রশস্ত্র। এছাড়া কিছু কিছু পণ্য আমদানি

করা হতো বাইরে থেকে। এরপর তারা সেগুলো নিয়ে যাত্রা শুরু করত শাম কিংবা অন্যকোনো দেশে। ফিরতি পথে সঙ্গে করে নিয়ে আসত গম, শস্যদানা, কিশ্মিশ, তেল এবং শামের বোনা কাপড় ইত্যাদি।

আরবদের পাশাপাশি ইয়েমেনের লোকেরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে রেশ নাম কৃড়িয়েছিল। জলে-স্থলে সর্বত্রই তারা ছুটত বাণিজ্যবহর নিয়ে। ছুটে যেত আফ্রিকার বেলাভূমি, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, এশিয়ার নানা দেশসহ ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগরের বিভিন্ন দ্বীপে। পরবর্তী সময়ে, ইসলাম আগমনের পর ইয়েমেনের অধিবাসীরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তখন তারা তাদের এই বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতা পুরোদমে কাজে লাগিয়ে ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে ছুটে যায় ওসব দেশে।

ইসলাম-পূর্ব আরবের জাহিলি সমাজে সুদি-কারবার ছিল একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। এটি আরবদের মধ্যে মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়ে, সম্ভবত ইহুদিদের কাছ থেকে। সমাজের উঁচু-নীচু, ভদ্র-ইতর, ধনী-গরিবসহ সবাই কম-বেশি জড়িত থাকত সুদের সঙ্গে। সুদ সে সমাজে এমনভাবেই জেঁকে বসেছিল যে, কখনো কখনো সুদের হার শতভাগ ছাড়িয়ে যেত।

আরবদের বিখ্যাত অনেকগুলো হাট-বাজার ও মেলা ছিল। 'উকাজ, মাজিয়া, যুল-মাজায ইত্যাদি তাদের প্রসিদ্ধ সব মেলার নাম। আরবদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক এমন মত ব্যক্ত করেন যে, আরবরা যুল-কা দাহ মাসে 'উকাজে মেলা বসাত। এখানে ২০ দিন অবস্থান করে ছুটত মাজিয়ার দিকে। আকাশে যুল-হিজ্জা মাসের নতুন চাঁদ দেখার পর তারা যাত্রা করত যুল-মাজাযে। এখানে কাটাত ৮ দিন। এর পর লটবহর নিয়ে ছুটে যেত 'আরাফাতের ময়দানে। তবে 'আরাফাত কিংবা মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে তারা কোনো ধরনের বেচাকেনা করত না। তবে ইসলাম এসে এই কুপ্রথার বিলুপ্তি ঘটায়; আরাফাত ও মিনায় বেচাকেনার দ্বার স্বার সামনে অবারিত করে দেয়। আল্লাহ বলেন:

"তোমাদের পক্ষে তোমাদের রবের অনুগ্রহ কামনায় কোনো দোষ
নেই (অর্থাৎ হাক্জের সময় বাবসা-বাণিজ্য নিষিশ্ব নয়)। তারপর
তোমরা যখন 'আরাফাত তাাগ করবে তখন আল-মাশ'আর আলহারাম (মুযদালিফা)-এর কাছে পৌছে আল্লাহকে ম্মরণ করবে। আর
তিনি তোমাদেরকে যেভাবে দিক-নিদেশনা দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে
তাঁকে ম্মরণ করো। এর আগে তো তোমরা আসলেই বিদ্রান্তদের
অন্তর্ভুক্ত ছিলে।"

ইসলাম আসার পরও একটা সময় পর্যন্ত এই হাট-বাজার ও মেলাগুলো ধারাবাহিভাবে চলে। ধীরে ধীরে বিনাশ ঘটে সেসবের। হাাঁ, এই মেলাগুলো কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা তেজারতির কেন্দ্রই ছিল না, বরং একই সঙ্গে ছিল শিল্প-সাহিত্য, কবিতার আসর, পথসভা, বক্তৃতা-ভাষণ ইত্যাদির এক মিলন মেলা। যুগের সেরা সেরা কবি, অসাধারণ সব বাগ্মীবক্তারা এই মেলার অলংকার বর্ধন করতেন। বংশ-স্তুতি, গৌরব-ঐতিহ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ে সেখানে তারা কথার থই ফোটাতেন, রচনা করতেন কবিতার পর কবিতা। এভাবেই মেলার পাশাপাশি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে হাঁটত সমৃদ্ধির পথে, অন্যপাশে চলত তাদের তেজারতি।

সামাজিক অবস্থা

আরবদের সামাজিক অবস্থা খুব ভালো ছিল বলা চলে না। পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণঅনুসরণ, বিভিন্ন প্রথা ও কুসংস্কার মেনে চলাই ছিল তাদের সামাজিক জীবনের প্রধান
উপজীব্য। এমন কিছু সামাজিক প্রথা ছিল যা তাদের জাত-পাত, কুল-বংশের সঙ্গে
ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গোত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, গোত্রের সঙ্গে ব্যক্তির
সম্পর্ক নিরূপণেও ছিল প্রথাগুলোর অগ্রণী ভূমিকা। সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত কিছু
দিক নিচে দেওয়া হলো:

বংশ কৌলিন্যের অহমিকা

আরবরা পৃথিবীর এমন এক জাতি, যারা নিজ গোত্রের বংশধারা রক্ষা, রক্ত বিশুদ্ধ রাখার ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত সচেতন; অন্য গোত্রের লোকদের সঙ্গে নিজেদের বিয়ে-শাদির রেওয়াজ তাদের সামাজিক প্রথায় ছিল প্রায় হারাম। বিয়ে-শাদি হতো কেবল নিজ নিজ গোত্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এরপর ইসলাম এল। অন্য গোত্রের সঙ্গে বিয়ে-শাদির সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না—অবসান ঘটাল এই কুপ্রথার। ঘোষণা দিল, শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে কেবল তাকওয়া ও সৎকাজের ভিত্তিতে।

ভাষার বিশুদ্ধতা নিয়ে গর্ব

ভাষার বিশুদ্ধতা, শব্দের শ্রুতিমধুরতা ও উচ্চাঙ্গশৈলীতে আরবরা থাকত বিমোহিত হয়ে। তাদের বাক্যচয়নে থাকত মুনশিয়ানার ছাপ। অসাধারণ সব শব্দশৈলীতে তারা অনায়াসেই দিব্যি কথা বলে যেতে পারত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাদের রচিত কবিতার পরতে পরতে খুঁজে পাওয়া যেত নিজেদের গৌরবগাথা, বংশের নামডাক, আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কাল্লা, তাদের জ্ঞান-গরিমা ইত্যাদির অত্যুজ্জ্বল বিভিন্ন

দিকের আলোকপাত। এটা খুব অস্বাভাবিক নয় যে, এদের মধ্য থেকেই জন্ম নেবে কোনো স্বভাব-কবি কিংবা জাদুকরী কোনো বক্তা। হয়তো কবিতার একটি পঙ্ক্তিই পারে নিজ গোত্রের উত্থানের সোপান হতে। আবার কবিতার একটি পঙ্ক্তিই যথেষ্ট ছিল উন্নতির পরম সোপান থেকে অবনতির চরম ঠিকানায় পৌছে দিতে। আজকের দুনিয়ায় একটি দেশ কোনো খেলার বিশ্ব আসরে স্রেফ সুযোগ পাওয়াতেই যে আনন্দ মিছিল করে, তৎকালীন আরব গোত্রে একজন কবি জন্ম নিলে তাদের আনন্দ এর চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না।

আরব সমাজে নারী

নারীকে পণ্য-সামগ্রীর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারত না আরবের অনেক গোত্রই।
সাধারণ সম্পদের মতো নারীদেরকেও মীরাসি-পণ্য হিসেবে বণ্টন করা হতো। বাবার
মৃত্যুর পর ছেলের অধিকার ছিল তার সৎমাকে বিয়ে করার। কিংবা অন্য কোথাও
বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাধা দেওয়ার অধিকারও সংরক্ষণ করত সে। ইসলাম এসে
এ জঘন্য প্রথাকে হারাম ঘোষণা করে। আল্লাহ বলেন:

"তোমাদের পিতৃপুরুষ (বাবা, দাদা, নানা) যেসব নারীকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না। তবে পূর্বে যা হয়ে গিয়েছে (তা ভিন্ন কথা)। অবশাই এ তো ছিল অগ্লীল, বড়ই ঘৃণার ব্যাপার ও জঘন্য প্রথা।"

[সূরা আন-নিসা, ৪:২২]

আরবরা যৌনাচারের বেলায় যদিও অস্বাভাবিক জীবনযাপন করত, তা সত্ত্বেও উৎসমূলে বিয়ে করাকে তারা হারাম বলে ঘোষণা করে। উৎসমূলের মধ্যে পড়ে নিজের মা, নানি এবং তার থেকে উপরের দিকে। এমনিভাবে শাখা-প্রশাখার মধ্যেও এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল, যেমন: মেয়ে। বাবার ধারার মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করা যেত না, যেমন: বোন। দাদা ও নানার ধারার খালা, বাবার ধারার ফুফুদেরকেও বিয়ে করা যেত না।

আরবরা কন্যা, স্ত্রী ও শিশুদেরকে কোনো ধরনের উত্তরাধিকার সম্পদ দিত না। যেসব নারী পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে পারত, শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ জাতিকে রক্ষা করতে জানত, কেবল তারাই কিছুটা গানীমাতের ভাগ পেত। যুদ্ধ করতে অক্ষম মহিলা ও শিশু উত্তরাধিকার-সম্পত্তি প্রাপ্তি থেকে ছিল পুরোপুরি বঞ্চিত। নারীদের উত্তরাধিকার-সম্পত্তি দেওয়া যাবে না—এটা একরকম অঘোষিত নিয়ম ছিল আরবদের মধ্যে। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল এটা প্রথা হিসেবে: আর এটা কার না জানা যে, প্রথা অনেক সময় বিধিবদ্ধ আইন থেকেও অধিক শক্তিশালী হয়। কিন্তু রাসূলুলাহর যুগে এসে এ কুপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে। আউস ইবনু সাবিত 💸

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নামের এক সাহাবি মারা যান সেসময়। তার ছিল দুই মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়ে দুটো ছিল খুবই অসুন্দর। এই সুযোগে আউসের দুই চাচাতো ভাই তার রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তি নিয়ে নেয়। তখন তার স্ত্রী তাদেরকে বললেন, তোমরা দুজনই মেয়ে দুটকে বিয়ে করো। অসুন্দর হওয়াতে মেয়ে দুটোকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা। উপায়ান্তর না দেখে রাস্লুলাহর নিকট এসে অভিযোগ করলেন সেই মহিলা। বললেন, "হে আল্লাহর রাস্ল, আউস মারা যাওয়ার সময় ছোট একটা ছেলে ও দুটি মেয়ে রেখে যায়। পরে একদিন তাঁর দুই চাচাতো ভাই, সুওয়াইদ ও 'আরফাতা, এসে তার রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'ভালো হয়, তোমরা তার দুই মেয়েকে বিয়ে করো।' কিন্তু তারা তাতে রাজি হয়নি।"

সব শুনে রাসূল ﷺ সে দুজনকে বললেন, "তোমরা এই উত্তরাধিকার–সম্পত্তির কোনো কিছুরই নড়চড় করো না।" । এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় কুরআনের আয়াত যাতে আল্লাহ বলেন:

"পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে। আর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; হোক অল্প কিংবা বেশি, কিন্তু তা নির্ধারিত অংশ।"

[সূরা আন-নিসা, ৪:৭]

আরবরা মেয়েদেরকে ঠাট্টা-বিক্রপ, উপহাস ও তামাশার পাত্রের চেয়ে বেশি কিছু ভাবত না। তারা মনে করত, মেয়েরা যুদ্ধ করতে পারে না, যত নির্ভরতা তাদের পুরুষের ওপর। পুরুষদের মতো তারা রুজি-কামাই করতে পারে না। যুদ্ধের সময় নারীরা যদি শক্রর হাতে বন্দি হয়, তবে গ্রেফতারকারী তাদের সঙ্গে দাসীর মতো আচরণ করে, চরিতার্থ করে তার যৌন-অভিলাষ। এমনকি কোনো কোনো মহিলাকে তো তারা বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করাত; দিনশেষে মনিব তার সারাদিনের বেশ্যাবৃত্তির কামাই নিয়ে যেত। এমন সব ঘৃণ্য কাজে আরবদের বিরক্তভাব আসা তো দূরে থাক, বরং তা একপ্রকার অনুমোদিত কাজে পরিণত হয় তাদের সমাজে। ভয়, লজ্জা ও এসব সামাজিক রীতি ওঠার কারণে কারও ঘরে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে তাকে পেয়ে বসত রাজ্যের সব দৃশ্চিন্তা, মলিন হয়ে যেত তার মুখখানি। এই অবস্থার কথা কুরআন আমাদের সামনে এভাবে তুলে ধরেছে। আল্লাহ বলেন:

"তাদের কাউকেও যখন কন্যাসন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো (মলিন) হয়ে যায় ও সে বিষয় হয়ে পড়ে। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার লম্জায় সে নিজের সম্প্রদায় থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে অপমান সহ্য করেও কি সে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে! জেনে রাখো, তারা যেভাবে বিচার করে তা অত্যন্ত জঘনা।" [স্রা আন-নাংল, ১৬: ৫৮, ৫১]

অনেক বাবাই কন্যাসস্তানের জনক হওয়ার লজ্জাকে চাপা দিত নিজের ঔরসজাত মেয়েটিকে জীবস্ত মাটিচাপা দিয়ে। কন্যার অপরাধং কিছুই না। কন্যা হয়ে জন্মনোটাই যেন তার আজন্ম পাপ। তাদের এই জঘন্যতাকে কুরআন চরম অবজ্ঞা করেছে। আল্লাহ বলেন:

"যখন জীবন্ত-কবর-দেওয়া কনাকে জিজেস করা হবে, কী দোষে
তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" [স্রা আত-তাক্টইর, ৮১: ৮, ৯]

কোনো কোনো বাবা স্রেফ দারিদ্রোর কারণে কিংবা মেয়ের পেছনে ব্যয় করে দরিদ্র হয়ে যাবে এই ভয়ে আপন কন্যাকে খুন করত। ভাবত, মেয়ে সন্তানকে লালন-পালন করতে গোলে তাদেরকে পথে বসতে হবে, মরতে হবে না খেয়ে। তারপর ইসলাম এল। এগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা দিল। আল্লাহ বলেন:

"বলো, 'এসো, তোমাদের রব তোমাদের জনা যা হারাম করেছেন তা আমি তোমাদের পড়ে শোনাই। তা এই যে—তোমরা তাঁর সঞ্জো কোনো কিছু শরিক করবে না, পিতামাতার সাথে সদ্ধাবহার করবে, দারিদ্রোর ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না; আমিই তোমাদের ও তাদেরকে আহার দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের কাছে যেয়ো না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিত্র করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"

আল্লাহ আরও বলেন:

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রোর ভয়ে হত্যা করো না।
ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই
ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"
[সূরা ইসরা, ১৭:৩১]

এত অনাচারের মাঝেও কিছু গোত্র ছিল যারা কন্যাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকত। এমন লোকও ছিলেন, যারা জঘন্য এই পাপকে ঘৃণা করতেন মনে-প্রাণে। এদেরই একজন হলেন যাইদ ইবনু 'আম্র ইবনু নুফাইল।।।

আবার এমন গোত্রও ছিল যারা নারীদের সম্মান করত, চলত সমীহ করে: বিয়ে-শাদির বেলায় নারীদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গেই নিত। একজন আরব স্বাধীন নারী খুবই সাহসী হতো; চাইলেই যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত ছুটে যেত স্বামী-যোদ্ধাদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সঙ্গে, পাশে থেকে উৎসাহ দিয়ে যেত অবিরত। প্রয়োজন হলে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যেত অস্ত্র হাতে নিয়ে। অন্যদিকে, একজন আরব বেদুইন নারী তার স্বামীর সঙ্গে মাঠে গবাদি পশু চরাত। পাশাপাশি পশম ধুনত, পোশাক বুনত।

বিয়ে-শাদি

বিচিত্র সব বিয়ের প্রচলন ছিল আরবদের মাঝে। এই নিয়ে তাদের কেউ কাউকে দোষারোপ করত না। সায়্যিদা 'আয়িশা 🥭 আমাদেরকে জানান, জাহিলি যুগে চার ধরনের বিয়ের প্রচলন ছিল: এর একটি হলো: বর্তমান যুগের সাধারণ বিয়ের মতো। এ ব্যবস্থায়, বিয়ে-ইচ্ছুক ব্যক্তি অন্য একজন লোকের কাছে গিয়ে তার পোষ্য কিংবা মেয়েকে বিয়ের করার প্রস্তাব ব্যক্ত করত। তিনি রাজি হলে বিয়ে-ইচ্ছুক ব্যক্তি কনেকে দেনমোহর প্রদান করে বিয়ে করে নিয়ে আসত। ইসলাম আসার পর এ ধারার বিয়েকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দেয়; বর্তমান মুসলিম সমাজের বিবাহচর্চা এমন ধারারই।

দ্বিতীয় ধারার বিয়ের ধরন ছিল এ রকম: স্ত্রী যখন মাসিক থেকে পবিত্র হতো তখন স্বামী তাকে বলত, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট যাও। এরপর তার সঙ্গে তাকে মিলিত হতে বলত। তার দ্বারা গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত স্বামী নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সব ধরনের যৌনসম্পর্ক স্থাপন থেকে দূরে থাকত। এমনকি এ সময়ে তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করত না। গর্ভধারণের বিষয় নিয়ে যখন আর কোনো সন্দেহ থাকত না, স্বামী মন চাইলে তার কাছে আসত; তার আগপর্যন্ত না। এমন রুচিহীন অশ্লীল কাজের পেছনে জাহিলি আরবদের উদ্দেশ্য —মেধাবী ও বীর সন্তানের জনক হওয়ার খায়েশ। এ ধারার বিয়ে 'নিকাহুল-ইসতিবদা' নামেই পরিচিত।

তৃতীয় ধারার বিয়ে ছিল এ রকম : ১০ জনের চেয়ে কমসংখ্যক লোকের একটি দল একত্র হয়ে কোনো একজন নারীর নিকট গমন করত। পালাক্রমে সবাই তার সঙ্গে মিলিত হতো। এরপর এক সময় মহিলা যথারীতি গর্ভধারণ করে। অতঃপর সে জন্ম দেয় কোনো সন্তানের। কদিন যাওয়ার পর মহিলা দলটির সবাইকে ডেকে পাঠাত। একে একে সবাই তার কাছে গিয়ে জমায়েত হতো; একজনও না এসে পারত না। মহিলা তখন তাদেরকে বলত, আমার সাথে তোমাদের কি হয়েছে না-হয়েছে তা তোমরা ভালো করেই জানো। যে সম্ভান জন্ম নিয়েছে, হে অমুক, তা তোমারই। সন্তানটির জনক হিসেবে সে যাকে পছন্দ করত তার নাম উল্লেখ করত সেখানে। সন্তানটি তখন থেকেই সে লোকটির পরিচয়ে বড় হতো। চাইলেই লোকটি দায়িত্ব এড়াতে পারত না।

চতুর্থ ধারার বিয়ে ছিল এ রকম: অনেক লোক একসাথে হয়ে কোনো একজন নারীর দরজায় কড়া নাড়ত। সে কাউকেই বাধা দিত না। একে একে সবাই তার সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হতো। এমন নারীরা ছিল সমাজের স্বীকৃত বেশ্যাশ্রেণির। খদ্দেরদের আহ্বান করে দরজায় সেঁটে দিত সাইনবোর্ড। যে কারোরই সুযোগ ছিল তাদের সাথে যৌনাচার করার। একসময় এদের কেউ একজন গর্ভবতী হয়ে জন্মদান করত কোনো সম্ভানের। অতঃপর একে একে লোকগুলো মহিলার পাশে ভিড় জমাত। তাদের মধ্যে যে চায় তাকে সম্ভানটি দিয়ে দেওয়া হতো। তখন থেকে সম্ভানটির লালন-পালনের ভার বর্তাত লোকটির ওপর। আর তার সন্তান বলেই লোকজন তাকে সম্বোধন করত। সম্ভানটির বাবা হওয়ার দায়িত্বটি কেউই এড়াতে পারত না।

এরপর আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে পৃথিবীতে নবি করে পাঠালেন। প্রথম প্রকারের বিয়ে ছাড়া, নবিজি জাহিলি যুগের সব ধরনের বিবাহ-প্রথার মূলোৎপাটন করেন।

সায়্যিদা 'আয়িশা উল্লেখ করেননি এমন আরও কিছু বিবাহ-প্রথার কথা অনেক বিজ্ঞ 'আলিমের বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন: 'নিকাহুল-খাদান'—এতে ইচ্ছে করলে যেকেউ একজন ছেলেবন্ধু কিংবা মেয়েবন্ধু গ্রহণ করতে পারত। এটাকে কোনোভাবেই বিয়ে বলা চলে না, বরং বলা চলে এক ধরনের যিনা-ব্যভিচার ও লাম্পট্য। এর আলোচনা কুরআনে আল্লাহ এভাবে করেছেন:

"সূতরাং তোমরা তাদের মালিকদের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিয়ে করবে। আর তারা যদি ব্যভিচার না করে বা উপপতি না নিয়ে সচ্চরিত্রের হয়, তবে তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে মোহর দেবে।" [সূরা আন-নিসা, ৪:২৫]

আরবরা বলাবলি করত, এ বিয়ে যদি গোপনীয়তা রক্ষা করে হয়, তা হলে এতে কোনো আপত্তি নেই। তবে প্রকাশ পেয়ে গেলে সেটা নিন্দনীয়। আরও যে সমস্ত বিয়ের চল ছিল তা হলো:

নিকাহল-মুত'আ

এ বিয়ে হতো কেবল নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য—এক মাস, দুই মাস, এমনকি এক বছরও হতে পারে এ বিয়ের মেয়াদ। অর্থাৎ বিয়ের উভয় পক্ষ যে কদিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতো, সে কদিনের জন্য। ইসলামের প্রথম দিকে এ ধারার বিয়ে বৈধ ছিল। পরে সেটা হারাম ঘোষিত হয়। এ ঘোষণা কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ।

নিকহল-বাদ্ল

জাহিলি যুগে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলত, "তোমার বউকে আমার কাছে পাঠাও, আমি তোমার কাছে আমার বউকে পাঠাচ্ছি। সঙ্গে পাবে উপরি পাওনা।"

নিকাহুশ-শিগার

অবৈধ এ ধারার বিয়েটি ছিল এ রকম—এক ব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে দিত আরেক ব্যক্তির সঙ্গে; শর্ত একটাই—সেই লোকের মেয়েকেও তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কোনো ধরনের দেনমোহর দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার ছিল না এখানে।

একই সঙ্গে দুই বোন বিয়ে করাকে বৈধ মনে করত ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজ। লোকদের সুযোগ ছিল একই সঙ্গে বহুসংখ্যক বিয়ে করার। এমন অনেক লোকই ছিল যারা চারের অধিক বিয়ে করেছিল। ইসলাম আসার পরও দেখা গেল, তাদের কারও কারও দশ কিংবা তারও অধিক স্ত্রী রয়েছে। কারও আবার দশের কম। ইসলাম নিয়ম করে দিল—চারের অধিক নয়। সঙ্গে জুড়ে দিল শর্ত: যদি কেউ তাদের ভরণ-পোষণ না দিতে পারে কিংবা সবার মধ্যে সমতা-বিধান করে চলতে না পারে, তবে তাকে একটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। স্ত্রীদের মধ্যে সমতা-বিধান করার রীতি জাহিলি যুগে ছিল না। জঘন্য আচরণ করত তারা স্ত্রীদের সাথে, দিত না তাদের প্রাপ্য অধিকার। ইসলামই প্রথম নারীকে দেখাল আশার আলো; ইনসাফপূর্ণ আচরণ করল তার সঙ্গে। পুরুষদেরকে জোর উপদেশ দিল নিজ স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণের। আরও আদেশ দিল পুরুষদের প্রতি নারীর অধিকার প্রতিপালনের, সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে দিতে তার প্রাপ্যটুকু।

তালাক

জাহিলি আরবে ব্যাপকহারে চর্চা হতো তালাকের। একজন স্ত্রীকে ঠিক কর্যা তালাক দেওয়া যাবে এর কোনো সীমারেখা ছিল না তাদের কাছে; স্বামীর মন চাইল তো বউকে তালাক দিল, আবার মন-মরজি ঠিক আছে তো তাকে নিয়ে এল। একটু পর খেয়াল চাপল তো আবার তালাক দিল। মনঃপৃত হলো নাং ঠিক আছে আবার নিয়ে এল। এভাবেই চলত তাদের তালাক দেওয়া-নেওয়ার খেলা। ইসলাম আসর পরও কিছুদিন এই চর্চা বহাল ছিল। এরপর কুরআনে এই বিষয়ের সুনির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হলো। তখন তারা এমন আচরণ করা থেকে নিবৃত্ত হলো। আল্লাহ বলেন:

"তালাক দুবার; এরপর (স্ত্রীকে) হয় যথোচিতভাবে রাখবে, না হয়
সদয়ভাবে বিদায় দেবে।"
[সূরা বাকারা, ২:২২১]

ইসলাম এসে তালাক দেওয়ার এই বেপরোয়া গতি থামিয়ে দেয়, নির্ধারণ করে দেয় তালাক দেওয়ার নিয়মনীতি ও সংখ্যা। স্বামীদের সুযোগ দেয় বিষয়টির প্রতিকার করার। বলে দেয়, তালাক দেওয়ার পর দুবার সুযোগ আছে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার। যদি স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তবে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হবে, যৌন-মেলামেশার বৈধতা তখন থেকেই রহিত হয়ে যাবে; এই মহিলাকে অন্য একজন বিয়ে করে যদি (স্বেচ্ছাপ্রণাদিত হয়ে, কারও চোখ রাঙানির ভয়ে কিংবা কারও দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে) তালাক দেয়, তবে আগের স্বামী দ্বিতীয়বার নতুন করে মহিলাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে চাইলে সে সুযোগ তার জন্য আছে। আল্লাহ বলেন:

"তারপর স্বামী যদি ওই স্ত্রীকে (তৃতীয়বারের মতো) তালাক দেয়,
তবে যে পর্যন্ত না ওই স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে, তার পক্ষে
সে বৈধ হবে না। তারপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক
দেয়, তবে তারা পরস্পরের কাছে ফিরে গেলে তাদের কোনো
পাপ হবে না; যদি দুজনে ভাবে যে, তারা আল্লাহর বিধান বজায়
রেখে চলতে পারবে।"
[সূরা বাকারা, ২:২০০]

তালাকের মতো আরেকটা বিষয় চালু ছিল তদানীন্তন আরব সমাজে। সেটা ছিল যিহার। যিহার বলা হয়: স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে, "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো।"

এমন কথা বলার পর স্ত্রী তার কাছে আর হালাল বলে বিবেচিত হতো না। মনে করত, আজীবনের জন্য স্ত্রীকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। ইসলাম এসে একে আখ্যায়িত করল ঘৃণ্য কথা এবং মিথ্যা বলে। কোনো স্বামী এ ঘৃণ্য কাজ করলে তার ওপর আরোপ করা হবে কাফফারা। আলাহ বলেন:

"যারা তাদের স্ত্রীদের সঞ্জো যিহার করে ও পরে তাদের উদ্ভি প্রত্যাহার করে, (অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিল্ল করার সিন্ধান্ত থেকে সরে আসে) তাদের প্রায়ন্তিত্ত: পরস্পরের সংস্পর্শে আসার আগে (কাফুফারাস্বরূপ) একটি দাসের মৃত্তি দেওয়া; তোমাদেরকে এ উপদেশই দেওয়া হচ্ছে। তোমরা যা করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এ সামর্থা থাকবে না তার প্রায়ন্তিত্ত: যৌন-কামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দুমাস রোজা রাখা; যে তা করতেও অসমর্থ সে ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াবে। এটা এজন যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রাস্লকে বিশ্বাস করো।

এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জনা রয়েছে
মর্মন্ত্রদ শাস্তি।"
[স্রা মুজাদালাহ, ৫৮:০-৪]

যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি-হানাহানি ও জবর-দখল
জাহিলি আরবদের যুদ্ধ বাধাতে কিংবা রক্ত ঝরানোর জন্য বড় ধরনের কোনো কারণ
লাগত না: তুচ্ছ কোনো কারণে তারা বাধিয়ে দিত যুদ্ধ। সামাজিক ভাবাদর্শ রক্ষার
নামে যুদ্ধ বাধাতে, গোত্রের আদর্শ সমুন্নত রাখার নামে মানুষের প্রাণ সংহরণ করতে
তাদের মনে কোনো কুষ্ঠাবোধ কাজ করত না। ভেবে দেখত না, যে জন্য তারা
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সেটা আদৌ যৌদ্ধিক কি না। জাহিলি আরবদের জীবনপ্রণালি
বলতে গিয়ে ইতিহাস আমাদেরকে যা জানাচ্ছে তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তারা
বিবেক-বৃদ্ধির ধার না ধেরে, নিছক আপন খেয়ালবশে, আবেগতাড়িত হয়ে যুদ্ধে
মেতে উঠত। ইসলাম-পূর্ব যুগে এক যুদ্ধবাজ জাতি ছিল আরবরা। সম্ভবত, এমন
যুদ্ধংদেহি জাতি হওয়ার জন্য দায়ী তাদের পরিবেশ ও ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষা।

দুটো উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে, আরবরা কতটা যুদ্ধবাজ জাতি ছিল: সে সময়কার এমনই একটি বিখ্যাত যুদ্ধের নাম 'ইয়াওমুল বাসূস'। সংঘটিত হয় বাক্র ও তাগলিব নামের দুটি গোত্রের মধ্যে। আহামরি কোনো কারণ ছিল না যুদ্ধ লাগার পেছনে। যুদ্ধের শুরুটা কীভাবে তা হলে? বাক্র গোত্রে জারমা নামের একজন লোকের একটা উটনী ছিল। জাসসাস ইবনু মুররার খালা বাস্স বিনত মানকাষ নামের একজন ভদ্রমহিলা ছিল তার প্রতিবেশী। মূলত জারমার উটনীকে নিয়েই এই যুদ্ধ।

একদিনের ঘটনা। তাগলিব গোত্রের সর্দার, কুলাইব, তার উট নিয়ে যায় নিজের একটি বিশেষ জায়গায় বেঁধে রাখতে। গিয়ে দেখে, পথ হারিয়ে কোখেকে যেন একটা উটনী (জারমার উটনী) তার উটের পালের মধ্যে এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে সোঘাত করে বসে অপরিচিত উটনীটিকে। আঘাতে উটনীটি মারা যায়। এ খবর শুনে জারমা ও তার প্রতিবেশী বাসৃস ক্রোধে ফেটে পড়ে। বাসৃসের ভাগ্নে জাসসাসও ততক্ষণে জেনে যায় খবরটি। হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে সে। জাসসাস একটি বারও ভাবল না যে, বড় আকার ধারণ করার আগেই কুলাইবের কাছে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। কিংবা এ কথা তো অন্ততপক্ষে বলতে পারে যে, উটনীর মূল্য তোমাকে পরিশোধ করতেই হবে। কিন্তু এসব না করে সে যা করল—সোজা গিয়ে কুলাইবকে হত্যা করে বসল। সেই শুরু। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। উভয় গোত্র মুখোমুখি হয় রণক্ষেত্রে। টানা দীর্ঘ চল্লিশ বছর চলে যুদ্ধিটি।

শ্রেফ তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে যুদ্ধ বাধানোর আরেকটি ঘটনা 'ইয়াওমু দাহিস ওয়া আল-গাবরা'। একটি ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। দাহিস ও গাবরা

দুটি ঘোড়ার নাম; দাহিসের মালিক কইস ইবনু যুহাইর। গাবরার মালিক হুযাইফা ইবনু বাদ্র। একদিন, ঘোড়া দুটির মধ্যে, শুরু হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। হুযাইফা ইবনু বাদ্র এক লোককে ইঙ্গিত করে—সে যাতে উপত্যকার এক বাঁকে গিয়ে ওত পেতে থাকে। যদি দেখে, প্রতিযোগিতায় দাহিস এগিয়ে গেছে, তবে সে যেন তাৎক্ষণিকভাবে তার ঘোড়াটির গতিরোধ করে দেয়। হুযাইফার তলপিদার হুকুমটি তামিল করল অক্ষরে অক্ষরে; দাহিসকে আঘাত করে ফেলে দেয়। ফাঁকতালে গাবরার ঘোড়াটি প্রতিযোগিতায় জিতে যায়। হুযাইফার জোচ্চুরির বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। বদলা নেওয়ার প্রচণ্ড জিদ চেপে বসে কইস ইবনু যুহাইরের মাথায়। 'আবাস ও যুবইয়ান গোত্র দুটি ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে।

বড় বড় এ দুটি যুদ্ধ ছাড়াও জাহিলি যুগে আরও অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
মাদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সে সময় সংঘটিত হয় এরকম অনেকগুলো
যুদ্ধ। অথচ গোত্র দুটি একে অপরের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত; সবাই হারিসা
ইবনু সা'লাবা আল-আয্দির বংশধর। সে হিসেবে চাচাতো-জ্যাঠাতো ভাই সবাই।
বিখ্যাত 'আরিম বন্যার পর গোত্র দুটি ইয়াসরিবে (যা পরবর্তীকালে 'মাদীনা' নাম
ধারণ করে) এসে বসবাস করা শুরু করে। তাদের পরে ইহুদিরাও রোমানদের
নির্যাতনের শিকার হয়ে মাদীনায় আবাস গাড়ে।

প্রথম দিকে গোত্রগুলো মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবেই বসবাস করতে থাকে; সংঘাত-সংহার, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিছুই ছিল না। আন্তে আন্তে যুদ্ধ শান্তির জায়গা দখলে নিয়ে নেয়। ইসলাম আসার আগপর্যন্ত এভাবে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত তাদের। ইছদিরা নিজেদের ফায়দা লোটার জন্য একবার এ গোত্রের সঙ্গে তো আরেকবার ওই গোত্রের সঙ্গে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ হতো। এক গোত্রের ভালো চায় বলে তাদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে, রণ-সরঞ্জাম দিয়ে অপর গোত্রের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিত যুদ্ধ। অন্যদিকে, অপর গোত্রের কাছে গিয়ে প্রমাণ করে, আমরা তোমাদের কল্যাণকামী। যুদ্ধ করতে তোমাদের যা যা প্রয়োজন, যত টাকা-পয়সা দরকার, সব আমরা দেবো; ওদেরকে ছেড়ে কথা বলা যাবে না। এগুলো করার পেছনে ইহুদিদের উদ্দেশ্য স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করা বই কিছু নয়। আউস ও থাযরাজের শক্তি খর্ব করে, মাদীনার আধিপত্য একচ্ছত্রভাবে নিজেদের হাতে নেওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য।

আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত শেষ যুদ্ধ 'বু'আস যুদ্ধের' আগপর্যন্ত অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় তাদের মধ্যে। এভাবেই আউস ও খাযরাজদের মধ্যে সংঘটিত বহু যুদ্ধে ইন্ধন জোগাচ্ছিল ইহুদিরা। বছরের পর বছর যুদ্ধ বাধিয়ে রেখে গোত্রদুটিকে তারা নিঃশেষ করে ছাড়ে। প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রের বিরুদ্ধে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নিজেদের মিত্র গোত্রগুলোর সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ত হিংস্রভাবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে আউস গোত্র শান্তির পক্ষে, কল্যাণের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে।

সে সময় কিছু গোত্র ছিল যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না: তবে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি-হানাহানি, লুষ্ঠন-ছিনতাই, স্বাধীন মানুষদের ধরে নিয়ে বন্দি করে দাস হিসেবে বিক্রি করাসহ নানা অপকর্ম করে বেড়াত। প্রসিদ্ধ কিছু সাহাবিকে, তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি, এই গোত্রগুলো তাদেরকে ধরে বন্দি করে নিয়ে দাস বানিয়ে রাখে। উল্লেখযোগ্য এমন দুজনের একজন হলেন যাইদ ইবনু হারিসা ক্র: তিনি আরবের একজন মানুষ ছিলেন। অন্যজন সালমান ফারসি ক্র: তিনি পারস্যের একজন স্বাধীন মানুষ ছিলেন। এমন আরও অনেক স্বাধীন লোককে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা হাটে-বাজারে বিক্রি করে দিত।

ইসলাম এসে এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটায়। নিশ্চিত করে স্বার অবাধ নিরাপত্তার; এমন নিরাপত্তা, যার ছায়াতলে একজন নারীও সান'আ থেকে হাদরামাওত পর্যন্ত সফর করতে পারত নির্বিঘ্নে। এ দীর্ঘ সফরে কোনো মানুষ তাদের ক্ষতি করবে—এমন কোনো ভয় তাদের মনে কাজ করত না। আল্লাহকে ছাড়া এই সময়ে আর কিছুরই ভয় করেনি তারা। । ।

আরবদের সাক্ষরতা

সমকালীন আহলুল-কিতাব, ইহুদি ও খিষ্টানদের মতো আরবরা পড়ালেখা জানত না। মূর্খতা, নিরক্ষরতা তাদের মাঝে ছেয়ে গিয়েছিল ব্যাপক হারে। বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণ এবং প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পোষণে—সেগুলো যতই অযৌক্তিক হোক—তাতে তারা ছিল অনড়। এক কথায়, তারা ছিল অজ্ঞ এক জাতি; লিখতে, পড়তে হিসাবনিকাশ করতে জানত না। মোটামুটি সবাই এমন ছিল। হাতেগোনা দু-একজন ছিলেন যারা লিখতে পড়তে পারতেন। তবে, নিরক্ষরতা ও জ্ঞানের স্কল্পতা থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রচণ্ড মেধাশক্তি, বৃদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপল্লমতিত্ব, কোমল অনুভূতি, সৃতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মননশীলতা, অজানাকে জানার উদ্গ্রীব বাসনা, উপলব্ধি করতে পারলে সত্যকে মেনেনেওয়ার সৎসাহস—এমন বহু ব্যক্তিত্বপূর্ণ মহৎ গুণের জন্য তারা ছিলেন জগিছিখ্যাত।

যখন আরব উপদ্বীপে আগমন ঘটল ইসলামের, তারা একেকজন হয়ে উঠলেন বিদ্বান, প্রাঞ্জ, ফকীহ। নিরক্ষরতা আর রইল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান হয়ে উঠল তাদের পরিচয়ের প্রতিশব্দ; কেউ কেউ মুনশিয়ানা দেখালেন ছন্দশাস্ত্রে। কেউ-বা নাম কুড়ালেন চিকিৎসক হিসেবে। তৎকালীন আরবের এমন একজন বিখ্যাত চিকিৎসকের Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নাম হারিস ইবনু কালাদা। কোনো কুসংস্কারের বিশ্বাসে নয়, জীবন ও পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা-নির্ভর ছিল তার চিকিৎসা সেবা।

চারিত্রিক অবস্থান ও নৈতিকতা

চারিত্রিক ও নৈতিকতার বিচারে জাহিলি আরবদের চরম অবনতি ঘটে। মদ্যপান এবং জুয়া খেলায় তাদের আসক্তি চরমে ওঠে। ছিনতাই, বাণিজ্য-কাফেলা লৃষ্ঠন, সাম্প্রদায়িকতা ও নির্যাতন, খুনোখুনি, প্রতিশোধ-স্পৃহা, অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ লুট, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ, সুদি-কারবার, চুরি-ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদির চর্চা ছিল নিত্যদিন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যিনা-ব্যভিচারের চর্চা বেশি ছিল দাসী, দেহপসারিণী ও বারবণিতাদের মধ্যে। তবে স্বাধীন নারীরাও কদাচিৎ এমন নিম্নরুচির কাজে জড়িত হতো। স্বাধীন নারীদের এমন পাপাচারে জড়িত হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো একটি বাই আত—মাক্কা বিজয়ের পর রাসূল প্ল নারীদের থেকে এ মর্মে বাই আত গ্রহণ করেন যে,

"তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুর শরিক করবে না, চুরি করবে না এবং যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না।" নবিজির এ কথা শুনে সাইয়্যিদা হিন্দ বিনতে 'উতবা, আবু সুফিয়ানের স্ত্রীর অবাক প্রশ্ন—"শ্বাধীন মহিলারাও ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে নাকিং"

তবে সবাই যে এই অনাচারে নিমজ্জিত ছিল ব্যাপারটি আদৌ সে রকম নয়; তাদের অনেকেই ছিল যারা যিনা-ব্যভিচার করত না, মদ খাওয়া দূরে থাক, ছুঁয়েও দেখত না। খুনোখুনি করত না, কারও ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাত না। ছিল না এতিমের মাল ভক্ষণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ। রুটি-রুজির ব্যাপারে তাদের নির্ভরতা ছিল না সুদি-কারবারে। এমন আরও বহু ভালো গুণের দেখা পাওয়া যেত তাদের মধ্যে, যা পরবর্তী সময়ে তাদেরকে প্রস্তুত করেছিল ইসলামের ঝান্ডা বহন করতে। এমনই কিছু গুণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক:

ধীশক্তি ও বিচক্ষণতা

জাহিলি আরবদের অন্তর ছিল নির্মল, নিঙ্কলুষ। সংস্কার কঠিনসাধ্য হবে এমন কোনো ফিলোসফি-দর্শন, পৌরাণিক-কাহিনি কিংবা খুরাফাত-কুসংস্কার তাদের নির্মল মনন-জগৎকে খুব বেশি উলট-পালট করে দিতে পারেনি। তবে তাদের সমসাময়িক হিন্দু, রোমান, গ্রীক ও পারসিক জাতির মন-মগজ এমনতর নির্মল ছিল না; তারা প্রতিনিয়ত নতুন ও জটিল ধরনের নানা রকম দর্শন আওড়াত। আরবদের এমন নির্মল মন কেমন

যেন প্রস্তুত হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে মহান মিশন ইসলামের দা'ওয়াতের পতাকা বহনের দায়িত্বভার নিতে।

তৎকালীন জমানার সবচেয়ে মুখস্থশক্তিসম্পন্ন জাতি হিসেবে আরবদের সুনাম ছিল মানুষের মুখে মুখে। ইসলাম তাদের এই স্বভাবজাত মুখস্থশক্তি, তাদের ধীশক্তিকে ইসলাম রক্ষার কাজে লাগায়। তাদের চিন্তাশক্তি, সত্যকে গ্রহণ করার সহজাত গুণ ইত্যাদি তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল পুরোমাত্রায়। কাল্পনিক ফিলোসফি, মনগড়া কথাবার্তা, নিক্ষল ও অকেজো বাইজেন্টাইন বাকবিতণ্ডা এবং যুক্তি-তর্কের জটিল জটিল মারপ্যাঁচ তাদের এমন ভালো গুণের গায়ে আঁচড় বসাতে পারেনি সামান্যতম।

তাদের ভাষা আরবি ব্যাপক-বিস্তৃত একটি ভাষা; প্রচুর সমার্থক শব্দবহুল।
পৃথিবীর আর যেকোনো ভাষাতেই এমন সমাহার বিরল। মধুর আরবি 'আসাল'-এর
রয়েছে আশিটি সমার্থক শব্দ। শিয়ালের আরবি 'সা'লাব'-এর রয়েছে দুইশো প্রতিশব্দ।
সিংহের আরবি 'আসাদ' এর রয়েছে পাঁচশো প্রতিশব্দ। 'জামাল' বা উটের জন্য
আছে এক হাজার শব্দ। তরবারি এবং ধূর্তামি বা ক্ষিপ্রতা বোঝানোর জন্য আছে
চার হাজার শব্দ। কোনো সন্দেহ নেই—এতগুলো নাম মুখস্থ করা চাট্টিখানি কথা
নয়; এর জন্য চাই প্রচণ্ড মুখস্থশক্তি ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি।

তাদের ধীশক্তি, তাদের বিচক্ষণতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, কোনো একটি বাক্য, কোনো একটি টেক্সট পুরোপুরি বলার আগেই তারা বুঝে ফেলত বাক্যটি কী বোঝাতে চাচ্ছে। ইতিহাসে এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি।

বদান্যতা

বদান্যতা, মহানুভবতার গুণের চর্চা ছিল আরবদের মজ্জাগত। হয়তো দেখা গেল, এক ব্যক্তির বাড়িতে মেহমান এসে হাজির। তার নিকট একটি ঘোড়া কিংবা একটি উট ছাড়া মেহমানদারি করার মতো আর কিছুই নেই। সে দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে তার পোষা সেই ঘোড়া কিংবা উটটিকে জবাই করে দেবে। এমন লোকও ছিল আরবে যারা কেবল মানুষকেই খাওয়াত না, বরং জীব-জন্তু, পশু-পাখিদের খাওয়ানোরও জোগাড়-যন্ত্র করত। দাতা হাতেম তাহিয়ের কথা কে না জানে। প্রবাদে পরিণত হয়েছে তার বদান্যতার খ্যাতি। আজও কেউ বদান্যতার পরিচয় দিলে লোকে তাকে হৈতেম তাই বলে ডাকে।

বীরত্ব ও নির্ভীকতা

রণপ্রান্তরে জীবন উৎসর্গ করতে পারাকে আরবরা দেখত সম্মানের চোখে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরামে মারা যাওয়াকে তারা দেখত নিন্দার চোখে। একদিন এক ব্যক্তি তার ভাই য়ের মৃত্যুসংবাদ শুনল। কোনো প্রকার ভাষিত না হয়ে সে বলল, সে যদি যুদ্ধের ময়দানে মারা গিয়েই থাকে, তবে এতে অবাক হওয়ার আর কীই-বা আছে? সে-ই প্রথম না; তার বাবা, ভাই এবং চাচাও লড়াই করতে গিয়েই মারা গেছেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহর কসম। আমরা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করি না। হয় বর্ণার তীক্ষ ফলার আঘাতে আমরা জর্জরিত হব, কিংবা আমাদের মরণ ঘাপটি মেরে বসে আছে তরবারির ছায়াতলে।

মান-সম্মানের প্রশ্নে আরবদের নীতি ছিল—'যায় যাক জান, তবু দিব না মান'। ইজ্জত, মর্যাদা এবং আপন স্ত্রীর ইজ্জত-আব্রু রক্ষায় তারা জান পর্যন্ত বাজি রাখতে পারত। তবুও সম্মানহানি হতে দিত না।

জাহিলি আরব কবি 'আনতারা মান-সম্মানের একটি চিত্র এঁকেছেন তার কয়েকটি পঙ্ক্তিতে। তিনি বলেন:

> দাসত্ব জীবনের পেয়ালা পান করায়ো না মোরে আপত্তি নাই দাও যদি সম্মানের হেমলক ভরে। অপমানের জীবন নয় তো জীবন— এ তো এক নরক, সম্মানের জীবন হোক না কষ্টের— সে-ই তো মোর সড়ক।

আত্মসম্মানবাধে ও মানবদরদ জাহিলি আরবদের সহজাত গুণ। বলবানের হাতে দুর্বল, অক্ষম, নারী ও বৃদ্ধের মার খাওয়াকে তারা প্রচণ্ড ঘৃণা করত। প্রাণভয়ে কোনো লোক তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তারা আশ্রয় দিত। এই আশ্রয় দেওয়াটাকে তারা তাদের পরম কর্তব্য বলে জ্ঞান করত।

স্বাধীনচেতা

শৃষ্থলহীনতা, বন্ধনমুক্তি, স্বাধীনতার জন্য ভালোবাসা আরবদের জন্মগত। স্বাধীনতার জন্য তারা বাঁচত; এর কারণে তারা মরত। জাহিলি আরবদের বেড়ে ওঠা এমন এক মুক্ত পরিবেশে, শৃষ্থলহীনভাবে, যেখানে কারো কর্তৃত্ব চলে না। লাঞ্ছিত হয়ে, অপমান সহ্য করে, কারো অনুগ্রহভাজন হয়ে, মান-সদ্মান খুইয়ে, ইজ্জত-আব্রু বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকাকে তারা কোনোভাবেই মেনে নিত না। তাকে অপমান করার ধৃষ্টতা কেউ যদি দেখাত, তা হলে তার নিস্তার ছিল না: তাকে খুন করতে সে দ্বিতীয়বার আর চিন্তা করত না। আবার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন দিতেও তারা দ্বিধা করত না।

তাদের স্বাধীনতা রক্ষার কিছু উদাহরণ শোনা যাক।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft একদিনের ঘটনা। হিরা রাজ্যের শাসক 'আম্র ইবনু হিন্দ তার সভাসদদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সভাসদদের তিনি প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, তোমরা কি এমন কোনো আরবের কথা জানো, যার মা আমার মায়ের সেবাদাসী হতে নাক সিটকায়?"

তারা বলে, "হ্যাঁ, আমরা চিনি। তিনি হলেন সা'লুক বা হতদরিদ্র কবি 'আমর ইবনু কুলসুমের মা।"

শাসক কবি 'আমর ইবনু কুলসুমকে তার সঙ্গে এবং তার মাকে নিজের মায়ের সাথে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান। নিজ মায়ের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে শাসক কবি ও কবির মায়ের জন্য আয়োজন করেন ভোজসভার। নির্ধারিত একটি পাত্রের খাবারে বিষ মিশিয়ে রাখা হয়। সবাই খাবার টেবিলে উপস্থিত। শাসকের মা কবির মাকে স্বাগত জানায়, "আসুন। বসুন। আপনার সামনের ডিশ থেকে খাবার গ্রহণ করুন।"

তখন কবির মা তাকে বলে, "প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ আপন পথ খুঁজে নেয়।"

কিন্তু শাসকের মা এত সহজেই দমবার পাত্র নয়। বিষমিশ্রিত পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করে সে বারবার কবির মাকে তাড়া দিতে থাকে। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে কবির মা লাইলা চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়—"তাগলিব গোত্র আজ কোথায়! তাদের আজ লাঞ্ছনার দিন।"

কাছে-ধারেই ছিল কবি। মায়ের আওয়াজ শুনেই সে বুঝে ফেলে কী হতে চলেছে। জিদ চেপে যায় তার মাথায়। দেখে হলঘরে ঝুলে আছে শাসকের একটি তরবারি। হাতে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঢুকে সেখানে। সোজা গিয়ে আঘাত হানে শাসক 'আমর ইবনু হিন্দের মাথায়। খবরটি রাষ্ট্র হয়ে যায় অতি দ্রুত। তাগলিব বেঁধে ফেলে কবিতার লাইন।

সত্যনিষ্ঠা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও সততার জন্য ভালোবাসা আরবরা সাধারণত নিজেদের জীবনে মিথ্যার চর্চা করত না। মিথ্যা বলাকে তারা মনে-প্রাণে ঘূণা করত। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাদের জুড়ি মেলা ভার। মুখে এক কথা, অন্তরে আরেক কথা—এমন নীতি-দর্শন ছিল না তাদের। এজন্যই আমরা দেখি, ইসলামে প্রবেশের জন্য তাদের মুখে শাহাদাতের উচ্চারণই ছিল যথেষ্ট।

মিথ্যা বলাকে আরবরা কতটা যে ঘৃণা করত, তার একটা চিত্র আমরা এখন দেখব। ঘটনাটি আবু সুফিয়ানের; তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং ইসলামের প্রথম সারির একজন শক্ত। মুসলিমদের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত তাদের যুজ চলছিল। একবার বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে তিনি রোমে যাত্রা করেন। রোম-সম্রাট

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হিরাক্লিয়াস তাকে রাস্লুলাহ সম্পর্কে জানতে চেয়ে বেশকিছু প্রশ্ন করেন। সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যার আশ্রয় নেননি আবু সুফিয়ান একবারও। তিনি বলেন: "যদি এই আশঙ্কা না থাকত যে, লোকে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, তবে আমি তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা বলতাম।"

এবার আসা যাক জাহিলি আরবদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথায়। প্রতিশ্রুতি রক্ষার করার গুণটি আরবদের স্বভাবজাত একটি বিষয়। কদাচিৎ তারা এ মহৎ গুণটি রক্ষার বিষয়ে ভুল করেছে। তবে মাঝেমধ্যে তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষার নামে বাড়াবাড়ি পর্যন্ত করে ফেলত; দরকার নেই বা এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাটা দাঁড়িয়ে আছে পুরোপুরি মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে—এমন বিষয়েও তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষার নজির রেখেছে।

এরপর ইসলাম এল। প্রতিশ্রুতি রক্ষার যথোচিত দিকনির্দেশ করল তাদেরকে। বলে দিল কোথায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে, আর কোথায় করতে হবে না। কোনো ব্যক্তির যতই জৌলুস থাক কিংবা লোকটি তাদের কারও নিকটাত্মীয় হোক বা বন্ধু; সে যদি অপরাধী হয়, তবে ইসলাম এমন পাপীকে সমর্থন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আবার ইসলাম ওই ব্যক্তির সক্ষেও অনমনীয় আচরণ করেছে, যে লোক কোনো মুহদিসকে (সাওয়াবের অভিপ্রায় নিয়ে যে ব্যক্তি দীনের মধ্যে দীনের নাম করে নতুন কিছু আবিষ্কার এবং তা সম্পাদন করে) আশ্রয়-প্রশ্রয় দিত ও সাহায্য-সমর্থন করত। রাসূল 🗯 বলেন,

"যে ব্যক্তি কোনো মুহদিসকে আশ্রয় দিল, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।"

জাহিলি আরবদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার কিছু প্রামাণিক ঘটনা হিরির ইবনু 'ইবাদ তাগলিব গোত্রের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে বাক্র গোত্রগুলোকে নেতৃত্ব দেয়; তাগলিব গোত্রের নেতা মুহালহাল বাসৃস যুদ্ধে হারিসের ছেলেকে হত্যা করে। গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ লাগলেও হারিসের মনে কিন্তু ছেলে হত্যার প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছিল। সে সুযোগ খুঁজছিল, মুহালহালকে বাগে পেলে তার ছেলেহত্যার প্রতিশোধ নেবে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হারিস মুহালহালকে বন্দি করে। মজার ব্যাপার হলো—বন্দি কী হবে, হারিস কিন্তু মুহালহালকে চিনে উঠতে পারেনি একটুও। হারিস বন্দিকে বলল, "তুমি যদি আমাকে মুহালহাল ইবনু রাবি'আর সন্ধান দিতে পারো, তবে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো।"

মুহালহাল তাকে বলল, "ঠিক বলছ তো? যদি আমি তোমাকে মুহালহালের খোঁজ ঠিক ঠিক দিতে পারি, তা হলে আমাকে ছেড়ে দেবে!"

হারিস বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই। কথা যখন দিয়েছি, তখন এর নড়চড় হবে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মুহালহাল বলল, তুমি যাকে খুজছ, আমিই সেই মুহালহাল ইবন্ রাবি'আ। কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়াই হারিস মুহালহালকে বন্দি দশা থেকে মুক্ত করে দেয়। প্রতিশ্রুতি রক্ষার পুরুষোচিত এমন নজির খুবই বিরল।"

আরেকটি উদাহরণ।

পারস্য সম্রাট খসরু একবার নু'মান ইবনু মুনিয়িরের কন্যাক বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু নু'মান সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। সেদিন থেকে নু'মান ভয়ে অস্থির: খসরুর হাতে নিজের প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা পেয়ে বসে তাকে। টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সমুদয় সম্পত্তি, অস্ত্রশস্ত্র ও নিজের স্ত্রীকে হানি ইবনু মাস'উদ আশ-শাইবানির জিন্মায় রেখে নু'মান খসরুর সঙ্গে দেখা করতে যাত্রা করে। খসরু তার সঙ্গে কাচ আচরণ করে এবং তাকে পাকড়াও করে। এরপর নু'মানের সয়-সম্পত্তি চেয়ে খসরু হানিকে তলব করে। হানি খসরুর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সরাসরি। রেগেমেগে খসরু হানিকে মারার জন্য সৈন্য পাঠায়। খবর পেয়ে হানি নিজ গোত্র বাক্রকে জমায়েত করে জ্বালাময়ী এক ভাষণ দেয়। সে বলে:

"হে বাক্র সম্প্রদায়! যুদ্ধের ময়দান থেকে মৃত্যুভয়ে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতার পরিচয়। পালিয়ে না গিয়ে বীর-বিক্রমে লড়াই করতে করতে যে নিহত হয় সে-ই উত্তম। মনে রাখবে, সতর্কতা কখনোই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। জানোই তো, কপালের লিখন না যায় খণ্ডন। বিজয়ের জন্য চাই পাহাড়সম থৈর্য; সবুরেই মেওয়া ফলে। আমরা মরতে রাজি; অপমানিতের শতায়ুর চেয়ে আমরা সিংহের মতো একদিন বাঁচতে চাই। পালিয়ে বাঁচার চেয়ে কষ্ঠনালীতে একটা আঘাত এসে আমার মরণ হবে তাও ভালো। আমরা যখন মরতে শিখেছি, আমাদেরকে দমাতে পারে কে এমন আছে? হে আমার জাতি, লড়াই করো, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো। রলে ভঙ্গ দিয়ো না। মৃত্যু আসা পর্যন্ত লড়তেই থাকো।"

তার ভাষণে প্রদৃপ্ত হয়ে বাক্র গোত্র পারস্য বাহিনীকে যু-কার যুদ্ধে পর্যদৃপ্ত করে ছাড়ে। তৎকালীন যুগের এক পরাশক্তি পারস্যের বিশাল বাহিনীকে কেবল একটি গোত্রীয় বাহিনী নিয়ে হারানোটা চাট্টিখানি কথা ছিল না। এমনটা সম্ভব হয়েছে শুদাত্র হানির দৃঢ়চেতা ব্যক্তিছের কারণে: সে যে কারও বশ্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে বেঁচে থাকাকে মনে করত চরম লাঞ্ছনার বিষয় বলে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে মরণকে বরণ করে নিতে পর্যন্ত সে কুষ্ঠাবোধ করেনি।

কষ্ট-সহিষ্ণৃতা ও অঙ্গে তুষ্টি

আরবদের একটা রীতি ছিল—কম খেত তারা। খাবার শেষ করেই তারা বলে উঠত,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft করে। যদি উদরপূর্তি কমে যাবে তোমার বৃদ্ধি।

অতিভোজী পেটুকদেরকে জাহিলি আরবরা ভালো চোখে দেখত না; দেখত অবজ্ঞাভরে। এক আরব কবি বলেন:

"কষ্টে হা-হুতাশ না করা, বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার এক অত্যাশ্চর্য শক্তি ছিল আরবদের। তাদের এমন শক্তি থাকবেই-বা না কেন; শুষ্ক মরুভূমিতে বেড়ে ওঠার কারণে এমন শক্তি তাদের জন্মগত। চোখ জুড়ানোর মতো শস্য-শ্যামল নয়নাভিরাম দৃশ্যের অপ্রতুলতা, পানির অভাব তাদেরকে পদে পদে বাধ্য করেছে কস্ট সহিস্কু হতে। দুর্গম, এবড়োখেবড়ো পাহাড়ে তৈরি করে নিয়েছে নিজেদের চলার পথ। দুপুরের তপ্ত রোদ মাথায় নিয়ে আর তপ্ত বালুরাশি পদতলে নিয়ে হেঁটে গেছে আপন গন্তব্যে। শীত, গ্রীষ্ম, গিরিপথ, পথের দূরত্ব, ক্ষুৎপিপাসা কোনো কিছুই তাদের জীবনযাত্রার গতিকে রোধ করতে পারেনি। এরাই যখন ইসলামের সৌন্দর্যে মৃদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তারা ধৈর্যে, সহিস্কৃতায় এক অনন্য নজির স্থাপন করে। ছিল না খাই খাই সভাব; তারা অল্পেই তুষ্ট থাকত। তাদের কেউ একজন মাত্র অল্প কটা খেজুর খেয়ে বেঁচে থাকত অনেক দিন, ভেজাত সামান্য ক-ফোটা পানি দিয়ে নিজের তপ্ত কলিজা।

ক্ষমাশীলতা ও প্রতিবেশীর সুরক্ষা দান

মানসিক দৃঢ়তার পাশাপাশি শারীরিক শক্তির জন্যও আরবরা সুপরিচিত। এ মানসিক দৃঢ়তা ও শারীরিক শক্তির মিশেল যাদের মধ্যে ঘটবে, তাদের শক্তি যে বেড়ে যাবে বহুগুণে তা বলাই বাহুল্য। হ্যাঁ, এমনই ঘটেছিল আরবরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে। জাহিলি আরবরা শক্রকে হাতের নাগালে পেয়েও হত্যা না করে তাকে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেক নজির আছে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় শক্রর প্রতি দয়ালু হয়ে ক্ষমা করে দিয়েছে, সুযোগ দিয়েছে চলে যাওয়ার জন্য। আহতকে তারা বাগে পেয়েও পালটা আঘাতে জর্জরিত করেনি।

জাহিলি আরবরা প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানেও ছিল সচেষ্ট। বিশেষত নারীদের হেফাজতে তারা থাকত সজাগ।

বিপদে পড়ে, নিরুপায় হয়ে কোনো লোক তাদের কাছে আশ্রয় চাইলে তারা তাকে নিরাশ করত না, আশ্রয় দিত। অনেক সময় এমনও হতো যে, আশ্রত বাক্তির সুরক্ষায় তারা তাদের নিজের কিংবা ছেলের জীবন ও অর্জিত ধন-সম্পদ উৎসর্গ করতেও কার্পণ্য করত না। এমন চারিত্রিক সুষমা ও মানবিক মহৎ গুণ মানুষের মনে আরবদেরকে উঁচু
মর্যাদার আসনে বসিয়েছিল। ইসলাম এসে একে আরও উন্নীত করে, শক্তিশালী
করে: নিয়োজিত করে কল্যাণ ও সত্যের কাজে। ইসলাম তাদের কর্মকাগুকে
জান্নাতি দৃত মালাইকাদের চেয়ে উত্তম করে গড়ে তোলে। বিজয়ের ঝান্ডা নিয়ে
ছড়িয়ে পড়েন তারা পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে। যেখানে একসময় চর্চা হতো কৃফরির,
অন্ধকারের, সেখানটা আজ ভরে উঠল ঈমান ও আলোতে। জুলুম-নির্যাতনে নিম্পেষিত
মানুষদেরকে তারা শোনালেন ইনসাফের কথা। সমাজের রক্তে রক্তে ঘাপটি মেরে
থাকা অশালীনতা আর বেলেল্লাপনাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে ঢেকে দিলেন শালীনতার
পর্দায়। অকল্যাণ, অমঙ্গলের স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারা মানবতাকে দেখালেন
সত্য ও কল্যাণের দিশা।

জাহিলি আরব সমাজের নৈতিকতার কিছু নমুনা মাত্র ছিল এগুলো। একজন আরব এমন ভালো ভালো সব গুণ নিয়েই বেড়ে উঠত। সমসাময়িক বিশ্বের আর কোনো সমাজে একসঙ্গে এমন সব মহৎগুণের সমাহার ছিল বিরল। নবিজিকে রাসূল করে পাঠানোর জন্য আল্লাহ বেছে নিলেন এ আরব সমাজকেই। তাঁকে বেছে নেওয়া হলো সমগ্র মানবসমাজের জন্য।

এমন বিরল ধাঁচের প্রকৃতি পৃথিবীতে আর একটি নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে পারস্যদের অবাধ বিচরণ। দর্শনে ছিল ভারতীয়দের প্রভৃত উন্নতি সাধন। চারু ও কারুকলায় ছিল রোমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য, চিত্রকল্প ও কাব্য-কবিতায় গ্রীকদের প্রতিভার ছাপ—এত কিছু সত্ত্বেও রাসূল 🗯 তাদের কাছে প্রেরিত হননি। তিনি প্রেরিত হলেন নির্মল এক পরিবেশে; কারণ, আরব ছাড়া অন্যান্য জাতির আর যা-ই থাকুক না থাকুক, কিছু গুণের বড়ই অভাব ছিল তাদের মাঝে আর তা হলো—আল্লাহ প্রদন্ত স্বভাব বা ফিতরাতের নিম্নলুষতা, চিত্তের স্বাধীনতা এবং আত্মিক উন্নতি সাধনে একাগ্রতা। এগুলো পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল একটা জাতির মাঝেই; তা হলো আরব।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্মলগ্নে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা

পৃথিবী তখন অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, খুনাখুনি, ধর্ষণ-ব্যভিচার, জুলুম-নির্যাতন, মূর্খতা, কুফরি ইত্যাদি চর্চার চরম সীমা অতিক্রম করছে। রাতের গভীরতা যখন উষা আগমনের পূর্ব-বার্তা; তাই আল্লাহ চাইলেন তাঁরই সৃষ্ট মানবজাতিকে কৃপা করতে। চাইলেন অন্ধকার থেকে তাদেরকে আলোর পথে আনতে। তিনি তাঁর প্রিয় নবিকে পৃথিবীতে পাঠালেন। তবে নবিজির জন্ম, তাঁর বেড়ে ওঠা, ওয়াহি নাযিলের পূর্বে প্রিয় বন্ধুকে আল্লাহর বিশেষ তত্ত্বাবধান, নবি হওয়ার আগপর্যন্ত তাঁর জীবনাচার ইত্যাদির বিশদ আলোচনা শুরুর পূর্বে আমরা বেশকিছু শুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, তাঁর জন্ম নেওয়ার পূর্বক্ষণে ঘটে যাওয়া কিছু স্মরণীয় ঘটনা এবং গৌরবময় এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যা মানবজাতির সামনে থেকে ঘোর অমানিশা কেটে যাওয়ারই ইঞ্চিত বহন করে।

কষ্টের পরে আসে সুখ, অন্ধকার বা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সূর্য, আর কান্নার পর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে হাসির ছটায়—জগৎ-সংসারে এমনটাই আল্লাহর সুন্নাহ বা নীতি।

যামযাম কৃপ খনন

শাইখ ইবরাহীম 'আলি নিজের অমূল্য বই 'সহীহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া'তে নবিজির দাদা 'আবদুল-মুত্তালিবের যামযাম কৃপ খননের ঘটনাটি উল্লেখ করেন। 'আলি ইবনু আবু তালিব থেকে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত; তিনি বলেন,

> 'আবদুল-মুত্তালিব বলেন, 'একদিন স্বপ্নে দেখি, আমি হিজ্রে (কা'বার উত্তর কোণে) ঘুমিয়ে আছি। এমন সময় একজন আগম্ভক এসে আমাকে বললেন,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft 'তায়্যিবা খনন করুন।'

আমি জানতে চাই, 'তায়্যিবা কী জিনিস?' 'আবদুল-মুত্তালিব বলেন, 'তিনি জবাব না দিয়েই চলে যান।'

পরদিন আমি আবার বিছানায় কাত হই। একসময় ঘুমিয়েও পড়ি। একটু পরে দেখি লোকটি আবার হাজির। আমাকে বললেন, 'বির্বাজ্যা খনন করুন।' আমার প্রশ্ন, 'বির্বা কী?' এবারও জবাব না দিয়ে তিনি প্রস্থান করেন। একইভাবে পরদিন আমি আবার বিছানায় কাত হই। ঘুমও চলে আসে একসময়। দেখি লোকটি আবার এসেছেন। বললেন, 'মাদনূনা খনন করুন।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'মাদনূনা কী?' আগন্তুক তৃতীয়বারের মতো চলে যান।

পরদিন একইভাবে আমি বিছানায় পিঠ লাগাই। ঘুমে আমার চোখ লেগে আসে।
যথারীতি লোকটিরও সেসময় আগমন। আমাকে বললেন, 'যামযাম খনন করুন।'
জানতে চাইলাম, 'যামযাম কী?' এবার তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন। জানালেন,
'যামযাম এমন একটি কুয়া, যার পানি কখনো ফুরোবে না, সব সময় বিশুদ্ধ ও
সুশ্বাদু থাকবে; নষ্ট হবে না কখনো। আল্লাহর ঘরের মেহমান হাজিদেরকে এর
পানি পান করানো হবে। এটি পিঁপড়াদের টিবির পাশ দিয়ে, আ'সাম কাকের কিটির কাছে, গোবর ও রক্তের নিচে বহমান একটি কুয়া।'

ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন, ধীরে ধীরে আবছা ব্যাপারটি 'আবদুলমুম্ভালিবের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল, কুয়াটির অবস্থান পরিষ্কার হলো। বুঝলেন
তাকে সত্য জানানো হয়েছে। তখন পর্যন্ত একমাত্র সন্তান হারিসকে সঙ্গে নিয়ে
'আবদুল-মুন্তালিব ছুটলেন কুয়াটির খোঁজে। খনন করা শুরু করেন। খুঁড়তে খুঁড়তে
এক পর্যায়ে কুয়ার প্রান্ত বেরিয়ে আসে। খুশিতে তাকবীর ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার'
দিয়ে ওঠেন।

তাকবীরের আওয়াজ শুনেই কুরাইশদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, 'আবদুল-মুত্তালিব তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেছেন। হস্তদন্ত হয়ে তারা 'আবদুল-মুত্তালিবের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "হে 'আবদুল-মুত্তালিব, এটা তো দেখছি আমাদের পূর্বপুরুষ 'ইসমাঈলের হারিয়ে যাওয়া সেই কৃপটিই। এতে আমাদেরও অধিকার রয়েছে, আমরাও এর ভাগীদার। তাই তোমার সঙ্গে আমাদেরকেও এতে শরিক করে নাও।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আবদুল-মুন্তালিব বললেন, 'না, আমি এটা করতে পারি না। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, কুয়াটি শুধু আমাকেই দেওয়া হয়েছে, তোমাদের জন্য নয়। কই, তোমাদের কেউ তো এর খোঁজ পেলে না। এর মর্যাদা কেবল আমাকেই দেওয়া হয়েছে।"

"তা হলে বিচারের কথায় আসি। বিষয়টির একটা বিহিত হওয়া ছাড়া আমরা তোমাকে কুয়ার মালিকানা এমনি এমনি ছেড়ে দিতে পারি না।"

"তবে তা-ই হোক। তোমরা যাকে খুশি সালিস মানতে পারো, আমার আপত্তি নেই। তিনি যে রায় দেবেন তা-ই মেনে নেব।"

"বানু সা'আদ গোত্রে হুযাইম নামের একজন জ্যোতিষিণী আছে। তাকেই আমাদের সালিস মানলাম।"

"ঠিক আছে, তথাস্তু।"

জ্যোতিষিণীর বাড়ি ছিল শাম দেশের উঁচু একটি এলাকাতে।

'আবদুল-মুত্তালিব আব্দে মানাফের একদল লোক সঙ্গে নিয়ে শাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অন্যদিকে, কুরাইশের প্রত্যেক গোত্রেরই একজন করে লোক তার সঙ্গে যাত্রা শুরু করে। পথ ছিল বন্ধুর; দু-চোখ যতদূর যায় ধু-ধু মরুভূমি। মাথার ওপর তপ্ত সূর্য। একটা সময় পর 'আবদুল-মুক্তালিব ও তার সঙ্গী-সাথিদের পানি ফুরিয়ে যায়। প্রচণ্ড পিপাসায় তাদের ছাতি ফাটার উপক্রম। তারা ধরেই নিয়েছে মৃত্যু তাদের অত্যাসন। না পেরে তারা তাদের সহযাত্রী অন্যদের কাছে পানি চায়। কিন্তু তারা পানি দেবে না বলে সাফ সাফ জানিয়ে দেয়। তারা বলে, "আমরা এখন নির্জন মরুপ্রান্তরে। আমাদের আশঙ্কা, তোমাদের মতো আমাদেরও একই অবস্থা হবে; তোমাদেরকে পানি দিয়ে দিলে আমরাও নির্ঘাত মারা পড়ব।"

'আবদুল-মুন্তালিব সঙ্গী-সাথিদের উদ্দেশে বললেন, "আমি মনে করি, গায়ে বল থাকতে থাকতে, সবার উচিত নিজের কবর খুঁড়ে রাখা। একজন করে মারা যাবে আর পেছনের জন তাকে কবরস্থ করবে। এভাবে করতে করতে একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে যাবে। সবার লাশ পচে নষ্ট হওয়ার চেয়ে একজনের লাশ নষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই শ্রেয়।"

তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "আপনার পরামর্শ সত্যিই খুব সুন্দর, অনেক যৌক্তিক।"

একে একে সবাই নিজের কবর খুঁড়ে, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ করেই 'আবদুল-মুত্তালিব আবার তাদেরকে বলেন, "আল্লাহর কসম। এভাবে নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার নজির পৃথিবীতে বিরল। আমাদের এভাবে হাত গুটিয়ে বসে মৃত্যুর প্রহর গোনা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের আশা, আল্লাহ এমন মরুপ্রান্তরেও

কোনো একটা এলাকায় আমাদের পানির ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমরা নবোদ্যমে এগিয়ে যাও, পানির খোঁজ করো।"

আবার শুরু হলো তাদের যাত্রা। কিছুদূর যাওয়ার পর 'আবদুল-মুত্তালিব দেখেন যে, তার উটনীর খুর নিচে দেবে গেল। বিস্ময়ের সাথে তিনি দেখলেন, নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুমিষ্ট পানির একটি ধারা। খুশিতে আত্মহারা 'আবদুল-মুত্তালিব 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর দিয়ে বলে উঠলেন, "আল্লাহ আমাদের পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

তাকবীর দিয়ে উঠল সঙ্গী-সাথিরাও। নেমে একে একে সবাই পিপাসা মিটিয়ে পানি পান করল। নিজেদের পানির পাত্রগুলোও ভরে নিল। ধড়ে প্রাণ ফিরে আসার পর 'আবদুল-মুক্তালিব নিজেদের সফরসঙ্গী কুরাইশের শাখাগোত্রগুলোকে ডাকলেন। তারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের কাগুকারখানা অবাক দৃষ্টিতে দেখছিল। 'আবদুল-মুক্তালিব ডেকে বললেন, "এসো, পানির কাছে এসো। আল্লাহ আমাদেরকে পান করিয়েছেন।"

তারাও এসে প্রাণভরে পান করল। সঙ্গের পানির পাত্রগুলো কানায় কানায় ভরে
নিল। 'আবদুল-মুব্তালিবের সামনে এসে তারা বলল, "আল্লাহর কসম! তিনি তোমার
পক্ষে, আমাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমরা আর কখনো তোমার
সঙ্গে বাদানুবাদে জড়াব না যামযামের অধিকার নিয়ে। এমন খাঁখাঁ মরুপ্রান্তরে যিনি
তোমাকে এই পানি পান করিয়েছেন, তিনি যামযামের পানির অধিকারও তোমাকেই
দিয়েছেন। আমাদের আর কোনো দাবি-দাওয়া নেই; তুমি তোমার পানির কাছে
ফিরে চলো নির্ভিক্চিত্তে।"

শামের পুরোহিতের কাছে না গিয়ে তারা সবাই মাক্কায় ফিরে চলল। কুরাইশের কেউই 'আবদুল-মুত্তালিবকে ঘাঁটাল না; যামযামের কর্তৃত্ব এখন পুরোপুরিভাবে 'আবদুল-মুত্তালিবের হাতে।

ঘটনাটি বর্ণনা করার পর ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন, "যামযামের বিষয়ে এই বর্ণনাটি আমার কাছে 'আলি ইবনু আবু তালিব থেকে এসেছে।" দিন

যাম্যামের পানির আধ্যাত্মিক গুণ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। এর একটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে আবু যারের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, রাসূল ≰ বলেন,

"নিশ্চয় এটা (যামযামের পানি) বারাকাময়। নিশ্চয়ই যে এ পানি পান করবে, সে পরিতৃপ্ত হবে।"।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম দারাকৃতনি এবং হাকিম ইবনু 'আব্বাস 👼 থেকে সহীহ বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, নবি 🕸 বলেন,

"যে উদ্দেশ্যে যামযামের পানি পান করা হবে, তা সাধিত হবে—যদি তুমি আরোগ্যের জন্য তা পান করো, তবে আল্লাহ তোমাকে নিরাময় দান করবেন। যদি তুমি পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য পান করো, তবে আল্লাহ তোমাকে পরিতৃপ্ত করবেন। আবার এটি পান করার উদ্দেশ্য যদি তোমার তৃষ্ণা মিটানো হয়, তবে আল্লাহ তা-ই করবেন। এটা জিব্রীলের হায়্মা। আল্লাহ 'ইসমাঈলকে কেবল যাম্যামের পানি পান করিয়ে লালন করেছেন।"

শাইখ মুহাম্মাদ আবু শুহবা রাহিমাহল্লাহ বলেন,

"ব্যাপার যা-ই হোক, হাফিজ আদ-দিময়াতি, হাদীসের প্রখ্যাত হাফিজ ও কুশলীদের একজন; তিনি 'যে উদ্দেশে যামযামের পানি পান করা হবে, তা সাধিত হবে' হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেন। হাফিজ আল-ইরাকিও তার এ কথার স্বীকৃতি দেন।"

হাতিবাহিনীর কাহিনি

হাতিবাহিনীর ঘটনাটি কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। সবিস্তারে আলোচনা এসেছে সীরাহ ও ইতিহাসের বইগুলোতে। মুফাসসিরগণ তাদের কিতাবেও ক্ষেত্রবিশেষে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

"তুমি কি দেখোনি, তোমার রব হস্তিবাহিনীর সাথে কী করেছিলেন?
তিনি কি তাদের চক্রান্ত ভণ্ডল করে দেননি? ওদের বিরুদ্ধে তিনি
পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি; যারা ওদের ওপর নিক্ষেপ
করেছিল পোড়া মাটির কল্কর। তারপর তিনি ওদেরকে চবিত
চবিণের মতো করে দিয়েছিলেন।"
[স্রা ফাল, ১০৫:১-৫]

এই ঘটনার প্রতি নবিজির ইঙ্গিত

হুদায়বিয়ার সময় রাসূল

য় যখন মাদীনা থেকে বের হয়ে সানিয়া নামক জায়গায় এসে পৌছলেন, তখন তাঁর উটনী সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে; সামনে আর অগ্রসর হচ্ছিল না। লোকজন তখন বলে উঠল, 'হাল। হাল।'—এটা এমন এক শব্দ যা তখনই বলা হয় যখন কোনো উট আর সামনে এগুতে চায় না। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না; উটনীটি আগের মতোই বসে রইল। আশপাশের লোকজন বলল, "কসওয়া (রাসূলুল্লাহর বাহন—উটনীর নাম) সামনে না আগাতে গোঁ ধরেছে।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল 🕸 বললেন, "কসওয়া গোঁ ধরেনি, আর এটা ওর স্বভাবও নয়। বরং (আবরাহার) হাতিকে সামনে এগুতে যিনি বাধা দিয়েছিলেন, সেই তিনিই ওকে এখন সামনে যেতে দিচ্ছেন না।"

আবু হাতিমের *আস-সীরাতুন-নাবাওয়িয়া* বইতে হস্তিবাহিনীর ঘটনাটি এসেছে যেভাবে

ইয়েমেন দখলকারী একজন রাজা, যার আসল বাড়ি আবিসিনিয়ায়, সে আবরাহা নামেই পরিচিত। এই লোকটিকে কেন্দ্র করেই হাতির কাহিনি ঘটেছিল। ইয়েমেনের রাজধানী সান'আতে সে একটি গির্জা তৈরি করে: নাম দেয় 'কুল্লাইস'। তার ধারণা, আরবের হাজিদের সে তার গির্জা অভিমুখী করে ছাড়বে। শপথ করে, মাঞ্চায় গিয়ে সে কা'বা ধ্বংস করবেই।

পথিমধ্যে হিমইয়ারের একজন রাজা, যু-নাফার, নিজ জাতির অনুসারীদের নিয়ে আবরাহাকে বাধা দিতে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি ও তার বাহিনী পরাজিত হন। যু-নাফার হন বন্দি। আবরাহার কাছে নিয়ে এলে যু-নাফার তাকে বললেন, "হে রাজা, আমাকে মারবেন না। আমার নিহত হওয়ার চেয়ে (আপনাকে সাহায্য করার জন্য) আমার জীবিত থাকাটাই বরং আপনার বেশি দরকার।" কথা শুনে আবরাহা তাকে আর মারল না। তবে তার থেকে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল।

এরপর আবরাহা বাহিনী কা'বার দিকে আবার ছুটল। একসময় তারা পৌঁছল মাক্কার নিকটবর্তী খাস'আম উপজাতীয়দের এলাকায়। খবর পেয়ে নুফাইল ইবনু হাবীব আল-খাস'আমি তার সমর্থক ইয়েমেনের কিছু গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে আবরাহার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু নুফাইলও যুদ্ধে সদলবলে পরাজিত হন এবং তিনি বন্দি হন। নুফাইল আবরাহার কাছে অনুনয় করে বললেন, "হে রাজা, আরব ভূখণ্ড আমার নখদর্পণে; এর পথঘাট সব আমার জানা। তাই আমাকে হত্যা করবেন না। আর আমার জাতি আমার খুবই অনুগত; আমার দুই হাতের ইশারায় তারা জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। আমি তাদেরকে আপনার যেকোনো কাজে লাগাতে পারব।"

আবরাহা নুফাইলকে মুক্তি দিলে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে চললেন।

একটা সময় তারা এসে পৌঁছে তায়িফে। খবর পেয়ে সাকীফ গোত্রের কিছু লোকবল সঙ্গে নিয়ে মার্স'উদ ইবনু মু'আত্তাব আবরাহার সঙ্গে দেখা করে বলল, "হে রাজা, আমরা আপনার গোলাম, আপনার একান্ত অনুগত দাস। আপনার আদেশের অন্যথা আমরা করব না। আমাদের পরম আরাধ্য লাত উপাস্য যা চায় তা Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
নিয়ে আমাদের ও আপনাদের মাঝে কোনো ধরনের বিরোধ নেই। লাতের চাওয়াও
মাক্কার ওই কা'বা ঘরটিই। আমরা আপনার সঙ্গে এমন একজন লোককে পাঠাব যে

আপনাকে ওই ঘরটি চিনিয়ে দেবে।"

আবু রিগাল নামের নিজেদের একজন দাসকে তারা আবরাহার সঙ্গে পাঠায়।
আবরাহা দলবল নিয়ে মুগাম্মাস নামক একটা জায়গায় এসে পৌঁছলে আবু রিগাল
মারা যায়। পরবর্তী সময়ে আরবদের কাছে ঘৃণার প্রতীকে পরিণত হয় তার কবর।
সেখানে তারা ঘৃণাভরে পাথর নিক্ষেপ করত। ঘৃণাভরে পাথর নিক্ষেপের ধারাটি
এখনো চলছে; আজও তার কবরে লোকেরা ঘৃণাভরে পাথর ছুড়ে মারে।

মুগাদ্মাসে যাত্রা বিরতিকালে আসওয়াদ ইবনু মাকসূদ নামের একজনকে আবরাহা তার বাহিনীর অগ্রগামী করে মাক্কার খোঁজখবর নিতে পাঠায়। কী হয়েছে দেখার জন্য মাক্কার বাসিন্দারা আসওয়াদ ও তার দলবলের পাশে ভিড় জমায়। ফেরার পথে আরাক নামক উপত্যকা থেকে তারা 'আবদুল-মুত্তালিবের দুইশো উট ধরে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

'আবদুল-মুত্তালিবের দুইশো উট আটক করে নিয়ে আসার ঘটনার পর হুনাতা আল-হিমইয়ারিকে আবরাহা মাক্কায় পাঠাবার সময় বলে দিল, "তাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞাত ও সম্মানিত ব্যক্তির খোঁজ নেবে আগে। তারপর তাকে আমার এ সংবাদ জানিয়ে দেবে যে, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। কেবল কা'বা ঘর ধ্বংস করাই আমার উদ্দেশ্য।"

হুনাতা রওনা দিয়ে মাকায় এসে পৌঁছল। 'আবদুল-মুত্তালিব ইবনু হিশামের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলল, "রাজা আমাকে আপনার কাছে এই খবর দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। তবে আপনারা বাধা দিতে এলে ভিন্ন কথা; তখন তাকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। শুধু এ কা'বা ঘরকে ভাঙার জন্যই তিনি এসেছেন। এর পরই তিনি চলে যাবেন।"

জবাবে 'আবদুল-মুত্তালিব বললেন: "তার সঙ্গে যুদ্ধ করার মুরোদ আমাদেরও নেই। আমরা তার এবং এই ঘরের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াব না। আল্লাহই পারেন আবরাহা এবং এ ঘরে মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে। অন্যথায়, আল্লাহর কসম, আমাদের একরত্তি শক্তি নেই যে তাদের মোকাবিলা করি।"

সে বলল, "তা হলে আমার সঙ্গে তার কাছে চলুন।"

এরপর তিনি লোকটির সঙ্গে রওনা দিয়ে আবরাহার সেনাছাউনিতে এসে পৌঁছেন। গিয়ে দেখেন তার পুরোনো বন্ধু যু-নাফার সেখানে হাজির। কাছে গিয়ে তিনি তাকে বললের, তে হৈ খ্র্^{ন্}নমন্তির। <mark>আমাদের তপর ধ্য বিপদ দিয়ে এ</mark>সেছে তা প্রতিকারে তুমি কি আমাদের কোনো উপকারে আসতে পারো?"

উত্তরে য্-নাফার তাকে বললেন, "সকাল কিংবা সন্ধ্যায় প্রতি মৃহুর্তে যে লোক মৃত্যুর প্রহর গুনছে, এমন একজন বন্দি কী আর সাহায্য করতে পারে, বলো। তবে আনিস নামের একজন মাহুত (হস্তিচালক) আছে, আমার পরিচিত। আমি তাকে বলে দিচ্ছি সে যাতে আবরাহার কাছে তোমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-তদবির করে। সে তোমার গুরুত্ব ও উচ্চমর্যাদার কথা রাজাকে জানাবে।"

এরপর য্-নফার আনিসের খোঁজে লোক পাঠালেন। আনিস এলে 'আবদূলমৃত্তালিবকে দেখিয়ে য্-নাফার তাকে বললেন, "তোমার সামনে যাকে দেখছ তিনি
খুবই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কুরাইশ সর্দার, মাকার বিণিক সমাজের অধিপতি। তিনি সমতল
ভূমির বাসিন্দা এবং পাহাড়-পর্বতের বন্য পশুর খাদ্য সরবরাহকারী হিসেবে
স্পরিচিত। রাজা তার দুইশো উট ধরে নিয়ে এসেছেন। তোমার যদি সম্ভব হয় তা
হলে তার উপকারটা করে দাও। তিনি আমার একজন পরম বন্ধু।"

'আবদুল-মুন্তালিবকে নিয়ে আনিস আবরাহার কাছে গিয়ে বলল, "মহামান্য রাজা। ইনি কুরাইশ সর্দার, মাকার বণিক সমাজের অধিপতি। তিনি সমতল ভূমির বাসিন্দা মানুষ এবং পাহাড়-পর্বতের বন্য পশুর খাদ্য সরবরাহকারী হিসেবে সুপরিচিত। আপনার কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছেন তিনি। আমার আশা, আপনি তাকে অনুমতি দেবেন। আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, বৈরিতা কিংবা আপনাকে হুমকি-ধ্মকি দেওয়ার জন্য তিনি এখানে আসেননি।" সব শুনে আবরাহা 'আবদুল-মুন্তালিবকে ভেতরে আসার অনুমতি দিল।

'আবদুল-মুত্তালিব ছিলেন বৃহদাকার, সুঠামদেহী, সুদর্শন একজন ব্যক্তি। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আবরাহা তাকে সসম্মানে অভিবাদন জানাল। 'আবদুল-মুত্তালিব তার সঙ্গে একই আসনে বসবে, এটা সে পছন্দ করল না। আবার সে ওপরে রাজকীয় আসনে বসে থাকবে, আর 'আবদুল-মুত্তালিব নিচে বসবেন—আবরাহা এটাকেও সমীচীন মনে করল না। অগত্যা আবরাহা রাজকীয় আসন ছেড়ে নিচে নেমে এসে 'আবদুল-মুত্তালিবের সঙ্গে একই গালিচায় বসল।

'আবদুল-মুত্তালিব তাকে বললেন, "রাজা সাহেব। আপনার লোকেরা আমার অনেক বড় সম্পত্তি নিয়ে এসেছে, সেগুলো আমাকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

আবরাহা তাকে বলল, "আপনাকে প্রথমে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার প্রতি আমার একটা সমীহভাব জেগেছিল, আমি সত্যিই অভিভৃত হয়েছিলাম। কিন্তু এ মুহুর্তে সেই সমীহভাবটা উবে গেছে। আপনার প্রতি আমি এখন ভীষণ বীতপ্রদ্ধ।" Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft 'আবদুল-মুত্তালিব জানতে চাইলেন, "কেন?"

সে বলল, "আমি এমন এক ঘর ভাঙতে এসেছি যা নিছক একটি ঘরই নয়; আপনার, আপনার বাপ-দাদার সবার ধর্ম এই ঘর। এই ঘরকে কেন্দ্র করেই আপনাদের ধর্মাচার। আপনাদের আশ্রয়, আপনাদের নিরাপত্তার প্রতীক এই ঘরটি। আমার আসার উদ্দেশ্য, এই ঘরকে চিরতরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া—আপনি তা ভালো করেই জানেন। অথচ আপনি নির্বিকার, টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। কাবার কথা না বলে আপনি কীসের কথা পাড়লেন?—আপনার উটের কথা।"

'আবদুল-মুত্তালিব বললেন, "এই উটগুলোর মালিক আমি, আমায় সেগুলো ফেরত দিন। আর এই ঘরের একজন মালিক আছেন, তিনি একে রক্ষা করবেন।"

আবরাহার সদম্ভ উচ্চারণ, "না, তিনি আমার হাত থেকে একে রক্ষা করতে পারবেন না।"

'আবদুল-মুক্তালিব বললেন, "তা একান্ত আপনার চাওয়া। এবং সেটা এ ঘরের রব ও আপনার ব্যাপার।"

এরপর আবরাহা 'আবদুল-মুত্তালিবের উট ফেরত দেওয়ার জন্য তার লোকদের বলে দেয়। উট নিয়ে 'আবদুল-মুত্তালিব ফিরে আসেন। যা যা হয়েছে তিনি কুরাইশদের জানান। আদেশ করেন সবাই যাতে পাহাড়ের ওপর নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়।

পরদিন সকাল বেলা। মুগাম্মাসে সৈন্যসমাবেশ করে মাক্কায় প্রবেশের প্রস্তুতি নেয় আবরাহা। সৈন্যদের আদেশ করে মালসামানা, অস্ত্রশস্ত্র ঠিকঠাক করে সঙ্গে নেওয়ার জন্য। তার হাতিকে তার কাছে আনা হলো। না বসিয়ে দাঁড়ানো অবস্থাতেই একে একে অনেক বোঝা চাপানো হলো হাতির পিঠে।

আবরাহা বাহিনী মাঞ্চায় প্রবেশের জন্য সবাই প্রস্তুত। সামনে বাড়তে খোঁচা মারলে হাতি বেঁকে বসে—দাঁড়িয়ে থাকে, সামনে বাড়ে না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে গাঁট বেঁধে বসে পড়ে; ওঠার কোনো নামগন্ধ নেই। তার মাথার ওপর লোকেরা গাঁতির আঘাত হানে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সে আরও বেঁকে বসে। এক ইঞ্চি আগে বাড়ে না। উপায় না পেয়ে তারা হাতির মাংসল পা ও কনুইতে অনবরত মাথাবাঁকা লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। তারপরও সে অন্য। যেই না তারা হাতির মুখ ইয়েমেনের দিকে ঘুরিয়ে দিল, অমনি সে সেদিকে ছুটতে আরম্ভ করল। কিন্তু একটু পরেই তারা আবার হাতির মুখ মাঞ্চা অভিমুখে ঘুরিয়ে দিলে সে পূর্বের মতোই আচরণ করতে থাকে। এরপর সেটি পাশের একটা পাহাড়ের দিকে ছুট লাগায়।

ঠিক সে সময় আল্লাহ তা'আলা সাগরের দিক থেকে বালাসান (বাদামি ঠেটিওয়ালা ছোট কালো পাখি)-এর মতো দেখতে এক ধরনের পাখি পাঠালেন। প্রতিটি পাখির Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সঙ্গে আবার তিনটি করে পাথর—দুইটি দুই পায়ে, আর অন্যটি ঠোঁটে। মটর-দানা ও মসুরের মতো দেখতে ছিল পাথরগুলো। আবরাহা বাহিনীর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় পাথরগুলো পাখিরা ছুড়ে মারে তাদের গায়ে। যার গায়েই পাথর পড়েছে, সে-ই মরেছে। তবে তাদের অনেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণে পাথরের আঘাত থেকে বেঁচে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তুমি কি দেখোনি, তোমার রব হস্তিবাহিনীর সঞ্জো কাঁর্প আচরণ করেছেন? তিনি কি ওদের চক্রান্ত ভত্তল করে দেননি? তিনি ওদের বিরুদ্ধে পার্চিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি; যারা ওদের ওপর কঞ্জর নিক্ষেপ করেছিল। তারপর তিনি ওদেরকে চবিত চবণের মতো করে ফেলেন।"

আল্লাহ তা'আলা আবরাহার শরীরে এক ধরনের রোগ ছড়িয়ে দেন। তার সৈন্যরা পাগলের মতো উর্দ্ধর্যাসে পালাতে থাকে ইয়েমেনের দিকে। যাওয়ার পথে প্রতিটি জায়গায় তাদের শরীরের গলিত অংশ ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। আবরাহার শরীরের পচন শুরু হয় আঙুলের মাথা থেকে। যখনই একটা করে আঙুলের মাথা খসে পড়তে লাগল, তখনই বেরিয়ে আসতে লাগল পুঁজ এবং সঙ্গে পচা রক্ত। এভাবে ধুঁকে ধুঁকে, কষ্ট পেয়ে পেয়ে আবরাহা অবশেষে ইয়েমেনে এসে পৌঁছে। জীবিত অন্যান্য সাথির মধ্যে তার অবস্থাটা তখন ওই পাখির মতো, প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটায় যার প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত। এরপর আবরাহা মারা যায়।

ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক এবং ইবনু হিশাম তাদের সীরাতগ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যখন আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে মাকা অভিমুখে এগোচ্ছিল, তখন 'আবদুল-মুন্তালিব কা'বার দরজার আংটা ধরে দাঁড়ালেন। সঙ্গে কুরাইশের একদল লোকও ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট বিনীতভাবে দু'আ করলেন। সাহায্য চাইলেন আবরাহা ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে। কা'বার দরজার আংটা ধরে 'আবদুল-মুন্তালিব বলে উঠলেন, "হে রব, আমাদেরই কোনো লোক, আপনার বান্দা, সে আপ্রাণ চেষ্টা করে তার বাহিনীকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে। আজ আপনি আপনার অনুগত বান্দাদেরকে রক্ষা করুন। আপনার শক্তির ওপর ওদের ক্লুশ এবং বল-বিক্রম যাতে কোনোভাবেই জিততে না পারে। আমাদের কিবলা আপনার এ ঘরকে, আপনি যদি ওদের হাতে ছেড়ে দেন, তা হলে তা একান্তই আপনার ব্যাপার; আপনার যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন।"

দু'আ শেষ করে 'আবদুল-মুন্তালিব কা'বার দরজার আংটা ছেড়ে দিয়ে, সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে গিয়ে উঠলেন কাছের একটি পাহাড়ের চূড়ায়; তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মাক্কায় প্রবেশ করে আবরাহা কী করে না-করে তার ওপর। ঐতিহাসিকদ্বয় এরপর আবরাহা ও তার বাহিনী ধ্বংস হওয়ার ঘটনা বিশদ বর্ণনা করে যান।

হাতিবাহিনীর ঘটনার শিক্ষা

কা'বার মর্যাদা

কা'বার সম্মান-মর্যাদার কথা সর্বজনবিদিত। এমনকি আরবের মুশরিকরা পর্যন্ত একে সম্মান করত, পবিত্র বলে জ্ঞান করত। কা'বার ওপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিতে তারা ছিল নারাজ। কা'বার প্রতি তাদের এমন সম্মান প্রদর্শন দ্বারা বোঝা যায় যে, সামান্য হলেও নবি ইবরাহীম ও 'ইসমাঈলের ধর্মের প্রভাব তখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। আর ছিল বলেই আবরাহা এ ঘরকে ভাঙতে এলে তারা রবের কাছে একে রক্ষা করার মিনতি জানায়।

মাক্কার ওপর খ্রিষ্টানদের হিংসা-বিদ্বেষ

আল্লাহর ঘর কা'বার প্রতি আরবদের সম্মান ছিল প্রশ্নাতীত। ঘরটির প্রতি এমন প্রীতি ও সম্মান খ্রিষ্টান আবরাহার সহ্য হলো না ; বিপরীতে কুল্লাইস নামের একটি গির্জা তৈরি করে সে। উদ্দেশ্য—আল্লাহর ঘরের প্রতি আরবদের সম্মানকে তার গির্জার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য হাসিলে সে নানা রকম কৌশল আঁটে, ফন্দি-ফিকির করে। তারপরও আরবরা এতে কোনোরূপ উৎসাহবোধ করেনি। বরং আবরাহার হীন উদ্দেশ্য কোনোভাবেই যাতে সফল না হয় সেজন্য তারা অনেক চেষ্টা-তদবির চালায়। বিষয়টি এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, কুল্লাইস গির্জায় যে দুর্ঘটনাটি ঘটে তার মূল নায়ক একজন আরব বেদুইন। ফাখরুদ্দীন আর-রাযি সূরা ফীলের নিচের আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবে করেন:

> "তিনি কি ওদের চক্রাস্ত ভণ্ডুল করে দেননিং" তিনি বলেন যে, "এখানে الكيد দ্বারা বোঝায় উদ্দেশ্য—গোপনে অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা। যদি কেউ প্রশ্ন তোলে, এটা কী করে গোপন চক্রান্ত হয়? আবরাহা তো প্রকাশ্যেই কা'বা ধ্বংসের ঘোষণা দিয়ে এসেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, হ্যাঁ, এটা গোপন চক্রান্তই বটে! তবে সেটা আবরাহা তার মনে পুষে রেখেছিল, যা প্রকাশ পেয়ে যায়। কারণ, মনে মনে সে আরবদেরকে হিংসা করত। সে দেখে আর কিছুই না, কা'বাই তাদের এত মর্যাদার কারণ। তাদের মর্যাদা দেখে সে ঈর্যাকাতর হয়ে ওঠে; যেকোনো মূল্যে নিজের জন্য, নিজ জাতির জন্য ও দেশের জন্য ছিনিয়ে আনতে চায় সেই মর্যাদা।" 🔤

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পুণ্যভূমির জন্য জীবনবাজি

হিমইয়ারের একজন রাজা যখন খবর পেল যে, আবরাহা তার সাদ্পাদ নিয়ে কা'বা ধবংসের অভিপ্রায় নিয়ে সেদিকে এগুচ্ছে; কালবিলম্ব না করে তিনি আবরাহাকে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি আবরাহার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে পেরে ওঠেননি; বন্দি হন।

নুফাইল ইবনু হাবীব আল-খাস'আমি তার কাছে আগত ইয়েমেনের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের সঙ্গে নিয়ে আবরাহার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে। তবে আবরাহার সৈন্যদের সামনে তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি, তারা পরাস্ত হয়। পুণ্যভূমির পবিত্রতা রক্ষায় তারা বিলিয়ে দেয় নিজেদের জীবন।

আবহমান কাল ধরেই পুণ্যভূমি কিংবা পবিত্র স্থান রক্ষা করা এবং এর জন্য জীবন উৎসর্গ করা মানুষের সহজাত একটা স্বভাব।

বিশ্বাসঘাতকদের করুণ পরিণতি

কা'বা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলে আবরাহাকে বাধা না দিয়ে উলটো কিছু লোক সেদিন তার কাজে পূর্ণ সমর্থন দেয়; তাকে সাহায্য করে। তারা ইতিহাসের ধিকৃত আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের কেউ কেউ গোয়েন্দা সেজে আবরাহাকে খবরাখবর সরবরাহ করেছে, কেউ-বা তার পাশে পাশে থেকে সাহস জ্বিয়েছে। আবার কেউ প্রাচীন ঘরটি ধ্বংস করার জন্য আবরাহাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। লোকেরা আজও তাদেরকে শাপ-শাপান্ত করে; আল্লাহর লা'নাত, আল্লাহর অভিশাপ তো আছেই। দালালি, গান্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতার একটা ঘৃণ্য প্রতীক হয়ে ওঠে আবু রিগালের কবর। মানুষের মনে তার জন্য ঘৃণা ছাড়া কিছুই নেই। তার কবরের পাশ দিয়ে যেই যায়, ঘৃণাভরে পাথর ছুড়ে মারে।

আল্লাহ ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃতি

'আবদুল-মুত্তালিব যখন আবরাহার কথার উত্তরে বলেছিলেন, "আমরা বিষয়টি কা'বার মালিকের ওপর ছেড়ে দিলাম। আমরা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি না। আল্লাহ যদি ঘরটি ধ্বংস হওয়া থেকে আবরাহাকে বাধা না দেন, তবে আমাদের কোনো শক্তি নেই যে আমরা আবরাহাকে প্রতিরোধ করব।" 'আবদুল-মুত্তালিবের এ কথার মধ্যেই পাওয়া যায়, আল্লাহ ও তাঁর শক্রদের মধ্যকার যুদ্ধের প্রকৃতির যথার্থ ইঙ্গিত—শক্ত যতই শক্তিশালী হোক, জনবলে যতই বলীয়ান হোক; আল্লাহর কুদরত, আল্লাহর শক্তি, তাঁর পাকড়াও এবং তাঁর প্রতিশোধপরায়ণতার সামনে এক মুহুর্তের জন্যও

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি মহান। তিনিই জীবনদাতা এবং যখন যাকে ইচ্ছে করবেন নিয়ে নেবেন যেকোনো সময়। শাইখ কাসিমি বর্ণনা করেন যে, শাইখ কাশানিউ বলেন,

> "হাতিবাহিনীর ঘটনাটি খুবই বিখ্যাত। রাসূলুল্লাহর যুগের কিছু আগে ঘটনাটি ঘটে। আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন এটি। যে ঘরকে আল্লাহ হারাম বা পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন, যারা সে ঘর ধ্বংসের পাঁয়তারা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ছিল ঘটনাটি।"

কা'বা ও কুরাইশের প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা

আবরাহার মতো দুষ্ট লোকদের হাত থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঘরকে রক্ষা করার পর কা'বার প্রতি আরবদের শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বহুগুণে। अ অন্য আরবরাও কুরাইশদের শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। কুরাইশদের ব্যাপারে অন্যদের মন্তব্য হলো—

> "তারা আল্লাহর আহল; আল্লাহর লোক। তাদের হয়ে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ করেছেন। শত্রুর মোকাবিলায় তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট ছিলেন।" এটি ছিল আল্লাহ তা'আলার একটি অনন্য নিদর্শন; নবিজির আগমনের উপক্রমণিকা—এই নবি মাক্কা নগরেই জন্মগ্রহণ করবেন, মূর্তির আখড়া দূর করে কা'বাকে করে তুলবেন পবিত্র, অনন্য এক উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করবেন কা'বাকে।

হাতির ঘটনা নুবৃওয়াতের নিদর্শন

ইমাম মাওয়ারদি ও ইবনু তাইমিয়্যাহসহ বেশ কয়েকজন 'আলিম মনে করেন যে, হাতির ঘটনা নুবৃওয়াতের একটি নিদর্শন ও প্রমাণ। মাওয়ারদি বলেন,

> "ঘটনাটি আবরাহা রাজার অহমিকার উদাহরণ, নুবুওয়াতের আগাম নিদর্শন। ঘটনার পরিণ্তি দিবালোকের ন্যায় এতটাই স্পষ্ট যে, সত্য-মিথ্যা, আসল-নকলে তালগোল পাকানোর কোনো সুযোগ নেই। যখন রাসূলুল্লাহর জন্মলগ্ন ঘনিয়ে এল তখন থেকেই মূলত নুবৃওয়াতের কিছু কিছু নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকে। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—হাতিবাহিনীর ঘটনা...।"

> "হাতির ঘটনার সময় রাসূল 🕸 মাক্কায় তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন। ঘটনার ৫০ দিন পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর রাবি'উল-আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার তিনি জন্ম নেন। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটি নুবৃওয়াতের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অনন্য নিদৰ্শন:

- যদি সেদিনের ঘটনায় আবরাহা ও তার বাহিনী কোনোভাবে জিতে যেত,
 তবে আরবদেরকে তারা বন্দি করত, দাস বানাত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা
 তা হতে দিলেন না; ধ্বংস করলেন আবরাহা বাহিনীকে। এভাবেই আল্লাহ
 তা'আলা একজন দাস হয়ে জয় নেওয়া থেকে রক্ষা করলেন তাঁর রাস্লকে।
- আবরাহা বাহিনীর মোকাবিলা করার মতো সমর্থ ছিল না তৎকালীন
 কুরাইশরা। উপরন্ধ, তারা আহলে-কিতাবও নয়; তাদের কেউ কেউ পূজা
 করত মূর্তির, কারও-বা ধর্ম পৌত্তলিকতা। তারপরও ইসলাম প্রকাশের
 মাধ্যমে নুবৃওয়াতি ভিত্তির দৃঢ়তা ও কা'বার সম্মান বাড়ানোর জন্যই আল্লাহ
 তা'আলা হাতিবাহিনীকে ধ্বংস করেন...।

আরবের চারদিকে এই ঘটনার কথা ক্রত ছড়িয়ে পড়ে। হারামের সম্মান তাদের কাছে বেড়ে যায়। ইতঃপূর্বে কা'বার প্রতি তাদের এমন সম্মান ছিল না। এ ঘটনার পর কুরাইশদের প্রতি মান্যতাও বেড়ে যায় আরবদের। তারা বলত, "এরা আল্লাহর আহল; আল্লাহর লোক। তাদের হয়ে আল্লাহ যুদ্ধ করেছেন। শক্রদের চক্রাস্ত রূখে দিতে তিনিই যথেষ্ট ছিলেন।" কুরাইশদের প্রতি লোকেরা সম্মান প্রদর্শন আরও বাড়িয়ে দেয়। বিনিময়ে কুরাইশরা তাদের জন্য ব্যবস্থা করে পানির ও মেহমানদারির। কা'বার বক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ছিল তাদের কাঁধে। কুরাইশরা তাদের আয়ের একটা অংশ দিয়ে প্রত্যেক বছর হাজ্জের সময় মিনার ময়দানে হাজিদের পেট ভরে খাওয়াত। ধীরে ধীরে কুরাইশরা ধার্মিকদের ইমাম, অনুসারীদের নেতা হয়ে ওঠে। আর পরবর্তী প্রজম্মের জন্য এভাবেই হাতিবাহিনীর ঘটনা হয়ে থাকে দৃষ্টান্ত হয়ে।

ইবনু তাইমিয়্যা বলেন,

"হাতিবাহিনীর ঘটনার সালটি ছিল রাস্লুল্লাহর জন্মসাল। কা'বার আশপাশের মানুষজন আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল শির্কে। তারা মনে করত, প্রিষ্টধর্ম তাদের ধর্মের তুলনায় ঢের ভালো। এর থেকে বোঝা যায়, কা'বার তখনকার মুশরিক প্রতিবেশীদের জন্য আল্লাহ তাঁর ঘর রক্ষা করেননি, বরং কা'বার মর্যাদার কারণেই আল্লাহ আবরাহা বাহিনীকে ধ্বংস করেন; কিংবা হতে পারে এর কারণ নবি মুহাম্মাদ 🚁। এই বছরই কা'বার নিকট জন্ম নেন তিনি। অথবা হতে পারে কা'বা ঘর ও নবি মুহাম্মাদ 🕸 উভয়ের জন্যই আল্লাহ তা'আলা হাতিবাহিনীকে ধ্বংস করেন। হাতিবাহিনী ধ্বংসের কারণ যা-ই হোক না কেন, ঘটনাটি নবিজির নুবুওয়াতের পূর্বাভাস।"।

।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হাতির কাহিনি আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু কাসীর বলেন,

"রাসৃলুল্লাহর আবির্ভাবের উপক্রম ছিল এই ঘটনা। কারণ, প্রসিদ্ধ একটি মত হলো, তিনি এই বছরই জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাটির মধ্য দিয়ে আল্লাহ কেমন যেন বলতে চাচ্ছেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা আবিসিনিয়ান লোকদের থেকে উত্তম আর তারা অধম—এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেননি। বরং প্রাচীন ঘর কা'বার সন্মানেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সেদিন রক্ষা করেছেন। সর্বশেষ নবি, উন্মি নবি মুহাম্মাদকে প্রেরণ করে এই ঘরের মর্যাদা আমি আরও বৃদ্ধি করব।"

কা'বা ঘরকে আল্লাহর সুরক্ষা দান

আল্লাহ তাঁর এই প্রাচীন ঘরকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন; কা'বার কর্তৃত্ব তখনও পর্যন্ত মুশরিকদের হাতে। তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টান আবরাহা ও তার সৈন্যদেরকে কা'বা ধ্বংস করে পুণ্যভূমিতে কর্তৃত্ব করার সুযোগ করে দেননি তিনি। কা'বা হবে সব ধরনের শির্কমুক্ত—এটাই সংগত। কিন্তু আরব মুশরিকরা কা'বার পবিত্রতা মলিন করে দেয় শির্কের পঙ্কিলতায়। আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অনুযায়ী মাক্কা আর কা'বাকে তিনি প্রজাপীড়ক ও স্বৈরশাসকের অপশাসন থেকে রক্ষা করেন। তাদের চক্রান্তের হাত কা'বার গায়ে লাগতে দেননি। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কা'বার স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে আপন কুদরতে রক্ষা করেন। যাতে এই মুক্ত পরিবেশে পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে নতুন বিশুদ্ধ একটি বিশ্বাস, একটি আকীদা। সেই স্বাধীন পরিবেশে থাকবে না কোনো শাসকের চোখ রাঙানি, কোনো স্বৈরাচারীর স্বেচ্ছাচারিতায় পিষ্ট হবে না বিশ্বাসী মানুষগণ। এ পরিবেশের দীন হবে 'ইসলাম'। অবিশ্বাসীদের মানুষের দাসত্ত্বের শৃঙ্খল থেকে মৃক্তি দিতে এ দীনের আগমন। মানুষকে শোষণ করতে নয়, অন্যের অপশাসনের নাগপাশ থেকে স্বাধীন করে, আঁধার গলি-ঘুপচি থেকে বের করে এনে আলোর দিশা দেখানোই এ দীনের উদ্দেশ্য। নিজের ঘর ও দীন রক্ষার এমনই পরিকল্পনা ছিল আল্লাহ তা'আলার। এমনকি তখন পর্যন্তও কেউ জানত না যে, দীন ইসলামের নবি এ বছরই (হাতির বছরে) জন্ম নিতে চলেছেন।≫

হাতির এ ঘটনা থেকে আমরা সুসংবাদ নিতে পারি। পেতে পারি প্রশান্তি। যখন আল্লাহ আবরাহা বাহিনীর হাত থেকে কা'বাকে রক্ষা করেন, তখনও কা'বার কর্তৃত্ব ছিল মৃতিপূজারি মুশরিকদের হাতে। আজ মাক্কা ও মাদীনা ইসলামের দুইটি পুণ্যভূমি মুসলিমদের হাতে ঠিকই; এই দুই পুণ্যভূমিসহ বায়তৃল-মাকদিসকে নিয়ে কুসেড খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আল্লাহ তাদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রউফুর-রহীম

নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রের কৃটজাল ছিন্ন করবেনই। আবরাহার হাতিবাহিনীকে ছোট ছোট পাখির হাতে যেভাবে নাস্তানাবৃদ করে চর্বিত তৃণের মতো করে দেন, সেভাবে ইন শা আল্লাহ, ফেরেববাজ, প্রতারক, প্রবঞ্চকদের প্রতারণাকেও তিনি সফল হতে দেবেন না

ক্যালেন্ডারে পরিণত হয় এ ঘটনা

আর কোনো ঘটনা আরবদের মনে হাতির ঘটনার মতো দাগ কাটতে পারেনি। কেননা, জীবনে এমন অলৌকিক কাহিনি তারা আর একটিও দেখেনি। যার কারণে ঘটনার স্থান-কাল কিছুই তারা বিস্মৃত হয়নি। হাতির বছরকে তারা বর্ষপঞ্জিকায় পরিণত করে। সন-তারিখ নিয়ে কিছু বলতে গেলে তারা এভাবে বলত,

"এ ঘটনা হাতির সালে ঘটেছে।" কিংবা "অমুক ব্যক্তি হাতির সালে জন্মেছে।" অথবা "এটি হাতির সালের এত বছর পরের ঘটনা" ইত্যাদি। হাতির ঘটনা ঘটেছিল খ্রিষ্ট ৫৭০ অব্দে।

রাসূলুল্লাহর জন্ম থেকে হিলফুল-ফুযূলের ঘটনা পর্যন্ত

রাস্লুলাহর বংশানুক্রম

মানুষদের মধ্যে রাসূল ***** যেমন চেহারা-সুরাত, চরিত্র মাধুর্যে, আচরণে-ব্যবহারে অনন্য, তেমনই তিনি বংশমর্যাদায়ও আর সবার থেকে উত্তম। তাঁর বংশ-মর্যাদার বর্ণনায় অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে এমনই একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূল ***** বলেন,

"আল্লাহ তা'আলা 'ইসমাঈলের সম্ভানদের থেকে কিনানাকে মনোনীত করেন; কুরাইশদেরকে মনোনীত করেন কিনানার থেকে; বানু হাশিমকে মনোনীত করেন কুরাইশদের থেকে; আর আমাকে মনোনীত করেন বানু হাশিম থেকে।"।২০০১

ইমাম বুখারি 🚓 তার সহীহ বুখারিতে রাসূলুল্লাহর বংশ-লতিকা বর্ণনা করেন এভাবে,

"মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল-মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু 'আব্দ-মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুর্রা ইবনু কা'আব ইবনু লুওয়াই' ইবনু গালিব ইবনু ফিহুর ইবনু মালিক ইবনু নাদার ইবনু কিনানা ইবনু খুযাইমা ইবনু মুদরিকা ইবনু 'ইল্য়াস ইবনু মুদার ইবনু নিযার ইবনু মা'আদ ইবনু 'আদনান।" अस

ইমাম বাগাওয়ি শারহুস-সুন্নাহ কিতাবে রাস্লুল্লাহর বংশ-লতিকা 'আদনান পর্যন্ত উল্লেখ করার পর বলেন, "'আদনানের ওপরে গিয়ে বংশ-লতিকার ধারাটি সেভাবে সংরক্ষিত হয়নি।"।সভা ইমাম ইবনুল-কাইয়্রিমও রাস্লুলাহর বংশ-লতিকা আদনান প্যস্ত উল্লেখ করার পর বলেন,

"এই পর্যস্ত ('আদনান) ধারাটি বিশুদ্ধ, এবং ধারার এ পর্যস্ত এসে কুলজি বিশারদগণও একমত; কোনোরূপ দ্বিমত নেই। 'আদনানের ওপর থেকে শুরু হয় দ্বিমত। তবে কুলজি বিশারদগণ সবাই একবাক্যে শ্বীকার করেন যে, 'আদনান নবি 'ইসমাঈলের সস্তানদেরই অধস্তন পুরুষ।"

ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ তার তবাকাতে উল্লেখ করেন, "আদনান থেকে শুরু করে 'ইসমাঈল পর্যন্ত এসে আমাদের কোনো কথা নেই; আদনান থেকে উপরের ধারার বিষয়ে আমরা চুপচাপ থাকি।" कि

'উরওয়া ইবন্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "'আদনান কিংবা কহতানের পরবর্তী ধারা সম্পর্কে জানে এমন কাউকে খুঁজে পাইনি আমরা, যা পেয়েছি তা নিছক অনুমাননির্ভর।"

ইমাম যাহাবি বলেন, "'আদনান হলেন 'ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমের বংশধর—এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে মতভেদ যত 'আদনান ও 'ইসমাঈলের মধ্যকার ধারার মধ্যে এসে।"।

"রাস্লুল্লাহর এমন বংশমর্যাদার কারণে মানুষের মনে তিনি মর্যাদাপূর্ণ অন্যরকম এক আসনে সমাসীন ছিলেন; যদিও উন্নত বংশমর্যাদা ও নেতৃত্ব নুবৃত্য়াত কিংবা রাজত্ব পাওয়ার মাপকাঠি কখনোই নয়। কিন্তু মানবমন কখনোই ইতর শ্রেণির কোনো লোককে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেবে না। আর সেখানে নীচ বংশের কাউকে যে তারা নবি হিসেবে মেনে নেবে না তা বলাই বাহুল্য; তিনি যখন দীনের পথে মানুষদের ডাকবেন তখন তারা কর্ণপাত করবে না। সমবেত হবে না তার পতাকাতলে। যেহেতু আল্লাহ নবিজিকে নবি করে পাঠাবেন, তাই তিনি তাঁর বন্ধুকে উন্নত বংশে প্রেরণ করেন। যাতে করে মানুষ তাঁর বংশ-মর্যাদা নিয়ে কোনো আপত্তি তুলতে না পারে। এতে দলে দলে লোকজনের ইসলাম গ্রহণ ও তাঁকে অনুসরণ করাটা সহজ হয়ে যায়।"

রাস্লুলাহর বংশধারা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট। তিনি একাধারে 'ইসমাঈল আয-যাবী ও ইবরাহীম খলীলুলাহর সরাসরি বংশধর। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীমের দু'আর ফসল এবং 'ঈসার সুসংবাদের ফল। রাসূল 🐞 নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, "(আমি) আমার পিতা ইবরাহীমের দু'আ ও 'ঈসার সুসংবাদের ফল।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট বংশধারা এমনই শক্তি রাখে যে, সে মানুষকে জঘন্য সব মন্দকাজ থেকে আলগোছে দূরে সরিয়ে রাখে। উদ্বুদ্ধ করে ভালো কাজ করতে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে। চারিত্রিক এমন নিষ্কলুষতা ব্যক্তিকে সমাজের নিকট করে তোলে গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। পৃথিবীর উষালগ্ন থেকে শুরু করে নবি-রাসূলগণ ও দা'ঈরা নিজেদের বংশ-মর্যাদা, মান-সন্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন সর্বদা। মানুষজন তাদের এমন গুণের কথা জানত বলেই তাদের প্রশংসায় থাকত পঞ্চমুখ। তাদের প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রাখত চোখ বুজে।

রাসূলুল্লাহর বংশ-মর্যাদা-সম্পর্কিত আলোচনা থেকে একটা বিষয় খুব সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর আর সব মানুষের ওপর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেন আরবদের; আরবের অন্য গোত্রগুলোর মধ্যে মর্যাদা দান করেন কুরাইশদের। সুতরাং 'রাসুলুল্লাহকে ভালোবাসি'—কথাটির দাবি হলো, তাঁকে ভলোবাসার সঙ্গে পঙ্গে জাতিকেও ভালোবাসা চাই, যে জাতির একজন হয়ে তাঁর পৃথিবীর বুকে আগমন। ওই গোত্রকেও ভালোবাসতে হবে, যে গোত্রে তাঁর জন্ম। এর মানে এই নয় যে, একজন একজন করে প্রত্যেক আরবকে কিংবা ধরে ধরে কুরাইশ গোত্রের সবাইকে ভালোবাসতে হবে; বরং তাদেরকে ভালোবাসতে হবে ছোট কিন্তু বাস্তব একটি কারণে: একজন আরব-কুরাইশ নিঃসন্দেহে কোনো না কোনোভাবে রাসূলুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। কথাটির অর্থ এই নয় যে, আরব বা কুরাইশদের মধ্যে যারা আল্লাহর পথ ছেড়ে বিপথে পা বাড়িয়েছে, আমরা তাদেরকেও ভালোবাসব। আল্লাহর পথ থেকে তাদের এ বিচ্যুতি এবং ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহর সত্যিকার সম্পর্কটা আর থাকবে না। শুধু তা-ই নয়, রাসূলুল্লাহর সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ককেও তখন আর বড় করে দেখা হবে না। 🐃

পিতা 'আবদুল্লাহর বিয়ে ও মাতা আমিনার স্বপ্ন

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল-মুত্তালিব তার পিতার সবচেয়ে স্নেহধন্য পুত্র ছিলেন। তিনি যখন নির্ঘাত জবাই হওয়া থেকে বেঁচে ফিরে এলেন, তখন তার পিতা 'আবদুল-মৃত্তালিব তার জানের বদলে দুইশো উট উৎসর্গ করেন। এরপর সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা আমিনা বিন্ত ওয়াহাব ইবনু 'আব্দ-মানাফ ইবনু যুহরা ইবনু কিলাবের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেন। । ।

আমিনা গর্ভবতী হওয়ার কিছুদিনের মাথায় রাসুলুলাহর পিতা 'আবদুলাহ মারা যান। মাদীনায় 'আদি ইবনু আন-নাজ্জার বংশের তার মামাদের পাশে, তাকে দাফন করা হয়। তিনি এক বাণিজ্যিক সফরে শামে যাচ্ছিলেন। ফিরতি পথে মাদীনায় তিনি Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মারা যান। কিন্তু মারা যাওয়ার আগেই তিনি পবিত্র এক প্রাণ রেখে যান আমিনার গর্ভে। নিয়তি কেমন যেন তাকে বলছিল, তোমার জীবনের মিশন শেষ; তুমি খুব সুষ্ঠভাবেই তা সম্পন্ন করতে পেরেছ। পবিত্র এই জ্রণকে আল্লাহ তা'আলা আপন হিকমা, রাহমাহ ও জ্ঞানের মাধ্যমে লালন-পালন করবেন। শিষ্টাচার ও তারবিয়া শেখাবেন। এমনভাবে গড়ে তুলবেন যাতে করে তিনি মানবতাকে নিক্য আঁধার ছিড়ে নিয়ে আসেন উদ্ভাসিত আলোক রেখায়।

কেবল আমিনাকে 'আবদুল্লাহর বিয়ে করাটাই নবিজ্ঞির নবি হয়ে পৃথিবীতে আগমনের পথ সুগম হওয়ার সূচনা নয়; কারণ, নবিজ্ঞিকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্প্রতিনি বলেছিলেন,

> "আমি হলাম আমার পিতা ইবরাহীমের দু'আর ফসল, 'ঈসার সুসংবাদের বাস্তবায়ন; আমার মা স্বপ্নে তার খেকে একটা নৃর বের হতে দেখেছিলেন; সেই নূর, সেই আলোকপ্রভা শামের প্রাসাদগুলোকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছিল।"

নবি ইবরাহীমের করা দু'আটি কুরআনে এভাবে এসেছে:

"হে আমাদের রব। তুমি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াত তাদের কাছে তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশলী, তত্তৃজ্ঞানী।"[সূরা বাকারা, ২:১২৯]

রাস্লুল্লাহকে নিয়ে 'ঈসার সুসংবাদ এমন, যা আল্লাহ ক্রআনে তার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"স্মরণ করো, মারইয়াম-পুত্র 'ঈসা বলেছিল, 'হে বনি-ইসরাঈল!
আমি তোমাদের নিকট (প্রেরিত) আল্লাহর রাসূল। আমার আগে
থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত আমি তার সমর্থক; আর পরে
আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন, আমি তাঁরও সৃসংবাদদাতা।"
[স্রা আস-সফ, ৬১:৬]

আর রাস্ল 🔹 যে বলেছেন, "আমার মা স্বপ্নে তার থেকে একটা নূর বের হতে দেখেছিলেন। সেই নূর, সেই আলোকপ্রভা শামের প্রাসাদগুলোকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছিল।" এ সম্পর্কে ইবনু রাজাব বলেন,

"রাসূল ﷺ ভূমিষ্ট হওয়ার সময় আলোটি বের হওয়ার একটি অর্থ রয়েছে। আর তা হলো—এমন এক নূরের আগমন ঘটতে চলেছে যে, সেই আলোয় পথের দিশা পাবে পৃথিবীবাসী এবং এ আলোয় শির্কের অন্ধকার দূরে পালাবে। যেমনঃ আল্লাহ বলেন, "হে আহ্ল-কিতাবগণ। তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমরা কিতাবের যা যা গোপন করতে, তিনি তার অনেকে কিছু তোমাদের কাছে প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করে থাকে। তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে এক জ্যোতি ও একটি স্পষ্ট কিতাব তো এসেছে। যারা আল্লাহর সম্বৃষ্টি কামনা করে, এ (কুরআন) দিয়ে তিনি তাদেরকে শাস্তির পথ দেখান, আর নিজের ইচ্ছায় তাদেরকে আঁধার থেকে আলোতে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

ইবনু কাসীর বলেন,

তাঁর (রাস্লুল্লাহর) নূর প্রকাশ পাওয়ার জন্য শাম দেশকে বেছে নেওয়ার পেছনে ইঙ্গিত হলো: রাস্লুল্লাহর আনীত দীন ইসলাম স্থির ও স্থায়ী হবে এ শাম দেশেই; শেষ জমানায়, কিয়ামাতের পূর্বে, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এক দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে উঠবে শাম দেশ। নবি 'ঈসা ইবনু মারইয়াম দামেস্কের শ্বেত-শুভ্র মিনারের পশ্চিম দিকে আসমান থেকে নেমে আসবেন। সহীহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাস্ল श্ব বলেন, "আমার উন্মাহর একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর দৃড়, অটল ও অবিচল থাকবে। অপমানকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের কেউই তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর হুকুম (কিয়ামাত) আসার আগপর্যন্ত তারা সত্যকে আঁকড়ে থাকবে।" সহীহ বুখারিতে বাড়িত যোগ হয়েছে এ কথাটি: তারা শামেই থাকবে।

রাসূলুল্লাহর জন্ম

রাসূল 🐞 সোমবারে জন্মেছেন, এ ব্যাপারে বিজ্ঞজনরা একমত। অধিকাংশের মত, তিনি রাবি'উল-আওয়াল মাসের ১২ তারিখ রাতে জন্মগ্রহণ করেন।

তবে তিনি যে হাতির ঘটনার বছরে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, এ বিষয়টিতে কেউই দ্বিমত করেননি। তেওা বানু হাশিমের উপত্যকায়, আবু তালিবের ঘরে রাসূল স্ক ভূমিষ্ট হন। তেওা

প্রখ্যাত কবি আমিরুশ-শু'আরা আহমাদ শাওকি রাসূলুল্লাহর জন্ম উপলক্ষ্যে একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন, Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft জন্ম নিয়েছেন হিদায়াতের আলো

জন্ম নিয়েছেন হিদায়াতের আলো
সৃষ্টিকুলে আলোর সমাহার
যুগের মুখে ফুটছে হাসি
দূর হলো সব আঁধার কালো।
জিব্রীল ও ফেরেশতাকুল
দীন ও দুনিয়ার তরে
শুনিয়ে যাচ্ছেন সুসংবাদ এক—
এসেছেন এক মহান রাসূল।"

নবিজিকে স্তন্যদান

পিতা 'আবদুল্লাহর দাসী উদ্মু আইমান বারাকা হাবাশিয়্যা ছিলেন রাসূলুল্লাহর দাইমা। চাচা আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবাই প্রথম নবিজ্ঞিকে দুধ পান করান।

যাইনাব বিন্ত আবু সালামা ্র থেকে বর্ণিত যে, উদ্মু হাবীবা ্র তাকে জানান, একবার তিনি নবিজিকে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিয়ে করুন।"

রাসূল 🕸 জানতে চান, "এমনটা হোক তুমি কি তা পছন্দ করো?"

"হ্যাঁ। এমনিতেও তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। কাজেই কল্যাণকর বিষয়ে আমার সঙ্গে যারা অংশীদার, তাদের মধ্যে আমার বোনের অংশীদারিত্ব থাকাটা আমি পছন্দ করি।"

"বিষয়টি আমার জন্য কোনোভাবেই বৈধ নয়।" (কারণ, দু-বোনকে একসঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা আল্লাহ হারাম করেছেন)

"লোকে বলাবলি করছে যে, আপনি নাকি আবু সালামার কন্যাকে বিয়ে করতে চান।"

রাসূল 🛊 অবাক হয়ে জানতে চান, "উদ্মু সালামার কন্যাকে?" "হ্যাঁ।"

"সে তো আমার তত্ত্বাবধানে পালিত আমার স্ত্রীর কন্যা (তাই সে আমার জন্য হালাল হতে পারে না, আর যদি এমনটা নাও হতো) তবু সে আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ, সে আমার দুধ-ভাইয়ের মেয়ে; সুওয়াইবা আমাকে ও আবু সালামাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। তাই তোমরা তোমাদের কন্যা ও তোমাদের বোনদেরকে বিয়ের জন্য আমার সামনে পেশ কোরো না।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft উন্মু আইমান ছিলেন উসামা ইবনু যাইদের মা। তিনি মূলত রাস্লুল্লাহর পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল-মুক্তালিবের পরিচারিকা ছিলেন। আবিসিনায় তার বাড়ি। পিতা 'আবদুল্লাহর মৃত্যুর কিছুদিন পর রাসূল 🎕 যখন জন্ম নেন, তখন উদ্মু আইমান রাসুলুল্লাহ্র দাইমার কাজ করেন। বড় হয়ে রাসূল 🕸 উদ্মু আইমানকে আর দাসী করে রাখনেনি: স্বাধীন করে দিয়ে যাইদ ইবনু হারিসার সঙ্গে তার বিয়ে দেন। রাসূলুলাহর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর উদ্মু আইমান মারা যান। 🕬

হালীমা আস-সা'দিয়্যা

রাসূলুল্লাহর দুধমা হালীমা আস-সা'দিয়্যা রাসূলুল্লাহর বারাকা নিয়ে আমাদের অনিন্য সুন্দর একটি গল্প শুনিয়েছেন।

গল্পটি 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার 🚁 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"যখন রাসূল 🕸 জন্মগ্রহণ করেন, তখন হালীমা বিন্ত হারিস বানু সা'দ ইবনু বাক্রের একদল মহিলার সঙ্গে মাকায় আসেন। তাদের উদ্দেশ্য—মাকায় দুধশিশুর সন্ধান করা। হালীমা বলেন, 'আমি আমার নিজের ঈষৎ সবুজ-সাদা রঙের মাদি-গাধার পিঠে চড়ে মহিলাদের প্রথম দলটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে আমার স্বামী, সা'দ ইবনু বাক্রের অন্যতম সন্তান, হারিস ইবনু 'আবদুল-উয্যা; এরা আবার বানু নাদিরা গোত্রের একটা অংশ।

(দীর্ঘপথ চলার কারণে) আমাদের মাদি-গাধাটির পা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গে আমাদের জরাগ্রস্ত, বুড়ো একটি উটনীও ছিল। আল্লাহর কসম। সেটি একফোঁটা দৃধও দিচ্ছিল না। তার ওপর হচ্ছিল না বৃষ্টি। সবুজের লেশমাত্র নেই কোথাও। খাবারের কিছু ছিল না মানুষদের। না খেয়ে খেয়ে সবার মারা যাওয়ার জোগাড়। আমি আমার ছোট ছেলেটিকেও সঙ্গে নিই। তার অবস্থাও ভালো ছিল না; ক্ষুধায় কাতর থাকত বলে রাতে সে আমাদের শান্তিতে ঘুমাতে দিত না। ঘরে কিছুই ছিল না যা দিয়ে তাকে শাস্ত করব। এত কিছুর পরও হাল ছেড়ে দিইনি; মনে মনে আশা—আবার বৃষ্টি হবে। একটা ভেড়াও ছিল আমাদের। তাই এর জন্য আমরা আরও বেশি করে বৃষ্টি চাচ্ছিলাম।

এক সময় আমরা মাক্কায় এসে পৌছি। রাসূলুল্লাহকে একে একে আমাদের সবার সামনে পেশ করা হয়। আমাদের কেউই রাজি হয়নি তাঁকে নিতে। উপরম্ভ আমরা বললাম, 'তিনি তো নিঃস্ব, এতিম। তাঁর পিতা বেঁচে থাকলে তিনি অবশ্যই ধাত্রীদের খাতির-যত্ন করতেন। দান-দক্ষিণায়ও হতেন দরাজ দিল।' আমরা আরও বললাম, 'মনে হয় না তাঁর মা, চাচা কিংবা দাদা আমাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আমার সঙ্গীরা সবাই দুগ্ধপায়ী শিশু পেয়ে যায়। যখন আমি আর কাউকে পাচ্ছিলাম না, তখন অগত্যা নবিজির কাছে ফিরে আসি এবং তাঁকেই নিয়ে নিই। আল্লাহর কসম। আমি যদি অন্য কাউকে পেয়ে যেতাম, তবে অবশ্যই তাঁকে নিতাম না। স্থামীকে বলেছিলাম, 'আল্লাহর কসম, 'আবদূল-মুন্তালিবের বংশের এই এতিমকেই আমার নিতে হবে; হয়তো আল্লাহ এঁর মাধ্যমেই আমাদেরকে বারাকা দেবেন, প্রভূত কল্যাণ দান করবেন। তাছাড়া কাউকে না নিয়ে আমি খালি হাতে ফিরব না। স্থামী বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

হালীমা বলেন, 'সুতরাং আমি তাঁকে নিলাম এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। তাঁবুর কাছে আসতে না আসতেই, আল্লাহর শপথ, আমার স্তন দুধে ভরে উঠল। এতে আমি তাঁকে তৃপ্ত করে খাওয়ালাম। তাঁর দুধভাইকেও পান করালাম। তাঁর বাবা (দুধবাবা) উঠে আমাদের জরাগ্রস্ত উটনীটার কাছে গেল। সেটিকে ছুঁতে না ছুঁতেই ওলান ভরে উঠল দুধে। সে দুধ দোহন করে আমাকে দিল। আমি তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পান করলাম, এবং সে নিজেও তৃষ্ণা নিবারণ করে পান করল। তারপর সে বলল, 'হালীমা, তুমি কি খেয়াল করেছ, আল্লাহর কসম, আমরা তো এক পবিত্র আত্মাকে পেয়েছি। আমরা আশাও করিনি, অথচ আল্লাহ উটনীতে এমনই বারাকা দিয়েছেন।' হালীমা বলেন, 'পরিতৃপ্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে কী একটা রাতই না কাটালাম আমরা! অথচ ক্ষুধায় কাতর আমাদের সন্তানের সঙ্গে আমরা কত বিনিদ্র রঞ্জনি কাটিয়েছি!'

সকালে সঙ্গী-সাথিদের সঙ্গে রওনা দিই এলাকার উদ্দেশে। রাসূলুল্লাহকে নিয়ে আমি আমার গাধার পিঠে চড়ে বসি। যার হাতে আমি হালীমার প্রাণ তাঁর কসম। গাধাটি আমাকে নিয়ে কাফেলার আগে আগে ছুটল। দেখে সঙ্গীরা বলল, 'আরে এত আগে আগে যাচ্ছ কেন? আমাদের জন্য একটু দাঁড়াও। আচ্ছা, এটা তোমার সেই গাধা না, যার পিঠে চড়ে তুমি এসেছ?' আমার উত্তর, 'হ্যাঁ।' তারা বলল, 'আমরা যখন আসছিলাম, রক্তাক্ত হয়ে গাধাটির তো তখন যা-তা অবস্থা হয়েছিল। এখন একি দেখছি আমরা; সে তো সবার আগে আগে ছুটছে।' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ। এর পিঠের ওপর আমি চড়িয়েছি এক পবিত্র ও কল্যাণময় সন্তান।'

হালীমা বলেন, 'এরপর আমরা আবার যাত্রা শুরু করি। সফরের প্রতিটি দিনেই আশ্লাহ আমাদের উদ্ভোরত্তর কল্যাণ বৃদ্ধি করেই চললেন। অবশেষে এলাকায় যখন ফিরে আসি তখন সেখানে চলছে দুর্ভিক্ষ। আমাদের পশুগুলো সারাদিন চড়ে বেড়াত, সন্ধ্যায় ফিরে আসত। একই সঙ্গে থেকে সা'দ গোত্রের ছাগল ভেড়াগুলো ফিরত খালি পেটে, আর আমারগুলো ভরপেটে। ওলান ভরে উঠত দুধে দুধে। গোত্রের লোকেরা

Compressed with PDF, Compressor by DLM Infosoft বলাবলি করতে লাগল, হারিস ইবনু আবদুল- উথ্যা ও হালীমার ভেড়াগুলোর একি অবস্থা! পেট ভরে খাবার খেয়ে, দুগ্ধবতী হয়ে সেগুলো ফেরে। আর তোমাদেরগুলো কিনা ফেরে ক্ষুধা নিয়ে! তোমাদের আর কবে আক্ষেল-জ্ঞান হবে বলো তো! তাদের ভেড়াগুলো যে চারণভূমিতে চড়ে বেড়ায় তোমাদেরগুলোকেও সেখানে চড়িয়ে বেড়াও।' তারা তা-ই করল। কিন্তু একসঙ্গে চড়ালে কী হবে, সেগুলো আগের মতোই ক্ষুধা নিয়ে ফিরত। অন্যদিকে আমারগুলো ফিরত আগের মতো পেট ভরে পরিতৃপ্ত হয়ে।

হালীমা বলেন, রাসূল * বেড়ে উঠতে লাগলেন। তবে আর দশজন শিশু যেভাবে বেড়ে ওঠে সেভাবে নয়; (প্রথমদিকে) অন্যরা এক বছরে যতটুকু বেড়ে ওঠে, তিনি ততটুকু বেড়ে উঠতেন একদিনে। দুই বছর পূর্ণ হলে আমরা তাঁকে নিয়ে আসি মাক্কায়। আমরা (আমি ও আমার স্বামী) বলাবলি করছিলাম, 'আল্লাহর কসম। আমরা কখনোই তাঁকে আমাদের কাছছাড়া করব না। যথাসাধ্য চেষ্টা করব তিনি যাতে আমাদের চোখের আড়াল না হন।' এরপর আমরা তাঁর মায়ের নিকট এসে তাকে বললাম, 'আল্লাহর কসম। এমন বারাকাময় শিশু আমরা জীবনে দেখিনি। আমাদের ভয়, আমরা যদি তাঁকে এখন এখানে রেখে যাই, তবে মাক্কার রোগ-বালাই, মহামারি তাঁকে পেয়ে বসবে। (রাসূলুল্লাহর মা আমিনাও তখন রোগাক্রান্ত ছিলেন)। তাই তাঁকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে দিন; নিদেনপক্ষে আপনি আপনার রোগ থেকে সেরে ওঠা পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গেই থাকুক।' রাসূলুল্লাহর মায়ের সঙ্গে আমরা দীর্ঘ সময় পীড়াপীড়ি করি যাতে তিনি রাজি হন। আমাদের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হন। অনুমতি পেয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমরা এলাকায় ফেরত আসি। এবার আসার পর তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন তিন কিংবা চার মাস।

এ সময়ে একদিন তিনি ঘর-বাড়ির পেছনে তাঁর দুধ-ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের একপাল ছোট ছাগল ও ভেড়াছানার মাঝে খেলা করছিলেন। এমন সময় তাঁর দুধ-ভাই কাঁপতে কাঁপতে আমাদের কাছে এসে বলল, 'জানো। আমি দেখলাম, আমার ওই কুরাইশি ভাইয়ের কাছে দুইজন লোক এলেন। গায়ে তাদের ধবধবে সাদা পোশাক। তারা তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। এরপর তাঁর পেট চিড়ে ফেললেন।'

শুনে তো আমাদের অন্তরাস্থা বের হওয়ার জোগাড়। কাঁপতে কাঁপতে আমি ও আমার স্বামী পড়িমড়ি করে ছুটে গোলাম। গিয়ে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন; চেহারার রং বিবর্ণ। আমাদের দেখে দৌড়ে এলেন এবং কেঁদে দিলেন।

হালীমা বলেন, আমি ও আমার স্বামী তাঁকে টেনে নিয়ে বুকের সঙ্গে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি। বললাম, 'আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক। তোমার কী হয়েছে?' তিনি বললেন, আমার কাছে দুইজন লেকি প্রসে আমারে গাটিতে শুইয়ে দিলেন। একটু পর আমার পেট ফেড়ে দিয়ে কী যেন একটা রাখলেন। এরপর পেট আগে যেমন ছিল তেমনই করে দেন তারা।'

আমার স্বামী বলল, 'আল্লাহর শপথ। আমার এই ছেলের ওপর কিছু একটা ভর করেছে। জলদি তাঁকে তাঁর পরিবারের নিকট নিয়ে চলো। যে ভয়টা আমরা করছি, তা ঘটার আগেই তাঁকে তাদের কাছে রেখে আসো।'

হালীমা বললেন, তাঁকে নিয়ে আমরা তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে চললাম। তাঁর মা আমাদের দেখে খুবই অবাক হলেন; আমরা যা করেছি তার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। বললেন, 'আমি বলার আগেই কী কারণে আমার ছেলেকে ফেরত নিয়ে এসেছ তোমরা? আগে তো তাঁকে রাখার ব্যাপারে তোমরা ছিলে খুবই উদ্প্রীব!' আমরা জানালাম, 'না, তেমন কিছুই হয়নি। বরং আল্লাহ তাঁর দুগ্ধপানের মেয়াদকাল পূর্ণ করেছেন। এবং তাঁর স্বাস্থ্য দেখে আমরা খুশি।' আমরা আরও বললাম, 'তবে আপনারা যদি চান আমরা তাঁকে খুব উত্তমভাবেই রাখব।' তিনি বললেন, 'তোমরা কিছু একটা এড়িয়ে যাচছ; আসলে কী হয়েছে আমার কাছে খুলে বলো।' না বলা পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে কিছুতেই ছাড়ছিলেন না। না বলে আর থাকতে পারলাম না। শেষে যা যা ঘটেছে আমরা তার কাছে সব বলে দিই; কিছুই লুকাই না।

তিনি বললেন, 'না, কখনোই না। আল্লাহর কসম। তিনি তার সঙ্গে এমন কিছু করবেন না। আমার ছেলের একটা মর্যাদা হবে। আমি কি তোমাদেরকে তার সংবাদটা দেবো না? তা হলে শোনো, সে যখন আমার গর্ভে, আল্লাহর শপথ, আমি কোনো ধরনের ভার অনুভব করিনি। আমার পক্ষে তাকে গর্ভে ধারণ করা একদমই কষ্টকর কিছু ছিল না। সে যখন আমার গর্ভে তখন একদিন আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয় যে, আমার থেকে একটি আলোকরশ্মি বের হয়ে বাস্রার উটের গ্রীবাগুলো আলোকিত করে দিয়েছে। (অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, বাস্রার অট্টালিকাগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছে) এরপর তাকে আমি ভূমিষ্ট করলাম এবং আল্লাহর কসম। সে অন্যান্য শিশুর মতো ভূমিষ্ট হয়নি; বরং সে তার দুহাতের ওপর ভর করে, আকাশের দিকে মাথা তুলে জন্মগ্রহণ করে।' তিনি নবিজ্ঞিকে বুকে টেনে নেন। আমরা মা ও ছেলেকে এভাবে রেখে হাঁটা ধরি আমাদের পথে।"

শিক্ষা ও উপকারিতা

একটি দুইটি বিষয়ে নয়, হালীমার সংসারের সাথে জড়িত প্রতিটি বিষয়ে রাস্লুয়াহর বারাকার বহিঃপ্রকাশ ঘটে; নবিজিকে গ্রহণ করার আগপর্যন্ত Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হালীমার স্তনে বলতে গেলে দুধই ছিল না। যাও-বা ছিল তা নিজের সস্তানেরই হতো না। ক্ষুধার চোটে সারা রাত সে মাকে দুটি চোখ এক করতে দিত না। কিন্তু রাসূল ৠ যেসময় থেকে হালীমার কোল আলোকিত করেছেন, তখন থেকেই এই বারাকার শুরু। এখন আর তাদের ছেলে ক্ষুধার জ্বালায় আর্তনাদ করে আকাশ মাথায় তোলে না। সে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমায়। মাও ঘুমাতে পারেন শান্তিতে। হালীমার জ্বরাগ্রস্ত, অতি দুর্বল উটনীটি রাসূল ৠ তাদের পরিবারে আসার পর থেকে দুধ দেওয়া শুরু করেছে। অথচ শত চেষ্টা করেও ইতঃপূর্বে তার এমন দুধ দোহন করা যেত না।

হালীমার জন্য আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে বাছাই করেছেন। তবে
মজার বিষয় হলো, হালীমা কিন্তু প্রথমে এই এতিম ছেলেটিকে এড়িয়ে
গিয়েছিলেন। যখন দেখলেন আর কাউকে পাচ্ছেন না তিনি, তখন একান্ত
নিরুপায় হয়ে রাসূলুল্লাহকে গ্রহণ করেন। আল্লাহ হালীমার জন্য যে শিশুকে
নির্বাচন করেছেন তাতে নিহিত ছিল প্রভূত কল্যাণ। এই বারাকার, এই
কল্যাণের শুরু হালীমা তাঁকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে। ঘটনাটিতে সকল
মুসলিমের জন্য রয়েছে অনুপম একটি শিক্ষা। আর তা হলো—আল্লাহ তার
কপালে যা লিখে রেখেছেন, তার তাকদির হিসেবে যা নির্ধারণ করেছেন
তাতেই সম্ভন্ত থাকা, তাতেই খুশি থাকা। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে হা-হুতাশ
না করা এবং যা পায়নি তার জন্য আফসোস না করা।

🖟 শাইখ মুহাম্মাদ আল-গাযালি 🕾 বলেন,

"প্রকৃতির কোলে শিশুরা যেন প্রাণবস্ত থাকে। এর নির্মল বাতাস ও মিষ্টি রোদ খুবই উপকারী। সন্তানদেরকে মরুভূমিতে লালন-পালন করানোটা স্বভাবের পরিশুদ্ধতা, শারীরিক গঠন মজবুত এবং অনুভূতি, চিন্তার স্বাধীনতা ও আবেগের যুক্তিগ্রাহ্যতা সৃতীক্ষ্ণ করার জন্য খুবই উপযোগী।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সন্তানরা আজকাল বসবাস করছে পরস্পর লাগোয়া বাসার সংকীর্ণ কিছু ফ্ল্যাটে, যা মুরগির খোয়াড়ের চেয়ে বেশি কিছু না; ভেতরের বাসিন্দারা সারাক্ষণ বন্দি সেখানে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো আপন খেয়ালে ছুটে বেড়ানোর আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত। তারা জানে না নির্মল পরিবেশে বেঁচে থাকা এবং বুকভরে শ্বাস নেওয়ার কী স্বাদ! Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সন্দেহ নেই, আধুনিক সভ্যতায় স্নায়্ কিংবা পুরো শরীরে যে অসুস্থতা বাসা বেঁধেছে তা মূলত প্রকৃতি থেকে দূরে থাকা এবং কৃত্রিমতায় মেতে থাকার কারণেই। মরুভূমির প্রতি মাক্কাবাসীদের যে ঝোঁক সেটাকে আমরা অবশ্যই সম্মান জানাতে পারি। তারা তাদের সন্তানদেরকে শক্ত-সামর্থা করে গড়ে তোলার জন্য প্রথম খেলার মাঠ হিসেবে বেছে নিত মরুভূমির মতো খোলামেলা জায়গাকে। অনেক শিক্ষাবিদই আশা করেন যে, প্রকৃতির অবারিত মাঠ, খোলা আকাশের নিচে বিস্তীর্ণ সবুজের গালিচা, আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া পাহাড়সারি—এমন নির্মল পরিবেশই হবে শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। ভোরের সোনালি আলো, সন্ধ্যার আবছায়া, আকাশের নীলিমা, দিগন্তের লালিমা, চাঁদের জোৎস্নায় আপ্লুত হবে তারা। মোহাবিষ্ট হয়ে থাকবে প্রকৃতির রহস্য চিন্তায়, খুঁজে ফিরবে এর স্রষ্টাকে। কিন্তু আফসোস, বর্তমান শহরে সভ্যতায় শিশুদের নিয়ে এমন চিন্তা স্বপ্লেই সন্তব। বান্তবায়ন বড়ই কঠিন।"

রাসূল **\$** এমন সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহই তাঁকে সুযোগটি করে দেন।
তিনি সা'দ গোত্রে থেকে থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা রপ্ত করেন। যার কারণে
পরবর্তীকালে তিনি হয়ে ওঠেন সৃষ্টির সেরা বিশুদ্ধভাষী। একবার সাহাবি
আবু বাক্র ﷺ রাসূল্লাহর কাছে জানতে চান, "হে আল্লাহর রাসূল **ﷺ**!
আপনার চেয়ে বেশি বিশুদ্ধভাষী আমি আর কাউকেই দেখিনি।"

রাসূল ঋ বললেন, "আমাকে কীসে বাধা দেবে বলো (এমন বিশুদ্ধভাষী হতে)! আমি তো কুরাইশদেরই একজন এবং আমাকে স্তন্যপান করানো হয়েছে সা'দ গোত্রে।" । ১৯০০

সা'দ গোত্রে থাকার সময় বক্ষ-বিদীর্ণ করার ঘটনা রাসূলুল্লাহর নুবৃওয়াতের একটি অনন্য নিদর্শন এবং মহান দায়িত্বের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে তাঁকে বেছে নিয়েছেন তার স্বপক্ষে বড় প্রমাণ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমে ছেলেবেলায় রাস্লুলাহর বক্ষ-বিদীর্ণের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবনু মালিক বলেন,

"রাসূল 🟂 তখন অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে জিব্রীল আসেন। তাঁকে ধরে তিনি জোর করে মাটিতে শুইয়ে দেন। এরপর বক্ষ-বিদীর্ণ করেন, বের করে আনেন হৃৎপিশু। হৃৎপিশু থেকে আবার বের Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft করেন একটি রক্তপিশু এবং বললেন, 'এটা আপনার ভেতরে শয়তানের অংশ।' এরপর তিনি সেটি একটা স্বর্ণের পাত্রে রেখে যামযামের পানি দিয়ে ধুয়ে দেন। তারপর তিনি হংপিশুকে একত্র করে একটির সঙ্গে আরেকটি লাগিয়ে আগের জায়গায় রেখে দেন। শিশুরা ভয় পেয়ে ছুটে এসে তাঁর দুধ–মার কাছে বলে, 'মুহাম্মাদকে মেরে ফেলা হয়েছে।' খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন তারা। দেখেন রাস্লুল্লাহর চেহারা বিবর্ণ রং ধারণ করেছে। আনাস এ বলেন, 'আমি রাস্লুল্লাহর বুকে সেই সেলাইয়ের দাগ দেখেছি।"

শয়তানের অংশ থেকে নবিজিকে পবিত্রকরণ নিঃসন্দেহে নুবৃওয়াতের প্রাথমিক একটি নিদর্শন। শির্ক ও গাইরুল্লাহর 'ইবাদাতের থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তুতি পর্ব। তাঁর মন-মগজে একনিষ্ঠ তাওহীদ ছাড়া অন্যকিছু আসন গাড়তে পারেনি। শৈশবে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা তাঁকে তাওহীদের ওপর অবিচল থাকতে সহায়তা করে; পাপ-পঙ্কিলতার জালে তিনি আটকে পড়েননি, প্রতিমার সামনে ঝুঁকেনি তাঁর মাথা। তালে যদিও সে সময় কুরাইশদের মধ্যে এ পাপগুলোর চর্চা ছিল ব্যাপক হারে। তাল

দেশ-বিদীর্ণের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে ড. আল-বৃতি বলেন, 'হতে পারে এর পেছনের উদ্দেশ্য হলো—রাসূলুল্লাহর গুরুত্ববার্তা ঘোষণা করা এবং ছোটবেলা থেকে তাঁকে বড় গুনাহ করা থেকে রক্ষা এবং ওয়াহির জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা, যাতে করে মানুষ খুব সহজেই তাঁর প্রতি ঈমান আনে, বিশ্বাস করে তাঁর রিসালাতকে; তাঁর নুবৃওয়াতকে। সূতরাং বলা চলে যে, ঘটনাটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি প্রস্তুতকরণের একটি অস্ত্রোপচার ছিল মাত্র। কিন্তু ঘটনাটি ঘটেছে অনুভূতিপ্রাহ্য জাগতিক প্রক্রিয়ায়। রক্তপিগুটি বের করে রাস্লুল্লাহকে শৈশবের সব নিরর্থক, বেহুদা এবং খেয়ালিপনার অবস্থা থেকে পবিত্র করা হয়েছে। পরিবর্তে তাঁকে একাপ্রতা, বিচক্ষণতা, ভারসাম্যতা এবং সত্যবাদিতাসহ বহুগুণে মহিমান্বিত করা হয়েছে। ঘটনাটি এটারও সপ্রমাণ যে, আল্লাহ তাঁকে আপন মহিমান্ব কলা করেছেন, যার কারণে শয়তান তার কাছে ভেড়ার কোনো রাস্তা পায়নি।" স্থিয়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মায়ের মৃত্যু এবং পর্যায়ক্রমে দাদা ও চাচার দায়িত্বভার প্রহণ রাসূল

যাকা ও মাদীনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক একটি জায়গাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমিনা তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ভাই 'আদি ইবনু নাজ্জার গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য—ছেলেকে তাদেরকে দেখানো। সেখান থেকে মাকায় ফেরার পথেই আমিনা মারা যান।

আবওয়াতেই তাকে দাফন করা হয়।

মায়ের মৃত্যুর পর এবার তাঁর অভিভাকত্ব গ্রহণ করেন দাদা 'আবদুল-মৃন্তালিব। তার তত্ত্বাবধানে রাসূলুল্লাহ বেড়ে উঠতে থাকেন। 'আবদুল-মৃন্তালিব নিজের ছেলেদের ওপর নাতিকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি খুবই গুরুগম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তার ভয়ে ছেলেদের কেউই বাবার গদিতে বসার সাহস করতেন না। কিন্তু রাসূল ঋ অনায়াসেই দাদার গদিতে বসে পড়তেন। তাই দেখে চাচাদের কেউ কেউ বাবার গদি থেকে ভাতিজাকে উঠিয়ে দূরে কোথাও বসানোর চেষ্টা করতেন। 'আবদুল-মুন্তালিব উলটো নাতিকে তার পাশে আদর করে বসাতেন। রাসূলুল্লাহর মাঝে কল্যাণ রয়েছে দেখে নাতিকে তার পাশে বসতে তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার এই নাতি অন্য আর দশটি ছেলের মতো নয়; বরং ভবিষ্যতে অনন্য এক মর্যাদার আসনে সমাসীন হবে সে। কাতিকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন দাদা। কোনো কাজে দাদা যদি তাঁকে পাঠাতেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার ডাকে সাড়া দিতেন এবং সুষ্ঠুভাবে সে কাজটি সম্পন্ন করতেন।

একদিনের ঘটনা। দাদা নাতিকে পাঠালেন তার উটটি খুঁজে আনতে। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে রাসূল

क ফিরে আসতে দেরি করছিলেন। । । নাতির আসতে দেরি হচ্ছে দেখে দাদা অস্থির হয়ে যান। কা'বার চারপাশে তাওয়াফ করতে করতে আল্লাহর কাছে নাতিকে ফিরে পাওয়ার ফরিয়াদ করে তিনি বলছিলেন, "হে রব, আমার মুহাম্মাদকে ফিরিয়ে দাও, তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার হিম্মত বাড়িয়ে দাও।"

এরপর উট সঙ্গে নিয়ে রাসূল 🕸 যখন ফিরে এলেন তখন দাদা তাঁকে বললেন, "আহ! আমি তোমাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম, তুমি আর কখনো আমাকে ছেড়ে দূরে যাবে না।" 🖂

তারপর একদিন দাদাও চলে গেলেন এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে। তখন রাসূলুল্লাহর বয়স মাত্র ৮ বছর। মারা যাওয়ার আগে 'আবদুল-মুত্তালিব নিজ ছেলে আবু তালিবকে নাতির তত্ত্বাবধান করতে জাের ওসিয়ত করেন। এবার চাচা আবু তালিব ভাতিজার দেখভালের দায়িত্ব নেন। Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আল্লাহ ইচ্ছা ছিল তিনি তার রাস্লকে প্রতিপালন করবেন একজন এতিম করে।

চাইলেন নবিজি প্রতিপালিত হবেন তাঁর তত্ত্বাবধানে, কেবল তাঁরই রক্ষণাবেক্ষণে; তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন কোনো অভিভাবকের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া কিংবা তাঁর আরাম-আয়েশের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে—এমন কোনো ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থেকে দূরে, বহুদূরে রেখেই তিনি তাঁর রাসূলকে প্রতিপালন করবেন। বড় হয়ে যাতে করে ধন-সম্পদ কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহে তিনি মোহাবিষ্ট হয়ে না পড়েন। তাঁর চারপাশে নেতৃত্বের যে লোভনীয় হাতছানি তা যেন তিনি উপেক্ষা করতে পারেন অনায়াসে। দুনিয়ার মোহের সঙ্গে নুবৃত্তয়াতের নির্মলতার প্রভেদটা যে বিস্তর, মানুষ যাতে সেটা বৃষতে পারে এবং দুটোকে এক করে তালগোল পাকিয়ে না ফেলে। তারা যাতে তাঁর ব্যাপারে এটাও মনে না করে যে, ধনসম্পদ ও নেতৃত্ব লাভের জন্য তিনি নবি হওয়ার ভান করছেন মাত্র।

রাসূল
আদৈশব বহু বিপদ-আপদ সয়েছেন; প্রথমেই হারালেন মাকে, অর কিদিনের ব্যবধানে চলে গেলেন দাদা। আর পিতার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা কাকে বলে তা তো তিনি কোনো দিন জানতেও পারলেন না। তাঁর জন্মের আগেই যে বাবা মারা যান। বিচ্ছেদের এমন পরীক্ষার কারণেই তিনি পরিণত হন কোমল হাদয় ও সংবেদনশীল ব্যক্তিছো। দুঃখ-কষ্ট তাঁকে রাঢ়তা, অহমিকা এবং প্রবঞ্চনার মতো অন্যের সঙ্গে কোনো কঠিন আচরণ না করা থেকে সাহায্য করে। এবং তাঁকে করে তোলে অধিক সংবেদনশীল ও বিনয়ী।

মেষ চরানোর কাজে রাসূল 🗯

দাদার মৃত্যুর পর রাসূল 🕸 চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বড় হচ্ছিলেন। কিন্তু সেসময় চাচার ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো যাচ্ছিল না। চাচার অর্থনৈতিক এমন দূরবস্থা রাসূলুল্লাহর মর্মপীড়ার কারণ হয়। তিনি মেষ চরানোর কাজ নেন। আশা—চাচার সংসারে বোঝা হয়ে না থেকে তার সাহায্যে কাজে লাগা। রাসূল 🕸 নিজের সম্পর্কে এবং তাঁর ভাই অন্যান্য নবি-রাসূলের সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন যে, তারা সবাই মেষ চরানোর কাজ করেছেন।

রাসূল 🔹 বালক বয়সেই মাক্কাবাসীদের মেষ চরান। নবিদের জন্য মেষ চরানোর কাজ করার যে অমোঘ নিয়তি তা তিনি সেই বয়সেই সম্পাদন করেন। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল 🛳 বলেন, "আল্লাহ এমন কোনো নবিকে পাঠাননি যিনি মেষ-ভেড়া চরাননি।"

শুনে সাহাবিরা জানতে চাইলেন, "আপনিও?"

Compressed with PDF Compressor by DLW Infosoft রাস্ল ঋ উত্তর করেন, "হ্যা, আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মাক্কাবাসীদের মেধ-ভেড়া চরাতাম।"াক্রা

মেষ চরানোর কাজ, নিঃসন্দেহে, রাস্লুল্লাহর জীবনে বয়ে আনে এক অনবিল প্রশান্তি, তাঁর ব্যক্তিসন্তা ঠিক যেমনটি চাচ্ছিল। মরুভূমির বিশালতার সৌন্দর্য তাঁর সামনে ধরা দেয় এ সময়েই। চারপাশের পরিবেশ, ধূ-ধু বালুকাবেলা, প্রকৃতিতে সকালের উচ্ছলতা, অলস দুপুরের নির্জীবতা, পড়ন্ত বিকালে সবার ঘরে ফেরার তাড়া—সবকিছুতেই তিনি আল্লাহর মহানুভবতার ছোঁয়া অনুভব করেন। রাতের নিস্তর্কতায়, চাঁদের জোৎস্লায়, গাছের পাতার মর্মর ধ্বনিতে তিনি হারিয়ে যেতেন নিস্তৃত আলাপনে। প্রকৃতির কোলে থেকে থেকে তিনি লাভ করেন ধৈর্য, সহিষ্কৃতা, ধীরতা, বিনয়্ত্র-মন্ত্রতা, দয়া-মায়া, দুর্বলকে সবল হতে সাহায়্য করা, বলবানের শক্তিকে ধর্ব করে দুর্বলের পথ চলাতে সমতা বিধান করার শিক্ষা।

রাসূলুলাহর মেষ চরানোর এই ঘটনা অনেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পশুপাখির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হাদীসগুলো মুসলিমদেরকে উদ্বৃদ্ধ করে। তাঁর এই মেষ চরানোর অভিজ্ঞতাটা পরবর্তী সময়ে উদ্মাহকে পরিচালনা করতে গিয়েও কাজে দিয়েছে।

মেষ চরানোর মধ্যে নিহিত কল্যাণ

ধৈৰ্য

সূর্যোদয় থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত একজন রাখালকে তার মেষপাল চরানোর কাজে ব্যন্ত থাকতে হয়। তবে মেষ চরানো কিন্তু সহজ কোনো কাজ নয়; এদের স্বভাবই হলো: তারা ধীরে ধীরে খায়। একাজে একজন রাখালের থাকা চাই প্রচণ্ড ধৈর্য এবং সহনশীলতা। এই যদি হয় মেষ চরানোর বেলায়, তা হলে মানুষ পরিচালনায় ধৈর্যের কত যে প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একজন রাখালের যাপিত জীবন সাদামাটা হবে সেটাই স্বাভাবিক। রাজপ্রাসাদে রাজার হালে সে থাকবে তা কেবল স্বপ্নেই সম্ভব। আর এটা তার সাধ্যেরও বাইরে। বরং সে তেজোদীপ্ত সূর্যের প্রথর তাপে চলাফেরা করে। মেষ চরায়। তার ওপর পরিবেশটা যদি হয় আরব উপদ্বীপের মতো তৃষাতপ্ত মরুভূমি, চারপাশে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস তা হলে তো কথাই নেই। রোদের প্রচণ্ডতা সেখানে আরও বেশি। তার পিপাসা মেটানোর জন্য চাই পর্যাপ্ত পানির। যেখানে সামান্য পানিরই বড় অভাব, সেখানে পর্যাপ্ত পানি সে পাবে কোথায়ং দিশেহারা হয়ে সে চারপাশে খাবার বা পানি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু শুক্ক কিছু তৃণ ছাড়া আর যে কিছুই জোটে না।

তখন সে বাধ্য হয়েই এমন রূঢ় পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। ধীরে ধীরে সে সবকিছুতে হয়ে ওঠে অভ্যস্ত, হয়ে ওঠে কষ্টসহিষ্ণু। সিলা

বিনম্রতা

একজন রাখাল রাখালি করতে করতে অন্যদিকে আর খেয়াল থাকে না; তার ধ্যানজান হয়ে ওঠে কেবল তার মেষপালের যত্ন-আন্তি, মেষছানার দেখভাল ও হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ প্রতিহত করে সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এখানেই শেষ নয়, রাতের বেলাতেও মেষপালের কাছাকাছি তাকে ঘুমাতে হয়। পালের পাশে ঘুমাতে গিয়ে হয়তো দেখা গোল মেষের চোনার ছিটেফোটা তার নাকে-মুখে এসে পড়ছে। কিংবা পাশ ফিরে শুতে গিয়ে নাদা লেগে গোল হাতে। এত উপদ্রবের পরও রাখাল কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করছে না মোটেই। এভাবে যেতে যেতে একটা সময় এসে সব উপদ্রব তার গা-সয়ে যায়। অহংকার-অহমিকা, গর্ব-বড়াই তিরোহিত হতে থাকে তার চরিত্র থেকে। বিনয়ী হতে শুরু করে সে।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূল 🕸 বলেন, "যার অন্তরে শস্যদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জাল্লাতে প্রবেশ করবে না।"

তখন একজন লোক জানতে চাইল, "একজন ব্যক্তি ভালোবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতা দেখতে ভালো দেখাক (তা হলে এটা কি অহংকার হবেং)।"

রাসূল 🐞 উত্তর করেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর। তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। অহংকার হলো: সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা।" 🔤

বীরত্ব

রাখাল তার পালের প্রতিটি মেষের প্রতি সমান দায়িত্ব পালন করে। তাদের নিরাপত্তা বিধানে সে থাকে সচেষ্ট। ভয়ংকর, বন্য সব প্রাণী কখন আক্রমণ করে ছাগলপালের ওপর এ ভয়ে তটস্থ থাকতে হয় তাকে। চোখ-কান খোলা রেখে চারপাশে বোলাতে হয় সতর্ক নজর। এমন সংকুল পরিবেশই তাকে তার মেষপাল রক্ষার তাগাদায় গড়ে তোলে প্রচণ্ড সাহসী করে।

দয়া-মায়া

মেষপালের যত্ন-আন্তির অংশ হিসেবে একজন রাখালকে অনেক কাজই আঞ্জাম দিতে হয়। কোন ছাগলটি অসুস্থ তার খোঁজ রাখা, পাহাড়ের ওপর থেকে পাথরে আছড়ে পড়ে কার হাড়িও গুঁড়া হয়েছে কিংবা গুঁতোগুঁতি করতে গিয়ে কে চোট পেয়েছে—এমন খবরাখবর সবই তার কাছে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে-পড়ে লেগে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft যায় এগুলোর সেবা-শুশ্রাষায়। অবলা প্রাণী বলে কথা; মুখ ফুটে বলতে পারে না

যায় এগুলোর সেবা-শুশ্রষায়। অবলা প্রাণী বলে কথা; মুখ ফুটে বলতে পারে না কিছু ঠিকই। তাই বলে ব্যথা যে পেয়েছে সেটা তো আর মিছে হয়ে যায় না।

এমন কাজের জন্য একজন রাখালের হওয়া চাই দরদদিল মানুষ। তাদের ব্যথা উপশমে, রোগ-চিকিৎসায় তাকে যত্মবান হতে হয়। আর অবলা প্রাণীকে যে ব্যক্তি দয়া করতে শিখল, সে যে মানবের প্রতি অধিক দয়াবান হবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে, তিনি যদি একজন রাসূল হন তবে তো তাঁকে অবশ্যই আরও অধিক দয়াশীল হতে হবে মানুষের প্রতি। কারণ, আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। জাহাল্লামের আগুন থেকে বাঁচার পথ বাতলানো এবং দুনিয়া ও আথিরাতের সৌভাগ্যের খোঁজ মানুষকে দেবেন তিনিই।

পরিশ্রম করে উপার্জনের প্রতি সহজাত প্রবৃত্তি

আল্লাহ চাইলে নবিজিকে মেষ চরানোর কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এটা যেমন রাস্লুল্লাহর জন্য, তেমনই আমাদের জন্যও শিক্ষা। আমাদেরকে পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গতর খেটে উপার্জন করে রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করতে হবে। আর রাস্লুল্লাহর এই মেষ চরানোটা হাতের কামাই খাওয়ার এমনই একটি অনন্য উদাহরণ মাত্র।

ইমাম বুখারি তার সহীহ বুখারিতে মিকদাম 🚕 থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 🔹 বলেন,

> "নিজের হাতের কামাই খাওয়ার চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনোই খায়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবি দাউদ ᢌ নিজ হাতের কামাই খেতেন।" া≫া

সন্দেহ নেই, হালাল উপার্জন মানুষকে খুবই স্বাধীনচেতা করে গড়ে তোলে। অন্যায়-অবিচার, বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলতে তার বুক কাঁপবে না এতটুকু। ১৯ ৪৬ কত মানুষকে দেখা যায় বাতিলকে রূখে দাঁড়ানো দূরে থাক, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস পায় না। সব অন্যায়-অবিচার দেখেও তারা না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মেনে নেয় সবকিছু মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে। বাতিলের সামনে মাথা নুইয়ে দেয় অবলীলায়। যেন তাদের জন্মই হয়েছে চুপ করে সব দেখে যাবার জন্য। তাদের ভয়—প্রতিবাদ করলেই যে চাকরি খোয়াতে হবে তাকে। পথে বসতে হবে রুটি-রুজির চিন্তায়।

রুটি-রুজি উপার্জনের তাগাদায় রাস্লুল্লাহর মেষ চরানোর কাজ বেছে নেওয়ার পেছনে অবশ্যই কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। রাস্ল ﷺ উন্নত রুচি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে এমন দুটি মহৎ গুণ দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। চাচা Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আবু তালিব তাঁকে খ্ব ভালোবাসতেন। বাবার স্নেহ-মমতা, আদর-যত্ন দিয়ে তিনি ভাতিজাকে কোলে-পিঠে করে বড় করেন। সেসময় চাচার সংসারের ব্যয়ভার ছিল অনেক বেশি। উপরস্তু তার ব্যবসা-বাণিজ্যও খ্ব একটা ভালো যাচ্ছিল না। রাসূল ﷺ দেখলেন চাচার বায়ভার কিছুটা হলেও জোগান দেওয়ার সক্ষমতা তাঁর আছে। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি উপার্জন করতে এগিয়ে আসেন। সাংসারিক খরচ জোগাতে তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন। তিনি যে স্বভাবে উদার, আচার-ব্যবহারে সদাচার এবং সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করতে সচেষ্ট ছিলেন, তার একটি বড় প্রমাণ এটি। স্ব

আরেকটি বিষয়ও এখান থেকে প্রমাণিত, আল্লাহ তাঁর সংবান্দাদের জন্য দুনিয়াতে জীবনযাপনের এমন ব্যবস্থাও করে থাকেন। রাস্লুল্লাহর যাপিত জীবনকে আল্লাহ চাইলেই সহজ করে দিতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে রাস্লুল্লাহর শৈশবের সূচনায় ভোগ-বিলাসিতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দা, আরাম-আয়েশ তাঁর দুপায়ে লুটিয়ে দিতে পারতেন। এতে নবিজিকে আর রিষ্ক অনুসন্ধানে, অন্ততপক্ষে ঘাম ঝরানো কোনো কাজ কিংবা মেষ চরানো লাগত না।

কিন্তু আল্লাহর প্রজ্ঞা মহান। তিনি চান আমরা যাতে অনুধাবন করি যে, মানবের উৎকৃষ্ট উপার্জন হলো তার হাতের কামাই এবং সেই উদ্যোগ যা মানুষ সমাজসেবা ও জাতি বিনির্মাণে গ্রহণ করে। ১৮০।

সকল পাপাচার থেকে সুরক্ষা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সুরক্ষা দেন শির্ক ও মূর্তিপূজার মতো জাহিলিয়্যাতের সব ধরনের পঙ্কিলতা থেকে। ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে,

"খাদীজার এক প্রতিবেশী আমাকে বলেন, তিনি খাদীজাকে উদ্দেশ করে রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, 'খাদীজা, আল্লাহর কসম! আমি কখনোই লাতের পূজা করিনি এবং আল্লাহর কসম, আমি কখনোই 'উয়যার পূজা করিনি'।" তি বেদিমূলে উৎসর্গকৃত জবেহ করা প্রাণীর গোশৃতও খেতেন না রাসূল 🕸। যাইদ ইবনু 'আম্র ইবনু নুফাইলও এমনটিই করতেন; তিনিও বেদিমূলে জবেহকৃত প্রাণীর গোশৃত খেতেন না।"। সালা

"যৌবনে অসংযত আচরণের কারণে লজ্জাজনক, অরুচিকর ও গর্হিত অনেক কাজই করে ফেলে মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নবিজিকে এমন সব বিষয় থেকেও হেফাজত করেছেন আপন কৃপায়। কারণ, আলোর পথের দিশারি এবং হিদায়াতের বাণী প্রচারকদের এমন ভুচ্ছ ব্যাপার চর্চা করাও সাজে না।"

'আলি ইবন্ আবু তালিব প্রতিক্রে বিপিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'সচরাচর জাহিলি যুগের মানুষেরা যেসব মন্দ কাজের মনস্থ করত, এমন কাজের অভিপ্রায় আমি কখনো করিনি। তবে জীবনের দুটো সময় ছিল এর ব্যতিক্রম: কিন্তু আল্লাহ দুবারই আমাকে রুচিহীন কাজ করা থেকে রক্ষা করেন। এক রাতের ঘটনা। আমি মাক্কার উত্তরে একটা স্থানে অবস্থান করছিলাম। সঙ্গে কুরাইশের এক যুবক। তার পরিবারের মেষপাল তার সাথে ছিল। সে এগুলো দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল। আমি তাকে বললাম, 'আমার মেষ-ভেড়াগুলোর দিকে একটু খেয়াল রেখো। আজ রাতে মাকার আসরে গল্পগুজব করে একটু আড্ডা দিয়ে আসি। যেভাবে অন্য যুবকরা গল্পের আসরে মেতে থাকে।' সে বলল, 'ঠিক আছে।' 'এরপর আমি বেরিয়ে পড়ি। শহরের কাছাকাছি এলে গান, দফের বাজনা এবং বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাই। জানতে চাই, 'এটা কী?' উপস্থিত লোকেরা বলল, 'অমৃক ব্যক্তি অমৃক মেয়েকে বিয়ে করেছে। লোকটি ছিল কুরাইশেরই এক ব্যক্তি, সে কুরাইশেরই আরেক মহিলাকে বিয়ে করেছে। আমি সে গান এবং সে বাজনার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হই। একসময় হঠাৎ ঘুমে আমার দুচোখ লেগে আসে এবং অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি। সূর্যের তাপে (সকাল বেলায়) জেগে উঠি। এরপর ফিরে আসি। সেই (রাখাল) জানতে চাইল, 'কী করেছেন?' আমি তাকে জানালাম।

আরেক রাতে তাকে আবার একই অনুরোধ করি। সে রাজি হয়ে যায়। আমি বেরিয়ে পড়ি। আবার আগের মতো একই জিনিস শুনতে পাই। জানতে চাইলে লোকেরা আমাকে আগের মতোই উত্তর করে। যা শুনেছি তার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হই। এক সময় ঘুমিয়েও পড়ি আমি। সকালের সূর্যের আলো এসে আমাকে জাগিয়ে তোলে। এরপর আমার ওই সাথির কাছে ফিরে আসি। সে বলল, 'কী করলেন?' বললাম, 'কিছুই করিনি'।"

রাসূল 🛊 বলেন,

"আল্লাহর কসম! জাহিলি যুগের লোকেরা যে খারাপ কাজগুলো করত, ওই ঘটনার পর থেকে আমি আর কখনোই খারাপ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইনি। এরপর আল্লাহ তো আমাকে তাঁর নবি করে সম্মানিত করেছেন।"

হাদীসটি আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক প্রতিভাত করে:

মুহাম্মাদ
একজন নবি ও রাসূল। তবে একইসাথে তাঁর মাঝে
সৃষ্টিগতভাবে বিদ্যমান মানবীয় সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল। তিনিও আর
সব যুবকের মতো স্বভাবজাত নানান প্রবণতার প্রতি একটা টান অনুভব
করতেন নিজের মধ্যে। স্বভাবজাত এই প্রবণতাগুলো আল্লাহই মানুষের

মধ্যে সৃষ্টি করেন কিলো স্বাভীবিকভাষেই তিনি গ্রাপ্তজব ও অনর্থক কাজের প্রতি একটা টান অনুভব করেন এবং এর উপভোগ্য দিকটাকে বৃঝতে চেষ্টা করেন। তাঁর মন তাঁকে বলত, অন্যদের মতো তিনিও যদি এর কিছুটা উপভোগ করতে পারতেন।

আল্লাহ তা'আলা তা সত্ত্বেও নবিজিকে বাহ্যিক সকল বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করেন। দা'ওয়াতের দাবির পরিপন্থি সব ধরনের কাজ থেকেও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আপন কৃপায় রক্ষা করেন।

বুহাইরা পাদরির সাক্ষাৎ

কোনো এক বাণিজ্যিক সফরে আবু তালিব ভাতিজা মুহাম্মাদ #-সহ কুরাইশ গোত্রের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে শামে যাত্রা করেন। পথে তারা যাত্রা বিরতি করেন খ্রিষ্টান পাদরি বুহাইরার গির্জার কাছে। একে একে গাট্টি-বোঁচকা নামিয়ে রাখেন। বন্দোবস্ত করতে থাকেন থাকার। খবর পেয়ে বুহাইরা পাদরি তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কুরাইশদের এটাই প্রথম বাণিজ্যিক কোনো সফর নয়; ইতঃপূর্বেও এ পথে বাণিজ্যিক-কাফেলা নিয়ে বহুবার যাওয়া-আসা করেছেন তারা। কিন্তু বুহাইরা এর আগে তাদের কাছে আসা তো দূরে থাক, নজরও করেননি ঠিকভাবে।

কুরাইশরা নিজেদের মাল-সামানা সামলে রাখছিল। এমন সময় পাদরি এসে হাজির সেখানে। তাদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহর কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বলে ওঠেন, "এই ব্যক্তি বিশ্বজাহানের সর্দার। ইনি বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রাহমাতরূপে পাঠাবেন।"

কুরাইশের সর্দাররা বলে ওঠেন, "আপনি জানলেন কী করে?"

তিনি উত্তর করেন, "আপনারা যখনই 'আকাবা থেকে এখানে এসে পৌঁছান, তখন এমন কোনো গাছ ও পাথর ছিল না যারা সিজদায় লুটিয়ে পড়েনি। হ্যাঁ, তারা সবাই নবির জন্যই কুর্নিশ করেছে। তাঁর কাঁধের নিচের কোমলাস্থিত নুবৃওয়াতের সীল দেখেই আমি তাঁকে শনাক্ত করি। এই কোমালাস্থি দেখতে আপেলের মতো।"

এরপর পাদরি ফিরে আসেন গির্জায়। কুরাইশ-দলটির জন্য আয়োজন করেন খাবারদাবারের। তৈরি হলে পরে সেগুলো নিয়ে হাজির হন কুরাইশদের মাঝে। রাসূল 🛎 সেখানে ছিলেন না; তখন তিনি পেছনে তাদের উটগুলো দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত। পাদরি অনুরোধ করলেন, "তোমরা তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে তোমাদের সঙ্গে বসাও।"

রাসূল এ প্রেন। মেঘমালা তাঁকে তথন ছায়া দিছিল। লেকিদের কাছাকাছি এলে পাদরি নজর করে দেখলেন, আর কারও সঙ্গে নয়, কেবল রাসূল্লাহর সাথে সাথে গাছের ছায়া এগিয়ে আসছে। রাসূল ঋ বসলে গাছের ছায়া তাঁর ওপর এসে পড়ে। সব দেখে পাদরি বলে ওঠেন, "দেখুন, গাছ কীভাবে তাঁকে ছায়া দিচ্ছে!"

রাসূল ঋ তখনও আসর থেকে উঠে যাননি, এমন সময় পাদরি কুরাইশ নেতাদের কাছে এসে নবিজিকে রোমে না নেওয়ার অনুরোধ জানান। কারণ, রোমানরা যদি তাঁকে চিনে ফেলে, তবে তাঁকে নির্ঘাত মেরে ফেলবে। পাদরি কুরাইশদেরকে যখন এ কথাগুলো বলছিলেন তখন পাশ ঘুরে দেখেন রোমের দিক থেকে সাতজন লোক এগিয়ে আসছে। পাদরি এগিয়ে যান সেদিকে। জানতে চান, তারা কী চায়। তারা জানাল, "আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রতীক্ষিত নবি এই মাসের মধ্যেই আগমন করছেন। এমন কোনো রাস্তা বাকি নেই যেখানে তাঁর খোঁজে লোক পাঠানো হয়নি। আমাদেরকেও তাঁর খোঁজ করতে আপনার এই পথে পাঠানো হয়েছে।"

পাদরি বললেন, "মনে করো, আল্লাহ কোনো একটি বিষয় বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন, মানুষের কি সাধ্য আছে তা ঠেকানোর?"

তারা একবাক্যে স্বীকার করল, "না, নেই।"

তখন তিনি বললেন, "তা হলে তোমরা সবাই তাঁর বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করো এবং তাঁর সঙ্গে থাকো।"

আগত রোমান লোকেরা পরে কুরাইশদের সাথে যোগ দেয় এবং রাস্লুলাহর কোনো ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

পাদরি এবার কুরাইশ দলটির দিকে ফিরে বললেন, "আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, আমাকে বলো তো তোমাদের মধ্যে কে তাঁর অভিভাবক?"

তারা বলল, "আবু তালিব।"

আবু তালিবকে পাদরি জোর অনুরোধ করেন, তাঁকে রোমে না নিয়ে যাওয়ার জন্য। অবশেষে আবু তালিব ভাতিজাকে পাঠিয়ে দেন মাক্কায়। স্ব

শিক্ষা ও উপকারিতা

আহ্লুল-কিতাবদের মধ্যে সত্যবাদী পাদরিরা জানতেন যে, নবিজিই মানবতার রাসূল। তারা তাদের আসমানি কিতাবে বর্ণিত নবিজির গুণাগুণ ও বিভিন্ন নিদর্শন দেখেই তাঁকে শনাক্ত করতে পারেন।

- আল্লাইর আদিশে নিবিজির উদ্দেশে গছি ও পথিরের অবনত ইওয়া এবং মেঘমালা ও গাছ ঝুঁকে পড়ে তাঁকে ছায়াবৃত করার বিষয়টি বিভিন্ন বর্ণনায় সত্য বলে প্রমাণিত।
- তাচা আবু তালিব, বিশেষ করে কুরাইশ সর্দারদের সঙ্গে তার এই সফর থেকে রাসূল ঋ প্রভৃত উপকৃত হন। সেই সাথে পথিমধ্যে ভিনদেশি বিভিন্ন গোত্রের জীবনাচার, তাদের জীবিকা-নির্বাহ ইত্যাদি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা পান তিনি। অভিজ্ঞ এই কুরাইশ সর্দারদের বিভিন্ন বিষয়ে রায়প্রদানের অসাধারণ মুনশিয়ানা, প্রায় সর্ববিষয়ে তাদের দক্ষতা, তাদের বুদ্ধিমন্তা থেকেও তিনি উপকৃত হন সমানভাবে এবং জীবনে এখনো সম্মুখীন হননি, এমন এমন অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন এই বাণিজ্যিক সফর থেকেই।
- প্রিষ্টানদের থেকে সতর্ক থাকতে বুহাইরা পাদরির হুঁশিয়ারি। চাচা আবু তালিব ও কুরাইশ-সর্দারদের তিনি নবিজিকে রোমে না নেওয়ার জন্য জোর তাগাদা দেন। কারণ, রাস্লুল্লাহর নিদর্শন দেখে রোমানরা যদি একবার চিনে ফেলে, তবে নিশ্চিত তাঁকে মেরে ফেলবে; তারা জানতে পারে যে, প্রতীক্ষিত নবি তাদের সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। নবিজিকে তারা নিজেদের সামাজ্যের হুমকি বলে মনে করে। তাই একবার তাঁকে খুঁজে পেলেই হত্যা করবে তারা।

ফিজার যুদ্ধ

ফিজার জাহিলি আরবে সংঘটিত একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ। কুরাইশ তাদের মিত্র কিনানাকে সঙ্গে নিয়ে হাওয়ায়িন গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধটি লাগার পেছনে বড় কোনো কারণই ছিল না। তুচ্ছ একটা কলহকে কেন্দ্র করে ধাপে ধাপে সেটা ভয়াবহ যুদ্ধে গিয়ে গড়ায়। 'উরওয়াহ আর-রহহাল ইবনু 'উতবা ইবনু হাওয়ায়িন একবার নু'মান ইবনুল-মুনয়িরকে 'উকাজ মেলায় য়াওয়ার জন্য তাঁর পণ্যবাহী বহরকে প্রতিরক্ষা দেন। বার্রাদ ইবনু কাইস ইবনু কিনানা 'উরওয়ার কাছে জানতে চায়, "তুমি কিনানা গোত্রের বিরুদ্ধে নু'মানকে প্রতিরক্ষা দিলে?" উত্তরে সে জানাল, "হাাঁ, এবং দরকার হলে সকল মানুষের বিরুদ্ধেও তাঁকে প্রতিরক্ষা দেবো।" এরপর 'উরওয়া নু'মানকে সঙ্গে করে সে বহর নিয়ে মেলায় য়য়। বার্রাদও খুব কাছ থেকে তাকে অনুসরণ করতে করতে এগিয়ে আসে। সুয়োগ খুঁজতে থাকে হত্যা করার জন্য 'উরওয়ার একটা অসতর্ক মুহুর্তের। পরিস্থিত পর্যবেক্ষণ করে সুয়োগমতো

হাওয়াযিন গোরের প্রতিশোধ নৈওয়া যাবি আধ্রা তরি গোরা কিনানা হাওয়াযিন গোরকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু খবরটি বেশিক্ষণ চাপা থাকেনি। হাওয়াযিনরা একসময় জেনে যায়; 'উরওয়াহ ও তার গোর্র হাওয়াযিন টের পেয়ে যায় তাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুরে যায় কিনানা গোত্রের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে চিত্র পালটে যায়; শিকার এখন শিকারে পরিণত। হারাম এলাকায় (মাক্কার যে অংশে রক্তপাত নিষেধ) আশ্রয় নেওয়ার পূর্বে কিনানাকে পেয়েও যায় তারা। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয় উভয় পক্ষে। সারা দিন তুমুল যুদ্ধ হলো। রাতে কিনানার লোকেরা হারামের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হাওয়াযিনও কিনানাদের হত্যা করা থেকে বিরত হয়। কিন্তু পরদিন হারাম এলাকাতেই আবার যুদ্ধ। চলল টানা কয়েকদিন। কুরাইশরা কিনানা গোত্রের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ক্রা রাসূলুল্লাহরও অংশগ্রহণ ছিল এ যুদ্ধে; অল্প কিছুদিন। চাচারা সঙ্গে করে রণাঙ্গণে নিয়ে যান তাঁকে।

আরবরা মাক্কার হারাম এলাকাকে পবিত্র বলে জ্ঞান করত; জাহিলি যুগেও তারা এই পবিত্রতাকে মেনে চলত। কেউই সীমালঙ্খন করত না। কিন্তু এই যুদ্ধে যেহেতু মাক্কার পবিত্রতা লঙ্খিত হয়েছে, তাই যুদ্ধটির নামকরণ হয় ফিজার যুদ্ধ।

পরবর্তীকালে রাসূল 🕸 ফিজার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

"আমি শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলি ঠেকিয়ে দিতাম এবং তা কুড়িয়ে কুড়িয়ে চাচাদের হাতে তুলে দিতাম।"

ফিজার যুদ্ধের সময় রাস্লুলাহর বয়স ছিল চৌদ্দ কি পনেরো। কারও কারও মতে, বিশ বছর। যারা বলেন সে সময় রাস্লুলাহর বয়স ছিল চৌদ্দ তাদের যুক্তি হলো, রাস্লু ≉ তখন শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলো কেবল কুড়িয়ে এনে চাচাদের কাছে বয়ে নিতেন। তিনি যুদ্ধ করেননি। যা প্রমাণ করে যে, তাঁর বয়স তখন খুব বেশি ছিল না; চৌদ্দ কি পনেরো।

তবে রাসূল **#** এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্জন করেন সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও বীরত্ব। যৌবনের শুরুতেই যুদ্ধের একটা প্রশিক্ষণও হয়ে যায় তাঁর। আরবদের অধিকাংশ যুদ্ধের মতো ফিজার যুদ্ধটাও একসময় শেষ হয়...। আল্লাহ তাদের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দেন। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়ে অপসারিত করেন তাদের সকল ভ্রষ্টতা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft **ट्रिलफूल-कृ**यु**ल**

হিলফুল-ফুয্লের সূচনা হয় ফিজার যুদ্ধ থেকে কুরাইশদের ফিরে আসার অব্যবহিত পরে। কারণটা ছিল এ রকম—ইয়েমেনের শহর যুবাইদ থেকে একজন লোক ব্যবসার মাল-সামান নিয়ে একবার মালায় আসে। 'আস ইবনু ওয়া'ইল নামের একজন লোক তার থেকে কিছু পণ্য কেনে। কিন্তু দাম পরিশোধ করছিল না। নিরুপায় হয়ে ব্যবসায়ী লোকটি কুরাইশ-সর্দারদের কাছে বিচার চায়। কিন্তু কুরাইশদের মধ্যে 'আস ইবনু ওয়ায়িলের ব্যাপক প্রভাব থাকায় লোকটিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না কুরাইশরা। অগত্যা লোকটি কা'বার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। হৃদয়বান ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চেয়ে চিৎকার করে তাদেরকে আহ্বান করতে থাকে।

তার করুণ আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাসূলুল্লাহর একজন চাচা, যুবাইর ইবনু 'আবদুল-মুত্তালিব এগিয়ে আসেন। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "কেউ কি তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।"

তার এ কথা শুনে হাশিম, যুহরা এবং তাইম ইবনু মুর্রা প্রভৃতি গোত্রগুলো 'আবদুল্লাহ ইবনু জুদ'আনের বাড়িতে জড়ো হয়। 'আবদুল্লাহ ইবনু জুদ'আন তাদের সবার জন্য ভোজের আয়োজন করেন। সেখানে বসে তারা হারাম মাস (যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবি করা যাবে না এমন চারটি মাসের একটি), যুল-কা'দাহ মাসে, আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেন যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতকে তারা সাহায্য করবেন। এবং মাজলুমের পাওনা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত জালিমের বিরুদ্ধে তাদের এ প্রতিরোধ চলবেই।

সবাই তাদের কৃত প্রতিজ্ঞায় একাত্মতা ঘোষণা করে 'আস ইবন্ ওয়াইলের কাছে আসে। 'আস থেকে যুবাইদি ব্যবসায়ী লোকটির পণ্য একপ্রকার ছিনিয়ে নেয় তারা। এরপর লোকটির পণ্য লোকটিকে বুঝিয়ে দেয়।

আরবরা এই সংঘকে 'হিলফুল-ফুযূল' নামে নামকরণ করে। তারা বলত, ওই লোকেরা এতদিনে মর্যাদাকর একটা কাজের কাজ করেছে।

আরবরা নির্যাতনের স্টিমরোলার গুঁড়িয়ে দিয়েছে যে সংঘের মাধ্যমে রাস্ল 🕸 সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সংঘের শপথের পথ ধরেই আলোর মশাল উঁচু করে ধরেন তারা। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এই ঘটনাকে আরবদের গৌরবজনক কাজ হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই দেওয়া হয়। ঘটনাটির কথা বলতে গিয়ে রাস্ল 🕸 জানান,

"আমি তখন ছোট একজন বালক। চাচাদের সঙ্গে ভালো মানুষদের দলে আমিও উপস্থিত ছিলাম। লাল উটের বিনিময়েও এ সংঘ (সংঘের শর্ত) ভেঙে দেওয়া Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আমি পছন্দ করি না।" সে সময় একটা লাল উটের মালিক মানে বর্তমানের একজন কোটিপতি।

রাসুল 🕸 অন্য একটা হাদীসে বলেন,

"আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু জুদ'আনের গৃহের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সে সংঘের বদলে আমার একটা লাল উট হবে, এটা আমি পছন্দ করি না। ইসলামে এসেও যদি আমাকে এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা হতো, তাহলেও আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম।"

শিক্ষা ও উপকারিতা

- ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতার গুণটি নিঃসন্দেহে সর্বজনীন। স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সম্পৃক্ত নয় এটা; মুহাম্মাদ अ নবি হওয়ার পূর্বে ন্যায়ভিত্তিক দৃটি ভালো কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে সম্মানিত বোধ করার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় ভালো কাজ প্রশংসিত হওয়ার দাবি রাখে। যদি সে ভালো কাজ জাহেলি যুগের মানুষরাও করে থাকে।
- জাহেলি যুগের অজ্ঞতার ঘোর অমানিশার মধ্যে হিলফুল-ফুযূল যেন তৃষাতপ্ত খাঁখাঁ মরুভূমির মধ্যে এক টুকরো মরুদ্যান। এতে প্রতিভাত হয় যে, কোনো একটি নিয়মে কিংবা কোনো একটি সমাজে অনিয়মের বিস্তৃতি এ কথা প্রমাণ করে না যে, সেখানে কোনো ভালো কাজ আদৌ হয় না। মাক্কা ছিল এমনই একটি জাহিলি সমাজ, যেখানে ছেয়ে যায় মূর্তিপূজা এবং নির্যাতন-নিপীড়ন, ধর্ষণ-ব্যভিচার ও সুদী কারবার। এত কিছু সত্ত্বেও সেখানে মানবতাবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাবোধে উত্তীর্ণ এমন মানুষও ছিলেন যারা জুলুম-নির্যাতনকে ঘৃণা করতেন প্রচণ্ডভাবে। এসব কাজকে প্রপ্রয়ও দিতেন না তারা। এতে ইসলামের এমন দাস্টিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যাদের সমাজ ইসলামি অনুশাসন মেনে চলে না কিংবা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।
- জুলুম যত আকর্ষণীয় মোড়কেই উপস্থাপিত হোক না কেন তা অন্য কিছু হয়ে যায় না, তা সর্বদা জুলুমই থাকে এবং প্রত্যাখ্যাত। বেশি মানুষের বিরুদ্ধে জুলুম-নির্যাতন চললে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় হবে, আর কমসংখ্যক মানুষের বিরুদ্ধে হলে হবে না—ব্যাপারটি আদৌ সে রকম নয়। ইসলাম জুলুমের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করে মাজলুমের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশে দাঁড়াতে গিয়ে ইসলাম দেখিনি নির্যাতিত লোকটির গায়ের

- রং, ধর্ম, ক্রেন্ : কিংবা তার সংখ্যা বিচার করেনি তার জাতপতি : ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সে মাজল্মকে সাহায্য করেছে।
- কোনো ভালো কাজের বিষয়ে একতাবদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয় এখান থেকে। কুরআনে ভালো কাজে এগিয়ে য়াওয়ার আদেশ করা হয়েছে আমাদেরকে। আল্লাহ বলেন,
 - "তোমরা সংকাজ ও দীনদারিতে পরস্পর সহযোগিতা করো, তবে পাপ ও বাড়াবাড়িতে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"
 [স্রা মা'ইদা, ৫:২]
 - মুসলিমদের এমন যেকোনো ভালো কাজে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বৈধতা রয়েছে।
 শার'ঈ-সদ্মত কাঙ্কিত ভালো কাজ করার তাগিদ আছে ইসলামে। তবে
 এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, সেই ভালো কাজটি যাতে 'মাসজিদ আদদিরার'-এর মতো না হয়ে যায় আবার। আমরা জানি, মাসজিদ আদ-দিরার
 তৈরি করা হয় ইসলামের নাম দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধাচরণ
 করার জন্য। হ্যাঁ, জুলুম অপসারণ কিংবা জালিমের মুখোমুখি হওয়ার
 জন্য মুসলিমরা যদি পরস্পরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তবে তা তাদের জন্য বৈধ।
 উদ্দেশ্য বর্তমান ও ভবিষ্যতে ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ সাধন।
 হাদীসটি থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়।
 হাদীসটি থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়।
 ভালার রাস্লুল্লাহর এ উক্তি দ্বারা ন্যায়নীতি
 বাস্তবায়ন, নির্যাতন প্রতিরোধের ইঙ্গিতই প্রমাণিত হয়। রাস্লুল্লাহর অন্য
 উক্তিটি— "ইসলামের মধ্যে এসেও যদি আমাকে এমন বিষয়ের প্রতি
 আহ্বান করা হতো তাহলেও আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম।"
 ভালাম আসার পরও যদি 'হিলফুল-ফুযুল সংঘে'র মতো কোনো বিষয়ের
 প্রতি তাঁকে ডাকা হতো তিনি সে ডাকে সাড়া দিতেন সানন্দ।
 ভালা
 - একজন মুসলিমের উচিত সে তার সমাজে ভালো কাজে সর্বদা এগিয়ে থাকবে। কোনো একটা ঘটনায় সমাজে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে গেল আর সে কিনা পুরোপুরি বেখবর—এমন হওয়াটা তার সাজে না। সমাধানে এগিয়ে না এসে পাদটীকার মতো জব্থবু হয়ে এক কোণে বসা থাকাটা একজন মুসলিম থেকে কোনোভাবেই কামনা করা যায় না। রাসূল * ছিলেন তাঁর সমাজের কেন্দ্রবিন্দু; তাঁর ভালো কাজ প্রবাদতুল্য হয়ে ফিরত মানুষের মুখে মুখে। এমন ভালো গুণের কারণেই আরবের লোকেরা তাঁকে আল-

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আমিন বা প্রম বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করে। সমাজের নারী-পুরুষ স্বাই তাঁর কথায় ভরসা পেত। সমাজে সৎগুণের কি যে কদর এবং সংগুণের অধিকারীর কি যে মর্যাদা, হোক না সেটা বিকৃত সমাজ, হিলফুল-ফুযূল সংঘ তার একটি প্রাণবস্ত ছবি তুলে ধরে আমাদের সামনে।

নুৰূওয়াতের পূর্বে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

খাদীজার ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাঁকে বিবাহ

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ক্র ছিলেন বিধবাক্তা; মাক্কার ধনাত্য ও সম্মানিত একজন মহিলা। তিনি বিভিন্ন লোক খাটিয়ে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। এমনিভাবে একদিন খাদীজার কাছে নবিজির সততা, আমানাতদারিতা, উন্নত চরিত্রমাধুর্য ও সত্যবাদিতার খবর গিয়ে পৌঁছে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহকে অনুরোধ করেন তাঁর বাণিজ্যবহর নিয়ে শামে যাওয়ার জন্য। প্রস্তাব দেন, অন্য ব্যবসায়ীদের তুলনায় তাঁকে ভালো পারিশ্রমিক দেওয়ার। রাস্ল ঋ তার প্রস্তাবে রাজি হন। খাদীজার দাস মাইসারাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শুরু করেন ব্যবসায়িক সফর। শামে এসে তিনি সঙ্গে করে যেসব বাণিজ্যিক-পণ্য নিয়ে এসেছিলেন, অনন্য দক্ষতায় তার সব পণ্যই বিক্রি করে দেন তিনি। কিছু পণ্য কিনেনও সেখান থেকে। রাসূল ঋ মাক্কায় ফিরে এসে খাদীজাকে হিসাব-নিকাশ সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেন। নতুন পণ্যগুলো তুলে দেন তাঁর হাতে। সেগুলো বিক্রি করে খাদীজার মুনাফা বেড়ে দাঁড়াল দ্বিগুণ।

বাণিজ্যিক এই সফর থেকে রাসূল # সন্তোষজনক পারিশ্রমিক লাভ করেন। উপরস্তু নানান অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন তিনি। পরবর্তীকালে যে শহরে তিনি হিজরাত করবেন এবং বানাবেন তাঁর দা ওয়াতি কার্যক্রমের কেন্দ্র সেই মাদীনার পাশ দিয়ে বাণিজ্যিক সফরে যান। ঐসব দেশও তিনি অতিক্রম করেন যেখানে পরবর্তী সময়ে ইসলাম বিজয় লাভ করবে। তাঁর এই সফর খাদীজাকে বিয়ে করারও একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়; সফর থেকে ফিরে এসে মাইসারা রাস্লুয়াহর মহানুভবতা, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক মাধুর্য ইত্যাদি যা যা দেখেছে তার সবিস্তার বর্ণনা দেয় খাদীজার কাছে। খাদীজাও দেখলেন যে, মুহাদ্মাদ # তার ব্যবসার দায়িত্বভার নেওয়ার পর থেকে

তাঁর ধন-সম্পদ বৈড়ে গৈছে বৈছ্ ভূপে। ইতঃপূর্বে ব্যবসাধত এমন লাভের মুখ তিনি দেখেননি। এসব কারণে খাদীজা তাঁর মনের কথা বান্ধবী নাফিসা বিনত মনাব্বার কাছে ব্যক্ত করেন। সব শুনে বান্ধবী নবিজির কাছে যান খাদীজাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে। 🐃 খাদীজাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেয়ে রাসূল 🕸 প্রীত হন। কিন্তু পুরো ব্যাপারটি তিনি ন্যস্ত করেন চাচাদের ওপর। তারাও একবাক্যে মেনে নেন। আর চাচারা রাজি হবেনই-বা না কেন? কুরাইশদের অভিজাত ও বিদুষী একজন নারী ছিলেন খাদীজা। তার শেষ স্বামী মারা যাওয়ার পর কুরাইশদের প্রায় সব নেতাই তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। অথচ সবিনয়ে সব প্রস্তাব তিনি এড়িয়ে যান। কিন্তু নবিজির গুণমুগ্ধ হয়ে তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। চাচা হামযা ইবনু 'আবদুল-মুত্তালিবকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মাদ 🕸 খাদীজার বাড়ির দিকে রওনা দেন। চাচা খাদীজাকে বিয়ে করতে ভাতিজাকে সম্মত দেন। রাসূল 🛳 খাদীজাকে ২০ বাক্রা মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করেন। খাদীজাই প্রথম মহিলা যাকে রাসুল 🔹 বিয়ে করেন। তার জীবদ্দশায় রাসূল 🕸 দ্বিতীয় আর কাউকে বিয়ে করেননি। খাদীজার গর্ভে রাসূলুলাহর দুই ছেলে ও চার মেয়ে জন্ম নেয়। দুই ছেলের নাম যথাক্রমে: কাসিম, এর নামেই নবিজির উপনাম ছিল আবুল কাসিম; আর দ্বিতীয় ছেলের নাম 'আবদুল্লাহ। এই ছেলের উপাধি ছিল তাহির ও তাইয়্যিব। পশুর পিঠে আরোহণে সক্ষম এমন বয়সে কাসিম মারা যান। 'আবদুল্লাহ মারা যান শিশু অবস্থায়, রাসূলুল্লাহর নুবৃওয়াত লাভের আগে।

তাঁর কন্যারা হলেন যথাক্রমে: যাইনাব, রুকাইয়া, উদ্মু কুলসূম ও ফাতিমা।
তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন, মাদীনায় হিজরাত করেন এবং তারা বিয়েও করেন।
খাদীজাকে বিয়ের সময় নবিজির বয়স ছিল ২৫। অন্যদিকে, খাদীজার বয়স
তখন ৪০।

শিক্ষা ও উপকারিতা

- আমানাতদারিতা ও সততা একজন সফল ব্যবসায়ীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
 দৃটি গুণ। ব্যবসার বেলায় দরকারি এই দৃটি গুণ রাস্লুয়াহর ব্যক্তিত্বে পুরো
 মাত্রায় ছিল। এতে খাদীজা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিজের ধনসম্পদ নবিজির হাতে দিয়ে শামে পাঠান। আয়াহ তা'আলা তাঁকে ব্যবসায়
 বারাকা দেন। খুলে দেন তাঁর জন্য কল্যাণের সবগুলো দুয়ার।
- আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্লকে নবি হওয়ার আগপর্যন্ত যে যে উৎস থেকে রিয্কের বন্দোবস্ত করেছেন তার একটি উৎস ছিল ব্যবসা। রাস্ল * ধীরে

ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্যের কলাকৌশলৈ দক্ষ হয়ে ওঠিনী পরবর্তী সময়ে রাসূল

বর্ণনা করেন যে, একজন মুসলিম ব্যবসায়ী যদি বিশ্বস্ত ও সং হয় তা
হলে তার হাশর হবে সিদ্দীক, শহিদ ও নবিদের সঙ্গে। একজন মুসলিমের
জন্য ব্যবসা একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা; ব্যবসায়ীকে অন্যের দাসত্ব, চোখ
রাঙানি ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় না। থাকতে হয় না অন্যের মুখাপেক্ষী
হয়ে। অন্যরাই বরং তার মুখাপেক্ষী। সময়ে সময়ে সততা এবং ব্যবসায়
তার অভিজ্ঞতা থেকে অন্যরা উপকৃতও হয়।

- খাদীজার সঙ্গে বিয়ে রাস্লুল্লাহর তাকদীরে আল্লাহই লিখে রেখেছেন।
 নবিজির উপযোগী এবং তাঁকে সাহায্য করবেন এমন একজনকেই তাঁর
 স্ত্রীরূপে বাছাই করেন আল্লাহ তা আলা। তিনি স্বামীর দুঃখ-কষ্ট লাঘব
 করবেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে তাঁকে সাহায্য করবেন।
- 🌭 শাইখ মুহাম্মাদ আল-গাজালি বলেন,
 - "খাদীজা একটি সুন্দর উপমার নাম, যিনি একজন মহান মানবের পূর্ণাঙ্গতা দানে ছিলেন সচেষ্ট। নবিরা খুবই স্পর্শকাতর হৃদয়ের হয়ে থাকেন; সমাজকে ভালো পথের দিশা দেখাতে গিয়ে তাদেরকে সহ্য করতে হয় অমানুষিক অত্যাচার। দায়িত্ব পালনে তারা মোটেই গাফেল ছিলেন না। আল্লাহর রিসালাত মানুষের কাছে পৌঁছাতে তারা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতেন। সূতরাং তাদেরই বেশি প্রয়োজন এমন একজন স্ত্রীর যিনি তাদের নুবৃওয়াতি জীবনে প্রশান্তির কারণ হবেন। খাদীজা এমনই একজন রমণী যিনি এই দায়ত্ব পালনে অপ্রণী ছিলেন। নবিজির জীবনে খাদীজার ভূমিকা ও প্রভাব অপরিসীম।"
 - নিজ ছেলেদের হারানোর তিক্ত অভিজ্ঞতা ভোগ করেন মুহাম্মাদ হার তারও আগে, তাঁর জীবনের শুরুতে তিনি হারান তার পিতামাতাকে। নবিজির বংশের কোনো পুরুষ বেঁচে থাকবেন—এটা আল্লাহই চাননি: এর মধ্যে চূড়ান্ত কোনো প্রজ্ঞা নিহিত ছিল। লোকেরা যাতে করে রাস্লুল্লাহর মৃত্যুর পর তাদের জন্য নুবূওয়াতি দাবি করে না বসে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তাঁকে পুত্রসন্তান দিয়েছেন তাঁর মানব-স্বভাবের পূর্ণাঙ্গতা দেওয়ার জন্য, মানব-মনের চাহিদা পূরণার্থে। যাতে কোনো শক্র তাঁর পৌরুষের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে তাঁর মর্যাদাহানি করতে না পারে; শক্ররা যাতে কোনো ধরনের কুৎসা রটনার সুযোগ না পায়। এরপর আল্লাহ তাঁর সন্তানদের ছোট বয়সেই

নিয়ে নিমা অন্য প্রকিটা করিণিও থাকাত পারে, আর তা হালি গোরা ছেলেসন্তানের বাবা হতে পারেননি তাদের জন্য এটা একটা সান্তুনা। কিংবা যাদের ছেলেসন্তান হয়েছে কিন্তু কিছুদিন পর মারা গেছে, তাদের জন্যও রাসূলুল্লাহর এই ঘটনা সান্তুনার বাণী শোনাবে।

- তথ্ সন্তান হারানোর পরীক্ষাই নয়, মুহাম্মাদ ঋ দা ওয়াতের কাজ করতে গিয়েও অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হন। মানুষদের মধ্যে নবিরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে থাকেন। কান কেমন যেন আল্লাহ তা আলা এই শোক-দুঃখ ও স্পর্শকাতরতাকে আমাদের নবিজির অন্তিত্বের একটা অংশে পরিণত করতে চাইলেন। কারণ, যারা জাতিকে নেতৃত্ব দেবেন তাদেরকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। জাতির প্রতি তাদের আচরণ হতে হবে সদয়। যে নেতার নিজের জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, তিনি অনুসারীদের দুঃখটা বুঝতে পারবেন, তাদের প্রতি সদয় হবেন, সেটাই সংগত।
- খাদীজাকে রাস্লুল্লাহর বিয়ে করার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় মুসলিমদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে য়ে, সর্বোচ্চ শারীরিক উপভোগের প্রতি নবিজির গুরুত্ব না দেওয়া। যদি মুহাদ্মাদ ৠ বিষয়টিকে আর সব য়ুবকের মতো গুরুত্ব দিতেন, তবে তিনি তাঁর চেয়ে কম বয়সের কোনো নারীকেই বিয়ে করতেন। অন্ততপক্ষে চাইতেন সে য়েন তাঁর চেয়ে বয়সে বড় না হয়। বরং রাস্ল ৠ খাদীজাকে বিয়ে করতে চাওয়ার মূল কারণ ছিল, নিজ জাতির মাঝে তাঁর বংশ-মর্যাদা এবং অনন্য সম্মান। জাহিলি য়ুগেও খাদীজা য় সতী-সাধ্বী নারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।
- ৺খাদীজাকে নবিজির বিয়ে করার কারণে ইসলামের শক্র প্রাচাবিদ ও তাদের তাঁবেদার ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মুখ ও কলম চালনা বন্ধ হয়ে যায়। এরা মনে করে য়ে, রাসূলুয়াহর বহুবিবাহের কারণে তারা এমন এক মারাত্মক অস্ত্র পেয়ে গেছে, য়া দিয়ে তারা ইসলামকে ঘায়েল করতে পারবে অনায়াসে। তারা নবিজিকে এমন এক লোকের অবয়বে ভেবে বসে আছে, য়ে কিনা নিজের লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে লালসার সাগরে হাবুড়ুবু খাছে। অথচ চিত্রটি পুরো বিপরীত—আমারা দেখি রাস্ল ৠ তাঁর ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের চরিত্রকে নিয়্কলুষ রেখে, এমন এক জাহিলি পরিবেশে বসবাস করেছেন য়েখানে অনাচার-ব্যভিচারে সয়লাব ছিল। উপরস্ত বিয়ে

করেছেন এমন একজন শারীকৈ যিনি ভারে বয়সের পুলনার অনেক বড়।
আশেপাশের অনাচারের প্রতি কোনো নজর না দিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী খাদীজার
সঙ্গেই বসবাস করে গেছেন দীর্ঘ অনেকগুলো বছর। আশেপাশের রংতামাশায় হারিয়ে যেতে যদি তিনি চাইতেনই, তবে সে রাস্তাও তাঁর সামনে
অবারিত ছিল। কিন্তু নিজের চরিত্রে কোনোরূপ কলঙ্কের কালি লেপন না
করেই তিনি যৌবন পার করে উপনীত হন প্রৌঢ়ছে। এরপর প্রবেশ করেন
বার্ধক্যে। খাদীজা ্র ৬৫ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগপর্যন্ত রাস্লুল্লাহর
এ বিয়েটাই বহাল ছিল। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত মুহাম্মাদ প্র অন্য কোনো
নারীকে বিয়ে করার কথা কল্পনাই করেননি। সাধারণত, মানুষের ২০ থেকে
৫০ পর্যন্ত বয়সটা এমন একটা সময়, যখন নিজ কামনা চরিতার্থ করার জন্য
অধিক নারীসঙ্কের প্রতি আগ্রহ থাকে প্রবল।

কিন্তু রাসূল ﷺ এই সময়ের মধ্যে খাদীজার সঙ্গে আর কোনো মহিলাকে— কি স্ত্রীরূপে কি দাসীরূপে—গ্রহণ করতে চাননি। যদি তিনি এমনটা চাইতেন তবে বহু নারী, বহু দাসী তাঁর স্ত্রী হতে, দাসী হতে উদ্গ্রীব ছিল।

এরপর, খাদীজার মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ 'আয়িশাসহ অন্য উদ্মাহাতুলমু'মিনীনদের বিয়ে করেন। তবে এদের প্রত্যেককে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার
পেছনে একটি করে ঘটনা ছিল; ছিল প্রজ্ঞা ও যৌক্তিক কারণ। একজন
মুসলিম যখন এই প্রজ্ঞা ও কারণ ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন,
তখনই রাসূলুল্লাহর মাহাত্ম্য, মান-মর্যাদা এবং তাঁর চারিত্রিক পূর্ণতার ওপর
তার ঈমান বেড়ে যাবে বহুগুণে।

কা'বা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ

নবিজ্ঞির বয়স তখন ৩৫। সে সময় আগুন এবং বন্যার পানির তোড়ে কা'বার দেয়াল ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে কুরাইশরা সেটা পুনর্নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করতে একত্র হয়। তখন পর্যন্ত কা'বা ইবরাহীম যে ভিত্তির ওপর নির্মাণ করেছিলেন তেমনইছিল—লম্বায় একজন স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় সামান্য উঁচুছিল সেটি, একটার ওপর আরেকটা পাথর রেখে রেখে তৈরি করা হয়েছিল এর দেয়াল; এটেল মাটি বা সিমেন্ট জাতীয় কোনো ধরনের গাঁথুনিছিল না তাতে। কা'বা পুনর্নির্মাণের এ উদ্যোগ প্রেফ কোনো সংস্কারের উদ্যোগ ছিল না। কুরাইশরা চাইল পুরাতন কা'বা ঘরটি ভেঙেছাদসহ নতুন করে আবার নির্মাণ করতে। কিন্তু কা'বা ভাঙতে গিয়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অধর্মাচরণ হয়ে যায় কিনা এ ভয় তাদেরকে পেয়ে বসে। আশক্ষা করল, ভেঙে ফেললে তাদের কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন ওয়ালীদ ইবনু মৃগিরা, যিনি মাখযূম গোত্রের নেতা, অন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "ভাঙার কাজ আমিই শুরু করি।" এ বলে তিনি হাতে তুলে নেন কুড়াল। কা'বার দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ, আপনার ধর্ম ছেড়ে আমরা বিপথে যাইনি। আমরা ভালো উদ্দেশ্যেই এমনটা করছি।"

শেষ পর্যন্ত সেই বৈঠকে প্রস্তাব উঠল যে, কেবল কা'বার একটা অংশ ভাঙা হবে এবং তারা ওই রাত অপেক্ষা করবেন। সবাই বলে উঠল, "আমরা অপেক্ষা করব। যদি ওই রাতের মধ্যে আমাদের কিছু হয়ই, তা হলে ভাঙাভাঙির কাজে আমরা আর সামনে এগোব না। ভাঙা অংশ জোড়া দিয়ে আগের মতো করে দেবো। আর যদি কোনো ক্ষতি না হয়, তবে বুঝতে হবে আমরা যা করছি আল্লাহ সে ব্যাপারে খুশি আছেন।"

ওই রাতে কোনো অঘটন ঘটেনি। পরদিন সকালে ওয়ালীদ আবার কা'বা ভাঙায় এগিয়ে যান। লোকেরাও তার সঙ্গে ভাঙার কাজে হাত লাগায়। ভাঙতে ভাঙতে একসময় উটের পিঠের কুঁজের মতো দেখতে কিছু সবুজ পাথর দেখতে পেল; পাথরগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে ছিল।

কুরাইশরা কা'বা পুনর্নির্মাণের কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়; যাতে করে এমন মহৎ কাজে সবার অংশীদারিত্ব থাকে। কুরাইশ-সর্দার ও প্রবীণদের ভাগে পড়ে পাথর বহন করে নিয়ে কা'বার দেয়ালে গাঁথুনির দায়িত্ব। চাচা 'আব্বাসের সঙ্গে রাস্লুল্লাহও কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণের কাজে হাত লাগান। তারা পাথর বহন করে নিয়ে আসছিলেন। এমন সময় 'আব্বাস নবিজিকে বললেন, "একটা কাপড় তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে নাও, এতে পাথরের আঘাত আর লাগবে না।"

হঠাৎ করে মুহাম্মাদ ﷺ মাটিতে পড়ে যান। তাঁর চোখ দুটো তখন আকাশের দিকে স্থির। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি বলে উঠলেন, "আমার চাদর, আমার চাদর"। এরপর তিনি গায়ে চাদর ভালোভাবে জড়িয়ে নিলেন। ≫ঃ।

নির্মাণ কাজ করতে করতে একসময় কুরাইশদের সব কাজই শেষ হয়ে আসছিল।
বাকি ছিল কেবল 'হাজরে আসওয়াদ' জায়গামতো রেখে দেওয়ার কাজটি। তখন
হাজরে আসওয়াদ রাখা নিয়ে তাদের মধ্যে বেধে গেল তুমুল গওগোল। প্রত্যেক
গোত্রই চাচ্ছিল, হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব নিজেদের দখলে রাখতে। এ নিয়ে
তাদের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় বেধে যায় যায় অবস্থা। এমন সময় আবু উমাইয়া ইবনুলমুগিরা বলে উঠলেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়। তোমরা যে বিষয় নিয়ে নিজের মধ্যে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মতানৈক্য করছ, বিষয়টা ওই ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করো, যে ব্যক্তি আগামীকাল কা'বা

চত্বরে প্রথম প্রবেশ করবেন। কুরাইশরা তার সঙ্গে একমত পোষণ করল। দেখা গোল পরদিন রাসূলুল্লাহই প্রথম প্রবেশ করলেন। তারা নবিজিকে দেখেই বলে উঠল, "এ তো দেখছি আল-আমীন: প্রম বিশ্বস্ক। আমাদের আর কোনো আপুরি নেই জামুরা

তো দেখছি আল-আমীন; পরম বিশ্বস্ত। আমাদের আর কোনো আপত্তি নেই, আমরা মেনে নিলাম। সমাধানের আশায় এবার তারা রাসূলুল্লাহকে খবরটি জানাল। রাসূল

🛎 বললেন, "আপনারা একখণ্ড কাপড় নিয়ে আসুন।"

তারা তাঁর কাছে চাদর-জাতীয় কাপড় এনে দিল। তিনি চাদরের একপ্রান্ত দুহাত দিয়ে ধরে বললেন, "প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি কাপড়ের একপ্রান্ত ধরবেন, এরপর সবাই একসঙ্গে উত্তোলন করবেন।"

নবিজ্ঞির কথামতো তারা সবাই কাপড়টি উচিয়ে ধরে হাজরে আসওয়াদ রাখার স্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে। রাসূল **ক্ষ তখন নিজ হাতে পাথরটি জা**য়গামতো বসিয়ে দিলেন। সবাই তো মহাখুশি নবিজ্ঞির এমন বৃদ্ধিদীপ্ত কাজে। তাঁর এমন বৃদ্ধিমন্তার কারণে অবশ্যম্ভাবী অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

পুনর্নির্মাণের পর কা'বার উচ্চতা গিয়ে দাঁড়াল ১৮ গজে। মাটির স্তর থেকে কা'বার দরজা এতটুকু পরিমাণ উঁচু করা হয়, যাতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হলে সিঁড়ির সাহায্য লাগে। যেকেউ যেন কা'বায় সহজেই প্রবেশ করতে না পারে। তাছাড়া বৃষ্টির পানির ছিটে এর ভেতরে যাতে ঢুকতে না পারে—উঁচু করার পেছনে এটাও ছিল একটা কারণ।

তারা কা'বার ছাদ নির্মাণ করে কাঠের ছয়টি স্তম্ভের ওপর। তবে 'ইসমাঈলের নির্মিত ভিত্তির ওপর পুরো কা'বা ঘরর নির্মাণ করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়ন। কারণ, নির্মাণ ব্যয়ের জন্য তাদের হালাল উপার্জন মাঝপথেই শেষ হয়ে য়য়। অগত্যা কা'বার উত্তরের অংশ 'হিজ্র'কে বাইরে রেখেই কা'বার নির্মাণ কাজ শেষ করে তারা। তবে ভিত্তিটি যে কা'বারই মৌলিক একটা অংশ সেটা প্রমাণে তারা এর চারপাশে ছায়্ট একটা দেয়াল তুলে দেয়; এছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না। কারণ, কা'বার পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দেওয়ার আগে তারা নিজেরা নিজেদের ওপর এই মর্মে শর্ত আরোপ করে যে, কা'বা নির্মাণের কাজে তারা তাদের কেবল সৎ উপার্জনই ব্যয় করবে; কোনো দেহপসারিণীর কামাই, সুদি কারবারের উপার্জন কিংবা অন্যায়ভাবে অর্জিত কোনো অসৎ উপার্জন তারা এ কাজে ব্যয় করবে না। স্ব

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft শিক্ষা ও উপকারিতা

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, কালের পরিক্রমায় চার চারবার কা'বার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়:

প্রথমবার: প্রথমে কা'বার নির্মাণ কাজ করেন নবি ইবরাহীম ﷺ। এ কাজে তাঁকে ছেলে 'ইসমাঈল 🐵 সাহায্য করেন।

দ্বিতীয়বার: রাসূলুল্লাহর নবি হওয়ার পূর্বে কুরাইশরা দ্বিতীয়বার এর নির্মাণ কাজ করেন। এই নির্মাণ কাজে নবিজির উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল।

তৃতীয়বার: ইয়াযীদ ইবনু মু'আওয়িয়ার জমানায় তৃতীয়বারের মতো কা'বার পুনর্নির্মাণের কাজ হয়। সে সময় হুসাইন আস-সুকৃনি নামের একজন লোক ইবনুয-যুবাইরকে মাক্কায় অবরোধ করে রাখে। এবং ইবনুয-যুবাইর ক্র আত্মসমর্পণ করা পর্যন্ত এ অবরোধ চলতে থাকে। সে সময় তার ওপর মিনজানিক বা ক্ষেপণাস্ত্র থেকে নিক্ষেপকৃত গোলার আগুনে কা'বা ঘর পুড়ে যায়। তাই ইবনুয-যুবাইর ক্র কা'বার নির্মাণ কাজ পুনরায় করেন।

চতুর্থবার: ইবন্য-যুবাইর ্ক্র নিহত হওয়ার পর 'আবদুল-মালিক ইবনু মারওয়ানের যুগে চতুর্থবারের মতো কা'বা পুনর্নির্মাণ করা হয়। তিনি চাইলেন নবিজির যুগ থেকে ইবনুয-যুবাইরের সময় পর্যন্ত যে ভিত্তির ওপর কা'বা নির্মিত ছিল সেভাবেই আবার নির্মাণ করতে। যালা যখন তিনি নির্মাণ কাজ শুরু করেন তখন কা'বার আকার ও আকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটান। যৌক্তিক কারণও ছিল এর পেছনে। ইবনুয-যুবাইর ঘরটির ভিত্তি উচুকরার উদ্যোগ নিয়েছিলেন জীবিত থাকাকালে। এবং কা'বার বাইরে থাকা হিজ্রের দিকে এর পরিধি বাড়ান ৬ গজ। আর উচ্চতায় বাড়ান আরও ১০ গজ। দুটি দরজা করেন—প্রবেশের জন্য একটি, অন্যটি বের হওয়ার।

রাসূল
 প্রার্কি থেকে 'আয়িশার একটি হাদীসই মূলত ইবনুয-যুবাইর
 র এ
 বাজে উৎসাহ জোগায়। রাসূল
 প্রার্কিশাকে বলেছিলেন, "হে 'আয়িশা।
 যদি তোমার জাতির সময়কাল অজ্ঞতার যুগের নিকটবর্তী না হতো, তা হলে
 অবশাই আমি কা'বাকে ভেঙে যে অংশকে সেটা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে
 সেটা এর অন্তর্ভুক্ত করতে, সেটাকে মাটির সমান করে নিতে এবং এর দুটি
 দরজা, একটি পূর্ব দরজা ও একটি পশ্চিম দরজা করতে আদেশ দিতাম।
 এইরপে আমি সেটাকে ইবরাহীমের ভিত্তির ওপর নিয়ে আসতাম।"
 अ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ
 उ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
রাস্লুলাহর প্রজ্ঞা, আমানাতদারিতা ও বিশ্বস্ততা তাঁর চারিত্রিক এমন এক
গুণ, যা সেদিন হারাম এলাকায় কুরাইশদেরকে নিশ্চিত খুনোখুনির বিপর্যয়
থেকে রক্ষা করে। সেদিন তাঁকে দেখে সবাই খুশি হয়েছিল, একবাক্যে
তাঁর রায় মেনে নিয়েছিল। কেননা, এ রায় তো একজন আল-আমীনের,
একজন পরম বিশ্বস্ত মানুষের, যিনি কারও সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেন না।
তিনি এমন এক আল-আমীন যিনি কোনো পাপাচার করেন না; সৃষ্টি করেন
না কোনো বিশৃষ্থলা। তিনি কা'বার বিষয়ে আল-আমীন, প্রাণের ব্যাপারে
আল-আমীন এবং তিনি রক্তের মর্যাদা রক্ষায় আল-আমীন।

- কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের ঘটনার মধ্য দিয়ে নবিজির শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণের দিকটি কুরাইশদের কাছে উন্মোচিত হয়। এ ঘটনার কারণে রাসূলুল্লাহর দুটি মর্যাদা অর্জিত হয়—কুরাইশদের চরম বাকবিতণ্ডা থেকে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রমকে নবিজির থামিয়ে দেওয়ার কারণে অর্জিত সম্মান। অন্যটি হলো, হাজ্বে আসওয়াদ স্থাপনের দ্বারা সম্মান পাওয়ার আশায় সবাই যখন একপ্রকার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল তখন আল্লাহ সে সম্মানটা তাঁর রাসূলের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন; তিনি চাদরের ওপরে নিজের পবিত্র দুটি হাত দিয়ে ধরে পাথরটি রাখেন। এরপর চাদর থেকে নিয়ে সেটা আবার কাবার যথাস্থানে স্থাপন করে দেন।
 - একজন মুসলিম কা'বার পুনর্নির্মাণের ঘটনা থেকে আল্লাহর পরিপূর্ণ সুরক্ষা
 দানের শিক্ষা লাভ করবেন। তিনি লক্ষ করবেন, কীভাবে আল্লাহ তাঁর
 রাসূলকে এই সমস্যা সমাধানে খুব সহজে ও যৌক্তিকভাবে, ব্যতিক্রমধর্মী
 এই বুদ্ধি ও শক্তিমন্তা দিলেন। তিনি দেখবেন, নবিজির সারাজীবন ধরেই
 বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন খুব সহজেই। রাসূলুল্লাহর রিসালাতের
 অনুপম একটা নিদর্শন এটি। তাঁর রিসালাত বাস্তবতার নিরিখে সবকিছুর
 সমাধান দিয়েছে খুবই যৌক্তিক, সহজ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে।

 অনুপম একটা ক্রিকে খুবই যৌক্তিক, সহজ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে।

 অনুপম একটা ক্রিকে খুবই থৌক্তিক, সহজ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে।

 অনুপম একটা ক্রিকে খুবই থৌক্তিক, সহজ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে।

 অনুপম একটা ক্রিকে খুবই থৌক্তিক, সহজ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে।

 অনুপম একটা ক্রিকে খুবই থৌক্রিক, সহজ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে।

 অনুপম একটা ক্রিকে শুবই থৌক্রিক, সহজ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে।

 অনুপম একটা ক্রিকে শুবই থৌক্রিক, সহজ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে।

 অনুপম একটা ক্রিকে শুবই থাকিকে শুবুর প্রতিত্য প্রতিত্য প্রত্য প্রিক্রিক শুকুর প্রত্য প্রক্রিক প্রত্য প্রত্য

নবিজির নুবৃওয়াতকে স্বাগত জানানোর জন্য লোকদের প্রস্তুতি

রাসূল্প্লাহর আগমনের ব্যাপারে নবি-রাসূলগণের সুসংবাদ নবিজির নুবৃত্তয়াতের বিষয়টি যাতে নতুন কিছু মনে না হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা চাইলেন মানুষদেরকে বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করতে। যেমন:

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অন্য কোনো জাতির মধ্য থেকে নয়, আরবদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল করে পাঠানোর জন্য নবি ইবরাহীম তার রবের নিকট দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন। তাদের কাছে একজন আরব (মুহাম্মাদ 🕸)-কে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেন। আল্লাহ বলেন:

> "হে আমাদের রব! তুমি তাদের (আমাদের বংশধরদের) মধ্যে তাদের থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়ো, যে তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে ও তাদেরকে পরিশৃষ্ণ করবে। তুমিই তো পরাক্রমশলী, সুরা বাকারা, ২:১২৯ প্রজ্ঞাময়।"

কুরআনুল-কারীমে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তা আলা পূর্ববর্তী নবি-রাসূলদের ওপর নাযিলকৃত আসমানি কিতাবে রাসূলুল্লাহ্র আগমনের সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন:

> "(এরা তো তারাই) যারা সেই রাস্ল ও নিরক্ষর নবি (মুহাম্মাদ 🔹)-এর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পাচ্ছে। সে তাদের জন্য ভালো জিনিসকে বৈধ ও খারাপ জিনিসকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং তাদেরকে ভারমুক্ত ও শৃঙ্খলমুক্ত করে। অতএব, যারা তাকে বিশ্বাস, সম্মান ও সাহায্য করে এবং তার সঞ্জে প্রেরিত আলোর অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।" [সূরা 'আরাফ, ৭:১৫৭]

নবি 'ঈসা নবিজির আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেন, "(স্মরণ করো) মারইয়ামের পুত্র 'ঈসা বলেছিল, হে বানু ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে (প্রেরিত) আল্লাহর রাসূল। আমার সামনে যে তাওরাত আছে, আমি তাকে সত্য (কিতাব) বলছি এবং আমার পরে আহমাদ নামের একজন রাসূল আসার সুসংবাদ দিচ্ছি।" [সূরা আস-সফ, ৬১:৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সব নবি-রাসূলকে তাঁর প্রিয় রাস্লের আগমন-বার্তা আগেই জানিয়ে দেন। এবং তাদেরকে আদেশ করেন যে, তারা যেন তাদের অনুসারীদেরকে নবিজির ওপর ঈমান আনার দা'ওয়াত দিয়ে যান; যদি অনুসারীরা তাদের জীবদ্দশায় নবিজ্ঞিকে পায়, তবে তারা যেন তাঁর অনুসরণ করে।^{১১১} আল্লাহ বলেন,

> "(স্মরণ করো) যথন আল্লাহ নবিদের কাছ থেকে অক্ত্রীকার নিয়েছিলেন (আর বলেছিলেন), আমি তোমাদের যে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করেছি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তা গ্রহণ করো। অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমথক একজন রাসূল আসবে। তখন অবশাই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি শ্বীকার করলে এবং এ ব্যাপারে আমার অঞ্জীকার গ্রহণ করলে? তারা বলল, শ্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তা হলে তোমরা সাক্ষী থেকো, আর আমিও তোমাদের সাক্ষী থাকলাম।"[সূরা আলু-'ইমরান, ৩:৮১]

বর্তমানে তাওরাত ও ইনজীলের যে কপিগুলো পাওয়া যায় সেগুলো বিকৃত; রাস্লুল্লাহর নাম এগুলো থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। তবে ইসলাম আগমনের পূর্বে আস-সামিরা নামক তাওরাত ও গসপেল অব বারনাবাস নামক কিতাবগুলোতে নবিজ্ঞির নাম খুঁজে পাওয়া যেত। খ্রিষ্ট পঞ্চম শতকের শেষে এসে গির্জা-শাসন এগুলোর পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বন্ধ করে দেয় এগুলোর প্রচার-প্রসার। সম্প্রতি এর কয়েকটি কপি মৃতসাগর (Dead Sea) অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায়। গসপেল অব বারনাবাসে নবিজ্ঞির নাম-সংবলিত বেশ কটি বর্ণনা রয়েছে। যেমন: বইটির ৪১শ (একচত্বারিংশন্তম) সংস্করণের বর্ণনাটি এরকম—

"(২৯) অতঃপর আল্লাহ আড়ালে চলে গেলেন। এবং ফেরেশতা মিখাইল তাদের
দুজনকে (আদম ও হাওয়া শ্লাঃ) ফিরদাউস জাল্লাত খেকে বিতাড়ন করেন। (৩০)
যখন আদম নজর করলেন তখন দেখলেন যে, দরজার ওপরে লেখা: 'লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ'—এই বাক্যটি।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেন,

- "রাসূলুল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে আহলে-কিতাবরা তাদের কিতাব থেকে যে তথ্য জানত তা তাদের কাছ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।"
- "পূর্বের নবি–রাসূলগণ মুহাম্মাদ **ଛ** সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছেন এর জ্ঞানটা বিভিন্নভাবেই জানা যায়:
- "প্রথমত, আজকের দিনে আহলে কিতাবদের কাছে তাওরাত ও ইনজীলের যে কিতাবগুলো আছে তার মধ্যে এ জ্ঞান রয়েছে।
- "দ্বিতীয়ত, আরও জানা যায়, ওই কিতাবগুলোতে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্য-উপাত্ত থেকে; এদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আর কেউ কেউ গ্রহণ করেননি। বর্ণনাটি আনসারদের থেকে মৃতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। প্রতিবেশী আহলে-কিতাবরাই তাদেরকে মুহাম্মাদ ≇ আগমনের সংবাদ জানায়। জানায়— তিনি একদিন আল্লাহর রাসূল হবেন। এ ব্যাপারে তারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল; তারা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাঁরই পথপানে চেয়ে অপেক্ষা করছে। নবিজির আগমনের প্রতীক্ষায় আছে আহলে-কিতাবরা—বিষয়টিই আনসারদেরকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই যখন রাসূল 🕸 তাদেরকে ঈমানের পথে আহান করেন; তারা সাথে-সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবিজির হাতে আনুগত্যের শপথ নেন।"

সালামা ইবনু সালামা ইবনু ওয়াক্শ ্রে, বাদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবি: তিনি বলেন, "'আবদুল-আশহাল গোত্রে আমাদের একজন ইহুদি প্রতিবেশী ছিল। রাসূলুল্লাহর নবি হওয়ার আগের ঘটনা। একদিন এই প্রতিবেশী তার ঘর থেকে বের হয়ে ধীরে-সুস্থে 'আবদুল-আশহাল গোত্রের একটি বৈঠকে এসে বসলেন। আমি সেদিন ওই মাজলিশের সবচেয়ে অল্পবয়স্ক ব্যক্তি ছিলাম। তার গায়ে জড়ানো ছিল একটা চাদর। আমি আমাদের উঠানে শুয়ে ছিলাম। আমার প্রতিবেশী লোকটি সেখানে এসে পুনরুখান, কিয়ামাত, হিসাব-নিকাশ, মীযান, জাল্লাত-জাহাল্লাম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা পেশ করেন। বৈঠকে বসে যারা তার কথাগুলো শুনছিল তারা ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজারি। তারা বিশ্বাস করত, মৃত্যুর পর উত্থান বলে কোনো কিছুর অন্তিত্বই নেই।

শ্রোতারা তখন সমস্বরে তাকে বলে উঠল, 'ধিক তোমার জন্য, হে অমৃক। তুমি কি আসলেই মনে করো যে, মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর আবার উত্থিত করা হবে এমন এক জায়গায় যেখানে জাল্লাত-জাহাল্লাম বলে কিছু একটা আছে? এবং তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে, সেখানে তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যার নামে কসম করা হয় সে সন্তার কসম, আমি এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।' এরপর তিনি আরও বলেন, 'যাকে ওই আগুনে দেওয়া হবে এবং আগুনের প্রথম আঘাত আসার পরই ওই লোকটি আশা করবে যে, ইহজগতেই যদি সে নরকের চেয়েও ভয়াবহ উনুনে দেশ্ধ হয়ে পরকালে প্রবেশ করত এবং নরক থেকে পরিত্রাণ পেত।'

তারা বলল, 'তুমি এসব কী ছাইপাঁশ শোনাচ্ছ? এটা যে ঘটবেই তার কী প্রমাণ?' তিনি বললেন, 'একজন নবি, যার আগমন ঘটবে দেশটির এই কোণ থেকে।'—এই বলে তিনি মাকা ও ইয়েমেনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন।

তারা জানতে চাইল, 'এবং আমরা তাঁর দেখা কবে পাব?' এই সময় ইহুদি লোকটি আমার দিকে তাকান—সে সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে কমবয়স্ক—এবং বললেন, 'হয়তো এই কিশোর তার অন্তিম বয়সে সেই নবির সাক্ষাৎ পাবে।' আল্লাহর কসম। মারা যাওয়ার আর্গে আমার জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তা আলা তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেন। তিনি আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন। ওই বৈঠকে সেদিন আমরা যারা শ্রোতা ছিলাম, সবাই তাঁর ওপর ঈমান আনি। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো, যে লোকটি আমাদেরকে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিল, হিংসা-বিদ্নেয়বশত ভ্রম্ভতার কারণে সে তাঁর ওপর ঈমান আনেনি: তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করে সে। তখন আমরা তাকে বললাম, 'ওহে, তোমার ধ্বংস হোক। তুমিই তো সে ব্যক্তি, যে কিনা আমাদেরকে নবিজির আগমনের বিষয়ে সংবাদ দিয়েছিলে?' সে উত্তর করল, 'হ্যাঁ, অবশাই, তবে ইনি সেই লোক নন'।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়া। (রাহিমাহুল্লাহ) জানান, "আমি যাবূর কিতাবের একটি কিপিতে নবিজ্ঞির নামসহ তাঁর নুবৃওয়াতের কথা স্পষ্টভাবে লেখা দেখেছি। কিন্তু আরেকটি কপিতে এর কিছুই দেখিনি।"

তাওরাতে বিধৃত রাস্লুলাহর বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে 'আবদুলাহ ইবনু 'আমর 🦛 বলেন, "আল্লাহর কসম। নবিজির যে গুণ-বৈশিষ্ট্য কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর কিছু গুণ তাওরাতেও উল্লেখ হয়েছে। যেমন:

"হে নবি! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি একজন সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।" (সূরা আহ্যাব, ৩৩: ৪৫) (তাওরাতেও গুণগুলোর কথা উল্লেখ আছে, তাছাড়া তাওরাতে বর্ধিতাকারে আরও আছে) মূর্খদের সুরক্ষাকারীরূপেই। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি মুতাওয়াক্কিল। তুমি না রুড়-প্রকৃতির, না কঠোর-হৃদয়ের; আর না হাট-বাজারে চিৎকারকারী। খারাপের প্রতিবাদ খারাপ আচরণ দিয়ে করেন না তিনি; দোষ উপেক্ষা ও ক্ষমা করে দেন বরং। তার মাধ্যমে বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিচ্ছেন না। এবং লোকেরা যে পর্যন্ত না বলবে, 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' এবং যে পর্যন্ত এই কালিমা দ্বারা তিনি অন্ধ চোখ, বধির কান এবং গাফিল ও অমনোযোগী মন খুলে না দেন।"।

কা'আব আল-আহবার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আমি তাওরাতে নিচের কথাগুলো লেখা পেয়েছি:

> 'মুহাম্মাদুর-রাসূপুল্লাহ'—মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূপ; তিনি অমার্জিত নন, কর্কশণ্ড নন। আর না তিনি হাট-বাজারে চিৎকারকারী। তিনি খারাপের বদলা খারাপ আচরণ দিয়ে নেন না; বরং ক্ষমা করে দেন, এড়িয়ে যান তার দোষ-ক্রটিগুলো। তার উন্মাহ উচ্চপ্রশংসাকারী এক জাতি: জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তারা আল্লাহর গুণগান গায়, প্রতিটি নড়াচড়ায় আল্লাহর মাহান্ম্য বর্ণনা করে ('আল্লাহ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আকবার'—এ কথা বলে)। নিজেদের শরীরের অর্ধাংশ পর্যন্ত নিম্নবস্ত্র দিয়ে আবৃত করে নেন তারা এবং উয্ করেন হাত-পায়ের প্রান্তসীমা পর্যন্ত। সালাতের কাতার আর যুদ্ধের সারি তাদের একই: দুটোর মধ্যে কোনো তফাত নেই। তাদের মু'আয়্যিন আকাশের খোলা অংশে তাদেরকে আহ্বান করেন। এবং গভীর রাতে তারা মৌমাছির গুনগুনানির মতো গুঞ্জরন করেন (শেষরাতে তারা সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করেন)। তার (নবিজির) জন্মস্থান মাক্কায়।" হিজরাত করবেন তবায় (মাদীনায়) আর তার রাজত্ব হবে শাম দেশে।

রাসূলুল্লাহর নুবৃওয়াত সম্পর্কে আহলুল-কিতাব মনীধীদের সুসংবাদ

সালমান ফারসি ক্র তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিখ্যাত সে-ই ঘটনাটি জানিয়ে গেছেন সবাইকে; সত্যের খোঁজে তিনি সেসময় এক দেশ থেকে আরেক দেশে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিছু সময় তিনি একজন পাদ্রীর তত্ত্বাবধানেও থাকেন। একদিন পাদ্রী সালমান ফারসিকে ডেকে বললেন,

"নিশ্চয়ই ইবরাহীমের দীন নিয়ে যে নবির আগমন ঘটবে তাঁর আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। জন্ম নেবেন তিনি আরবে। দুই হার্রারাক্ষা মধ্যকার খেজুর গাছ শোভিত একটি অঞ্চলে তিনি হিজরাত করবেন। তাঁর অনেকগুলো নিদর্শন থাকবে। সবাই দেখতে পাবে সেগুলো। হাদিয়া বা উপটোকন হিসেবে যা পাবেন, সেখান থেকে খাবেন তিনি। কিন্তু সাদাকা বা দান-খয়রাত করা হয়েছে এমন কিছু তিনি খাবেন না। দুই কাঁধের মধ্যখানে রয়েছে তাঁর নুবৃওয়াতের সিলমোহর। তোমার যদি ওই দেশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয় তবে তা-ই করো।" স্কা

সালমান ফারসি পাদ্রীর কথানুযায়ী মাদীনায় পৌঁছেন। মাদীনায় আগমন, দাসে পরিণত হওয়াসহ সব ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি। রাস্ল 🕸 তখন হিজরাত করে মাদীনায় অবস্থান করছেন। পাদ্রীর কথার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য নবিজির কাছে গিয়ে হাজির হন সালমান 🚓। খাবার এগিয়ে দেন তাঁর দিকে। তবে নবিজিকে তিনি খাবারগুলো সাদাকা হিসেবে দেন। রাস্লুল্লাহর একটা দানা-পানিও মুখে তোলেননি। এরপর সালমান ফারসি 🚙 আরও খাবার দেন রাস্লুল্লাহকে। তবে এবার তিনি খাবারগুলো সাদাকা হিসেবে না দিয়ে হাদিয়া বা উপহার হিসেবে দেন। এবার রাস্ল 🎕 সেখান থেকে খেলেন। এরপর অন্য এক ছুতোয় সালমান ফারসি 😅 তৃতীয় এবং শেষ নিদর্শনটিও নিজ চোখে দেখেন—রাস্লুল্লাহর দুই কাঁধের মাঝে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নুবৃওয়াতের সিল। পাদ্রীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে দেখে সালমান ফারসি 🕮 সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেন। 🐃

এ ধারারই আরেকটি ঘটনা আবু তাইহান নামের এক লোকের। তিনি নিজ দেশ শাম থেকে একবার মাদীনায় আসেন। সেখানে গিয়ে থাকা শুরু করেন সেখানকার কুরাইযা গোত্রে। তবে রাসূলুল্লাহর নবি হওয়ার দু-বছর আগেই আবু তাইহান মারা যান। মৃত্যুশয্যায় কুরাইযা গোত্রের লোকদের ডেকে তিনি বললেন, "হে ইহুদি সমাজ, আচ্ছা বলো তো দেখি, মদ ও ভোগ-বিলাসিতার দেশ শাম ছেড়ে অভাব, দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় জর্জরিত একটি দেশে (হিজায অর্থাৎ মাদীনায়) কেন এলাম আমি?"

উত্তরে তারা জানাল, "আপনিই ভালো বলতে পারবেন।" তিনি বললেন, "আমি এ দেশে এসে অপেক্ষা করছি এমন একজন নবির আগমনের, যার আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি আশা করি তাঁর আগমনের (আমার জীবদ্দশাতেই), যাতে আমি তাঁর অনুসরণ করতে পারি।"

আবু তাইহানের এমন কথা গোপন থাকেনি; ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ইহুদিরা ছাড়াও অন্যদের মধ্যেও খবরটি জানাজানি হয়ে যায় দ্রুত। বিষয়টি এক সময় তাদের মধ্যে বিদ্বেষ-বিচ্ছিন্নতার পর্যায়ে গিয়ে গড়ায়। এর জের ধরেই ইহুদিরা মাদীনার লোকদের হুমকি দিয়ে বেড়াত, "শেষ নবির আগমনের সময় হয়ে গেছে; এই তিনি এলেন বলে। আমরা তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধে তোমাদেরকে হত্যা করব; ঠিক যেভাবে ইরাম ও 'আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল।" 🕬 ইহুদিদের এমন হুমকি-ধুমকিতে কোনো কাজ হয়নি ; বরং হিতে বিপরীত হয়। দেখা যায়, মাদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্র দুইটির অনেক লোক ইহুদিদের এমন কথাবার্তার কারণেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে আনসার সাহাবিদের কেউ কেউ বলেন, "আল্লাহর রাহমাত ও তাঁর হিদায়াতে যে যে বিষয় আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ জোগায় তার একটি হলো, নবিজ্ঞির আগমনের ব্যাপারে ইহুদিদের বিভিন্ন কথাবার্তা; সে সময়ে আমরা শির্ক করতাম, লিপ্ত থাকতাম মূর্তিপূজায়। অন্যদিকে ইহুদিরা ছিল আহলুল-কিতাব; আসমানি কিতাবধারী। তাদের কাছে কিতাবের এমন এমন জ্ঞান ছিল যা আমাদের ছিল না। তবে তাদের ও আমাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না; লেগেই থাকত শত্রুতা। তাদের অপছন্দ এমন একটা বিষয় যখন আমরা তাদের কাছ থেকে লাভ করলাম তখন তারা আমাদেরকে ধমকের সুরে বলল, 'শেষ নবির আগমনের সময় হয়ে গেছে; এই তিনি এলেন বলে। আমরা তাঁর নেতৃত্বে তোমাদেরকে হত্যা করব; ঠিক যেভাবে ইরাম ও 'আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল'।" ॎ⊸া

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রাস্লুলাহর চিঠি পেয়ে রোমের শাসক হিরাক্রিয়াস বলেছিল, "আমি জানতাম তিনি (মুহাম্মাদ ঋ) আসছেন। তবে কল্পনাও করতে পারিনি যে, তিনি তোমাদেরই (একজন আরব) একজন হবেন।"

সেসময়কার মানুষদের সাধারণ চিত্র

প্রফেসর আবুল হাসান আন-নাদওয়ি তদানীস্তন আরব ও অনারবদের অবস্থার সাধারণ চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন:

> "প্রিষ্ট ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝিতে মানুষ বিশৃশ্বলার এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, কোনো সংস্কারক কিংবা কোনো শিক্ষক যে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন তা মনে হচ্ছিল না। বিশ্বাসগত সংস্কার, আচরণগত সংস্কার, 'ইবাদাত কবুল হওয়ার বিষয়ে সংস্কার কিংবা সামাজিক কোনো অসংগতির সংস্কারের মতো হাতেগোনা দু-একটা বিষয় িল না; ছিল অগুনতি। সংস্কারের বিষয় এমন দু-একটি হলে সময়ের সংস্কারক ও শিক্ষকগণের পক্ষে সেগুলো শোধরানো হয়তো কোনো ব্যাপার ছিল না।

বরং যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাঝে জাহিলিয়াত বা মূর্যতার বীজ রোপিত হয়, বিস্তৃত হয় মূর্তিপূজার শেকড়। এই মূর্যতা ও মূর্তিপূজার মূলোৎপাটন করাই ছিল সংস্কারের মূল ক্ষেত্রে। এই মূর্যতার নিচে চাপা পড়ে যায় নবি-রাসূলগণের শিক্ষা, হারিয়ে যায় সংস্কারকগণের কয়ের ফসল, ভঙ্গুর হয়ে পড়ে মজবুত সামাজিক বন্ধন। সূতরাং এমন পরিস্থিতিতে সংস্কার সাধনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সূদ্ট ভিত্তির ওপর সুউচ্চ এক শক্ত কাঠামো। সংকীর্ণ গণ্ডির ভেতরে আবদ্ধ না থেকে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিস্তৃত হবে এই সংস্কার কাজ। কোনো একক জাতিকে নিয়ে সে পড়ে থাকরে না, আপন করে নেবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্বাইকে। নতুন এক প্রজন্ম গড়ে তুলবে সংস্কার কাজটি; যারা প্রাচীনদের তুলনায় ভালো কাজে এগিয়ে থাক্বে অনন্য এক মাত্রায়। এদেরকে দেখে মনে হবে, কেমন যেন মানুষ নতুন করে জন্ম নিল আবার, কেমন যেন সে নতুন করে গড়ে তুলল তার আবাসন। আল্লাহ বলেন:

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তারপর আমি যাকে জীবিত করেছি এবং একটি আলো দান করেছি যার সাহায়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অম্থকারের মধ্যে আছে এবং সেখান থেকে বের হচ্ছে না? এভাবেই কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের নিজেদের কাজকে শোভন করে দেওয়া হয়েছে।"

[সূরা আন'আম, ৬:১২২]

শ্রেষ্ঠির বীজ উৎপাটন, প্রতিমার শেকড় উপড়ানোই হলো সংস্কার সাধনের প্রধান লক্ষ্য। তবে উপড়ানোর বিষয়টি এমনভাবে করতে হবে যাতে করে তা সমূলে বিনাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন-মননে গেঁথে দিতে হবে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাস। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ বিশ্বাস তাদের মনে বন্ধমূল করে দিতে হবে। মনে সৃষ্টি করতে হবে আল্লাহর সম্ভণ্টি ও তাঁর 'ইবাদাতের প্রতি ঝোঁক। মানবসেবা ও সত্যকে সাহায্য করার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে তার। সে নিজের খেয়াল-খুশির ওপর আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেবে। দমন করবে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে। সকল অপযুদ্ধ ধুয়ে-মুছে সাফ করবে। মোট কথা, সংস্কার কাজটি মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক সকল দিক সামলাবে; যে ধ্বংসাত্মক দিকটি তার সব শক্তি একত্র করেছে দুনিয়া ও আশ্বিরাতকে জাহাল্লামে পরিণত করতে। এরপর এটা পরিচালিত হবে এমন এক পথে যার গুরুটা সৌভাগ্য দিয়ে; জ্ঞানী মু'মিনরা যা লাভ করবেন। আর এর শেষ গন্তব্যটা চিরস্থায়ী জাল্লাতে; যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন কেবল মুন্তাকিদের জন্য। রাসূলুল্লাহকে নবি করে পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে যে অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা কুরআন এভাবে দিচ্ছে, আল্লাহ বলেন:

"তোমরা সবাই আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন
হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। তোমরা
পরস্পর শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে হুদ্যতা
সঞ্চার করেছেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে
গিয়েছে। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে অবস্থান করছিলে, তিনি
তোমাদেরকে সেখান থেকে উন্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ
তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনগুলো প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা
দিকনিদেশনা পাও।"
[সূরা আল্-'ইমরান, ৩;১০৩]"

নবিজ্ঞির নুবৃওয়াতের নিদর্শন

নবিজ্ঞির নুবৃত্যাতের নিদর্শনের সংখ্যা অনেক। এর একটি হলো, নবি হওয়ার পূর্বে হাজরে আসওয়াদকে ঘিরে প্রায় সংঘটিত যাওয়া একটা বিবাদের সুষ্ঠু সমাধান। সাহাবি জাবির ইবনু সামুরাহ ্র থেকে বর্ণিত যে, রাসূল 🐞 একবার বলেছেন, "নিশ্চয়ই নবি হওয়ার পূর্বে মাক্কার একটা পাথরের কথা আমার জানা আছে। আমাকে (নবি হিসেবে) পাঠানোর আগেই পাথরটিকে (ঘিরে সৃষ্ট বিবাদ মিটানোর ভার) ন্যস্ত করা হয়েছিল আমার কাছে; আমার এখনো মনে আছে।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলুল্লাহর নুবৃত্তয়াতের অন্য একটি নিদর্শন হলো—সত্য স্বপ্ন। এই সত্য স্বপ্নের মাধ্যমেই ওয়াহির সূচনা ঘটে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন সেটা উদ্ভাসিত হতো সকালের আলোর মতো। তালা নির্জনতা ও ধ্যানমগ্নতা তাঁর কাছে প্রিয় করা হলো। মাক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 'হেরা গুহা' নামক একটি পাহাড়ে তিনি নির্জন সময় কাটাতেন। 'ইবাদাত-বন্দেগি করতেন একনাগাড়ে কয়েক রাত—কখনো দশ রাত, আবার কখনো এক মাস পর্যন্ত তিনি সেখানে কাটিয়ে দিতেন। এরপর তিনি বাড়ি ফিরে আসতেন। সেখানে কাটাতেন অল্পকিছু সময়। আবার নির্জন সময় কাটানোর জন্য নতুন পাথেয় সংগ্রহ করে ফেরত আসতেন হেরা গুহায়। তাঁর কোনো এক নির্জন অবস্থানের সময় ওয়াহি আসার আগপর্যন্ত এভাবেই তিনি হেরা গুহায় নির্জন সময় কাটাতেন। এমনই কোনো এক নির্জনতার মধ্যে এক সময় তাঁর কাছে জিব্রীল ওয়াহি নিয়ে হাজির হন। তেনা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



প্রথম ওয়াহি এবং দা'ওয়াতের সুচনা

প্রথম দিন ওয়াহি অবতীর্ণের ঘটনা

সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদ ***** যখন চল্লিশে উপনীত, তখন তিনি হেরা গুহায় একাকী নির্জন সময় কাটাতেন। সেখানে বসে চিন্তাভাবনা করতেন এই জগৎ ও তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে। নিমগ্ন থাকতেন আল্লাহর 'ইবাদাত-বন্দেগিতে। একাধারে তিনি কয়েক রাতও কাটিয়ে দিতেন সেখানে। খাবার ও পানীয় ফুরিয়ে গেলেই কেবল ফিরে আসতেন বাড়িতে; আবার সেগুলো সংগ্রহ করে নব উদ্যমে আরও অনেক রাত থাকার জন্য চলে যেতেন গুহায়। বি

সেদিন রামাদান মাসের কোনো এক সোমবার। আচমকা আসমানি দূত জিব্রীল প্রথমবারের মতো হেরা গুহায় এসে হাজির হন। । সহীহ বুখারিতে 'আয়িশা 🚕 থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "প্রথমে রাসূলুল্লাহর কাছে যে ওয়াহি আসত তা ছিল—ঘুমের মধ্যে সত্যস্বপ্ন অবলোকন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা তার কাছে ভোরের আলোর মতো স্পষ্ট প্রতিভাত হতো। এরপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় করে দেওয়া হলো। তাই তিনি হেরা গুহায় নির্জনে সময় কাটাতেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত ধরে 'ইবাদাত করতেন; ঘরে আসতেন না। এজন্য তিনি খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি খাদীজার নিকট ফিরে আসতেন এবং আবার খাদ্য-খাবার সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থাতেই তাঁর নিকট সত্যের (ওয়াহির) আগমন ঘটে। ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'পড়ন।' রাসূল 🛳 বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' তিনি (নবিজি) বলেন, 'তখন তিনি আমাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, আমার চরম কষ্ট হচ্ছিল।' এরপর আমাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়্ন'। আমি আবারও বললাম, 'আমি তো পড়তে জানি না।' নবিজি বলেন, 'তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার চেপে ধরলেন এবং আমি আবারও তেমন চরম কষ্ট পেলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়্ন'। আমি জানালাম,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft 'আমি তো পড়তে জানি না।' তখন তিনি তৃতীয়বারের মতো আমাকে জোর করে চেপে ধরলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন,

"পড়ো তোমার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি
করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়ো, তোমার রব তো
মহামহিমান্তি। যিনি কলমের সাহাযো শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা
দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।" [সূরা 'আলাক, ১৬:১-৫]

রাসূলুক্লাহর হৃৎপিশু ধড়ফড় করছিল, তিনি ওই অবস্থাতেই তড়িঘড়ি করে ওয়াহির বাণী নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন।

খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদের কাছে এসে তিনি বললেন, 'ঢেকে দাও আমাকে, তোমরা ঢেকে দাও আমাকে।' তারা তাঁর গায়ে চাদর জড়িয়ে দেন। এতে তাঁর ভয় কেটে যায়। তিনি খাদীজাকে, গুহায় যা যা ঘটেছে, সবকিছু জানিয়ে বললেন, 'আমার প্রাণের ভয় হছে।' খাদীজা তাঁকে বললেন, 'না, অবশ্যই না। আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না; আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন; অন্যরা যা দিতে পারে না, আপনি লোকদেরকে তা-ই দেন; উপার্জনক্ষম করেন নিঃস্বকে; আহার দেন অতিথিকে। বিপদ-বিপর্যয়ের সময় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।'

এরপর খাদীজা নবিজিকে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল ইবনু আসাদ ইবনু 'আবদুল-'উয্যার কাছে আসেন। জাহিলি যুগে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন; হিব্রু ভাষায় লিখতে জানতেন তিনি। আল্লাহ তাকে যতটুকু সাধ্য দিয়েছেন সে অনুযায়ী তিনি হিব্রু ভাষায় ইনজীল লিখতেন। খুবই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। চোখেও দেখতে পাচ্ছিলেন না। খাদীজা তাকে বললেন, "'ভাই, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন তো একটু।' ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন, 'ভাতিজা, তুমি আসলে কী দেখো?' যা যা দেখেছেন রাসূল 🗱 সব তার নিকট ব্যক্ত করেন। শুনে ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, 'ইনি হলেন নামূস (জিব্রীল); আল্লাহ তাকেই নবি মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়। আমি যদি যুবক থাকতাম সে সময়; হায়। যখন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দেবে সে সময় আমি যদি জীবিত থাকতাম।' এ কথা শুনে রাসূল 🗱 বলে উঠলেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' ওয়ারাকা উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ, তোমার মতো এরূপ যারাই তা নিয়ে এসেছেন তাদের সঙ্গেই শক্রতা করা হয়েছে। আমি যদি তোমার সেইদিন পাই, তবে তোমাকে প্রাণপণে সাহায্য করব।' কিন্তু কিছুদিনের মাথায় ওয়ারাকা মারা যান; এবং ওয়াহি বিরত থাকে (কিছুদিনের জন্য)।"

সাইয়িদা আয়িশার বর্ণিত ইাদীসটিতে চিন্তা-ভাবদার খোরাক রয়েছে বিস্তর; একজন গবেষক রাস্লুল্লাহর সীরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ই খুঁজে পাবেন এখানে। এর কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

নেকস্বপ্ন

নবিজির প্রথম ওয়াহি কীভাবে শুরু হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'আয়িশা তার হাদীসে উল্লেখ করেছিলেন নেকস্বপ্ন বলে। কোনো কোনো সময় এটাকে সত্যস্বপ্নও বলা হয়েছে। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—পবিত্র স্বপ্ন। এর জন্য হৃদয় বিস্তৃতি লাভ করে, আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। ''' যুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখানোর মাধ্যমে ওয়াহির প্রক্রিয়া শুরুর পেছনের কারণ হচ্ছে, সম্ভবত, যদি আচমকা একদিন জিব্রীল এসে তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন, স্বপ্ন দেখিয়ে দেখিয়ে এর জন্য প্রস্তুত করা না হতো, তবে অবস্থা কী দাঁড়াত? রাসূল শ্ল হয়তো ভয় পেয়ে যেতেন প্রচণ্ডভাবে; আর একবার ভয় পেলে জিব্রীলের কাছ থেকে তিনি আর কিছুই গ্রহণ করতে পারতেন না। এজনাই আল্লাহর প্রজ্ঞা ছিল এই যে, নবিজির কাছে প্রথম প্রথম ওয়াহি আসবে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হয়ে; এর ওপর যাতে তিনি ধীরে ধীরে অভ্যন্থ হয়ে ওঠেন। বিশ্বর

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, সত্য-নেকস্বপ্ন নুবৃওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বায়হাকি উল্লেখ করেন যে, 'আলিমরা বলেন,

> "নেকস্বপ্ন দেখার সময়সীমা ছিল ছয় মাস।" তবে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কুরআনের কোনো অংশই রাসূলুল্লাহর কাছে ঘুমের মধ্যে নাযিল হয়নি, বরং কুরআন পুরোটাই নাযিল হয়েছে তাঁর জাগ্রত অবস্থায়।

দুনিয়ার জীবনে সত্যস্বপ্ন দেখাটা কোনো সুসংবাদপ্রাপ্তির মতোই। রাস্ল 🗯 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "হে মানবসকল, সত্যস্বপ্প ছাড়া নুবৃওয়াতি–সুসংবাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই; একজন মুসলিম তা দেখে অথবা তার জন্য তা দেখানো হয়।"।ॐ।

জিব্রীল হেরা গুহায় ওয়াহি নিয়ে আসার আগপর্যন্ত রাসূল # সুন্দর সুন্দর স্থান্ত দেখতেন। স্বপ্নগুলো তাঁর হৃদয়কে প্রশন্ত করে প্রশান্তি দিত। জীবনের সব নান্দনিকতার দ্বার তাঁর সামনে অবারিত করে। সভা সত্যস্থপ্প দেখার মধ্য দিয়েই যে রাসূলুল্লাহর কাছে ওয়াহির আগমন ঘটেছে তার প্রমাণ রয়েছে ওয়াহি সূচনার সব বর্ণনাতেই; তিনি ঘুমে সত্যস্থপ্প দেখতেন। জাগ্রত অবস্থায় তিনি সেগুলোর বাস্তবায়ন দেখতে পেতেন; ঠিক স্বপ্নে যেভাবে যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই। কোনো কিছুই ভুলে যেতেন না। কেমন যেন তাঁর মন-মগজে সেগুলো অন্ধিত হয়ে আছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবিজির দেখা স্বপ্নের সবচেয়ে সৃন্দর উপমা দিয়েছেন সাইয়ািদা 'আয়িশা 🚲। তিনি বলেন, "(তাঁর স্বপ্ন ছিল) প্রভাতের আলাের মতাে।" অর্থাৎ রাতের আধার চিরে প্রভাতের আলাে যেভাবে উদ্ভাসিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে রাসূল্লাহর স্বপ্নগুলাে বাস্তব হয়ে ধরা দিত।

নির্জনপ্রিয়তা ও হেরা গুহায় ধ্যানমগ্রতা

মুহাম্মাদ ***** তখনও নুবৃওয়াত লাভ করেননি। নুবৃওয়াত লাভের কিছু পূর্বে নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠে তাঁর কাছে; তাঁর মন-মগজ ও আত্মা যাতে জাগতিক সব ঝঞ্জাট থেকে মুক্ত থেকে অনাগত ওয়াহির বাণী পূর্ণ মনোযোগে গ্রহণ করতে পারে। জীবনের ব্যস্ততা ও সৃষ্টির সঙ্গে অধিক মেলামেশা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হেরা গুহাকে তিনি গ্রহণ করেন নিজের ধ্যানমগ্রতার স্থান হিসেবে। চিন্তাশক্তি, আত্মিক অনুভূতি, চিত্তের আবেগ এবং বিবেকের সচেতনতাকে তিনি পুরোপুরি নিবিষ্ট করেন, একান্ত নিভূতে, জগতের উদ্ভাবক, সৃষ্টির প্রস্তাকে খুঁজতে, বুঝতে, চিনতে, জানতে।

এই হেরা গুহা, যেখানে রাসূল # বারবার ফিরে আসেন, এখান থেকে আশপাশের সবকিছুর একটা স্পষ্ট চিত্র রাস্লুল্লাহর দৃষ্টিগোচর হয়: দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়সারি; যেন সেগুলো আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনায় সিজদাবনত। আরেকটু ওপরে তাকালে নজরে পড়ে সুনীল নির্মল আকাশ। এমন একটা পরিবেশ ধ্যানে নিমগ্র হওয়ার জন্য যথার্থই উপযোগী। দৃষ্টিশক্তি ভালো হলে এখান থেকে মাকা শহরটাও নজরে পড়বে।

এই যে রাসূলুল্লাহর কাছে নির্জনে ধ্যানমগ্ন থেকে সময় কাটানোটা প্রিয় হয়ে ওঠা, এর পেছনেও গভীর প্রজ্ঞা ছিল। এটা বিশেষ এক ধরনের প্রস্তুতি-পর্ব ছিল তাঁর জন্য। পাশাপাশি আত্মাকে বস্তুগত-উপকরণ-সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে দূরে রেখে সর্বক্ষেত্রে মহান রবের সুমহান প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তোলাও ছিল এর একটি কারণ। নুবৃওয়াতের পূর্বে আসমান-জমিন ও এর মধ্যকার সৃষ্টি দেখে এর স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা ও তাঁর মাহাত্ম্য উদ্ঘাটনে চিস্তায় বিভোর থাকাই ছিল নবিজির 'ইবাদাত। তা

একাস্ত নির্জনে-নিভৃতে ধ্যানমগ্ন হয়ে যিকির-আযকার ও 'ইবাদাত-বন্দেগি করে কাটানোর চিস্তাটা অনেকে এখান থেকেই গ্রহণ করে থাকেন; যাতে অন্ধকার দূর হয়ে ব্যক্তির হৃদয় আলোকিত হয়। গাফিলতির ঘুম থেকে জেগে ওঠে সে যেন সতর্ক হয়। ভূল-শ্রান্তি, কামনা-বাসনার বেড়াজাল ছিন্ন করে সে যেন বেরিয়ে আসতে পারে সত্যের শুশ্রতার দিকে। রামাদান মাসে ই'তিকাফ করা নবিজির একটি সুন্নাহ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
মুসলিমের জন্যই ই'তিকাফ গুরুত্বপূর্ণ একটি 'আমাল। একজন বিচারক, 'আলিম,
সেনাপতি কিংবা ব্যবসায়ী সব মুসলিমের জন্যই 'আমালটি সমান গুরুত্বের দাবি
রাখে। ই'তিকাফের সময়টি অন্তর ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পাপ থেকে বেঁচে
থাকার জন্য একটি উত্তম সময়। যথাযথভাবে ই'তিকাফ পালন করলে আমরাও
আমাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারব। চূড়ান্ত হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার আগেই
আমরা আমাদের নিজেদের হিসাব করে ফেলতে পারব।

যারা ইসলামের দা'ওয়াত মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছানোর মহান দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাদের উচিত, নিজেদেরকে একান্তে কিছুটা সময় দেওয়া; সারাদিনের কাজের ওপর চোখ বুলিয়ে নেবেন একবার এই অবসরে। ভুলপ্রান্তির জন্য রবের কাছে তাওবা করবেন অনুতপ্ত হয়ে। কীভাবে দা'ওয়াত বাস্তবায়ন করা যায়—সেই চিন্তায় কিছু সময় নিময় হবেন। এ পথের অন্তরায়শুলো কী কী, এ থেকে উদ্ভোরণের পথই-বা কী? এসব সমাধানের চিন্তায় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বয়য় করবেন। খুঁজে বের করবেন বয়র্থতার কারণগুলো। সমাজের বাস্তবতা, এর ভালোমন্দ দিকের খুঁটিনাটি দিকসহ সবকিছুই তারা ভাবতে পারেন ই'তিকাফে বসে।

"তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) একাধারে অনেক রাত সেখানে ধ্যানমগ্ন হয়ে সময় কাটান।"—সাইয়্যিদা 'আয়িশার উজিটির ব্যাখ্যায় শাইখ মুহাম্মাদ 'আবদুয়াহ দারায় বলেন, "রাতের সংখ্যা কথাটি আসলে একটি ইঙ্গিতবহ বাক্য; খুব কম না, আবার খুব বেশিও না; বরং এ দুইয়ের মাঝামাঝি একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে কাটাতেন। নবি হওয়ার পূর্বেও রাস্ল ৠ সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলতেন। আর নবি হওয়ার পর তো চলতেনই; মুসলিম জাতির জন্য এটি নিঃসন্দেহে অনুপম শিক্ষার বিষয়। আয়াহ যে তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রাহমাতস্বরূপ পাঠাবেন—নুবৃওয়াতের একটি ইঙ্গিতও ছিল এটি।

ওয়াহির অবতরণ

অবশেষে, প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, নবিজির নিকট সত্য এসে পৌঁছল। ফেরেশতা জিব্রীল তাঁর নিকট এসে তাঁকে বললেন, 'পড়্ন।' রাস্ল ***** বলেন, "'আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না।' তিনি আমাকে তৃতীয়বারের মতো ধরে জাের করে চেপে ধরলেন। এরপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন,

'পড়ো তোমার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়ো, তোমার রব তো মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না'।" এই জায়াডগুলোই পহিমান্তি কুরজানের নায়িলক্ট প্রথম আয়ান্তি বিশ্বানে মানুষ সৃষ্টির রহস্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে জামাটবাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যা জানত না আল্লাহ তাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন—আল্লাহর অপার এই করুণার কথাও এখানে আলোচিত হয়েছে; জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন। এই জ্ঞানের কারণেই ফেরেশতাদের মধ্যে প্রথম মানব আদম বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন। জ্ঞান কখনো বিবেকের দুয়ারে কড়া নাড়ে, কখনো সে অনুদিত হয় মানবের বাচনভঙ্গিতে, আবার কখনো সে নিজেকে সজ্জিত করে কলমের ডগায়।

নবিজির নুবৃওয়াতের সূচনা ঘটে এই আয়াতগুলো নাযিলের মধ্য দিয়ে। ওয়াহি নাযিলের ঘটনাটি ছিল নিঃসন্দেহে এক মহান ঘটনা। শহিদ সাইয়্যিদ কুতুব তার বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ 'ফী যিলালিল কুরআন'-এ ওয়াহি নাযিলের ঘটনাকে এভাবে তুলে ধরেন "ওয়াহি নাযিলের এই ঘটনা প্রকৃত প্রস্তাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা এবং নিঃসন্দেহে খুবই বিশাল ঘটনা; এর বিশালতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আজকের এই দিনে, এই সময়ে আমরা এই বিশালতার কিছু অংশকেও যদি আয়ন্তে আনতে চাই তা সম্ভব না, কিছুতেই না। আমাদের কল্পনা শক্তি তার ধারে কাছেও পৌছতে সক্ষম হবে না। ঘটনাটির গুরুত্ব বোঝার জন্য অনেক প্রচেষ্টাই হয়েছে, কিন্তু সেগুলো এর প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। ওই ঘটনার মধ্যে এমন অনেক বিষয়ই আছে যা আজও আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। বাড়াবাড়ি না করেও বলা যায়, ওয়াহি নাযিলের ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য মানব ইতিহাসে এত বেশি যে, এর সঙ্গে অন্যকিছুর তুলনাই চলতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হলো, এই সময়ে এই ঘটনাটি ঘটার পেছনে রহস্য কী?

এর প্রকৃত রহস্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাসহ বর্তমান আছেন। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তিনি বিশ্ব-জগতের মালিক। সর্বত্র কেবল তাঁরই আধিপত্য। সম্ভ্রম, বড়ত্ব ও প্রেষ্ঠত্বের মালিক আর কেউ না, শুধু তিনিই। তিনি বড় দয়া করে তাঁর সৃষ্টির ক্ষুদ্র এক জীব মানুষকে দয়া করলেন। অথচ এই মানুষের বসবাস মহাশূন্যের 'পৃথিবী' নামক এমন এক প্রহে যা প্রায়্ত দেখাই যায় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই সৃষ্টিকে সম্মানিত করলেন; তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করে তাকে তাঁর হিদায়াতের নূর দিলেন, বানালেন তাঁকে ওয়াহি ধারণ করার পাত্র। আল্লাহ তাঁর এই নগণ্য সৃষ্টিকে কাচ্চিক্ত সম্মান পাওয়ার যোগ্য বানালেন।

কলমের প্রয়োজনীয়তা, জাতি গঠনে জ্ঞানের গুরুত্বের অপরিসীমতা বোঝানোই প্রথম ওয়াহির মূল প্রতিপাদ্য। এখানে আরেকটি ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, মানুষদেরকে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বিশেষায়িত করার মাপকাঠি হওয়া উচিত জ্ঞান; জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি নিরুপিত হবেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ইসলাম জ্ঞানের মর্যাদাকে সূপ্রতিষ্ঠিত করেছে: রাস্লুলাহর নিকট পৌঁছানো প্রথম কালিমাটি, প্রথম শব্দটি ছিল 'পড়ো' এমন আদেশ-সংবলিত। আল্লাহ বলেন,

"পড়ো তোমার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"
[স্রা আলাক, ৯৬:১]

ইসলাম যতদিন থাকবে ততদিন জ্ঞান আহরণে, বিদ্যা অর্জনে সে অনুপ্রাণিত করেই যাবে। অন্যকিছু নয়, ইসলামই প্রথম জ্ঞানীর কদর করেছে। অন্যদের থেকে জ্ঞানীকে করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাহ বলেন,

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'মজলিশে জায়গা প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা জায়গা করে দিয়ো। তা হলে আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তখন উঠে যেয়ো। তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।"

আল্লাহ আরও বলেন,

"যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সিজদায় কিংবা দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ
করে, পরকালকে ভয় করে ও নিজ রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে
কি তার সমান, যে তা করে না? বলো, 'যারা জানে ও যারা জানে
না, তারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ
গ্রহণ করে।"
[সূরা আয-যুমার, ৩৯:৯]

কল্যাণকর জ্ঞানের একমাত্র উৎস আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা; তিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন এমন বিষয় যা সে জ্ঞানত না। মানুষ যখন তার জ্ঞানের উৎসমূল থেকে দূরে সরে পড়ে, দূরতম সম্পর্কও না রেখে অন্য জ্ঞান অম্বেষণে ঝুঁকবে, সে জ্ঞান তার সত্যিকার কোনো উপকার সাধন করবে না, বরং সেটা তার বিনাশের কারণও হতে পারে।

প্রথম ওয়াহি গ্রহণে কষ্টের তীব্রতার অনুভৃতি

জিব্রীল পড়ার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছিলেন নবিজিকে; তাঁকে ধরে একের পর এক চাপ দিচ্ছিলেন; এতে রাসূলুদ্ধাহর কষ্টের তীব্রতা চরমে পৌঁছে। তিনি ক্লান্ত Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ও দুর্বল হয়ে পড়েন। এরপর থেকে তিনি যখনই ওয়াহি গ্রহণ করতেন, প্রচণ্ড চাপ, ক্লান্তি ও ভার অনুভব করতেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

> "আমরা তোমার ওপর এক ভারী (গুরুত্পূর্ণ) বাণী অবতীণ করব।" [স্রা মুযযাম্মিল, ৭০:৫]

ওয়াহির বাণী গ্রহণে নবিজ্ঞির এমন কট্ট হওয়ার পেছনে, নিশ্চিত, বড় ধরনের কোনো প্রজ্ঞা লুক্কায়িত আছে। হতে পারে, দীন-ইসলামের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনাই এর উদ্দেশ্য। আবার এমনও হতে পারে, মুসলিম উদ্মাহকে এ কথা জানানো যে, যে দীন দিয়ে তাদেরকে অনুগ্রহ করা হয়েছে, যে দীনের পরিচয়ে তারা আজ মুসলিম, সেই দীন এমনি এমনি আসেনি: বরং অনেক কট্ট ও ত্যাগ স্বীকারের পর এ দীন আমাদের কাছে এসেছে।

প্রয়হির আগমন, নিশ্চয়ই, এমন এক মুজিয়া, এমন এক অলৌকিক ঘটনা, প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে যার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাসূল ঋ আল্লাহর বাণী কুরআন পেয়েছেন জিব্রীলের মাধ্যমে। এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, তিনি ওয়াহি পেয়েছেন মনের কোণে উকি দেওয়া কোনো ভাবনা থেকে। কিংবা এমন ভাবারও কোনো সুযোগ নেই যে, গভীর কোনো চিন্তায় নিবিষ্ট থাকার ফল হিসেবে ওয়াহির বাণীগুলো ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে। ওয়াহির আগমন বাতিনি কোনো ধারায় নয়, বরং এর আগমন হয়েছে সম্পূর্ণ বাহ্যিকরূপে। এই ওয়াহি তথা কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর প্রকাশ পেয়েছে নবিজির কথায়; তাঁর অগণিত হাদীসের পরতে।

ওয়াহির প্রকৃতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে দীনের য়াবতীয় বিধি-বিধান, আকীদাবিয়াস, আইন-কানুন ও আচার-আচরণ। এই কারণেই প্রাচ্যবিদ ও তাদের তাঁবেদার নাস্তিকরা ওয়াহির প্রকৃতিকে আঘাত করতে, তাদের সন্দেহের তির ওয়াহির গায়ে বিদ্ধ করতে চেষ্টার কোনো ক্রটি রাখেনি। ওয়াহির প্রকৃতি সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ ও নির্ভরয়োগ্য ইতিহাস বইয়ের পাতায় য়েসব বর্ণনা এসেছে, সেগুলোকে তারা রীতিমতো পাশ কাটিয়ে ওয়াহি আগমনের বাহ্যিক এ ধারাটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে-পৌঁচয়ে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। তাদের একজনের বক্তব্য তো এরকম, "নিশ্চয় মুহাম্মাদ কুরআন ও ইসলামের মূলনীতিগুলো বাহিরা পাদরির কাছ থেকেই শেখেছেন।" কেউ কেউ আবার এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করে, "মুহাম্মাদ প্র একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন। দাঙ্গা বাধাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।"

কিন্তু বাস্তবতা কী বলছে দেখুন: রাসূল 🕸 অন্যদিনের মতো সেদিনও ছিলেন হেরা গুহায়। আচমকা তাঁর সামনে ফেরেশতা জিব্রীল এসে হাজির। রাসূল 🛊 তাঁকে নিজ চোখেই সদ্মুখে দাঁড়ানো দেখেন। দূত তাঁকে বলছিলেন, 'পড়ন'। ব্যাপারটি আসলে কী বৌঝাছেই এতে প্রমাণিত বি, গুয়াহির আর্গমন কোনোর্ভারেই রাস্লুলাহর মনের কোণে উকি দেওয়া কোনো বিষয় ছিল না। এটা বাতিনিভাবে ঘটেছে এমনও নয়। বরং বস্তুগতভাবেই জিব্রীল তাঁকে জোরে চেপে ধরেছিলেন। এরকমভাবে তাঁকে তিনবার চেপে ধরেন। চাপের চোটে তিনি কস্টের চরম সীমায় গিয়ে পৌছেন। প্রত্যেকবারই জিব্রীল তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'পড়ুন'। এই চেপে ধরা, তার ফলে নবিজির কস্ট হওয়া এবং জিব্রীলের তাঁকে পড়তে বলা—সবকিছুই ওয়াহির আগমন বাহ্যিকভাবে হওয়ার জোর তাগিদ প্রমাণ করে।

রাসূলুল্লাহর প্রতিক্রিয়া তখন কেমন? যা দেখলেন এবং যা শুনলেন তাতে প্রচণ্ড ভয় পান তিনি। ছুটে আসেন বাড়িতে। তাঁর বুক ধড়ফড় করছিল। এতে প্রমাণিত, ভার বহন করতে হবে এবং মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছাতেও হবে—এমন রিসালাতের জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন না। ছিলেন না উন্মুখ। প্রাহি আগমনের এই অনুধাবনকে আল্লাহ কুরআনে ব্যক্ত করেন এভাবে,

"এভাবেই আমি তোমার কাছে আমার আদেশক্রমে একটি প্রাণ প্রেরণ
করেছি, যখন তুমি জানতে না কিতাব কী, আর ঈমান কী। কিন্তু
আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমি আমার দাসদের মধ্যে
যাকে ইচ্ছা পর্থানদেশ করি; তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন
করো—আল্লাহর পথ। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা
তাঁরই। জেনে রেখো, সব বাাপারের পরিণতি আল্লাহর দিকে।"

[সুরা আশ-শুরা, ৪২:৫২, ৫৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

"যখন আমার স্পস্ট আয়াত তাদের কাছে পড়া হয় তখন যারা আমার
সাক্ষাতের ভয় করে না। তারা বলে, এ ছাড়া অন্য এক কুরআন
আনো বা একে বদলে দাও। বলো, নিজে থেকে এ পরিবর্তন
করা আমার কাজ নয়। আমার কাছে যে ওয়াহি আসে, আমি তারই
অনুরসরণ করি। আমি আমার রবের অবাধাতা করলে আমার ভয়
হয় মহাদিনের শাস্তির'।"
[স্রা ইউনুস, ১০: ১৫, ১৬]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ওয়াহি গ্রহণ করেছেন। এতেই ওয়াহির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ড. আল-বৃতী ওয়াহির প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট নিচের চারটি দিক তুলে ধরেছেন :

- কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য খুবই স্পষ্ট: কুরআন অবতীর্ণ হওয়র সঙ্গে সঙ্গে একে লিখে ফেলার আদেশ ছিল। অপরদিকে, হাদীস লেখার জন্য কোনো তাগিদ ছিল না, বরং এটা সাহাবিদের মুখস্থ শক্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে এখানে এ কথা বোঝার কোনো সুযোগ নেই যে, হাদীস পুরোপুরি রাসূলুয়াহর নিজের পক্ষ থেকে, এর সঙ্গে তাঁর নুবৃওয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং কুরআন হলো তা-ই যার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি বাক্য আল্লাহর কাছ থেকে জিব্রীলের মাধ্যমে নবিজির নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়। কিন্তু হাদীসের ব্যাপারটি এ রকম নয়; এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর কথাগুলো নবিজির মুখিনিঃসৃত। তিনি জিব্রীলের কাছ থেকে যে কুরআন গ্রহণ করেছেন, তা যাতে কোনোভাবেই নিজের কথার সঙ্গে মিশে না যায়—সেদিকে ছিল রাসূলুয়াহর সতর্ক নজর।
- নবিজিকে অনেক সময় এমন অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো যার উত্তর তিনি জানতেন না। কখনো কখনো তিনি উত্তর না দিয়েই অনেকদিন চুপ থাকতেন। অপেক্ষা করতেন, কখন এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হবে কুরআনের আয়াত। এরপর এক সময় প্রশ্নটির উত্তর-সংবলিত কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। তিনি সে আলোকে লোকদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন।
- আবার কখনো কখনো রাসূল
 ইহু হয়তো কিছু বিষয়ে একটা নির্ধারিত পয়া
 অবলম্বন করতেন। তারপর দেখা গেল সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে কুরআনের
 আয়াত নায়িল হলো, য়েখানে তাঁকে সে পয়াটি পরিত্যাগ করতে বলা হতো
 কিংবা সেজন্য তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হতো।
- রাসূল
 ছ ছিলেন একজন নিরক্ষর মানুষ। এমন একজন ব্যক্তি যিনি পড়তে জানতেন না, লিখতে জানতেন না, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় যে, তিনি ইতিহাসের আগাগোড়া, খুঁটিনাটি বিস্তারিত সব জানবেন। নবি ইউস্ফের কাহিনি, নবি মুসার মা মুসাকে সাগরে নিক্ষেপ করার কাহিনি এবং ফিরাউনের কাহিনি একজন উদ্মির পক্ষে, একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে জানা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এগুলো জানা সম্ভব হতে পারে কেবল ওয়াহির মাধ্যমে। এবং

এখানেই লুকিয়ে আছে নবিজির নিরক্ষর বা উদ্দি হওয়ার রহস্য; আল্লাহ বলেন,

"তুমি তো এর আগে কোনো কিতাব পাঠ করোনি এবং নিজের হাতে কোনো কিতাব লেখোনি যে, মিথাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।" [সূরা আনকাবৃত, ২৯:৪৮]

জীবনের ৪০ বছর পর্যন্ত রাসূল ঋ তাঁর জাতির নিকট সততার এক উজ্জ্বল প্রতীক ছিলেন। সততা ও বিশ্বস্ততাসহ তিনি জীবনের এতটা বছর অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বসবাস করেছেন তার জাতির মাঝে। সংগত কারণেই তিনি যে তাঁর নিজের সঙ্গে সং ছিলেন, সং থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক। তাই ওয়াহির বাস্তবতা ও হেরা গুহায় সেদিন নবিজির কী ঘটেছিল—বিষয়গুলো যথাযথভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, রাসূল ঋ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি নতুন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন,

"আমি তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি কোনো সন্দেহ
হয়, তবে যারা তোমার পূর্ববতী কিতাব পাঠ করে তাদেরকে
জিজ্ঞেস করো। আসলে তোমার কাছে তোমার রবের কাছ থেকে
সত্য এসেছে। তাই কিছুতেই তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"
[সুরা ইউনুস, ১০:১৪]

বর্ণিত আছে যে, উপরের আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ఉ বলেছিলেন, "আমি সন্দেহ পোষণ করব না এবং আমি জিজেসও করব না।" া

ওয়াহি অবতীর্ণের বিভিন্ন পদ্ধতি

ওয়াহি অবতীর্ণের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা করতে গিয়ে ইবনুল-কাইয়্যিম ৬ প্রকারের কথা উল্লেখ করেন। যথা:

সতাস্বপ্ন

সত্যস্বপ্ন দেখার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর নিকট ওয়াহি অবতীর্ণের সূত্রপাত। উদ্ভাসিত প্রভাতের মতো স্পষ্ট হয়ে তাঁর কাছে স্বপ্ন ধরা দিত। হাদীসে এসেছে,

"নবিদের স্বপ্ন ওয়াহি।"

নবি ইবরাহীমের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

"ইবরাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি।' [সূরা আস-সফ্ফাত, ০৭:১০২]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইলহাম বা অনুপ্রেরণা

ইলহাম পদ্ধতিতে ওয়াহি অবতীর্ণের ধারাটি ছিল এ রকম: রাস্লুল্লাহর অন্তরে ফেরেশতা ওয়াহি এমনভাবে ফুঁকে দিতেন যে, তিনি ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন না। যেমন: রাসূল 🕸 বলেন,

> "রুহুল-কুদুস (জিব্রীল) আমার অস্তরে সেটা ফুঁকে দিতেন।" । "নিশ্চয়, নিজের পাওনা, নিজের রিজিক পূর্ণ করা ছাড়া কোনো ব্যক্তিই মারা যাবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালোভাবে ও সুন্দর করে চাও।" ।

ঘণ্টাধ্বনির মতো ওয়াহির আগমন

এ পদ্ধতিতে ওয়াহি আগমনের সময় প্রচণ্ড শব্দে ঘণ্টাধ্বনির মতো বাজতে থাকত।

যত প্রকারে, যতভাবে ওয়াহি আসত তার মধ্যে এ পদ্ধতিতে ওয়াহি আগমনের সময়
রাস্লুল্লাহর সবচেয়ে বেশি কষ্ট হতো। উদ্মুল-মু'মিনীন 'আয়িশার হাদীসে যেমনটি

এসেছে: হারিস এ একবার রাস্লুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনার কাছে কীভাবে

ওয়াহি আসে?" জবাবে রাসূল ﷺ বলেন,

"কখনো ঘণ্টার শব্দের মতো আমার কাছে আসে। তবে এটা আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টদায়ক। তারপর সেটা বন্ধ হয়, কিন্তু ইতোমধ্যে যা বলা হয় তা আমি গ্রহণ করে ফেলি। আবার কখনো কখনো ফেরেশতা মানুষের অবয়বে আমার কাছে আসে এবং কথা বলে আমার সঙ্গে। এবং সে যা বলে আমি তা মুখস্থ করি।"

ফেরেশতাদের কোনো রকম মধ্যস্থতা ছাড়াই নবিজির কাছে আল্লাহ সরাসরি ওয়াহি করেন

এ পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, নবি মূসার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন। আল্লাহর কথা বলার মাধ্যমে ওয়াহি প্রেরণের এই মর্যাদা কুরআনের দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর নবিজির কাছে এ পদ্ধতিতে ওয়াহির আগমন ইসরার ঘটনায় প্রমাণিত।

নিজ আকৃতিতে জিব্রীলের অবতরণ

এ পদ্ধতিতে আল্লাহ যা চেয়েছেন তা নবির কাছে ওয়াহি করেছেন। জিব্রীলকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে সে আসল রূপে নবি 比 তাকে দুইবার দেখেছেন। জিব্রীল ৬০০ ডানবিশিষ্ট। প্রথমবার দেখেছেন হেরা গুহায়, যখন রাসূল 🛊 প্রথমবারের মতো ওয়াহি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার দেখেন ইস্রার ঘটনার রাতে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মানুষের আকৃতিতে জিবীলের আগমন

এ পদ্ধতিতে ওয়াহি অবতীর্ণের ঘটনায় কখনো কখনো সাহাবিরা জিব্রীলকে মানুষের আকৃতিতে দেখেন। যেমন: এক ঘটনায় জিব্রীল রাসূলুল্লাহর কাছে আসেন বেদুইনের বেশ ধরে। এসে অনেকগুলো প্রশ্নও করেন নবিজিকে। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান কী এবং কিয়ামাতের আলামতগুলো কী কী ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহর ওপর ওয়াহি অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে এক অবযুগের সূচনা করে মানবজাতির জীবনে। নবি 'ঈসার পর অনেক দিন ওয়াহি আসা বন্ধ ছিল। অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে মানুষের যখন আর কোনো দিশা পাচ্ছিল না, ঠিক তখনই নবিজির ওপর অবতীর্ণ হয় ওয়াহি।

ওয়াহি আসার প্রক্রিয়াটি রাস্লুল্লাহর জন্য খৃবই কস্তের ছিল। তাঁর হাদীস থেকেই এটা প্রমাণিত। অথচ আমরা জানি, তিনি ছিলেন তাঁর জাতির মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী একজন মানুষ। তাঁর নুবৃওয়াতের ২৩ বছরব্যাপী অনেক ঘটনাই এর প্রমাণ। আমরা এও জানি যে, ওয়াহি অবতীর্ণের ঘটনাটি মানুষে মানুষে কথোপকথনের মতো ছিল না মোটেই। বরং মহান ফেরেশতার সম্বোধনের মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন ছিল ওয়াহি অবতীর্ণের প্রক্রিয়াটি; ফেরেশতা বয়ে আনতেন আল্লাহর বাণী। নেমে আসতেন এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাকে আল্লাহ তাঁর এই বাণী দিয়ে সব মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য বেছে নিয়েছেন।

ওয়াহির দায়িত্ব অনেক বড়। প্রথম ওয়াহি অবতীর্ণের ঘটনাটি নবিজির জন্য ছিল ভীতিকর একটা অবস্থা। এ দায়িত্ব পালন করাটা কোনো সহজ কাজ নয়; যেকেউ এ মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা রাখে না। কেবল আপ্লাহ যাকে এই রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন তিনিই শুধু পারেন।

প্রথম ওয়াহির ঘটনায় নবিজি মুহাম্মাদ **এ** যে ভয় পেয়ে যান তাঁর কথাই এর প্রমাণ। হেরা গুহা থেকে নেমে এসে খাদীজাকে তিনি বলেছিলেন, "আমার প্রাণের ভয় হচ্ছে।" একই হাদীসে মা 'আয়িশার উক্তিটিও এর প্রমাণ বহন করে। 'আয়িশা বলেন, "রাসূলুল্লাহর হৃৎপিশু ধড়ফড় করছিল, তিনি ওই অবস্থাতেই ওয়াহির বাণীগুলো নিয়ে ফিরে আসেন। খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদের কাছে এসে তিনি বললেন, "ঢেকে দাও আমাকে, তোমরা ঢেকে দাও আমাকে।" উপস্থিত লোকেরা তাঁর গায়ে চাদর জড়িয়ে দেন। এতে তাঁর ভয় কেটে যায়।"

নবিজির ওপর ওয়াহি অবতীর্ণের তীব্রতার বর্ণনা বুখারি ও মুসলিম, হাদীসের বিশুদ্ধ এই দুইটি কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম 'আয়িশা ্র থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "আমি একবার তাঁর (রাসূল 🕸) ওপর প্রচণ্ড শীতের দিনে ওয়াহি নায়িল হতে দেখেছিলাম by he নায়িল শেষ হওয়ার পর দেখলাম, তাঁর কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে।"

অন্য একটি বর্ণনায়, 'উবাদা ইবনু সামিত 🚕 বলেন,

"রাসূলুল্লাহর ওপর যখন ওয়াহি নাযিল হতো, তখন তাঁর নিদারুণ যন্ত্রণা হতো। তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে সাদা থেকে কালো রং ধারণ করত।"

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একজন সৎ স্ত্রীর ভূমিকা

নবিজ্ঞির বুক ধড়ফড় করছিল, তিনি ওই অবস্থাতেই ওয়াহির বাণীগুলো নিয়ে খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদের কাছে এসে তিনি বললেন, 'ঢেকে দাও আমাকে, তোমরা ঢেকে দাও আমাকে।' তারা তাঁর গায়ে চাদর জড়িয়ে দেন। এতে তাঁর ভয় কেটে যায়। তিনি খাদীজাকে, গুহায় যা যা ঘটেছে, সবকিছু জানিয়ে বললেন, 'আমার প্রাণের ভয় হছে।' খাদীজা তাঁকে বললেন, 'না, অবশাই না। আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না; আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন; অন্যরা যা দিতে পারে না, আপনি লোকদেরকে তা-ই দেন; উপার্জনক্ষম করেন নিঃস্বকে; আহার দেন অতিথিকে। বিপদ-বিপর্যয়ের সময় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান'।

নবি মুহাম্মাদ

ম্বাধ্বাদ

ম্বাধ্বাদ

মবাজির পাশে থেকে তাঁর মনোবল বাড়ানোর অসাধারণ এক ভূমিকা পালন করেন।
এটা খাদীজার দৃঢ় মনোবলেরই প্রমাণ। রাসূলুল্লাহর মুখ থেকে ঘটনাটি শুনেই কিন্তু
ভয় পেয়ে যাননি খাদীজা

মানি হতবিহ্বল। বরং ধীরে-সুস্থে, শান্তভাবে পুরো
ব্যাপারটি মোকাবিলা করেন। ছুটে যান ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের কাছে। সব বৃত্তান্ত
একে একে পেশ করেন চাচাতো ভাইয়ের কাছে।

ওয়াহি নাযিলের খবর শুনে তাৎক্ষণিক যে ভূমিকা খাদীজা ্র নিলেন তা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরতা ও ব্যাপকতার ইঙ্গিতবাহী। তখনই তিনি বুঝে ফেলেন যে, চারিত্রিক সৌন্দর্যের সুষমায় সুষমিত এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। নবিজির চারিত্রিক শুণগুলোকে বর্ণনা করে খাদীজা ্র বলেন, "তিনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন।" মানুষ তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে—কথাটির অর্থই হচ্ছে, নিজেকে কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা এবং মানুষের প্রতি সদয় হওয়া। কারণ, কোনো মানুষের চারিত্রিক গুণাগুণ কেমন—সেটা জানার জন্য খুব বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আত্মীয়ম্বজনের কাছে গেলেই সেটা প্রকাশ পাবে। যদি সে তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, তাদের অধিকার আদায় করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft যথাযথভাবে, তবেই তাকে বলা যেতে পারে একজন সফল মানুষ। নিকটাদ্মীয়দের মন জয় করা খুব সহজ কাজ না; তুলনামূলকভাবে অনেক কম করেও অন্যদের মন পাওয়া যায় খুব সহজেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তার আত্মীয়ের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন, সে যে অন্যদের অধিকার আদায়ে সচেতন হবে সেটাই স্বাভাবিক।

উম্মূল-মু'মিনীন সাইয়্যিদা খাদীজা 🦽 ঈমানের ডাকে সাড়া দেন সবার আগে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার সুন্নাহ, তাঁর রীতিনীতি জানার আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেন প্রথমে তিনিই।।খন

খাদীজা 🕾 মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর স্বামীর মধ্যে উত্তম গুণের সমাবেশ ঘটেছে। এমন মানুষের কাছে কেবল সফলতাই ধরা দিতে পারে। স্বামীর মহৎ গুণে আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে সেসব গুণে গুণান্বিত করতেও সচেষ্ট ছিলেন তিনি। রাসূল 🐞 জীবনে কখনো অপমানকর কিছু করেননি। কারণ, আল্লাহ তাঁকে স্বভাবজাত চারিত্রিক সুষমা দিয়ে সৃষ্টি করেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে উত্তম চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ; এরপর জীবনে তাকে অপদস্থ করেছেন—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনার নজির নেই। আর সবারই জানা কথা যে, নবি মুহাম্মাদ 🗯 উত্তম চরিত্রের চূড়ান্ত শিখরে গিয়ে পৌঁছান। আল্লাহ তাঁকে যে ফিতরাত দিয়ে, যে স্বভাব দিয়ে তৈরি করেছেন তিনি বেড়ে ওঠেন সেভাবেই।🐃

নবিজির নুবৃওয়াতের সূচনা হয়েছে। তিনি এখন একজন নবি—বিষয়টি প্রমাণের জন্য নবিজ্ঞির চারিত্রিক গুণাবলিই যথেষ্ট। তারপরও খাদীজা 🦛 কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত দেননি, বরং রাসূলুল্লাহকে নিয়ে ছুটে যান তার চাচাতো ভাই ও বিজ্ঞ 'আলিম ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের কাছে, যিনি শেষ নবির আগমনের প্রহর গুনছিলেন। তিনি জানতেন যে, শেষ নবি আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন থেকেই তার এই প্রতীক্ষা। ওয়ারাকার কথায় নবিজির মনোবল চাঙা হয়ে ওঠে; তিনি নবিজিকে জানান যে, তাঁর সঙ্গে যিনি কথা বলেছেন তিনি অন্য কেউ নন, তিনি ছিলেন জিবীল। আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত সব নবি-রাসূলের মধ্যে দৃতের দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষ নবির আগমনের প্রহর যে ওয়ারাকা গুনছিলেন তার প্রমাণ তার নিজেরই একটি কবিতা। তিনি প্রায়ই বলেতেন, "অত্যন্ত নাছোড় প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে স্মরণে রেখেছি আমি, যা অনেককেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে উদুদ্ধ করেছে দীর্ঘদিন ধরে। সবার মুখে মুখে ফিরত, আজ আবার নতুন করে শুনিয়েছে খাদীজা। খাদীজা, আমার অপেক্ষার প্রহর প্রলম্বিতই হলো কেবল। মাক্কার উচুনিচু ভূমির সর্বত্র তোমার বাণী অনুরণিত হবে—

প্রত্যাশাটা এমন। যে কথা তৃমি ধর্মযাজকের বলে জানিয়েছ, ধর্মযাজকদের কথা বিকৃত করা আমার অপছন। মুহাম্মাদ আমাদের দিশারি হবেন, শিগগির। পরাজিত করবেন বিরুদ্ধবাদীকে।"

নবিজ্ঞির রিসালাতকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল। ওয়ারাকা 🕸 একজন জান্নাতবাসী—রাসূল 🗯 এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন পরবর্তী সময়ে। 'আয়িশা 🕾 থেকে হাকিম বর্ণনা করেন যে, নবি 🗯 বলেন,

> "তোমরা ওয়ারাকাকে গালমন্দ কোরো না। কেননা, নিশ্চয়ই আমি দেখেছি, তার জন্য রয়েছে একটি বা দুটি জান্নাত।"

'আয়িশা 🕾 থেকে বর্ণিত যে,

খাদীজা ্ একবার রাসূলুল্লাহর কাছে ওয়ারাকার বিষয়ে জানতে চান। তখন রাসূল

উত্তরে বলেন, "আমি তাকে সাদা পোশাক পরা অবস্থায় দেখেছি। আমি ধারণা

করি, যদি তিনি জাহাল্লামিই হতেন তবে তার গায়ে সাদা পোশাক থাকত না।"

অন্য একটি বর্ণনায় হাইসামি বলেন,

"হাসান সানাদে জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ 🦛 থেকে আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেন যে, ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের বিষয়ে নবিজিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "গায়ে রেশমি পোশাক জড়ানো অবস্থায় আমি তাকে জান্নাতের মধ্যখানে দেখিছি।"

নবিজ্ঞির জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন খাদীজা 🚁। নিজ সমাজ ও জাতির মধ্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন নারী। সামাজিক শিষ্টাচারের সকল দিক পূর্ণমাত্রায় ছিল তার মধ্যে। দয়া, সহনশীলতা, প্রজ্ঞা ও বৃদ্ধিমন্তায় ছিলেন অতুলনীয়। খাদীজার মতো এমন একজন বিদুষী নারীকে বিয়ে করার তাওকীক দেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে। কারণ, নবি মুহাম্মাদ 🕸 বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং বিশেষ করে তাঁর মতো একজন দা'ঈর জন্য উন্মু খাদীজার মতো এমন স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। নবির স্ত্রী হিসেবে তাঁর নিকট প্রত্যাশিত ভূমিকা সূচারুরূপেই পালন করেন খাদীজা 🚁। শুধু তা-ই নয়, যেসব স্বামী আল্লাহর পথের দা'ঈ, তাদের স্ত্রীদের জন্যও মা খাদীজা ছিলেন অনুপম এক আদর্শ।

খাদীজা 🧽 অনিন্দ্যসুন্দর এক আদর্শের নাম : আল্লাহর পথের একজন দাসির স্ত্রী হিসেবে যে যে ভালো গুণ থাকা দরকার তার সবই তার চরিত্রে ছিল পুরোমাত্রায়।

আল্লাহর পথের দা'ঈরা আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো নন: তারা দা'ওয়াত দিতে গিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হন। সহ্য করেন নানা দুঃখ-কষ্ট। তাদেরকে দীড়াতে হয় কঠিন সবি বিভিবতার। তারা কৈবল নিজ পরিবার-পরিজনের সমস্যা সমাধানেই ব্যস্ত থাকেন না, বরং সাথে সাথে মগ্ন থাকেন গোটা মুসলিম উন্মাহর সমস্যার সমাধানে।

দাস্ট্ররাই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত। আপন ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়নসহ তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়ার ভূরি ভূরি নজির আছে ইতিহাসের পাতায়। এতকিছু সত্ত্বেও তারা কিন্তু আল্লাহর দেওয়া রিসালাত বহনকারী; তাদেরকে অবশ্যই এই রিসালাতের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।

এই দায়িত্ব পালনের শর্তই হলো, এর পেছনে ব্যয় করতে হবে অনেক সময়। এতে তার খাওয়া ও ঘুমের সময় কমে আসবে। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বঞ্চিত হবে তাদের পাওনা অধিকার থেকে। যতদিন তার এই কাজ আল্লাহর পথে এবং কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে হবে, ততদিন পর্যন্ত নিজের সময়, নিজের সম্পদ বলে কিছু থাকবে না। সবই তখন আল্লাহর জন্য। সূতরাং দাসিদের জীবনে প্রয়োজন এমন একজন স্ত্রীর, যিনি দাওয়াতের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। অনুধাবন করতে পারবেন তার স্বামী কী মহান দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। এও বুঝতে পারবেন, দাওয়াত দিতে গিয়ে স্বামীকে কতটা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। যদি স্ত্রী ঠিকঠাকভাবে এসব কিছু বুঝতে পারেন, তবেই কেবল তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়াবেন। তাঁর কাজ সহজ করতে হবেন সচেষ্ট। চেষ্টা করবেন স্বামীর প্রতিটি কাজে সাহায্য করতে। এবং কোনো সময়ই তার পথের কাঁটা কিংবা বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না।

দা'ওয়াতের সফলতার জন্য একজন সং স্ত্রীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। খাদীজা এমনই একজন সং স্ত্রী। ওয়াহি নাযিলের পর থেকে রাস্লুলাহর দা'ওয়াতি প্রতিটি পদক্ষেপে একজন সাহায্যকারী হিসেবে খাদীজা क সব সময় নবিজির পাশে পাশে ছিলেন। স্বামীর দা'ওয়াতি মিশনের সফলতার জন্য একজন সং ও উপযুক্ত স্ত্রীর ভূমিকা খুবই শুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে দা'ঈ দা'ওয়াত দিতে গিয়ে মানুষ থেকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন তা উপশমে এমন স্ত্রীই পারেন স্বামীকে প্রেরণা জোগাতে। মানুষ যত দায়িত্ব পালন করে তার মধ্যে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা সবচেয়ে মহান দায়িত্ব। তাই একজন দা'ঈ যখন একজন সং, বুদ্ধিমতী, আন্তরিক ও দক্ষ স্ত্রী পান, তখন মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের মিশনে সফল হওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যায় অনেক।। বাস্লু ৠ সত্য বলেছেন, "দুনিয়া হলো ক্ষণিকের ধোঁকা; তবে এর মধ্যে সর্বোন্তম সম্পদ হলো একজন সতীসাধ্বী স্ত্রী।"। বাস্লুল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খাদীজার প্রতি নবিজির বিশ্বস্ততা

বিশ্বস্তুতা ও পারিবারিক সৌজন্য রক্ষার এক অনুপম আদর্শ ছিলেন নবি মুহাম্মাদ । স্ত্রী খাদীজার বেলায় চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বস্তুতা রক্ষা করেছেন তিনি। খাদীজার জীবদ্দশায় এবং তার ওফাতের পরও। খাদীজার জীবদ্দশায় রাসূল
াত্রের সুসংবাদ শোনান। তার কাছে পৌঁছে দেন আল্লাহর সালাম ও ফেরেশতা জিব্রীলের সালাম। সাহাবি আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"বাস্লুল্লাহর কাছে একবার জিব্রীল এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল, ওই যে খাদীজা আপনার কাছে আসছেন (খাদীজা ্ত তখনও এসে পৌঁছাননি)। এবং তার কাছে আছে একটি পাত্র যাতে রয়েছে ইদাম (রুটির সাথে খাওয়া যায় এমন একটি খাবার) বা খাবার কিংবা পানীয়। যখন তিনি আপনার নিকট এসে পৌঁছবেন তখন তাঁর রবের সালাম এবং আমার সালাম তাকে জানাবেন। এবং জানাতে (মুক্তা কিংবা সোনার তৈরি) একটি ঘরের সুসংবাদ তাকে দেবেন; যেখানে হবে না কোনো শোরগোল, থাকবে না কোনো অবসাদ'।"

খাদীজার মৃত্যুর পরও রাসূল 🕸 তার প্রতি কেমন বিশ্বস্ত ছিলেন তার উদাহরণ টানতে গিয়ে 'আয়িশা 🍰 বলেন,

> "যদিও আমি খাদীজাকে দেখিনি, তবুও তার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো ততটা নবিজির আর কোনো স্ত্রীর প্রতি হতো না। নবিজি তার আলোচনা খুব করতেন। প্রায়ই যখন-তখন তিনি ছাগল জবাই করে এর বিভিন্ন অংশ পাঠিয়ে দিতেন খাদীজার বান্ধবীদের বাড়িতে। প্রায়ই আমি তাঁকে বলতাম, 'খাদীজা ছাড়া দুনিয়াতে যেন আর কোনো স্ত্রীলোকই ছিল না!" জবাবে তিনি বলতেন, "সে এমন ছিল, সে তেমন ছিল! আর তার থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।"

খাদীজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তার মৃত্যুর পরও নবি মুহাম্মাদ ব্রু অব্যাহত রেখেছিলেন। নবিজি মাদীনায় হিজরাত করে যাওয়ার পর একদিনের ঘটনা। খাদীজার বোন হালাহ ্রু মাক্কা থেকে মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। তার অনুমতি চাওয়ার আওয়াজ শুনেই রাসূল আনন্দিত হয়ে ওঠেন। হালাহর এই অনুমতি চাওয়াটা নবিজিকে খাদীজার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'আয়িশা ্রু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খাদীজার বোন হালাহ বিন্ত খুওয়াইলিদ (একদা) নবিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চান। (দুই বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ধরন একই রকম ছিল)। এতে রাস্ল খ্র্ খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে পুলকিত হন। অনন্তর তিনি বলে ওঠেন, 'আল্লাহ, আল্লাহ। এ তো দেখছি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হালাহ বিন্ত খুওয়াইলিদ।' 'আমি ঈর্ষান্বিত হলাম। আমি বললাম, 'কুরাইশের লাল-মাড়ী (ফোকলা-দাঁতী) বৃদ্ধা নারীর কথা আবার কী উল্লেখ করেন। তিনি তো গত হয়েছেন বছদিন হলো। আল্লাহ তো তার বদলে আপনাকে আরও ভালো স্ত্রী দান দিয়েছেন'।" খাদীজাকে বিয়ে করার পর যেসব নারী খাদীজার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, খাদীজার মৃত্যুর পর, তাদেরকেও রাস্ল উষ্ণ অভিবাদন জানাতেন এবং আপ্যায়ন করতেন সম্মানের সঙ্গে।

যুগে যুগে নবি-রাসুলদের প্রতি মিথ্যারোপ

গুয়ারাকা বলেন, "হায়। আমি যদি যুবক থাকতাম সে সময়। হায়। যখন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দেবে, সে সময় আমি যদি জীবিত থাকতাম।" এ কথা শুনে রাসূল
বলে উঠলেন, "তারা কি আমাকে বের করে দেবেং" ওয়ারাকা উত্তর করলেন, "হাাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ, তোমার মতো এরূপ যারাই তা নিয়ে এসেছেন তাদের সঙ্গেই শক্রতা করা হয়েছে। আমি যদি তোমার ওইদিন পাই, তবে তোমাকে প্রাণপণে সাহায্য করব।" □ বা

বিভিন্ন জাতি আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের সঙ্গে যেরূপ খারাপ আচরণ করত, তাদেরকে মিথ্যুক বলত, বের করে দিত আপন দেশ থেকে—তারই একটি সচিত্র প্রমাণ উপরের হাদীসটি। যেমন: আল্লাহ তা'আলা লৃত জাতি সম্পর্কে বলেন,

উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'তোমরা লৃত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়।' [সূরা আন-নাম্ল, ২৭:৫৬]

নবি শু'আইবের জাতি যেমনটি বলেছিল, আল্লাহ বলেন,

তার সম্প্রদায়ের দান্তিক প্রধানেরা বলল, 'হে শু'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সঞ্জো যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের গ্রাম থেকে অবশ্বাই বের করে দেবো; অথবা তোমরা আমাদের পথে ফিরে আসবে।' সে বলল, 'যদিও আমরা তা খ্ণা করি তব্ও?'

[সুরা আরাফ, ৭:৮৮]

আল্লাহ আরও বলেন,

"কাঞ্চিররা ওদের রাস্লদেরকে বলেছিল, 'আমরা আমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে অবশ্বই তাড়িয়ে দেবো, অথবা তোমরা আমাদের ধমেই ফিরে আসবে।' তারপর রাস্লদের কাছে তাদের রব ওয়াহি পাঠালেন, 'আমি জালিমদেরকে অবশ্বই ধ্বংস করব'।"

[সুরা ইবরাহীম, ১৪:১০]



'এবং ওয়াহির আগমন কিছু সময় বন্ধ রইল

নবীন-প্রবীণ সব সীরাত-বিশেষজ্ঞগণই তাদের সীরাতের বইয়ে ওয়াহির বিরতিকাল নিয়ে আলোচনা করেছেন। হাফিজ ইবনু হাজার বলেন,

> "ওয়াহির বিরতিকাল অর্থ হচ্ছে, কিছুদিন ওয়াহি আগমনের ধারা বন্ধ ছিল। এর পেছনের কারণ হলো, প্রথমবার ওয়াহির সূচনায় রাসূল ﷺ যে ভয় পেয়েছিলেন, তা যেন দূর হয় এবং তাঁর মনে যাতে ওয়াহি আবার কবে আসবে এমন আকাঞ্চনা জাগ্রত হয়।"। বিশ

সাহাবি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-আনসারি 🦛 থেকে বর্ণিত, তিনি ওয়াহির বিরতিকালের বিষয়ে রাসূল 🛳 থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 🕸 বলেন,

> "তখন আমি হাঁটছিলাম। এমন সময় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে উপরের দিকে তাকাই আমি। দেখি, হেরা গুহায় আমার কাছে যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি আকাশ জমিন বিস্তৃত একটা আসনে বসে আছেন। আমি তো তাঁকে দেখেই ভয় পেয়ে যাই। তারপর ফিরে আসি এবং বলি, 'আমাকে চাদরাবৃত করো।'

তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করেন এই আয়াতগুলো। আল্লাহ বলেন,

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। ওঠো, আর সতর্ক করো। এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠতৃ ঘোষণা করো। তোমার পোশাক পবিত্র রাখো। অপবিত্রতা (পৌত্রলিকতা) পরিহার করো।" [সূরা মুন্দাস্সির, ৭৪:১-৫]

রাসূল 🛊 বলেন,

"অতঃপর ওয়াহি তীব্রতর হলো এবং ধারাবাহিকভাবে আবার নাযিল হতে লাগল।"

শফিউর রহমান মুবারকপুরি বলেন, "ওয়াহির বিরতিকালের সময় নিয়ে অনেকগুলো মত রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো, সময়টা ছিল হাতে গোনা কয়েকদিন মাত্র এবং ইবনু সা'দ এ মতের স্বপক্ষে ইবনু 'আব্বাস 🦀 থেকে এমনটাই বর্ণনা করেন। কিন্তু ওয়াহি আড়াই কিংবা তিন বছর বিরত থাকার যে বহুল প্রচলিত মতটি রয়েছে তা সঠিক নয়।"

তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, রাসূল **#** এ সময়টাতে খুবই অস্থির থাকতেন। ছটফট করতেন কখন আবার পাহাড়ের চূড়ায় যাবেন। তিনি যতবার পাহাড়ে যেতেন ততবারই জিব্রীল তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করতেন। তাঁকে সুসংবাদ শোনাতেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। বিশ

গোপনে দা'ওয়াত

আল্লাহর বাণী প্রচারের নির্দেশ

মুহামাদ আ জানলেন, খুব ভালোভাবেই জানলেন যে, তিনি আল্লাহর নবি হয়েছেন।
জিব্রীল যখন তাঁর কাছে দ্বিতীয়বারের মতো আসেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর
নবির ওপর এই আয়াতগুলো নাযিল করেন। তিনি বলেন,

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ওঠো, আর সতর্ক করো। এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক পবিত্র রাখো।" [সূরামুন্দাস্সির, ৭৪: ১-৪]

ধারাবাহিকভাবে নাযিলকৃত এই আয়াতগুলো নবিজিকে জানান দিচ্ছে যে, অতীত শেষ হয়েছে তাঁর ঘুম ও বিশ্রামে; সামনে রয়েছে পর্বতপ্রমাণ মহান কাজ; এই কাজের জন্য দরকার সদা সতর্কতা, প্রস্তুতি, ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রম। যাতে তিনি এই রিসালাত বহন করেন। দিক-নির্দেশনা দেন মানুষকে। এবং ওয়াহির মাধ্যমে তিনি যেন প্রবোধ দেন নিজেকে। সর্বোপরি এর মাধ্যমেই তিনি যেন লাঘব করেন তাঁর দুঃখ-কষ্ট। কারণ, তাঁর রিসালাতের উৎস ও দা ওয়াতের পাথেয় হচ্ছে এই ওয়াহি।

সূরা মুদ্দাস্সিরের এই আয়াতগুলোকে ধরা হয় ইসলামের শিক্ষা পৌছানোর প্রথম নির্দেশসংবলিত আয়াত। অনেকগুলো দিক উঠে এসেছে সূরাটিতে। নবিজির দা'ওয়াতের সারনির্যাস, ইসলামের যথার্থতা, যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে গোটা ইসলামের বৃনিয়াদ, তথা আল্লাহর একত্বাদ, আখিরাতে বিশ্বাস, আত্মগুদ্ধি, সমাজকে অনাচার মুক্ত রাখা এবং এর উপকার সাধন; অর্থাৎ দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন।

এই আয়াতগুলো আল্লাহর বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাতে যে দুঃখক্লেশ পেতে হয় তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করতে নবিজির সংকল্পকে আরও জাগিয়ে তোলে। এতে করে ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে তিনি সর্বত্র চষে বেড়াবেন; কোনো বাধা- বিপত্তির পরোয়া করবেন না। এই কোমল আহ্বান—হৈ বিদ্রাজ্যাদিও—ছিল সংকল্প দৃঢ় করার ঘোষণা। ঘুম ও বিশ্রামের ক্ষণ বিদায়ের ইঞ্চিতবাহী।

আহ্বানসূচক আয়াতটির পরের আয়াতেই জেগে উঠার নির্দেশ, "ওঠুন।" প্রাণবস্ত সংকল্প, প্রত্যয়ী সাহসিকতার এই নির্দেশ দা ওয়ার আবশ্যকতা বাস্তবায়ন অভিমুখী পথের সন্ধান দিচ্ছে। ওয়াহির ধারাবাহিকতায় কিছুদিন ছেদ পড়ার পর প্রথম সম্বোধনে, সুসংবাদ না দিয়ে, নবিজিকে সতর্ক করার নির্দেশসংবলিত আয়াত এই ঘোষণাই দিচ্ছে: তাঁর রিসালাতের মহান দায়িত্ব নির্ভর করে কষ্টসহিষ্ণ লড়াই ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ওপর। আয়াতগুলো নবিজির প্রত্যয়কে আরও দৃঢ় করে তোলে। সাহায্য করে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে। আদিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছতে অনুপ্রেরণা জোগায়। এ পথে বাধা-বিপত্তি আসবেই। কিন্তু সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে এগিয়ে যেতে হবে উদ্দিষ্ট পানে।

তারপর রাস্লুল্লাহকে বলা হয়েছে, "তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।"
অর্থাৎ সৃষ্টির কোনো বিষয়কেই আপনি বড় মনে করবেন না এবং সেগুলোর কিছুই
যাতে আপনাকে বড় মনে না করে। তাদের কোনো কাজকে আপনি হুমকি মনে
করবেন না এবং তাদের কাউকে ভয়ও পাবেন না। আপনি কেবল আল্লাহর মাহাস্মাই
বর্ণনা করবেন; যিনি আপনাকে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। যত্ন নিয়েছেন
আপনি যখন আপনার বাবার ঔরসে, মায়ের গর্ভে। তিনি তাঁর দয়া-মায়া, সেহভালোবাসায় আপনাকে লালন-পালন করেছেন, বড় করেছেন। এমনকি এক সময়ে
এসে আপনাকে মানুষের কাছে নবি ও রাসূল করে পাঠিয়েছেন। তবে তারও আগে
আপনাকে আল্লাহ নুবৃওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনে সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত সর্ববিষয়ে
প্রস্তুত করে নিয়েছেন। "তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।" সুতরাং সকল মাহাম্মা,
সকল বড়ত্ব, সকল সন্মান-মর্যাদার অধিকারী কেবল আল্লাহই; এতে তাঁর সঙ্গে
আর কেউ শরিক নেই কিংবা তাঁর সৃষ্টির আর কিছুই ভাগ বসাতে পারে না এতে।

তারপর আল্লাহ বলেন, "তোমার পোশাক পবিত্র রাখো।" আয়াতটিতে কেমন যেন তাঁকে বলা হচ্ছে: আপনি আপনার পবিত্রতার ওপরই আছেন। আপনার পবিত্রতা স্বভাবজাত; আল্লাহ আপনাকে উত্তম চারিত্রিক সুষমা দিয়েই তৈরি করেছেন। আজকের এই দিনের জন্য তিনি আপনাকে নুবৃওয়াত-উপযোগী সব ধরনের যোগ্যতা দিয়েই প্রস্তুত করেছেন। তবে এখন থেকে নুবৃওয়াতের মতো মহান কাজের জন্য আত্মিক বিশুদ্ধতার প্রয়োজন আরও বেশি। মানুষের সঙ্গে তো অবশ্যই, অন্যান্য ক্ষেত্রেও চারিত্রিক পূর্ণতা সাধনের দরকার রয়েছে।

আজকির এই দিন থেকে অপিনি আল্লাহর রাস্ক্রিণ থ্রিরি তিরিছেন মানুষ ও জিন উভয় জাতির কাছেই। তবে রিসালাতের দা ওয়াত যথার্থভাবে প্রচার করতে হলে ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমার উদারতা, দয়া-মায়া, কার্য-সম্পাদনের প্রতি ঐকান্তিকতা ইত্যাদি চারিত্রিক মহৎ গুণাবলি অর্জনে আপনাকে হতে হবে পরিপূর্ণ একজন মানুষ। এমন মহৎ কাজ সম্পাদনে আপনাকে যাতে কোনো দুঃখরেশ পেয়ে না বসে। আপনার গন্তব্যে পৌঁছার পথে যাতে বাধা দিতে না পারে কোনো ধরনের দুর্যোগ।

আল্লাহর বাণী, "আর অপবিত্রতা (পৌত্তলিকতা) থেকে দূরে থাকো।" আয়াতটিতে কেমন যেন নবিজিকে বলা হচ্ছে: আল্লাহ আপনাকে যে স্বভাবজাত পবিত্রতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার কারণে আপনি এমনিতেই পৌত্তলিকতার নাপাকি থেকে মুক্ত ছিলেন; তবে মন-মগজে যাতে এর চিন্তা ঘুণাক্ষরেও ঠাঁই না পায় সেদিকেও রাখতে হবে তীক্ষ্ণ নজর। যাতে করে আপনার উদ্মাহর জন্য আপনি হতে পারেন উত্তম আদর্শ।

গোপনীয়তা রক্ষা করে দা'ওয়াতের সূচনা

সূরা মুদ্দাস্সিরের এই আয়াতগুলো অবতীর্ণের অব্যাহতির পর রাস্লুলাহ মানুষকে আল্লাহর পথে, ইসলামের পথে আহ্বান করতে গোপনে নেমে পড়েন। সংগত কারণেই তিনি দা'ওয়াত সূচনা করেন তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও একান্ত কাছের লোকদেরকে আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে।

সাইয়্যিদা খাদীজার ইসলাম গ্রহণ

নারীদের মধ্যে, বরং বলা ভালো নারী-পুরুষ সবার মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন সাইয়িদা খাদীজা ্র। তিনিই প্রথম রাসূলুল্লাহর মুখ থেকে ওয়াহির অমিয় বাণী শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। নবিজির কাছ থেকে শোনার পর তিনিই কুরআনুল-কারিম তিলাওয়াতকারী প্রথম মানুষ। তিনিই প্রথম রাসূল 🕸 থেকে সালাত পড়ার নিয়ম-কানুন রপ্ত করেন। খাদীজার ঘরেই প্রথম ওয়াহির তিলাওয়াত হয়; হেরা গুহার ঘটনার পর নবিজির অন্তরে জিব্রীল সেই ওয়াহি বয়ে নিয়ে আসেন খাদীজার ঘরেই।

তাওহীদের বিধান প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহ তা'আলা সালাত প্রতিষ্ঠার বিধান ফার্দ বলে সাব্যস্ত করেন।

কীভাবে উষ্ করতে হয় ও কীভাবে সালাত পড়তে হয়—রাসূল 🕸 স্ত্রী খাদীজাকে হাতেকলমে শেখানোর আলোচনা বিভিন্ন বর্ণনায় উঠে এসেছে। আর রাসূলুল্লাহ এ নিয়ম-কানুনগুলো শেখেন জিব্রীলের কাছে থেকে। একদিনের ঘটনা। নবিজি তখন মাক্কার একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় সেখানে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft জিব্রীল এসে হাজির। এসে তিনি উয় করেন। পাশে দাড়িয়ে নবিজি দেখছিলেন এবং শিখছিলেন—কীভাবে সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ যেভাবে জিব্রীলকে উয় করতে দেখেন সেভাবে উয় করেন। জিব্রীল এরপর তাঁকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। নবিজিও অনুরূপভাবে সালাত পড়েন। নবিজির সালাত শেষ হলে জিব্রীল চলে যান। পরে রাসূলুল্লাহ খাদীজার কাছে ফিরে এসে তার সামনে উয় করেন। তাকে দেখালেন কীভাবে সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করতে হয়; ঠিক যেভাবে জিব্রীল তাঁকে দেখিয়েছেন। এবার খাদীজা এ রাসূলুল্লাহর মতো করেই উয় সারেন। নবিজি খাদীজাকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করেন, যেমনটি আদায় করেছিলেন জিব্রীল নবিজিকে সঙ্গে নিয়ে।

'আলি ইবনু আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণ

সাইয়িদা খাদীজার ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন 'আলি ইবনু আবু তালিব; শিশুদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঈমান আনেন। বিশুদ্ধ মতে, তখন তার বয়স ১০ বছর। তাবারি ও ইবনু ইসহাক প্রমুখের মত এমন। আল্লাহ 'আলিকে ইসলাম আগমনের পূর্বে নবিজির তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। নবিজি চাচা আবু তালিবের কাছ থেকে 'আলিকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে তার দেখভাল করেন। নবিজি এবং খাদীজার পর সালাত কায়েমকারী তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন 'আলি ক্রে।

কোনো কোনো 'আলিমের মতে, সালাতের সময় হলে নবিজি মাক্কার গিরি গুহায় চলে যেতেন। সঙ্গে যেতেন 'আলিও। তবে তিনি তার পিতা, চাচা ও গোত্রের অন্য লোকদের চোখের আড়ালে থেকে গোপনে গোপনে রাস্লুল্লাহর সঙ্গে বের হতেন। সেখানে তারা সালাত পড়তেন এবং সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে আসতেন।

যাইদ ইবনু হারিসার ইসলাম গ্রহণ

মুক্ত দাসদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন যাইদ ইবনু হারিসা ্র । নবিজির খুবই প্রিয়ভাজন এবং তাঁর মুক্ত করা দাস ছিলেন তিনি। নবিজি তাকে দন্তক নেন। তার পুরো নাম: যাইদ ইবনু হারিসা কালবি। নিজ পিতা ও পরিবারের চেয়েও তিনি বেশি প্রাধান্য দেন রাসূলুল্লাহকে। ঘটনাটি এ রকম: যাইদের বাবা একবার মাকায় আসেন। ছেলে যাইদকে মুহাম্মাদ 🗱 থেকে কিনে নেওয়ার জন্যই তার এ আগমন। কিন্তু মীমাংসার বিষয়টি নবিজি যাইদের ওপরই ছেড়ে দেন। যাইদ 🚓 তখন নবিজিকে বললেন, "আপনাকে ছাড়া আমি আর কাউকেই বেছে নেব না। আপনার অবস্থান, আমার কাছে, একজন বাবা ও চাচার অবস্থানের মতোই।" তখন বাবা ও চাচা তাকে

বললেন, "তোমার জন্য আফসৈসি সাধীনতা পিয়েও তুমি গোলামিকিই বিছে নিলে! বাপ-চাচা আর পরিবারের সবাইকে ছেড়ে তুমি বেছে নিচ্ছ আরেকজনকে!" যাইদ ্রু উত্তর করেন, "হাাঁ, আমি এ ব্যক্তির মাঝে এমন কিছু পেয়েছি, যে কারণে তাঁর ওপর অন্য কাউকে আমি কখনোই প্রাধন্য দিতে পারব না।"

নবিজির কন্যাদের ইসলাম গ্রহণ

নবিজ্ঞির কন্যা যাইনাব, উদ্মু কুলসূম, ফাতিমা ও রুকাইয়াা রাদিয়াল্লাহু আনহুলা সবাই ছিলেন ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের দলে। এমনকি ইসলাম-পূর্বেও তারা পিতা নবিজ্ঞির সুন্দর চরিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নানাভাবে। জাহিলি যুগের লোকদের মূর্তিপূজা ও পাপাচারের কালিমা থেকে তারা ছিলেন যোজন যোজন দ্রে। মা খাদীজার প্রভাবও ছিল তাদের মধ্যে চোখে পড়ার মতো। তাই সংগত কারণেই খুব দ্রুত ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসেন তারা।

এভাবেই রাসূলুল্লাহর ঘরের লোকজন হয়ে ওঠেন আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নকারী এবং ইসলামি বিধি-বিধান পালনে অনুগত প্রথম পরিবার। সূতরাং ইসলামি দা'ওয়াতের ইতিহাসে নবিজির এই ঘরটির রয়েছে অনন্য এক মর্যাদা। আল্লাহ এ ঘরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন অনেকগুলো গুণে। ঈমান আনয়নে অগ্রগামীদের পদভারে মুখরিত হয়েছে এ ঘর। প্রথম কুরআন তিলাওয়াত ও সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ এ ঘরকেই বাছাই করেছেন। এককথায় ঘরটির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- হেরা গুহার পর প্রথম ওয়াহি পাঠের স্থান।
- ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের মিলনমেলা ছিল ঘরটি।
- এই ঘরেই প্রথম সালাত আদায় করা হয়।

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম তিনজন: খাদীজা, 'আলি ইবনু আবু তালিব এবং যাইদ ইবনু হারিসার পদধূলি পড়েছিল ঘরটিতে।

নবিজ্ঞিকে সাহায্য করার ব্যাপারে মুসলিমদের ছোট-বড় সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এ ঘরটিতেই; এবং তারা কেউই তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে পিছপা হননি।

এমন একটি ঘর যে মুসলিমদের অনুকরণীয় হবে, তা খুবই সংগত। এ পরিবারটি ও এ ঘরের বাসিন্দারাও যে মুসলিম নারী-পুরুষদের জন্য হবেন উত্তম আদর্শ সেটা সহজেই অনুমেয়; এ ঘরের স্ত্রী খাদীজা 🤝 সতীসাধ্বী, মু'মিনা, একনিষ্ঠা এবং সত্য ও আমানাতের পৃষ্ঠপোষক একজন নারী। এ ঘরের আরেক বাসিন্দা, রাস্লুল্লাহর চাচাতো ভাই, 'আলির জন্য ঘরটি ছিল সুরক্ষিত শিশুসদনের মতো। তিনি ভালো

কাজের ডার্কে সাড়া দিতেন সবার আগে। আরেকজন হলেন: নবিজির পালকপুত্র যাইদ ইবনু হারিসা । তিনি ছিলেন কাজে-কর্মে একজন মু'মিন, সত্যবাদী ও সাহায্যকারী ব্যক্তি। আর নবিজির কন্যারা ছিলেন সত্যবাদী, সংকাজের আহ্বানে সাড়াদানকারী ও মুসলিম নারীদের অনুরকণীয়।

মজার ব্যাপার হলো, নবি মুহাম্মাদ ঋ ইসলামের দিকে প্রথম যাদেরকে আহ্বান করেন তারা হলেন: খাদীজা ্ —একজন নারী; যাইদ ইবনু হারিসা (—একজন আজাদকৃত দাস; আলি ইবনু আবু তালিব () —একজন শিশু। এতে স্পষ্টতই প্রমাণিত যে, ইসলাম কোনো একক ব্যক্তি কিংবা কোনো বিশেষ গোত্রের জন্য নয়। ইসলাম সবার জন্য; যুবক এবং বৃদ্ধ, নারী এবং পুরুষ, মনিব এবং দাস সবার কাছেই ইসলাম তার আবেদন রেখেছে সমানভাবে। কারণ, মুসলিম সমাজ ও ইসলামি রাষ্ট্র গঠনে অবদান রাখতে সমাজের প্রত্যেকেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সংব্যক্তি ও সংপরিবার গঠনের প্রতি জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর বিধানে। প্রথমে নজর দিতে হবে সংশোধন ও আঙ্গিক গঠনের দিকে। এরপর নজর দিতে হবে সামাজিক সংস্কারের দিকে।

ইসলাম একজন মুসলিমের ব্যক্তিসন্তার যত্ন-আন্তি এবং তার গঠনের প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। অন্য যেকোনো কাজের চেয়ে কাজটিকে প্রাধান্য দেওয়ার তাগাদা দিয়েছে অনেকখানি। সামাজিক ভিত্তি পরিগঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথরটির নাম হতে পারে একজন মুসলিম। এজন্যই পরিবারকে শিশুর জন্ম থেকেই নিতে হয় তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত, বলা ভালো সারাটি জীবন, পরিবারটিকে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে হয়। পরিবারই শিশুর জন্য হয়ে ওঠে অগ্রগামী শিক্ষা নিকেতন: যেখানে ব্যক্তিত্বের রূপরেখা, তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের ভিত গড়ে ওঠে। কেমন যেন সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অদৃশ্য একটি সেতৃবন্ধনের নাম পরিবার: যখন এ সেতৃবন্ধন নিরাপদ ও মজবুত হবে, কেবল তখনই তার উভয় পার্ম্ব, ব্যক্তি ও সমাজ, নিরাপদে ও সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।

এজন্যই ইসলাম পরিবারপ্রথাকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছে। একে ঠিকভাবে পরিচালনায় মনযোগ দিয়েছে। এর জন্য গঠন করেছে বেশকিছু বৃনিয়াদি কাঠামো। এগুলো পরিবারকে শালীন উন্নতির পথে ধাপিত করে। যাতে ইসলামি সমাজ ও ইসলামি রাষ্ট্রের ভিন্তিমূল বিনির্মাণে পরিবারই হয় শক্ত এক ঘাঁটি; যে সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষের এ পৃথিবীতে আশ্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় হবে সচেষ্ট। **Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft**

আবু বাক্র আস-সিদ্দীকের ইসলাম গ্রহণ

মুক্ত, স্বাধীন ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বাক্র আস-সিদ্দীক । নবি হওয়ার আগ থেকেই রাস্লুল্লাহর প্রিয়ভাজনদের একজন ছিলেন আবু বাক্র । তার সম্পর্কে রাস্ল 🕸 বলেন,

> "আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি হয় সে আমতা আমতা করেছে, বা তার মধ্যে কোনো দ্বিধা কাজ করেছে, কিংবা সে বিতর্ক করেছে। ব্যতিক্রম কেবল আবু বাক্র। যখনই আমি তাকে আহ্বান করি, সে কোনো রকম দ্বিধাদন্দ ছাড়া কালমাত্র বিলম্ব না করে আমার ডাকে সাড়া দেয়।"

আবু বাক্র ্ ছিলেন নবিজির সাহাবি ও বন্ধ। তার ইসলাম গ্রহণ সাধারণ কোনো লোকের ইসলাম গ্রহণের মতো নয়; বরং তার ইসলাম গ্রহণ ছিল একটা জাতির ইসলাম গ্রহণ। তিনি কেবল একজন স্বাধীন ব্যক্তিই ছিলেন না, বরং কুরাইশকদের মধ্যে একজন সম্মানিত ও প্রভাবশালী মানুষ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন স্বার কাছে। ইবনু ইসহাক আবু বাক্রকে কুরাইশদের মধ্যমণি বলে উল্লেখ করেছেন। তার কতিপয় বৈশিষ্টা:

- কুরাইশের লোকেরা তাকে জানত একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবেই। তার বদান্যতা ও সৃন্দর আচরণের জন্য তিনি হয়ে ওঠেন সবার প্রিয়।
- তিনি কুরাইশের শ্রেষ্ঠ শাখার একজন ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, কুলজিশাস্ত্রে
 সবচেয়ে অভিজ্ঞ মানুষটির নামও আবু বাক্র সিদ্দীক

 য় বংশধারার ভালোমন্দ
 সব খবরই রাখতেন তিনি।
- ছিলেন ব্যবসায়ী; লেনদেনে তার স্বচ্ছতার কথা ফিরত লোকদের মুখে মুখে।
- চরিত্রবান ও সবার প্রিয়ভাজন।
- কুরাইশের লোকজন তার কাছে নিয়মিতই ভিড় জমাত: নানান বিষয়ে
 তার জ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা এবং সৃন্দর বৈঠকি-মেজাজের সায়িধ্য
 পাওয়ার লোভ সামলাতে পারত না মানুষজন।

আবু বাক্র ﴿ ছিলেন এক অমূল্য রত্ম; আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবির জন্যই সঞ্চয় করেন এ রত্মটি। কুরাইশের একজন প্রিয়ভাজন, একজন আস্থাভাজন ব্যক্তির সমার্থক হয়ে ওঠেন আবু বাক্র ﴿ এটা সম্ভব হয়েছে তার বদান্যতার কারণে; য়া আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। তিনি সহজেই মানুষকে কাছে টানতে পারতেন। মানুষও তাকে তাদের আপনজন বলেই ভাবত। দানশীলতা, বদান্যতা, হদ্যতা এমনই গুণ যা

মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট আবু বাক্র জু সম্পর্কে রাস্ল ্ বলেন, "আমার উদ্মাহর মধ্যে আবু বাক্রই উদ্মাহর প্রতি সবচেয়ে দয়াবান।"

কুলজিশাস্ত্র ও ইতিহাসশাস্ত্র আরবদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃটি বিদ্যার নাম।
আর আবু বাক্র সিদ্দীকের নিকট এ দুটি শাস্ত্রেরই জ্ঞান ছিল পুরোমাত্রায়। কুরাইশরা
নিজেদের বংশধারার সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির খেতাব দেন আবু বাক্রকে। ইতিহাস
বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী বলে আবু বাক্রকেই তারা মানত। সমাজের সংস্কৃতমনা
লোকজন আসা-যাওয়া করত তার বৈঠকে। গুনত তার মুখনিঃসৃত জ্ঞানের বাণী;
যা তারা এত ব্যাপকহারে পেত না আর কারও কাছে।

এজন্যই সচেতন এবং মেধাবী একদল যুবক তার বৈঠকে ভিড় জমাতেন নিয়ম করেই। এদের অধিকাংশই ছিলেন সমাজের সংস্কৃতমনা, রুচিশীল এবং নির্মল চিন্তার মানুষ। অন্যকিছু প্রাপ্তির আশায় নয়, কেবল আবু বাক্রেরজ্ঞানের বিশাল ভাভার থেকে উপকার পাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

কাজের লোক, ধনিক ও বণিক সব শ্রেণির লোকদেরই আসার জায়গা ওই একটাই, আবু বাক্রের বৈঠক। যদিও তিনি মাঞ্চার সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এ কথা নিশ্চিত। সমাজ-সংস্কারকদের অভিপ্রায়ও তিনি। এমনকি সাধারণ মানুষ ও গরিব-দুখীদের জন্যও তার বাড়ির দুয়ার ছিল অবারিত। তার সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম শিষ্টাচারের কারণে বাড়িটি পরিণত হয় অতিথিশালায়। মেহমানদেরকে তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন। শান্তি পেতেন তাদেরকে আপ্যায়ন করে। এজন্যই মাঞ্চার সব ধরনের, সব শ্রেণির এবং সব পেশার লোকজনই আবু বাক্রের সাহচর্যে উপকৃত হতো নানাভাবে।

মাক্কার সমাজে তার আদবকেতা, জ্ঞানের আলোচনা এবং সামাজিক রীতিনীতির চর্চার পরিধি ছিল সবচেয়ে ব্যাপাক। আর এসব কারণেই তিনি যখন ইসলামের পথে মানুষদের আহ্বান করার কাজে নামেন, তখন সমাজের সেরা মানুষগুলোই তার ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা হলেন:

- 'উসমান ইবনু 'আফফান 🚓, ইসলাম গ্রহণ করেন ৩৪ বছর বয়সে।
- 🔹 'আবদুর-রাহমান ইবনু 'আওফ 🚜, ইসলাম গ্রহণ করেন ৩০ বছর বয়সে।
- সা'দ ইবনু আবি ওয়াকাস এয়, ইসলাম গ্রহণ করেন ১৭ বছর বয়সে।
- যুবাইর ইবনুল-'আওয়াম 🚌, ইসলাম গ্রহণ করেন ১২ বছর বয়সে।
- তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ 🚜, ইসলাম গ্রহণ করেন ১৩ বছর বয়সে।

ইসলামির এই পাঁচজন মহান বিরপুরুষ আবৃ বাক্র সিদ্দীকের দাঁ ওয়াতের প্রথম ফসল; তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে ডাকেন, আর তারা সাথে সাথেই সাড়া দেন তার ডাকে। আবৃ বাক্র কাছে নিয়ে আসেন। একে একে সবাই নিজেদের ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা দেন নবিজির উপস্থিতিতে। ইসলামি দা ওয়াতের প্রাসাদ যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তারা ছিলেন তার প্রথম ভিত্তি। নবিজির হাতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রপ্রণী ছিলেন এই পাঁচজন মহান সাহাবি; আল্লাহ তাঁর রাস্লকে সম্মানিত করেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেন তাদেরই মাধ্যমে। তাদেরকে অনুসরণ করে নারী-পুরুষ দলে দলে ইসলামের অনবিল শান্তির ছায়ায় আগ্রয় নেয়। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী তাদের সবাই ছিলেন ইসলামের দা দি। তারা সংখ্যায় কম হতে পারেন, কিন্তু সবাই ছিলেন দা ওয়াতের ব্যাটালিয়ন, রিসালাতের দুর্গ; ইসলামের ইতিহাসে ইসলাম গ্রহণে আর কেউই হতে পারেনি তাদের অগ্রগামী। আর না পেরেছে কেউ তাদের সঙ্গে এমন কাজে সম্পুক্ত হতে।

দীনের প্রতি ঈমান আনার চিত্র কেমন হবে তার একটা প্রতিবিদ্ধ ফুটে ওঠে আবু বাক্র সিদ্দীকের দা'ওয়াতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের ডাকে সাড়া দিতেন অনায়াসেই। এটা এমন একজন মু'মিনের ছবি, দীনের পথে আহ্বান করতে গিয়ে যার প্রবল অনুরাগ ও তীব্র উৎসাহে ভাটা পড়েনি কখনো। এ কাজে তিনি কখনো হতোদ্যম হননি। হননি দুর্বল কিংবা অপারগ। আমৃত্যু তিনি দীনের জন্য কাজ করে গেছেন। ক্ষান্ত দেননি, ক্লান্ত হননি কখনোই।

আবু বাক্র সিদ্দীকের ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, যাদের সামাজিক প্রতিপত্তি, মানমর্যাদা ও প্রভাব আছে অন্যদের তুলনায়, সমাজের ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা তাদের বেশি থাকে। দীনের একনিষ্ঠ কিছু কর্মী তিনি খুব সহজেই জোগাড় করতে পারেন। যারা তার যেকোনো ডাকে জান বাজি রেখে ছুটে আসবে। ঠিক এরকমটাই ঘটেছে আবু বাক্র সিদ্দীকের বেলায়ও। অন্য যেকোনো সাহাবির তুলনায়, ইসলামে আবু বাক্র সিদ্দীকের প্রভাব, তার অবদান অনেক অনেক বেশি।

আবু বাক্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে মজার একটি বিষয় খুব সহজেই নজর কাড়ে। আবু বাক্র 🥾 আজীবন রাস্লুলাহর একজন ভালো বন্ধু; তবে ইসলামের পূর্বে এ বন্ধুত্বের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক সাজ্য্য। অপরদিকে, ইসলামের মধ্যে এসে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে নিছক আলাহর প্রতি পূর্ণ ঈমানের ভিত্তিতে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বাছাই করে করে গোপনে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে দা ওয়াতের কাজ চলতে লাগল। এমন কৌশলে এ পর্যায়ের দা'ওয়াতের কাজ এগুচ্ছিল, যাতে করে মুসলিম উদ্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে ব্যাঘাত না ঘটে। এ মুসলিম উদ্মাহ অচিরেই যাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিমগ্ন হয়। এ দা ওয়াত মানুষকে মানুষের ধর্ম ছেড়ে মহান রবের দীনের প্রতি আহ্বান করে। এ দা'ওয়াত একদিন এমন এক সভ্যতা পৃথিবীবাসীকে উপহার দেবে, যার সমকক্ষ আর একটা সভ্যতার নজির পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় ধাপে ইসলাম গ্রহণকারীগণ

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দলের পরই শুরু হয় দ্বিতীয় একটি দলের ইসলাম গ্রহণের পালা। দ্বিতীয় ধাপে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম দিকে রয়েছে :

- আবু 'উবাইদা ইবনুল-জাররা,
- আবু সালামা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল-আসাদ ইবনু মাখ্যুম ইবনু মুর্রা,
- নবিজির দুধভাই ও ফুপাতো ভাই (বার্রা বিন্ত 'আবদুল-মুত্তালিবের ছেলে),
- 'আরকাম ইবনু আবুল-'আরকাম আল-মাখযৃমি,
- ভিসমান ইবনু মার্যন্ডিন আল-জুমাহি,
- 'উবাইদা ইবনুল-হারিস ইবনু 'আবদুল-মুত্তালিব,
- সান্দিদ ইবনু যাইদ ইবনু 'আমর ইবনু নুফাইল,
- কুদামাহ ইবনু মার্যাউন,
- 'আবদুল্লাহ ইবনু মায'উন,
- ফাতিমা বিন্ত আল-খাত্তাব ইবনু নুফাইল,
- 'উমার ইবনুল-খাতাবের বোন,
- সাঈদ ইবনু যাইদের স্ত্রী,
- 'আসমা বিন্ত আবু বাক্র আস-সিদীক,
- 'আয়িশা বিন্ত আবু বাক্র আস-সিদীক এবং খাববাব ইবনুল-আরাত রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম।।-৮।।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় ধাপে ইসলাম গ্রহণকারীগণ

এই ধাপের ইসলাম গ্রহণকারীগণ হলেন:

- 'উমাইর ইবনু আবু ওয়াক্কাস,
- সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাসের ভাই 'আবদুলাহ ইবনু মাস'উদ ইবনুল-হারিস,
- ইবনু শাম্খ ইবনু মাখ্যুম ইবনু হুযাইল,
- মাস'উদ ইবনুল-কারি; তিনি 'কারাহ' নামক এলাকার মাস'উদ ইবনু রাবি'আ
 ইবনু 'আমর ইবনু সা'ঈদ ইবনু 'আবদুল-'উ
 ইবনু হামালা নামেও পরিচিত
 ছিলেন,
- সালীত ইবনু 'আমর,
- তার ভাই হাতিব ইবনু 'আমর,
- 'আইয়য়ৢাশ ইবনু আবু রাবি'আ,
- তার স্ত্রী 'আসমা বিন্ত সালামা,
- খুনাইস ইবনু হ্যাফা আস-সাহমি,
- 'আমির ইবনু রাবি'আ,
- খাত্তাব গোত্রের মিত্র ছিলেন তিনি,
- 'আবদুলাহ ইবনু জাহাশ,
- তার ভাই আবু আহমাদ ইবনু জাহশ,
- জা'ফার ইবনু আবু তালিব,
- তার স্ত্রী 'আসমা বিন্ত 'উমাইস,
- হাতিব ইবনুল-হারিস,
- সাইব ইবনু 'উসমান ইবনু মায'উন,
- মৃত্তালিব ইবনু আযহার,

- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তার স্ত্রী রম্লা বিন্ত আবু আওফ,
- আন-নাহ্হাম ইবনু 'আবদুলাহ ইবনু উসাইদ,
- 'আমির ইবনু ফুহাইরাহরা; আবু বাক্র সিদ্দীকের মুক্তদাস,
- তার মা ও বাবা ফুহাইরা,
- 'আমির ছিলেন তুফাইল ইবনুল-হারিসের দাস: পরে আবু বাক্র সিদ্দীক
 তাকে কিনে নিয়ে মৃক্ত করে দেন। খালিদ ইবনু সা'ঈদ ইবনুল-'আস ইবনু
 উমাইয়া ইবনু 'আব্দ-শাম্স ইবনু 'আব্দ মানাফ ইবনু কুসাই,
- তার স্ত্রী উমাইয়া বিন্ত খলাফ,
- আবু হুযাইফা ইবনু 'উতবা ইবনু রাবি'আ ইবনু 'আব্দ শামস,
- ওয়াকিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্দ মানাফ,
- ০ খালিদ,
- 🗴 'আমির,
- ০ 'আকিল,
- ইয়াস,
- বুকাইর ইবনু 'আব্দ ইয়ালাইল-এর বংশধর,
- 'আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ্ 'আনহম আজমা'ঈন। বানু মাখয়ৄম ইবনু
 ইয়াকয়া গোত্রের মিত্র ছিলেন তিনি।

ঐতিহাসিক ইবনু হিশাম এ দীর্ঘ তালিকায় মাযহাজ নামক জায়গার 'আনসা নামের একজনকেও যোগ করেন। সুহাইব ইবনু সিনান ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম রোমান।

ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় এগিয়ে থাকাদের দলে আরও ছিলেন: আবু যার গিফারি, তার ভাই আনিস এবং তার মা, বিলাল ইবনু রবা আল-হাবাশিও ইসলাম গ্রহণে এ অগ্রগামীদের দলেরই একজন ছিলেন।

দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের প্রায় সবাই ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। ঐতিহাসিক ইবনু হিশামের ভাষ্যমতে, সংখ্যায় ৪০ জনের বেশি ছিলেন তারা। আর ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন, তারপর নারা-পুরুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে; এমনকি ইসলামের কথা মাক্কার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলোচনা চলতে থাকে ইসলামকে ঘিরেই।

ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের নামের উপরের তালিকাটি থেকে সহজেই প্রতীয়মান যে, 'আস-সাবিকৃন আল-আওয়ালৃন' তথা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী দলটি ছিলেন তাদের সমাজের, তাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ও বিশিষ্টজন। ইসলামের কতিপয় শক্র বলে বেড়ায় যে, তারা ছিলেন সমাজের আবর্জনার মতো। সামাজিক কাজে ছিল না তাদের কোনো অবদান। তারা ছিলেন মূলত দাস; যারা নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পেতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইসলামের শক্ররা যেমনটি বলে থাকে, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীরা সে রকম ছিলেন না মোটেই।

কোনো কোনো সীরাত-লেখকও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। তাদের কেউ কেউ লিখেছেন, "তাদের (ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের) অধিকাংশই ছিলেন গরিব, দুর্বল এবং দাস। এর রহস্য কী?"

তারা এও বলেন যে, "দা'ওয়াত কার্যক্রম শুরুর তিন বছরের মাথায় সর্বসাকুলা ৪০ জন নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আবার গরিব, দুর্বল, মুক্তদাস কিংবা দাসশ্রেণির। এদের মধ্যে বিশিষ্টজনরা ছিলেন আবার অনারব: সুহাইব আর-রূমি 🚓 এবং বিলাল আল-হাবাশি 🖐।"

বাস্তবতা হলো, কতিপয় লোকের এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই। তারা যাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেন যে, এরা এরা গরিব-ফকির-মিসকিন, সমাজের অবহেলিত নিচু শ্রেণির গোলাম-দাস এবং অনারব মিশেলের লোক। কথাগুলো অসত্য। কারণ, নির্মোহ গবেষণায় দেখা গেছে যে, এমন সাহাবির সংখ্যা খুব বেশি না; হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র তারা। মাত্র ১৩ জন। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া ৪০ জন লোকের মধ্যে ১৩ জন লোকের কারণে কোনোভাবেই এমন শব্দ বলা যায় না যে, "তাদের অধিকাংশ", "তাদের বেশিরভাগ" ছিলেন দুর্বল শ্রেণির।

সেদিন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের কেউই পার্থিব কোনো কিছু অর্জনের প্রত্যাশায় তা করেননি। বরং সত্য সন্ধানের অনিমেষ প্রচেষ্টার শেষ প্রান্তে এসে তারা খোঁজ পান সত্য-দীন ইসলামের। আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়কে এ সত্য গ্রহণের জন্য প্রশস্ত করে দেন। তাদেরকে প্রস্তুত করেন নবিজিকে সাহায্য করার মন-মানসিকতা দিয়ে। ইসলাম ও নবিজিকে সাহায্য করার মহান কাজে সমাজের উচুনিচু, ধনী-গরিব সবাই অংশ নেন; এ দলে ছিলেন আবু বাক্রের মতো কুরাইশের ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি। ছিলেন বিলালের মতো হাবশি দাস। ছিলেন 'উসমানের মতো ধনী ব্যবসায়ী। ছিলেন সুহাইবের মতো রোম থেকে আগত বিদেশি। এখানে সবাই সমান; জাতপাতের তফাত ছিল না।

অধ্যাপক সালিহ আশ-শামি বলেন, "(ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের দলে) দুর্বল এবং দাসশ্রেণির অস্তিত্বকে আমরা অস্বীকার করতে চাই না। বরং আমাদের আপত্তি অন্য জায়গায়: দুর্বল ও দাসশ্রেণির লোকেরাই এদের দলে ভারী ছিলেন—এমনকথা আমরা মানতে পারি না। এমন কথার আমরা জাের প্রতিবাদ জানাই। কারণ, কথাটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। যদি ব্যাপারটি তা-ই হতাে, কতিপয় লােক যেমনটি বলছেন, তবে সমাজে ঘটে যেত বড় ধরনের শ্রেণি-সংঘাত; দুর্বল ও দাসশ্রেণির লােকেরা রুখে দাঁড়াত সমাজের ধনী, শক্তিশালী ও কায়েমী গােষ্ঠীর বিরুদ্ধে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, শ্রেণি-সংঘাতের কােনাে ধারণাই ছিল না মুসলিমদের মনে। তারা একে অন্যকে দেখতেন একজন ভাই হিসেবে। বিবেচনা করতেন সবাইকে আল্লাহর বান্দা বলে। এখানে কে গরিব আর কে ধনী এমন চিন্তা তারা ঘুণাক্ষরেও মনে ঠাই দিতেন না। আসলে ইসলামের প্রথম যুগে রাস্লুল্লাহর অনুসারীদের অধিকাংশ ছিলেন সমাজের বিশিষ্টজন। বিষয়টি প্রমাণ করে, তারা যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার বার্তা অত্যন্ত হাদয়গ্রাহী ও শক্তিশালী বলে। ইসলাম গ্রহণ করার কারণেই তারা নিজ জাতির হাতে নিদারুণ যন্ত্রণা ভােগ করেনে; দীনের পথে তারা এমন এমন নির্যাতন সহ্য করেন যা ভােগ করা তাে দূরে থাক, কোনােদিন কল্পনা পর্যন্ত করেননি।"

সহদয়, আলোকিত ও বিবেকবান কিছু মানুষের সুযোগ হয়েছিল ইসলাম গ্রহণের। আল্লাহ ইসলামের জন্যই এ হৃদয়গুলো, এ বিবেকগুলোকে প্রস্তুত করেছেন। তারা ধনী-গরিব, কালো-সাদা, ও প্রভ্-দাসের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানতেন না। তারা সবাইকে দেখতেন এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে। খাদীজা, আবু বাক্র, 'আলি ইবনু আবু তালিব, 'উসমান ইবনু আফফান, যুবাইর, 'আবদুর-রাহমান, তলহা, আবু 'উবাইদা, আবু সালামা, 'আরকাম, 'উসমান ইবনু মার্য'উন, সা'ঈদ ইবনু যাইদ, 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ, জা'ফার, সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস, ফাতিমা বিন্ত খাত্তাব, খালিদ ইবনু সা'ঈদ, আবু হুযাইফা ইবনু 'উত্বাহ রাদয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ; এরা এবং এদের মতো আরও অনেকেই ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে সদ্রান্ত ও নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি।

তারাই 'আস-সাবিকৃন আল-আওয়ালুন' যারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান আনেন এবং নবিজির দা'ওয়াতের সত্যতা স্বীকার করেন।

অবিরাম <mark>দোশ্রমুক্তি</mark>d with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি মুহাম্মাদ 🕸 গোপনে গোপনে তার দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। এ সময়ে তিনি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের অনেককেই ইসলামের পথে আহ্বান করেন। বিশেষ করে পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে যাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার সুযোগ ছিল এমন লোকজনকেও তিনি ইসলামের পথে আহ্বান করেন। গোপনীয়তা বজায় রেখে দা'ওয়াতের পরিধি বিস্তৃত করতে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এ দলটিই ছিলেন রাসূলুল্লাহর উত্তম সাহায্যকারী ও নির্ভরতার প্রতীক। দা'ওয়াতের এই সঙ্কটমৃহুর্তে রাসূল 🐞 ও তাঁর সাহাবিরা নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন। ক্ষতির আশঙ্কা না থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়েই তারা কাউকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন। লোকটি বিশ্বস্ত জেনে নিয়েই সামনে পা বাড়াতেন। অর্থাৎ দা'ওয়াতের কাজ চলছিল অত্যস্ত ধীরে, খুবই সতর্ক পদক্ষেপে। কেবল দা'ওয়াতের কাজই সতর্ক হয়ে করতে হচ্ছিল তা নয়, বরং দা'ওয়াতের দাবি অনুযায়ী দীনি অনুশাসনগুলো মেনে চলার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। যেমন : একজন ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে এলে সালাত পড়া এবং কুরআন শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু এ সময়ে একজন মুসলিম নিজ জাতির লোকদের সামনে না পারেন সালাত পড়তে, আর না পারেন কুরআন তিলাওয়াত করতে। ফলে সালাত পড়তে চাইলে মুসলিমরা বিভিন্ন গুহা কিংবা উপত্যকায় চলে যেতেন। সেখানেই সালাত আদায় করতেন গোপনে। 🐃

নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্বারোপ

ইসলামের প্রাথমিক এ যুগের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো: মুসলিমদের ছোট দলটির নিরাপত্তার প্রয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা। এমনকি নিকটজনদের কাছেও বিষয়টি গোপন রাখা হতো। এ সময়ে সাহাবিদেরকে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে দা ওয়াতের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জোর নির্দেশ দেন নবি মুহাম্মাদ * মুসলিমদের কিছু লোককে তিনি গোপনভাবে তৈরি করেন। এ গোপনীয়তা রক্ষা ভয় কিংবা পালানোর উদ্দেশ্যে নয়, বরং তারা যেন কোনোরূপ উপদ্রব ছাড়া নিজেদেরকে দীনের পরবর্তী পর্যায়ের দা ওয়াতের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারেন সেজন্য।

রাসূল & তাঁর সাহাবিরদেরকে ছোট ছোট কয়েকটি দলে সাজান: দুইজন গরিব মুসলিম লোক একজন ধনী ব্যক্তির দায়িত্বে থাকতেন। তিনি নতুন এ দুইজন মুসলিমকে নিজের কাছে রাখতেন। নিজের খাবার তাদের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। তাদেরকে নিয়ে আয়োজন করতেন দীন শিক্ষার বৈঠক। এদের মধ্যে যারা কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ পারতেন, তারা অন্যদের তা শেখাতেন এ বৈঠকে। এভাবে তাদের মধ্যে গড়ে ওপ্তে মজবুত প্রাত্ত বিদ্ধান প্রস্থা নিজেদের সমধ্য Mobiles থাকি দীনি শিক্ষার বৈঠক।

রাস্লুল্লাহ
তাঁর অনুসরীদের দীক্ষা দিতেন ক্রআনের নির্দেশিত পথে। তিনি সাহাবিদেরকে আকীদা, 'ইবাদাত, আখলাক, নিরাপত্তা-বিধানসহ আরও অনেক বিষয়ে হাতেকলমে দীক্ষা দিতেন। কুরআনের বহু আয়াতে নিরাপত্তার কৌশল গ্রহণের প্রতি জোর তাগিদ রয়েছে; কারণ, উদ্মাহর রেনেসাঁসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হলো: প্রথম দিকের সদস্যদের মধ্যে নিরাপত্তার কৌশল অবলম্বন করা। বিশেষ করে যারা ইসলামকে সুরক্ষা দানে এবং মানুষের বসবাসের এ পৃথিবীতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত তাদের মধ্যে এ বোধ জাগিয়ে তোলা আরও বেশি গুরুত্বহ। এজন্যই আমরা দেখি, নিরাপত্তা-দীক্ষার প্রথম বীজ রোপিত হয় মাকায়; যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে দা ওয়াতের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে।

যারা ইসলামের পথে দা'ওয়াত দিতে চাইতেন, সন্দেহ নেই, এমন সাহাবিরা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও নানান বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে নিতেন। নেতৃত্বস্থানীয়রা এ কার্যক্রম দেখভাল করতেন। এজন্য রাস্ল 🕸 একটি উচ্চমানসম্পন্ন নিরাপত্তা প্রণালি সুবিন্যস্ত করার দিকে নজর দেন। তিনি নেতৃত্ব ও নিয়মনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন; যাতে করে গোপনীয়তার বিষয়টি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন হয়।

নিরাপত্তা-বিধানের কৌশল প্রণয়নকে সীরাত কোনো সময়ই অবহেলার চোখে দেখেনি। ব্যক্তির দীক্ষা দান থেকে শুরু করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পর্যন্তও এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবার নয়। ইসলামি আন্দোলন ও মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য, আমাদের এ যুগেও, প্রতিরক্ষা খাতে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে; যা ইসলাম ও মুসলিমদের শক্র নাস্তিক, ক্রুসেডার ও ইহুদিদের কবল থেকে তাদের নিরাপত্তা দেবে। কড়া নজর রাখবে যাতে করে মুসলিম ছন্মবেশ নিয়ে ইসলামের কোনো দুশমন মুসলিমদের ভিড়ে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। এবং প্রতিরোধ করবে ইসলামের ওপর হানা বিরুদ্ধশক্তিদের সকল হীন আঘাতের। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কুরআন-সুনাহ উৎসারিত নিয়মকে ভিত্তি করেই যাতে রচিত হয় এই বিধানগুলো। আর যারা নিরাপত্তার দায়িছে নিয়োজিত থাকবেন তারা চারিত্রিক প্রশ্নে, অবশ্যই, উত্তীর্ণ হবেন।

মুসলিমদের প্রতিরক্ষা বিষয়ে গুরুত্বারোপ তাদেরকে, বাঁচিয়ে দেবে কারও অপ্রত্যাশিত শত্রুতা কিংবা আকস্মিক আক্রমণ থেকে। কথায় বলে,

> "আপনি যখন শক্রুকে চিনলেন এবং নিজেকে জানলেন তখন এমন কিছু নেই যা আপনাকে হাজারটা যুদ্ধের ফলাফলের কথা বলে ভয় দেখাবে; আর আপনি যদি

Compressed with PDE Compressor by DLM Infosoft কেবল নিজেকেই চিনলেন কিন্তু শত্রু কৈ তা জানলেন না, তবে নিশ্চিত থাকুন, প্রতিটি যুদ্ধে আপনাকে বরণ করতে হবে পরাজয়ের গ্লানি।"

রাসূল শ্ল তাঁর সাহাবিদের দীক্ষার সকল দিক নিজেই তত্ত্বাবধান করতেন। এবং তিনি তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিতেন; যাতে তারা গোপনে দীনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'উমার ইবনুল-খাত্তাবের বোন ফাতিমা বিন্তুল-খাত্তাব এ ও তার স্বামী সা'ঈদ ইবনু যাইদ এ তারা নু'আইম ইবনু 'আবদুল্লাহ আন-নাহ্হামম ইবনু 'আদির সঙ্গে একই দলে ছিলেন। খাব্বাব ইবনুল-আরাত এ ছিলেন তাদের শিক্ষক। কেবল তাজউইদ ও মাখরাজ শিখে নিয়ে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্যই তারা এখানে মিলিত হননি। এটা একমাত্র উদ্দেশ্যও ছিল না, বরং কুরআন অধ্যয়ন, আয়াতগুলো হাদয়ংগম করা, এর আদেশ-নিষেধ জানা এবং সর্বোপরি সে অনুযায়ী আমল করার দিকেই ছিল তাদের পূর্ণ মনযোগ ও আগ্রহ।

পরিপাটি ও সৃক্ষ্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের দিকে সর্বদা গুরুত্বারোপ করতেন রাসূল

1 এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তের পরিণাম সম্পর্কে তিনি সজাগ থাকতেন। তিনি বৃঝতে পেরেছিলেন, সেদিন বেশি দূর নয়, যেদিন প্রকাশ্যে ইসলামের দা ওয়াত দেওয়ার আদেশ করা হবে তাঁকে। তখন দা ওয়াতের ওই পর্যায়টা হবে খুবই বন্ধুর ও ঝুঁকিপূর্ণ। সেদিন লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে; এ বিশালসংখ্যক মুসলিমের স্থানসংকূলান হবে না খাদীজার ঘরে। সূতরাং একজন নেতা হিসেবে রাস্ল

তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রয়োজন এমন একটি স্থানের, যা একই সঙ্গে থাকবে লোকচক্ষুর অন্তরালে ও নিরাপদ। তাই নবি মুহাম্মাদ

মুসলিমদের গোপন জমায়েতের জন্য বেছে নেন 'আরকাম ইবনুল-'আরকামের বাড়ি।

একটি বিষয় স্পষ্ট যে, রাসূল 🕸 সাহাবিদেরকে প্রশিক্ষিত করতেন দাস্ট, ইসলামি রাষ্ট্রের সৃদৃঢ় ভিত্তি ও মুসলিম জাতির ভবিষৎ সেনাপতি হিসেবে। প্রশিক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ববহ বলেই রাসূল 🕸 গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি ছিলেন প্রবল আগ্রহী। মুসলিম জাতির ভবিষৎ চিন্তা বাদ রেখে কেবল দা ওয়াতের বিষয়টিই যদি মুখ্য হতো, তা Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হলে রাস্ল ৰু এত রাখঢাক না করে এবং নিরাপতার প্রতি বিন্মাত্র ক্রক্ষেপ না করেই তাঁর দা ওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন।

আর নিতান্তই যদি দা'ওয়াতের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোই উদ্দেশ্য হতো, তা হলে এর জন্য কা'বার চেয়ে উত্তম জায়গা আর হয় না; কুরাইশরা তাদের শলাপরামর্শ কা'বার প্রাঙ্গনে প্রকাশ্যেই সারত। কিন্তু তিনি পূর্ণাঙ্গ গোপনীয়তা বেছে নিলেন। এবং বেছে নিলেন নিরাপদ এমন এক স্থানের, যেখানে তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে ইসলাম শেখাতে পারবেন। এবং যেখানে তিনি তাদেরকে অনাগত কঠিন দিনগুলোর জন্য প্রস্তুত করতে পারবেন।

'আরকাম ইবনুল-'আরকামের বাড়ি

সীরাতের বইয়ে উল্লেখ আছে, মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে প্রথম মুখোমুখি অবস্থানে সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাসের অংশগ্রহণের পর 'আরকামের বাড়িকে মুসলিমদের গোপনে জমায়েত হওয়ার জায়গা হিসেবে বাছাই করা হয়। ঐতিহাসিক ইবন্ ইসহাক বলেন,

"রাসূলুল্লাহর সাহাবিরা সালাত পড়ার জন্য গিরিপথে চলে যেতেন; এভাবে তারা নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে তাদের সালাত গোপন করতেন। একদিনের ঘটনা, সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস সাহাবিদের একটি দলের সঙ্গে মাক্কার একটি গিরিপথে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একদল মুশরিক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সাহাবিরা তখন সালাত পড়ছিলেন। মুশরিকরা এগিয়ে এল তাদের দিকে। সাহাবিরা যা করছিলেন মুশরিকরা তা নিয়ে আপত্তি তুলল; মেনে নিতে পারেনি তারা বিষয়টি। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা সাহাবিদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সেদিনের ঘটনায় সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস হু হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না; একজন মুশরিককে তিনি উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে আঘাত করেন। আঘাতের চোটে লোকটির হাড় ভেঙে যায়। ইসলামের ইতিহাসে রক্ত ঝরার ওটাই প্রথম ঘটনা ছিল।"

'আরকামের বাড়িটি হয়ে ওঠে দা'ওয়াতের নতুন প্রাণকেন্দ্র। মুসলিমরা এখানে জমায়েত হন। এখানেই তারা নবিজির কাছ থেকে ওয়াহির নতুন বাণীগুলো গ্রহণ করেন। তারা কান লাগিয়ে শোনেন রাসূলুল্লাহর কথা। তিনি তাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেন, কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান। তারা নিজেদের মনের কথা এবং জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নবিজির কাছে ব্যক্ত করেন। সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে তিনি তাদেরকে হাতেকলমে দীক্ষা দেন; ঠিক যেভাবে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি দীক্ষা পান। ধীরে ধীরে এই জমায়েত হয়ে ওঠে নবিজির চোখের মণি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের কিছু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য

রাসূল্লাহর কাছে দীক্ষা পাওয়া প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য কারও মধ্যে দেখা যায় না। তারা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে গুরু করে, কি পারিবারিক কি সামাজিক, সর্বক্ষেত্রেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য ছিলেন; ফলে তারা ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ করেছেন সহজেই। পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমদের থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদেরকে অনন্যতা দিয়েছে তার কিছু দিক এখানে উল্লেখ করা হলো:

অনুপুঙ্খ ওয়াহির নির্দেশ মেনে চলা

আকীদাবিশ্বাস, বিধিবিধান ও আদবকেতাসহ সব বিষয়ের সঠিক জ্ঞান ও সঠিক অনুধাবন কেবল ওয়াহির আলোকেই সম্ভব; অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকেই নিরুপিত হবে শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়টি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শারী আতের দলিল-প্রমাণকেই চূড়ান্ত বলে জ্ঞান করতে হবে। আল্লাহ যাদেরকে সঠিক ঈমান দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার সেই সাহাবিদের জীবন পরিচালনার একমাত্র মানহাজ ছিল শার'ঈ দলিল-প্রমাণ গ্রহণ। আলাহ বলেন,

"আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে
যারা সঠিক পথ দেখায় ও নায়বিচার করে।" [আল-আ'রাফ, ৭:১৮১]

কুরআন-সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ থেকে সকল প্রজন্মের চেয়ে সাহাবিরাই বেশি উপকৃত হতে পেরেছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর প্রতি তাদের আনুগত্য ও ভালোবাসা ছিল প্রশ্নাতীত। অনেকগুলো কারণে তারা এমনটা পেরেছিলেন। নিচে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো:

- সাহাবিদের অন্তরের পরিশুদ্ধতাই ছিল এর প্রধানতম কারণ। কুরআন-সুরাহ ছেড়ে অন্য কিছুর আলোকে জীবন পরিচালনার অভিপ্রায় তাদের মোটেই ছিল না। আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল ﷺ থেকে প্রাপ্ত ওয়াহির জ্ঞান গ্রহণে নিজেদের মন-মগজকে পুরোমাত্রায় প্রস্তুত করেন তারা। এ সত্য গ্রহণে কোনো দ্বিধা, লজ্জা বা বাধা তাদেরকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।
- নবিজির কাছে যখন ওয়াহি নাজিল হতো, তখন প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা তা প্রত্যক্ষ করতেন। তারা ছিলেন সাহাবি। আর এ কারণেই কোন আয়াত কোন পটভূমিতে নায়িল হয়েছে, রাসূল ﷺ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কথাটি বলেছেন—এসবের জ্ঞান, অন্য যে কারও তুলনায়, সাহাবিরাই সবচেয়ে ভালো জানতেন। আর জানা কথা যে, কুরআন-সুল্লাহ অনুধাবনের উত্তম মাধ্যম

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলো: শানে-নুযূল ও শানে-উরূদ অর্থাৎ আয়াত নাযিল হওয়ার পটভূমি ও হাদীস বলার পরিপ্রেক্ষিত ভালো করে জানা।

শহাবিরা সরাসরি জড়িত ছিলেন এমন অনেক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন-সুন্নাহর মূলপাঠের অবতরণ বা সূচনা ঘটে; কোনো সময় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, আবার কোনো সময় দলবদ্ধ কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। মূলপাঠে তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হতো; তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা বাস্তব কোনো সমস্যার সমাধান দিতে গিয়েই অবতারণা হতো কুরআন-সুন্নাহর। কুরআন-সুন্নাহর এমন সম্বোধন তাদের জীবনে একটা গভীর ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে: য়েকোনো আদেশ-নিষেধ গ্রহণে তারা সব সময় প্রস্তুত থাকতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনে তার বাস্তবায়নের জন্য তারা উঠেপড়ে লাগতেন।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস 🧆 বলেন,

"সাহাবিরা যখনই শুনতেন কেউ বলছেন, 'রাসূল ﷺ বলেছেন' তখনই তারা লোকটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন (নবিজির কথা পূর্ণ মনযোগ দিয়ে শোনার জন্য)।।ু⊶।

ওয়াহি ও ঈমানের প্রভাবে আধ্যাত্মিকতার জাগরণ

যে জ্ঞানের সম্পর্ক কেবল জটিল দর্শনের সঙ্গে, প্রাণের ছোঁয়া যেখানে অনুপস্থিত,
যাপিত জীবনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই এমন জ্ঞান দ্বারা সাহাবিরা পরিচালিত
হতেন না। কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞানই ছিল তাদের জীবন চলার একমাত্র পাথেয়।
জ্ঞানের এ উৎসদৃটি থেকে তারা আল্লাহর পরিচয়, তাঁর নাম, তাঁর গুণাবলি ও তাঁর
কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান পেয়েছেন। এ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তারা আল্লাহকে
ভালোবাসেন। তাঁর 'ইবাদাত করেন। তাঁর সাক্ষাতের আশা করেন। ইচ্ছা করেন
জাল্লাতে বসে রবের চেহারা দেখবেন। আল্লাহর জন্য প্রশংসা নিবেদন করা, তাঁকে
তয় করা এবং তিনি রাগ করেন এমন কাজ থেকে সতর্ক থাকার জ্ঞানও সাহাবিরা
কুরআন-সুনাহ থেকেই লাভ করেন।

শুধু আল্লাহকে ভয় করতেই শেখায় না, এ জ্ঞান তাদেরকে নিরাশ হতেও বারণ করে। আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা, তাঁর সম্ভৃষ্টি ও জাল্লাতের কামনা এবং তাঁর সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করার কথা কুরআন-সুল্লাহই প্রথম তাদেরকে জানায়। আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমার আনার জ্ঞান সাহাবিরা এভাবেই অর্জন করেন। আত্মিক পরিশুদ্ধতা লাভ করাই শার'ই জ্ঞান শেখার বড় উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্যটি যদি ব্যাহত হয় তবে এ জ্ঞান শেখাটাই সার, কিন্তু কোনো কাজে আসবে না। উলটো দুনিয়া ও আখিয়াতের ক্ষতির কারণ হবে সেটা।

সাহাবিরা দিনের বেলায় যুদ্ধ করতেন, রাতের বেলায় সেজদায় অবনত থাকতেন।
তাদের জ্ঞান, সত্যের ওপর তাদের অবিচল আস্থা এবং আল্লাহভীতি পার্থিব কাজে
তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি; তারা ধর্মকর্ম যেমন করেছেন তেমনিভাবে
হাটবাজারে গিয়েছেন। বেচাকেনা করেছেন। চাষবাসে সময় দিয়েছেন। বিয়েশাদি
করেছেন। পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির ভরন-পোষণসহ যখন যেটার প্রয়োজন
পড়েছে তখন তারা সেটা করে গেছেন অনায়াসেই।

নবিজ্ঞির ব্যক্তিত্বের প্রভাব

মানব ইতিহাসের শিক্ষা-দীক্ষার সবচেয়ে মহান বিদ্যাপীঠটির নাম 'দারুল-'আরকাম ইবনুল-'আরকাম'। আর এটা মহান হবেই না বা কেন, যখন এর শিক্ষক রাসূল ঋ নিজেই; গোটা মানবজাতির শিক্ষক তিনি। এ বিদ্যাপীঠের ছাত্ররাই মানুষের দাসত্ব করা থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন। তাদেরকে অবিশ্বাসের আঁধার থেকে বের করে আনেন সমানের আলোর পথে।

দারুল-'আরকামে রাসূল ∰ প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহে এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, তারা মানব ইতিহাসে দা ওয়াতের মহান কাজগুলো সহজেই সম্পাদন করতে সক্ষম হন।

রাসূল

থাপনে দা'ওয়াত দেওয়ার ওই সময়ে দারুল-'আরকামে অনন্যসাধারণ
এমন একদল লোককে প্রশিক্ষিত করতে সক্ষম হন যারা, তাঁর মৃত্যুর পরও, তাওহীদ
(একত্ববাদ), দা'ওয়াত ও জিহাদের পতাকা বহন করেন। সেই পতাকা হাতে নিয়ে
তারা আরব উপদ্বীপ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েন দূরে, আরও দূরে, পুরো পৃথিবীময়; এবং
অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে অনেক মহান বিজয় অর্জন করেন।

নুবৃত্তয়াতি জীবনের প্রথম তিন বছরের মধ্যে দা ওয়াতের প্রধান ব্যক্তিদের বাছাইয়ে রাসূল

অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তিনি তাদেরকে মুসলিমদের ভবিষৎ নেতৃত্বভার প্রহণ এবং রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। রিসালাতের মতো মহান দায়ত্ব পালন এবং মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দায়ত্বভার প্রহণ করা যেনতেন মানুষের কাজ নয়; এমন কাজ কেবল সমাজের প্রেষ্ঠ মানুষ, বড় বড় নেতা এবং শক্তি-সামর্থ্যবান দা ঈরাই সম্পাদন করতে পারেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের নাম ছিল দারুল-'আরকাম। রাসূল ৰু 'আস-সাবিকৃন আল-আওয়াল্ন' বা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের মতো শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের লোকদেরকে এখানে দীক্ষা দিতেন। সেই ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মধ্যে তিনি তাদেরকে নেতার আনুগত্যের অর্থ, নেতৃত্বের সূলুকসদ্ধান এবং এর রীতিনীতি হাতেকলমে শোখান। এখানেই মহান নেতা মুহাম্মাদ ఉ তাঁর অনুসারীদেরকে, তাঁর সৈনিকদেরকে শাণিত করেন আল্লাহর প্রতি ঈমানের বলে। দীক্ষা দেন ইসলামে অবিচল থাকার ওপর। আত্মগুদ্ধির পথ বাতলান, আচরণে কাঞ্চ্কিত পরিবর্তন আনার উপায় বলে দেন। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তির খোঁজ দেন। সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত ওই পাঠগুলো সাহাবিদের সংকল্প, তাদের অভিপ্রায়কে আরও ধারালো করে তোলে; ইসলামের জন্য জান বাজি রাখার শিক্ষা তারা এখান থেকেই নেন। বাছা

দারুল-'আরকামে দীক্ষা দানে সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে নবিজির ব্যক্তিত্ব। যেকোনো লোক এসেই তাঁর এমন ব্যক্তিত্ব দেখে বিমোহিত হয়ে যেত। তাদের ভেতরে একটা পরিবর্তন ঘটে যেত। রাসূলুল্লাহর কাছে এসে কুফরির আঁধার ছেড়ে বেরিয়ে আসত ঈমানের আলোর পথে। খুঁজে পেয়ে যেত জীবনের অর্থ। কুফরিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই অর্জন করত নতুন এ দীনের পথে চলতে গিয়ে শত বাধাবিপত্তি মাড়ানোর শক্তি ও সাহস।

নবিজির ব্যক্তিত্ব, নিঃসন্দেহে, ইসলামের জন্য চালিকাশক্তি ও উদ্দীপকের কাজ করত। তাঁর ব্যক্তিত্বে মানুষকে সহজে আপন করে নেওয়ার মতো অসাধারণ একটি গুণ ছিল। মানুষ তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গুনত। আল্লাহ তাঁর নবিকে নিজ ইচ্ছায় যোগ্য করে তোলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ চারিত্রিক সুষমায় সুষমিত করেন।

হ্যাঁ, এটা সত্য যে, মহান ব্যক্তিরা সব সময় অন্যদের প্রিয়ভাজন হয়ে থাকেন।
মুগ্ধ ভক্তদের দ্বারা থাকেন পরিবেষ্টিত। লোকজন তাদের আশপাশে সব সময় ভিড়
জমায়। কিন্তু মুহাম্মাদ শ্ল মহান মানুষদের চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন: তিনি ছিলেন
আল্লাহর রাসূল; আল্লাহ থেকে তাঁর কাছে ওয়াহি আসে। এবং মানুষের নিকট সেই
দা'ওয়াতও পৌঁছান তিনি। নিছক ব্যক্তিত্বের কারণে ভক্তরা অন্যান্য মহান ব্যক্তিকে
যেভাবে ভালোবাসত, নবিজ্ঞির প্রতি তাঁর সাহাবিদের ভালোবাসা তেমন ছিল না।
বরং মু'মিনরা তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে যেমনি ভালোবাসতেন, তেমনি ভালোবাসতেন
আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ওয়াহি আসার কারণে তাদের সম্পর্ক সরাসরি রবের
সঙ্গে স্থাপিত হলো বলেও।

এভাবেই রাস্লুলাইর বাজি ছে দৃটি গুণের সমন্বয় ঘটে ইতিন একাধারে একজন মহামানব ও একজন মহান রাস্ল। অবশেষে, শুরু কিংবা শেষের ফারাক না করেই, এ দৃটি গুণ একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে ওঠে। দৃটি একই বিষয়ে পরিণত হয়। দৃটি গুণের প্রতীক হয়ে ওঠেন একজন বাজি—মহামাদ 🕮। তারা গভীরভাবে ভালোবাসতেন একজন মানুষকে যিনি রাস্ল কিংবা ভালোবাসতেন একজন রাস্লকে যিনি মানুষ। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর রাস্লের জন্য ভালোবাসা একজন মুমিনের অন্তরে সকল অনুভৃতি, সকল কাজের প্রেরণা হয়ে ওঠে। এবং আল্লাহর ভালোবসার জন্য পূর্বশর্ত করা হয় তাঁর রাস্লকে ভালোবাসা।

নবিজিকে প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের এমন ভালোবাসাই ছিল ইসলামি দীক্ষা এবং তার সুলুক সন্ধানের চাবিকাঠি।

দারুল-'আরকামের পাঠ্যসূচি

রাসূল # দারুল-'আরকামে যে পাঠ্যসূচির আলোকে পাঠদান করতেন তা ছিল আলকুরআন; কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রধানতম উৎস। সাহাবিদের
জ্ঞানের প্রধানতম উৎস যাতে এ কুরআনই হয় সে বিষয়ে রাসূল # ছিলেন সচেই।
তিনি চাইতেন কুরআনই যাতে এ বিদ্যাপীঠের একমাত্র মানহাজ; পথ ও পদ্ধতি হয়।
যার আলোকে, যার নির্দেশিত পথে পরিচালিত হবে একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত,
পারিবারিক ও সামাজিক জীবন।

জিব্রীল ওয়াহি নিয়ে আসতেন নবিজির কাছে। আর সাহাবিরা সরাসরি নবিজির মুখ থেকে সেই ওয়াহি শুনতেন। ওয়াহির অমিয় বাণী তাদের হৃদয় ছুঁয়ে যেত, অস্তরে গেঁথে যেত। এবং শিরা-উপশিরায়, রক্ত প্রবাহের মতো, ক্রআনের বাণী চলাচল করত। তাদের অস্তর, তাদের আত্মা কুরআনের সঙ্গে গভীর একটা টান অনুভব করত। ফলে মূল্যবোধ, আবেগ-অনুভৃতি, লক্ষ-উদ্দেশ্য, আচার-ব্যবহার এবং সর্বোপরি জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়ে একেক জন পরিণত হন নতুন মানুষে। রাসূল শ্ল প্রাণপণে চাইতেন, কেবল কুরআনিক পাঠ্যসূচির আলোকেই আলোকিত হবে তাঁর সাহাবিদের অস্তর। কুরআন-সুনাহ ছাড়া অন্যকিছু মাতে তাদের এ বিশুদ্ধ শিক্ষার সঙ্গে মিশে না যায় সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন পূর্ণ সঞ্জাগ।

দারুল-'আরকামে সাহাবিরা শিখলেন যে, কুরআন ও নবিজ্ঞির সুন্নাহই দা'ওয়াত, জীবন, রাষ্ট্র ও সভ্যতা পরিচালনার সবচেয়ে বড় ও সুশ্রীম সংবিধান। দারুল-'আরকাম বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা রাস্লুল্লাহর কাছে কুরআনের পাঠ্যসূচির আলোকে পাঠ নেন। উদ্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম গ্রহণ করেন কুরআনের দীক্ষা; কুরআন এ উদ্মাহর জীবস্ত কিতাব, কল্যাণকামী দিশারী। এ কুরআন জ্ঞানের এমন এক আকর, যেখানে উদ্মাহ তার জীবনের সবগুলো দিকের সমাধান খুঁজে পাবে।

ইসলামের 'আস-সাবিকৃন আল-আওয়ালূন' তথা প্রথম প্রজন্ম কুরআনকে গ্রহণ করেন ঐকান্তিকভাবে, প্রচণ্ড নিষ্ঠার সাথে। তারা উদগ্রীব ছিলেন কুরআন অনুধাবনে এবং জীবনে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ের নির্দেশনা পেতে চাইতেন তারা কুরআনেই।

এভাবেই ইসলামের প্রথম প্রজন্ম গড়ে ওঠে কুরআনের আলোকে; রব-প্রদন্ত এ নির্দেশনাগুলো কাজে পরিণত করার জীবন্ত ছবি হয়ে ওঠেন তারা। কুরআন ছিল তাদের জন্য আল্লাহ প্রদন্ত নির্দেশনার বিদ্যালয়। এবং তারা ছিলেন এ বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট; এরা ছিলেন দান্দি, সেনানায়ক এবং অন্যদের জন্য অনুসরণীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে, তাদের পূর্বে কিংবা পরে, উত্তমতার প্রশ্নে তাদের পর্যায়ে কেউ পৌছতে পারেনি।

আল্লাহ তাঁর রাস্লের কাছে কুরআন নাযিল করেন যাতে তিনি এর আলোকে একটি উদ্মাহ গঠন ও প্রতিষ্ঠা করেন একটি রাষ্ট্র, সুশৃঙ্খল করেন একটি সমাজকে। এ প্রজন্মের লোকদের আচার-আচরণ, বিবেক-বুদ্ধি, আকীদা-বিশ্বাস, আবেগ-অনুভৃতি ইত্যাদি পরিচর্যা করেন এ কুরআনের দেখানো পথেই। ইসলামের এ প্রজন্মের মুসলিমরা কুরআনের দীক্ষায় গ্র্যাজুয়েশন শেষে বের হয়ে পৃথিবীর সব সমাজে, সব বিষয়ে অনন্যতার ছাপ রাখেন; আচার-আচরণ, মানসিক-আধ্যাত্মিক, সামাজিক-রাজনৈতিক, এমনকি শান্তি ও সমর বিদ্যাসহ সব বিষয়েই প্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হন।

দারুল-'আরকামকে বেছে নেওয়ার কারণ

অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে দারুল-'আরকামকে দীনের প্রথম বিদ্যালয় হিসেবে বেছে নেওয়ার পেছনে। এর কয়েকটি নিম্নরূপ:

- 'আরকাম এ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই সংগত কারণেই কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, সাহাবিরা নবিজির সঙ্গে 'আরকামের বাড়িতে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করেন।
- 'আরকাম ইবনু আবুল-'আরকাম
 ছিলেন মাখযুম গোত্রের লোক। আর
 মাখযুম গোত্রের শব্রুতা ছিল হাশিম গোত্রের সঙ্গে (রাস্ল
 এ গোত্রেরই
 মানুষ ছিলেন)। তাই 'আরকামের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানাজানি হয়ে
 গেলেও কারও ধারণাতেই আসত না য়ে, মুসলিমদের গোপন জমায়েতটি তার

ঘরেই বিসে তারি তার ঘরে মুসলিমদের জমায়েত ইওয়ার মানেই হচ্ছে:
মুসলিমরা জেনেশুনেই শত্রু ঘাঁটির কলিজায় বসে রাস্লুলাহর সঙ্গে তাদের
নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করে যাচ্ছে।

ইসলাম গ্রহণকালে 'আরকামের বয়স খুব বেশি ছিল না: বোল ছুঁই ছুঁই করছিল। তখন যদি কুরাইশদের মনে ইসলামি দা'ওয়াতের কেন্দ্র খোঁজার চিন্তা মাথায় আসতও, তবুও এত অল্প বয়সি এক সাহাবির ঘরে খোঁজার কথা তাদের মাথায় আসত না ঘূণাক্ষরেও। খুবই সংগত কারণে তারা খুঁজে বেড়াত নবিজির বড় বড় সাহাবির বাড়িতে। কিংবা খুঁজতে আসত নবিজির ঘরে।

আর এমনটি না ভাবলেও কমপক্ষে তারা এ ধারণা করত যে, রাসূলুল্লাহর সঙ্গে তাঁর সাহাবিদের দেখা-সাক্ষাতের জায়গাটি, বড়জোর, হাশিম গোত্রেরই কারও একজনের বাসা-বাড়িতে হয়ে থাকবে। তাও যদি না হয় তবে জায়গাটি আবু বাক্রের বাড়ি কিংবা অন্য কারও বাড়িতেই হবে। এ কারণেই বলা যায়, নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে 'আরকামের বাড়িকে বেছে নেওয়াটা ছিল চূড়ান্ত প্রজ্ঞার পরিচায়ক। আমরা শুনিনি বা পড়িনি (নিদেনপক্ষে যে কয়টি বই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে সেগুলোতে পাইনি) যে, মুসলিমদের নিজেদের দীন শিখার জন্য একত্র হওয়ার এই গোপন জায়গাটিকে কুরাইশরা কোনো দিন খুঁজে পেয়েছিল।

প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের কিছু বৈশিষ্ট্য

মাকা যুগে মু'মিনরা গড়ে ওঠেন ধীরেসুস্থে, ধাপে ধাপে এবং গোপনীয়তা মেনে চলে। এ যুগের প্রতীক ছিল আল্লাহর একটি নির্দেশনা; আল্লাহ বলেন,

"তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাদের সক্তোই রাখবে, যারা তাদের রবের সন্তবির উদ্দেশে সকাল ও সম্প্রায় তাঁকে ডাকে। তুমি পার্থিব জীবনের চাকচিকা কামনা করে তাদের থেকে তোমার চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি এমন লোকের আনুগতা করবে না, যার অন্তরকে আমি আমার ম্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি; যে তার খেয়াল-খুমির অনুসরণ করে ও যার কাজ সীমা অতিক্রম করে।"

যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন তাদের ভুলক্রটির ব্যাপারে নবিজিকে এ আয়াতে ধৈর্য ধরার, সবুর করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি জানার উদগ্র বাসনা থেকে কোনো সাহাবি যদি বেশি প্রশ্ন করেন তখনও যেন নবি 🕸 অধৈর্য না হন। বিশেষ করে প্রশ্ন যদি ভুল ও অপ্রাসঙ্গিকও হয়, ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে, যখন কোনো নির্দেশনা মেনি নিতে তারা দ্বিধায় ভোগেন তথ্যনত। আরও বলা হয়েছে, শক্রদের নির্যাতনের মুখে সাহাবিরা যাতে অটল থাকতে পারেন, ধৈর্য ধরতে পারেন—রাস্ল হ্র যেন সে-প্রশিক্ষণও তাদেরকে দেন। তিনি যেন তাদেরকে মানুষের কাছে দা ওয়াত পৌছানোর পদ্ধতি, এর মানহাজ, এ পথের দুঃখ-দুর্ভোগ ইত্যাদি একে একে সবিস্তারে তুলে ধরেন।

সূরা কাহ্ফের উপরের আয়াতটি আমাদের সামনে ইসলামের প্রথম প্রজন্মের সাহাবিদের অনেকগুলো গুণ প্রতিভাত করে; গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নিচে আলোচিত হলো:

ধৈর্যধারণ

"তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে রাখবে তাদের সঙ্গে…"

সব্র বা ধৈর্য শব্দটির ব্যবহার কুরআন-সুন্নাহতে বহুবার বহুভাবে এসেছে। শুধু
নিজে ধৈর্যধারণ করলেই চলবে না, বরং কুরআন ও সুন্নাহতে অন্যদেরকেও ধৈর্য
ধরার উপদেশ দিতে বলা হয়েছে মুসলিমদেরকে। ইসলামে ধৈর্যের এতটাই শুরুত্ব
যে, নিশ্চিত ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাওয়া মুসলিমদের চারটি শুণের একটির নাম
ধৈর্য। আল্লাহ বলেন,

"মহাকালের শপথ! মানুষ অবশাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"
[সূরা আস্র, ১০৩: ১-৩]

আল্লাহ সূরাটিতে আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, সব মানুষ ক্ষতি বা ধ্বংসের মধ্যে আছে, তবে চারটি গুণসংবলিত মানুষ ছাড়া, যারা:

- আল্লাহর ওপর ঈমান আনে।
- সংকাজ করে।
- পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়।
- পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।

কারণ, মানুষ যতক্ষণ না ঈমান আনছে, সংকাজ করছে, পরস্পরকে সত্যের দিশা দেখাচ্ছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। একজন মানুষ যখন উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করতে পারবে, কেবল তখনই সে আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূর্ণ করল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া, নিঃসন্দেহে খুবই জরুরি একটি বিষয়। স্থান ও সংকাজ অব্যাহত রাখা এবং সত্য ও ন্যায়ের সুরক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য চরম কঠিন এক কাজ। তবে এ কঠিন কাজকে সহজ করার জন্য ধৈর্যের বিকল্প নেই। বিশেষ করে নিজের প্রবৃত্তির ও শক্রর সঙ্গে জিহাদের বেলায় থৈর্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। এমনিভাবে দুঃখ কষ্টের সময় ধৈর্যের প্রয়োজন। ধৈর্যের প্রয়োজন বাতিলের সদর্প পথচলা এবং দুষ্ট লোকদের আপাত উন্নতি দেখার সময়ও। দা ওয়াতের পথের দীর্ঘতা, বিভিন্ন স্তরের বিলম্বতা, নাম-নিশানা নেই এবং গন্তব্যও বহুদ্র এমন সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময়ও ধৈর্যই একমাত্র পাথেয়।"

আল্লাহর কাছে বারবার মিনতি করা

উপরের আয়াতটিতে সাহাবিদের দু'আ করার বিষয়টি আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন এভাবে, "তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে।" দু'আ মস্ত এক দরজার নাম। একজন বান্দার সামনে যখন দরজাটি খুলে যাবে, তখন প্রভূত কল্যাণ তার কাছে আসতে থাকবে। সিক্ত হবে অনেক বারাকার মাধ্যমে। যারা মহান দীনের বার্তা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার দায়ির পালনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের অবশ্যই আল্লাহর সঙ্গে অনুপম সম্পর্ক থাকতেই হবে। তারা বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। তারই কাছে জানাবেন নিজেদের মনের আকৃতি-মিনতি। কারণ, দীনের কাজে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া লাগবেই। আর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী মাধ্যমটির নাম দু'আ।

নিষ্ঠা

সাহাবিদের ইখলাস বা নিষ্ঠার কথা একই আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে, আল্লাহ বলেন,

"তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে"; কথাবার্তা, কাজকর্ম, চেষ্টা-সাধনা ও জিহাদসহ একজন মুসলিমের সবকিছুই হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, কেবল তাঁকে খুশি করার জন্যই। বিনিময়ে পুরস্কারের আশা করবে কেবল তাঁরই কাছে। রবকে ডাকার পেছনে কোনো পার্থিব প্রাপ্তি, সামাজিক মান-মর্যাদা কিংবা কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশা কাজ করেনি তাদের মধ্যে।

আল্লাহ বলেন,

"বলো, 'আমার সালাত, আমার 'ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের রব আল্লাহরই উদ্দেশে। তাঁর কোনো শরীক Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নেই। আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।''' [সূরা আন'আম, ৬: ১৬২-১৬০]

আমল গ্রহণীয় হওয়ার একটি শর্ত হলো ইখলাস বা নিষ্ঠা। আর এটা জানা কথা যে, বিশুদ্ধ নিয়াহ, কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং কুরআন-সুনাহর অনুসারী না হলে কোনো কাজই আল্লাহ গ্রহণ করেন না।

সত্যের ওপর অবিচলতা

একই আয়াতে সত্যের ওপর সাহাবিদের অবিচলতার বিষয়টি এভাবে এসেছে; আল্লাহ বলেন,

> "পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তুমি তাদের থেকে তোমার চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না।" [সূরা কাহ্ফ, ১৮: ২৮]

আয়াতে উল্লিখিত মু'মিনদের অবিচলতার গুণটি সামগ্রিক দৃঢ়তার একটি অংশ মাত্র; যারা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকবেন তাদেরকে অবশ্যই দীনের ওপর অবিচল থাকতে হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

"মূমিনদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সঞ্জো তাদের অঞ্জীকার পূর্ণ করেছে,
তাদের কেউ কেউ শহিদ হয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছে।
কিন্তু ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আহ্যাব, ০০: ২০]

উপরের আয়াতটিতে তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে:

- 🌣 ঈমান,
- ০ পৌরুষত্ব
- সততা

সংপথে ও ইসলামের ওপর অটল ও অবিচল থাকতে এই গুণগুলোর বিকল্প নেই। ঈমান মানুষের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। তার ওপর অবিচল থাকতে প্রতিনিয়ত উৎসাহ জোগায়। এবং নীতির জন্য, বিশ্বাসের জন্য জীবন বাজি রাখতে ঈমান একজন মু'মিনকে অনুপ্রাণিত করে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে চালিকাশক্তির ভূমিকাটি পালন করে পৌরুষত্ব: কোনটা ছোট আর কোনটা নগণ্য এমন বাছবিচার না করেই সে তার আপন লক্ষ্যপানে এগিয়ে যায়। উন্নত উদ্দেশ্য ও নীতি অর্জনে পৌরুষ সব সময় মু'মিনকে উদ্দীপিত করে।

আর সততার গুণটি একজন মু'মিনকে চারিত্রিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। একজন মু'মিন যখন এ তিনটি গুণে গুণান্বিত হবেন তখন ঈমান আনার

অপরাধে (!) ঘাড়ে ধারালো তরবারি অনুভব করলে, গলায় ফাঁসের দড়ি ঝুলতে দেখলে কিংবা ঈমান বিকিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে দুনিয়া পায়ের সামনে আছড়ে পড়ার আশ্বাস থাকলে বা কোনো সুন্দর মেয়ে বিয়ের প্রলোভন দিলেও সে তার ঈমান, বীরত্ব ও সততা থেকে সরে দাঁড়াবে না বিন্দুমাত্র।

দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য মুসলিমদের সত্যের ওপর অবিচল থাকার বিকল্প নেই। সত্যের ওপর এ অবিচল থাকাটাই তাদেরকে উন্নত উদ্দেশ্য, শান্তিময় গন্তব্য এবং সমুন্নত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

ইসলামের প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের এই ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যের কিছু দিক।

ইসলামের দা'ওয়াতের প্রচার ও এর বিশ্বজনীনতা

বিশেষ কোনো গোত্রের প্রতি আলাদা নজর না দিয়ে, রাস্লুল্লাহর গোপনে দা ওয়াত দেওয়ার সময়ে, ইসলামের প্রচার ছিল কুরাইশের সব গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে। তৎকালীন যুগের গোত্রীয় জীবনের রীতিনীতির পুরো বিপরীত ছিল ইসলামের এই রীতিটি। সবার সঙ্গে উদার ভারসাম্যপূর্ণ এমন সুন্দর ও সংগত আচরণ ও গোত্রপ্রীতি পরিহার করার কারণেই, সম্ভবত, কুরাইশের সব শাখাগোত্রের মধ্যে ইসলামের প্রচার করাটা ছিল অনেক সহজ। ইসলামের প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের দিকে তাকালেই এর সত্যতার প্রমাণ মিলবে; তারা একেকজন ছিলেন কুরাইশের বিভিন্ন শাখাগোত্রের। যেমন: আবু বাক্র ক্র 'তাইম' গোত্রের, 'উসমান ইবনু 'আফফান ক্র 'বানু উমাইয়া' গোত্রের, যুবাইর ইবনুল-'আওয়াম ক্র 'বানু আসাদ' গোত্রের, মুস'আব ইবনু 'উমাইর ক্র 'বানু 'আবদুদ-দার' গোত্রের, 'আলি ইবনু আবু তালিব ক্র 'বানু হাশিম' গোত্রের, 'আবদুর-রাহমান ইবনু 'আওফ ক্ল 'বানু যুহরা' গোত্রের, সাঈদ ইবনু যাইদ ক্ল 'বানু 'আদি' গোত্রের, 'উসমান ইবনু মায'উন ক্ল 'বানু জুমাহ' গোত্রের ছিলেন।

আবার এ সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এমন অনেক সাহাবি কুরাইশেরই ছিলেন না, অন্য গোত্রের ছিলেন; যেমন: 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ এ 'হ্যাইল' গোত্রের, 'উতবা ইবনু গ্যওয়ান ৯ 'মাযিন' গোত্রের, 'আবদুল্লাহ ইবনু কইস ও 'আশ'আরিয়্যিন' গোত্রের, 'আদ্মার ইবনু ইয়াসির ৯ 'আন্স গোত্রের; যা ছিল মাযহিজরই একটি অংশ, যাইদ ইবনু হারিসা ও তুফাইল ইবনু 'আম্র 'দাওস' গোত্রের, 'আমর ইবনু 'আবাসাহ 'সালীম' গোত্রের এবং সুহাইব আন-নামারি ৯

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft 'বানু আন-নামির ইবনু কাসিত' গোত্রের ছিলেন। এ নামগুলোই প্রমাণ করে, ইসলাম শুধু মাক্কার গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকেনি।

অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করে করে রাসূল # তাঁর দা ওয়াতের-পথ তৈরি করেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সব ধরনের উপায়-উপকরণও তিনি গ্রহণ করেন। গোপনে দা ওয়াতের এ সময়ে রাস্লুলাহর নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন: সাহাবিদেরকে দীক্ষা দেওয়া, তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে আগাম হাঁশিয়ারীসহ সবকিছুই ছিল দা ওয়াতের পরের ধাপের জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে। কারণ, রাসূল # ভালোভাবেই জানতেন, দা ওয়াতের নির্দেশ তাঁর কাছে এজন্য আসেনি যে, তা আজীবনই গোপন থাকবে এবং সামাজিক গণ্ডিতে না গিয়ে তা কেবল ব্যক্তির গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে। বরং তা এসেছে সমানভাবে বিশ্বাবাসীর সবার কাছে। বিশ্বমানবতাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই তার আগমন। মানুষকে শির্ক ও মূর্খতার আঁধার থেকে মুক্ত করে ইসলাম ও তাওহীদের আলোর দিশা দেখানোই এর মূল কাজ। এজন্য আল্লাহ দা ওয়াতের প্রথম পদক্ষেপ থেকেই এর গতি-প্রকৃতি, পথপদ্ধতি কেমন হবে তা বাতলে দেন। মাক্কা যুগেই কুরআন দা ওয়াতের ব্যাপ্তি ও এর বিশ্বজনীনতার বর্ণনা দিয়েছে এভাবে, আল্লাহ বলেন,

"এটা তো বিশ্বজ্ঞগতের জনা উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।"
[স্রাইউস্ফ, ১২: ১০৪]

আল্লাহ আরও বলেন, "কুরআন তো বিশ্বজগতের জনা উপদেশ।" [স্রা কলাম, ৬৮: ৫২]

ইসলামের দা'ওয়াত কেবল নির্দিষ্ট কিছু মানুষকেই আহ্বান করেনি, বরং সেটা জগতের সব মানুষকেই আহ্বান করেছে আল্লাহর পথে। এতেই প্রমাণ হয় যে, ঘোষণা, প্রচার-প্রসার, অন্যের কাছে পৌঁছানো, ইসলামের অনুশাসন মানুষের নিকট সবিস্তারে তুলে ধরা এবং তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করা ইত্যাদি দায়িত্ব নিয়েই দা'ওয়াতের আগমন।

রাসূলুল্লাহর দা'ওয়াত-জীবনের প্রথম দিকে গোপনে দা'ওয়াত দেওয়াটা ছিল ব্যতিক্রম ঘটনা। অবস্থার নিরীখে, পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে তখন গোপনে দা'ওয়াত দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সময়টা ছিল দা'ওয়াতের একেবারেই প্রাথমিক যুগে, যখন ইসলামের নামটা সবার কাছে বেখাপ্লা ঠেকেছিল। এবং এর অনুসারীরা ছিল খুবই দুর্বল। আমাদের উচিত সে-সময়টাকে এভাবেই বিচার-বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করা।

গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা যদিও ইসলামের অনেকগুলো বিষয়ের কৌশলগত দিক, বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তি-নিরাপত্তার সময়ে, তারপরেও দা'ওয়াতের বেলায় গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা বেশি গুরুত্বহ। ঘটনা প্রবাহ কিংবা পরিবেশ-পরিস্থিতিই বলে দেবে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হবে, নাকি হবে না। এ রকম ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া দা'ওয়াত দিতে হবে প্রকাশ্যে। কোনো রাখঢাক রাখা যাবে না এর মধ্যে। কারণ, দা'ওয়াতের প্রকৃতিই হলো, আল্লাহর দীন ও তাঁর শারী'আহ্র ঘোষণা দেওয়া, সব মানুষকে সে পথে আহ্বান করা এবং শারী'আহ্-বিধানের আলোকেই তাদেরকে পরিচালনা করা।

অপরদিকে, বিভিন্ন উপায়-উপকরণ, প্ল্যান-প্রোগ্রাম, চিস্তাভাবনাসহ, গোপনীয়তার স্বার্থে, যা কিছুই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা নিছক সাময়িক ; বৃহৎ কোনো কল্যাণের জন্যই। এ কারণ ছাড়া দীনের কোনো বিষয় গোপন রাখা, সত্য বলা থেকে চুপ থাকা, আল্লাহর ওয়াহিকে গোপন রাখার কোনোই সুযোগ নেই। মানুষকে সতর্ক করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসমানী কিতাবসমূহের নাজিল, আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর যে মহৎ কাজ সাধনের জন্য পৃথিবীর বুকে নবিদের আগমন, তার সঙ্গে অনেক সময় তাদের আহ্বানে সাড়া দানকারী মু'মিনদের সংখ্যা গোপন রাখার বিষয়টিও জড়িত। এটা অবশ্যই বৃহত্তর স্বার্থে এবং সাময়িক। সুতরাং দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত থাকলে কোনো বিষয়কে গোপন করা যেতেই পারে। এজন্যই আমরা রাসূলুল্লাহকে দেখি, তিনি তাঁর নুবৃওয়াতের ঘোষণা থেকে শুরু করে মানুষকে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেওয়ার পরও অনেকগুলো বিষয় গোপন করে রাখতেন; কারও কাছে সেগুলো বলে বেড়াতেন না। এতে অবশ্য দা'ওয়াতের গতিশীলতায় ভাটা পড়ত না বিন্দুমাত্র। যেমন: তিনি তাঁর অনুসারী সাহাবিদের সংখ্যা, তাদের জমায়েতের স্থান এবং জাহিলি-চক্রান্ত প্রতিরোধে কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, সেগুলো তিনি প্রকাশ করতেন না কোনোভাবেই।

মাক্কা যুগে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন

পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর প্রগাঢ় অনুধাবন

যে পথে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়, যে পথে একটি জাতি তাদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন করে এবং যে পথে তারা উন্নতি লাভ করে সে পথগুলো অবশ্যই প্রাকৃতিক কিছু নিয়মনীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। রাস্লুল্লাহর জীবনীগ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আমাদেরকে এই ভেবে অবাক হতে হয় যে, তিনি রীতিনীতিগুলোকে কত চমৎকারভাবেই না অনুধাবন করেছিলেন। এবং কী প্রথর বৃদ্ধিমন্তার সঙ্গেই না তিনি সেগুলোকে ইসলামের কল্যাণে কাজে লাগিয়েছেন।

সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসা মানুষসহ সকল সৃষ্টির প্রকৃতিতে দেওয়া বিধানগুলোই সেই প্রাকৃতিক নিয়ম। সেগুলো স্থান-কাল-পাত্রের ভিন্নতা সত্য অভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃতিতে দেওয়া আল্লাহ প্রদত্ত বিধানগুলো নিঃসন্দেহে অনেক। তবে আমরা আমাদের এ বইয়ে মুসলিম জাতির উল্লতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত বিধানগুলোই তুলে ধরব।

কুরআনের গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই খুঁজে পাবেন যে, প্রকৃতিতে দেওয়া আল্লাহর এ রীতিনীতিগুলোতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। কুরআন এ রীতিনীতিগুলোর দিকে মুসলিমদের দৃষ্টি গভীরভাবে আকর্ষণ করে। ফলে তারা এগুলো থেকে শিখবে এবং সে অনুযায়ী চলতে পারবে। যুগ যুগ ধরে এগুলো অনুযায়ীই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও জগতের সবকিছু পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই পৃথিবীর শুরু থেকে প্রকৃতি যেভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলে আসছে, আজও কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই সেভাবেই চলছে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই আপন খেয়ালবশে, অনর্থকভাবে চলে না। বরং সবকিছুই রীতিসিদ্ধ বিধান মেনেই চলে। মুসলিমরা যখন এ বিধানগুলো নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করবে এবং এগুলো পেছনে নিহিত প্রজ্ঞা অনুধাবন করবে, তখন তারা পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত ঘটা কারণগুলোর পেছনের রহস্যও

বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে তাদেরকে এ বিধানগুলোর আলোকেই চলতে হবে। আর ঠিক তখনই, সফলতা ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রশ্নে, তারা কর্মহীন ভরসার ওপর ভিত্তি করে বসে থাকবে না; সঙ্গে সঙ্গে বস্তুগত এমন পদক্ষেপও গ্রহণ করবেন যা তাদেরকে সফলতা অর্জনে সহায়তা করবে।

প্রাকৃতিক শাশ্বত যে রীতিনীতিগুলো মানুষের জীবনকে এক সুতোয় গেঁথে রেখেছে তার উপযোগিতা কখনো কালের আবরতনে হারিয়ে যাওয়ার নয়, বরং এর উপযোগিতা সর্বজনীন, সর্বকালীন।

প্রকৃতিতে আবহমান কাল থেকে চলে আসা আল্লাহর দেওয়া নিয়মনীতিগুলো সবচেয়ে ভালো হাদয়ংগম করতে পারে একজন মুসলিমই। কারণ, কুরআনে ও নবিজির সুল্লাহয় এগুলোর কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এবং এরই মধ্য দিয়ে সফলতা ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রশ্নে মুসলিমদের অনুধাবন করা উচিত য়ে, "সফলতা তাদের কাছে আপনা-আপনি ধরা দেবে না। হঠাৎ আকাশ থেকে অবতীর্ণও হবে না। কিংবা অল্কের মতো আন্দাজে হাতড়ে বেড়ালেও হাতের মুঠোয় চলে আসবে না। বরং এর জন্য কুরআনে কিছু নিয়মনীতির কথা বাতলানো আছে। তাদের কাছে সে সফলতা তখনই ধরা দেবে, যখন তারা সেগুলো অনুধাবন করবে। এবং অল্কভাবে নয়, বরং বুঝেশুনে সেগুলো অনুযায়ী চলতে পারবে।"

আল্লাহর রীতিনীতি এবং ব্যক্তি, সমাজ ও বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক যে নিয়ম রয়েছে সুষ্ঠুরূপে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রথম শর্তই হলো, আমাদেরকে তা বুঝতে হবে। বরং বলা ভালো, এর খুঁটিনাটি প্রতিটি দিক, এর ব্যাপ্তি আমাদেরকে অনুধাবন ও হৃদয়ংগম করতে হবে।

অধ্যাপক হাসান আল-বান্না রাহিমাহুলাহ বলেন,

"তোমরা প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আল্লাহর রীতিনীতির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ো না। কারণ, এগুলো অর্জিত হয়েছে বড় বড় বিজয় লাভের মাধ্যম। বরং এগুলো রপ্ত করো, সঠিকভাবে ব্যবহার করো। এদের গতিপথের প্রবহমানতা পালটে দাও। এসবের কিছু রীতিকে অন্য কিছু রীতির প্রভাব প্রতিকারে কাজে লাগাও। এবং এর পরই, কেবল এর পরই, সাহায্য ও চূড়ান্ত বিজয় আসার জন্য অপেক্ষা করো। তখন বিজয় তোমাদের থেকে থাকবে মাত্র কয়েক পা দূরে।"

এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো দিক আমরা শিখতে পারি। যেমন:

- প্রাকৃতিক রীতির সাথে সংঘাতে না জড়ানো।
- विकास्त्रत्र क्रमा थागाउकत्र थक्ष्ठा।

- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রীতিনীতির সঠিক ব্যবহার।
- প্রবহমানতা পালটাতে অব্যাহত সাধনা।
- কিছু রীতিনীতির প্রভাব প্রতিকারে অন্য কিছু রীতিনীতিকে সুষ্ঠুরূপে কাজে
 লাগানো।
- 👞 বিজয়-মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে থাকা। 🐃

অধ্যাপক আল-বান্নার উপরের কথা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, রাস্লুলাহর সীরাত, ইসলামের ইতিহাস ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তার অত্যন্ত ব্যাপক পড়াশোনা ছিল। যে সমাজে তিনি বসবাস করতেন সে সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কেও তার ছিল সঠিক অনুধাবন। কোন অসুখের কোন ঔষধ—সে বিষয়েও সম্যক অবহিত ছিলেন তিনি।

দা ওয়াতের কার্যক্রম সুবিন্যস্ত করা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর অনুগত, সুসভ্য ও আদর্শবান মানুষ তৈরির জন্য রাসৃল
ইসলামের প্রথম দিকে যে চেষ্টা করেছিলেন, তা কিন্তু এসব রীতিনীতিকে মান্য করেই; সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলোর কিছু কিছু দিক আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যেমন : সভ্যতা বিনির্মাণে সৃষ্ঠু নেতৃত্বের গুরুত্ব, মিথ্যা প্রতিরোধে সুসংগঠিত একদল মু মিনের প্রয়োজনীয়তা। একইসাথে এমন একটি মানহাজ ও পদ্ধতি প্রণয়নের গুরুত্ব, যাকে ভিত্তি করে প্রণীত হবে বিশুদ্ধ বিশ্বাস, অনুপম চরিত্র, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য 'ইবাদাত, উন্নত মূল্যবোধ এবং নির্দোষ ভাবাবেগের নীতি। পৃথিবীতে আল্লাহর রীতিনীতির একটা ধারা রয়েছে। ধারাটি হলো, ধীরে এগোও বা ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি। এ ধারা তাঁর সৃষ্টি জগতের সব জায়গাই বিরাজমান। এটা গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি নিয়ম, মুসলিম উদ্মাহর উচিত তা মেনে চলা। যখন তারা জাতি গঠন এবং তাদেরকে সুস্থির করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবেন, তখন এ নিয়ম মানার বিকল্প নেই।

ক্রমান্বয়ে অপ্রগতির পথ সংক্ষিপ্ত কোনো পথের নাম নয়; এর যাত্রা পথ দীর্ঘ।
বিশেষ করে, আমাদের এ যুগে এসে এ পথে চলাটা তো প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার
হয়ে দাঁড়িয়েছে; যখন সর্বত্র মূর্খতা আসন গেঁড়ে বসে আছে। সমাজের রক্ষে রক্ষে
অনিয়ম ও দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। সূতরাং মাটির অনেক গভীরে গেঁড়ে বসা অনিয়মের
এ শিক্ড মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজন 'ক্রমান্বয়ে অপ্রগতি'র নীতি মেনে ধীরে-সুস্থে,
পরিকল্পনা করে করে সামনে এগোনো।

ইসলামের প্রথম যুগে 'ধীরে এগোও' নীতির ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাবে রাসূলুল্লাহর দা'ওয়াতের মধ্যে। তিনি তাঁর দা'ওয়াতের কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে। যেমন : নবিজির দা ওয়াতের প্রথম ধাপে মুসলিমরা ছিলেন বাছাইকৃত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় ধাপে মুসলিমরা ইসলামের শক্রদের মুখোমুখি হন এবং তাদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। তৃতীয় ও শেষ ধাপটি ছিল মুসলিমদের বিজয় অর্জন এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের। এ তিনটি ধাপ একই সময়ে একই সঙ্গে শুরু করা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না প্রথম ধাপকে শেষে, আর শেষের ধাপকে প্রথমে আনাও; এতে বরং জটিলতা বা অসংগতিই সৃষ্টি হতো কেবল।

বর্তমানে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে নীতিটিকে আরও গুরুত্বসহ নিতে হবে। কারণ, "ইসলামি দা'ওয়াতের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এমন অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, সফলতা লাভ ও পৃথিবীতে আল্লাহর দীন রাতারাতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আবার কেউ কেউ সমাজটাকে আগাগোড়া পরিবর্তন করে চোখের পলকে মুসলিম উদ্মাহর উপযোগী করে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু তারা ভেবে দেখেন না যে, এ কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে কী কী বাধার মুখে পড়তে হবে। এ কাজে নামলে তার ফলাফল কী দাঁড়াবে সেটাও তারা ধর্তব্যে আনেন না। বাস্তবতাকেও তারা গোনায় ধরেন না। এখন তাদের এমন কাজের জন্য পরিবেশ অনুকূলে কি না—সেটাও ভাবেন না। এমনকি, বাস্তবতা ও স্থায়িত্বের প্রশ্নে, পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতিটাও তারা সেরে নেন না।"

"কুরআন-সুনাহ গভীর অধ্যয়নে আমরা দেখি যে, ইসলাম কীভাবে ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে, রাসূলুন্নাহর হাত ধরে, প্রথমে আরব ভূখণ্ডে পরে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।"

> "আজ আমরা যদি প্রকৃত ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তা হলে কোনো নেতা, রাজা, শাসক কিংবা পার্লামেন্টের কোনো সদস্য একটা প্রজ্ঞাপন জারি করলেই সে চাওয়াটা আমাদের নিকট আপনাআপনি ধরা দেবে—এমন ভাবাটা আমাদের উচিত হবে না। ওই উদ্দেশ্যটি অর্জিত হবে কেবল ক্রমান্বয়ের পথ ধরে; প্রস্তুতি ও ব্যক্তিগত চিন্তাধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে। ব্যক্তির হাত ধরে পর্যায়ক্রমে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই।

> "এটা এমন এক মানহাজ, জাহিলি জীবনধারাকে পরিবর্তন করে ইসলামি জীবনধারায় রূপান্তর করতে, রাসূল
> এ মানহাজটিরই অনুসরণ করেন। নুবৃওয়াতি জীবনের তেরোটি বছর তিনি মাকায় পার করেন। এখানে তিনি মু'মিনদেরকে প্রশিক্ষিত করার দিকে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। যাতে তারা দা'ওয়াতের পথের কন্তুস্বীকার, জিহাদের দায়ত্বপালন এবং ইসলামকে পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো যোগ্য হয়ে ওঠেন। এজনাই রাস্লুল্লাহর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নুবৃওয়াতি জীবনের মাকা যুগটা বিধিবিধানের যুগ ছিল না, বরং সময়টা ছিল ব্যক্তিচরিত্রের উন্নতি ও প্রশিক্ষণের সময়।"

পরিবর্তনের রীতি এবং আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা

ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনের যেকোনো পর্যায়ে কাঞ্চ্ছিত পরিবর্তন আনতে শুরুত্বপূর্ণ যতগুলো রীতি রয়েছে তার মধ্যে একটি আল্লাহ এভাবে বিধৃত করেছেন,

"মানুষের জনা তার সামনে ও পেছনে রয়েছে একের পর এক প্রহরী;
ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো
সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা
নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর কোনো সম্প্রদায়কে যদি
আল্লাহ শাস্তি দিতে চান, তবে তা কেউ ফেরাতে পারে না। তিনি
ছাড়া তাদের কোনো বন্ধুও নেই।"
[সূরা আর-রা'দ, ১০:১১]

মুসলিমদের সফলতার সঙ্গে আল্লাহর দেওয়া এ রীতিটির সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। কারণ, মুসলিমদের প্রতিষ্ঠা পাওয়া, তাদের সফলতা বিরাজমান পরিবেশে থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার পরিবর্তন। এমনিভাবে ওই জাতির জন্যও প্রতিষ্ঠা পাওয়া এবং সফল হওয়া সম্ভব নয়, যারা নিজেদের অপমানিত জীবন, পিছিয়ে পড়ে থাকা নিয়ে বেশ সম্ভষ্ট। এ জীবন থেকে উত্তরণ কিংবা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে তারা বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। তেনা

এবং সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নীতি মেনে নিয়ে রাস্ল ঋ
পরিবর্তনের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি তার শুরুটা করেছিলেন মানুষের মনমানসিকতা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে; তাদেরকে মহান মানুষ করে গড়ে তোলার মধ্য
দিয়ে। এরপর তাঁর সাহাবি এ মহান মানুষদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এগিয়ে যান সমাজে
বড় ধরনের পরিবর্তন সাধনের দিকে। মানুষকে তিনি আঁধার থেকে এনে আলোর
দিশা দেখান। মূর্যতার কুয়া থেকে তুলে এনে জ্ঞানের সাগরে অবগাহন করান।
সমাসীন করেন পশ্চাৎপদতা থেকে ইতিবাচক উন্নতির আসনে। তাদেরকে নিয়ে তিনি
এমন এক সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যার নজির পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

ত্বি

সাহাবিদের বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ ও আবেগ-অনুভূতির জগতে পরিবর্তন আনার জন্য রাসূল 🗯 কুরআনের মানহাজ অনুসরণ করেন। ফলে পুরো পৃথিবীতে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। পরিবর্তনের শুরুটা হয় মাদীনাতে। তার পর মাকায়। তার পর আরব উপদ্বীপে। এবং সবশেষে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যে গিয়ে

আছড়ে পড়ে<mark>পসম্পরিবর্তনের তিউ মিরিবর্তনটা বিশ্বজনীনতীর ক্ষপ ধির</mark>ে এগিয়ে যায়। সারাবিশ্ব এখন সকাল-সন্ধ্যায় রবের তাসবীহ ও তাঁর গুণগান করে।

মাকা যুগে মানুষের বিশ্বাস বা আকীদা বিশুদ্ধ করার বিষয়ে কুরআন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন শৈলীতে, নানান পদ্ধতিতে কুরআন সেগুলো উপস্থাপন করত। ফলে সাহাবিদের অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হতো। ঈমানের প্রকৃত অর্থ তাদের মধ্যে এনেছিল মহা এক পরিবর্তন। এই মহাপরিবর্তনের কথা আল্লাহ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এভাবে :

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে
মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি, সেই ব্যক্তি কি এই ব্যক্তির
মতো যে অস্থকারে রয়েছে এবং সে জায়গা থেকে বের হতে
পারছে না? এভাবেই কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্ম শোভন
করে দেওয়া হয়েছে।"

[স্রা আনআম্ম, ৬: ১২২]

সাহাবিদের আকীদার সংশোধন

রাসূল 🕸 নবি হওয়ার পূর্বে, সাহাবিদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছার পূর্বে, আল্লাহর ব্যাপারে তারা বিকৃত ও ভুল আকীদা পোষণ করতেন। যেমন: আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে সত্য অনুধাবন থেকে তারা ছিলেন অনেক দূরে। আল্লাহ বলেন,

> "আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। অতএব, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে; আর যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। অচিরেই তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।"
> [স্রা 'আরাফ, ৭: ১৮০]

এর পর কুরআন আগমন করেছে বিশুদ্ধ আকীদার বীজ বপন করতে, এর শিকড়
মু'মিনদের অন্তরে গেড়ে দিতে এবং পৃথিবীর সব মানুষের কাছে সেগুলো স্পষ্টভাবে
তুলে ধরতে। কুরআন এসে ঘোষণা দিল: আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং
রিজিকদাতা (তাওহীদ আর-রুবৃবিয়্যাহ); 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য কেবল আল্লাহই
(তাওহীদ উল্হিয়্যাহ); এবং সবচেয়ে সুন্দর নাম ও নিখুঁত গুণাবলির অধিকারী
কেবল তিনিই (তাওহীদ আল-'আসমা ওয়াস-সিফাত)। ইসলামের প্রথম যুগে নবি
মুহাদ্মাদ ঋ লোকদেরকে ঈমান আনতে বলতেন: আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের
প্রতি, আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি, নবি-রাস্লগণের প্রতি, তাকদীরের ভালোমন্দের
প্রতি, আথিরাতের প্রতি এবং রাস্লদের রিসালাত ও তারা যা যা জানিয়ে গেছেন
সেগুলোর প্রতি।

প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও নিখুত গুণাবলি বিষয়ে পরিপূর্ণ বুঝ নিয়েই গড়ে ওঠেন। এবং এ তাওহীদ আল-'আসমা ওয়াস-সিফাতের দাবি অনুযায়ীই তারা আল্লাহর 'ইবাদাত করেন। অন্তরে আল্লাহর মর্যাদাকেই তারা সর্বোচ্চ স্থান দেন। তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সম্ভন্তি পাওয়া; দিন শেষে তারা হিসেব করতেন আল্লাহ তাদের কাজে কতটুকু খুশি হলেন, কিংবা কতটুকু বেজার হলেন। রব তাদেরকে দেখছেন—এমন অনুভূতি তাদের অন্তরে সদা জাগ্রত ছিল।

রাসূল 🐲 সাহাবিদেরকে তাওহীদের যে দীক্ষা দিয়েছেন, তারই ওপর মূলত দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের বুনিয়াদ। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণ সবাই এ পদ্ধতিতেই তাদের দা'ওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

সাহাবিদেরকে রাস্লুলার প্রশিক্ষণ একটা সুন্দর ও কল্যাণপূর্ণ ফলাফল বয়ে আনে। ফলে, এককথায়, তাওহীদ আল-উল্হিয়্যা, তাওহীদ আর-কর্বিয়্যা ও তাওহীদ আল-'আসমা ওয়াস-সিফাত না মেনে সমাজে যত কার্যক্রম চলত তার বিপরীতে অবস্থান ছিল সাহাবিদের; তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে বিচার চাইতেন না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য করতেন না। আল্লাহ অখুশি হবেন এমন কাউকে অনুসরণ করতেন না। আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসতেন এমন করে আর কাউকে তারা ভালোবাসতেন না। ভয় কেবল আল্লাহকেই করতেন। আল্লাহ ছাড়া আর কারও ওপর আস্থা রাখতেন না। আশ্রয় খুঁজতেন শুধু তাঁরই কাছে। মিনতি জানাতেন তাঁরই দরবারে। পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই নিকট ক্ষমা চাইতেন। অন্য কারও নামে নয়, কেবল আল্লাহর নামেই তারা জবেহ করতেন। মানত করতেন তাঁরই নামে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাইতেন না। অন্য কারও জন্যে নয়, তারা রক্ব ও সিজদা করতেন আল্লাহর জন্য। হাজ্জ, তাওয়াফ ও অন্যান্য 'ইবাদাত করতেন তাঁকেই খুশি করার জন্য। সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুর সঙ্গেই তারা রবের মিল-অমিল খুঁজতে যেতেন না; বরং তারা আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা দিতেন দিবারাত সর্বদা।

মাক্কি কুরআন সাহাবিদের মনে তাওহীদের বিভিন্ন প্রকার এবং রাসূল 🕸 ও রিসালাত বিষয়ক বিশুদ্ধ আকীদা যেভাবে গেঁথে দিয়েছে, ঠিক সেভাবেই কুরআন ঈমানের অন্য সব 'আরকান বা ভিত্তি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করে দিয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সাহাবিদের ওপর জানাতের বর্ণনার প্রভাব

নবিজির মাঝ্রি যুগে অবতীর্ণ কুরআন সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে শেষ-দিবসে বিশ্বাসের ওপর; খুব কমই মাঝ্রি সূরা পাওয়া যাবে যেখানে কিয়ামাতের প্রসঙ্গ আলোচনা হয়নি। কারা আল্লাহর অনুগ্রহ পাবেন, আর কারা তাঁর শাস্তি ভোগ করবে—তার আলোচনাও উঠে এসেছে সূরাগুলোতে। কীভাবে মানুষকে একত্র করা হবে এবং একে একে কীভাবে তাদের হিসাব নেওয়া হবে—কিয়ামাতের এ আলোচনাগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সূরাগুলোতে যে, কেমন যেন মানুষ কিয়ামাতের ভয়াবহতাকে তাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে।

অতুলনীয় জান্নাত

কুরআনের বহু আয়াতেই বিশদভাবে জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; পৃথিবীতে জান্নাতের সাদৃশ্য পাওয়া সম্ভব নয় কোনো দিনই। জান্নাতের এমন সুন্দর সুন্দর আলোচনায় সাহাবিরা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন।

জান্নাতের নি'আমাত বা অনুগ্রহ এমন এক বস্তু যা কেবল আল্লাহ তাঁর মুন্তাকি বান্দাদের জন্যই প্রস্তুত করেছেন; এটা তাদের জন্য আল্লাহর একান্ত দান ও দয়। আল্লাহ কুরআনে জাল্লাতের কিছু কিছু নি'আমাতের কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে অধিকাংশ নি'আমাতের কথাই তিনি আমাদেরকে জানাননি; আর সেগুলোর কথা কারও পক্ষে জানাও সম্ভব নয়। এমনকি কোনো কল্পনাশক্তিও সেখানে পৌছতে পারবে না। যেমন: আল্লাহ বলেন,

"তারা শয়া ত্যাগ করে তাদের রবকে ভাকে আশায় ও আশগুকায়।
এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা বায় করে।
কেউ জানে না, তাদের জনা তাদের কৃতকর্মের কী নয়ন জুড়ানো
পুরস্কার লুকায়িত রাখা হয়েছে।" [সূরা আস-সাজদা, ০২: ১৬, ১৭]

জান্নাতবাসীদের উত্তম যে যে বস্তু দেওয়া হবে রাসূল 🛎 বলেন,

"জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি কিছু চাও, তা হলে আমি বাড়িয়ে দেবাে?' তখন তারা বলবে, 'আপনি কি আমাদের চেহারা আলােকিত করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?' রাস্ল ঋ বলেন, 'এর পর পর্দা সরে যাবে, ফলে তারা সবাই আল্লাহর চেহারা দেখতে পাবে। তাদেরকে যা কিছু দেওয়া হবে তার মধ্যে আল্লাহকে দেখার চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই'।" Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, এর পর রাস্ল ﷺ নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

"যারা ভালো কাজ করে তাদের জনা আছে মঞ্চাল এবং আরও অধিক।
কোনো কালিমা কিংবা হীনতা তাদের মুখকে আচ্ছন্ন করবে না।
তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"
[সূরা ইউনুস, ১০:২৬]১৬

জানাতের মনোহরি ছবি এবং এর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস মুসলিম উদ্মাহর জাগরণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়; যখনই কোনো মুসলিমের মনের আয়নায় জানাতের ছবি ভেসে উঠবে, তখনই সে আল্লাহর সম্ভুষ্টি অর্জনে ছুটে আসবে। বড় কোনো কাজে এগিয়ে আসতে তাদের মনে কোনো দ্বিধা কাজ করবে না। মৃত্যুর দিকে তারা ঘৃণার চোখে তাকাবে না। এটা তাদেরকে আল্লাহর দীনের পতাকা উঁচু করতে উৎসাহ জোগাবে।

সাহাবিদের মনে জাহান্নামের বর্ণনার প্রভাব

সাহাবিরা আল্লাহকে ভয় করতেন, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে তাদের আশাও ব্যক্ত করতেন। নবিজির দীক্ষার বিরাট প্রভাব পড়েছিল তাদের মনে। নবি মুহাম্মাদ শ্ল কুরআনের যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সেটা ভালো কাজ করেছিল সাহাবিদের মনে। কারণ, কুরআন কিয়ামাতের ভয়াবহতা, তার নিদর্শন পুষ্খানুপুষ্খভাবে তুলে ধরেছে: পৃথিবী সংকুচিত হওয়ার আলোচনা থেকে শুরু করে একে একে পৃথিবীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, আকাশের ভাঁজ হওয়া, পাহাড়ের পশমের মতো ধূনিত হওয়া, সাগরের উথলে ওঠা, আকাশের ফেটে পড়া, সূর্যের গুটিয়ে যাওয়া, চাঁদে গ্রহণ লাগা, নক্ষত্রের খসে পড়াসহ কিয়ামাতের অনেক কিছুই কুরআন বর্ণনা করেছে সবিস্তারে। কুরআন কাফিরদের করুণ দশারও ছবি এঁকেছে। বর্ণনা দিয়েছে তাদের লাঞ্ছনা, অপমান, অপদস্থতা, দুঃখ, আফসোস নিজেদের কাজের ব্যর্থতা ইত্যাদিরও। কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে একত্র করার কথা, মুণ্মিনদের পুল-সিরাত পার হওয়ার বর্ণনাও দিয়েছে কুরআন।

কুরআনে বিষয়গুলোর এত সুন্দর উপস্থাপন মু'মিনদের হৃদয়ে ইতিবাচক দারুণ প্রভাব ফেলে। জাহান্নামের শাস্তির বিভিন্ন ধরন এমনভাবে কুরআন চিত্রায়িত করেছে যে, প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের কাছে মনে হতো তারা যেন সেগুলোকে তাদের চোখের সামনেই দেখছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তাকদীরের সঠিক অনুধাবনের প্রভাব

নুবৃওয়াতের মাক্কি যুগে কুরআন তাকদীরের বিষয় আলোচনাকে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন: আল্লাহ বলেন,

"আমি সবকিছুই সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" [সূরা কুমার, ৫৪:৪৯]

নবিজিও সাহাবিদের মনে খুব ভালোভাবেই তাকদীরের অনুধাবনকে রোপণ করে দিতেন। তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তার সবকিছুই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

সাহাবিদের মনে তাকদীরের যে সঠিক বুঝ ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম নেয় তার ফলাফল খুবই ইতিবাচক ছিল। এই ইতিবাচক ফলাফলের কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

- আল্লাহর 'ইবাদাত যথাযথভাবে আদায় করা।
- তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন শির্ক থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র পথ। কারণ, একজন
 মু'মিন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন: ক্ষতি সাধন, উপকার প্রদান, সম্মানিত
 করা, অপমানিত করা, উত্থান কিংবা পতন ঘটানোর ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ্য
 কেবল আল্লাহই রাখেন।
- বীরত্ব ও সাহসিকতা: তাকদীর বিষয়ে সাহাবিদের পূর্ণ আস্থা থাকার কারণে
 মৃত্যু-ভয় তাদের থেকে দূর হয়ে য়য়; তারা দৄঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন য়ে,
 কেবল আল্লাহর হাতেই রয়েছে মৃত্যুর বিয়য়টি। এবং প্রত্যেক প্রাণেরই মৃত্যুর
 একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে।
- ধৈর্যধারণ, সওয়াব প্রাপ্তির প্রত্যাশা এবং কট্ট সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন।
- অন্তরের প্রশান্তি ও বিবেকের পরিতৃষ্টি লাভ।
- আত্মমর্যাদা ও প্রত্যয় অর্জন এবং সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মৃক্তি।

তাকদীরের ওপর ঈমান আনার উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না ; উপরের পয়েন্টগুলো উপকারী দিকগুলোর কিছু ইঙ্গিত মাত্র।

সাহাবিদেরকে রাসূলুল্লাহর প্রশিক্ষণ ঈমানের উপরের ছয়টি বিষয় শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মানুষ, জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে তাদের যে ভুল ধারণা ছিল, যে ভুল বিশ্বাস ছিল সেগুলোও তিনি শুধরে দেন। যাতে করে একজন মুসলিম আল্লাহর দেওয়া আলোর পথে চলতে পারে। অনুধাবন করতে পারে পৃথিবীতে তার আগমনের Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft উদ্দেশ্য। আল্লাহ তার কাছে যা চেয়েছেন সেটা যাতে চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। অলীক কল্পনা ও কুসংস্কার থেকে যেন বেঁচে থাকতে পারে।

মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সাহাবিদের অনুধাবন

মানুষের সামনে আল্লাহ ও আখিরাতের পরিচয় তুলে ধরার পর কুরআন মানুষকে তার নিজের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দেয়। এবং মানুষের কৌতৃহলী মনের অনেক না জানা প্রশ্নেরও উত্তর দেয়। যেমন: আমি কেং কোথা থেকে এসেছিং এবং কোথায় যাবং একজন দুজন না, সব মানুষের মনেই এ প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খায় সমানভাবে। সে এগুলোর সঠিক উত্তরও জানতে চায়।

কুরআন সাহাবিদের সামনে মানুষ-সৃষ্টির রহস্য, গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা তুলে ধরে। তাদের আদি নিবাস সম্পর্কেও কুরআন তাদেরকে অবহিত করে যেখানে তারা আবার ফিরে যাবে। জানিয়ে দেয় দুনিয়ার জীবনে তাদের কী করণীয় আর কী বর্জনীয়। মৃত্যুর পরের ঠিকানা সম্পর্কেও কুরআন তাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

আদম 🕮 ও শয়তানের গল্প থেকে সাহাবিদের শিক্ষা

আল্লাহ কুরআনে আমাদের আদি পিতা আদম ও ইবলিসের গল্পটি বর্ণনা করেছেন।
আর মৃহাদ্মাদ & তাঁর সাহাবিদেরকে সে গল্পটি শোনান। ব্যাখ্যা করে বৃঝিয়ে দেন
মানুষ ও তার চিরশক্রর মধ্যে ঘটা ঘন্দের প্রকৃতি; যে শক্র তাদের পিতা আদমকে
ধোঁকা দিতে সদা তৎপর ছিল। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করে করে রাসূল

अ সাহাবিদের কাছে শয়তানের শক্রতার স্বরূপ বৃঝিয়ে দিতেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

"হে আদমসন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলতে পারে, যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জনা বিবস্ত করেছিল। সে নিজে ও তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, শয়তানদেরকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।" [স্রা আরাফ, ৭:২৭]

আদি পিতা আদমের ঘটনা ও শয়তানের সঙ্গে তার লড়াই ও সংগ্রামের কথা কুরআনের যে যে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদেরকে আকীদা-বিশ্বাস, চিস্তা-চেতনা ও আচার-আচরণগত অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে। যেমন:

🏊 আদমই প্রথম মানুষ।

- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ইসলামের মণি হলো আল্লাহর জন্য নিঃশত আনুগত্য।
- মানুষের একটা সহজাত প্রবণতা হলো সে ভুল করে এবং পাপে লিপ্ত হয়।
- আদমের ভুল করাটা একজন মুসলিমকে আল্লাহর ওপর ভরসার করার আবশ্যকতা শিক্ষা দেয়।
- তাওবাহ ও ইসতিগফারের কথা শিক্ষা দেয়।
- অহংকার ও হিংসাকে পরিহার করে চলার শিক্ষা।
- 🗫 আদম 🕾, তার স্ত্রী ও তাদের বংশধরদের কমন শত্রুর নাম ইবলিস।
- এবং সাহাবিরা এ ঘটনা থেকে পারস্পরিক সম্বোধনের ক্ষেত্রে মার্জিত ভাষা
 ব্যবহার করা শিখলেন।

যে যে পস্থায়, যে যে উপায়-উপকরণে সাহাবিরা শয়তানের মোকাবিলা করেছেন, তার সঙ্গে লড়েছেন এর একটা চিত্র কুরআনের নিচের আয়াতটিতে পাওয়া যায়, আল্লাহ বলেন,

"তুমি আমার বান্দাদেরকে কেবল যা উত্তম তা বলতে বলো। নিশ্য়ই
শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়। শয়তান তো
মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"
[সূরা ইসরা, ১৭: ৫৩]

জগৎ, জীবন ও বিভিন্ন সৃষ্টজীবের প্রতি সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি সাহাবিদেরকে আল্লাহর কিতাব কুরআন শেখানোর কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন রাসূল # । কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে তিনি তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং দুনিয়া ও জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুধরে দেন। পৃথিবীর উৎপত্তি

ও তার পরিণতি সম্পর্কেও রাসূল 🞕 তাদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা দেন।

এভাবেই কুরআন সৃষ্টিজগৎ ও এর মধ্যে অবস্থিত সৃষ্টজীব সম্পর্কে সাহাবিদের ধ্যান-ধারণা, চিস্তা-ভাবনাকে একটা বিশুদ্ধ আকৃতি দেয়। ধ্বংসশীল এই জীবনের আসল ঠিকানা কোথায়, তারও প্রকৃতি উন্মোচন করে দেয় কুরআন তাদের সামনে। প্রকৃত ঠিকানা ও মুক্তি পাওয়ার উপায়গুলো সাহাবিদেরকে রাসূল ঋ বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের প্রকৃত গন্তব্য এবং জাহাল্লাম থেকে মুক্তি পেয়ে জাল্লাতে যাওয়ার সফলতার বিষয়টি জানবে, সে তার সর্বশক্তি ব্যয় করে মুক্তির সে পথে পা বাড়াবেই। এভাবেই

সে কিয়ামাতের দিন পেয়ে যাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে যাওয়ার মতো মহাসফলতা।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে যাওয়ার মতো সফলতার বিষয়ে রাস্লুল্লাহর অধিক জোর দেওয়ার কারণ এই যে, দুনিয়ার জীবন, যত দীর্ঘই হোক না কেন, অনন্তকালীন জান্নাতের তুলনায় তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের সামগ্রী, যতই চোখ ধাঁধানো কিংবা উপভোগ্য হোক না কেন, তা আসলে খুবই সামান্য, খুবই নগণ্য।

দুনিয়ার খেল-তামাশা, ধোঁকা-প্রবঞ্চণা অনেক সময় দা'ওয়াতের মাঠে কাজ করেন এমন অনেককেই হতবুদ্ধি করে দেয়। আপন কর্তব্য ভূলে গিয়ে তারা দুনিয়ার জীবনে মজে থাকে, ভোগের সাগরে হাবুড়ুবু খায়। প্রেম-প্রণয়ে মেতে থাকে। দুনিয়ার পেছন পেছনে লোভাতুর জিহ্বা বের করে ছোটে। অল্পতে তারা পরিতৃপ্ত হয় না; তাদের কেবল চাই আর চাই। দুনিয়ার সঙ্গে অহেতুক সম্পৃক্ততাই তাদেরকে এমন খাই খাই স্বভাবের করে তোলে। মুসলিম উদ্মাহর কাছে দা'ওয়াতের বাণী পোঁছানো, তাদেরকে গাফিলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার পথে দুনিয়ারভোগ-বিলাস নিয়ে মন্ত থাকাটা, নিঃসন্দেহে, মন্ত বড় একটা বিপর্যয়। তবে এখানে খেয়াল করার বিষয়টি হলো, দুনিয়ার কিছুই ভোগ করা যাবে না, সবকিছুতেই মানা—ব্যাপারটি কিন্তু আদৌ তেমন নয়। বরং শারী'আহ একে পরিশীলিত করে এর জন্য একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছে। ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা যাবে যা কাজে লাগবে আখিরাতে যাওয়ার বৈতরণীরূপে।

মাক্কী যুগে চারিত্রিক সৌন্দর্য ও 'ইবাদাতের ভিত্তি স্থাপন

আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ

রাসূলুল্লাহ আ তাঁর সাহাবিদেরকে আত্মপরিশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন।
কুরআনের আলোকে তিনি তাদেরকে এমন পথ বাতলে দেন যে পথ তাদেরকে
আত্মশুদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। প্রশিক্ষণের শুরুত্বপূর্ণ কিছু
দিক ছিল:

- আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ ও তাঁর কুরআন নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়।
- আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপ্তি, সৃষ্টিজগতের সবকিছু তাঁর জ্ঞানের পরিবেষ্টনে থাকা
 এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের সবকিছু সম্বন্ধে তাঁর অবগতির বিষয়ে
 নিবিষ্টভাবে ভাবা।
- আত্মশুদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো, আল্লাহর 'ইবাদাতে নিময় হওয়া। কারণ, 'ইবাদাতই একমাত্র জায়গা য়েখানে মানুষ মাথা নত করে অবলীলায় রবের আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়। তাঁরই সামনে লুটিয়ে পড়ে সিজদায়। আর এমন বশ্যতা ও সিজদা পাওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহই রাখেন। অন্য কেউ নয়।

চিত্তের পরিশুদ্ধি ঘটায় ও আত্মার পবিত্রতা আনে এমন 'ইবাদাত দুই ধরনের। যেমন :

 প্রত্যক্ষ পালনীয় 'ইবাদাত। যেমন: পরিত্রতা অর্জন, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হাজ্জ ইত্যাদি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ব্যাপক অর্থে 'ইবাদাত। এই প্রকারের 'ইবাদাত, আল্লাহর সম্ভুষ্টি লাভের জন্য করা হয় এমন সব কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে। 'ইবাদাতকারীকে এর জন্য সওয়াব দেওয়া হবে এবং এটি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। 👓

একজন মুসলিমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সে সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর স্মরণ, তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা ও তাসবীহ পাঠ করার মাধ্যমে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। কারণ, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, কেউ যদি প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে আপন রবের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে না পারে তবে সে শারী'আতের অন্যান্য বিধান পালনের জন্য যথেষ্ট শক্তি পাবে না। আর ধারাবাহিক 'ইবাদাত আত্মাকে জ্বালানী, পাথেয় ও অনুপ্রেরণা সরবরাহ করে এমন শক্তি জোগায় যে, তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সে সদা তৎপর থাকে।

সালাত সকল 'ইবাদাতের মধ্যে অগ্রগামী; একজন মুসলিমের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সালাতের ভূমিকা, নিঃসন্দেহে, অনস্বীকার্য। প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের ওপর সালাতের প্রভাবের চিত্রটা এ রকম:

 সালাত আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিতে ও তাঁর জন্য আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জোগায় : তাঁর ডাকে সাড়া দানকারী মু'মিনদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন,

যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে।" [সূরা আশ-শ্রা, ৪২: ৩৮]

প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা সালাতের প্রতিটি রোকন, প্রতিটি আমলকে দেখতেন আল্লাহর দাসত্ব করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে। তারা মনে করতেন, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা ও রুহের খোরাক জোগানে সালাতের প্রভাব অপরিসীম।

🔹 রবের সঙ্গে বান্দার একান্ত আলাপনের মাধ্যম সালাত : রাসূল 🕸 সালাতের মাধ্যমে রবের সঙ্গে বান্দার একান্ত আলাপনের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"আল্লাহ বলেছেন, 'সালাতকে আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি এবং বান্দা যা চাইবে তার জন্য তা-ই হবে।' যখন বান্দা বলে,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft 'সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহরই।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।'

এবং যখন সে বলে, 'যিনি করুণাময়, পরম দয়ালু।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে।'

যখন সে বলে, 'বিচারদিনের মালিক।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে।'

যখন বান্দা বলে, 'আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে এবং বান্দা যা চাইবে তা-ই দেওয়া হবে।'

এবং বান্দা যখন বলে, 'আমাদেরকে সরল পথে চালিত করো। তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ; তাদের পথ নয়, যারা (তোমার) রোষে পতিত ও পথভ্রষ্ট।'

তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার বান্দার জন্য, আর সে যা চাইবে তার জন্য তা-ই দেওয়া হবে'।"

- শালাত আত্মার প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ: যখন কোনো বিষয় রাস্লুয়াহর মনে আঘাত দিত, তখন তিনি সালাত পড়তেন।
 নিলাতে তাঁর চোখ শীতল হতো।
 রাস্ল ★ সাহাবিদেরকে হাতেকলমে শিখিয়েছেন কীভাবে সালাত তাদের দুঃখ-কয়, উদ্বেগ-উৎকয়্তা ও সমস্যা সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হতে পারে।
- পাপাচার রোধে সালাত প্রাচীরের মতো কাজ করে: আল্লাহ বলেন,

"তোমার কাছে যে কিতাব প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তা থেকে তুমি তিলাওয়াত করো এবং সালাত কায়েম করো। নিশ্চয়ই সালাত অপ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর শ্রণই সবচেয়ে বড়। এবং তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।"

সুরা 'আনকাব্ত, ২১: ৪৫

সাহাবিরা যখন সালাত পড়তেন, তখন তাদের অন্তর সে সালাতের কারণে প্রশান্তি লাভ করত। সালাত থেকে তারা এমন এক আধ্যাদ্মিক শক্তি পেতেন, যা তাদেরকে কল্যাণমূলক কাজে, ভালো কাজে অনুপ্রেরণা জোগাত। এবং

দূরে রাখত সকল অশ্লীল কাজ থেকে; সালাত তাদের জন্য ছিল সুদৃঢ় এক প্রাচীরের মতো, যা তাদেরকে পাপ করা থেকে বিরত রাখত। 👓

মানসিক প্রশিক্ষণ

সাহাবিদেরকে রাসূল শ্ব যে দীক্ষা দিতেন তা ছিল সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ। কারণ, তিনি তাদেরকে কুরআনের আলোকেই দীক্ষা দিতেন, প্রশিক্ষিত করতেন। যে কুরআন মানুষ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ আত্মা, শরীর ও মন-মননে তৈরি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষকেই সম্বোধন করে কথা বলেছে। নবি মুহাম্মাদ শ্ব সাহাবিদেরকে মানসিক প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে দেখার ক্ষমতা ও চিন্তা-চেতনার গভীরতার ওপর গুরুত্ব দিতেন। কারণ, দেখার ক্ষমতা ও চিন্তা-চেতনার গভীরতা এমন এক শক্তি যা তাদেরকে দা ওয়াতের পথের কন্ট সহ্য করার মতো সক্ষম করে তুলবে। আর কুরআনের চাওয়াটা এমনই।

এমন গুরুত্বের কারণেই কুরআন মানসিক প্রশিক্ষণের জন্য একটা মানহাজ বাতলে দিয়েছে। রাসূল 🕸 তাঁর সাহাবিদের প্রশিক্ষণ দিতে কুরআনের বাতলানো মানহাজেই হেঁটেছেন। মানহাজটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নিচে বিধৃত হলো:

- নির্লজ্জ তাঁবেদারি, কারও অন্ধ অনুসরণ ও আন্দাজ-অনুমান নির্ভর সকল
 কিছু থেকে মন বা বিবেককে মুক্ত করা।
- যেকোনো সংবাদ শোনামাত্রই বিশ্বাস না করা। বরং বিবেক-বৃদ্ধি খাটিয়ে, দলিল-প্রমাণ দিয়ে খবরটির সত্যতা যাচাই-বাছাই করে দেখা।
- প্রকৃতিতে চলা আল্লাহর বিধি-বিধান নিবিষ্টভাবে অবলোকন এবং এর রহস্য উদ্বাটনে নিমগ্ন হতে বিবেককে তাড়িত করা।
- ইসলামি শারী'আহর প্রতিটি বিধান দেওয়ার পেছনে যে হিকমা বা প্রজ্ঞা কাজ করেছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।
- পৃথিবীর শুরু থেকে মানুষের মধ্যে চলে আসা আল্লাহর সুন্নাহ বা রীতিনীতির ধারা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা; যাতে অনুসন্ধানকারী বাপদাদা ও পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, শহর-নগর-বন্দর ও দেশের বিভিন্ন ঘটনা ও আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ কী কী বিধান দিয়েছেন, কেমন আচরণ করেছেন তা জানতে পারে।

রাসূল হা যে সাহাবিদেরকে কেবল আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিতেন তাই-ই নয়, বরং তিনি তাদেরকে শারীরিক প্রশিক্ষণও দিতেন। অবশ্যই, তা ছিল কুরআনের দেখানো পথেই। যাতে শরীরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা যেন পুজ্থানুপুজ্থভাবে শরীর পালন করতে পারে। কোনোরূপ কাটছাঁট না করেই; কোনোরূপ বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি ছাড়াই।

কুরআন যেভাবে মানব-শরীরের প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা এঁকেছে:

- খাওয়া ও পানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুতারোপ।
- পোশাক-আশাকের আবশ্যকতার প্রতি নির্দেশ; নিদেনপক্ষে সতর ঢাকা যায় এবং শরীরকে শীতের প্রকোপ ও গরমের উত্তাপ থেকে রক্ষা করা এতটুকু পোশাক লাগবেই। তবে পোশাকের সৌন্দর্যের দিককে ইসলাম উপেক্ষা করেনি কখনোই। বিশেষ করে, সালাতের জন্য মাসজিদে যাওয়ার সময় সুন্দর পোশাক পরিধানকে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে।
- বাসস্থানের প্রয়োজনীতার প্রতি গুরুত্বারোপ।
- বিয়ে ও সংসার-ধর্ম করার প্রতি গুরুত্বারোপ; বরং অবস্থাভেদে কখনো কখনো
 এই বিয়েকে শারী আহ ওয়াজিব করেছে। যিনা-ব্যভিচার, লিভ-টুগেদার ও
 সমকামিতাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে।
- ব্যক্তি মালিকানা ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি
 নির্দেশ; বৈধ পথে, শারী'আহ-সমর্থিত পথে ধন-সম্পদ কামাই ও জায়গাজমির মালিক হতে ইসলামে কোনো বাধা নেই।
- ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ; এ নিরাপত্তা
 দিতে ইসলাম জুলুম-অত্যাচার, নিপীড়ন ও সীমালঙ্খনকে নিষেধ করেছে।
- কাজ ও সফলতার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ; অলসতা না করে, আঁতেল সেজে বসে না থেকে কাজ করে রুটি-রুজির বন্দোবস্তের জন্য ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কাজটি য়াতে শারী'আহ-স্বীকৃত হয়। অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়ে নিজের আখের গোছানোটাই য়াতে মুখ্য না হয়। ইসলাম মুসলিমদেরকে দুনিয়ার জীবনে এমন কাজ করার কথাই বলে, য়া তাদেরকে দা'ওয়াতের কাজে সহায়তা করবে। আর আল্লাহর কাছে জমা করবে এর প্রাপ্তিটুকু।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
• ঔদ্ধৃত্য প্রদর্শন, দান্তিক আচরণ ও প্রাপ্ত অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞ না হওয়া ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন।

শারীরিক প্রশিক্ষণের এই ছিল মৌলিক কিছু পদ্ধতি; রাসূল 🞕 এভাবেই দীক্ষা দিতেন তাঁর সাহাবিদেরকে। যাতে করে জিহাদের মাঠের ভয়াবহতা, দা'ওয়াতর পথের কষ্ট ও জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে তাদের শরীরকে খুব বেশি বেগ পেতে না হয়।

উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দান

উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আকীদা-বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ; উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোনো বিশুদ্ধ আকীদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। রাসুল 🕸 বিভিন্নভাবে, নানা পদ্ধতিতে সাহাবিদেরকে উন্নত চরিত্র অর্জনের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। রাসূল 🕸 বলেন,

"কিয়ামাতের দিন মু'মিনের দাঁড়িপাল্লায় সুন্দর চরিত্রের চেয়ে আর কিছুই ভারী হবে না। কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল ও অশালীনভাষীকে ঘৃণা করেন।"

একবার নবিজিকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তখন রাসূলুল্লাহ উত্তরে বললেন,

> "আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র।" আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, "মুখ ও লজ্জাস্থান।" 🚥

চরিত্রের বিষয়টি আল্লাহর এ দীনের দ্বিতীয় বা সেকেন্ডারি কোনো বিষয় নয়। এটা মানবীয় আচার-আচরণের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ কোনো বিষয় নয়। বরং খাঁটি ঈমান ও বিশুদ্ধ আকীদার বাস্তবায়িত রূপের নামই চরিত্র। কারণ, ঈমান কেবল অন্তরের গভীরে লালিত কোনো ভাবাবেগ নয়; বরং চারিত্রিক একটি আমলের নাম ঈমান। অবশ্যই এর একটা বাহ্যিক রূপও আছে। যদি তা-ই না হবে তা হলে ঈমান কোথায়? যদি তার চারিত্রিক ও বাহ্যিক রূপই না থাকল তবে এর মূল্যই-বা কী ?

এজন্যই আমরা দেখি, কুরআন আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে চরিত্রের একটি সৃদৃঢ় মেলবন্ধন তৈরি করে দিয়েছে; কুরআনে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। 🕬

রাসুল 🐞 তাঁর সাহাবিদেরকে এ দীক্ষা দিতেন যে, 'ইবাদাত হলো উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রকার; কারণ, আল্লাহকে দেওয়া প্রতিজ্ঞাপূরণ, তাঁর দেওয়া অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদানের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো চরিত্র। আর সবারই জানা যে, এগুলো উন্নত চারিত্রিক সুষমারই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আনুষঙ্গিক বিষয়। কলে সাহাবিদের চরিত্র গড়ে ওঠে আল্লাহর নির্দেশিত পথে; এ চরিত্রের উদ্দীপক ছিল আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমান, অনুপ্রেরণা ছিল আখিরাতে পাওয়ার আশা এবং এর উদ্দেশ্য ছিল কেবল আল্লাহর সম্ভৃষ্টি ও তাঁর পুরস্কার।

নবিজির প্রশিক্ষণের মানহাজে এসে চরিত্র তার পূর্ণতা পায়; মানুবের আচরণগত কোনো দিকই বাদ পড়েনি এখানে। এমনকি তার আবেগ-অনুভূতি, চিস্তা-ভাবনাসহ কোনো কিছুর আলোচনাই বাদ পড়েনি এখানে। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি 'ইবাদাতের চারিত্রিক দিক রয়েছে; সালাতের চারিত্রিক দিক বিনম্রতা, কথার চারিত্রিক দিক অনর্থকতা থেকে জিহ্বাকে সংযত করা। যৌনতার চারিত্রিক দিক হলো আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা ও তাঁর নিষিদ্ধতা থেকে বেঁচে থাকা। অন্যের সঙ্গে লেনদেনেরও চারিত্রিক কিছু দিক আছে; বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি একটি অবস্থান মেনে চলাই এর চরিত্র। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজে নামার নামই সামাজিক চরিত্র। রাগে ফেটে পড়ার আগেই ক্ষমা করে দেওয়া মহৎ লোকের কাজ। দুশমনের দুশমনি মোকাবিলারও আছে কিছু আদবকেতা; সীমালজ্যন বা বাড়াবাড়িতে না গিয়ে শক্রতা প্রতিহত করে বিজয় ছিনিয়ে আনাই এর চারিত্রিক দিক। মুসলিমের জীবনের এমন একটি দিকও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার চারিত্রিক সামাধান ইসলাম দেখায়নি।

চারিত্রিক মানহাজের প্রথমদিকে আল্লাহ তাঁর তাওহীদের অবস্থান দিয়েছেন। কুরআন এ চিত্রটি এঁকেছে এভাবে—

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। এটা একটা খারাপ কাজ ও নিকৃষ্ট পথ। আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন নাযা কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি (কিসাস বা দিয়াত গ্রহণ অথবা ক্ষমা করার) ক্ষমতা দিয়েছি; তবে সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। (ইসলামের বিধানে) নিশ্চয়ই সে সাহায্য প্রাপ্ত। ইয়াতিম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৃন্দরতম পন্ধতি ছাড়া তার সম্পদের কাছেও যাবে না। আর ওয়াদা পূরণ করবে। ওয়াদা সম্পর্কে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা হবে। মাপ পুরোপুরি দেবে এবং সঠিক নিক্তিতে ওজন করবে। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামে এটাই প্রেয়তর। যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পেছনে লেগো না। কান, চোখ ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। জমিনকে বিদীণ করতে পারবে না কিংবা পর্বতের উচ্চতায়ও পৌছাতে পারবে না। এসবের

তাওহীদ এমন এক বিষয় যার চারিত্রিক একটি ভিত্তি রয়েছে: এই ভিত্তির প্রতি এগিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো ইনসাফ, ন্যায়বিচার, সততার প্রতিই এগিয়ে যাওয়া। পক্ষান্তরে, একে উপেক্ষা করার অর্থ হলো অশালীনতাকে আপন করে নেওয়া।

কুরআনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সাহাবিদেরকে চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দান

কুরআনের প্রতিটি ঘটনার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অনুপম সব শিক্ষা, নসিহত ও উপদেশ। এখানে আকীদার আলোচনা আছে। আছে চারিত্রিক উন্নতি সাধনের দিকনির্দেশনাও। আরও আছে প্রাচীন বিভিন্ন জাতির কাহিনি থেকে শিক্ষা। কুরআনের ঘটনাগুলো এমন কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা নয় যে, যেখানে কেবল ঐতিহাসিকদেরই খোরাক রয়েছে। সাধারণ মানুষদের জন্য কোনো শিক্ষাই নেই। বরং ইতিহাসের চেয়েও মহৎ কিছু এগুলো। ঘটনাগুলো আরেকবার পড়ন। দেখবেন প্রতিটি ঘটনা তাওহীদ, জ্ঞানবিজ্ঞান, উন্নত চরিত্র, যৌক্তিক দালিলিক উপস্থাপন, বিগত জাতি-গোষ্ঠীর পরিণতি এবং নান্দনিক শৈলীতে উপস্থাপিত অসাধারণ সব বাক্যশৈলীতে ভরপুর।

মান্যবর পাঠক! কুরআনে বিধৃত এমন হাজারো ঘটনা থেকে আমি আপনাকে কেবল নবি ইউস্ফের ঘটনার কথাই স্মরণ করতে বলব। স্থপাঠ্যশৈলীতে উপস্থাপিত ইউস্ফের চারিত্রিক সুষমার কথা ভাবতে বলব। মানব-আচরণ বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানীরা বলেন, "কোনো সংস্কারক, নিবেদিতপ্রাণ, হিদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছাড়া উদ্মাহর কাজ সুষ্ঠভাবে কেউই সম্পাদন করতে পারে না। এ কাজের জন্য তাদেরকে অবশাই কিছু শর্ত মানতে হবে। তাদের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে; লোকটি যদি একজন নবি হন তা হলে তাকে চল্লিশটি উত্তম স্বভাবের অধিকারী হতে হবে। চল্লিশটি স্বভাবের সবগুলোই শিষ্টাচারকেন্দ্রিক; তিনি তার উদ্মাহকে, তার জাতিকে এগুলোর সাহায্যে হিদায়াতের পথ দেখাবেন। লোকটি যদি নবি না হয়ে সাধারণ কোনো নেতা হন কিংবা কোনো জাতির সর্দার, তবে সবকটি নয়, চল্লিশটির অধিকাংশ স্বভাবের অধিকারী হলেই তার জন্য যথেষ্ট হবে। আমাদের নেতা, আল্লাহর নবি ইউসুফ 🕸 ছিলেন রাস্লদের পূর্ণতা এবং নবিদের সৌন্দর্যের উজ্জ্বল-প্রতীক। কুরআন তার ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখ করেছে। তার এ সীরাত অধ্যয়নে জাতির বিবেকবানরা খুঁজে পাবেন হিদায়াতের আলো: যা তার

কাজ সূষ্ঠ্ ভাবে পরিচালিও হ'ডে আলো দেখাবে। ইউস্ফ ক্রানী ছিলেন, একইসঙ্গে তার হাতে ছিল ক্ষমতার দশু। নবি হওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। সে দরজা বন্ধ হয়েছে বহু আগেই। বরং আমরা এখানে একজন যোগ্য ও সং মুসলিম নেতার জন্য নবি ইউসুফের ঘটনা থেকে অনুপম কিছু শিক্ষা তুলে ধরছি:

প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্র থাকা; ইউসুফ সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে, মনের ওপর জাের খাটিয়ে জৈবিক বাসনা থেকে নিজের চরিত্রকে পবিত্র রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

"এভাবেই (তাকে নিদর্শন দেখানো) হয়েছিল, যাতে আমি তার থেকে অন্যায় আর অপকর্ম দূরে রাখতে পারি। সে তো আমার মনোনীত বান্দাদেরই অন্যতম।" [সূরা ইউসুফ, ১২: ২৪]

রাগের মাথায় সহনশীল আচরণ করা, যাতে নিজেকে নিয়য়্রণে রাখা যায়।
 আল্লাহ বলেন,

"ইউস্ফের ভাইয়েরা বলল, সে যদি চুরি করে থাকে তা হলে তার এক ভাইও (ইউস্ফ) ইতঃপূর্বে চুরি করেছিল। ইউস্ফ তখন কথাটি নিজের মনে গোপন রাখল, তাদের কছে প্রকাশ্যে বলল না। সে (মনে মনে) বলল, তোমাদের অবস্থান খুব নিকৃষ্ট। আর তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে ভালো অবগত আছেন।"

নম্রতার সময় নম্র আর কঠোরতার সময় কঠোর হওয়া;
 আল্লাহ বলেন,

"সে তাদেরকে তাদের সামগ্রীর জোগান দিয়ে বলল, (পরেরবারে) তোমরা তোমাদের এক বৈমাত্রেয় ভাইকে (বিনইয়ামিনকে) আমার কাছে নিয়ে আসবে। দেখছ না, আমি (খাদ্যশস্যের) পূর্ণ বরাদ্দ দিচ্ছি এবং শ্রেষ্ঠ অতিথিপরায়ণঃ তোমরা যদি তাকে না নিয়ে আসো, তা হলে আমার কাছে কোনো বরাদ্দ পাবে না। এবং আমার কাছেও আসতে পারবে না।" [সূরা ইউস্ফ, ১২: ৫৯,৬০];

আয়াতটির প্রথম অংশে বিনয় আর শেষ অংশে কঠোরতার কথা আলোচিত হয়েছে।

🗠 আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের আস্থা রাখা; আল্লাহ বলেন,

- "ইউস্ফ বলল, আপনি আমাকে দেশের (মিসরের) কোষাগারের দায়িত্ব দিন। আমি একজন ভালো সংরক্ষক এবং এ ব্যাপারে আমার পর্যাপ্ত জ্ঞানও আছে।"
- প্রথর স্মরণ শক্তির অধিকারী হওয়া: যাতে অতীতের কথা সহজেই স্মরণ করতে পারে। অবস্থাভেদে নীতি নির্ধারণ করতে পারে। মানুষকে প্রয়োজনে তার অতীতের কথা জানিয়ে দিতে পারে। আল্লাহ বলেন,
 - "ইউসুফের ভাইয়েরা এল এবং তার দরবারে প্রবেশ করল। তখন সে তাদেরকে চিনতে পারল, কিন্তু তারা তাকে চিনল না।" [স্রা ইউস্ফ, ১২:৫৮]
- নির্মল চিত্তের অধিকারী হওয়া; যাতে প্রতিটি বিষয় তার কাছে দিবালোকের
 মতো উদ্ভাসিত হয়। আল্লাহ বলেন,
 - "(স্মরণ করো) যখন ইউসুফ তার বাবাকে বলল, বাবা। আমি (স্বথে) এগারোটি তারা এবং চাঁদ ও সূর্যকে দেখেছি। দেখলাম, তারা আমাকে সিজদা করছে।"
- শিক্ষার প্রতি উদ্গ্রীব হওয়া, জ্ঞানের জন্য ভালোবাসা এবং এর থেকে উপকার গ্রহণ। আল্লাহ বলেন,
 - "এবং আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া কৃবের ধর্ম
 অনুসরণ করেছি। আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করি না।
 এটা আমাদের প্রতি ও মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ
 মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"
 [সূরা ইউসুফ, ১২:০৮]
- আল্লাহ আরও বলেন,
 - "হে আমার রব। তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং কথার (বা স্বপ্নের)
 তাৎপর্য ব্যাখ্যা শিখিয়েছ। হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। ইহকালে ও
 পরকালে তুমি আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম (তোমার প্রতি
 অনুগত) অবস্থায় মৃত্যু দিয়ো এবং সংলোকদের সঙ্গে মিলিত করো।" [স্রা
 ইউস্ফ, ১২:১০১]
- গায়ে বল ও পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও দুর্বল-অসহায়ের প্রতি সহানুভৃতি
 দেখানো: নবি ইউসুফ বন্দি দুই যুবকের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা
 বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

- "হে করিগারের সঙ্গীদ্বয়। পৃথক পৃথক অনেক রব ভালো নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহঃ" [স্রা ইউসুফ, ১২:৩৯]
- তিনি সেই যুবদের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, বৈষয়িক বিষয়
 নিয়েও কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

"সে বলল, তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তোমাদেরকে এর তাৎপর্য জানিয়ে দেবো। এ জ্ঞান আমার রবই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং যারা পরকালেও অবিশ্বাসী।" [সূরা ইউসুফ, ১২:৩৭]

 যুবক দুইজন ইউসুফের ন্যায়নিষ্ঠা ও উত্তম চরিত্রের কথা অকপটে স্বীকার করেন। আল্লাহ বলেন,

"তার সঙ্গে জেলে দুই যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি
স্থপ্নে দেখলাম, মদ (বানানোর জন্য আঙুর) নিংড়াচ্ছি। অন্যজন বলল,
আমি দেখলাম, মাথায় রুটি বহন করছি আর পাখি তা থেকে খাচ্ছে। (তারা
বলল) আমাদেরকে এর তাৎপর্য বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন
ভালো লোক মনে করি।"
[স্রা ইউস্ক, ১২:০৬]

 প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা সুন্দর আচরণ করা; আল্লাহ বলেন,

"ইউসুফ বলল, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো তিরস্কার নয়। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সবচেয়ে বড় দয়ালু।" [সূরা ইউসুফ, ১২:৯২]

নিকটাত্মীয়দের সম্মান করা; আল্লাহ বলেন,

"তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে আমার বাবার মুখমগুলের ওপর রেখো। এতে তিনি তাঁর দৃষ্টি ফিরে পাবেন। তারপর তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজন সকলকে নিয়ে আমার কাছে এসো।" [সূরা ইউস্ফ, ১২:১০]

সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনের যোগ্যতা থাকা; রাজার স্বপ্নের তাৎপর্য বলতে গিয়ে ইউস্ফ এ গুণটির প্রয়োগ করেছিলেন। সাবলীল উপস্থাপনের যোগ্যতা এমন একটি গুণ যা বক্তার প্রতি তার উপরস্থ, অধীনস্থ ও সমমাপের প্লোকদের দৃষ্টি অকির্বণ করে সহজেই । স্থ করি সভাগিও সাবলীল উপস্থাপনায় রাজা খুবই মুগ্ধ হন। আল্লাহ বলেন,

"তারপর রাজা যখন ইউসুফের সঙ্গে কথা হয় তখন সে (তাকে) বলে, আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত।" [সূরা ইউসুফ, ১২:৫৪]

👞 সৃষ্ঠ পরিকল্পনা করতে পারার যোগ্যতা থাকা; আল্লাহ বলেন,

"ইউসুফ বলল, তোমরা অবিরাম সাত বছর চাষাবাদ করবে। এ সময়ে তোমরা যে শস্য কেটে আনবে তার মধ্যে তোমাদের খাওয়ার জন্য অল্ল পরিমাণ ছাড়া বাকিটা শিষের মধ্যেই রেখে দেবে।" [সূরা ইউস্ফ, ১২:৪৭]

আল্লাহর কসম! কুরআন কতই-না সুন্দর! এবং কতই-না চমৎকার এর জ্ঞান! কুরআনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে চারিত্রিক সম্পর্কটা অত্যন্ত সুদৃঢ়; কারণ, কুরআনের কাহিনিগুলোর উদ্দেশ্য হলো উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের প্রতি পাঠককে উদ্বৃদ্ধ করা। এ উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি ও সভ্যতা সবকিছুকেই উপকার করে। এমনিভাবে কুরআনে বিধৃত কাহিনিগুলোর অন্য উদ্দেশ্যটি হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী এমন খারাপ চরিত্রগুলোকে সেখান থেকে বিতাড়ন করা।

মাক্কা যুগে চারিত্রিক উন্নতির প্রশ্নে রাসূল # তাঁর সাহাবিদেরকে বিভিন্নভাবে দীক্ষা দিতেন। কিন্তু মাদীনাতে, মুসলিমদের নিজেদের দেশে, এ পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে নতুন কিছু পদ্ধতি যোগ হয়; মাক্কাতে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার প্রতি জোর ছিল বেশি। এটা মাদীনার বেলাও সত্য। তবে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার এবং সেটা রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণের নতুন কিছু দিক যোগ হয়। যেমন:

শার'ঈ বিধান প্রণয়ন

ইসলামি শারী'আতের প্রধান লক্ষ্যই হলো মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করা। হাদ্দ তথা দণ্ডবিধি ও কিসাসের মতো শারি'আহর বিধানগুলো এজন্যই দেওয়া হয়েছে যাতে বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয়—যেমন: খুন, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, অন্যকে মিথ্যা অপবাদ ও মদসহ সব ধরনের মাদকতা থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে রক্ষা করা যায়।

সামাজিক কর্তৃত্ব

সামাজিক কর্তৃত্ব এমন এক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে যা সংকাজের আদেশ, অসংকাজের নিষেধ, মু'মিনদের পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধের মতো সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই কেবল অর্জিত হতে পারে। সামাজিক এ দায়িত্ব পালন করাকৈ অল্লিষ্ট ইসলামের আকনিক দুর্টি বিধান সালাত ও যাকাতের পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

> "ঈমানদার পুরুষেরা ও ঈমানদার নারীরা একে অপরের সুহুদ। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের আনুগতা করে। এদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিক্যাই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
> [সূরা আত-তাওবাহ, ১:৭১]

বরং বলা যায়, সংকাজের আদেশ ও অসংকাজে নিষেধের দায়িত্বটিকে আল্লাহ মুসলিম উদ্মাহর সফলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে তৈরি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

"তোমরা (প্রকৃত মুসলিমরা) হলে শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য
আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজ করার আদেশ দাও,
খারাপ কাজ করতে বারণ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।
কিতাবধারীরা যদি ঈমান আনত তা হলে তা তাদের জন্ম মঞ্চালজনক
হতো। তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার আছে, তবে তাদের অধিকাংশই
ফাসিক (পাপাচারী)।"
[সূরা আলু-'ইমরান, ০:১১০]

মাদীনাতে সামাজিক কর্তৃত্ব ও এর প্রভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ ঘটে।

রাষ্ট্র ক্ষমতা

ইসলামে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক একটি কাজ। এ রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে উন্নত চরিত্র।
শাসক তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন যাতে রাষ্ট্রটি একটি নৈতিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
অবশ্যই সেটা ইসলামি বিধানের ভিত্তিতে হতে হবে। আ এভাবেই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রটি
হয়ে উঠবে উন্নত চরিত্রের আদর্শ নমুনা।

মাঞ্জি যুগে চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত ভিত্তি তৈরির এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক। এ প্রশিক্ষণের ফলাফল হাতেনাতে পাওয়া যায়; ইসলামে অপ্রগামী সাহাবিদের প্রথম ৫০ জনের মধ্যে ২০ জনের বেশি সাহাবি নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নিজেদের মধ্যে সেটা চর্চাও করেন। নবিজির জীবদ্দশায় যেমন, তেমনই তাঁর মৃত্যুর পরও সাহাবিরা এর চর্চা অব্যাহত রাখেন। ফলে তারা একেক জন উদ্মাহর বড় বড় নেতা হয়ে ওঠেন। আর অন্য ২০ জনের মধ্যে অধিকাংশই রাস্লুল্লাহর যুগেই বিভিন্ন যুদ্ধে শহিদ হন।

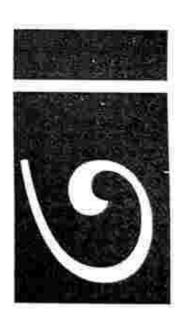
উদ্মাহর শ্রেষ্ঠ মানুষরা ছিলেন এ প্রথম প্রজদ্মের সাহাবিদের মধ্যে; 'আশারা মুবাশ্শারা' বা সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির মধ্যে নয়জনই ছিলেন প্রথম প্রজন্মের সাহাবি। নবিজির পর উদ্মাহর শ্রেষ্ঠ মানুষ তারাই। নিজেদের জীবন বাজি রেখে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সভ্যতা বিনির্মাণে তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তাদের এমনই কয়েকজন সাহাবির নাম: 'আন্মার ইবনু ইয়াসি, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, আবু যার গিফারি, জা'ফার ইবনু আবু তালিব (ﷺ) প্রমুখ। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে কেবল পুরুষরাই নয়, এ প্রজন্মের নারীরাও কোনো অংশে কম ছিলেন না; এ প্রজন্মের নারীরাও ছিলেন উদ্মাহর শ্রেষ্ঠ নারী। খাদীজা ﷺ ছিলেন এদের অগ্রভাগে। আরও ছিলেন উদ্মূল-ফাদল বিন্ত আল-হারিস, 'আসমা যাত-আন-নিতাকাইন, ও 'আসমা বিন্ত 'উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুল্লা প্রমুখ।

আকীদার বিশুদ্ধতা, আত্মিক পরিশুদ্ধতা, মন-মজগের সচেতনতা ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণ পান প্রথম যুগের সাহাবিরা। মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষক ও উত্তম প্রশিক্ষক নবিজির হাতে তাদের দীক্ষা সম্পন্ন হয়। তারা ছিলেন কাফেলার নেতা এবং উদ্মাহর পথপ্রদর্শক। নির্বি মুহাম্মাদ ৠ তাদের আত্মার পরিচর্যা করতেন, দীক্ষা দিতেন। জাহিলিয়াতের নোংরামি থেকে তাদেরকে পবিত্র রাখতেন। নবিজিকে জীবনে হয়তো একবার দেখেছেন এবং সে দেখাতেই তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন—এমন অনেক সাহাবিই নবিজির সাহাবি হতে পেরে নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করেছেন। এই যদি হয় তাদের অবস্থা তা হলে যেসব সাহাবির প্রতিটি দিনই রাসূলুল্লাহর সঙ্গে দেখা হতো, তাঁর থেকে বিদ্যার্জন করতেন, সরাসরি তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে চারিত্রিক প্রশিক্ষণ নিতেন এবং রাসূলুল্লাহর কথা শুনে নিজেদের আত্মিক খোরাক জোগাতেন এমন সাহাবিরা নিজেদেরকে কতটাই-না সৌভাগ্যবান ভাবতেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



প্রকাশ্য দা'ওয়াতের সুচনা: মুশরিকদের প্রবল বাধা

প্রকাশ্য দা'ওয়াত

রাসূল 🐲 তাঁর সাহাবিদেরকে খুব ভালোভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং আকীদা, 'ইবাদাত ও উত্তম চারিত্রিক সুষমার ওপর ভিত্তি করে প্রথম সুশৃঙ্খল মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার পর এখন সময় এসেছে প্রকাশ্যে দা ওয়াতের কাজ শুরু করার। প্রকাশ্যে দা ওয়াতের কাজ শুরু করার নির্দেশ আল্লাহ কুরআনে জানিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন,

"আর তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। তোমার অনুসারী
মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হও।" [সূরা আশ-শু'আরা, ২৬: ২১৪, ২১৫]

আল্লাহর এই আদেশ পাওয়ার পরপরই রাস্ল প্র প্রকাশ্যে দা ওয়াতের কাজে নেমে পড়েন। নিজ জাতি ও আত্মীয়-স্বজনকে এক জায়গায় সমবেত করে তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যেই এক ইলাহের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করেন। আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতির ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেন। আদেশ করেন, জাহাল্লামের আগুন থেকে তারা যেন নিজেদের বাঁচায়। এবং প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি তাদেরকে অবহিত করেন।

সাহাবি ইবনু 'আব্বাস 🚎 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন নিচের এই আয়াতটি নাথিল হয়:

'আর তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও।'

[স্রা আশ-শৃ'আরা, ২৬: ২১৪]

তথন রাসূল

সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে এই বলে লোকদেরকে ডাকতে থাকেন, 'হে ফিহ্রের সন্তানরা। হে 'আদির বংশধররা।'—এরা ছিল কুরাইশের শাখাগোত্র। শুনে লোকেরা তাঁর সামনে জড়ো হয়। যে ব্যক্তি নিজে আসতে পারেনি, কী হয় তা জেনে আসার জন্য সে তার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়। একে একে কুরাইশরা এল। সঙ্গে আবু লাহাব ছিল। তখন রাসূল

তাদেরকে বললেন,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft 'আছ্ছা আমি যদি তোমাদেরকে জানাই যে, উপত্যকার পেছনে এমন একটি অশ্বারোহী বাহিনী রয়েছে যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছে—তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে?' উত্তরে তারা জানাল, 'হ্যাঁ, সততা ছাড়া আপনার ব্যাপারে আমাদের আর অন্য কোনো অভিজ্ঞতা নেই।' রাসূল ঋ বললেন, 'তা হলে আমি আসল্ল এক শাস্তির ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছি।' রাস্লুল্লাহর এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, 'তোমার সারাদিন আজ খারাপ কাটুক। এজনাই কি তুমি আমাদের একত্র করেছ?'

আবু লাহাবের গর্হিত এ কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ নাযিল করলেন—
"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার
সম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি।"

[সুরা মাসাদ, ১১১:১,२] 🕬

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, প্রতিটি গোত্রকে রাসূল 🕸 আলাদা আলাদা করে দীনের পথে আহ্বান করেছিলেন। এবং প্রত্যেক গোত্রকে বললেন,

"তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও...।"

এরপর ফাতিমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "হে ফাতিমা! তুমিও নিজেকে নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কারণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কিছুই করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে সেটা আমি রক্ষা করব।"

কুরাইশরা ছিল বাস্তববাদী এক সম্প্রদায়। তারা দেখল যে, পরম বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ পাহাড়ের ওপর এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন, যেখান থেকে তাঁর সামনের ও পেছনের সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা কেবল তাদের সামনে দাঁড়ানো রাসূলুল্লাহকে ছাড়া অন্যকিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ঠিক এ রকম এক প্রেক্ষাপটে নবি মুহাম্মাদ হ তাদের কাছে নিজের সততার বিষয়ে জানতে চান। তাদের নীতিবোধ, অতীত অভিজ্ঞতা এবং বৃদ্ধিমন্তা একবাক্যে তাঁর সততার স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারা বলেছিল, "হাাঁ, আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করি।"

উপস্থিত শ্রোতাদের স্বভাবগত এই স্বীকৃতি ও নবিজির সততার ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্যদানের পর রাসূল ≋ তাদেরকে বললেন, "তা হলে আমি তোমাদেরকে আসন্ন এক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি।"

রাসূল এই উক্তিটি নিঃসন্দেহে তাঁর নুবৃওয়াতের স্বীকৃতি। একজন নবি হিসেবে তাঁর ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তোলে উক্তিটি। জ্ঞানের দিক থেকে তিনি যে আর সবার থেকে আলাদা সেটাও খুব স্পষ্ট; রবের কাছ থেকে প্রাপ্ত এমন এক জ্ঞান তিনি তাদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সামনে উপস্থাপন করেন যা তাদের জানা ছিল না। অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বাগ্মিতার সাথে তিনি কুরাইশদেরকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল। গোটা জাতি চুপ হয়ে যায় কবল আবু লাহাব বাদে। সে বলল, "তোমার সারাদিন আজ খারাপ কাটুক। এজন্যই কি আমাদেরকে তুমি জড়ো করেছ?"

রাসূল 🛳 এভাবেই উদ্মাহর জন্য প্রকাশ্যে দা'ওয়াত সূচনা করেন। পাহাড়ের মতো একটি উঁচু স্থানকে বেছে নিয়ে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষদেরকে দীনের পথে আহ্বান করেন। যাতে তাঁর আওয়াজ সমানভাবে সবার কাছে গিয়ে পৌছে। ঠিক এ কাজটাই আজকের দিনে বার্তা স্টেশনগুলো করে থাকে। কিছুদিন আগেও, বিভিন্ন দেশে, এই পদ্ধতিতে ডাকঘর বা পোস্ট অফিসের লোকেরা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে চিঠি আসার ঘোষণা দিত।

এরপর রাসূল 🗯 দা ওয়াতের জন্য সত্যবাদিতার মতো একটি সুদৃঢ় প্রেক্ষাপট বেছে নেন যাতে এর ওপর ভিত্তি করে তিনি দা ওয়াতের কাজটি শুরু করতে পারেন। এ পদ্ধতিতে রাসূল 🕸 দীনের দাস্টিদেরকে একটি মূলনীতি শিখিয়ে গেছেন। আর তা হলো, দা'ওয়াত দেওয়ার লক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটা হতে হবে সংবাদদাতা ও সংবাদগ্রহীতার মধ্যকার পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে। এমনিভাবে তিনি যে আহ্বানটা মানুষের কাছে রাখবেন সেটা অবশ্যই সত্য হতে হবে। সেখানে মিথ্যার লেশমাত্র থাকতে পারবে না।

এটা খবই স্বাভাবিক যে, রাসূল 🕸 তাঁর প্রকাশ্য দা'ওয়াত দেওয়ার পর্ব শুরু করবেন নিজের কাছের আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করার মাধ্যমে। এর বহুবিধ কারণ ছিল; প্রথমত: যেহেতু তখনকার মাক্কা নগরীতে কুরাইশদের মধ্যে গোত্র-আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তাই তিনি দা'ওয়াত শুরু করেন কাছের মানুষদের দিয়ে। যাতে প্রয়োজনে তারা তাঁর সাহায্যে আসতে পারে, কাজে লাগতে পারে এবং বিপদে-আপদে তাঁকে রক্ষা করতে পারে। দ্বিতীয়ত: আরবের ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে মাক্কার ধর্মীয় বিশেষ একটা গুরুত্ব ছিল। এমন প্রেক্ষাপটে মাক্কাবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে ইসলাম যে অনেক উপকৃত হবে তা বলাই বাহুল্য। এসব কারণেই রাসূল 🕸 কুরাইশের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করে তাঁর প্রকাশ্য দা'ওয়াত শুরু করেন। তাই বলে তিনি কেবল কুরাইশের কাছে প্রেরিত কোনো নবি নন; তিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির কাছে প্রেরিত একজন নবি ও রাসূল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আল্লাহ বলেন,

"পরম কলাণময় সেই সন্তা যিনি শ্বীয় বান্দার প্রতি (সতা-মিথার)
পার্থকাকারী গ্রন্থ (কুরআন) অবতীণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর
জন্য সতর্ককারী হতে পারে।"
[স্রা ফুরকান, ২৫:১]

আল্লাহ আরও বলেন,

"তোমাকে আমি সারা বিশ্ববাসীর জনা রহমতর্পেই পার্চিয়েছি।" [সূরা আঘিয়া, ২১:১০৭]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

"আমি তো তোমাকে সব মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।" [সূরা সাবা, ৩৪:২৮]

এর পরপরই দা'ওয়াতের অন্য একটি স্তর এল; এ স্তরে শুধু কুরাইশের লোকদেরকেই নয়, বরং বিভিন্ন স্থানের, নানান গোত্রের সবাইকে সমানভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। ধীরে ধীরে লোকজনও তাদের বৈঠকে, বিভিন্ন মজলিসে জমায়েত হতে থাকে। দূরদূরাস্ত থেকে হাজ্জের উদ্দেশ্যে আগত লোকজন আরাফাতের ময়দানে, মিনার মাঠে ভিড় করে। এদের মধ্যে মনিব বা দাস, সবল কিংবা দুর্বল, ধনী বা গরিব যার সঙ্গেই নবিজির দেখা হতো তিনি তাকেই ইসলামের পথে ডাকেন। তাল কারণ, তখন কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয়, আল্লাহ বলেন,

"অতএব, তোমাকে যে নিদশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশে ঘোষণা করো এবং মৃশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। বিদুপকারীদের বিরুশ্বে তোমার জনা আমিই যথেকা। যারা আল্লাহর সঞ্জো অনা কোনো উপাস্য নিধারণ করে তারা জানতে পারবে। আমি অবশ্যই জানি যে, তাদের কথায় তোমার মন সংকৃচিত হচ্ছে।"

[সুরা হিজর, ১৫:৯৪-৯৭]

প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের প্রতিক্রিয়া খুব সুখকর কিছু ছিল না; এর ফলে পথে পথে বাধা-বিপত্তি, মিথ্যারোপ, কষ্ট দেওয়া, গোপনে ও প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা শুরু হয়ে যায়। প্রতিমাপূজারিরা ইসলামের আগমনকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। যার ফলে নবি মুহাম্মাদ 🕸 ও তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে প্রতিমার ধ্বজাধারী ও অনুসারীদের মধ্যে ছন্দ্র-সংঘাত কঠিনরূপ ধারণ করল। মাক্কার মানুষজনও ছন্দ্র-সংঘাতের সংবাদগুলো দেশবিদেশে ফেরি করে বেড়াতে লাগল। এতে লাভের লাভ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হলো ইসলামের; যারা তখনও পর্যন্ত ইসলামের খবর জানত না এ সুবাদে তাদেরও ইসলামের খবর জানা হয়ে গোল।

সে যুগে সংবাদ আদানপ্রদান হতো মানুষের মুখে মুখে। হয়তো একজন গল্পকার বা একজন সাধারণ মানুষ শুনল যে, মুহাম্মাদ ৠ নবি হয়েছেন। সংবাদটি প্রচার করার জন্য খুব বেশি লোকের প্রয়োজন ছিল না; সে একাই পথেঘাটে, হাটেমাঠে সব জায়গায় রাসূলুয়াহর নবি হওয়ার খবরটি বলে বেড়াত। ফলে বৈঠকে বৈঠকে, উপত্যকায় উপত্যকায়, ঘরে ঘরে এবং মানুষের মুখে মুখে একটাই কথা—মুহাম্মাদ ৠ নবি হয়েছেন। □ □

দা'ওয়াতের পথে মুশরিকদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যা তথা তাঁর এককত্ব, আখিরাতে বিশ্বাস, নবিজির রিসালাতের ওপর আস্থা, এবং সর্বোপরি আল্লাহর পাঠানো কুরআন ইত্যাদির বিরোধিতা করাই ছিল মুশরিক নেতাদের মূল লক্ষ্য।

নিচে তাদের বিরোধিতার কিছু নমুনা ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের জবাব তুলে ধরা হলো:

তাওহীদের বিরোধিতা

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তাদেরসহ সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন—এ কথা মাকার মুশরিকরা অবিশ্বাস করত না।

যেমন: আল্লাহ বলেন,

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তখন তারা অবশাই বলবে, 'আল্লাহ'। বলো, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'। তবে তাদের অধিকাংশই জানে না।" [সূরা লুকমান, ৩১:২৫]

কিন্তু জানলে কি হবে, মানত না। ঠিকই তারা মূর্তিপূজা করত। তাদের ধারণা, এগুলো তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। আল্লাহ বলেন,

> "জেনে রাখো, খাঁটি দীন কেবল আল্লাহরই। আর যারা তাঁর পরিবর্তে (অন্যদেরকে) অভিভাবক (উপাসা) গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো কেবল তাদের উপাসনা এজনাই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবতী করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মতভেদের বাাপারে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী আর বড় অবিশ্বাসী আল্লাহ তাকে হিদায়াত করেন না।"[সূরা আয়-য়্মার, ০৯:৩]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আদতে আরবরা কিন্তু মূর্তিপূজারি ছিল না ; তাদের প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের কাছে মূর্তিপূজার ধারণা আমদানি হয়। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে মূর্তিপূজা তাদের মজ্জাগত হয়ে যায়। সে থেকে তারা আল্লাহর একত্বাদের দা'ওয়াতকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এবং তাওহীদকে তাদের নিকট খুবই অদ্ভুত বলে মনে হতে থাকে। আল্লাহ বলেন,

> "তারা (পৌত্তলিকরা) এজন্য বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। আর কাফিররা বলল, এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্য করে দিয়েছে? এ তো এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাদের মোড়লেরা এই বলে চলে গেল, তোমরা গিয়ে তোমাদের উপাস্যদের উপাসনায় অটল থাকো। নিশ্চয়ই এটা (তোমাদের বিরুম্খে) একটা উদ্দেশ্যমূলক [**স্রা সাদ, ৩৮:৪-**৭] see] কাপার।"

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং তাঁর সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক বিষয়ে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ছিল ভূলে ভরা; তারা ধারণা করত, আল্লাহর একজন জিন জীবনসঙ্গিনী আছে। তাঁর এ সঙ্গিনী আবার জন্ম দিয়েছে ফেরেশতাদেরকে। সূতরাং ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। তারা যা বলে থাকে তা থেকে তিনি অনেক পবিত্র, অনেক মহান!

এরপর কুরআনের আয়াত নাযিল হলো। সেখানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, আল্লাহ জিন ও ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ঠিক যেমনি করে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এদের থেকে তিনি কাউকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি। এবং তাঁর কোনো স্ত্রীও নেই। আল্লাহ বলেন,

"তারা জিনদেরকে আল্লাহর সঞ্জো শরিক করেছে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অজ্ঞতার করণে তারা আল্লাহর জন্য ছেলেমেয়ে সাবস্ত করেছে, মহিমা তাঁর! তারা (তাঁর জন্য) যেসব বিশেষণ আরোপ করেছে তিনি তার উধের। তিনি আসমান ও জমিনের স্রস্টা। তাঁর সম্ভান হবে কী করে? তাঁর তো কোনো সঞ্জিনী (স্ত্রী) নেই। আর তিনিই তো সর্বাকছু সৃষ্টি করেছেন এবং [সূরা আন'আম, ৬:১০০,১০১] সবকিছু সম্বন্ধে তিনি সুবিজ্ঞ।"

কুরআন আরও ঘোষণা দিয়েছে যে, জিনরা নিজেরাই আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে তাদের একটাই সম্পর্ক—আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা, আর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর সঙ্গে তাদের কথিত আত্মীয়তার সম্পর্ককে কুরআন জোরকণ্ঠেই প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ বলেন,

> "তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে; অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকে (হিসাবের জন্য আল্লাহর দরবারে) হাজির করা হবে। তারা (আল্লাহ সম্পর্কে) যেসব কথাবার্তা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।" [সূরা আস-সফ্ফাত, ৩৭:১৫৮]

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য—মুশরিকরা যাতে সত্য গ্রহণ করে; ধারণাপ্রসূত বা কল্পানায় তাড়িত হয়ে তারা যাতে কোনো কথা না বলে। আল্লাহ বলেন,

"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারাই নারীদের নামে
ফেরেশতাদের নাম দিয়ে থাকে। অথচ তাদের কাছে এর কোনো
জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের পেছনে ছোটে। আর অনুমান
দিয়ে সত্যের কাজ হয় না।"
[সূরা আন-নাজম, ৫০:২৭,২৮]

কুরআন আরও জানিয়েছে, এটা কোনোভাবেই বোধগম্য নয় যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মুশরিকদেরকে দিয়েছেন ছেলে আর নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন মেয়ে।
তথ্য নারীরা, তাদের মতে, ছেলেদের তুলনায় খুবই জঘন্য। আল্লাহ বলেন,

"তোমাদের রব কি পুত্রগ্রহণের জন্য তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন

এবং তিনি নিজে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন?

নিশ্চয়ই তোমরা গুরুতর একটা কথা বলছ।"

[সূরা ইসরা, ১৭:৪০]

সবশেষে কুরআন মুশরিকদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা অবশ্যই তাদের ভিত্তিহীন কথার জন্য জিজ্ঞাসিত ও পাকড়াও হবে। আল্লাহ বলেন,

"কর্ণাময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদের তারা নারী সাবাস্ত করেছে।
তারা কি তাদেরকে (নারীরূপে) সৃষ্টি করতে দেখেছিল। তাদের
সাক্ষা লিখে রাখা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

[সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩;১১]

পরকালে অবিশ্বাস

রাসূল 🐲 মানুষদেরকে আখিরাতে ঈমান আনার প্রতি আহ্বান করেন। কিন্তু কাফিররা ব্যাপারটিকে তামাশা হিসেবে নিয়ে নবিজির কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। আল্লাহ বলেন:

> "কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির (মুহান্মাদ) সম্থান দেবো, যে তোমাদের বলবে, তোমাদের দেহ (কবরের

মাটিতি) সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশে গৈলেও আবার তোমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথাা বানিয়ে বলেছে, নাকি তার মধ্যে পাগলামি আছে? (কখনও নয়) বরং যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তারাই আযাবে (নিশ্চিত আযাবের অপেক্ষায়) ও দার্ণ বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।"[সূরা সাবা, ০৪:৭,৮]

কাফিররা মৃত্যুর পরের উত্থানকে অস্বীকার করত। আল্লাহ বলেন,
"তারা বলে, আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোনো জীবনই
নেই এবং (মৃত্যুর পর) আমাদেরকৈ পুনরায় ওঠানো হবে না।"
[সূরা আন'আম, ৬:২৯]

মৃত্যুর পরে আর কোনো জীবন নেই—এই মর্মে তারা কসম পর্যন্ত কাটত। আল্লাহ বলেন,

"তারা আল্লহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলে, যারা মরে যায় আল্লাহ
তাদেরকে উত্থিত করবেন না। অবশ্যই (করবেন), এটা তাঁর সত্য
ওয়াদা; তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না। (তিনি মৃতদেরকে উত্থিত
করবেন) যাতে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত তিনি তা প্রকাশ
করতে পারেন এবং যাতে কাফিররা জানতে পারে যে, তারাই
মিথ্যাবাদী ছিল।"
[স্রা আন-নাহল, ১৬:০৮,০৯]

তারা মনে করত, দুনিয়ার এ জীবন ছাড়া আর কোথাও জীবনের অস্তিত্ব নেই;
পরকালের সত্যতার স্বপক্ষে তারা নিজেদের মৃত বাপ-দাদাদের আত্মা জীবিত হওয়ার
আবদার জানাত। যাতে তারা এসে আখিরাতের বিষয়টি সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়ে
যায়। আল্লাহ বলেন,

"তারা বলে, আমাদের পাথিব জীবন ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা মির আর বাঁচি এবং মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। (আসলে) এ ব্যাপারে তাদের কোনো (বান্তব) জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমানই করে। যখন তাদের কাছে আমার সুস্পন্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা কোনো যুক্তি না পেয়ে শুধু বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপূর্ষদের এনে দেখাও। বলো, আল্লাহই তোমাদেরকে বাঁচান ও মারেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাতের দিন একত্র করবেন, যার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। যেদিন

কিয়ামাত সংঘটিও ২বে সিদিন মিজাগ্রারা ক্রিগ্রিক হিবে (* সূরা জাসিয়া, ৪৫:২৪-২৭)

তারা বিশ্বাসই করতে চাইত না যে, যিনি তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন আবার জীবিত করতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। মুফাস্সির মুজাহিদ প্রমুখ বলেন,

"একদিন নবিজির কাছে উবাই ইবনু খালাফালা এল। তার হাতে তখন মৃত মানুষের একটি জীর্ণ হাডিও। দুহাতে হাডিওটা নিয়ে সে পিষে গুঁড়ে করে ফেলে। পরে ফুঁ মেরে সেগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে নবিজিকে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার কি ধারণা, আল্লাহ এতে আবার প্রাণ দেবেন?' উত্তরে রাসূল ঋ তাকে বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার মৃত্যু দেবেনই। এরপর তোমাকে উখিত করবেন এবং তারপর জাহাল্লামের আগুনের দিকে তোমাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন।' নিচের আয়াতগুলো এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়।

আল্লাহ বলেন.

"মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? আর
সে কিনা হয়ে যায় প্রকাশ্য ঝগড়াটে। সে আমার সম্বন্ধে এক উপমা
পেশ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে (মৃতের)
ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়গুলো কে জীবিত করবে? বলো, সেগুলো তিনিই
জীবিত করবেন যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি সৃষ্টিই
তিনি ভালোভাবে জানেন।"
[সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৭৭-৭৯]

মানুষকে আখিরাতমুখী করতে, পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করাতে কুরআন যে শৈলীতে এগিয়েছে তা এককথায় অসাধারণ। কোনো গালগঙ্গে নয়; যুক্তির উপস্থাপনায় কুরআন মানুষের বিবেক জাগ্রত করতে চেয়েছে। মানুষের স্বভাবের বাইরে কুরআন একটি কথাও বলেনি। মন সায় দেয় না এমন কোনো যুক্তিও নিয়ে আসেনি। আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে স্মরণ করে দিয়েছেন, মৃত্যুর পর উত্থানের বিষয়টি থাকার পেছনের কারণ হলো: বান্দার ভালো ও মন্দ কাজের হিসাব নেওয়া। সে অনুযায়ী তাকে পুরস্কার কিংবা শান্তি দেওয়া। কারণ, আল্লাহ গোটা জগৎকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর 'ইবাদাত করার জন্য। তিনি তাদের কাছে নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। কিতাব নাযিল করেছেন। সে কিতাবে জানিয়ে দিয়েছেন কীভাবে তারা তাঁর 'ইবাদাত করবে, তাঁকে মান্য করবে। কেমন করে তারা তাঁর আদেশ মেনে চলবে। এবং বেঁচে থাকবে তাঁর নিষেধ থেকে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft কিন্তু কিছু বান্দা আল্লাহর ইবাদাত না করে তাঁর অবাধ্য হয়েছে। রাস্লদের কথা কানে তোলেনি। বরং তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে গাল দিয়েছে। সূতরাং এটা কি যৌক্তিক নয় যে, আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে নিজ দয়ায় পুরস্কার দেবেন। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে তিনি তাদের কর্মফল ভোগ করাবেনং আল্লাহ বলেন,

"আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মতো গণা করব? তোমাদের কী
হলো? কেমন বিচার করছ তোমরা? নাকি তোমাদের কোনো কিতাব
আছে যাতে তোমরা পাঠ করো (দেখতে পাও) যে, তাতে তোমাদের
জন্য তা-ই আছে যা তোমরা পছন্দ করো?" [সূরা কলাম, ৬৮:০৫-০৮]

নাস্তিক, অবাধ্য ও পাপীদের ধারণা, পৃথিবীসহ এ মহাশূন্যকে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই, অনর্থক ও অযথাই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের শেষ পরিণতি সম্পর্কে তাদের ধারণা হলো, মানুষ সে যেমনই হোক, মুসলিম, কাফির, মুত্তাকি কিংবা পাপী, তাদের পরিণাম একই। আল্লাহ বলেন,

"আসমান ও জমিন এবং এ দুটোর মধ্যবতী কোনো কিছু আমি অহেতৃক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা। অতএব, কাফিরদের জন্য জাহারামের দুর্ভোগ রয়েছে। আমি কি ঈমানদার ও সংকর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করব? নাকি মুন্তাকিদেরকে পাপাচারীদের সমান গণ্য করব?"

[সুরা সা'দ, ০৮:২৭,২৮]

কুরআন মানুষকে পরকালের জীবন সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেছে। উপমা দিয়েছে তাদের চোখের সামনের বস্তু দিয়ে; কুরআন পরকালে অবিশ্বাসীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, মাটি শুকিয়ে নির্জীব হয়ে যাওয়ার পরও সেখান থেকে আল্লাহ উদ্ভিদ বের করে পৃথিবীকে সজীব করে তোলেন। সেখানে প্রাণের সঞ্চার ঘটান। তা হলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সেই আল্লাহ অবশ্যই গলিত লাশ যুগের পর যুগ মাটিতে থেকে থেকে মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়ার পরও তাকে জীবিত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ বলেন,

"আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সমস্থে চিন্তা করো, কীভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" [সূরা আর-রুম, ০০: ৫০]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আল্লাহ তাদের সামনে আসহাবুল-কাহ্ফ তথা গুহাবাসীদের ঘটনা তুলে ধরেছেন; যারা এক নাগাড়ে গুহায় তিনশ' নয় বছর কাটিয়েছেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। এরপর তারা একসময় জেগে উঠল তাদের এই সুদীর্ঘ নিদ্রা ভেঙে। আল্লাহ বলেন, পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।" [সুরা কাহ্ফ, ১৮: ১২]

আল্লাহ বলেন,

"আর এভাবে আমি তাদেরকে (সুদীর্ঘ নিদ্রা থেকে) জাগ্রত করলাম, যাতে তারা (নিজেদের অবস্থানকাল জানার জনা) একে অপরকে প্রশ্ন করে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতদিন অবস্থান করেছ? কয়েকজন বলল, এক দিন কিংবা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কয়েকজন বলল, আসলে তোমাদের অবস্থানকাল তোমাদের রবই সবচেয়ে ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে এই রোপামুদ্রাটি নিয়ে নগরে পাঠাও; যে যেন সেখানে পবিত্র (বৈধ) খাদ্যদ্রব্য কি আছে তা দেখে তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে। সে যেন নম্রতা প্রদর্শন করে এবং কিছুতেই [সূরা কাহফ, ১৮:১৯] তোমাদের কথা কাউকে জানতে না দেয়।"

আল্লাহ আরও বলেন,

"তারা তাদের গুহায় (সৌরবধের হিসেবে) তিনশত বছর ও (চান্দ্রবর্ষের হিসেবে) নয় বছর বেশি অবস্থান করেছিল।" [সূরা কাহ্ফ, ১৮:২৫]

এভাবেই রাসূল 🕸 বহু আয়াতের মাধ্যমে মুশরিক ও কাফির নেতাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে তাদের যুক্তির অসারতা এবং আখিরাতের যৌক্তিকতা দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ

মাক্কার কাফির-মুশরিকরা প্রথম আঘাত হানে রাসূলুল্লাহর ব্যক্তিত্বের ওপর। তারা ভাবতে শুরু করল, রাসূল 比 তাদের মতো রক্ত-মাংসের কোনো মানুষ নন ; তাঁর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আচরণে প্রতীয়মান, তিনি কোনো ফেরেশতা হবেন। না হলে নিদেনপক্ষে ফেরেশতার সাহচর্য-ধন্য কোনো ব্যক্তি হবেন। আল্লাহ বলেন:

"মানুষের কাছে যখন হিদায়াত এসেছে তখন । 'আল্লাহ কি একজন
মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন ' । তাদের এমন উক্তিই তাদেরকে
ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছে। " [সূরা 'ইসরা, ১৭:১৪]

আল্লাহ বলেন,

"তারা এও বলেছে, 'তাঁর কাছে কোনো ফেরেশতা পাঠানো হলো না কেন?' আমি যদি কোনো ফেরেশতাই পাঠাতাম তা হলে বিষয়টি তখনই নিম্পত্তি হয়ে যেত এবং তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হতো না।"

আল্লাহ বলেন,

"আর যদি কোনো ফেরেশতাকে রাসূল করতাম, তা হলে তাকে তো মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং তাদেরকে সেই সন্দেহেই ফেলতাম, যে সন্দেহ তারা এখন করছে।" [স্রা আন'আম, ৬:৯]

অর্থাৎ আমি যদি মানুষের কাছে কোনো ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে তাকে মানুষের মতো করে, তার মতো অবয়ব দিয়েই পাঠাতাম; লোকেরা সহজেই তার সঙ্গে নিজেদের কথাবার্তা, দুঃখ-দুর্দশা ব্যক্ত করতে পারত। তাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখত। আর এমন যদি হতোই তারপরও তাদের মুখ বন্ধ হতো না। ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত, যেমনিভাবে একজন মানব-রাসূলের রিসালাত মেনে নেওয়ার বিষয়ে তারা ইতঃপূর্বে সন্দেহ পোষণ করেছে। অর্থাৎ একজন মানব-রাসূলকে মেনে নিতে এখন যেমনিভাবে তারা গড়িমিস করছে, তখন ফেরেশতা-রাসূলকে মেনে নিতেও তাদের মন সায় দিত না। বরং তারা তখন চাইত, রাসূল হবেন এমন এক ব্যক্তি যার খাবারের প্রয়োজন হবে না, কিংবা বাজারের ব্যাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করবেন না হাট-বাজারে। আল্লাহ বলেন,

"তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল, যে (আমাদের মতোই) খাবার খায়
ও হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে একজন ফেরেশতা
পাঠানো হলো না কেন, যে সতর্ককারী হিসেবে (সারাক্ষণ) তার
সজো থাকত? অথবা তার কাছে কোনো ভাভার দেওয়া হয় না
কেন? কিংবা তার জন্য কোনো বাগান নেই কেন, যেখানে সে
আহার করত?' জালিমরা আরও বলে, 'আসলে তোমরা একজন
জাদুগ্রন্ত লোকেরই অনুসরণ করছ'।"
[সূরা ফ্রকান, ২৫:৭,৮]

কেমন যিন কাফির-মুশারিকরা কোনো দিন শোনেইনি যে, দিবি-রীসূল সকলই খাওয়া-দাওয়া করতেন, চলাফেরা করতেন। এমনকি কাজকর্মও করতেন। আল্লাহ বলেন,

"তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি, তারা সকলেই তো খাবার খেত ও হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের কতককে বানিয়েছি কতকের জনা পরীক্ষার মাধাম। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? তোমার রব সবকিছুই দেখেন।" [সূরা ফুরকান, ২৫:২০]

তারা আরও আশা করত, রাসূল হবেন এমন একজন ব্যক্তি, যার থাকবে অঢেল ধন-সম্পদ; তাদের দৃষ্টিতে, তিনি আকাশের তারার মতো দূরের কোনো বস্তু; যাকে ধারা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন,

> "তারা আরও বলল, 'এ কুরআন দুই জনপদের (মাকা ও তায়িকের) কোনো এক বড় (প্রভাবশালী) বাস্তির ওপর নাযিল হলো না কেন'?" [সূরা আয-যুখরুফ, ৪০:০১]

প্রভাবশালী ব্যক্তি বলতে তারা মাক্কার ওয়ালীদ ইবনু মুগিরা এবং তায়িফের 'উরওয়া ইবনু মাস'উদ আস-সাকাফি প্রমুখ ব্যক্তিকে বোঝাত। ।গা

এবার মাক্কার কাফির-মুশরিকরা রাস্লুল্লাহর ওপর তাদের দ্বিতীয় আঘাত হানল; তারা তাঁকে পাগল বলে গাল দিল। আল্লাহ বলেন,

"আর তারা বলে, 'হে সেই ব্যক্তি যার কাছে কুরআন নাযিল হয়েছে!
(কুরআন প্রাণ্ডির দাবিদার হে মুহাম্মাদ!) আসলে তুমি একটা পাগল।
তুমি যদি সত্যবাদী হও, তা হলে আমাদের কাছে ফেরেশতাদের
নিয়ে আসো না কেন'?"
[স্রা হিজর, ১৫:৬,৭]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

"(আযাব এসে গেলে) তারা কীভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ (দুনিয়ায়) তাদের কাছে স্পষ্ট (বর্ণনাকারী) রাস্ল এসেছিল। তারপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল আর বলেছিল, 'এ তো (অনোর দ্বারা) শিক্ষাপ্রাপ্ত এক উন্মাদ লোক।"

[স্রা আদ-দুখান, ৪৪:১৩,১৪]

তাদের নির্লজ্জ মিথ্যাচারের জবাব আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন,

"তুমি ডোমার রবের কৃপায় পাগল নও।"

স্রা কলাম, ৬৮:২]

কেউ কেউ আবার তার নামের সঙ্গে গণকের উক্মা সেটে দেয়। এক ধাপ এগিয়ে কেউ-বা আবার তাঁকে কবি বলে ডাকতে থাকে। তাদের এ কথাকে আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে:

> "অতএব, তুমি (লোকদেরকে) উপদেশ দাও। তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি (তাদের কথা অনুযায়ী) গণক নও, পাগলও নও। নাকি তারা বলে, 'সে একজন কবি, আমরা যার বিপদের প্রতীক্ষায় আছি'।"
> [সূরা আত-তুর, ৫২:২৯,০০]

মাকার কাফির-মুশরিকরা খুব ভালো করেই জানত যে, রাসুল ঋ কবিতার পঙ্তি লেখেন না: কবিতার অসুস্থ ভাব-কল্পনা করার থেকে তার বিবেক অনেক অনেক সুস্থ। তিনি তাদের সামনে যে কথাগুলো বলেন, তা গণকের ঐক্রজালিক ভেলকিবাজি কোনো কথা নয়, নয় কোনো কবির অস্তামিলযুক্ত কাব্যের পঙ্তি।

এবার তারা তাঁকে জাদুকর ও মিথাক বলে উপহাস করল। আল্লাহ বলেন,

> "তারা (পৌন্ডলিকরা) এজনা বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। আর কাফিররা বলল, 'এ তো এক জাদুকর, মিথাচারী'।" [স্রা সাদ, ০৮:৪]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

"তারা তোমার কথা শ্রবণকালে যা শোনে আমি তা ভালো জানি এবং
তারা গোপনে আলোচনাকালে জালিমরা যে বলে, 'তোমরা তো
এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ', আমি তাও জানি। দেখো, ওরা
তোমার জন্য কীভাবে উপমা পেশ করছে। অতএব, ওরা পথদ্রস্ট
হয়েছে; তাই কোনো পথ পাচ্ছে না।"
[স্রা 'ইসরা, ৪৭,৪৮]

উপরের আয়াতগুলো একে একে নবিজির আরোপিত কাফির-মুশরিদের নানা মিথ্যাচার, বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডন করেছে। আর রাস্লুল্লাহকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল আপনিই প্রথম নন, আপনার পূর্ববর্তী নবি-রাস্লগণকেও তারা গালমন্দ করেছে। করেছে তাদের সঙ্গে ঠাট্রা-তামাশা। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিদ্রুপকারীদেরকে অবশাই আখিরাতে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

"তোমার পূর্বেও রাস্লদেরকে উপহাস করা হয়েছে। তবে যারা তাদেরকে উপহাস করেছে তাদের ওপর সেই জিনিসই আপতিত হয়েছে যা নিয়ে তারা উপহাস করত।" [সূরা আন'আম, ৬:১০]

রাসূলুলাইকৈ শিক্ষা দৈওয়া ইয়েছে যে, মুশারিকরা আসলৈ তার ব্যক্তিত্বিকে মিখ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং এর দ্বারা তাদের আসল উদ্দেশ্য তাঁর আনীত রিসালাতকে মিখ্যা সাব্যস্ত করা। নিজেদের বানোয়াট সব কথাবার্তার মাধ্যমে তারা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রয়াস পায়। আল্লাহ বলেন,

"আমি তো জানি, তাদের কথায় তুমি অবশাই দুঃখ পাও। তবে তারা তো তোমাকে অবিশ্বাস করে না, বরং (এই) জালিমরা (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর নিদর্শনাবলিকেই অস্বীকার করে।" [সূরা আন'আম, ৬:০০]

কুরআনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান

মুশরিকরা কোনোভাবেই বিশ্বাস করছিল না যে, কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাযিলকৃত একটি কিতাব; তারা একে বড়জোর একটি কবিতার বই হিসেবেই বিবেচনা করেছে। কিছু কবি মিলে বইটির রচনার কাজ শেষ করেছে। অথচ কেউ যদি কুরআন ও আরবদের কবিতার মধ্যে তুলনামূলক একটা পর্যালোচনা করে, তবে সে দেখবে যে, দুটোর ভেতর প্রভেদটা কত বিস্তর। আল্লাহ বলেন,

"আমি তাকে (রাসূলকে) কবিতা শিখাইনি, তার জন্য তা সমীচীনও
নয়। এই কিতাব তো এক স্মারকপত্র আর স্পষ্ট কুরআন। যাতে
সে জীবিত (অন্তর্রবিশিষ্ট ঈমানদার) বাক্তিকে সতর্ক করতে পারে
এবং (মৃত অন্তর্রবিশিষ্ট) কাফিরদের বিরুদ্ধে শান্তির কথা সঠিক
প্রমাণ করতে পারে।"
[সূরা ইয়াসীন, ০৬:৬৯,৭০]

আচ্ছা তারা কি বোঝে না যে, যারা মানুষকে পথত্রষ্ট করে এবং নিজেদের জীবনে নিজের প্রচারিত আদর্শের প্রতিফলন ঘটায় না, এমন কবিদেরকে যে কুরআন ভর্ৎসনা করে, সে কুরআন কীভাবে কাব্যগ্রন্থ হতে পারে হাজার আল্লাহ বলেন,

"কবিদের অনুসরণ করে বিদ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি দেখোনি যে, ১০০ ।
তারা (কবিরা) প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্দ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং A\\
তারা তা-ই বলে, যা নিজেরা করে না?" [স্রা আশ-শ্'আরা, ২২৪-২২৬]

সূতরাং কুরআন আল্লাহর বাণী; যা নাযিল হয়েছে তাঁর রাসূলের ওপর। কোনো কবি-সাহিত্যিকের কথার সঙ্গে দূরতম কোনো সম্পর্কও এর নেই। আর গণকদের ঐন্দ্রজালিক, সম্মোহনী কথার সঙ্গে তো নয়-ই। আল্লাহ বলেন,

"নিক্য়ই এই কুরআন একজন সম্মানিত দূতের (মাধ্যমে অবতীর্ণ আল্লাহর) কথা। এটা কোনো কবির কথা নয়; তোমরা খুব কমই বিশাস করো। (এটা) কোনো গণকের কথাও নয়; তোমরা খুব

ক্মেই।চিন্তা করোগা এটা বিশ্বপ্রতিপালকের কাছ/ থেকে অর্বতীগ**্**ণি

[সূরা হাককাহ, ৬৯:৪০-৪০]

তবে কবিরা কিন্তু আর সবার বুঝে ওঠার আগেই বুঝতে পেরেছিল, কুরআন মানুষের কোনো কথা নয়, কোনো কবিতা নয়। বুঝলে কী হবে, তারপরও কিন্তু তারা নবিজিকে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়নি। রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে তাদের মিথ্যাচার ও একগুঁয়েমি এত বেড়েছিল যে, কেউ কেউ বলত, "মুহাম্মাদ তো একজন অনারবের কাছ থেকে কুরআন শেখে।" তাদের ইঙ্গিত মতে, সে অনারব লোকটি কুরাইশদের কোনো একটি শাখা গোত্রের দাস ছিল। সে ছিল একজন বিক্রেতা। সাফা পর্বতের কাছে সে বেচাকেনা করত। কখনও কখনও রাসূল 🗱 তার কাছে গিয়ে বসতেন এবং কিছু কথাবার্তা বলতেন।

কিন্তু তাদের কী অন্তুত স্ববিরোধী কথা। একে তো লোকটি অনারব। তার ওপর খুব বেশি আরবি জানত না। যা-ও জানত ভাঙা ভাঙা। কাজ সারত কোনো রকমভাবে। এমন লোক থেকেই কিনা রাস্ল ঋ কুরআনের মতো বিশুদ্ধ আরবি শিখে অনুপম এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এজন্যই আল্লাহ বলেন,

"আমি জানি, তারা বলছে, 'আসলে তাঁকে একজন মানুষ শিক্ষা দেয়।'
তারা যে লোকটির দিকে ইঞ্জিত করে এমন কথা বলে তার ভাষা তো
শৃষ্ধ আরবি নয়; অথচ এই কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবি ভাষা।"
সিবা আন-নাহল ১৬:

[সুরা আন-নাহ্ল, ১৬:১০৩]

অর্থাৎ নবিজির পক্ষে কী করে সম্ভব হলো একজন অনারবের কাছে শিখে-পড়ে কুরআনের মতো আলংকারিক বিশুদ্ধতার উন্নত সোপানে অবস্থিত একটি গ্রন্থ রচনা করা। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য, কী বিকৃত অসংগতি তাদের কথার ভেতরে। মাথায় সামান্য খিলুও যার আছে, সে এমন কথা বলতে পারে না। তা পিকে।

এত কিছুর পরও যখন তারা কিছুতেই কিছু করতে পারল না, তখন তারা নতুন এক ফন্দি আঁটল; এবার তারা প্রশ্ন তুলল কুরআন নাযিলের পদ্ধতি নিয়ে। তারা বলল, এত ভাগে ভাগে কেন, একবারেই নাযিল হোক না কুরআন। অথচ এই কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল হওয়ার পেছনে রয়েছে যৌক্তিক কারণ; মু'মিনদের অন্তরে যাতে কুরআনের মর্মবাণী গেঁথে যায়। যাতে একে মুখস্থ করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। সর্বোপরি কুরআন বুঝে নিয়ে তারা যাতে কুরআনের দাবি অনুযায়ী কাজ করতে পারে। আল্লাহ বলেন,

"কাফিররা বলে, তার কাছে গোটা কুরআন একবারে নাখিল হলো না কেন? এভাবেই (বারে বারে একটু একটু করে তা নাখিল করা হিয়েছে), ভার বারা আমি ভোমার অন্তর্গক সৃদ্দ্ করিব বিলে (t আর আমি তা ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে আবৃত্তি (নাযিল) করেছি।" [সূরা ফুরকান, ২৫:৩২]

এভাবে একের পর এক মুশরিকরা যখন কুরআনের বিষয়ে আপন্তি করল, রাসূল্লাহর ওপর নাযিলকৃত বিষয় নিয়ে বিবাদ করে আকাশ মাথায় তুলল, আল্লাহ তখন তাদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। বললেন, কুরআনের মতোই একটি কিতাব রচনা করে নিয়ে আসতে। শুধু তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ ও জিন সবাই মিলেও যদি কুরআনের মতো আরেকটা গ্রন্থ রচনা করার প্রয়াস চালায়, তারপরও তারা পারবে না, ব্যর্থ হবে। আল্লাহ বলেন,

"বলো, মানুষ ও জিন যদি এই কুরআনের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ তৈরি
করার জন্য একত্র হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে, তবু তারা
এর অনুরূপ গ্রন্থ তৈরি করতে পারবে না।"
[সূরা 'ইসরা, ১৭:৮৮]

গোটা কুরআন তো অনেক দূরের জিনিস, অনুরূপ দশটি সূরা আনতেও সক্ষম হয়নি। আল্লাহ বলেন,

ong

"তখন তারা যদি তোমাদের এ কথায় সাড়া না দেয় (আর তা দেবেও না) তা হলে তোমরা জানবে, যা নাযিল করা হয়েছে তা আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে এবং এটাও জানবে যে, তিনি ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা কি মুসলিম হবে?"

[সূরা হুদ, ১১:১০, ১৪]

দুশটি থাক, এমনকি তারা একটি সূরাও রচনা করতে পারেনি। আল্লাহ বলেন,
"এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও বানানো বস্তু নয়, বরং তা
পূর্বতী আসমানি কিতাবের সত্যতা সমর্থনকারী এবং বিধানসমূহের
ব্যাখ্যা, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এবং যা সারা জাহানের রবের

পক্ষ থেকে আগত। নাকি তারা বলে যে, 'সে (মুহাম্মাদ) এটা নিজে বানিয়েছে।' তুমি বলো, 'তাই যদি হয় তা হলে তোমরাও এর মতো একটি সূরা বানিয়ে আনো এবং (এ কাজে) আল্লাহ ব্যতীত যাকে

পারো ডাকো, যদি তোমরা সতাবাদী হও'।" [স্রা ইউন্স, ১০, ০৭, ০৮]

তারা কেউই পারেনি। অথচ ভাষার বিশুদ্ধতা আরবদের জন্মগত। তাদের কবিতা, তাদের সাব'আহ মু'আল্লাকাত, সপ্ত-ঝুলস্ত-কাব্যের কথা সর্বজনবিদিত। তারপরও তারা কুরআনের ছোট একটি স্বার মতো একটা স্রাও রচনা করতে পারেনি। এতেই প্রমাণ হয় যে, কুরআন মানুষের কথা নয়, কুরআন আল্লাহরই বাণী। আর আল্লাহর কথার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির কারোর কথার সঙ্গে কোনো মিল নেই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরীক্ষা নেওয়ার স্বাভাবিক রীতি

পরীক্ষা করা, বিপদে রেখে নিরীক্ষা করা—প্রকৃতিতে আল্লাহর দেওয়া একটি অমোঘ বিধান। এটা আরও ভালোভাবে প্রতীয়মান হয় কুরআন থেকে। আল্লাহ বলেন,

> "তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কতককে কতকের ওপরে মর্যাদা দিয়েছেন। নিশ্চয় তোমার রব দুত শান্তি প্রদানকারী; আবার নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

> > [সুরা আন'আম, ৬:১৬৫]

আল্লাহ বলেন,

"পৃথিবীর সবকিছু আমি তার শোভায় পরিণত করেছি, যাতে লোকদেরকে পরীক্ষা করতে পারি, কে তাদের মধ্যে কাজে সেরা।" [স্রা কাহ্ফ, ১৮:৭]

আল্লাহ বলেন,

"আমি তো মিশ্র-বীর্যের একটি ফোঁটা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, তাকে পরীক্ষা করব বলে; তাই তাকে শ্রবণশক্তিসস্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি।"
[সূরা ইনসান, ৭৬:২]

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো জাতিকে কঠিন কোনো পরীক্ষায় না ফেলে আল্লাহ তাদেরকে নেতৃত্ব দান করেননি। তাদেরকে মরচে পড়া লোহার মতো আগুনে পুড়ে, কামারের হাতুড়ির নিচে থেকে জং ওঠানোর মাধ্যমে বিশুদ্ধ হতে হয়েছে। এতে করে আল্লাহ সার ও পুষ্টদের মধ্য থেকে বাছাই করে করে চিটা ও অসারদেরকে আলাদা করেন। Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই মুসলিম উন্মাহর মধ্যে এ বিধান এখনো চলমান। আল্লাহ চান মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করতে। যাতে করে তাদের ঈমান আরও পাকাপোক্ত হয়। কেবল এর পরেই পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে ধরা দিতে পারে। ইমাম শাফি'ঈকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, 'ব্যক্তির জন্য কোনটা বেশি উন্তম: প্রতিষ্ঠা পাওয়া নাকি পরীক্ষায় পড়া হ' উন্তরে ইমাম শাফি'ঈ বলেছিলেন, পরীক্ষা ছাড়া নেতৃত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা নবি নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা ও নবিজির পরীক্ষা নিয়েছেন; তারা সবাই পর্বতসম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, সবুর করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে নেতৃত্ব দান করেছেন। তাদের কেউ কন্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চিন্তাই করেননি কখনো।

পরীক্ষা ও কষ্টের পেছনে প্রজ্ঞা এবং উপকারিতা

পরীক্ষা নেওয়া ও কষ্ট দেওয়ার পেছনে অনেক প্রজ্ঞা রয়েছে : এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এ রকম :

মু'মিনদের পদ-মর্যাদার পরিশুদ্ধকরণ

আল্লাহ এই পরীক্ষা নেওয়াটাকে মানবিক সন্তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য একটি মাধ্যম করেছেন। এতে প্রতীয়মান হবে কারা সত্যিকার সত্যসন্ধানী আর কারা মিথ্যার প্রেম অন্তরে পোষে; কারণ, সুখে থাকলে একজন মানুষের আসল চেহারা চেনা যায় না। বিপদে পড়লেই কেবল তার আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। আল্লাহ বলেন:

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" [স্রা 'আনকাব্ত, ২৯:২]

মুসলিম উম্মাহর প্রশিক্ষণ এ বিষয়ে সাইয়্যিদ কুতুব বলেন,

"হ্যাঁ, এটা (পরীক্ষা নেওয়াটা) এমন এক পদ্ধতি, মুসলিম উন্মাহর গঠনকল্পে যে পদ্ধতির বিকল্প নেই। যে মুসলিম উন্মাহ মানুষের দ্বারে দ্বারে ইসলামের বাণী নিয়ে যাবে, পদে পদে যারা সন্মুখীন হবে শত বাধা-বিপত্তির, তাদের জন্য এটা অপরিহার্য। প্রশিক্ষণের পদ্ধতিটি হবে কল্যাণ, শক্তি-সামর্থ্য ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখেই। এরই আলোকে তৈরি হবে এর গঠনপ্রণালি। মানুষ ও জীবনের প্রকৃত অবস্থার আলোকেই প্রণীত হবে এ পদ্ধতির প্রয়োগিক দিক। যাতে করে দা দ্বারা শেষ পর্যন্ত অটল থাকেন এ দা ওয়াতের পথে। শেষ পর্যন্ত এ পথে টিকে

থাকিতে পারলেই তারা এ দা ওয়াত বহন করার উপযোগী বর্ণে বির্ধেচিত হবেন। সূতরাং এ দা ওয়াতের পথে ধৈর্য ধরে অটুট থাকতে হবে। কেবল তখনই তারা দা ওয়াতের আমানাত রক্ষা করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে।"

হাদয়ের সুপ্ত বিষয়ের উন্মোচন সাইয়্যিদ কুতুব তার ফি *যিলালিল-কুরআন* গ্রন্থে লিখেছেন,

"এ কথা সত্য যে, পরীক্ষার আগেও অন্তরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ ভালো করেই জানেন। তবে পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যা জ্ঞাত তা ব্যস্তব জগতেও জ্ঞাত ও উন্মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ আগে যা জানত না, পরীক্ষার পর সবাই তা জানতে পারে। ফলে আল্লাহ মানুষের যে হিসাব নেবেন, তা কেবল তাঁর জানার ভিত্তিতেই নয়, বরং মানুষের বাস্তব কাজের ভিত্তিতেও দেবেন। এটা যেমন একদিক থেকে আল্লাহর দয়া এবং অপরদিক থেকে তাঁর ন্যায়বিচার। তেমনিভাবে একদিক থেকে এটা মানুষের প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্তও বটে। মানুষেরও স্বভাব হলো: সে কোনো মানুষের প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমে যা প্রকাশিত ও প্রমাণিত, কেবল তারই ভিত্তিতে ব্যক্তির কোনো বিষয়ের কর্মফল দেবে। কারণ, কোনো মানুষই অন্য একজনের মনের ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে বেশি জানতে পারে না।"

আমানাত গ্রহণের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি সাইয়্যিদ কুতুব তার ফি *যিলালিল-কুরআন* গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখেছেন,

"পরীক্ষা নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ এর মাধ্যমে মু'মিনদেরকে শাস্তি দিতে চান, কষ্টে ফেলতে চান। বরং মু'মিনদেরকে যোগ্য করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। যাতে তারা দীন প্রতিষ্ঠার আমানাত যথাযথভাবে পালন করতে পারে। আর ইসলাম এমন এক আমানাত যার জন্য প্রয়োজন বিশেষ পূর্ব-প্রস্তুতির। আর সেটা কষ্টকর অবস্থা উত্তরণের মাধ্যম ছাড়া অর্জন সম্ভব না।

"পরীক্ষা দীর্ঘ ও যাতনাময় হওয়া সত্ত্বেও উদ্দিষ্টপানে পৌঁছতে কঠোর পরিশ্রম করা, লক্ষ্য অর্জনে উচ্চাকাঞ্চ্ফী হওয়া, পাহাড়সম ধৈর্যধারণ করা, <u>আল্লাহর সাহা</u>য্য প্রাপ্তির বিষয়ে অটল বিশ্বাস রাখা এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে সংযত রাখার মাধ্যমেই কেবল এই আমানাত পালন করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

"আগুন যেমন সোনা গলিয়ে তা থেকে খাদ বের করে দেয়, তেমনিভাবে কঠিন পরীক্ষাও মনকে গলিয়ে সেখান থেকে ভেজাল দূর করে দেয়। জাগিয়ে তোলে তার সুপ্ত শক্তিগুলো। শক্তি প্রয়োগে সেগুলো সোজা করে এবং ঘষামাজা করে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সেগুলো পাক-সাফ করে। বিষয়টি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজ্য, তেমনি সমষ্টির বেলায়ও। সামষ্টিকভাবে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে কোনো দল বা জাতিকেও বিশুদ্ধ করা যায়। ফলে দুর্বলরা নয় বরং দৃঢ়চেতা, পরিপূর্ণ মু'মিন ও আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের অধিকারীরাই কেবল টিকে থাকতে পারে। আর যারা টিকে থাকে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস: দুটো উত্তম পুরস্কার থেকে একটা পুরস্কার তারা আল্লাহর কাছ থেকে অবশাই পাবে; হয়তো পৃথিবীতে বিজয় লাভ, নয়তো পরকালের সওয়াব প্রাপ্তি। দিনশেষে এদের হাতেই তুলে দেওয়া হয় পতাকা। আর এমনটা হওয়ারই কথা ছিল। কারণ, নানান পরীক্ষার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে এর যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে।"

আত্মার সুলুক অনুসন্ধান সাইয়্যিদ কুতুবের থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি আবার,

"এটা এজন্যই দরকার, যাতে দা'ওয়াতের লোকজন নিজেদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে, উপলব্ধিতে আনতে পারে; তারা জীবন ও জিহাদের পথে নিয়োজিত হবে বাস্তবতার নিরীখে। তাদেরকে জানতে হবে মানব-সত্তার গতি-প্রকৃতি এবং গোপন রহস্য। জানতে হবে দেশের, দশের ও সমাজের গতিধারা।

এর মাধ্যমেই তারা উদযটিন করতে পারবে তাদের দা'ওয়াতের মূল্যবোধগুলো;
তাদের নিজেদের এবং অন্যদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কুপ্রবৃত্তিগুলো কীভাবে
প্রতিহত করে তার কার্যকর পদ্ধতি। সঙ্গে সঙ্গে শয়তান কীভাবে তাদের অন্তরে
অনুপ্রবেশ করে তার সবগুলো পথও তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। কোন পথে
গেলে পথহারা হবে, কোন পথে হাঁটলে পা পিছলাবে সে সম্পর্কেও তাদেরকে
হতে হবে পূর্ণ সজাগ।"

্রদা'ওয়াতের নিয়তির ব্যাপারে অবগতি যিলাল প্রণেতা বলেন,

"আর এটা জানা খুবই দরকার। কারণ, দায়িত্বটি তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এর জন্য তারা অনেক মূল্য দিয়েছে, ধৈর্যধারণ করেছে, কষ্টকে মাথা পেতে নিয়েছে এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। যে মানুষটি এর জন্য শরীরের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়, নিজের আরামকে দূরে ঠেলে দেয়, সহ্য করে শত অপমান ও কষ্ট, তিনি যে এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই দায়িত্বকে মূল্য দেবেন সেটাই স্বাভাবিক। এবং এমন লোক শত বাধার মুখেও এ মহান দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে না।" কর্ম বুঝতে পারবে দা ওয়াতকে ফলপ্রস্ করতে কত্টুকু সময় দিতে হবে।

দা'ওয়াতের প্রচার-প্রসার

বিভিন্ন পরীক্ষা ও কষ্টের সামনে মু'মিনদের ধৈর্যধারণ করাটাও এই দীনের জন্য এক ধরনের মৌন-দা'ওয়াত। তাদের পাহাড়সম এমন ধৈর্যের কারণেই লোকজন দলে দলে আল্লাহর দীনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। আর তারা যদি ধৈর্যহারা হয়ে পড়ত, মনোবল ভেঙে ফেলত, তবে কেউই তাদের ডাকে সাড়া দিত না। তাদের উদাহরণ ছিল এমন যে, কেউ একজন রাসূলুল্লাহর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করত। তারপর তাঁর নির্দেশমতো তিনি নিজ গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে আসতেন। তাদেরকে দীনের পথে আহ্বান করতেন। গোত্রের স্বাই তার দা'ওয়াতকে গ্রহণ করত না। অধিকাংশরা তাকে কস্ট দিত। মিথ্যুক বলে গাল পাড়ত। কিন্তু সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিতেন। হতাশ হতেন না। আল্লাহর ভরসা করতেন। অবিরাম মানুষকে দীনের পথে ডেকে যেতেন। ধৈর্যের ফল আল্লাহ তাকে দেন; একটা সময় দেখা যায়, সেই তার মাধ্যমে তার সম্প্রদায়ের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তিনি অনেককে নিয়ে নবিজির কাছে হাজির।

প্রিয় পাঠক! এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা সামনের অধ্যায়গুলোতে পাব, ইন শা আল্লাহ।

দা'ওয়াতের পথে শক্তিশালী কিছু উপায়-উপকরণের প্রতি আকৃষ্টকরণ
মুসলিমদের দৃঢ়তা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার নজীর দেখে যেকোনো কঠিন হৃদয়ের মানুষও
ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ বোধ করে। সাহাবিদের মধ্যে ঈমানের
এমন অনমনীয় মনোভাবের কারণেই নতুন এই লোকগুলোর চোখে দা'ওয়াত ও
এর দা'ঈরা হয়ে ওঠে সম্মানের পাত্র। ফলে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তারা
ইসলামের দিকে দৌড়ে আসে।

আল্লাহর নিকট মান-মর্যাদা বৃদ্ধি এবং পাপের মার্জনা আল্লাহর রাসূল 🗯 বলেন:

"কোনো মু'মিন ব্যক্তির যখন কাঁটা বিঁধে কিংবা তার চেয়ে বড় কোনো বিপদ আসে, তখন বিনিময়ে আল্লাহ তার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। এর জন্য তার কোনো একটা পাপ মোচন করেন তিনি।"

কখনো কখনো আশ্লাহর নিকট বান্দার জন্য এমন এমন মর্যাদা থাকে, যে বিষয়ে লোকটি আগেভাগে কিছুই জানতে পারে না। একসময় আশ্লাহ তাকে কোনো একটা Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft পরীক্ষায় ফেলেন। উত্তীর্ণ হলে তার মর্যাদা বেড়ে যায়। এমনিভাবে পরীক্ষায় পড়াটা একজন মুসলিমের পাপ মোচনের একটা মাধ্যমও বটে।

এমনিভাবে পরীক্ষা নেওয়ার পেছনের উপকারিতার আলোচনায়। পরীক্ষার নেওয়ার পেছনে রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা। যেমন:

- আল্লাহর রুবৃবিয়্যার মর্যাদা ও তাঁর পরাক্রম সম্পর্কে অবগতি।
- 💉 আল্লাহর দাসত্বের বিষয়ে ধারণা অর্জন।
- 💉 আল্লাহর দাসত্বে কেবল তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ থাকা।
- সব বিষয়ে আল্লাহর কাছে সমর্পিত হওয়া এবং তাঁর বিধানকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা।
 - বিনয় প্রকাশ ও দু'আ করা।
- যার কারণে বিপদে পড়তে হলো তার সঙ্গে সহনশীন আচরণ করা।
- তাকে ক্ষমাস্বর দৃষ্টিতে দেখা।
- বিপদে-আপদে ধৈর্য ধরা।
- বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরার বহুবিধ উপকারিতার কারণে সেটাকে হাসিমুখে
 মেনে নেওয়া।

💅 কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

উপকারিতাগুলোর ক্রমধারা যা-ই হোক, পরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে আথিরাতে উত্তম প্রতিদান দেবেন। এছাড়া আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে এর। সম্মানিত পাঠক যদি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান, তবে 'ফিকহুল-ইবতিলা' বইটি সহায়ক হবে।

দা'ওয়াতের বিরোধিতায় কাফিরদের কৌশল

মুশরিকরা, ইসলাম আসার আগপর্যন্ত, আল্লাহবিরোধী রাজত্ব চালিয়ে আসছিল।
ইসলামই প্রথম তাদের জাহিল দুর্গে আঘাত হানে। তাদের দেব-দেবীর অসারতা
প্রমাণ করে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় তাদের মিথ্যা-কল্পনার প্রাসাদ। চোখে আঙুল দিয়ে
দেখিয়ে দেয় আল্লাহ, জীবন, মানুষ ও সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে তাদের অলীক চিন্তা-ভাবনা।
মাক্কার মুশরিকরা ইসলামের এই আলোকে নিভিয়ে, তার গতি যাত্রাকে থামিয়ে দিতে,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার আওয়াজকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিতে কিংবা তার মুখে লাগাম লাগিয়ে দিয়ে তার প্রসারের সীমারেখা টেনে দিতে একাট্টা হয়ে মাঠে নামতে নানা ফন্দি-ফিকির আঁটল। গ্রহণ করল অনেক উপায়-উপকরণ।

রাসূলুল্লাহর মাথার ওপর চাচা আবু তালিবের ছায়া দূর করতে কুরাইশদের প্রাণাস্তকর প্রয়াস

একদিন কুরাইশের বড় বড় নেতা নবিজির চাচা আবু তালিবের কাছে এসে বলল, হে আবু তালিব। তোমার এই ভাতিজা আমাদের মারাত্মক কষ্ট দেয়—কি আমাদের সভায়, কি আমাদের মা'বুদদের ব্যাপারে। আমাদেরকে ঘাটাতে তুমি তাঁকে বারণ করো...। শুনে আবু তালিব ভাতিজাকে লক্ষ করে বলেন, তোমার এই চাচাদের অভিযোগ, তুমি তাদেরকে কষ্ট দাও। তুমি এ থেকে বিরত হও। রাস্ল ঋ তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

> "আপনারা কি ওই সূর্যটাকে দেখতে পাচ্ছেন?" সবার সমবেত উত্তর, "হ্যাঁ।" রাসূল 🕸 বললেন, "আপনারা যদি এই সূর্যটিকেও আমার হাতে এনে দেন, তবু আমি আমার এ কাজ পরিত্যাগ করব না।"

আবু তালিব বললেন,

"আল্লাহর কসম! আমার ভাতিজা জীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি। তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও।" বিলা কুরাইশরা এরপরও অনেকভাবে চেষ্টা করে; রাসূলুল্লাহর পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের সহায়তা নিয়ে তাঁর কাজ নিয়ে আর না বাড়তে বলে যায়। কিন্তু সফলতার মুখ তারা দেখতে পায়নি; তারা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যায়।

আবু তালিব তার ভাতিজাকে খুব ভালোভাবেই মুশরিকদের বিভিন্ন উপদ্রব থেকে আগলে রাখেন। তাদের কোনো কট্টের আঁচড় তাঁর গায়ে লাগতে দেননি। আবু তালিব ভাতিজাকে রক্ষা, তাঁর অভিপ্রায় বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে চলেছেন—খবরটি দশদিকে চাউর হয়ে পড়ে। ভাতিজাকে আবু তালিবের এই রক্ষা করে চলাটা কুরাইশের কাছে ভালো ঠেকল না। তাদের ঘুম হারাম হয়ে গেল, গা পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো হিংসায়। ধূর্ততার আশ্রয় নিল তারা। 'উদ্মারা ইবনু ওয়ালীদ ইবনু মুগিরা নামের একজনকে নিয়ে তারা আবু তালিবের কাছে এল। বলল, "হে আবু তালিব। এর নাম 'উদ্মারা ইবনু ওয়ালীদ। কুরাইশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও সবল যুবক। মুক্তিপণের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। এই যুবককে তুমি তোমার ছেলে হিসেবে গ্রহণ করো। বিনিময়ে তোমার ভাতিজাকে আমাদের হাতে সোপদ করো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তোমার ভাতিজা তোমার ও তোমার বাপদাদার পালিত ধর্মের উলটো চলে। তোমার জাতির লোকদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে। আমাদের চিম্ভা-ভাবনাকে নির্বৃদ্ধিতা বলে আখ্যা দিয়েছে। তাই আমরা তাঁকে হত্যা করতে চলেছি। আর এই 'উদ্মারা হলো 'প্রাণের বদলে প্রাণ' নীতির পণ।"

শুনে আবু তালিব বললেন, "আল্লাহর কসম। তোমরা আমার সঙ্গে যে দর ক্ষাক্ষি করছ তা খুবই জঘনা; তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে দিচ্ছ, তোমাদের হয়ে আমি তাকে খাওয়াব, পরাব। বিনিময়ে আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো আর তোমরা তাঁকে হত্যা করবে। আল্লাহর কসম। এটা কখনোই হতে পারে না।"

আবু তালিবের এই কথা যে শুনে সে অবাক হয়ে যায়। নবিজির সঙ্গে চাচার ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের সামনে সে থমকে দাঁড়ায়। ভাতিজার পরিণতির সঙ্গে নিজের পরিণতি এক করে ফেলেন। আবু তালিব হাশিম গোত্রের সর্দার হওয়ার কারণে হাশিম গোত্রের সবার থেকে তিনি বাড়তি সুবিধাও পান। মুত্তালিবও হাশিমের বংশধর, মুসলিম কিংবা অমুসলিম সবাই জীবনে-মরণে রাস্লুলাহকে সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এরপর থেকে নবিজিকে তারা সকলে প্রকাশ্যে সহায়তা দিয়ে যান। এতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা কিংবা সংশয় কাজ করেনি।

আরবের এই রীতিগুলো, জাহিলি এই প্রথাগুলোকে নবি মুহাম্মাদ ﷺ ইসলামের সেবায় কাজে লাগান। কিন্তু আবু তালিব যখন দেখলেন, হাশিম ও মুত্তালিব গোত্র দুটি যা করেছে, এবার কুরাইশরাও তা করতে চলেছে, যুদ্ধ লেগে যায় লেগে যায় অবস্থা, তখন আরও শক্ত ভূমিকা পালন করলেন। তাদেরকে তার নীতির দিকে আহ্বান করলেন। কুরাইশের সবাই আবু তালিবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর পাশে জড়ো হয়; কেবল একজন ব্যতীত—অভিশপ্ত আবু লাহাব।

আবু তালিব দেখলেন লোকজন তাঁর পাশে জড়ো হয়েছে। সব এলাকা থেকেই কমবেশ লোক এখানে সমবেত হয়েছে তখন তিনি তাদের প্রশংসা করলেন। তাদের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করলেন। তাদের মধ্যে নবিজ্ঞির আলাদা মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আবু জাহিল যখন আবু তালিবের পাশে দাঁড়ানো রাস্লুল্লাহকে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করল, তখন হামযা আবু জাহিলকে প্রতিহত করে। হাতের ধনুক দিয়ে তাকে আঘাত করে বলে, "তুমি মুহাম্মাদকে গালমন্দ করছ? অথচ আমি তাঁর দীনের অনুসারী এখানে আছি। যদি পারো, তা হলে তাঁকে বাধা দাও তো দেখি।" এটা ছিল জাহিলি যুগের স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য যে উপস্যিত লৈকি গাঁলিগালাজ করবে, পিতৃপুরুষদের ধর্মের ভুল-ক্রটি ধরবে, অযৌক্তিক বলে ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে, এমন লোকের বিরুদ্ধে জাহিলি লোকেরা এক হয়ে যেত।

আবু তালিবের আশঙ্কা হলো আরবরা বাকি সবাইকে নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন তিনি বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করেন। কবিতায় তিনি মাক্কার পবিত্রতা রক্ষার আকৃতি জানান। তিনি আশা করেন তার জাতির নেতারা তার ডাকে সাড়া দেবে। একইসাথে তিনি রাসূলুল্লাহকে কারও হাতে সোপর্দ না করার ওয়াদা ব্যক্ত করেন। এমনকি এতে যদি তার মৃত্যুও হয় তবু তিনি তার ভাতিজাকে কোনো কিছুর বিনিময়ে অরক্ষিতভাবে ছেড়ে দেবেন না।

তিনি আল্লাহর ঘরসহ সব পবিত্র বস্তুর পবিত্রতা রক্ষার আবেদন জানান। কা'বার দেয়াল ধরে তিনি কসম কাটেন, নবিজিকে কিছুতেই শব্রুদের হাতে অরক্ষিতভাবে ছেড়ে দেবেন না। এতে যদি রক্তের দরিয়াও বয়ে যায়, তবু তিনি পরোয়া করবেন না। কুরাইশরা নিজেরা নিজেরা যদি খুনোখুনি করে, তবু তার কিছু যায় আসে না।

তাঁকে অপমান করার কারণে 'আব্দ মানাফ বংশের নেতাদের নাম ধরে ধরে তিরস্কার করেন। 'উতবা ইবনু রাবি'আর নাম ধরে তিনি বলেন:

আর 'উতবা, সে তো আমাদের কথা শোনে না—
এমনটা সাজে কেবল হিংসুক মিথ্যাবাদী, দুশমন, ঘৃণাপোষণকারী ও
ধূর্তের পক্ষেই।

আবু সুফিয়ানকে নিয়ে তিনি বলেন:

সেদিন আবু সৃফিয়ান আমাকে পাশ কাটাল মুখ ফিরিয়ে
ঠিক যেভাবে বিতর্কে হেরে পালাল—
নজদে, শীতল পানির কাছে। সে ভাবে—
আমি বৃঝি-বা তাদের বিষয়ে নিদ্রায় কাতর।

চাচা আবু তালিবের এই ভূমিকা নবিজির দীন প্রচারে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তদানীন্তন সামাজিক প্রথার মাধ্যমেও রাসূল ﷺ অনেক সাহায্য পান। তাদের নীতি ছিল নিকটাত্মীয়কে সর্বাত্মক রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। এতে তিনি শক্রদের অনেক শক্রতা থেকে রক্ষা পান। স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ ঘটে তাঁর। চিন্তা-ভাবনা করে সাজাতে পারেন কর্ম-পরিকল্পনা। এতেই প্রমাণিত হয়, নবি মুহাম্মাদ ঋ যে সমাজে চলাফেরা করছেন, হাঁটছেন ফিরছেন, সে সমাজের বান্তবতার বুঝ তাঁর কাছে ছিল শতভাগ। আল্লাহর পথের দাস্টিদের জন্য এখানে অনুধাবনের খোরাক রয়েছে—কীভাবে তারা নিজেদের সমাজের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে, দশের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সঙ্গে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে কেমন আচরণ করবেন, কীভাবে পেশ করবেন তাদের দা'ওয়াতের বাণী। যদি তারা সত্যিকারভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন, তবেই তারা সামাজিক রীতিনীতি, কৃষ্টিকালচার, প্রচলিত আইন-কানুনকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে পারবেন।

দা'ওয়াতের বিকৃতি সাধনে মুশরিকদের অপচেষ্টা

নতুন এক ফন্দি আঁটল মাক্কার মুশরিকরা; তারা রাস্লুল্লাহর দা'ওয়াতের বিকৃতি সাধনে উঠেপড়ে লাগে। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল প্রকাশ্যে। এই যুদ্ধের নেতৃত্বে থাকে ওয়ালীদ ইবনু মুগিরা। সে তার গোত্রের প্রবীণ নেতা। হাজ্জের মৌসুমে মাকায় এসে লোকদের সামনে নিয়ে বলল, "হে কুরাইশ জাতি! হাজেরে মৌসুম অত্যাসন্ন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা তোমাদের কাছে আসবে। এসেই শুনবে তোমাদের এই সাথির (মুহাম্মাদ) বিষয়টি। সুতরাং এখনো সময় আছে, তার বিষয়ে তোমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হও। মতপার্থক্য করো না। তা হলে একে অপরকে মিখ্যাবাদী বলে গালিগালাজ করবে; নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করে সর্বশক্তি ব্যয় করবে। সূতরাং সেটা করা যাবে না।"

তারা বলল, "হে 'আবদুশ-শাম্স, তা হলে আপনিই বলে দিন আমরা কী করব। আপনি যা বলবেন আমরা তা-ই মেনে নেব।"

সে বলল, "বরং তোমরা বলো, আমি শুনি।"

তারা বলল, "চলুন, আমরা মুহাম্মাদকে গণক উপাধি দিই।"

সে বলল, "কিন্তু সে তো গণক নয়। আমি অনেক গণককেই দেখেছি। তার মধ্যে গণকদের ঐন্দ্রজালিক কিংবা ভেলকিবাজির কোনো লক্ষণই নেই।"

তারা বলল, "তা হলে তাঁকে পাগল বললে কেমন হয়?"

সে বলল, "আদতে সে তো পাগলও নয়। আমরা পাগল দেখিছি। পাগলামোর আলামত আমাদের জানা আছে। তার শ্বাসরুদ্ধ হয়নি, মাতলামো দেখা দেয়নি কিংবা তার ওপর কিছু ভর করেনি।

তারা বলল, "আমরা তাঁকে কবি বলতে পারি।"

সে বলল, "নাহ, তিনি কবি নন। রজায়, করীদ, মাকবৃদ ও মাবসৃতসহ কবিতার ছন্দের সবগুলো আমাদের নখদর্পণে। তিনি যা বলেন সেটা আদৌ কবিতা নয়।"

তারা বলল, "তা হলে তিনি জাদুকর।"

সে বলল, "হতেই পারে না, তিনি জাদুকরও নন। আমরা বহু জাদুকর দেখেছি এবং তাদের জাদুটোনা সম্পর্কেও আমরা অবহিত। তিনি জাদুকরদের গিটুমারা কিংবা জারিজুরি কিছুই জানেন না।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তারা বলল, "তা হলে আমরা তাকে কী বলব, আপনিই বলে দিন, হে 'আব্দ শামস।"

মুগিরা বলল, "আল্লাহর কসম। তাঁর কথা অনেক সুমিষ্ট। তাঁর ভিত্তি ফলধারী খেজুর গাছের মতো মজবুত। তাঁর শাখা-প্রশাখা সংগৃহীত ফলের মতো এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লোকটা নবিত্ব দাবির আগপর্যন্ত তোমরা তাঁর ব্যাপারে একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারোনি। সবচেয়ে ভালো হয় তোমরা তাঁকে জাদুকর বলো। উপস্থিত লোকেরা সমস্বরে বলে উঠল, সে এমন এক জাদুকর যে পিতা ও পুত্রের মধ্যে দ্বন্দু সৃষ্টি করে। ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা লাগায়, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে কলহ সৃষ্টি করে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয় বিভেদের প্রাচীর।

আল্লাহ তা'আলা ওয়ালীদের এহেন হীন কর্ম প্রকাশ করে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ বলেন,

> "যে ব্যক্তিকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি তাকে (মুগিরাকে) আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি তাকে দান করেছি বিপুল ধন-সম্পদ ও কাছে অবস্থানকারী পুত্রগণ; আর তাকে বেশ সচ্ছলতা দান করেছি। তারপরও সে চায়, তাকে আমি আরও বেশি দিই। কিছুতেই নয়, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের বিরুশ্বাচারী। আমি তাকে (জাহান্লামে) একটি পিচ্ছিল পাহাড়ে আরোহণ করতে বাধ্য করব। সে চিন্তা করল আর সিন্ধান্ত নিল। সে ধ্বংস হোক! কেমন করে সে (এমন) সিন্ধান্ত নিল! তারপর সে তাকাল, অতঃপর দ্রুকুটি করল ও বিকৃত মুখভঞ্জি করল। তারপর পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল ও দম্ভ প্রকাশ করল। তারপর বলল, এ তো প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা জাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এ তো মানুষেরই কথা। আমি তাকে জাহান্নামের [সূরা মুন্দাস্সির, ৭৪:১১-২৬] আগুনে নিক্ষেপ করব।"

এ ঘটনাটি থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, রাসূলুল্লাহর সঙ্গে যে বিরোধ তা নিছক সাধারণ কোনো ব্যাপার ছিল না : এর জন্য কাফির-নেতৃত আটঘাট বেঁধে অনেক ফন্দি-ফিকির, কলা-কৌশল ও পরিকল্পনা করে করে তারা নবিজিকে প্রতিহত করার পথে এগোত। বর্তমান যুগেও ব্যক্তিগত পর্যায়ের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আগে মানুষ এ ভিত্তিগুলো কাজে লাগায়।

যা-হোক, মাক্কার মুশরিকরা রাসূলাহকে প্রতিহত করার এ যুদ্ধের জন্য বেছে নিত হাজ্জের সময়কে ; এ সময় মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসে আল্লাহর Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ঘর যিয়ারাতে। সবাই তখন এক্যবদ্ধ থাকে। কারও সঙ্গে কারও বিরোধ থাকে না।

এমন একটা সময়কেই তারা বেছে নিয়েছে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করার জন্য।

মাকার মুশরিকরা তাদের অপপ্রচারের জন্য মোক্ষম সময় বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাজনক একটি জায়গাও বেছে নিল তারা; আগত হাজিরা খুব সহজেই যাতে সেখানে জমায়েত হতে পারে।

রাসূলুদ্ধাহর বিরুদ্ধে মুশরিকদের আটঘাট বেঁধে নামা দেখেই বোঝা যায়, তাঁর মাহাত্মা, কুরআনের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে প্রভাবিত করার তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেখে তারা কতটা শক্ষিত ছিল। ওয়ালীদ ইবনু মুগিরা বয়সে বড়, প্রথম সারির সর্দার এবং অন্য দশজন নেতার মতো আমিত্ব ও অহংকারীভাব থাকা সত্ত্বেও কুরআন দ্বারা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়। কুরআনের জন্য মনের ভেতর তৈরি হয় সৃক্ষ্ম দুর্বলতা। গ্রহণ না করলেও স্বীকার করে নিয়েছে কুরআনের মাহাত্ম্যের কথা।

নবি মুহাম্মাদ & দা'ওয়াতের গতিপথ রোধ করতে পারেনি তাদের অপপ্রচার।
বরং রাসূল র শক্রদের ষড়যন্ত্রের দুর্গ ভেঙে দিতে সক্ষম হন। তারা মাক্কাবাসীদেরকেও
তাঁর কাছ থেকে ভাগিয়ে নিতে পারেনি। এমনিভাবে এখন হাজিদেরকে বিভ্রান্ত করতে
তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটাও সফল হয়নি। অপপ্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তারা
বাহির থেকে আগত লোকদের কাছে এসে ভিড় জমাল। তাদের মগজ ধোলাই করতে
লাগল। সতর্ক পাহারা বসাল যাতে তারা নবিজির কথা শুনতে যেতে না পারে। তাঁর
দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ না করে।

নবিজি আপন কাজ চালিয়ে গেলেন; মানুষের কাছে আল্লাহর কথা পৌঁছাতে থাকেন। তিনি তাঁর দা ওয়াতে প্রভৃত সাড়া পান। কথা শোনার আগেই লোকেরা রাসূলুল্লাহর ব্যক্তিত্ব, গান্ধীর্য ও অনন্য চারিত্রিক গুণে এককথায় মুগ্ধ হয়ে যায়। আর যখন মুহাম্মাদ শ্ব কথা বললেন, তখন তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে কথা শোনে। তারা খুবই মুগ্ধ তাঁর কথায়। তাদের সত্যসন্ধানী বিবেকের বদ্ধ দুয়ারে কড়া নাড়ে নবিজির মুখনিঃসৃত অমিয় বাণী। নির্মলতা ও ভালোবাসার অপূর্ব মিশেল তাঁর কথার পরতে পরতে। অবশ্যই উম্মাহর হিদায়াতের জন্যই নিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদিত তাঁর এই বাণী। তিনি আল্লাহর নির্দেশিত পথেই মানুষকে আহ্বান করেন। মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কুরআনের বাণীর প্রবল প্রভাবের সাথে তাঁর শক্তিশালী দিক হলো: তাঁর বাণ্মিতাপূর্ণ কথামালা এবং উত্তম চরিত্র। নবিজিকে প্রতিহত করতে যে এক দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে তুলেছিল কাফিররা তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন তিনি। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ, দিমাদ আল-আ্যদি, 'আম্র ইবনু তুফাইল আদ-দাওসি, আবু যার ও 'আম্র ইবনু 'আবাসা প্রমুখের বেলায় রাসূলুল্লাহর অবস্থান।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিমাদ আল-আযদির ইসলাম গ্রহণ

হাজ্জের মৌসুমে হাজ্জ পালনের জনা অন্য অনেকের মতো দিমাদ আল-আযদিও মাক্কায় আসেন। এসেই রাস্লুল্লাহর বিরুদ্ধে মুশরিকদের অপপ্রচারের খপ্পরে পড়েন। শুনে বেশ কৌতৃহলী হয়ে ওঠে তার মন। তিনি মনে মনে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, যে করেই হোক তাকে এই পাগলটির (१) সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে। দিমাদ তার গোত্রের আযদের লোকদের পাগলামির চিকিৎসা করতেন। যখন শুনলেন মাক্কার গর্দভেরা বলাবলি করছে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ একজন পাগল। তখন তিনি বলে ওঠেন, যদি আমি এই লোকটাকে (রাস্লুল্লাহর) পাই, আল্লাহ চাইলে, তিনি আমার হাতে আরোগা লাভ করবেন।

সুযোগ পেয়ে দিমাদ নবিজির সঙ্গে দেখা করেন। নবিজিকে তিনি বলেন, "হে মুহাম্মাদ! আমি তো পাগলামি ও জীনগ্রস্তের চিকিৎসা দিয়ে থাকি। আল্লাহর ইচ্ছায়, তাঁর কৃপায় আমার চিকিৎসায় অনেক রোগীই ভালো হয়ে গেছে। আপনারও কি চিকিৎসা করা লাগবে?

মুহাম্মাদ হা তথন বলতে শুরু করলেন, "সব গুণগান কেবল আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। সাহায্য চাই তাঁরই নিকট। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, কেউই তাকে পথন্তপ্ত করতে পারে না। আর যে পথন্তপ্ত হয়, কেউই তাকে আলোর দিশা দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। এরপর কথা হলো..."

রাস্লুল্লাহর এমন অসাধারণ কথা শুনে তো দিমাদ মুগ্ধ। তিনি রাস্লুল্লাহকে শুধালেন, "আপনি আপনার ওই কথাগুলো আমার সামনে আবার বলুন না!" নবি মুহাম্মাদ ঋ কথাগুলো পুনরায় বললেন। তখন দিমাদ বলে বসলেন, "আমি বহু গণকের কথা শুনেছি, জাদুকরদের কথাও আমার জানা আছে, কবিদের কবিতাও শুনেছি বহু। কিন্তু আপনার কথা শুনে তো আমি যেন সাগরের তলদেশে গিয়ে পড়লাম।" তারপর দিমাদ নবিজিকে বললেন, "আপনার হাতটি বাড়ান। ইসলামের ওপর আমি আপনার হাতে হাত রেখে বাই'আত গ্রহণ করব।" এরপর তিনি রাস্লুল্লাহর নিকট বাই'আত গ্রহণ করলেন। রাস্লু ঋ তাকে বললেন, "তোমার জাতির হয়েও?"

সে বলল, "আমার জাতির হয়েও আমি বাই'আত নিলাম।"

পরবর্তীকালে মাদীনায় যখন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো, রাসূল 🐲 বিভিন্ন স্থানে সাহাবিদের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র সেনা অভিযান পাঠাতেন; একে বলা হতো সারিয়্যা। Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এমনই একটি সারিয়া। দিমাদের জাতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দলনেতা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, আচ্ছা, তোমরা তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে নাওনি তো আবার? সৈন্যদের একজন বলল, আমি তাদের থেকে একটি পবিত্র হওয়ার পাত্র লাভ করেছি। দলনেতা বললেন, যাও, এটা ফেরত দিয়ে আসো। আরে এরা তো দিমাদের জাতি।

শিক্ষা ও উপকারিতা

- কুরাইশদের অপপ্রচার, নবিজির ব্যক্তিসন্তার ওপর নির্লজ্জ মিথ্যাচার এবং তাঁকে পাগল বলে অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো দিমাদকে নবিজির কাছাকাছি হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। রাসূল্লাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত মাক্কার অপপ্রচার নামক যুদ্ধই তাকে ও তার জাতিকে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।
- কাফির-মুশরিকদের অপপ্রচারের মাধ্যমে সবার কাছে রাসূলুল্লাহর দুটি
 গুণ: ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রতিভাত করে তোলে। রাসূলুল্লাহর কাছে
 এসে দিমাদ তাঁকে তার পাগলামির চিকিৎসা করার আশা ব্যক্ত করলেন।
 একজন সুস্থ মানুষের কাছে গিয়ে যদি বলা হয়, আমি আপনার পাগলামির
 চিকিৎসা করতে চাই, তবে তাঁর রেগে যাওয়াটা অস্বাভাবিক না, স্বাভাবিক।
 কিন্তু রাসূল ≰ কী করলেন? তিনি বিষয়টি নিলেন খুবই স্বাভাবিকভাবে,
 প্রশান্তিচিন্তে। নবিজির এমন নির্লিপ্ততা দিমাদকে যারপরনাই অবাক করল।
 তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, বৃদ্ধি পেল ভালোবাসা।
- দিমাদের সামনে নবিজির দেওয়া খুতবার প্রারম্ভটার গুরুত্ব অনুধাবন। তিনি
 শুরুই করেন আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তাঁর গুণগান গেয়ে। সকল
 'ইবাদাতপ্রাপ্তির অধিকারী কেবল আল্লাহ—এমন ঘোষণা দেন দৃপ্ত কণ্ঠে।
 রাসূল
 কাঁর প্রায় সকল ভাষণ, সকল উপদেশের শুরুটা এভাবেই করেন।
- রাস্লুল্লাহর ভাষার বিশুদ্ধতা ও বর্ণনার চমৎকারিত্বে খুবই বিমোহিত হন দিমাদ ্র । কারণ, তাঁর কথাগুলো উৎসারিত এমন এক হৃদয় থেকে, যা ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। ফলে তাঁর কথাগুলো দিমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। শুধু দিমাদের হৃদয় কেন বলি। সত্যসন্ধানী সবার হৃদয়কেই ছুঁয়ে যায়। নিয়ে আসে ঈমানের পথে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft দিমাদের এত ক্রুত ইসলাম প্রহণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ফিতরাতের দীন, স্বভাবজাত ধর্ম; মানুষের অন্তকরণ ভেতর ও বাইরের নিষ্পেষণ থেকে, চাপ থেকে যত মুক্ত থাকবে, অন্তর ততই ভালো কথা দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং সে ডাকে সাড়া দিতে দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে না তাকে।

- ইসলামের দা'ওয়াত প্রসারে রাস্লুয়াহর প্রচণ্ড আগ্রহ; তিনি যখনই দেখলেন যে, দিমাদের মধ্যে ঈমানের সততা, ইসলাম গ্রহণের সংসাহস এবং তাতেই সল্পষ্ট থাকার প্রচণ্ড মানসিক শক্তি, তখনই রাস্ল ৠ দিমাদের কাছে তার জাতির হয়ে বাই'আত গ্রহণের কথাও পাড়লেন।
- মর্যাদাবান ও অগ্রগামীদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ। যেমনটি করেছেন সারিয়্যা দলের নেতা এই কথা বলে, যাও, এটা ফেরত দিয়ে আসো। আরে এরা তো দিমাদের জাতি।
- রাসূল
 দিমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় কিছু উত্তম আদর্শিক দীক্ষামূলক আচরণ করেন। যেমন: ধীরেসুস্থে কথা পাড়া, কথা বলার অনন্য শৈলী, সম্বোধিত ব্যক্তির দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলা। এসময় রাসূলুয়াহর ব্যক্তিত্বের অনুপম কিছু দিক ফুটে ওঠে। যেমন: শিক্ষকসুলভ আচরণ, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ভালো কাজ বেশি বেশি করার উৎসাহ প্রদান।

'আম্র ইবনু 'আবাসার ইসলাম গ্রহণ

'আম্র ইবনু 'আবাসা আস-সুলামি বলেন, আমি জাহিলি যুগে দেখতাম, মানুষ প্রান্তের পেছনে ছুটছে। তারা আসলে কিছুই মানছে না; পূজা করত মূর্তির। এমন সময় আমি মাক্কার এক ব্যক্তির কথা শুনি। তিনি নাকি বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে আহ্বান করেন। তখন আমি আমার উটের পিঠে চেপে তাঁর কাছে আসি। নবি মুহাম্মাদ 🕸 তখন তাঁর জাতির কাছ থেকে লুকিয়ে পুকিয়ে থাকছেন। এরপর আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "আপনি কে?" রাসূলুল্লাহ উত্তর করলেন, "আমি একজন নবি।" জানতে চাইলাম, "নবি মানে কী?" তিনি বললেন, "আল্লাহ যাকে বিধান দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান।" আমি বললাম, "কী বিধান দিয়ে তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন?" রাসূলুল্লাহ জানালেন, "আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে, আর মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলতে। আল্লাহর এককত্ব ও তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করার বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে।" আমি বললাম, "এ কাজে আপনার সহযোগী কে কে আছেন?"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রাসূল ঋ বললেন, "স্বাধীন ও দাস।" 'আম্র ইবনু 'আবাসা বলেন, "সেদিন সেখানে আবু বাক্র, বিলাল ও ঈমান এনেছেন এমন অনেকেই ছিলেন। তা দেখে আমি বলে উঠলাম, 'আমি আপনার অনুসারী হব'।"

রাসুল 🛳 বললেন, "আজকের এই অবস্থায় তুমি তা পারবে না। দেখছ না, আমার ও লোকগুলোর কী অবস্থা। তুমি বরং আজ তোমার পরিবারের কাছে ফেরত যাও। যখন শুনবে, আমি আর আত্মগোপন করে নেই, তখন তুমি আমার কাছে আসবে।"

ইবনু 'আবাসা বলেন, আমি চলে এলাম আমার পরিবারের কাছে। এরপর একসময় রাসূল 🔹 হিজরাত করে মাদীনায় আগমন করেন। আমি তখন আমার পরিবারে। আমি খোঁজ নেওয়া শুরু করলাম; লোকদের কাছে রাসূল 🕸 কখন মাদীনায় এসে পৌঁছান তার খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। একটা সময় মাদীনাবাসী একদল লোক আমার কাছে এলে তাদেরকে প্রশ্ন করি, এই যে মাদীনায় যিনি এলেন, তিনি কী করছেন? তারা জানাল, মানুষেরা দলে দলে তাঁর নিকট ছুটে যাচ্ছে। মাক্কায় তাঁর নিজ জাতির লোকেরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা পারেনি। এরপর আমি মাদীনায় এলাম। তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?" রাসূল 🕸 বললেন, "হ্যাঁ, তুমি আমার সঙ্গে মাকায় দেখা করেছিলে না?"

ইমরানের পিতা হাসীনের ইসলাম গ্রহণ

একবার হাসীনের কাছে কুরাইশ নেতারা এসে হাজির—কুরাইশরা হাসীনকে সম্মানের চোখে দেখত। এসে বলল, আপনি আমাদের হয়ে এই লোকটির (মুহাম্মাদ 🕸) সঙ্গে কথা বলুন। দেখছেন না তিনি কীভাবে আমাদের উপাস্যদের গালিগালাজ করে? তাকে সঙ্গে করে কুরাইশরা নবিজির কাছে এল। তারা তাঁর দরজার খুব কাছাকাছি গিয়ে বসল।

রাসূল 🕸 তখন বললেন, "তোমরা এই বয়স্ক লোকটির জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দাও।" ইমারান ও তার সঙ্গীসাথিরা নড়েচড়ে জায়গা প্রশস্ত করে বসল। এবার হাসীন নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, "আমরা আপনার কাছে এ কেমন কথা শুনছি! আপনি নাকি আমাদের উপাস্যদের গাল পাড়েন, তাদের নামে ব্যঙ্গ করেন। অথচ আপনার বাবা তো এমন ছিলেন না। তিনি তো জেনে শুনেই বাপ-দাদার ধর্মে অটল ছিলেন এবং ভালোই ছিলেন।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রাস্ল ঋ বললেন, "হে হাসীন, আপনার বাবা এবং আমার বাবা উভয়েই জাহান্নামি। আপনি কতজন উপাস্যের উপাসনা করেন?" তিনি বললেন, "জমিনের সাতজন আর আকাশের একজন।"

রাসূল 🕸 বললেন, "যখন আপনি কোনো বিপদ পড়েন, তখন কাকে ডাকেন?" তিনি বলেন, "যিনি আকাশে আছেন তাঁকে।"

রাসূল 🔹 বললেন, "যখন ধন-সম্পদের বিনাশ ঘটে, তখন কাকে ডাকেন?" তিনি জানালেন, "যিনি আকাশে আছেন তাঁকে।"

রাসূল ঋ তাকে বললেন, "আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি পাবেন।" হাসীন বলল, "আমার একটা জাতি আছে, আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের আমি কী বলব?" নবিজি বললেন, "বলুন, হে আল্লাহ, আমি আপনার হিদায়াত কামনা করছি, যেন আমি আমার কাজে দিশা পাই। আমার এমন জ্ঞান বাড়িয়ে দিন, যা আমার উপকারে আসবে।" রাসূলুল্লাহর কথা অনুযায়ী হাসীন এই বাক্যগুলো বলে উঠে দাঁড়ানোর আগেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। এ দৃশ্য দেখে তার ছেলে ইমরান উঠে এসে বাবার কপালে, দুহাতে ও দুপায়ে চুমু খেল। নবিজি দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "আমি ইমরানের কাজ দেখে কাঁদছি, তার বাবা ইসলাম গ্রহণ করেছে, অথচ সে এখনো কাফির। তার বাবা যখন কাফির অবস্থায় এখানে এল, সে উঠে দাঁড়ায়নি। এমনকি ফিরে পর্যন্ত তাকায়নি। যেই-না বাবা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সে তার অধিকার আদায় করল। এটাই আমার মনে দাগ কেটেছে।" হাসীন এবার যেতে চাইলে রাসূল ঋ তাঁর সাহাবিদেরকে বললেন, "তোমরা দাঁড়াও, তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসো।" হাসীন যখন দরজার ফটক দিয়ে বের হচ্ছিলেন তখন কাফিররা দেখে বলে উঠল, "সে আমাদের দল থেকে বেরিয়ে গেছে, তোমরা তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে।"

যে বিষয়টি ইমরানের পিতা হাসীনকে এতটা দ্রুততার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ অনুপ্রাণিত করল তা হলো—তার স্বভাবের বিশুদ্ধতা ও হৃদয়ের গভীরে ইসলামের গ্রহণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। অন্যদিকে ছিল নবিজির শক্তিশালী যুক্তি ও বিশুদ্ধ ভাষার উপস্থাপনা।

আমরা খেয়াল করেছি যে, রাসূলুল্লাহ হাসীনকে দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যাতে করে তাওহীদের অর্থ ও তার বাস্তবায়ন গেঁথে যায় তার মনে এবং এতদিন ধরে যে আকীদা-বিশ্বাস তিনি লালন করতেন, তার মূলোৎপাটন করা যায়। Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু যারের ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও আবু যার 🕒 জাহিলি যুগের রীতিনীতি পছন্দ করতেন না। প্রতিমা-পূজা করতে অস্বীকৃতি জানাতেন তিনি। যে বা যারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করত তিনি তাদেরকে প্রচণ্ড রকম অপছন্দ করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার আগেও টানা তিন বছর তিনি আল্লাহরই 'ইবাদাত করতেন। তবে কিবলা নির্ধারণের বিষয়টি করতেন না। জানা যায় তিনি হানীফ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যখন নবিজির নুবৃওয়াত লাভের খবরটি আবু যার শুনলেন তখন একদিন তিনি মাকায় এলেন। কিন্তু কাউকে রাসূল 🕸 সম্পর্কে জিজ্ঞাস করাটা সমীচীন মনে করলেন না। এভাবে করতে করতে রাত হলো। তিনি (কা'বার চত্বরে) কাত হলেন। 'আলি 🧠 তাকে দেখেই বুঝে ফেলেন তিনি বাইরের কেউ। তিনি তাকে আপ্যায়ন করতে চাইলেন। আবু যার তারপরও তার কাছে কিছুই চাইলেন না। পরদিন সকালে তিনি মাসজিদুল-হারামে গেলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত অতিবাহিত করলেন সেখানে। আজও 'আলি 🛎 তাকে দেখলেন। তিনি দ্বিতীয় রাতের জন্য তাকে মেহমানদারি করাতে চাইলেন। একই ঘটনা ঘটল তৃতীয় রাতেও। এবার 'আলি 🦛 তাকে তার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। আবু যার যখন 'আলির ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হলেন কেবল তখনই তিনি তার আগমনের কথা জানালেন। বললেন, "আমি মুহাম্মাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।" 'আলি তাকে বললেন, "হ্যাঁ, তিনি সত্য এবং তিনিই আল্লাহর রাসূল। বিষয়টি তুমি যদি বুঝে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করতে পারো। তোমার বিপদের কারণ হতে পারে এমন কোনো বিষয় যদি আমি দেখি তবে আমি দাঁড়িয়ে যাব। কেমন যেন আমি পানি ঢালছি। আবার যখন আমি চলা শুরু করব তখন তুমি আবার আমার অনুসরণ করবে।" এভাবে আবু যার 'আলি 🚜 অনুসরণ করে করে নবিজির সঙ্গে দেখা করলেন। নবিজির কথা শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূল 🕸 তাকে বললেন, "তুমি তোমার জাতির কাছে ফিরে যাও, গিয়ে তাদেরকে তোমার ইসলাম গ্রহণের খবর দাও। এবং আমার আদেশ তোমার কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

আবু যার ্র বললেন, "ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। এর ঘোষণা আমি তাদের মধ্যে চিৎকার করে দেবা।" রাসূলুল্লাহর কাছে থেকে তিনি বের হয়ে মাসজিদে এলেন। উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করলেন, "আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আলা মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 🕸 আল্লাহর রাসূল।" শুনে তো লোকজন তেড়ে এসে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft দেখে 'আব্বাস ইবন্ 'আবদুল-মৃত্তালিব ছুটে আসেন। উপস্থিত লোকদেরকে গিফার গোত্রের প্রতিশোধ ও ব্যবসার পথ অবরোধ করে দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করলেন। বললেন, "তোমাদেরকে শামের পথে বাণিজ্যিক কাফেলা যেতে হলে গিফার গোত্রের পাশ দিয়েই যেতে হবে।" তখন তারা আবু যারের হয়ে তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

মাক্কায় আসার আগে আবু যার ্র তার এক ভাইকে রাস্লুল্লাহর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য মাক্কায় পাঠিয়েছিলেন। রাস্লুল্লাহর কথাবার্তা শুনে নিয়ে ভাই আবু যারের কাছে ফিরে এসে বলেন, আমি দেখেছি তিনি উন্নত চরিত্র অর্জনের উপায় বাতলাচ্ছেন। তিনি এমন কথা বলছেন যা কোনোভাবেই কবিতা হতে পারে না। শুনে তো আবু যার ্র বলে উঠলেন, আমি যেমনটি চেয়েছিলাম তুমি ঠিক তেমনটিই দেখেছ। এরপর আবু যার ্র নিজেই রাস্লুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য মনস্থির করলেন। তখন তার ভাই তাকে বললেন, "তুমি মাক্কাবাসীদের কাছ থেকে সাবধান থেকো। কারণ, তারা নবিজির প্রতি খুবই ক্ষিপ্ত এবং তাঁকে ঘূণা করে।"

শিক্ষা ও উপকারিতা

- আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নবিজির নাম ছড়িয়ে পড়ল। তবে মজার ব্যাপার হলো, তাঁর নাম ও কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে কুরাইশের মুশরিকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে; তারা মানুষকে নবিজির ব্যাপারে সতর্ক হতে বলত। তাঁর নামে নানান অপপ্রচার চালাত। মুশরিকদের এরকমই একটি অপপ্রচার গিফার গোত্রে গিয়ে পোঁছে।
- আবু যার আর সবার থেকে নিজস্ব মতামতে স্বকীয়তা অর্জন করেন।
 তিনি কারও প্রোপাগান্ডায় সহজেই প্ররোচিত হতেন না। কারও প্রচারে
 উত্তেজিতও হতেন না। রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সব অপপ্রচার তাঁর
 কানে আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি ভাইকে রাসূলুল্লাহর খবরাখবর
 নেওয়ার জন্য মাক্কায় পাঠান। কারও কথা দ্বারা প্ররোচিত হননি তিনি। খোঁজ
 নিয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন বিষয়টি।
- আবু যার কেবল তাঁর ভাই আনীসের কথার ওপরই সম্ভন্ত থাকতে পারলেন না। বরং তিনি চাইলেন তিনি নিজে গিয়ে সরেজমিনে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। তার এই খোঁজা সাধারণ এমন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে নয়, য়িনি কিনা মানুষকে শুধু ভালো কাজের আদেশ করেন, বরং তার অনুসন্ধান ছিল এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে য়িনি একজন নবিও। এজন্য তাকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft পোহাতে হয়েছে অনেক কষ্ট, ভোগ করতে হয়েছে অনেক ক্লেশ। মুখোমুখি হতে হয়েছে জীবনের রুঢ়তার। সত্য পথে যাওয়ার জন্য ছাড়তে হয়েছে পরিবার, ত্যাগ করতে হয়েছে দেশ। আবু যার ্ল্ল পরিবার-পরিজন ছেড়ে একটিমাত্র ঝুলি সম্বল করে মাকায় এসে ওঠেন। তার আসার উদ্দেশ্য একটাই—রাস্লুল্লাহর নুবৃওয়াতের বিষয়টি ভালোভাবে জানা।

জ্ঞানার্জনে ধীরতা অবলম্বন করার কারণ, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যারাই রাসূলুল্লাহর সঙ্গে কথা বলতেন, তাদেরকেই কুরাইশদের ক্রোধের মুখে পড়তে হয়েছে। এই ধীরতা অবলম্বন করা নিরাপত্তার জন্য সহায়ক। তাই আবু যার ্র কাউকে রাসূলুল্লাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি। পাছে যদি কুরাইশরা জেনে যায়। আর যদি কুরাইশরা একবার জেনেই যায় তবে তো কষ্টের শেষ থাকবে না। ফলে যে উদ্দেশ্যে তার এতদূর আসা তা মাঠে মারা যাবে। তার জাতিকে ছেড়ে আসা, পথে পথে এত কষ্ট স্বীকার করা সবই বিফলে যাবে।

ত 'আলি এ যখন আবু যারকে তার অবস্থা ও মাঞ্চায় আগমনের হেতু জানতে
চাইলেন তখন আবু যার কিন্তু তাকে চট করে কিছুই জানাননি। 'আলি এ
তাকে পরপর তিন দিন আপ্যায়ন করলেন। আবু যার এ তাকে গভীরভাবে
পর্যবেক্ষণ করেন। 'আলিকে মাঞ্চায় তার আগমনের উদ্দেশ্য জানানোর
আগে তিনি শর্ত আরোপ করেন। শর্তটি ছিল, বিষয়টি তিনি আর কারও
কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। একই সঙ্গে তাকে পথ দেখিয়েও নিয়ে
যেতে হবে। এটা ছিল চরম সতর্কতা অলম্বন। তিনি যা চাইলেন এবং
যেভাবে চাইলেন তা পূর্ণ হলো।

'আলি ও আবু যার ্র উভয়েই এ বিষয়ে একমত হলেন যে, তারা ইশারায় ইশারায় কিংবা নির্দিষ্ট পদক্ষেপ ফেলে ফেলে চলবেন। কেমন যেন নিজের জুতা ঠিক করছেন। কিংবা কেমন যেন পানি ঢালছেন। এ রকম তখনই করতেন যখন 'আলি হ্র দেখতেন তাদেরকে কেউ অনুসরণ করছে, বা তাদের জন্য কেউ পথে ওতপেতে বসে আছে। এটা হলো নিরাপত্তার একটা কৌশল। যাতে করে কেউ না বুঝে যে, তাদের লক্ষ্য দারুল-'আরকামের দিকে। নিরাপত্তার জন্য এটা একটা দিক। অন্য একটা দিকওছিল। আবু যার হু 'আলি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে রেখে হাঁটেন। এ

a

- অবস্থনিটি প্রত্যৈক আগান্তক বা বহিরাগতের জন্য সতর্ক পদক্ষিপ হিসেবেই বিবেচিত হতো। তবে তারা যেতে যেতে কথা বলতেন।
- পথে চলতে গিয়ে যে নিরাপত্তার ইশারা তারা অবলম্বন করেছেন তা একথাই প্রমাণ করে যে, সাহাবিরা নিরাপত্তার যথেষ্ট সজাগ ছিলেন।
- সত্য অনুসন্ধানে আবু যারের সততা, বুদ্ধির বিচক্ষণতা ও বোঝার অসাধারণত্ব: তার নিকট ইসলাম উপস্থাপিত হওয়ার পরই কেবল তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
- সাহাবিদের নিরাপত্তা বিধানে রাস্লুল্লাহর অসামান্য গুরুত্ব প্রদান। তিনি আবু যারকে তার জাতির কাছে ফিরে যেতে বলেন। ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি, আল্লাহ যতদিন না চান, গোপন রাখতে বলেন।
- সত্যের বিষয়ে আবু যারের সাহসিকতা ও বীরত্ব: আবু যার
 ইসলাম
 গ্রহণ করার পরপরই কুরাইশদের ডেরায়, তাদের আন্তানার কাছে গিয়ে
 তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি রাষ্ট্র করে দেন। বলা চলে তাদেরকে তিনি
 একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। কেমন য়েন গোপন করে রাখার রাস্লুল্লাহর
 আদেশটিকে তিনি আক্ষরিক অর্থে নেননি। বরং তিনি বুঝেছিলেন, রাস্ল
 তাঁর প্রতি সহানুভৃতিশীল হয়ে এ আদেশটি দেন।
- আবু যারের এই সাহসী পদক্ষেপটি ছিল দা'ওয়াতি কাজের জন্য উপকারী।
 কুরাইশরা নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে আগুন লাগিয়েছে তিনি তার এ
 ঘোষণার মাধ্যমে তাদের ঘৃণ্য এ যুদ্ধকে প্রতিহত করার প্রয়াস পেয়েছেন।
 আক্ষরিক অর্থেই তিনি মাক্কার কাফিরদের অন্তরে চরম একটা আঘাত
 হানতে সক্ষম হন। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল তার সাহস ও বীরত্বের
 কারণে। কাফিররা তাঁর শরীর রক্তাক্ত করার পরও তিনি নিবৃত্ত হননি। তিনি
 পরদিন আবারও আসেন শাহাদাতের আওয়াজ উচ্চকিত করার জন্য।
- আবু যারকে যখন কুরাইশরা নির্যাতন করছিল তখন 'আব্বাস এগিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করাটা প্রমাণ করে, মুসলিমসের সঙ্গে তার একটা হাদ্যতা ছিল। এমনিভাবে তিনি যে ভাষাতে শত্রুদের সতর্ক করছিলেন তা প্রমাণ করে, মাকার কাফিরদের মনে আব্বাসের অভিজ্ঞতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। অচিরেই তারা গিফার গোত্রের পাশ দিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে যাওয়ার সময় য়ে বিপদে পড়বে সে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করেন তিনি।

- নিরাপন্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহ নির ভিরুত্বকে জামলে নিয়েছিলেন তিনি।
 নিরাপন্তার এই ধারাবাহিকতা নবি মুহাম্মাদ ৠ মান্ধাতে গ্রহণ করেন।
 নবিজির সঙ্গে সম্পর্ক, তাঁর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁকে দেখার উদ্গ্রীব
 বাসনা থাকা সত্ত্বেও তিনি রাস্লুল্লাহর আদেশকে শিরোধার্য জ্ঞান করে
 তা পালনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মান্ধা ছেড়ে যাওয়ার আদেশ পালন
 করেন। তিনি নিজ জাতির কাছে চলে যান। গুরুত্ব দেন জাতির সংস্কার ও
 হিদায়াতের পথ দেখানোর কাজে। তাদেরকে আহ্বান করেন ইসলামের
 পথে। তিনি তার এ মহান কাজ শুরু করেন ভাইকে ইসলামের দিকে
 আহ্বান করে। তারপর মাকে, এরপর জাতিকে।
 - নিজ জাতির ওপর আবু যারের দা ওয়াতের প্রভাব: আবু যার ৄ তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানান। ইসলাম প্রহণে উৎসাহ প্রদান করেন। আবু যারের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য। এত কিছুর পরও কিন্তু আবু যার ৄ নেতৃত্বের উপযোগী ছিলেন না। ইমাম মুসলিম তার সাহীহ মুসলিমে আবু যার ৄ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কি আমাকে দিয়ে কোনো দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন না?" আবু যার বলেন, রাসূল ৄ তাঁর দুহাত দিয়ে আমার কাঁধে আলতো চাপড় মারলেন এবং বললেন, "হে আবু যার! তুমি তো দুর্বল একজন লোক। আর এটা একটা বড় আমানাত; মহান দায়িত্ব। আর যে এ আমানাত ঠিকভাবে পালন করতে পারবে না, কিয়ামাতের দিন তার জন্য সেটা লাঞ্চনা ও অপমানের কারণ হবে। তবে যারা এটাকে যথাযথভাবে আদায় করবে এবং যাদের কাছে পৌছানোর কথা তাদের কাছে পৌছাবে, তারা ছাড়া।"
- প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা আলাদা যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্র রয়েছে; আলাহ

 তা'আলা তাকে সেখানেই কাজে লাগান। প্রত্যেক মানুষেরই কাজ করার

 নির্ধারিত জায়গা আছে। সে সেখানে তার দায়িত্ব পালন করবে। এর মানে

 এই নয় যে, দা'ওয়াতের কাজে সফলতা ও মানুষকে দীনের কথা বোঝাতে

 সক্ষম বলে সে সর্বক্ষেত্রে সর্বকাজের উপযোগী হবে।
- গিফার গোত্রের সর্দার আইমা ইবনু রাখাসার পূর্বে আবু যার এইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি নেতৃত্বের ভার ন্যন্ত করেন রাখাসার ওপর। বিষয়টি প্রমাণ করে যে, প্রশাসনিক দক্ষতা একটি ভিন্ন জিনিস। তিনি সব

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft দায়িত্ব একা নিজের কাঁধে তুলে নেননি। বরং যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে তিনি দায়িত্বভার হস্তান্তর করেছেন।

- দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আবু যারের প্রভৃত সফলতা অর্জন। তার দা'ওয়াতে গিফার গোত্রের প্রায়় অর্ধেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। আর বাকি অর্ধেক ইসলাম গ্রহণ করে হিজরাতের পর।
- দা'ওয়াতের শুরুতে আল্লাহর বাণী ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের do যত প্রোপাগান্ডা, কূটচাল, ষড়যন্ত্র সবকিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ, কুফরির পথে তাদের চিৎকারের চেয়ে দীনের পথে নবিজির সাহসী আওয়াজ অনেক বেশি উচ্চকিত। তাদের ষড়যন্ত্রের কৃটচালের চেয়ে মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নবিজির আহ্বানের উপায়-উপকরণ অনেক অনেক বেশি প্রভাবপূর্ণ ও বিশুদ্ধ। রাসূল 🕸 তাঁর উন্নত আদর্শ ও মহান বিশ্বাসের ওপর থাকা, তাঁর শত্রুদের ধারণার বাইরে অনেক বেশি মজবুত। রাসূল 🕸 তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে ঘরে বসেছিলেন না। কিংবা কাফিরদের কথার ও হামলার ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন না। বরং তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহস করে আরবদের লোকালয়ে, তাদের জনপদগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন। দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতেন আল্লাহর বাণী। তিনি মাসজিদুল-হারামে সুললিত কণ্ঠে, উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এখনো যাদের মধ্যে জীবনের ছোঁয়া আছে, স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধ আছে সে যেন রাসূলুল্লাহর উচ্চকিত আওয়াজের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পারে। এতে হিদায়াতের আলো প্রবেশ করে কড়া নাড়বে তার বিবেকের দুয়ারে, বিষণ্ণতায় মুষড়ে পড়া অন্তরকে আলোকচ্ছটায় ভরে দেবে। এভাবে ইসলাম গ্রহণ উল্লেখযোগ্য এমন কয়েকজন, দিমাদ আল-আযদি, 'আম্র ইবনু 'আবাসা, আবু যার আল-গিফারি, তুফাইল ইবনু 'আম্র আদ-দাওসি, ইমরানের পিতা হাসীন প্রমুখ। বিষয়টি এ কথার অকাট্য দলিল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করেছিল তা সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। নিজের হীন কাজে তারা শতভাগ ব্যর্থ। আমাদের, মুসলিমদের, উচিত এই ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব ও কল্যাণ অর্জন করব।

দা'ওয়াতের বালী মানুষের কাছে পৌছাতে গিয়ে রাস্লুলাহকো যে যে কষ্ট যে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে

নুবৃওয়াত লাভের পর রাস্ল # যেদিন থেকে তাঁর নবি হওয়ার কথা সবার মধ্যে ঘোষণা দিলেন এবং যেদিন থেকে রিসালাতের বাণী নিয়ে মাকার দ্বারে দ্বারে গেলেন মূলত সেদিন থেকে একটা মৃহুর্তের জন্যও মাকার লোকেরা নবিজিকে কষ্ট না দিয়ে ছাড়েনি। তাঁর এই কষ্টের সময় আল্লাহ কুরআনে বহু আয়াত নাযিল করে তাঁকে সবর করার কথা বলেন। তিনি যাতে সুন্দরভাবে থৈর্য ও সহনশীলতার সাথে দা ওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেন। মুয়ড়ে পড়তে, দুশ্চিন্তা করতে তাঁকে না করেন। এসব আয়াতগুলোতে পূর্বের যুগে আগত নবি-রাসুলদের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার এমন কিছু চিত্র আল্লাহ তুলে ধরেছেন যার সাথে এই অবস্থার একটা সাযুজ্য রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণ করতে ও সহনশীল হতে নির্দেশ দেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

"আর তারা যা বলে তাতে ধৈষধারণ করো এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে বর্জন করো।" [সূরা মুখ্যাম্মিল, ৭০:১০]

আল্লাহ বলেন:

"অতএব, তোমার রবের নিদেশের জনা ধৈর্য ধরো এবং তাদের কোনো পাপী কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগতা করো না।" [স্রা ইনসান, ৭৬:২৪]

আল্লাহ বলেন:

"আর তাদের জনা দৃঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্তে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না।"
[স্রা আন-নাম্ল, ২৭:৭০]

আল্লাহ বলেন:

"তোমার পূর্বতী রাসূলদেরকে যা বলা হয়েছিল তোমাকেও তাই বলা হচ্ছে। নিশ্চয়ই তোমার রব (মু'মিনদের জনা) ক্ষমাশীল ও (কাফিরদের জনা) যন্ত্রণাদায়ক শান্তিদাতা।" [সূরা ফুস্সিলাত, ৪১:৪০]

রাসূল 🔹 দা'ওয়াতের পথে পথে কী কষ্টটাই না করেছেন তার কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

আবু জাহ্ল বলে, আচ্ছা, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে তাঁর চেহারা মাটির সঙ্গে লাগিয়ে সিজদা করবে? একজন বলে উঠল, হ্যাঁ। শুনে সে বলল, লাত ও উথ্যার দোহাই। যদি আমি তাঁকে এমনটি করতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তাঁর ঘাড় চেপে ধরব। অথবা তাঁর চেহারা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। সে বলে, এরপর সে রাস্লুলাইর কাছে যায়। তথন রাস্লুভ সালাত আদায় করছিলেন। যেই-না আবু জাহ্ল রাস্লুলাহর ঘাড় চেপে ধরার মনস্থ করেছে, অমনি সে তড়াক করে লাফিয়ে সরে এসে পেছনের দিকে দৌড় দিল। দুহাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করতে থাকে। তাকে বলা হলো, কী ব্যাপার, তোমার কী হলো? আবু জাহ্ল বলল, আমি দেখলাম তাঁর ও আমার মধ্যে আগুনের একটা গর্ত: ভয়ংকর লেলিহান শিখাবিশিষ্ট। রাস্ল ঋ বলেন, "সে যদি আমার নিকট আসত, তবে আসমানি দূতরা তার হাঁড় গুঁড়িয়ে দিত।"

সাহাবি ইবনু 'আব্বাসের একটি হাদীস। তিনি বলেন:

"একদিন রাসূল

স্ক্রাপাত পড়ছিলেন, এমন সময় আবু জাহল সেখানে হাজির।
এসে বলল, 'আমি কি তোমাকে এটা করতে বারণ করিনিং আমি কি তোমাকে
এটা করতে বারণ করিনিং আমি তোমাকে এটা করতে বারণ করিনিং' রাসূল

তার দিকে ফিরে তাকে সজোরে এক ধমক দিলেন। আবু জাহল বলে উঠল,
'তুমি ভালো করেই জানো যে আমার অনেক সভাসদ, অনেক লোকবল আছে'।"

তখন আল্লাহ কুরআনের এই আয়াতগুলো নাযিল করেন:

"অতএব, সে যেন তার সভাসদদেরকে (সাহাযোর জনা) ডাকে। অচিরেই আমিও ডেকে নেব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।" [স্রা 'আলাক, ৯৬:১৭,১৮]

ইবনু 'আব্বাস 🚓 বলেন,

"আল্লাহ কসম! সে যদি তার সভাসদদেরকে ডাকত, তাকে অবশ্যই জাহান্নামের ফেরেশতারা পাকড়াও করত।"

ইবনু মাস'উদ ্র থেকে বর্ণিত: "একদিন রাসূল
ক্স কা'বার নিকট সালাত আদায় করছিলেন। সে সময় কুরাইশদের অনেকেই তাদের বৈঠকে এসে হাজির। এমন সময় তাদের একজন বলে উঠল, "আচ্ছা, তোমরা কি কপটাচারী এই লোকটিকে দেখছ না? তোমাদের কেউ কি অমুক গোত্রের কসাই খানায় গিয়ে উটের বিষ্ঠা, রক্ত ও নাড়ি-ভূঁড়ি নিয়ে আসতে পারো?"

এরপর তার কাছে সেগুলো নিয়ে আসা হলো। অপেক্ষা করতে থাকল, কখন রাসূল & সিজদা দেবেন, আর এই সুযোগে সে নবিজির কাঁধে সেগুলো চাপিয়ে দেবে। তার দুর্ভাগ্য তাকে এ কাজে তাড়িয়ে আনল। রাসূল & যখন সিজদা দিলেন, সে সেগুলো রাস্লুলাহর কাঁধে চাপিয়ে দিল। রাস্ল & সিজদাতেই পড়ে রইলেন। তা দেখে কাফিররা হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ে ঢলে পড়তে থাকে। কেউ একজন দৌড়ে গিয়ে রাসূল-কন্যা ফাতিমাকে, তিনি তখন ছোট, খবরটি

দিল। শুনে ইন্তদন্ত ইয়ে ফার্তিমা ছুটে আসেন। তথ্বনিও সুবি মুহাদ্মাদ ﷺ সিজাদাতে। ফাতিমা সেগুলো নবিজির ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন। কাফিরদের দিকে তেড়ে গিয়ে এই ছোট্ট ফাতিমা তাদের অনেক বকাঝকা করলেন। সালাত শেষ করে রাসূল ᠍ আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলেন: "হে আল্লাহ। কুরাইশদের দায়িত্ব আপনার হাতে। হে আল্লাহ। কুরাইশদের দায়িত্ব আপনার হাতে। হে আল্লাহ। কুরাইশদের দায়িত্ব আপনার হাতে। হে আল্লাহ। কুরাইশদের দায়িত্ব আপনার হাতে। এরপর তিনি কাফিরদের নাম ধরে ধরে বদ-দু'আ করেন: "হে আল্লাহ। 'আম্র ইবনু হিশাম, 'উতবা ইবনু রাবি'আ, শাইবা ইবনু রাবি'আ, ওয়ালীদ ইবনু 'উতবা, উমাইয়া ইবনু খল্ফ, 'উকবা ইবনু আবু মু'ঈত ও 'উদ্মারা ইবনু ওয়ালীদের বিচারের ভার আপনার হাতে।"

ইবনু মাস'উদ ॐ বলেন, "আল্লাহর কসম! এদেরকে দেখেছি ধরাশায়ী, ভূপাতিত অবস্থায় পড়ে ছিল বাদ্রের যুদ্ধের দিন। এরপর তাদেরকে বাদ্রপ্রান্তে অবস্থিত কুলাইব কুয়াতে টেনে এনে ফেলে দেওয়া হয়। রাসূল ঋ তখন বলেন, 'কুলাইবের অধিবাসীদেরকে লা'নাত; অভিশাপ তাড়া করে ফিরেছে।"

আরও অনেক সহীহ বর্ণনাতে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহর গায়ে যে লোক উটের বিষ্ঠা চাপিয়ে দিয়েছিল সে হলো, 'উকবা ইবনু আবু মু'ঈত। আর তাকে এ হীন কাজ করতে যে লোক উদ্বন্ধ করেছে সে হলো, আবু জাহ্ল। নবিজির দা'ওয়াতের কারণে মুশরিকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এ কারণে কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তাদের নিজেদের কাজ। মাক্কায় রাসূলুল্লাহর কথায় মানুষজন সাড়া দিচ্ছে—এটা তারা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিল না।

কুরাইশ-সভাসদদের বৈঠক ও নবিজিকে আঘাত

একদিন কুরাইশ-সর্দাররা জরুরি বৈঠকে বসে নবিজির বিষয়টি উত্থাপন করে। তারা বলল, এই লোকটির বিষয়ে আমরা যতটা ধৈর্যধারণ করেছি, তা আমরা আর কথনও ধরিনি; সে আমাদের ধর্ম-আদর্শকে অসার বলে থাকে। আমাদের উপাস্যদেরকে গাল পাড়ে। আমরা অনেক ধৈর্যধারণ করেছি। অনেক সবুর করেছি। তের হয়েছে, আর না! ঠিক এই সময়েই রাসূল ঋ তাদের সামনে হাজির হন। তাঁকে দেখেই একযোগে কাফিররা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। তারা তাঁকে বলছিল, আরে তুমিই তো সে ব্যক্তি, যে এই এই বলেছ—রাসূল ঋ তাদের মিথ্যা ধর্ম ও প্রতিমা সম্পর্কে যা যা বলেছেন তা উল্লেখ করে। জবাবে রাসূল ঋ জানান, "হ্যাঁ, আমিই সে ব্যক্তিয়ে ওই কথাগুলো বলেছি।" এরপর তাদেরই এক ব্যক্তি চাদর দিয়ে রাসূল্লাহকে আড়াল করে তাঁকে বাঁচান। আবু বাক্র ্ক্ তথন কাছেই দাঁড়িয়ে অক্ষমতা আর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অপারগতার কারণে আবেগে কাদছিলেন। তিনি বলছিলেন, "তোমরা কি কেবল এ কারণে একজন লোককে হত্যা করবে যে তিনি বলেন আল্লাহ আমার রবং"

রাস্লুল্লাহর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি শক্রতা পোষণ করত তাঁর চাচা আবু লাহাব।
তার স্ত্রী উদ্মু জামীলও ছিল একই রকম; নবিজির সঙ্গে সেও কল্পনাতীত শক্রতা
করত। সে মানুষের কাছে নবিজির নিন্দা রটিয়ে বেড়াত। নবি মুহাম্মাদ & যে পথ
দিয়ে হাঁটাচলা করতেন, সে পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। তাঁর দরজায় রেখে দিত
ময়লা-আবর্জনা। সুতরাং তাদের বিষয়ে যে কুরআনের আয়াত নাযিল হবে এতে
আর অবাকের কী আছে। আল্লাহ বলেন:

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, সে নিজেও ধ্বংস হোক।
তার সম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আর্সেনি। শীঘ্রই
সে (জাহান্নামের) শিখায়িত আগুনে প্রবেশ করবে। তার স্ত্রীও,
যে জ্বালানি কাঠ বহন করে। (জাহান্নামে) তার গলায় থাকবে
থেজুর-গাছের আঁশের একটি পাকানো রশি (অর্থাৎ একটি শক্ত বন্ধনী
থাকবে)।"
[সূরা মাসাদ, ১১১:১-৫]

আবু লাহাবের স্ত্রী যখন শুনতে পেল যে, তার ও তার স্বামীর ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, হাতে লোহার একটা দণ্ড নিয়ে সে তেড়ে এল রাস্লুলাহর দিকে। রাস্ল গ্রু তখন আবু বাক্রকে সঙ্গে নিয়ে কা'বার কাছেই বসা ছিলেন। তাদের দুজনের কাছে এসে আবু বাক্রকে লক্ষ করে বলল, "আবু বাক্র! তোমার বন্ধু কোথায়? আমি খবর পেয়েছি সে আমার নামে কুৎসা রটনা করে বেড়াছে। আল্লাহর কসম। আমি তাঁকে পেলে এই দণ্ড দিয়ে তাঁর চেহারায় আঘাত করব।"

এ কথা বলে সে চলে যায়। আবু বাক্র নবিজিকে বললেন, "হে আল্লাহর রাস্ল! সে কি আসলেই আপনাকে দেখতে পায়নিং"

নবিজি বললেন, "আমাকে দেখার শক্তি থেকে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি অক্ষম করে দেন।"

রাসূলুল্লাহর নামে নিন্দা করে সে পথে পথে গান গেয়ে বেড়াত:

সে) আমাদের বাবাদের কাছে নিন্দিত তাঁর দীন আমাদের কাছে ঘৃণিত তাঁর রিসালাত— আমাদের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত।

শুনে রাসূল 🛳 আনন্দিত হতেন। কারণ, মুশরিকরা তো আসলে একজন নিন্দিত লোককে গাল দিচ্ছে, তাঁকে নয়। রাসূল ঋ বলেন, "তোমরা কি এটা দেখে অবাক Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হচ্ছ না যে, কুরাইশদের ভংসনা ও তাদের অভিসম্পতি থেকে আল্লাহ আমাকে কীভাবে রক্ষা করছেন। তারা তো একজন নিন্দুককে গাল পাড়ছে, অভিশাপ দিছে একজন তিরস্কৃত লোককে। কিন্তু আমি তো নিন্দিত লোক নই, বরং আমি মুহাম্মাদ (নন্দিত)।"

রাসূলুল্লাহর সঙ্গে আবু লাহাবের শক্রতা এমন এক পর্যায় পৌঁছে যায় যে, সে লোকালয়ে, জনপদে, হাট-বাজারে এমনকি হাজ্জের মৌসুমেও রাসূলুল্লাহর পিছে পিছে লেগে থাকত। আর সবার কাছে নবিজিকে মিথাক বলে প্রতিপন্ন করত।

মুশরিকদের থেকে রাসূল # যে কন্ট পেয়েছেন উপরের আলোচনা তার সামান্য উপস্থাপনা মাত্র। রাসূলুল্লাহর মাক্কা জীবনের শেষ দিকে এসে তাঁকে হত্যাপ্রচেন্টার মধ্য দিয়ে এই বেদনাদায়ক পর্বের সমাপ্তি ঘটে। তিনি তাঁর কোনো অনুসারী কোনোরূপ কন্টে ভোগার আগেই নিজে কী ধরনের কন্ট ভোগা করেছেন তা তুলে ধরতেন। তিনি বলতেন: "কেবল আল্লাহর জন্যই লুকিয়ে ছিলাম, কারও ভয়ে নয়। আল্লাহর সম্ভাষ্টির জন্যই কন্ট ভোগা করেছি, অন্য কারও জন্য নয়।"

যাহোক, তিনি অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন, সহ্য করেছেন অনেক লাঞ্ছনা। যেদিন তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন; সেদিন থেকেই তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তিনি যখনই তাদের বৈঠকের পাশ দিয়ে যেতেন তখনই তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপে ফেটে পড়ত। তাচ্ছিল্যের সুরে তারা বলত, এই দেখো, এ হলো আবু কাবাশা বা ভেড়াওয়ালার পোলা। সে নাকি আকাশের অধিপতির সঙ্গে কথা বলে। ব্যঙ্গ করে বলত, কী হে, আজ কি আকাশের অধিপতির সঙ্গে তোমার কথা হয়নিং

নিছক ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মানসিক আঘাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বিষয়টি। বরং তারা রাসূল্লাহকে শারীরিক কষ্টও দিত। আল্লাহর শক্র উমাইয়া ইবনু খল্ফ তো নবিজির চেহারায় থুতু পর্যন্ত মেরেছে। রাসূল শ্ল যে কেবল তাঁর মাক্কার জীবনেই কষ্ট পেয়েছেন তা নয়, এমনকি হিজরাতের পরও কষ্টের এ ধারা চলতে থাকে। তবে কষ্টের এ ধারাটা অন্য আঙ্গিকে। নতুন মোড়কে। এখানকার শক্ররা আগের মতো নয়। ভিন্ন ধাঁচের। মাক্কা-জীবনে তাঁর সঙ্গে শক্রতা কুরাইশদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; মাদীনায় এসে তিনি মুখোমুখি হন মাদীনার আশপাশের মুনাফিক, ইহুদি, পারসিক, রোমান ও তাদের মিত্রদের শক্রতার। যেখানে মাক্কার কষ্টের ধরন ছিল গালিগালাজ, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, অবরোধ ও হালকা আঘাত। সেখানে মাদীনায় এসে কষ্টের ধরন পালটে যায় পুরোপুরি; এখানে রাসূলুল্লাহকে মুখোমুখি হতে হয় সামরিক অভিযানের, মোকাবিলা করতে হয় যুদ্ধের তীব্রতার।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এখানে, মুখোমুখি হতে হয়েছে রণক্ষেত্র। হারজিত আছে; আছে তরবারির ঝংকার। রক্তাক্ত হওয়ার দৃশ্য। মাদানি-জীবনের এ ধারার কষ্টটা জান-মাল উভয় দিক থেকেই ছিল পরীক্ষা। এভাবেই রাস্লুল্লাহর রিসালাত ও তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণে বিপদ-আপদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা লেগেই ছিল। আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) তিনি যে কষ্ট-ক্রেশ সহ্য করেছেন তাতে তিনি ক্লান্ত হননি। প্রতিটি বিপদের সময় তিনি পাহাড়সম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, সব্র করেছেন প্রতিটি কষ্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন এর বিনিময় কামনা করেন।

অন্য কোনো মানুষ কোনোদিন ভাবতেও পারবে না রাসূল

দীনের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন। বিভিন্ন দিক, নানান আঙ্গিকে তাঁর ওপর নির্যাতন চলে। হাাঁ, এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। মুশরিকরা এতদিন যাকে আল-আমীন বা পরম বিশ্বস্ত বলে মনে করত সেই তিনিই কিন্তু এখন তাদেরকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করছেন। নুবৃওয়াত লাভের পূর্বের মুহাম্মাদ আর পরের মুহাম্মাদের মধ্যে তো কোনো প্রভেদ নেই। তা হলে কেন তারা তাকে কষ্ট দিত। এর জবাব একটাই, তিনি মানুষকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন; যা পৌত্তলিকপূজারি মুশরিকরা মেনে নিতে পারেনি কোনোভাবেই। রাসূল

এতসব বিপদের সামনেও ধৈর্য হারা হননি বলেই তিনি মাকাম-মাহমুদের যোগ্যতর ব্যক্তি। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। পূর্ববর্তী উদ্মাত নবিদের কথা না মানার কারণে যে আ্যাব ভোগ করেছে, একই পরিণতি তাঁর উদ্মাতেরও হতে পারে, একথা ভেবে, দয়ার্দ্র হয়ে তিনি সকল বিপদে সবুর করেছেন। দীনের ওপর তাঁর অটল ও অবিচল থাকা, বিপদে-আপদে পাহাড়সম ধৈর্যধারণ দা'ঈ ও সংস্কারকদের জন্য উত্তম-আদর্শ।

দা'ওয়াতের এ পথ কখনোই মসৃণ নয়, নয় কুসুমান্তীর্ণ; এ পথ বড়ই বন্ধুর। এ পথে কষ্ট স্বীকার করতেই হবে—এমনটাই আল্লাহর শাশ্বত রীতি। সাহাবি আবু সাস্কিদ খুদরি 🚐 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "আমি নবিজিকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট কাদের? রাসূল 🗯 বললেন, "নবিগণ, তারপর তাদের অনুরূপ যারা, তারপর তাদের অনুরূপ যারা। প্রত্যেক মানুষই তার দীনদারির স্তর অনুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন হবে; যদি দীনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা দৃঢ় হয়, তবে তার পরীক্ষাটাও কঠিন হবে। আর তার সম্পর্কটা যদি হালকা হয়, তবে তার পরীক্ষাটাও হালকা হবে।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রাস্লুলাহর সাহাবিদের নির্যাতন ভোগ

আবু বাক্র আস-সিদ্দীক

আল্লাহর রাসূলের সাহাবিরাও দীন গ্রহণ করা ও তা প্রচার করতে গিয়ে নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। স্বীকার করতে হয় অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা। তবে তা তাদেরকে দীনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি এতটুকু। বরং সোনা পুড়িয়ে নিখাদ করার মতো এ কষ্ট ভোগ তাদেরকে দীনের ওপর আরও অটল করে দেয়। সাহাবিরা আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মালের সর্বোচ্চ ব্যয় করেন। আল্লাহ তাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ রেখেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা দীনের জন্য কষ্ট স্বীকার করে গেছেন। তারা কেউই কষ্ট ও বিপদের মুখে হাল ছেড়ে দেননি। কেউ কষ্টের কাছে নতিও স্বীকার করেননি।

সাহাবি আবু বাক্র 🚓 এমনি করে আল্লাহর দীনের পথে বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। তার মাথায় মাটি নিক্ষেপ করা হয়। মাসজিদুল-হারামে তাকে একবার জুতা দিয়ে আঘাত করা হয়; প্রচণ্ড আঘাতে তার নাকমুখ দেখা যাচ্ছিল না। একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে তাকে ধরাধরি করে বাসায় নিয়ে আসা হয়। তখন তিনি জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে। ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন 'আয়িশা 🚙 । সে-সময় রাসূলুল্লাহর সাহাবি সংখ্যা-সাকুল্যে ৩৮ জন। আবু বাক্র 🚎 দীনের দা'ওয়াত নিয়ে প্রকাশ্যে আসার জন্য নবিজির নিকট বারবার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। রাসূল 🕸 বললেন, "হে আবু বাক্র! আমরা তো (সংখ্যায়) কম।"

কিন্তু আবু বাক্র সিদ্দীকের পীড়াপীড়ি দেখে রাসূল 🗯 শেষপর্যন্ত প্রকাশ্যে এলেন; সাহাবিরা মাসজিদুল-হারামের প্রতিটি কোণে কোণে অবস্থান নেন। সবার সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়স্বজন আছে। আবু বাক্র দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়া আরম্ভ করেন। তখন রাসূল 🗱 সেখানে বসা। ইসলামের ইতিহাসে আবু বাক্র সিদ্দীকই মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর পথে আহ্বান করে প্রথম ভাষণ দেন। মুশরিকরা সাথে সাথে তার দিকে তেড়ে আসে। ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর, সব মুসলিমের ওপর। মাসজিদের কোণায় আবদ্ধ রেখে সাহাবিদেরকে প্রচণ্ড মার মারে। আবু বাক্রকে তারা পদদলিত করে, মাড়িয়ে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলার উপক্রম করে। পাপাচারী 'উতবা ইবনু আবু রাবি'আ আবু বাক্রের কাছে এসে তালিযুক্ত তার দুটি জুতা দিয়ে পিটিয়ে আব্ বাক্রের চেহারা বিকৃত করে দেয়। পেটের উপর উঠে চেপে বসে। এ সময় সেখানে আবু বাক্রের নিজ গোত্র বানু তাইম এসে হাজির হয়। তারা আবু বাক্রের পক্ষ নিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিলে তারা ক্ষান্ত দেয়। গোত্রের লোকেরা ধরাধরি

করে তার্কে একটি কাপড়ে করে তার বাসায় নিয়ে আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল আবু বাক্র বাঁচবেন না। তাকে বাসায় রেখে তার গোত্রের লোকেরা মাসজিদ্ল-হারামে ফিরে আসে। তারা শপথ নেয়: আল্লাহর কসম। আবু বাক্র যদি মারা যান তা হলে আমরা 'উতবা ইবনু রাবি'আকে ছেড়ে দেবো না, আমরা তাকে অবশ্যই হত্যা করব। বানু তাইমের লোকেরা আবার আবু বাক্রের কাছে ফিরে আসে। আবু বাক্রের পিতা ও গোত্রের লোকেরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন যাতে তিনি জবাব দেন। অবশেষে শেষ বিকেলে হুঁশ ফিরলে তিনি কথা বলে ওঠেন। সুবহান আল্লাহ, হুঁশ ফেরার পর তার প্রথম কথাই ছিল, "রাস্লুল্লাহর কি কিছু হয়েছে?"

উপস্থিত লোকজন তার এমন কথা শুনে যারপরনাই বিরক্ত হলো, তাকে ভর্ৎসনা করল। যাওয়ার সময় তারা মাকে বলল, "দেখো, তাকে কিছু খাওয়াতে পারো কি না।"

তারা চলে যাওয়ার পর মা আবু বাক্রের কাছে এলেন। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহর কোনো ক্ষতি হয়নি তো? উন্মূল-খাইর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই জানি না তোমার সাথির অবস্থা সম্পর্কে। আবু বাক্র 🕮 বললেন, মা, তুমি উন্মু জামীল বিনতুল-খাত্তাবের কাছে যাও। রাসূল 🕸 সম্পর্কে সে কিছু জানে কি না দেখো। তিনি উদ্মু জামীলের কাছে গেলেন। বললেন, আবু বাক্র তোমার কাছে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহর থবর জানতে চাচ্ছে। উদ্মু জামীল বললেন, আমি তো আবু বাক্র কিংবা মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহকে তেমন চিনি না! তবে আপনি যদি পছন্দ করেন যে, আমি আপনার সঙ্গে আপনার ছেলের কাছে যাই (তা হলে যেতে পারি)। উম্মুল-খাইর বললেন, হ্যাঁ, তবে চলো। উদ্মু জামীল আবু বাক্রের মায়ের সঙ্গে তাদের বাড়িতে আসেন। এসে দেখেন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন। উদ্মু জামীল চিৎকার করে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম। যারা আপনার এ দশা করেছে তারা নিশ্চয়ই পাপাচারী ও নাফরমান। আল্লাহ যেন আপনার হয়ে তাদের প্রতিশোধ নেন। আবু বাক্র 🚜 বললেন, রাস্লুল্লাহর কোনো ক্ষতি হয়নি তো? উদ্মু জামীল আস্তে করে বললেন, আপনার মা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তো শুনে ফেলবেন। আবু বাক্র 🚎 বললেন, তাকে তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। উদ্মু জামীল নিশ্চিত হয়ে আবু বাক্রকে জানালেন, তিনি (রাসূল 🕸) ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। আবু বাক্র 🦛 ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চান, তিনি কোথায় আছেন? উদ্মু জামীল বলেন, দারুল-'আরকাম-এ। আবু বাক্র বলেন, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমাকে রাসূন্দ্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত আমি কোনো পানাহার করব না।

রাত পড়লে মানুষের চলাচল বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। চারদিকে লোকজনের কোলাহল কমে এলে তারা আবু বাক্রকে নিয়ে বের হন। তার হাঁটার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না; তিনি তাদের দুজনের ওপর ভর করে ছিলেন। এভাবেই তারা তাকে নবিজির কাছে নিয়ে গেলেন।

আবু বাক্র এ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। পাপাচারীরা আমাকে কী করল না করল—এ নিয়ে আমি মোটেই ভাবিত নই (আপনি সুস্থ আছেন এতেই আমার শান্তি)। ইনি আমার মা; আমার অনেক সেবা-যত্ন করেছেন। আপনি তো বারাকাময়। আপনি তাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করুন এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। যেন আল্লাহ তাকে আপনার দু'আর মাধ্যমে জাহাল্লামের আগুন থেকে বাঁচান। তিনি বলেন, রাসূল প্র আবু বাক্রের মায়ের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যন্ত করেন এবং তার জন্য দু'আ করেন। আল্লাহ নবিজির দু'আ কবুল করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বাক্রের মা।

শিক্ষা ও উপকারিতা

- কাফিরদের সামনে ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়ার বিষয়ে আবু বাক্রের অদম্য আগ্রহ। বিষয়টি তার ঈমানের শক্তি ও অসম সাহসিকতার পরিচায়ক। তার ওপর মুশরিকরা এমন নির্যাতন করে যে লোকেরা ধরেই নিয়েছিল, তিনি আর বাঁচবেন না।
- রাস্লুল্লাহর জন্য তার ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। নিজে যখন জীবনমরণের সদ্ধিক্ষণে, তখনও তার একটাই জিজ্ঞাসা: নবি মুহাদ্দাদ
 ক্রমন আছেনং আহত হওয়ার পর তিনি যতজনের সঙ্গে কথা বলেছেন,
 ততবারই তিনি একটিমাত্র প্রশ্নই করেছেন, নবিজির কোনো ক্ষতি হয়নি
 তোং এখানেই শেষ নয়, তাঁকে দেখার আগপর্যন্ত পানাহার না করার শপথ
 করেন। অবশেষে তিনি রাস্লুল্লাহর সাথে দেখা করলেন। যিনি হাঁটতে পর্যন্ত
 পারেন না, তিনি একরকম ছুটেই গেলেন। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং
 তার দৃঢ় মনোবল থাকার কারণে সকল কট্ট তিনি বরণ করে নেন হাসিমুখে।
 আল্লাহ ও তাঁর রাস্লকে ভালোবাসতে গিয়ে সামনে আসা সকল বিপদ
 মোকাবিলা করা সহজ হয়ে য়য়।
- তৎকালীন আরব-সমাজে গোত্র-সাম্প্রদায়িকতার কার্যকরী এক ভূমিকা ছিল।
 এমনকি আকীদা-বিশ্বাসগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও লোকেরা তাদের গোত্রের

কেউ নির্যাতিত ইলে ছুটে আসত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। এথার্নো যেমন আবু বাক্রের গোত্র, তাকে সাহায্য করতে ছুটে আসে। তারা 'উতবাকে শাসিয়ে দেয় এই বলে যে, যদি আবু বাক্র মারা যান, তবে আমরা তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব।

নিরাপত্তার বিষয়ে উম্মু জামীলের সচেতনতা

w জানা নেই—এমন ভান করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আড়াল করা

আবু বাক্রের মা উদ্মুল-খাইর যখন রাস্লুল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে উদ্মু
জামীলকে জিজ্ঞেস করেন, তখন উদ্মু জামীল এমন ভান করলেন যেন তিনি
আবু বাক্র এ ও মুহাদ্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহকে চিনেনই না। এমনটা করার
উদ্দেশ্য ছিল, নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া; তখনও পর্যন্ত উদ্মুল-খাইর
মুসলিমা ছিলেন না। আর উদ্মু জামীল তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তখন
পর্যন্ত গোপন করে রাখেন। তিনি চাননি, উদ্মুল-খাইর তাঁর ইসলাম গ্রহণের
বিষয়টি জেনে যাক। একই সময়ে তিনি রাস্লুল্লাহর অবস্থানের জায়গাও
গোপন করে যান। তাঁর ভয় ছিল, উদ্মুল-খাইর ক্রাইশদের কাছে এ তথ্য
প্রকাশ করে দিতে পারে।

তথ্য পৌঁছানোর জন্য মোক্ষম সময়ের জন্য অপেক্ষা

উদ্মু জামীল চাইলেন তিনি নিজেই আবু বাক্রের নিকট নবিজির অবস্থানের তথ্যটি জানাবেন। এজন্য তিনি উদ্মুল-খাইরের কাছে তথ্যটি ফাঁস করলেন না। গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার দিকেই ছিল তার মনোযোগ। তিনি একটা মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। উদ্মুল-খাইরের মনে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের উদ্রেক না ঘটিয়ে তিনি বললেন, "আপনি যদি পছন্দ করেন যে, আমি আপনার সঙ্গে আপনার ছেলের কাছে যাই (তা হলে যেতে পারি)।" তিনি তার কথা কীভাবে উপস্থাপন করেছেন খেয়াল করেছেন? সবিনয়ে অত্যন্ত বৃদ্ধিমন্তার সঙ্গে তিনি তার চাওয়াটা উদ্মুল-খাইরের নিকট ব্যক্ত করেন। খেয়াল করুন, তিনি বলেছিলেন, "আপনি যদি পছন্দ করেন।" এরপর তিনি কী বললেন লক্ষ করুন। উদ্মু জামীল যখন উদ্মুল-খাইরের সঙ্গে কথা বলছেন তখন তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি বললেন, "আপনার ছেলের কাছে।" তিনি কিন্তু বলেননি, "আবু বাক্রের কাছে।" উদ্মু জামীলের বিনয়ী-উপস্থাপনা উদ্মুল-খাইরের

মাতৃত্ব-আবৈদক্তি প্রচিত্তভাবে নাড়ি দেয়া প্রমন বিনয়ী-উপস্থানের কারণে উন্মু জামীলের চাওয়াটা পূর্ণ হয়। কারণ, উন্মূল-খাইর তার চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর করেন, "হ্যাঁ।" এমন অসাধারণ ও নির্দোষ কৌশলের কারণেই উন্মু জামীল নিজেই তথ্যটা আবু বাক্রের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পান।

আবু বাক্রের মায়ের সহানুভৃতি পাওয়ার জন্য মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা
ঘটনার পরস্পরায় বোঝা যায়, উদ্মু জামীল প্রথম থেকেই চেষ্টা করে
আসছিলেন উদ্মুল-খাইরের সহানুভৃতি পেতে। তিনি উদ্মুল-খাইরের সঙ্গে
বাসায় গিয়ে দেখেন আবু বাক্র ﷺ গুরুতর অসুস্থ হয়ে প্রায় অচেতন।
দেখে তো উদ্মু জামীল চিংকার করে ওঠেন। যারা আবু বাক্রের এমন
অবস্থা করেছে তাদের ওপর এক হাত নেন। বলেন, "আল্লাহর কসম! যারা
আপনার এ দশা করেছে তারা, নিশ্চয়ই খুবই পাপাচারী ও নাফরমান এক
জাতি।"

উদ্মু জামীলের এমন কথা উদ্মূল-খাইরের মনে কাফিদের প্রতি আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। যারা তাঁর সন্তানের এমন দশা করেছে তাদের প্রতি সামান্যতম প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে দিয়ে সহানুভূতি লাভ করেছিলেন। আর উদ্মু জামীল তখন থেকেই উদ্মূল-খাইরের ভালোবাসা লাভ করেন। এভাবেই ধীরে ধীরে উদ্মু জামীল অর্জন করেন উদ্মূল-খাইরের সহানুভূতি। লাভ করেন তাঁর আস্থা। এতে আবু বাক্রের নিকট তথ্য পৌঁছানোর বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়।

👞 তথ্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার পূর্বে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন

ইসলামর দা'ওয়াতের সর্বোচ্চ নেতার বর্তমান অবস্থানের কথা যাতে কোনোভাবেই একান ওকান হয়ে কাফিরদের কাছে যেতে না পারে সে বিষয়ে উদ্মু জামীল ছিলেন পূর্ণ সজাগ ও চরম সতর্ক। তিনি তখন পর্যন্ত উদ্মুল-খাইরের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না; কারণ, তখনও পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুশরিকা। তার পক্ষ থেকে উদ্মু জামীল ক্ষতির আশঙ্কা করছিলেন। এজন্যই আবু বাক্র ক্র যখন রাস্লুল্লাহর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান, জবাব দিতে তখনও তিনি দ্বিধা করছিলেন। তিনি বললেন, "আপনার মা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তো শুনে ফেলবেন।" শুনে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আবু বাক্র ট্রু তাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি বললেন, তাকে তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ঠিক তখনই উদ্মু জামীল আবু বাক্রকে জানান যে, রাসূল ﷺ ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। খেয়াল করুন, এখনো পর্যন্ত উদ্মু জামীল আবু বাক্রকে রাসূলুয়াহর অবস্থানের জায়গা সম্বন্ধে অবগত করেননি। বরং আবু বাক্রকে আবার জিজ্ঞেস করতে হলো, তিনি এখন কোথায় আছেন? এই পর্যায়ে এসে উদ্মু জামীল উত্তর করলেন, তিনি এখন দারুল-'আরকামে।

দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সঠিক সময় বেছে নেওয়া

আবু বাক্র ্র যখন দারুল-'আরকামে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উন্মু জামীল তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে নিয়ে রওনা হননি। বরং তিনি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকেন। যখন পায়ের আওয়াজ কমে এল, মানুষের হাঁটাচলা কমে গেল কেবল তখনই উন্মু জামীল আবু বাক্রকে নিয়ে বের হন। সতর্ক চলাফেরা ও গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়; দা'ওয়াতের শক্রদের কোনো প্রকার নজরদারি তাদের ওপর নেই। এতে তাদের গতিবিধি প্রকাশ হওয়ার ভয় থাকে না। দায়িত্বটি শক্রদেরকে সামান্যতম জানার সুযোগ না দিয়ে যথাযথভাবে পালিত হয়। এভাবেই তারা আবু বাক্রকে নিয়ে রাস্লুলাহর কাছে হাজির হন। এতেই প্রমাণিত হয়, যথাযথ সময় নির্বাচন কোনো কাজ সুষ্ঠুরূপে করার পূর্বশর্ত।

ত কষ্টের পর আসে সুখ। আবু বাক্রের ঐকান্তিক চাওয়া ছিল তার মা
উদ্মুল-খাইর ইসলামের সুশীতল ছায়া আশ্রয় নেবেন। শেষপর্যন্ত তার
এ চাওয়া পূর্ণতা পায় এবং তিনি ইসলাম প্রহণ করেন; আবু বাক্র
নবিজিকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তার মায়ের জন্য আল্লাহর নিকট
দু'আ করেন। কারণ, আবু বাক্র ক্র দেখেন অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে
এবার তার মা তার আহত হওয়ার পর বেশি সেবা-য়ত্ব করেন। আর এটা
তো সর্বজনবিদিত যে, আবু বাক্র ক্র মানুষদের বেলায় ইসলামের আলো
দেখানোর বিষয়ে খুবই উদ্গ্রীব ছিলেন। অন্যদের বেলায় তিনি য়ি এতটা
উদ্গ্রীব হতে পারেন, তবে তার সবচেয়ে কাছের জনের জন্য তিনি উদ্গ্রীব
হবেন না কেন?

করেছেন থারা তাদের সথ্যে আবু বাক্র এ অপ্রণী। কারণ, নবিজিকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট স্বীকার করেছেন থারা তাদের মধ্যে আবু বাক্র এ অপ্রণী। কারণ, নবিজিকে সবচেয়ে বেশি সাহচর্য দিতেন তিনিই। নবি মুহাম্মাদ ৠ যেখানে যেখানে ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে যেতেন, আবু বাক্র এ তাঁর সঙ্গে থাকতেনই। রাস্লুয়াহর কোনো বিপদ-আপদ এলে তিনি ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন সামনে। এজন্য তাকে গোত্রের অনেক গালিগালাজ হজম করতে হয়। এটা তো আছেই, তার ওপর তার বুদ্ধিমন্তা ও বদান্যতা সবার নিকট ছিল সুবিদিত; সুতরাং এমন একজন মানুযকে ইসলামের কাজে লাগতে দেওয়া যাবে না। তাকে শেষ করে দিতে হবে অবশ্যই—এমন ধারণা পোষণের কারণেই তার ওপর মুশ্রিকদের নির্যাতন বেড়ে যায় বহুগুণে।

বিলাল ইবনু আবি রাবা 👵

যতদিন যাচ্ছে কাফিরদের শাস্তি ততই বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে তা সহিংসতার রূপ ধারণ করে। বিশেষ করে দুর্বল মুসলিমদের ওপর এদের শাস্তির পরিমাণ অন্য যেকোনো মুসলিমের শাস্তির মাত্রা থেকে ছিল বহুগুণ। উদ্দেশ্য—এদেরকে ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে দিয়ে ইসলাম থেকে, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস থেকে সরিয়ে পৌত্তলিকতায় ফিরিয়ে আনা। এবং তাদেরকে শাস্তি দিয়ে দিয়ে সবাইকে মুশরিকরা জানিয়ে দিতে চায়—যারা এদের মতো বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে নতুন ধর্ম-বিশ্বাসের বিশ্বাসী হবে তাদেরও পরিণতি একই হবে।

সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ 🗻 বলেন:

"ইসলাম গ্রহণের কথা প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন সাতজন ব্যক্তি: রাসূল ﷺ, আবু বাক্র, 'আন্মার, তার মা সুমাইয়া, সুহাইব, বিলাল, মিকদাদ। তবে আল্লাহ তা'আলা চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে কাফিরদের হাত থেকে বাঁচান। আবু বাক্রকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন তার জাতির মাধ্যমে। কিন্তু বাকিদের ওপর নেমে আসে কাফিরদের নির্যাতনের স্টিম রোলার। শান্তি দেওয়া হতো গায়ে লোহার বর্ম পরিয়ে। মরুভূমির প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখত। কাফিরয়া বিলালকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই শান্তি দিত। তার অপরাধ? তিনি নিজেকে আল্লাহর সামনে নত করেছেন; আর কারও সামনে নয়। নিজ জাতিকে তিনি হেয় জ্ঞান করেছেন। কাফিরয়া বিলালের বিরুদ্ধে ছোট ছোট ছেলেদের লেলিয়ে দেয়; বিলালকে হাতে পেয়ে তো ছেলেরা মাকার অলিতে গলিতে, উপত্যকাগুলোতে টেনে টেনে বেড়াত। এমন কঠিন শান্তির মুখেও তিনি দমে যানিন। তখনও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল, আহাদুন, আহাদুন—তিনি

Gentlers sad with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাক্কাতে বিলালের এমন কোনো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, যিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন। এমন কোনো আত্মীয় ছিল না যারা তাকে নিরাপত্তা দেবে। ছিল না এমন কোনো তরবারি, যা ঝংকৃত হবে তাকে রক্ষাকল্পে। বিলালের মতো মানুষদেরকে মাক্কার জাহিলি সমাজ কানা কড়ি ও অচল পয়সার চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারত না। সমাজে তার ভূমিকা একটাই, সবার সেবাদাস হয়ে থেকে তাদের হুকুম তামিল করা। পশুর মতো তাদেরকে হাট-বাজারে বেচাকেনা হতো। আর মৃশরিকদের দৃষ্টিতে নিগৃহীত এমন লোকরাই যদি সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসে, কিংবা সমাজের একজন চিন্তাবিদ হয়ে ওঠে, অথবা ইসলামের মতো নতুন কোনো ধর্মের দা ওয়াতের বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর কাজ করে তবে তো সে মহাঅন্যায় করে ফেলেছে! মাকার জাহিলি-সমাজে এর চেয়ে জঘন্য অপরাধ আর হতেই পারে না! যে অপরাধ জাহিলি-মাক্কার প্রচলিত প্রথায় আঘাত হানে, তাদের পৌত্তলিক-বিশ্বাসের দুয়ারে কড়া নাড়ে। কিন্তু নতুন এই ইসলাম ধর্মের পেছনে যারা ছুটছেন তারাই একদিন মুশরিকদের প্রচলিত প্রথা, পৌত্তলিকতায় অন্ধ বিশ্বাস ও তাদের বাপ-দাদাদের রেখে যাওয়া কৃষ্টি-কালচারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন; এই দীনের আলো সামাজের কাছে অপাঙ্ক্তেয়, বিস্মৃত, নিক্ষিপ্ত বিলালের হৃদয়কেও আলোকিত করে। ইসলাম তাকে পৃথিবীতে নতুন মানুষরূপে তৈরি করে। দীন ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর ঈমানের অর্থ, ঈমানের দাবি তাঁর মনে গেঁথে যায়। তিনি মুহাম্মাদ 🐲 ও তাঁর অন্য মুসলিম ভাইদের সঙ্গে ঈমানের মিছিলে শামিল হন।

বিলালকে এখন মুশরিকরা কষ্ট দিচ্ছে, শাস্তি দিচ্ছে তার ঈমানের জন্য, তার আকীদা-বিশ্বাসের জন্য। রাসূলুল্লাহর দৃত হয়ে আবু বাক্র ক্র বিলালকে ছাড়িয়ে আনতে গোলেন। বিলালের মুনিব উমাইয়া ইবনু খাল্ফকে আবু বাক্র ক্র বলেন, "নিঃস্ব এ লোকটিকে যে তুমি অনবরত মেরেই যাচ্ছ, আচ্ছা তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো নাং তুমি তো একে মেরেই ফেলছ।"

উমাইয়া বলল, "তুমিই তো তার মাথাটা নষ্ট করেছ, এখন যেকোনো কিছুর বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারো।"

আবু বাক্র ্র বললেন, "তা হলে তা-ই হোক। আমার কাছে একজন নিগ্রো দাস আছে; বিলালের চেয়েও সে অনেক শক্তিশালী। সে আবার তোমার ধর্মের অনুসারী। আমি তাকে বিলালের পরিবর্তে দিয়ে যাব।"

উমাইয়া ইবনু খাল্ফ বলল, "ঠিক আছে, আমি রাজি।" — উমাইয়া সেই দাসটিকে নিয়ে বিলালকে মুক্ত করে দেয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আবু বাক্র ্র বিলালকে সাত বা চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দিয়ে খরিদ করেন। ইসলামের ইতিহাসে বিলালের ধৈর্যের নজির বিরল। তিনি ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সত্যায়নকারী ছিলেন। ছিলেন পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী। এজন্যই দীনের ওপর অটল থাকতে পেরেছেন। অলম্খনীয় চ্যালেঞ্জ ও শত শান্তির সামনেও পরাস্ত হননি। বিকিয়ে দেননি ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসা ও মূল্যবোধ। তার সবুর, দীনের ওপর তার অবিচলতা দেখে কাফিরদের রাগ যায় আরও বেড়ে। জেদে নিজেদের চুল ছিড়তে ইচ্ছে করে তাদের। বিশেষ করে, চাল নেই চুলো নেই এমন একজন দুর্বল মুসলিম এখন পর্যন্ত কীভাবে ইসলামের ওপর অটল থাকেন তা দেখে রাগে তাদের মাথায় আগুন ধরে যায়। এমন কোনো শান্তির ধরন কাফিররা বাকি রাখেনি যার প্রয়োগ করা হয়নি বিলালের ওপর। তাওহীদের পথ থেকে বিলালকে সরানোর জন্য কঠিন এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় তারা।

রাত যত গভীর হয় ভোরের আলো তত ঘনিয়ে আসে। কষ্টের পরই আসে সৃখঃ
এমনটাই পৃথিবীর নিয়ম। অবশেষে বিলাল ্র কাফিরদের পাশবিক নির্যাতনের হাত
থেকে রক্ষা পান। মৃদ্ধি পান দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে। মুক্ত হয়ে তিনি চলে আসেন
আল্লাহর রাসূলের কাছে। আজীবন তিনি নবিজির কাছেই থেকে যান। মারা যান
আল্লাহকে রব হিসেবে, রাসূল্লাহকে নবি ও রাসূল এবং ইসলামকে দীন হিসেবে
নিয়েই। নবি মুহাম্মাদ ఈ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেন: "... জান্নাতে আমি
তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি।"

আর সাহাবিদের কাছেও মর্যাদা নেহাতই কম ছিল না; তারা বিলালকে অনেক সম্মান করতেন। 'উমার 🤐 প্রায় সময়ই বলতেন, "আমাদের নেতা আবু বাক্র আমাদের আরেক নেতাকে (বিলালকে) মুক্ত করেন।"

দুর্বল-অসহায় মুসলিম গোলামদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করা সাহাবি আবু বাক্রের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। ইসলাম তাকে এমন উদার হতে, অসহায় মান্ষের পাশে দাঁড়াতে উদ্বৃদ্ধ করে। অন্যায়ভাবে কেউ নির্যাতিত হলে তাকে রক্ষা করার প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে বলে ইসলাম। আবু বাক্রের সম্পদের বিশাল অংশ বায় হতো মু'মিন-দাসদের মুক্তির পেছনে। মাদীনায় হিজরাতের পূর্বে বিলালসহ আরও ছয়জন মুসলিম-দাসকে মুক্ত করেন তিনি। বিলাল ছিলেন তাদের মধ্যে সাত নম্বর: বাকিরা হলেন: 'আমির ইবনু ফুহাইরা। তিনি বাদ্র ও ওছদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বি'র মা'উনা যুদ্ধের দিন তিনি শহিদ হন। উদ্মু 'আবাস, যিনীরা: আবু বাক্র ক্র যখন তাকে মুক্ত করেন তখন তার চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল না। কুরাইশরা বলত, লাত ও 'উয্যার অভিশাপেই তার চোখের এ দশা। শুনে যিনীরা বলেন, তারা মিথো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বলছে। আল্লাহর কসম! লাত ও উথ্যা কোনো কিছুর ক্ষতি করার শক্তি রাখে না, রাখে না কোনো উপকারের ক্ষমতাও। এরপর আল্লাহ তার দৃষ্টশক্তি ফিরিয়ে দেন।"

আবু বাক্র এ মুক্ত করেন নাহদিয়া ও তার কন্যাকে; তারা দুজন 'আবদুদ-দার বংশের মেয়ে ছিলেন। একদিন আবু বাক্র এ এদের কাছ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আবু বাক্র এ দেখলেন তাদের মহিলা-মনিব তাদেরকে দিয়ে একটা জাঁতা দিয়ে কোথাও পাঠাচ্ছেন। (কোনো কারণে) রেগে গিয়ে তাদের মনিব বলল, "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের দুজনকে কখনোই মুক্ত করব না।"

আবু বাক্র 🥏 বললেন, "দেখো, তুমি কসম ভেঙে ওদের মুক্ত করে দাও।" মহিলা বলল, "তা হলে তুমিই তাদের বিনিময় দাও, আমি মুক্ত করে দেবো।" আবু বাক্র 🕒 বললেন, "কত চাও তুমি?"

সে একটা দাম উল্লেখ করল। আবু বাক্র 🕒 বললেন, "আমি তাদেরকে কিনে নিলাম। আজ থেকে তারা স্বাধীন।"

আবু বাক্র তখন তাদেরকে বললেন, "তোমরা তার জাঁতা এখন তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে চলে যাও।"

তারা বলল, "হে আবু বাক্র। উত্তম হয় যদি জিনিসটা পৌঁছে দিয়ে আসি, কী বলেন?"

তিনি বলেন, "সেটা এখন তোমাদের অভিরুচি।"।৬১১।

আমরা এখানে একটু থামব। ক্ষণকাল চিন্তা করে বের করব কীভাবে ইসলাম আবু বাক্র আস-সিদ্দীক ্র ও এই দুই দাসীর মধ্যে সমতা বিধান করেছে। তারা দুজন আবু বাক্রকে সম্বোধন করেছে একজন নিজের সমকক্ষ মানুষের মতো—একেবারে নাম ধরে। একজন দাস তার মনিবের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে সেভাবে নয় মোটেই। জাহিলি যুগে যেমন, তেমন ইসলামের যুগে এসেও তিনি তাদের দুজন থেকে সন্দান পেয়েছেন, মর্যাদা পেয়েছেন। যদিও আবু বাক্র ্র তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে অনেকে অনুগ্রহ করেছেন।

আরেকদিনের ঘটনা। আবু বাক্র ্র বানু 'আদি ইবনু কা'ব এলাকার মু'মিল গোত্রের একজন দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দাসীটি ছিলেন মুসলিম। দেখেন ইসলাম ছাড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে 'উমার ইবনুল-খাত্তাব তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। তখন পর্যস্ত 'উমার ইবনুল-খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করেননি। ছিলেন মুশরিক। 'উমার দাসীটিকে আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে আবু বাক্র ্র দাসীকে লক্ষ করে বলেন, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমার ভয়, আমি যদি তোমাকে এভাবে রেখে যাই তা হলে আল্লাহর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে বলবে, আল্লাহও

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft যাতে তোমার সঙ্গে এরপ আচরণ করেন। এরপর আবু বাক্র দাসীকে কিনে

হ্যাঁ, আবু বাক্র ্র এমনই ছিলেন; মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। দাসদাসীর মুক্তি দিতেন। ছিলেন শাইখুল-ইসলাম। আরবদের একজন প্রিয় মুখ তিনি।
তিনি অসহায়ের সহায়। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। দুর্বলের ভার উদ্রোলনকারী।
অতিথিপরায়ণ। সত্যের পৃষ্ঠপোষক। জাহিলিয়াতের কদর্যতায় নিমজ্জিত হননি তিনি।
সুহৃদ প্রিয় মানুষ সবার। দুর্বল, গরিব ও দাস-দাসীর জন্য তার হৃদয় কাঁদত। সম্পদের
প্রায় সব বিলিয়ে দেন দাসমুক্তিতে; কারও হাততালি কুড়ানোর জন্য নয়। কেবল
আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই সম্বাষ্টি প্রাপ্তি কল্পে তিনি এ মহৎ কাজটি করেন। আরও
মজার ব্যাপার হলো, সুবহান আল্লাহ, তিনি যখন দাসমুক্তির ব্যাপারে সবচেয়ে
অপ্রগামী তখনও পর্যন্ত ভালোবেসে দাসমুক্তির ইসলামি-বিধান ও এর জন্য সওয়াব
প্রাপ্তির বিষয়ে কোনো কিছুই নায়িল হয়নি।

আবু বাক্র ্র সমাজের মুসলিম গরিব, দুঃখী, অসহায় দাস-দাসীদের মুক্তির জন্য নিজের কট্টার্জিত সম্পদ ব্যয় করছেন। আর ওদিকে মুশরিকরা তার এমন কাজ দেখে হেসে গড়াগড়ি দিছে। বোকা ভেবে তাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাশা করত। অপরদিকে যিনি নিজের সম্পদ ব্যয় করছেন, তার ভাবনাটা দেখুন! তিনি এটাকে তার টাকা-পয়সা নষ্ট করা মনে করছেন না। যাদের জন্য তিনি ব্যয় করছেন, খরচ করছেন তারা দূরের কেউ নন, তারই দীনি ভাই; একদিকে তামাম দূনিয়ার মুশরিক ও আল্লাহর অবাধ্যরা, অন্যদিকে তার এই দীনি ভাইরা। এদের তুলনায় তার কাছে মুশরিকদের কানা কড়ির দাম নেই। এই যে দীনি-ল্রাতৃত্বের-মূল্যবোধ, এরই ওপর দাঁড়িয়ে তাওহীদের ভিত্তি। প্রস্ফুটিত হয় ইসলামি কৃষ্টি-কালচারের। এ মহৎ কাজগুলো যখন তিনি করেন তখন তাঁর মনের কোণো এমন ইচ্ছা ছিল না যে, তার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ হবে। একজন আবু বাক্রের নাম ছড়িয়ে পড়বে মানুষের মুখে মুখে। দুনিয়া কামিয়ে নেবেন এ সুযোগে—এমন ইচ্ছাও ছিল না তার। তা হলে তিনি কী জন্য করেছেন? তিনি শুধু চেয়েছেন আল্লাহর সম্বাষ্ট ; আর কিছুই না।

একবার আবু বাক্রের বাবা তাকে বললেন, "বংস! আমি দেখি তুমি শুধু দুর্বল, অসহায় দাস-দাসীদের মুক্ত করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তা না করে তুমি যদি কিছু শক্তি সামর্থ্যবান দাসকে মুক্ত করতে তা হলে তারা তোমার কাজে আসত। বিপদে-আপদে তোমাকে রক্ষা করত। তোমার অনুপস্থিতে তোমার কাজ আঞ্জাম দিত।"

গুনে আবু বাক্র 👵 বাবাকে বললেন, "বাবা, আমি আর কিছুই চাই না। আমার একটাই চাওয়া, আল্লাহর সম্ভষ্টি।" পুতরং এমন মহান সাহাবির মর্যাদা বর্ণনায় কুরজানের আয়তি নাযিল হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এটাই তো স্বাভাবিক। এ কুরজান তিলাওয়াত হতেই থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত আর আবু বাক্র সিদ্দীকের মর্যাদা সম্পর্কেও জানবে মানুষ। আল্লাহ বলেন:

অতএব, যে দান করে ও তাকওয়া অবলমন করে। এবং যা ভালো
তা সতা বলে মেনে নেয়, আমি তার জনা সুখের বিষয় (জায়াত)
সহজ করে দেবা। আর যে কার্পণা করে ও নিজেকে য়য়ংসম্পূর্ণ মনে
করে এবং যা ভালো তা মিথা বলে প্রত্যাখান করে, আমি তার জনা
কষ্টের বিষয় (জায়ায়াম) সহজ করে দেবো। আর তার সম্পদ তার
কোনই কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার দায়িত্ব
তো অবশাই পথ প্রদর্শন করা। আর পরকাল ও ইহাকাল (সব তো)
আমারই। তাই আমি তোমাদেরকে (জায়ায়ামের) শিখায়িত আগুন
সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। অত্যন্ত দুর্ভাগাবান কান্তিই তাতে প্রবেশ
করবে; যে অবিশ্বাস করে আর মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সতিাকার
আল্লাহভীর কান্তিকে তা থেকে দূরে রাখা হবে; যে পবিত্রতা অর্জনের
জন্য নিজের সম্পদ দান (ঝয়) করে। তার কাছে কারও এমন
কোনো অনুগ্রহ থাকে না, যার প্রতিদান দিতে হবে (অর্থাৎ সে
কারও কাছ থেকে এরকম কোনো অনুগ্রহ পেতে চায় না), তার
মহান প্রভুর সম্রিষ্ট অন্বেশণ ব্যতীত। আর সে অবশাই সম্রুষ্ট হবে।

[সূরা লাইল, ১২:৫-২১] 🔤

ইসলামের প্রথম প্রজন্মের লোকদের নিকট এই পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও প্রাতৃত্ববোধ জায়গা করে নিয়েছিল কল্যাণ মঙ্গলের সর্বোচ্চ শিখরের একটি হিসেবে। ইসলাম গ্রহণ করে ওই দাস-দাসীরা একেকজন হয়ে ওঠেন ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধারক-বাহক; তারা মশগুল থাকতেন দীনের আলোচনায়। এর শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থেকে একে রক্ষা করেন। দীনের জন্যই তারা ঝাঁপিয়ে পড়তেন জিহাদের ময়দানে। এই যে আবু বাক্রের দাস-দাসীদের কিনতে এগিয়ে আসা, কিনে নিয়ে তাদেরকে আবার মুক্ত করে দেওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, এই দীন, এই ইসলাম কত মহান। কত উদার। এবং এটাও প্রমাণ করে যে, এমন মহৎ কাজে এগিয়ে যাওয়াটা ছিল তাঁর মজ্জাগত। আজ মুসলিম বিশ্বে এমন অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করা কতই না প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এমন উচ্চ অনুভূতির জন্য সমাজ কীভাবেই না তাকিয়ে আছে সন্মুখ পানে। এরকম মহৎগুণই কেবল মুসলিম উদ্মাহর পারস্পরিক সহযোগিতা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ও প্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করবে। অথচ দীনের, তাওহীদের শক্ররা আমাদের গাফিলতির সুযোগ নিয়ে ঠিকই আমাদের, মুসলিমদের, ভাইদের মধ্যে বাধিয়ে রেখেছে বিবাদ।

'আম্মার ইবনু ইয়াসির ও তার বাবা-মা

'আদ্মারের বাবা ইয়াসির 🍮 ছিলেন ইয়েমেনের মানুষ; 'আনাস গোত্রের। তাদের এক ভাইকে খুঁজতে তার দুই ভাই, হারিস ও মালিককে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাকায় আসেন। ভাইকে খুঁজে পেয়ে দুই ভাই ইয়েমেনে চলে গেলেও ইয়াসির থেকে যান মাক্কাতেই। আবু হুযাইফা ইবনু মুগিরা আল-মাখযূমির সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন তিনি। আবু হুযাইফা সুমাইয়া বিনত খইয়াত নামের নিজের এক দাসীর সঙ্গে ইয়াসিরের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। সুমাইয়ার ঘরেই জন্ম নেন 'আদ্মার 🚚। আবু হুযাইফা মারা যাওয়ার আগে ইয়াসিরকে মুক্ত করে যান। এরপর মাক্কায় ইসলামের আগমন ঘটল। খবর পেয়ে ইয়াসির, সুমাইয়া ও তাদের সন্তান 'আদ্মার ইসলাম গ্রহণ করেন। সঙ্গে ইয়াসিরের ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসিরও ইসলাম গ্রহণ করেন। একযোগে এতজনের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে কাফিরদের তো মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। তাদের বানু মাখযূমের মনিবরা তাদের ওপর বেজায় ক্ষেপে যায়। নির্বিচারে মাখযূমের লোকেরা তাদের ওপর চালিয়ে দেয় নির্যাতনের স্টিম-রোলার। সূর্যের তাপে মাকার উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে, সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রেখে অমানুষিক নির্যাতন চালাত তাদের ওপর। একদিন তারা তাদেরকে শান্তি দিচ্ছিল এমন সময় রাস্ল 🕸 তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের শোনালেন সাস্ত্রনার বাণী: "ইয়াসির পরিবার। তোমরা সবর করো, ধৈর্যধারণ করো। কারণ, তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।" 👓

একদিনের ঘটনা। আবু জাহ্ল সুমাইয়ার কাছে এসে বলে, তুমি তো কেবল মুহাম্মাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ। শুনে সুমাইয়া আবু জাহ্লকে কটু বাক্য শুনিয়ে দেন। আবু জাহ্ল ক্ষিপ্ত হয়ে সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে বর্শার আঘাত করে তাকে মেরে ফেলে। সুমাইয়া ৣ ইসলামের প্রথম শহিদ। তার বিরোচিত পদক্ষেপে ও তার শহিদ হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর পথে তিনি মহান একটি কাজ সম্পন্ন করেন। নিজের জীবন দিয়ে তিনি বুঝিয়ে গেছেন, আল্লাহর দীনের জন্য জীবন দিতে হলেও দ্বিধা থাকতে নেই।

সাহাবি 'উসমান 🚕 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদিন আমি নবিজির হাত ধরে হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা 'আম্মার ইবনু ইয়াসিরের পরিবারের কাছে এসে পৌছি। রাস্লুল্লাহকে দেখে 'আম্মারের পিতা বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সময় কি এভাবেই যাবেং'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft "রাসূল ⊯ তাকে বললেন, 'সবর করো।' এরপর তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি ইয়াসির পরিবারকে ক্ষমা করুন। তারা অনেক কষ্ট করেছে।'

"রাসূলুল্লাহর দু'আর পর ইয়াসির 🧢 খুব বেশি দিন আর বাঁচেননি। দীনের জন্য শাস্তি ভোগ করতে করতেই তিনি মহান রবের কাছে চলে যান।"

ইয়াসিরের পরিবারকে যখন জগতের সবচেয়ে ভয়ংকর উপায়ে শাস্তি দিচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহর কিছু করার শক্তি ছিল না। ইয়াসির পরিবার হয়ে উঠেছিলেন ফিদা ও উৎসর্গের সমার্থক শব্দ। তারা না ছিলেন দাস যে তাদেরকে কিনে নিয়ে রাসূল 🕸 মুক্ত করে দেবেন। আবার রাসূলুল্লাহরও ছিল না এমন কোনো শক্তি যে, তিনি তাদের এমন কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা করবেন তাদেরকে। তিনি যা করতে পারতেন এবং করেছেনও, তিনি তাদের ক্ষমা ও জাল্লাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রতিনিয়ত উৎসাহ জুগিয়েছেন ধৈর্যধারণের জন্য ; যাতে করে কল্যাণময় এ পরিবারটি ইসলামের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে উঠতে পারেন উত্তম আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইতিহাস পরম্পরায় যখনই ইসলামের জন্য যারা শাস্তি ভোগ করবেন তাদের জন্য যাতে পাথেয় থাকে রাসূলুল্লাহর এ বাণীটি : "ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য ধরো। কারণ, তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।"

আগে মারা যান মা সুমাইয়া, এরপর বাবা ইয়াসির। তবে 'আন্মার 👵 আরও অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। এজন্য তাকে সহ্য করতে হয় বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। তাকে গণ্য করা হতো দুর্বলদের কাতারে; মাক্কায় তার এমন কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না, যারা তাকে কাফিরদের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করবে। আবার এমন কোনো শক্তিও ছিল না যাতে তিনি এ শাস্তির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। কুরাইশরা তাকে সূর্য-তাপে উত্তপ্ত হয়ে থাকা মাক্কার সবচেয়ে গরম মাটিতে ফেলে শাস্তি দিত। ঠিক দ্বিপ্রহরের সূর্যের অগ্নি-তাপে ফেলে তার গা পুড়িয়ে ফেলার উপক্রম করত। তবুও যাতে তিনি তার দীন থেকে ফিরে আসেন। 'আম্মারকে কাফির-মুশরিকরা এমন শাস্তি দিত যে, তিনি শাস্তির চোটে অচেতন হয়ে পড়তেন, তখন তিনি কী বলতেন না বলতেন সে দিকে তাঁর হুঁশ থাকত না। 'আম্মার 💸 যতক্ষণ না নবিজিকে গালিগালাজ করতেন এবং মুশরিকদের উপাস্যের সুনাম করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মুশরিকরা তাকে শাস্তি দিতেই থাকত। এরপর রাসূল 🐞 যখন তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করতেন: "তোমার কী অবস্থা?"

'আম্মারের বলতেন, খুবই খারাপ অবস্থা ইয়া রাস্লুলাহ। আলাহর কসম। আপনাকে গাল না দেওয়া পর্যন্ত, তাদের উপাস্যদের প্রশংসা না করা তারা আমাকে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ছাড়ছিল না। রাস্ল আ জানতে চান ; "তোমার মনের অবস্থা এখন কেমন অনুভব করছ?"

'আদ্মার জানালেন, ঈমানসমেত পূর্ণ প্রশান্তি অনুভব করছি। নবিজির প্রামর্শ: "যদি তারা আবার তোমাকে শান্তি দেয় তবে তুমিও অনুরূপ করবে।"

আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাখিল করলেন, সেখানে 'আদ্মারের ঈমানের সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়ার বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ বলেন :

"যারা ঈমান আনার পর আল্লাহর সঞ্জো কুফরি করে, তবে তারা নয়

যাদের ওপর বল প্রয়োগ করা হয় অথচ তারা ঈমানে স্থিরচিত; বরং

তারা যারা কুফরিতে মনে মনে সম্ভব্ট (মন থেকেই কুফরি করে),

এদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ আছে এবং এদের জন্য ভয়ানক শাস্তি
রয়েছে।"

[সূরা আন-নাহল, ১৬:১০৬]

এ দুজনের বিলাল ও 'আম্মারের ঘটনায় একটি সূক্ষ্ম ফিক্হ বোঝার ইঙ্গিত রয়েছে। শারী'আতের দৃটি পরিভাষা 'আযিমাত তথা বিধানকে তার সর্বোচ্চ মাত্রায় পালন করা ও রুখসাত তথা বিধানটিকে সহজ করে পালনের শারী'আত প্রদেয় সুযোগকে গ্রহণ করা—এ দুটোরই সুযোগ আছে। দীনের দা'ঈদের এ দুটো পরিভাষার, আযীমাত ও রুখসাত, অর্থকে হৃদয়ংগম করতে হবে। অনুধাবন এর গতি-প্রকৃতি। ঢালাওভাবে এর ব্যবহার, এর প্রয়োগ করবেন না; সঠিক পথ ও পন্থায় তিনি এর প্রয়োগ সাধন করবেন। এর যে সৃক্ষ্ম সীমারেখা শারী'আত বেঁধে দিয়েছে তার বাইরে তিনি পা ফেলবেন না; এ দুটোর প্রয়োগে করবেন না তিনি কোনোরূপ বাড়াবড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি।

সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস 🚐

সাহাবি সা'দ ইবনু ওয়াকাস হা প্রথম বিপদের সম্মুখীন হন নিজের কাফির মায়ের কাছ থেকে। তার মা তার খাবার ও পানীয়ের সকল পথ রুদ্ধ করে দেন। মহিলার একটাই আশা—ছেলে তার পূর্ব-ধর্মে ফিরে আসবে। ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, আল-'আশরা কিতাবে বর্ণনা করেন যে, সা'দ বলেন, আমার ক্ষেত্রেই কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয়, আল্লাহ বলেন:

"কিন্তু তারা (পিতামাতা) যদি এই চেন্টা করে, যাতে তুমি আমার সঞ্জো কোনো কিছুকে শরিক করো, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের আনুগতা করবে না। [সূরা পুকমান, ০১:১৫] Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আরও বলেন, "আমি আমার মায়ের খুবই আদরের ছিলাম। কিন্তু যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন তিনি বললেন, 'হে সা'দ! তোমার কী হলো? কেন এমন করছ বাবা? তুমি হয় এই দীন ছাড়বে, নয়তো আমি কিছুই খাব না, এমনকি পানি পর্যন্ত পান করব না: মরে গেলেও না। এরপর আমাকে দোষারোপ করা শুরু হলো। লোকেরা আমাকে 'মায়ের হস্তারক' বলা শুরু করল। আমি মাকে বললাম, 'আন্দা আপনি এমনটি করবেন না। আমি আমার এ দীনকে কোনো কিছুর বিনিময়েই ত্যাগ করব না।' এক দিন এক রাত কটিল। তিনি কিছু খেলেন না। তার কষ্ট হতে থাকে। আরেক দিন আরেক রাত এভাবে কাটল, তিনি কিছু খেলেন না। তার কষ্ট আরও বেড়ে গেল। আরও এক দিন এক রাত এভাবেই কাটল। এবারও তিনি কিছু ছুঁইয়েও দেখেননি। জীবন বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। আমি মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'মা, আপনি ভালো করেই জানেন, আল্লাহর কসম। আপনার যদি একশটা প্রাণ থাকত, এরপর একে একে সবগুলো জীবন শেষ হয়ে যেত, তারপরও আমি আমার দীন কোনো কিছুর বিনিময়েই ছাড়তাম না। এবার আপনি খান বা না খান একান্তই আপনার ব্যাপার, আমি আমার দীন আমি ছাড়ছি না।' একথা শুনে শেষপর্যন্ত মা খাবার খান।"

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, সা'দের মা একবার কসম করেন যে, তিনি তার ছেলের সঙ্গে ততদিন পর্যন্ত কথা বলবেন না, যতদিন না ছেলে তার দীন অস্বীকার করছে। একইসাথে খাবার দাবার করবেন না এমন কসমও তিনি করেন। সা'দের মা বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার দীনের রব তোমাকে পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণের আদেশ করেছেন; আমি তোমার মা। আমিই তোমাকে তোমার দীন ছেড়ে দিতে আদেশ করছি।' সা'দ বলেন, তিনি এভাবে খাওয়া–দাওয়া না করেই তিন দিন অতিবাহিত করেন। শেষে কষ্টের চোটে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। সা'দের আরেক ভাই 'উদ্মারা এগিয়ে এসে মাকে পানি পান করান। তিনি তখনও সা'দকে তার দীন ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে থাকেন। এরপর কুরআনের এই আয়াতটি নায়িল করেন। আল্লাহ বলেন,

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার সঞ্জো ভালো আচরণ করতে বলেছি। তবে তারা যদি তোমাকে আমার সঞ্জো এমন কিছু শরিক করতে বলে যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের আনুগতা করবে না।" [সূরা আনকাব্ত, ২১:৮] Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft একই রকম অর্থে সূরা লুকমানে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আয়াতটির শেষে আল্লাহ বলে দিয়েছেন:

"তবে দুনিয়ায় সৌহাদের সজো তাদেরকে সজা দেবে।" [স্রালুকমান, ৩১:১৫]

তিনি বলেন, এরপর আশপাশের লোকেরা যখন সা'দের মাকে খাওয়াতে চাইলেন তখন তারা একপ্রকার জাের করেই তার মুখ খুলে মুখে খাবার দিয়ে দেয়। সন্দেহ নেই দীনের পথে সা'দের যে কষ্ট হয়েছে তার চিত্রটা ভাষায় পুরাপুরি ব্যক্ত হবার নয়। মা মারা যেতে বসেছেন, তারপরও তিনি যে ঈমান থেকে বিচ্যুত হননি, এটা প্রমাণ করে তার ঈমানের ব্যাপ্তি তার মনের কতটা গভীরে প্রোথিত ছিল: ফল যা–ই হােক, ঈমানের প্রশ্নে তিনি কােনাে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না।

কুরআনের ধারাবাহিক অধ্যয়নে আমরা দেখব যে, কুরআন কাফির সঙ্গে সব ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলেছে। তবে তারা যদি আত্মীয়স্বজন হন সেক্ষেত্রে কুরআন তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে কঠিনভাবে বারণ করেছে। কিন্তু বন্ধুত্ব করা চলবে না; কারণ, বন্ধুত্ব হবে কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ইসলাম ও মু'মিনদের জন্য।

মুস'আব ইবনু 'উমাইর 🚓

মুস'আব ইবনু 'উমাইরের জন্ম মাঞ্চার ধনাত্য এক পরিবারে; যাকে বলে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম। পিতামাতার চোখের মণি, কলিজার টুকরা ছিলেন তিনি। মা মাঞ্চার ধনাত্য এক মহিলা। আদরের সন্তানকে সবচেয়ে মিহি কাপড়ের সবচেয়ে সুন্দর জামাটি পরাতেন তিনি। মুস'আব ু খুব পরিপাটি হয়ে সুগন্ধি মেখে মাঞ্চায় ঘুরে বেড়াতেন। পায়ে থাকত তার হাদরামি জুতা। শোয়ার সময় মাথার কাছে থাকত পনির, সবচেয়ে ভালো খেজুর। ঘুম থেকে উঠেই তিনি সেগুলো খেতেন। একদিন তিনি জানতে পারেন রাসূল ৠ দারুল-'আরকামে মানুষদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করছেন। শুনে তিনি সেখানে গিয়ে নবিজির কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। সাক্ষ্য দেন রাসূল ৠ সত্য নবি। সেখান থেকে বের হয়ে তিনি কারও কাছে তার ইসলাম গ্রহণের কথা ফাঁস করেননি। বিশেষ করে মা এবং তার গোত্রের লোকদের ভয়ে। তিনি রাসূলুয়ার সঙ্গে গোপনে গোপনে দেখা করতেন। একদিন 'উসমান ইবনু তালহা তাকে সালাত পড়তে দেখে তার মা ও গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে মুস'আবের ইসলাম গ্রহণের কথা বলে দেয়। শুনে সবাই তেড়ে মেড়ে এসে মুস'আবকে ধরে নিয়ে আটক করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রাখে; হাবশায় ইসলামের প্রথম হিজরাত হওয়ার আগপর্যন্ত মুস আব ্র এভাবেই বন্দি থাকেন।

সাঁদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস ্ব বলেন, আমি দেখেছি মুস'আবকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কত নিগৃহীত হতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে কী অমানুষিক কষ্ট। এমনকি আমি একদিন দেখি তিনি জীর্ণ জামা পরে আছেন। আবার হাষ্টপুষ্ট হাড্ডি কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে। রাসুল ঋ যখনই মুস'আবের কথা আলোচনা করতেন তখনই বলতেন, "আমি মাক্কাতে মুস'আবের চেয়ে আর কাউকে এত সুন্দর কোকড়ানো চুল, পরিপাটি জামা এবং এত নেয়ামাত ভোগ করতে দেখিনি।"

মুস'আব এত কষ্ট, এত শাস্তি ভোগ করেছেন যে, তিনি ধীরে ধীরে কৃশকায় হয়ে ওঠেন। শরীরে শক্তি বলে আর কিছু থাকত না। অবশেষে আল্লাহ তাকে উহুদ যুদ্ধের প্রান্তরে শহিদ হিসেবে কবুল করে তাকে অনুগ্রহ করেন।

যেসব যুবক অঢেল সম্পদের মাঝে হাবুড়ুবু খাচ্ছে, দালান-কোঠায়, প্রাসাদঅট্টালিকায় থাকার অহংকারে যাদের পা মাটিতে পড়ে না, বলতে গেলে তাদের জন্য
সাহাবি মুস'আব ক উত্তম অনুসরণীয় এক আদর্শ। এসব যুবক ও রাজকুমারদের
তুলনায় মুস'আব কি কোনো অংশে কম ছিলেন? না, বরং অনেক ক্ষেত্রে ছিলেন
বেশি। কিন্তু কেবল ইসলাম গ্রহণের জন্য তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে, সহ্য করতে
হয়েছে অনেক শান্তি। শান্তির প্রকোপে তার শরীর কৃশকায় হয়ে যায়। কিন্তু তিনি
ছিলেন ঈমানের বলে বলিয়ান। অলসতা করেননি, লজ্জা করে ঈমান আনার কথা
অস্বীকার করেননি। মনের কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় মজে যাননি। তিনি ইসলামের জন্য
প্রবঞ্চক, প্রতারক দুনিয়ার এই ভোগ-বিলাস, সুখ-কাতরতার সকল মুখোশ মুহূর্তের
ব্যবধানে ঝেড়ে ফেলেন।

যেদিন থেকে মুস'আব ্র আল্লাহর রাস্লের হাতে ইসলামের জন্য বাই'আত করলেন, প্রবেশ করলেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সেদিন থেকেই তিনি ভোগ-বিলাসিতাময় অতীতকে বিদায় জানান। বেছে নেন কষ্টকর জীবনের হাজার মাইল পথ। কষ্টের এ দরিয়া পার করেই তিনি তার ঈমানকে আরও উজ্জ্বল করবেন, বিশ্বাসের শেকড়কে গ্রোথিত করবেন আরও গভীরে। মুস'আব তার সুখকর অতীত জীবনের জন্য ফেলেননি কোনো দীর্ঘশ্বাস। ঈমানের যে স্বাদ তিনি আস্বাদন করেছেন তার তুলনা তো আর কিছুর সঙ্গেই চলে না। নতুন দীন ইসলাম গ্রহণ করে তার চিত্ত প্রশান্ত, তার অন্তর পরিতৃষ্ট। যদিও তিনি দেখেছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার গোত্রের লোকদের চোখ রাঙানি। তার ওপর হুমকি-ধমকি চলত প্রতিনিয়ত। ইসলাম গ্রহণ প্রবান হুগার আগের মুহূর্তটির সঙ্গে পরের মুহূর্তটির তুলনা করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft চোখ বন্ধ করে একটু ভাবুন তো। ইসলাম গ্রহণ করার আগে ধনীর আদরের দুলাল হয়ে পরিপাটি হয়ে, সুগন্ধি মেখে ঘুরে বেড়াতেন মাঝাময়। সে একই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হারালেন তার ধনাঢাতা। নরম তুলতলে বিছানার বদলে তিনিপেলেন পাথরের বিছানা। সুগন্ধি মাখানোর পরিবর্তে তার শরীর আজ রক্তাক্ত। ইসলাম গ্রহণের কারণে আত্মীয়স্বজনের চোখে তিনি আজ চক্ষুশূল। যারা একসময় কোলে নিয়েছিল, আদর করে মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়েছিল তারাই আজ তার শরীর থেকে ঝরাচ্ছে রক্ত। ক্ষুধার জ্বালা কাকে বলে, ইসলাম গ্রহণের আগে যার জানা হয়নি কোনোদিন, ক্ষুধার সময় তার খাবার জোটে না। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? কোথাও কোনো খাবার নেই সেজন্য? না, সেজন্য না। তার একটাই অপরাধ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পৌত্তলিকতা ছেড়ে তিনি শুদ্ধ হয়েছেন। 'ইবাদাত করেছেন এক আল্লাহর। মুস্পাবাকে শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে হিজরাত করতে হয়।

তবে তিনি যে এত কষ্ট ভোগ করলেন, বিপদের মুখোমুখি হলেন, সহ্য করলেন অনেক অমানুষিক শাস্তি, এতে কিন্তু তার ঈমান আরও পাকাপোক্ত হয়েছে। তার বিশ্বাস আরও মজবৃত হয়েছে। মুস'আবের আলোচনা এখন এ পর্যন্তই। <u>মাদীনায়</u> গিয়ে তার সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হবে।

খাব্বাব ইবনুল-আরাত 🐗

খাব্বাব ্রু ছিলেন মাকার এক কর্মকার। ইসলামের উষাকালেই আল্লাহ তাকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করেন। তিনি হিদায়াতের সন্ধান পান। দারুল-'আরকাম ইবনুল-'আরকামে গোপনে থেকে থেকে রাসূল 🗱 যখন তাঁর সাহাবিদেরকে দীনের তা'লিম দেন তার আগেই খাব্বাব 剩 ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি এমন দুর্বল মুসলিমদের দলে ছিলেন যাদেরকে কাফির-মুশরিকরা দীন থেকে ফিরিয়ে আনতে তাদের ওপর চালাত নানা রকম নির্যাতন। পাপাচারী মুশরিকরা খাব্বাবের পিঠ প্রখর সুর্যতাপের নিচে মরুভূমির তপ্ত পাথরের ওপর চেপে ধরত। পিঠ পুড়ে সেখান থেকে রক্ত ও পানি বের হয়ে একাকার হয়ে যেত।

রাসূল # খাবরাবকে খুবই ভালোবাসতেন। তার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল # প্রায়ই তার কাছে আসতেন, তার খোঁজখবর নিতেন। এ খবর পেয়ে তার মহিলামনিব, উদ্মু আনমার আল-খুয়া ইয়া গনগনে আগুনে পুড়ে গরম একটা লোহা হাতে সোজা গিয়ে খাবরাবের মাথায় চেপে ধরে। রাসূলুল্লাহর কাছে খাবরাব ⇒ সবিস্তারে সবকিছু বললে রাসূলুল্লাহ তাকে সান্তুনার বাণী শোনান। তিনি বলেন, "হে আলাহ, আপনি খাবরাবকে সাহায্য করুন।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft খাব্বাবের মনিব তার পেছেনে কুকুর লেলিয়ে দিও। ওই মহিলাকে কেউ যদি বলত, খাব্বাবকে সেঁকা দিয়ে আসো। সঙ্গে সঙ্গে সে গরম লোহা হাতে নিয়ে তার মাথায় লোহাটি চেপে ধরত। যারা খাব্বাবের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে চান তাদের জন্য অবশ্যই এখানে শিক্ষা রয়েছে।

ধীরে ধীরে যখন মুসলিমদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতন বেড়ে গেল তখন একদিন খাব্বাব ্র রাসূল্লাহর কাছে এলেন। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে রাসূল জ তখন কা'বার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাসূল্লাহর কাছে তিনি জানতে চান, "আমাদের জন্য কি আপনি সাহায্য চাইবেন না, আল্লাহর কাছে কি আমাদের মুক্তির জন্য আপনি দু'আ করবেন না?"

তার এ কথা শুনে রাসূল ঋ শোয়া থেকে উঠে বসলেন। চেহারা লাল হয়ে যায় তাঁর। তিনি খাব্বাবকে বললেন, "তোমাদের পূর্বে এমন লোকও ছিল, দীনের পথে আসার কারণে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে করাত এনে মাথা থেকে শুরু করে, লম্বালম্বিভাবে চিড়ে ফেলা হয়; তারপরও তাকে তার দীনের পথ বিচ্যুত করা যায়নি। লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরের হাঁড় থেকে গোশত আলগা করে ফেলেছে। তারপরও তিনি নিজ দীন থেকে নড়েননি একচুল। আল্লাহর কসম। এ দীন অতি অবশ্যই পূর্ণতা পাবে; সেদিন একজন আরোহী সার্নআ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করবে; সে শুধু আল্লাহকেই ভয় করবে আর কাউকেই নয়। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহড়ো করছ।"

শাইখ সালমান আল-'আউদা, হাফিযাহুলা, এ হাদীসটির ওপর অত্যন্ত বিনয়ী ছোট্র একটি টীকা লেখেন। তিনি বলেন, সুবহান আল্লাহ। তখন এমন কী হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে এবং তিনি শোয়া থেকে বসে গেলেন? এরপর তাঁর সাহাবিদেরকে এমন কঠিন ও শক্ত ভাষায় কথা বলেন এবং তাড়াহুড়োর করার জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেন?

কারণ, সাহাবিরা তাঁর নিকট দু'আ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

না, কখনো না। এমনটা না হোক। রাসূল ঋ তো তাঁর উদ্মাতের অনেক আপন ছিলেন। ছিলেন খুবই দয়ালু।

রাসূলুল্লাহর নিকট খাব্বাবের দু'আ করতে বলার অনুরোধটা ছিল এমন—আপনি আমাদের জন্য দু'আ করবেন না? আপনি আমাদের জন্য সাহায্য চাইবেন না? খাব্বাব কথাটি বলেছেন কষ্টের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে; যখন আর পারছিলেন না কষ্ট সহ্য করতে। তিনি চাচ্ছিলেন এমন আয়াব থেকে দ্রুত নিস্তার পান। সাহায্য খুব কাছেই তিনি <mark>মান করেছিন্স উমন ভারনা থেকেই পার্ক্ষাক LM নার্বজ্ঞিরী</mark> সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করার অনুরোধ জানান।

কিন্তু মুহাম্মাদ 🐲 তো আল্লাহর রাসূল। তিনি ভালো করেই জানেন, প্রতিটি বিষয়ই সময় ও উপায়-উপকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত: সাহায্য প্রাপ্তির পূর্বশার্ত কষ্ট ভোগ করা। নবি-রাসূলগণ সবাই অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, ভোগ করেছেন অনেক কষ্ট, সহ্য করেছেন নানা অপমান ও লাঞ্ছনা। এরপরে গিয়ে আল্লাহর সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ বলেন:

অবশেষে রাসূলগণ যখন নিরাশ হতো এবং মনে করত যে তাদেরকে

মিখ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসত

এবং আমি যাদেরকে চাইতাম তারা রক্ষা পেত। আর অপরাধীদের
থেকে আমার শান্তি ফেরানো যায় না।

[সূরা ইউসুফ, ১২:১১০]

কোনো মানুষের পক্ষে, শুধু টেক্সট পড়ে, অনুধাবন করা সম্ভব না যে, সাহাবিরা যখন রাসূলুল্লাহর নিকট দু'আ ও সাহায্য চাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন তখন তারা কী অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। যদি এ লোক সাহাবিদের কট্ট ভোগ করার কাছাকাছি কোনো কট্ট ভোগ করেন কিংবা আল্লাহর দীনের পথে এর সামান্যতমও শাস্তি পেয়ে থাকেন তাহলেই তিনি যদি কিছু বুঝে থাকেন।

রাসূল 🕸 তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন যে যে বিষয়ের ওপর

- পূর্ববর্তী নবি-রাসূল ও তাদের অনুসারীরা কীভাবে আল্লাহর পথে ত্যাগতিতিক্ষা স্বীকার করেছেন, তার উদাহরণ টেনে রাসূল
 ভার সাহাবিদের
 প্রবোধ দিতেন।
- আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল মু'মিনদের জন্য জাল্লাতে যে নেয়ামাত তৈরি করে
 রেখেছেন সে কথা সাহাবিদেরকে তিনি স্মরণ করাতেন।
- অচিরেই মু'মিনদেরকে আল্লাহ, এ দুনিয়াতেই সাহায্য করবেন। অপরদিকে অপদস্থ করবেন কাফির-মুশরিকদেরকে।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বড় বিষয় রয়ে গেছে। আর তা হলো, এত কিছুর
পরও রাসূল ★ কিন্তু বৈষয়িক সব ধরনের উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে তিনি পরিকল্পনা
করতেন কীভাবে তাঁর অনুসারীদেরকে এমন অবস্থা থেকে বাঁচানো যায়। মু'মিনদের
ওপর মুশরিকদের অনবরত শাস্তি দেওয়ার পথ কীভাবে রুদ্ধ করা যায়। তিনি
পরিকল্পনা করতেন কী করে এমন একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় যেটি দীনের জন্য

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিইদি করবৈ, যে রাষ্ট্র সুযোগ করে দেবে প্রতিটি মুসলিম যাতে আল্লাহর 'ইবাদাত করতে পারে যেখানে ইচ্ছা সেখানে। দূর করবে দীনের পথের সকল বাধা-বিপত্তি; যে বাধা-বিপত্তি আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতে বাধা দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

খাব্বাবকে দীনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে কাফির-মুশরিকরা কী কী অপচেষ্টা করেছিল তার একটা বর্ণনা তাঁর জাবানিতেই শোনা যাক। তিনি বলেন, "আমি ছিলাম একজন কর্মকার; আমার কাছে 'আস ইবনু ওয়াইল নামের এক ব্যক্তির ধার দেনা ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে দেনা মওকুফ করতে চাইলাম। জবাবে সেবলল, 'না, আল্লাহর কসম। আমি তোমার দেনা মওকুফ করব না।' তবে তুমি যদি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করো, তা হলে তোমার দেনা মওকুফ করতে পারি।' আমি তাকে জানালাম, 'আল্লাহর কসম। মরে গেলেও আমি নবি মুহাম্মাদ শ্লু অস্বীকার করব না।' সেবলল, 'তবে আমি যখন মরে যাব, আবার উথিত হব তারপর না হয় আমার কাছে এসে তোমার দেনা নিয়ে যেও। সেখানে আমার কিছু সম্পদ থাকবে, একটা সন্তান থাকবে আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।' এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাথিল করেন কুরআনের এই আয়াতটি তিন।

"তৃমি কি সেই লোকটিকে দেখেছ, যে আমার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করেছে আর বলেছে, (আমি যদি পুনজীবিত হই তা হলে) অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে? সে কি গায়েব জেনে গেছে, নাকি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো ওয়াদা নিয়েছে? কিছুতেই না। সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বাড়িয়ে দেবো। আর সে যা বলে তাতে (তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে) উত্তরাধিকারী হব এবং সে আমার কাছে একা আসবে।"

[সূরা মারইয়াম, ১৯:৭৭-৮০]

একবার 'উমার ইবনুল-খান্তাব ্রু তার খিলাফাতের সময়ে খাব্বাবকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে কী কী দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। জবাবে খাব্বাব ্রু শুধু তার পিঠটা 'উমারকে দেখালেন। 'উমার ্রু দেখেন পিঠে বড় বড় গর্ত। তিনি সবিস্ময়ে বলেন: আমি আজকের মতো আর কোনোদিন দেখেনি। খাব্বাব ্রু বলেন, "আমিরুল-মু'মিনীন, মুশরিকরা আমার জন্য বড় একটা পাত্রে পানি ফুটাত। এরপর আমাকে জাের নিয়ে সেটাতে রেখে সিদ্ধ করত। এরপর একটা লােক এসে আমার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরত। আমার পিঠ আশুনের ওপর রেখে ঝলসে দিত। সে আশুন কোনাে পানিতে নয়, আমার চর্বি গলে গলে নিভেছে।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft 'আবদুলাহ ইবনু মাস'উদ

সব শ্রেণির মানুষের সঙ্গেই নবিজ্ঞির আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি মাক্কার বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের সঙ্গে খুবই অমায়িক ব্যবহার করতেন। বাচ্চাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন হেসে হেসে। কোমল আচরণ করতেন তাদের সঙ্গে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের সঙ্গে যখন নবিজির দেখা হয়েছিল, তিনি ছিলেন অল্পবয়স্ক। তারপরও তার সে সাক্ষাৎ ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। রাসূলুল্লাহর সঙ্গে তার সেই সাক্ষাতের কথা আমাদেরকে জানাচ্ছেন এভাবে,

আমি তখন ছোট। 'উকবা ইবনু আবু মু'ঈতের মেষ মাঠে চরাচ্ছিলাম। সে পথ দিয়ে রাস্ল 🐲 ও আবু বাক্র 🎿 যাচ্ছিলেন। রাস্লুল্লাহ আমাকে বললেন, "এই খোকা, একটু দুধ হবে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হবে। কিন্তু এগুলো তো আমার কাছে আমানাত। এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি বিশ্বস্ত।"

রাসূল 🕸 বললেন, "আচ্ছা, তা হলে এমন কোনো ছাগী আছে যেটা এখনো দৃগ্ধবতী হয়নি?"

আমি তাঁর নিকট একটা ছাগী নিয়ে এলাম। তিনি ছাগীটির ওলানের হাত রাখলেন। ওলান ভরে উঠল দুধে। একটি পাত্রে তিনি দুধ দোহন করেন। নিজে খেলেন, আবু বাক্রকেও খাওয়ালেন। এরপর রাস্ল # ওলানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "চুপসে যাও।"

ওলান ঠিক আগের মতো হয়ে গেল—দুধহীন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেন, এ ঘটনার পর আমি নবিজির নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ঋ! আমাকে কুরআন থেকে কিছু শিক্ষা দিন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেন, রাসূল ঋ আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন, কারণ, তুমি তো একজন প্রজ্ঞাবান কিশোর।"। তেন

এ হলো 'আবদ্লাহ ইবনু মাস'উদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। তার ইসলাম গ্রহণের চাবিকাঠি ছিল মহান দুটি উক্তি, প্রথমটি তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি একজন বিশ্বস্ত লোক।" দ্বিতীয় উক্তিটি তাকে সত্যয়ন করে। রাসূল ৠ তার প্রশংসা করে বলেন, "তুমি তো একজন প্রজ্ঞাবান কিশোর।" উক্তি দুটি তার জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। তার সৌভাগ্য ইসলাম গ্রহণ করার। বয়স্কালে তিনি বড় বড় জ্ঞানী সাহাবির একজন হয়ে ওঠেন। অন্য সাহাবিদের সঙ্গে তিনিও ঈমানের কাতারে শামিল হন। জ্ঞার আঘাত হানেন পৌত্তলিকতার দুর্গে। তিনি সেই প্রজ্ঞানের মুসলিম সৌভাগ্যবানদের একজন।

ইমাম ইবিনু স্থাজার আসকলানি জাষদুল্লাহ ইবনু মাস উদ্দেশ সম্পর্টের বলেন, "তিনি প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের একজন; ইসলাম গ্রহণ করেন প্রথমদিকে। দুটি হিজরাত করেন। বাদ্র যুদ্ধসহ পরবর্তী আরও অনেক যুদ্ধে তার অংশগ্রহণ ছিল। থাকতেন নবিজির সঙ্গে; বহন করতেন তাঁর জুতা।"

ইসলামের ইতিহাসে প্রকাশ্য দিবালোকে উচ্চকিত আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াতকারী সাহাবি

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ্রু ছিলেন একে তো দাস তার ওপর তার এমন কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল না যারা বিপদে-আপদে তার পাশে দাঁড়াতে পারে। শারীরিক গঠনে ছিলেন না সুঠামদেহী; ছিলেন কৃশকায়, ছিপছিপে গড়নের। পা দুটো কাঠির মতো সরু। এমন শারীরিক গঠন নিয়ে কেউ যে বীরত্ব প্রকাশ করবেন, সেটা তো প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। অথচ সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ হ্রু তা-ই করে দেখালেন।

একদিনের ঘটনা। লোকদের আনাগোনা বেশি এমন একটি জায়গা গিয়ে দাঁড়ালেন। আশপাশে কুরাইশের লোকেরা ভিড় করে আছে। তিনি অনেক মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে উচ্চকিত আওয়াজে, সুললিত কঠে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। তার এই তিলাওয়াত তাদের কানের তালায় আঘাত করল, ঘুমন্ত মনের দরজায় কড়া নাড়ল। রাসূলুল্লাহর পর মাক্কায় 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ 😹 প্রথম কুরআন এভাবে জোরে জোরে তিলাওয়াত করেন।

ঘটনাটির সূত্রপাত এভাবে: একদিন সাহাবিরা এক জায়গায় জমায়েত হন।
নিজেরা বলাবলি করছিলেন, "আল্লাহর কসম! কুরাইশরা কুরআনুল-কারীমের
তিলাওয়াত খুব উচ্চকিত আওয়াজে এখনো শুনেনি। কেউ কি পারবে তাদেরকে
জোরে জোরে তিলাওয়াত করে শুনিয়ে আসতে? শুনেই তো 'আবদুলাহ ইবনু মাস'উদ

র বলে ওঠেন, "আমি পারব।"

সাহাবিরা বললেন, "তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আমাদের দরকার এমন একজন লোক মাক্কাতে যার আত্মীয়স্বজন আছে। মুশরিকরা তার কোনো ক্ষতি করতে চাইলেও আত্মীয়রা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে যাবে!"

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ 🚜 বলেন, আপনারা আমার ব্যাপারে শক্কিত হবেন না। আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন। Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ইবনু মাস উদ ্র রওনা দেন। দ্বিপ্রহরে তিনি সেখানে গিয়ে পৌছেন। কুরাইশরা যথারীতি তাদের মঞ্জমায় উপস্থিত। ইবনু মাস উদ্ ্র গিয়ে একটি উঁচু স্থানে উঠে শুরু করেন জ্ঞারে জ্ঞােরে কুরআন তিলাওয়াত। বিসমিশ্লাহসহ স্রা আর-রাহমানের প্রথম দৃটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। তিনি পড়েন:

"কর্ণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। পরম কর্ণাময় (আল্লাহ)। কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" [সূরা আর-রাহমান, ৫৫;১,২]

পড়তে পড়তে তিনি স্রাটির আরও সামনের দিকে যেতে থাকেন। বাড় বুরিয়ে মৃশরিকরা তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা, দাসের মায়ের ছেলে কীবলল রেং কেউ কেউ বলল, সে তো মৃহাদ্দাদ যা নিয়ে এসেছে তা-ই পড়ছিল এতক্ষণ! তেড়ে মেড়ে গিয়ে তাকে সরাই আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। তবুইবনু মাস'উদ তার কুরআন তিলাওয়াত থামিয়ে দেননি। এ অবস্থাতেও কুরআন পড়তে থাকেন। কুরাইশরা তাকে ছেড়ে দিলে তিনি সাহাবিদের কাছে ফিরে আসেন। চেহারা পুরাপুরি বিধ্বস্ত। সাহাবিরা তাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে এ ভয়টাই আমরা করেছিলাম। তিনি বললেন, আপ্লাহর শক্রদের চেয়ে এখন আমার নিকট এত কম ভয়ংকর আর কিছুই নেই। আপনারা যদি চান তো কাল আবার আমি তাদের কাছে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে আসি। তারা বললেন, না, য়েথই হয়েছে। এবার ক্ষান্ত দাও। মৃশরিকরা যে কুরআনকে খুবই অপছন্দ করে, তুমি তো তার তিলাওয়াত তাদেরকে শুনিয়ে এসেছ।

সন্দেহ নেই, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের সাহসী এই ভূমিকা কুরাইশদের জন্য ছিল মস্ত বড় এক চ্যালেঞ্জ। মাক্কার সবচেয়ে কুলীন এ গোত্রের মুখে কেমন যেন করে একটা চপেটাঘাত করা। এমন একটা আঘাত আসবে তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। রাগের মাথায় কুরাইশরা তাকে মার দেওয়ার পরও তিনি দমে যাননি, বরং পরদিন আবারও তাদের সামনে জোরে জোরে কুরআন তিলাওয়াতের আশা ব্যক্ত করেন।

খালিদ ইবনু সা'দ ইবনুল-আস 👵

খালিদ ইবনু সা'দ একেবারে প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পেছনে অন্য রকম একটা কারণ আছে। কারণটা একটা স্বথ্ন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি একটা আগুনের গর্তের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। কে যেন তাকে সে আগুনে ঠেলে ফেলে দিছে। কিন্তু রাস্ল 🐲 তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন যেন তিনি পড়ে না যান। ভয় পেয়ে জেগে ওঠেন ঘুম থেকে। তার স্থির বিশ্বাস স্বপ্নের প্রতিটি চিত্র, প্রতিটি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিক্যুয়েন্স সত্য। আবু বাক্রের নিকট তিনি স্বপ্নের বৃত্তাস্ত শোনান। শুনে আবু বাক্র

তাকে বললেন, "তোমার কল্যাণ চাওয়া হচ্ছে। ইনি সত্য নবি, আল্লাহর রাসূল।
তুমি তাকে অনুসরণ করো।"

খালিদ ইবনু সা'দ বাস্লুলাহর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে বাবার ভয়ে তিনি বাাপারটি চেপে যান: গোপন রাখেন। কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণের কথা খুব বেশিদিন চাপা থাকেনি। জানাজানি হয়ে যায়। তার বাবা দেখলেন, ছেলে অধিকাংশ সময় কোথায় কোথায় যেন থাকে, তার দেখা পাওয়া যায় না সহজে। বাবা তার অন্য ভাইদেরকে খোঁজ নেওয়ার জন্য তার পেছনে লাগিয়ে দেন। তারা তাকে ধরে নিয়ে আসে। বাবা আচ্ছামতো ভর্ৎসনা করেন তাকে। হাতের একটা লাঠি কিংবা চাবুক তিনি ছেলের মাথায় বাড়ি মারেন। এরপর মাক্কাতে তাকে আটকে রাখেন। অন্য ভাইদেরকে তার সঙ্গে কথা বলা বারণ করে দেন। সতর্ক থাকতে বলেন তার কর্মকাণ্ড থেকে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে আটকে রাখেন বাবা, রাখেন অভুক্ত। তিন দিন পর্যন্ত দেননি এক ফোঁটা পানি। বিপরীতে, প্রতিবাদে মুখর হননি সাহাবি খালিদ ইবনু সা'দ ক্র। থেকেছেন সবুর করে। কষ্টের বিনিময়ে পাবেন উত্তম প্রতিদান—এমন আশা পোষণ করেছেন। তার অবিচল আস্থা দেখে বাবা তাকে বললেন, "আল্লাহর কসম। আমি তোমার খাবার বন্ধ করেই রাখব।" খালিদ বললেন, "তুমি যদি আমার খাবার বন্ধও রাখো, সমস্যা নেই। আল্লাহ আমাকে এমন পরিস্থিতিতেও খাওয়াবেন।"

ছাড়া পেয়ে তিনি সোজা নবিজির কাছে চলে আসেন। নবিজিকে তিনি খুবই সম্মান করতেন। তাঁর সঙ্গে থাকতেন। এরপর দ্বিতীয় হিজরাতের সময় তিনি আরও অনেক মুসলিমের সঙ্গে হাবশায় হিজরাত করেন।

'উসমান ইবনু মার্য'উন 😹

'উসমান ্ধ্র মাক্কার সমাজে এতদিন বেশ ভালোই ছিলেন। যেই না তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন অমনি তার সঙ্গে গোত্র, বানু জুমার লোকেরা শুরু করে দেয় শক্রতা। তার ওপর চালায় জুলুম-নির্যাতনের খড়গ। গোত্রের লোকদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় উমাইয়া ইবনু খল্ফ। শেষ পর্যন্ত তিনি হাবশায় হিজরাত করেন।

খুব বেশিদিন তিনি আবিসিনিয়ায় ছিলেন না। সেখান থেকে মুসলিমদের যে দলটি মাকায় প্রথম ফিরে আসেন তিনি তাদের সঙ্গী হন। ওয়ালীদ ইবনুল-মুগিরার নিরাপত্তায় তিনি মাকায় প্রবেশ করেন। ওয়ালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি প্রশান্তচিত্তে ও নিরাপদেই মাকায় প্রবেশ করেন। কিন্তু এসে তো তাঁর চক্ষু ছানাবড়া। দেখেন রাস্লুলাহর সাহাবিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আগের মতোই আছে, কমেনি এতটুকু। তিনি এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারলেন না যে, তার দীনি ভাইরা মার খাচ্ছেন.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আর ওয়ালীদ তাকে অশ্রেয় দিয়েছেন বলে তাকে কেউ ঘটাতে সাহস করেছে না। তিনি বললেন, "একজন মৃশরিকের আশ্রয়ে থেকে আমার সকাল-সদ্ধাা কী আরামেই না কাটছে! অথচ আমার বন্ধুরা, দীনের অনুসারীরা, শুধু আল্লাহকে মানার কারণে কত কষ্টটাই না করছে। এমন কষ্ট তো আমার কেশাগ্রও ছুঁতে পারেনি। আমার ঈমান কত কম এটা তার পরিচায়ক।"

তিনি আর কালক্ষেপণ না করে ওয়ালীদ ইবনুল-মুগিরার কাছে ছুটে যান। তাকে বলেন, "'আবদুশ-শাম্স, আপনি আমাকে এতদিন ধরে যে নিরাপত্তা দিয়ে এসেছেন তা আমি আপনার কাছে ফেরত দিচ্ছি।"

ওয়ালীদের সবিস্ময় প্রশ্ন, "কেন, ভাতিজা? তোমার থেকে আমার নিরাপত্তা উঠিয়ে নিলে তোমার ওপর নির্যাতন শুরু হবে, এমনকি তোমাকে হত্যা করা হতে পারে।"

উত্তরে 'উসমান জানান, "না, তবে আমার বিশ্বাস আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর আশ্রয়ের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। তাঁর আশ্রয় ছাড়া আমি আর কারও আশ্রয় চাই না।"

ওয়ালীদ বললেন, "ঠিক আছে। তা হলে চলো কা'বা চত্বরের দিকে। আমি যেভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, এখন তুমিও সেভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে আমার আশ্রয় আমার কাছে ফেরত দাও।"

কাবার চত্বরে এসে তিনি মানুষের সামনে ঘোষণা দিয়ে ওয়ালীদের আশ্রয় থেকে নিজেকে মুক্ত বলে জানিয়ে দেন। সেখান থেকে 'উসমান ্র কুরাইশদের একটি বৈঠকে আসেন। তাদের সঙ্গে বসেন। তখন সেখানে কবি লাবীদ ইবনু রাবি'আ উপস্থিত। কবি একটি পঙ্তি গেয়ে ওঠেন, "জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই পরিত্যাজ্য।"

পাশ থেকে 'উসমান বলে ওঠেন, "তুমি সত্য বলেছ।"

লাবীদ কবিতা আবৃত্তি করতেই থাকেন। তিনি আরেকটি পঙ্তি বলেন, "সকল নেয়ামাত, সকল অনুগ্রহ ফুরবেই নিঃসন্দেহে।"

এবার 'উসমান বললেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ। জান্নাতের নেয়ামাত ফুরাবার নয়।" লাবীদ কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কুরাইশ সম্প্রদায়, আশ্লাহর কসম, এতক্ষণ তো তোমাদের বৈঠকে কোনো উপদ্রব ছিল না, এই লোক কখন তোমাদের মাঝে উড়ে এসে জুড়ে বসলং"

তাদের একজন বলল, "সে মুহাম্মাদের বোকা সাথিদের একজন। তারা আমাদের ধর্মের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে। সে কী বলল না বলল এ নিয়ে মন খারাপ করো না।" ভিসমনি লোকটির কথার জবাব দিলে লোকটি উঠে এসে তার চোখে আঘাত করে। এতে তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে সময় ওয়ালীদ ইবনুল-মুগিরা কাছে ধারেই ছিল। সে বসে বসে এতক্ষণ সবই দেখেছে। 'উসমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ভাতিজা, আল্লাহর কসম, যে আঘাতটা তুমি পেয়েছ তার চেয়েও বহু দামি তোমার ওই চোখ। আমি তোমাকে নিরাপত্তার আশ্রয় দিয়েছিলাম।"

গুনে 'উসমান বললেন, "আল্লাহর কসম, আমার যে চোখটা এখনো অক্ষত আছে সেটা কতই না তুচ্ছ, আল্লাহর জন্য যে চোখে আমি আঘাত পেয়েছি সেটার তুলনায়। 'আবদুশ-শাম্স, আমি এমন একজন সন্তার আশ্রয়ে আছি যিনি তোমার থেকে বহু বহু গুণ শক্তিশালী ও সম্মানিত।"

ওয়ালীদ আবারও 'উসমানকে তার আশ্রয় গ্রহণ প্রস্তাব দিলেও 'উসমান তা প্রত্যাখ্যান করেন।

'উসমানের ঈমান কত দৃঢ় তা এ ঘটনাটি থেকেই প্রতীয়মান। তিনি চোখ হারানো সত্ত্বেও একজন কাফিরের আশ্রয় দ্বিতীয়বার গ্রহণ করতে রাজি হননি। একটাই আশা—তিনি আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবেন। তিনি মারা যাওয়ার পর উদ্মুল-'আলা আনসারি নামের একজন মহিলা স্বপ্নে দেখেন, তাকে জালাতে একটি ঝরনা দেওয়া হয়েছে। কুলকুল শব্দে সেটা বয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখে তিনি রাস্লুলাহর কাছে এসে বৃত্তান্ত জানান। রাস্ল ৠ তখন বললেন, "এটা তার কাজের বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে।" □ বা

এছাড়াও সাহাবিদেরকে সহ্য করতে হয়েছে আরও নানা ধরনের শাস্তি। এবং আমরা দেখেছি কুরাইশের এই মুসলিম দলটি কীভাবে নবিজির দা ওয়াতের বাণী গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর প্রতিটি ডাকে সাড়া দেন তারা। তাঁর চারপাশে তারা বেস্টন করে থাকতেন। যদিও সমাজ, তাদের বাপ-দাদারা তাদের এমন আচরণ মেনে নিতে পারেনি। উলটো তাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন নির্যাতনের খড়গ। ইসলাম গ্রহণের আগে তারা যে ভোগ-বিলাসিতায় মন্ত থাকতেন, ইসলাম গ্রহণ করে মুহূর্তের ব্যবধানে সেগুলোর মায়া ত্যাগ করে আসতে তাদের কন্ট হয়নি এতটুকু। একটাই আশা তাদের —আল্লাহ তাদের ওপর খুশি হবেন। দুনিয়ার এ কন্টের বিনিময়ে তাদেরকে তিনি আথিরাতে উত্তম প্রতিদান দেবেন।

মুশরিকদের নির্যাতনের স্টিম রোলার যে শুধু পুরুষ সাহাবিদের ওপরই চলেছে—
ব্যাপারটি আদৌ সে রকম নয়। বরং অনেক মহিলা সাহাবিকেও ভোগ করতে
হতো অমানুষিক সব নির্যাতন। তাদের অপরাধ আর কিছুই না। তারা ইসলাম গ্রহণ
করেছে, এই ছিল তাদের অপরাধ। এমন কয়েকজন মহিলা সাহাবির নাম—সুনাইয়া

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বিনত খাইয়াত, ফাতিমা বিনত্ল-খাতাব, মুআদ্মিল গোত্রের দাসী লাবীবা, যিন্নীরা আর-রূমিয়া, নাহদিয়া ও তার দু-কন্যা, উদ্মু 'উবাইস, বিলালের মা হামামাসহ আরও অনেকে।

মাক্কায় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা নিজেদেরকে মুশরিকদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা চাইতেন মনে-প্রাণে। শত নির্যাতনের মুখেও মুসলিমদের এই যে শান্তিপূর্ণ অবস্থান এটা তাদের অনেকেরই রাগের কারণ হতো। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা যুবক ছিলেন, তারা তো কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এর একটা সমাধানের আশায় 'আবদুর-রাহমান ইবনু 'আওফ কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাঞ্চায় নবিজির নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো ভালোই ছিলাম যখন আমরা মুশরিক ছিলাম, সবাই আমাদেরকে সন্মান করত। কিন্তু যেই ইসলাম গ্রহণ করলাম আমরা হয়ে পড়লাম সবচেয়ে অপদস্থ। নবি হ্ল বললেন, "আমি এখন ধৈর্যধারণের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সুতরাং তোমরা এখনই গোত্রটির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ো না।"

মাক্কায় যুদ্ধের বিধান না দেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক গবেষকই অনেক কথা বলেছেন। এদের একজন সাইয়িয়দ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, চিন্তা-ভাবনা করে, গবেষণা করে আমরা যা পেয়েছি, আমাদের হাতে যা এসে পৌছেছে সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই যে, এগুলোই একমাত্র কারণ। আমরা যদি বলি এগুলো একমাত্র ও আসল কারণ সেটাও ভুল হবে। কারণ, আল্লাহ এর পেছনের কারণ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু জানাননি। আবার আমরা গবেষণা করে এমন কিছু কারণ বের করলাম, যেগুলো আসলে কোনো কারণই না। হয়তো সেগুলোর কাছাকাছি, কিন্তু সেগুলো না।

হ্যাঁ, এটাই একজন মু'মিন গুণ। সে আল্লাহর যেকোনো বিধানকে মেনে নেবে বিনা বাক্য ব্যয়ে; জানতে চাইবে না এটা কেন হলো, আর ওটা কেন হলো না। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে রবের সব বিধানের পেছনে নিহিত প্রজ্ঞা জানা সম্ভব না। কিন্তু তিনি জানেন; তিনি 'আলীম মহাজ্ঞানী, খবীর সর্বজ্ঞ। মাক্কায় কেন আল্লাহ জিহাদের হকুম দেননি তার কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা এখানে যা বলব তা কেবল আমাদের গবেষণালব্ধ। আমাদের সামান্য প্রচেষ্টার ফসল। ওয়াহির মতো নিশ্চিত কোনো বিষয় নয়। কারণ, আল্লাহ ছাড়া এর প্রকৃত কারণ আর কেউই জানে না। কেউই বলতে পারে না উদ্ঘাটিত অনুসন্ধানগুলোই একমাত্র ও চূড়ান্ত সত্য। আমাদের গবেষণায় যে কারণগুলো বেরিয়ে এসেছে তার সংক্ষিপ্তরূপ নিচে তুলে ধরা হলো:

- মাকার জিহাদের ইকুম না দেওয়ার পেছনে একটা কারণ হতে পারে
 এরকম—একটা নির্ধারিত পরিমণ্ডলে, নির্দিষ্ট কিছু অবস্থানের মধ্য দিয়ে
 নির্ধারিত কিছু মানুষকে প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত করাই ছিল উদ্দেশ্য। এমন
 শক্রভাবাপন্ন পরিবেশে তাদেরকে তারবিয়া প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য ছিল,
 নিজের ওপর কোনো ধরনের অন্যায় আচরণ হলে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা
 আরবদের ধাঁতে ছিল না; তাই মুসলিম হওয়ার পর নির্যাতিত হওয়ার মাধ্যমে
 তাদেরকে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো।
- কুরাইশরা যে ধারার জীবনযাপন করত এবং যে পরিবেশে তাদের বেড়ে ওঠা তার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে দা'ওয়াত দেওয়া বেশি কার্যকর। কুরাইশদের মতো একই সঙ্গে কুলীন ও দান্তিক গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া মানেই হলো আগুলে ঘি ঢালা; জাহিলি আরবের কুখ্যাত সব যুদ্ধ, দাহিস, গুবরা ও বাস্সের পর আবার নতুন করে অভিনব মোড়কে খুনাখুনিকে উসকে দেওয়া। দা'ওয়াতের পরিবর্তে ইসলাম তখন পরিচিত হতো দান্ধাবাজ হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে বেমালুম ভুলে যেত তার মূল কাজ।
- মাক্কা যুগে জিহাদের হুকুম না দেওয়ার আরেকটা কারণ হতে পারে এমন—
 গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা। খেয়াল করুন, মু'মিনরা ইসলাম
 গ্রহণ করার কারণে নির্যাতিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো কে তাদের
 নির্যাতন করল? সে কি কোনো একক ব্যক্তিং নাকি নিয়মতান্ত্রিক কোনো
 সরকার বা প্রশাসন তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছেং যদি নিয়মতান্ত্রিক কোনো
 সরকার করে থাকত তা হলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা য়েত, কিন্তু বিষয়টি
 আদৌ সে রকম নয়। বরং এটা ছিল কিছু ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক। তাদের
 বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানে হছে ওই গোত্রের প্রতিটি লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা।
 মানুষ তখন হাসাহিস করত, আড়ালে আবডালে কানাঘুয়া করত: ও আছা,
 এই হলো তা হলে ইসলাম। মুশরিকরাও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের
 নতুন একটা রসদ পেয়ে য়েত। হাজ্জের মৌসুমে তারা আগত হাজিদের কাছে
 গিয়ে বিলত, এই দেখো দেখো, মুহাম্মাদ কী করছেং পিতা-পুত্রের
 মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করছে। গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতির বিনাশ ঘটাছেছ। যদি রাস্ল

 রাবাকে হত্যা করার জন্য ছেলেকে, মনিবকে হত্যা করার জন্য দাসকে
 আদেশ করতেন তা হলে অবস্থা কী দাঁড়াত ভাবা য়ায়ং

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
হতে পারে আজ যারা মুসলিমদেরকে তাদের দীন থেকে সরিয়ে রাখার জন্য
আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, তারাই হয়তো একদিন দীনের আহ্বানে সাড়া দেবে।
এই ইসলামকে রক্ষার জন্য এরাই হয়তো তখন থাকবে সামনের সারির
সৈন্য। শুধু সৈন্য বলছি কেনং এরাই হয়ে উঠবেন বড় কোনো নেতা। আছা,
'উমার এ কি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ননং

হতে পারে তখন মুসলিমদের সংখ্যা হাতেগোনা; তার ওপর তাদের চলাফেরা মাক্কাতেই অবরুদ্ধ। উপদ্বীপের অন্য অঞ্চলে ইসলামের আলো সেভাবে পৌঁছেনি তখনও। কুরাইশদের নিজেদের মধ্যে লেগে থাকা যুদ্ধের বিষয়ে তখন পর্যন্ত আরবের অন্যান্য গোত্র নাক গলাত না; তাদের অবস্থান ছিল নিরপেক্ষ। তারা দেখছিল পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়। আরবের এ সময়ে ছোট ছোট যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি শুরু হয়। হয়তো মুসলিমরা সেই যুদ্ধে মুশরিকদের যুদ্ধের মাঠে কাবু করতে পারলেও শির্ক তো মূলোৎপাটি হয়ে য়াবে না। আর শির্ক থেকে গেলে তো ইসলাম আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। পাওয়া য়াবে না ইসলামের বাস্তব কোনো প্রতিচ্ছবি। অথচ এ দীনের আগমন জীবনের মানহাজ বাতলে দিতে, দুনিয়ার পদ্ধিলতা মাড়িয়ে দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ দেখাতে।

রাসূলুল্লাহর সাহাবিরা কীসে কল্যাণ আর কীসে অকল্যাণ এ জ্ঞানটা নিয়েছেন সরাসরি কুরআন থেকে। তারা জানতেন কীভাবে বাস্তবতার নিরিখে তাদের সব কাজ পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি
দিয়ো না; তা হলে তারা অজ্ঞতাবশত অন্যায়ভাবে আল্লাহকেও
গালি দেবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের
নিজ্ঞদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। (ফলে যার কাজ তার
কাছে ভালো মনে হয়।) অতঃপর তাদের প্রভুর কাছেই তাদের
প্রত্যাবর্তন (নির্ধারিত)। তখন তিনি তাদেরকে তারা যা করত তা
অর্বহিত করবেন।"

কোনো কল্যাপকর কাজ, কোনো মহৎ কর্ম যদি এরচেয়েও কয়েকগুণ বড় কোনো অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায় তখন সাহাবিরা এমন কল্যাণকর কাজ ছেড়ে দিতেন। এ ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে একটা চারিত্রিক সুষমা, ঈমানের সৌন্দর্য পুকিয়ে আছে। যে সব মুশরিক বোকারা সত্যের বিষয়ে পুরোপুরি অঞ্জ ও যাদের অন্তর আল্লাহর পরিচয় ও তার পরিত্র ঘোষণায় নারিষ্ট নয় তাদের সঙ্গে অসুস্থ পাল্লা দেওয়া সাহাবিরা এড়িয়ে চলতেন। 'আলিমগণ জানান যে, প্রত্যেকটি কাজের পেছেনে এই যে প্রজ্ঞাপূর্ণ কিছু কারণ থাকে সেটা যে কেবল মাক্কা যুগের ঘটনাগুলোর জন্যই নির্দিষ্ট, ব্যাপারটি এ রকম নয়। বরং সবযুগেই মুসলিম উদ্মাহর জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণগুলো প্রযোজ্য হবে। যতদিন কাফিরদের হাতে ক্ষমতা থাকরে, যতদিন তারা ইসলাম ও মুসলিমদের কাছে নতি স্বীকার করবে না কিংবা তাদের থেকে যদি এমন আশক্ষা থাকে যে, তারা ইসলাম, নবি ঋ ও আল্লাহ তা'আলাকে গাল পাড়রে, ততদিন পর্যন্ত মুসলিদের উচিত হবে না তাদেরকে বাপ-বাপান্ত করা। ঠিক হবে না তাদের ধর্ম, উপাসনালয় নিয়ে কোনো কটু কথা বলা। এমন কিছুও করা ঠিক হবে না যাতে মনে হতে পারে তাদের ধর্মের দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে। কারণ, এমন কাজ কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। এটা তাদের অপরাধ-প্রবণতাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়েই দিতে পারে কেবল।

মাকাতে রাস্লুল্লাহর নুবৃওয়াতি জীবনের ব্যাপ্তিকাল মাত্র তেরো বছর। দেখুন, এই তেরো বছরে কোনো যুদ্ধ ছিল না তাঁর দা'ওয়াতি কাজে। তাঁর মনোযোগ সাহাবিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানে, তাদেরকে প্রস্তুতকরণে। 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র কালিমার যে ব্যঞ্জনা, অর্থের দ্যোতনা রাসূল ৠ সাহাবিদের মনে গেঁথে দেন। তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন যে, অন্য কাজের ব্যাপারে তাড়াছড়োর চেয়ে আকীদা বিশুদ্ধ করার বিষয়টি অনেক অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে। বিশুদ্ধ আকীদার বীজ সাহাবিদের মনে আপনাআপনি রোপিত হবে ভাবাটা অবান্তর। এর জন্য প্রয়োজন ছিল ধারাবাহিক ও নিবিড় পরিচর্যা; কোনো তাড়াছড়োর বিষয় নয় এটি। আল্লাহর পথের দা'ঈরা দেখবেন, আল্লাহর রাসূল ৠ কীভাবে তাঁর সাহাবিদেরকে আকীদার বিষয়ে তারবিয়া দেন, প্রশিক্ষণ দেন। দা'ঈ দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। গ্রহণ করবেন শিক্ষা, মার্জিত হবেন নবিজির আদর্শ গ্রহণ করে। কারণ, দা'ঈ দেখবেন রাস্লুল্লাহর সাহাবিরা এর মধ্য দিয়েই লাভ করতেন ঈমানের প্রফুল্লতা।

রাসূল 🗯 তাঁর সাহাবিদেরকে কুপ্রবৃত্তি দমনের আদেশ করতেন। উপদেশ দিতেন সবুর করার, ধৈর্য ধরার। তিনি নিজে থেকে থেকে তাদেরকে এই প্রশিক্ষণগুলো দিতেন। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার কথা বলতেন। 'ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ বাতলাতেন। মাকা যুগের নাথিলকৃত কুরআনের আয়াতগুলো খেয়াল করুন। আল্লাহ বলেন:

"হে বস্ত্রাবৃত (নবি)! রাত জেগে থাকো (রাত জেগে 'ইবাদাত করো), একটু সময় বাতীত; রাতের অধেক, অথবা তার থেকেও একটু কমাও;

কিংবা ভার চেয়ে (বিষ্ণু) বিড়া ও আরও স্পন্ধ ও সুনারভাবে কুরজার তিলাওয়াত করো।" [স্রা মুখ্যা মিল, ৭০:১-৪]

সূরা মৃথ্যাদ্বিলের এই আয়াতগুলো সাহাবিদেরকে রাত জেগে 'ইবাদাত করা, আল্লাহর স্মরণে সর্বদা নিরত থাকা, তাঁর ওপর ভরসা করা, সবুর করার আবশ্যকতা এবং ভালো কাজ করার পর আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করার গুরুত্বের প্রতি ইক্ষিত করছে।

সূরা মৃথ্যাদ্বিলের প্রাথমিক আয়াতগুলা নবিজিকে রাতের একটা অংশ সালাতের জন্য নির্ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; প্রথমে আল্লাহ তাঁকে রাতের অর্ধেক, পারলে তার চেয়ে বেশি, না পারলে তার চেয়ে কম অংশে সালাত পড়ে রাত কাটানোর জন্য। প্রায় একটা বছর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা আল্লাহর এই নির্দেশ পালনে রাত জেগে জেগে সালাত পড়তেন। তাদের পা ফুলে যেত এতে। আল্লাহ দেখলেন তাঁর রাসূল ও সাহাবিরা তাঁরই আদেশ পালনে অনেক সচেষ্ট। তাদের আর কিছু প্রাপ্তির আশা নেই। কেবল একটাই আশা; আল্লাহর সন্তুষ্টি। তখন আল্লাহ তাদের কষ্ট কিছুটা লঘব করলেন। তিনি তাদের প্রতি কৃপা করেন। আল্লাহ বলেন:

"তোমার রব তো জানেন যে, তুমি (কখনো) রাতের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ, (কখনো) অর্ধেক এবং (কখনো) তিন ভাগের এক ভাগ জেগে (ইবাদাতে মগ্ন) থাকো; তোমার সঞ্জীদের একটি দলও। আল্লাহই রাত ও দিন পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা তার (পূর্ণ) হিসাব রাখতে পারবে না; তাই তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। কাজেই কুরআন য়তটুকু (পাঠ করা) সহজ হয়, তোমরা ততটুকু পাঠ করো। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ থাকবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করতে জমিনে ঘুরে বেড়াবে, কেউ কেউ আবার আল্লাহর পথে লড়াই (জিহাদ) করবে; কাজেই তা য়তটুকু (পাঠ করা) সহজ হয় ততটুকু পাঠ করো; আর সালাত কায়েম করো, য়াকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে উন্তম ঝণ দাও। তোমরা নিজদের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় পাবে য়ে, তা আরও ভালো এবং প্রস্কার হিসেবে আরও বড়। আর আল্লাহর কাছে ক্মা চাও। নিক্রেই আল্লাহ ক্মাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা মৃয্যাম্মিল, ৭০:২০]

সাহাবিদের নানাভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে; বিছানায় শয়নের মাত্রা কমিয়ে, ঘুম-কাতরতা ঝেড়ে ফেলে, প্রিয় জিনিসকে বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে কষ্টসহিষ্ণুতার Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে তাদেরকে মুক্ত করার উপায় দেখানো হয়। নেতৃত্বের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করার উপায়োগী করে গড়ে তোলা হয় তাদের। অবশ্যই প্রশিক্ষণটা হওয়া চাই ওয়াহি ভিত্তিক। আল্লাহ সাহাবিদেরকে তাঁর দীনের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য বাছাই করেন। তাদের থেকে কাউকে কাউকে তিনি মানুষের জন্য আদর্শরূপে তৈরি করেন। মাক্কার এই ঐতিহাসিক সময়ে দশজন মু'মিনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ব পায় য়ে কাজটি তা হলো, মানুষদেরকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহ্বান করা। তাদেরকে শির্কের রাছমুক্ত করে ঈমানের আলোয় উভাসিত করা। আল্লাহ বলেন:

"তাদের পার্মদেশ বিছানা থেকে ('ইবাদাতের জন্য) পৃথক হয়।
(শাস্তির) ভয় ও (পুরস্কারের) আশা নিয়ে তারা তাদের রবকে
ভাকে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।"
[সূরা আস-সাজদা, ০২:১৬]

সূরা মুয্যাদ্মিলে আল্লাহ সুবহানান্থ ওয়া তা'আলা কিয়ামুল-লাইল বা রাতের সালাতের প্রশংসা করেছেন এবং রাতে সালাত পড়ার কথা বলেছেন। কুরআনকে পড়তে বলেছেন, ধীরে ধীরে, তারতীলসমেত; অর্থ বুঝে বুঝে আল্লাহর বাণী হৃদয়ংগম করে করে। আল্লাহ বলেন:

"রাতে ("ইবাদাতের জন) ওঠা (প্রবৃত্তিকে) শক্তভাবে দমনে এবং (কথা) সঠিকভাবে উচ্চারণে অত্যন্ত সহায়ক।"[সূরা মৃধ্যান্মিল, ৭০:৬]

গভীর রাতে চারপাশ থাকে সুনসান নীরব। সমগ্র সৃষ্টি অচেতন থাকে ঘুমে।
মাথায় দুনিয়ার কোনো ঝামেলা এসে ভিড় করে না। একান্ত নিভূতে রবের কাছে
ব্যক্ত করা যায় নিজের সব আকৃতি-মিনতি। দুনিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই, নেই
কর্মময় দিনের ব্যস্ততা। এমন সুনসান পরিবেশেই কেবল আল্লাহর নিবেদিত হয়ে
নিষ্ঠার সঙ্গে 'ইবাদাত করা সম্ভব। সম্ভব আল্লাহর ওয়াহিকে যথোচিতভাবে গ্রহণ
করা। আল্লাহ বলেন:

"আমি তোমার ওপর এক ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বাণী নাযিল করব।"
[স্রা মৃথ্যাম্মিল, ৭০:৫]

এখানে 'ভারী বাণী' দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনুল-কারীম। মাক্কা যুগের মুসলিমদের ক্ষুরধার এ প্রস্তুতির প্রকাশ আমরা দেখি, সাহাবিদের জিহাদের কষ্ট হাসিমুখে বরণে, মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে। ইসলামের জন্য তাদের গভীর নিষ্ঠাতে। আর দেখেছি বিশ্বের সবার কাছে দীনের দা'ওয়াত প্রসারে ও দুনিয়ার মানুষের মাঝে সে বাণীর প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার মধ্যে।

রাসূল শ্লু মার্কা যুগে ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতি গুরুতারোপ করেন। তিনি সাহাবিদের জাহিলি-আকীদার ভুল শুধরে দিয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদার চর্চা করতেন বেশি। তিনি এমনভাবে সাহাবিদেরকে আকীদার শিক্ষা দেন যেন তার শির্কের কোনো প্রভাব তাদের চেতনার ওপর না থাকে। এটা সাহাবিদের আত্মিক পরিশুদ্ধি সাধনে বড় একটি ভূমিকা রাখে। ইসলামের দা'ওয়াতের পথে তখন কাফির-মুশরিকদের নির্যাতন প্রতিরোধ এবং সে কষ্ট সহ্য করার মানসিক শক্তি তৈরি হয়। এ প্রশিক্ষণের কারণেই সাহাবিরা সবাই আলাদা আলাদা সত্তা হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের জন্য তারা হয়ে ওঠেন একটি শরীরেরই মতো: মুশরিকদের কঠিন কোনো নির্যাতনের মুখেও তারা ভেঙে পড়েননি। টলাতে পারেনি তাদের মনোবল। রাসূল 🛳 তাদের মাঝে মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে দেন। কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত এ দ্রাতৃত্ব বন্ধন রক্তসম্পর্কের দ্রাতৃত্বের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমরা এ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। রাসূলুল্লাহর কথা তাদের মনে দারুণ দাগ কাটে। তাঁর জাহিলি যুগের শত্রুতা ভূলে গিয়ে স্থেফ ইসলামের জন্য, আল্লাহর সম্ভণ্টি পাবার আশায় অন্য মুসলিম ভাইকে আপন করে নেন সৃদৃঢ় প্রাতৃত্ব-বন্ধনে। তারা অন্য মুসলিম ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতেন বিপদে-আপদে। অন্যের কষ্ট লাঘবকে জ্ঞান করতেন নিজের পরম কর্তব্য বলে। বিনিময়ে তিনিও ওই মুসলিম ভাইটির কাছ থেকে অনুরূপ সেবা পাবেন, তার বিপদে দৌড়ে আসবেন—এমন আশায় নয়। হ্যাঁ, একটা উদ্দেশ্য তো অবশ্যই ছিল। আর সেটা হলো নিছক আল্লাহর সম্ভুষ্টি। এই যে একজন মুসলিম তার আরেক মুসলিম ভাইকে কেবল আল্লাহর সম্বৃষ্টির জন্য সাহায্য করেছেন—এটাই হলো ইসলামি সমাজে মজবৃত বন্ধনের ধারাবাহিকতার রহস্য। রাসূল 🕸 একটি হাদীসে কুদসিতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ বললেন, "আমাকে যারা ভালোবাসে তাদের জন্য এমন একটি নূর হবে, যা দেখে নবি ও শহিদরা পর্যন্ত ঈর্ষা করবে।" 🕬

এভাবেই মুসলিমদের কাজকর্মের মাপকাঠি হয়ে ওঠে ইসলামি প্রাতৃত্ববোধ।
শুধু আল্লাহর জন্য আরেক মুসলিম ভাইকে ভালোবাসাটা সবচেয়ে উত্তম কাজে
পরিগণিত হয় সাহাবিদের কাছে। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর জন্য তাদের পারস্পরিক
ভালোবাসার উত্তম প্রতিদান দেবেন। রাসূল # এ বন্ধন যেন কোনোভাবেই আলগা
না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সতর্ক করতেন। কীভাবে প্রাতৃত্ব বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা
যায় তার জন্য তিনি কিছু মূলনীতি শিক্ষা দেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, "তোমরা
পরস্পরে রেষারেষি করো না, হিংসা করো না, একজনের পেছনে আরেকজন লেগো
না। তোমরা স্বাই ভাই ভাই হয়ে আল্লাহর বান্দা হও।"

Compressed with EDF Compressor by DLM Infosoft রাসুল শ্রু ইসলামের সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট সচেষ্ট। ইসলামের ওপর আঘাতকারী যেকোনো শক্তির মোকাবিলার জন্য নিজদের এক থাকার গুরুত্ব অনুধাবন করাতেন সাহাবিদেরকে। সমাজের সবার মধ্যে সমতা বিধান করতেন, দিতেন পূর্ণ স্বাধীনতা। রাসূলুল্লাহর বৈঠকে কথা বলার, নিজের মত পেশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল সবার। বিভিন্ন সলা-পরামর্শে সাহাবিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মুহাম্মাদ 🔹 মানুষের মাঝে সমতার মূলনীতি নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব ও নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে তিনি সমতা বিধান করেন। রাসূল 🕸 কর্তৃক সমতার এই অনন্য বিধান তাঁর সাহাবিদের মনে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে; তারা এ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েই আরেক মুসলিম ভাইকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসেন, আল্লাহর জন্যই অন্যের বিপদে দৌড়ে যান। আল্লাহর জন্য, একমাত্র আল্লাহর জন্যই তারা অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে কুষ্ঠাবোধ করত না। সর্বশক্তি ব্যয় করত সে মুসলিম ভাইকে বিপদ থেকে উদ্ধারে। রাসূল 🕸 রং-বর্ণ, জাত-পাত, বংশ-গোত্র, কুলীন-অকুলীন ইত্যাদির মাপকাঠিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করেননি। মানুষদের মধ্যে কেউ ধনী হতে পারে, কেউবা ফকির, কেউ কালো তো কেউবা সাদা। কিন্তু এসব নগণ্য জিনিস কারও অধিকার প্রাপ্তিতে, দায়িত্ব পালনে, কিংবা আল্লাহর 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকার অন্তরায় নয় কোনোভাবেই। আল্লাহর সামনে এদের সবাই সমান, একই সারির। একই কাতারের।

রাসূলুল্লাহর এ শিক্ষার সূন্দর একটা উপমা আমরা এখন দেখব। তিনি একজন নবি। তিনি সবার নবি। তিনি মাক্কার সম্মানিতদেরকে যেভাবে দীনের দা ওয়াত দিতেন, তেমনি অন্য সাধারণ মানুষদেরকে দীনের পথে ডাকতেন। কিন্তু মুশরিকরা রাস্লুল্লাহর দীনি আলোচনার বৈঠকে গরিব, দাস ও দুর্বল শ্রেণির মুসলিমদের সঙ্গে বসতে নারাজ, তাদের যত অনীহা। তাদের আপত্তি—ওই লোকগুলোর সঙ্গে আমরা বসব না, আলাদা একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করুন, সেখানেই আমরা বসব। রাসূল প্রতাদেরকে বোঝালেন যে, ওয়াহির বৈঠকে, হিদায়াতের মজলিসে ছোটবড় কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই সমান। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কথা; তারা দাসদের সঙ্গে একই বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহ তা আলা এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাথিল করেন কুরআনের আয়াত। আল্লাহ বলেন:

"তুমি ধৈর্যসহকারে নিজেকে তাদের সঞ্জো রাখবে যারা তাদের রবের সন্তুষ্টিকস্পে সকাল-সম্খায় তাঁকে ডাকে। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য কামনায় তাদের থেকে তোমার চোখ ফিরিয়ে নেবে না। Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আর এমন লোকের আনুগতা করবে না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করেছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজই হলো বাড়াবাড়ি। বলো, সতা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে (এসেছে)। অতএব, যার ইচ্ছে বিশ্বাস কর্বক আর যার ইচ্ছে অবিশ্বাস কর্বক। আমি জ্ঞালিমদের জন্য জ্ঞাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি যার বেস্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে। আর তারা যদি পানীয় চায়, তা হলে তাদেরকে গলিত ধাতুর মতো পানীয় দেওয়া হবে, যা (তাদের) মুখমঙলসমূহ দগ্ধ করবে। কত খারাপ পানীয় (এটা)! কত নিকৃষ্ট বিশ্রামন্থল (এই জ্ঞাহান্নাম)!" [সূরা কাহফ, ১৮:২৮,২৯]

এখানেই শেষ নয়; রাসূল ***** যখন অন্ধ সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাকতৃমের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মাকার মুশরিক কিছু নেতার সঙ্গে আলাপে মনোযোগী হন, তখন আলাহ সুবহানাহ ওয়া তা আলা নবিজিকে এজন্য ভর্ৎসনা করেন। মৃদু কোনো ভর্ৎসনা নয়; রীতিমতো কঠিন ভর্ৎসনা।

রাসূল * মুসলিমদের সামাজিক বন্ধন যাতে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় সেজন্য তিনি তাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈষয়িক অনেক দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। যাতে তাদের একজন ধনী মুসলিম একজন গরিব অসহায় মুসলিমকে সাহায্য করবেন। দুর্বল মুসলিমকে সান্ত্বনার বাণী শোনাবেন শক্তিশালী মুসলিম। তিনি মুসলিমদের মধ্যে এমন ছোট্ট একটা ছিদ্রও রাখেননি, যা দিয়ে কাফির-মুশরিকরা ইসলামের প্রথম এই দলটির ওপর আঘাত হানবে। রাসূল * মুসলিমদের এমন এক সুসংগঠিত দলে পরিণত করেন যাদের গাত্রদেহে এসে ভেঙে পড়েছে মাক্কার মুশরিকদের সকল কৃটকৌশল।

সাহাবিদের আত্মিক পরিশুদ্ধতায় কুরআনের প্রভাব

কুরআনুল-কারীম একদিকে মুসলিমদের বিভিন্ন নির্যাতনের মুখে পাহাড়সম ধৈর্যধারণের সাহস জুগিয়েছে, অন্যদিকে মুশরিকদেরকে বিভিন্ন আযাবের ভয়ও দেখিয়েছে। কুরআনের এমন ভূমিকা দেখে সাহাবিদের মনে সাহস বেড়ে যায় বহুগুণে। দৃটি দিক থেকে কুরআন সাহাবিদেরকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে:

- রাসূল
 রাস্ল রাম্বারিদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিতেন। তাদের সঙ্গে তিনি উত্তম
 আচরণ করতেন। তাদের জানাতেন উষ্ণ সম্ভাষণ। কোনো কর্তব্য পালন না
 করার কারণে মাঝে মাঝে তিনি তাদেরকে মৃদু ভর্ৎসনাও করতেন।
- কুরআন সাহাবিদেরকে সাম্ভ্রনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী নবি-রাস্লদের বিভিন্ন
 ঘটনা তুলে ধরত। কীভাবে তারা সহ্য করেছেন নির্যাতন, ভোগ করেছেন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেক লাঞ্ছনা। কুরআন দেখিয়েছে, তারা কীর্ভাবে এ কঠিন নির্যাতনের মুখেও ধৈর্য ধরেছেন, সবর করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরআন সাহাবিদের অনেক কাজের প্রশংসা করেছে, কস্টের বিনিময়ে সওয়াব প্রাপ্তির আশা শুনিয়েছে, সুসংবাদ দিয়েছে জাল্লাত পাওয়ার। আর বিপরীতে যারা তাদের নির্যাতন করছে, তাদেরকে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে কঠিন আযাবের আগাম বার্তা।

প্রথম দিকটির আলোচনা বিস্তারিত করা যাক: খাববাব, 'আদ্মার, সফওয়ান ইবনু উমাইয়ার দাস ইবনু ফাকীহা ইয়াসার, সুহাইবের মতো দুর্বল-অসহায় প্রেণির সাহাবিদেরকে নিয়ে যখন রাসূল শ্ল মাসজিদুল-হারামে বসেন তখন মুশরিকরা তা দেখে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বাণ ছুড়ে দিত। তারা বলাবলি করত, এই দেখো দেখো, এরাই নাকি মুহাদ্মাদের সঙ্গীসাথি। তারা আরও বলত, আল্লাহ কি আমাদের মধ্য থেকে সত্য ও হিদায়াতের আলো দিয়ে এদেরকেই অনুগ্রহ করলেন। মুহাদ্মাদ যা নিয়ে এসেছে তা যদি উত্তমই হবে, তবে তারা আমাদের আগে মুহাদ্মাদের কাছে যেতে পারত না এবং আল্লাহও আমাদেরকে ছেড়ে এ লোকগুলোকে তাঁর জন্য বাছাই করতেন না।

কিন্তু আল্লাহ তাদের এমন ঠাট্টা-তামাশার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কুরআনে। তিনি সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ যে তাঁর কিছু বান্দার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, ঈমানের আলােয় আলােকিত করেছেন, তা এজন্য নয় যে, তাদের বিশেষ মান-মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান রয়েছে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিষয়টি অনুধাবনে তাগাদা দিয়েছেন। পাছে সাহাবিদের সামাজিক অবস্থানের কথা তুলে ধরে কাফিররা যেসব কথা বলে তাতে রাস্ল ঋ প্রভাবিত না হন। কুরআনে সাহাবিদের প্রকৃত অবস্থান তুলে আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন:

"আর সেইসব লোককে তাড়িয়ে দিয়ো না, যারা তাদের রবকে পাওয়ার জন্দ সকাল-সম্খায় তাঁকে ডাকে। তোমার ওপর তাদের জবাবদিহির কোনো ভার নেই এবং তাদের ওপরও তোমার জবাবদিহির কোনো ভার নেই। অতএব তাদেরকে তাড়াবে কেন? এটা করলে তৃমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এভাবেই আমি একদলকে আরেকদল দারা পরীক্ষা করেছি; কেননা তারা বলতে পারত, আল্লাহ কি আমাদের মধ্য থেকে এদেরকেই অনুগ্রহ করলেন? কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে আল্লাহই কি সবচেয়ে বেশি অবগত নন? যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে তারা তোমার কাছে এলে তৃমি বলবে, তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক! তোমাদের রব অনুগ্রহ করাকে নিজের কর্তক বলে ছির করেছেন। (তাই) তোমাদের মধ্যে

কেউ যদি অক্ততাবদত কোনো খারাপ কজি করে এবং তারপর
তাওবা করে ও সংকাজ করে তা হলে নিচয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু।"
[সূরা আন'আম, ৬:৫২-৫৪]

এভাবেই ক্রআনুল-কারীমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্লের কাছে সাহাবিদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেন। কাফির-মুশরিকরা সাহাবিদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে যে অজ্ঞতা পোষণ করত আল্লাহ ওয়াহি নাযিল করে তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। মুশরিকরা চেষ্টা করেছিল দরিদ্র সাহাবিদের অবস্থার কথা বলে রাস্লুল্লাহর কাছে থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু তারা তাদের এ হীন যড়যন্ত্রে সফল হয়নি। আল্লাহ তাঁর রাস্লকে কাফিরদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে দরিদ্র মুসলিমদের বিতাড়ন করতে সরাসরি নিষেধ করে দেন। আল্লাহ তাঁর নবিকে সাহাবিদের সঙ্গে সুন্দর সম্ভাষণে কথা বলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ দেন তাদেরকে এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাওবা করলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

সাহাবিদের আত্মিক পরিশুদ্ধতায় কুরআনের কী অসাধারণ পদ্ধতি। এরপরও সাহাবিরা ভোগ করেছেন অনেক অত্যাচার, সহ্য করেছেন বহু নির্যাতন। কিন্তু সব অত্যাচার, সব নির্যাতনকে তারা হাসিমুখে বরণ করেছেন। ছিল না কোনো অভিযোগ। যে কষ্ট স্বীকার করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন, সে কষ্টে তারা এখন আর আতঙ্কিত নন, উলটো খুশিই হন এতে।

এবার আমরা দেখব এমন কিছু আয়াত যাতে আল্লাহ তাঁর রাস্লকে ভর্ৎসনা করেছেন। একজন অন্ধ, হতদরিদ্র সাহাবি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কারণেই রাস্লুলাহকে এমন ভর্ৎসনা হজম করতে হয়। একবার রাস্ল গ্রু মাক্কার নেতৃত্ব স্থানীয় লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় ইবনু উন্মু মাকতৃম রাস্লুলাহর কাছে আসেন দীনবিষয়ক কিছু প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু রাস্ল গ্রু তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন। তখন আল্লাহ নবিকে ভর্ৎসনা করে কুরআনের আয়াত নাবিল করেন। আল্লাহ বলেন:

"সে (রাস্ল) প্রকৃটি করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; তার কাছে অন্ধ লোকটি এসে পড়ায়। তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়তো পরিশৃষ্ণ হতো; অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং এ উপদেশ তার উপকারে আসত। যে লোক কারও পরোয়া করে না, তুমি তার দিকে মনোযোগী হলে; অথচ সে পরিশৃষ্ণ না হলে তোমার কোনো দোষ হতো না। পক্ষান্তরে যে তোমার কাছে ছুটে এল, আর তার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মধ্যে আল্লাহর ভয়ও আছে, তার দিকে মনোযোগ দিলে না।"

কৌলীন্য আছে কি না, লোকটি অভিজাত কি না, কচিটা তার উন্নত কি না, টাকা-পয়সা কত আছে তার কাছে—দা'ওয়াত দেওয়ার বেলায়, আল্লাহর বাণী সবার কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এসব কোনো কিছুরই ধার ধারে না ইসলাম। এগুলোকে গণ্য করারও সুযোগ নেই সেখানে। ইসলামের আগমনই হয়েছে আল্লাহর বাণীকে সকল মানুষের কাছেই পৌঁছে দেওয়া। ইসলাম জানিয়েছে ধনী-গরিব, সাদা-কালো সবার জন্মের উৎস একটাই; সবাই বাবা আদমের সন্তান। কোনো বৈষম্য নেই তাদের মধ্যে, থাকা উচিতও না; সবাই সমান। এখান থেকেই অনুধাবন করা সহজ হবে যে, আল্লাহ কেন তাঁর রাসূলকে এমন কড়াভাবে তিরন্ধার করেন। সামাজিকভাবে উবাই ইবনু খাল্ফে সম্মানিত ছিল, আর সাহাবি উন্মু মাকত্ম ক্র ছিলেন তার তুলনায় সামাজিকভাবে দুর্বলদের সারিতে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উবাই ইবনু খাল্ফের মতো আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত লাখে লাখে কাফির ব্যক্তির কোনোই মূল্য নেই।

সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু উদ্মু মাকত্মের এ ঘটনাতে নিঃসন্দেহে উদ্মাহর জন্য বড় একটি শিক্ষা রয়েছে। প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা নিয়েছেন তাদের পরের প্রজন্মের মুসলিমরা। ঘটনাটির সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো মু'মিনদেরকে সমতার চোখে দেখা, তাদেরকে সাদরে সম্ভাষণ করা।

অন্ধ সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু উদ্মু মাকতৃমের ঘটনাটি রাস্লুল্লাহর নুবৃওয়াতের সত্যতারও একটি জ্বলন্ত প্রমাণ; তিনি যদি সত্য নবি না হয়ে ভণ্ড হতেন, তা হলে এ ঘটনাটি কিছুতেই প্রকাশ করতেন না। আমরা কোনো কালেও জানতে পারতাম না যে, একজন অন্ধ সাহাবির জন্য তাঁকে এমন তিরস্কার হজম করতে হয়েছে। নিজের বদনাম তো আর কেউ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে বেড়ায় না। হ্যাঁ, এখানেই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়, তা হলে কেন তিনি আমাদেরকে, ঘটনাটি গোপন না করে, জানিয়ে দিয়েছেন? উত্তর খুবই সহজ। তিনি ভণ্ড নন। তিনি কোনো মিথ্যা নবি নন। তিনি যদি ভণ্ডই হতেন তা হলে এ ঘটনাসহ আরও অনেক ঘটনাই গোপন করে যেতেন। ইচ্ছা করলে তিনি যাইদ ও যাইনাব বিনত জাহশের ঘটনাও গোপন করে যেতেন। কিন্তু আজও আমাদের সামনে রয়েছে। এর একটি ঘটনারও তিনি অদল-বদল করেননি। দাঁড়ি-কমাসহ যেভাবে যেভাবে তাঁর কাছে নাথিল হয়েছে তার সবই ঠিক রেখে কুরআনুল-কারীম আমাদের কাছে রেখে গেছেন। সূতরাং

Compressed with PDE Compressor by DLM Infosoft আল্লাহর পথের দান্দি যারা, তাদের উচিত দা ওয়াতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মু'মিন ও কল্যাণকামীদেরকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া।

সাহাবিদের কট্ট লাঘবে কুরআনের দ্বিতীয় ভূমিকাটি ছিল পূর্ববর্তী নবি-রাস্লদের ঘটনা উল্লেখ করে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া। ঘটনাগুলো উল্লেখ করে তাদেরকে এ কাথাই বোঝানো হচ্ছে যে, শুধু তারাই না, তাদের আগেও যারা আল্লাহর কথা বলেছেন, দীনের কথা বলেছেন, তাদেরকেও এমন কট্ট করতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কট্টের মাত্রা ছিল অসহনীয়। এমন কট্ট ভোগ করতে হয় নবি নৃহ, ইবরাহীম, মৃসা, স্কিসা থেকে আমাদের নবি পর্যন্ত অনেককেই। কুরআনুল-কারীম নবিদের কট্টের ঘটনাগুলো উল্লেখ করে এ শিক্ষাই মুসলিমদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে, কট্ট আসবেই, কিন্তু ধৈর্যহারা হলে চলবে না। সবর করতে হবে। দরকার হলে নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও ইসলামের বাণীকে সমুন্নত রাখতে হবে।

সাহাবিদের কট্ট লাঘবে কুরআনুল-কারীম অন্য আরেকটি পদ্ধতিও অবলম্বন করেছে। কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে কুরআনের আয়াতের নাথিল হয়েছে। কুরআন নাথিলের দিন থেকে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ পৃথিবীর যতদিন বিনাশ না করছেন ততদিন পর্যন্ত লোকেরা সাহাবিদের ভালো কাজগুলো সম্পর্কে পড়বে, জানবে, শিখবে। মুসলিমরা জানবে কীভাবে আবু বাক্র ক্রু মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের কবল থেকে উদ্ধার করে দাসদের মুক্ত করেছেন। বিলালকে শাস্তি দেওয়ার কারণে উমাইয়া ইবনু খাল্ফকে ভর্ৎসনা করেন। কুরআন তার চারিত্রিক সংবিধানের মাধ্যমে সওয়াব প্রাপ্তি ও শান্তি পাওয়ার মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়। মুশমনদেরকে অনুপ্রাণিত করে এবং অমুসলিমদেরকে সতর্ক করে। সাহাবিদের চলার পথ কুরআন আলোকিত করে। অন্যদিকে সংশয়বাদীদের কাছে কুরআন একটি দৃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন আলাহ বলেন:

তাই আমি তোমাদেরকে (জাহান্নামের) শিখায়িত আগুন সম্পর্কে
সতর্ক করে দিলাম। অতান্ত দুর্ভাগাবান ব্যক্তিই তাতে প্রবেশ করবে;
বে (সতাকে) অবিশ্বাস করে আর মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সত্যিকার
আল্লাহভারু কান্তিকে তা থেকে দূরে রাখা হবে; যে পবিত্রতা অর্জনের
জন নিজের সম্পদ দান (কায়) করে। তার কাছে কারও এমন কোনো
অনুগ্রহ থাকে না, যার প্রতিদান দিতে হবে (অর্থাৎ সে কারও কাছ
থেকে এ রকম কোনো অনুগ্রহ পেতে চায় না), তার মহান রবের
সম্ভব্তি অন্বেশণ ব্যতীত। আর সে অবশ্যই সম্ভব্ত হবে (জান্নাতে
প্রবেশ করবে)।

[সূরা লাইল, ১২:১৪-২১]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নাজরান এলাকার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকদের ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের ওপর অবিচল থাকার বিষয়টিও কুরআনের পাতায় চির ভাস্কর। মাক্কার কাফির-মুশরিকরা অনেক চেষ্টা করেছিল তাদেরকে দীনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তাদেরকে জর্জরিত করেছিল ঠাট্টা-তামাশার বিদ্রুপ বাণে। কিন্তু ইসলামের ছায়া থেকে সরাতে পারেনি তাদেরকে একচুলও। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের স্বাত নিচের আয়াতগুলো নাথিল হয় নাজরানের এ প্রতিনিধি দলটির পরিপ্রেক্ষিতেই। আল্লাহ বলেন:

"কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা একে বিশ্বাস করে। যখন তাদের কাছে এটা (এই কুরআন) পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করেছি। নিচয়ই এটা আমাদের রবের কাছ থেকে আগত সত্য। আমরা এর আগেও মুসলিম (আআসমর্পণকারী) ছিলাম। যেহেতু তারা কফ সহ্য করেছে তাই তাদেরকে দুইবার পুরস্কার দেওয়া হবে। তারা ভালো ঘারা মন্দ্র প্রতিহত করে এবং তাদেরকে দান করেছি তা থেকে বায় করে।"

[স্রা কসাস, ২৮:৫২-৫৪]

কুরআনে এরপর আরও অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। সাহাবিদেরকে মহাসফলতার সুসংবাদ দিয়েছে। চিরস্থায়ী আবাস জালাতে যাওয়ার স্বপ্প দেখিয়েছি। তবে কুরআনের এ সুসংবাদ প্রদান এমনি এমনি হয়নি। সাহাবিরা কট্টে ধৈর্য ধরেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন বলেই তাদের জন্য এমন সুসংবাদ। কে কী বলল, কে কে ইসলামের বাধা দিল সেসবে ভ্রুক্তেপ না করে কুরআন দা ওয়াতের পথে অবিচল থাকার উৎসাহ জুগিয়েছে। সাহায্য ও বিজয় খুব সহজে ধরা দেয় না। এর জন্য স্থীকার করতে হয় অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা। এত সব পথ মাড়িয়ে শেষে গিয়ে ধরা দেয় সাহায্য ও বিজয়—এমনটাই তাদেরকে জানিয়েছেন আল্লাহর রাস্ল ﷺ। এমনটাই বিধৃত কুরআনে। এখানেই শেষ নয়, কুরআন একই সঙ্গে মুসলিমদের শক্র মাঝার কাফির-মুশরিকদের কথাও বর্ণনা করেছে সবিস্তারে। আল্লাহ বলেন:

"আমি অবশ্যই আমার রাস্লদেরকে ও যারা ঈমান আনে তাদেরকে
এই পার্থিব জীবনে ও যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে সেদিন সাহায্য করব;
যেদিন জালেমদের অজুহাত-আপন্তি তাদের উপকারে আসবে না।
আর তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে নিকৃষ্ট
আবাস।"
[সূরা গাফির, ৪০: ৫১,৫২]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft কুরআনের সঙ্গে সাহাবিদের সম্পৃক্ততা ও এর ওপর তাদের ঈমানের মাত্রা নিরূপণ করেছে কুরআন নিজেই। আল্লাহ বলেন:

> "যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে বায় করে তারা এমন এক ব্যবসা আশা করে যা নম্ট হবে না; এজন্য যে, তিনি তাদেরকে তাদের কর্মফল পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। নিক্য়ই তিনি ক্ষমাশীল, প্রতিদানদাতা।"

> > [সুরা ফাতির, ০৫:২৯,০০]

ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে, কষ্ট ভোগ করে, নির্যাতন সহ্য করেও সাহাবিরা যে 'ইবাদাতে অটল থাকতেন, তার মর্যাদা বিধৃত হয়েছে কুরআনে। তাদের পাহাড়সম এ ধৈর্যের পুরস্কারের কথাও কুরআন উল্লেখ করেছে। আল্লাহ বলেন:

> "যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সালাতে সেজদারত বা দাঁড়ানো থাকে, পরকালের ভয় করে এবং নিজ রবের অনুগ্রহ কামনা করে, সে কি (তার সমান হবে, যে এমনটি করে না)? বলো, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? বৃশ্বিমানেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (আমার এ কথাটি) বলে দাও, হে আমার ঈমানদার বান্দারা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়ায় সংকাজ করে তাদের জনা কল্যাণ আছে। আর আল্লাহর জমিন প্রশন্ত। ধৈর্যধারণকারীদেরকে হিসাব ছাড়াই পুরোপুরি তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে।" [স্রা আয-যুমার, ৩৯:৯,১০]

কুরআন এভাবেই সাহাবিদের কষ্ট লাঘব করত। তাদের হয়ে মুশরিকদের দাঁতভাঙা জবাব দিত। কাফিরদের অত্যাচারের মুখে, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে না যায়, সেজন্য কুরআন অন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তাদের দিত সুরক্ষা। কুরআনের এমন ভূমিকার কারণেই সাহাবিরা কাফিরদের শত অপপ্রচারের সামনেও দমে যায়নি। কঠিন নির্যাতনের মুখেও চুপসে যায়নি তাদের সাহসের বেলুন। তাদের কোনো ভয়ই সাহাবিদের মনে কোনো ধরনের রেখাপাত করেনি। সহজ-সরল পথ-পদ্ধতি ও বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী প্রথম প্রজন্মের সাহাবি ও তাদের শিক্ষক নবিজির বিরুদ্ধে কাফিরদের সকল কূটকৌশল ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ছিন্ন হয়ে যায় তাদের ষড়যন্ত্রের জাল। খড়-কুটোর মতো ভেসে যায় তাদের সকল অপচেষ্টা; টিকতে পারেনি কিছুই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি

একদিনের ঘটনা। মুশরিকরা এক জায়গায় বসে ইসলামের বিরুদ্ধে সলাপরামর্শ করছিল। নিজেরা বলাবলি করছিল, "দেখো, তোমাদেরকে জাদু, জ্যোতিষ ও কাব্য সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। এই যে এ লোকটি (মুহাম্মাদ 🕸) আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। আমাদের পূজা-অর্চনায় বাগড়া দিয়েছে। গালিগালাজ করেছে আমাদের ধর্মের। সে আসছে, এসব বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত। এবার ভেবে দেখো, কীভাবে তাঁর কথার উত্তর করবে।" তাদের কেউ কেউ বলল, "আমাদের জানা মতে, এ কাজে সবচেয়ে পারদর্শী 'উতবা ইবনু রাবি'আ।" অন্যরা বলল, "হ্যাঁ, 'উতবা, এ কাজ তুমিই ভালো পারবে।" 'উতবা উঠে নবিজির কাছে গিয়ে বলল, "হে মুহাম্মাদ, আচ্ছা বলো তো, তুমি উত্তম নাকি 'আবদুল-মুত্তালিব?" রাসূল 🕸 কোনো উত্তর না করে চুপ ছিলেন। 'উতবা আবার বলল, "তুমি যদি মনে করো যে, তারা তোমার চেয়ে উত্তম; অথচ তারা কিন্তু ওইসব প্রতিমার পূজা করতেন, তুমি যেগুলোর বদনাম রটাচ্ছ। আর যদি মনে করো তুমিই তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, তা হলে আসো আমাদের সঙ্গে কথা বলো, আমরা তোমার কথা শুনতে রাজি। আল্লাহর কসম! আমরা নিজ জাতির জন্য তোমার চেয়ে এত অশুভ, এত অকল্যাণকর কোনো মেষশাবক আর দেখিনি; তুমি আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছ। আমাদের প্রতিমাদের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বপন করেছ। গালিগালাজ করেছ আমাদের ধর্মকে। আরবদের কাছে আমাদেরকে তুমি হেয় প্রতিপন্ন করেছ। সবাই এখন বলাবলি করছে যে, কুরাইশদের মধ্যে একজন জাদুকর আছে। আবার একজন গণকও আছে শুনেছি। আল্লাহর কসম! আমাদের অবস্থা এখন একজন গর্ভবতী মহিলার চেয়ে কোনো অংশে কম না। প্রসবের বেদনায় তার চিৎকারের মতো আমাদেরও মন চাচ্ছে, তরবারি নিয়ে নিজেরা নিজেরা খুনোখুনি করে নিঃশেষ হয়ে যাই।"

'উতবা রাস্লুলাহকে উদ্দেশ্য করে আরও বলল, "শোনো। এগুলো করার পেছনে তোমার যদি ধন-সম্পদের কোনো লালচ থাকে তা হলে আমাদেরকে বললেই তো হলো। আমাদের সব সম্পদ একত্র করে তোমার পদতলে লুটিয়ে দিই; কুরাইশের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হবে তুমিই। যদি কুরাইশরের কোনো মহিলাকে তোমার পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলেও আমাদেরকে বলো, একজন না, আমরা তোমার সঙ্গে দশজন মহিলার বিয়ে দেবো। এতক্ষণ পর রাস্ল ﷺ 'উতবার কথা উত্তর করলেন। তিনি বললেন, "আপনার কথা কি শেষ?"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft 'উতবা বলল, "হ্যাঁ।" রাসূল 🍇 তখন কুরআনের এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা শুরু করেন, আল্লাহ বলেন:

"হা-মী-ম। (এই কিতাব) কর্ণাময়, দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীণ'। এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে এক আরবি কুরআন হিসেবে, জ্ঞানী লোকদের জন্ম সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারকারী হিসেবে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নেয়; তাই তারা শুনতে পায় না। তারা বলে, আমাদের অন্তর আবরণের মধ্যে রয়েছে, যে কারণে সেখানে আমাদের প্রতি তোমার আহ্বান প্রবেশ করে না। অধিকম্ভ আমাদের কানে বধিরতা আছে এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একটি অন্তরাল রয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করি। বলো, আসলে আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার কাছে এই মর্মে ওয়াহি আসে যে, তোমাদের ইলাহ একজন। অতএব, তোমরা তাঁর দিকে স্থির থাকো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। আর মৃশরিকদের জন (বড়) দুর্ভোগ রয়েছে, যারা যাকাত দেয় না; আর তারাই আখিরাতকে অস্বীকার করে। যারা মুমিন ও সংকর্মশীল, তাদের জন্ম রয়েছে নিরবচ্ছির এক পুরস্কার। বলো, তোমরা কি সতাই সেই মহান সম্ভাকে অশ্বীকার করো ও তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাও, যিনি দুই দিনে জমিন সৃষ্টি করেছেন? তিনিই তো নিখিল জগতের রব। আর (যিনি) তার উপরিভাগে অন্ড পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে বারাকা দান করেছেন ও তার (অধিবাসীদের) জীবিকার কবস্থা করেছেন চার দিনে, পুরোপুরিভাবে (না কম, না বেশি); (এটা) প্রশ্নকারীদের জন্য। (অর্থাৎ যারা প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ কদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এটা তারই জবাব।) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে ইসতিওয়া করেন, যা ছিল ধোঁয়া; এবং তাকে ও পৃথিবীকে বলেন, তোমরা উভয়ে এসো, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় এলাম। তখন তিনি দুই দিনে সাত আকাশ সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেক আকাশকে তার কাজ জানিয়ে দেন। আমি নিকটতম (প্রথম) আকাশকে প্রদীপমালা (তারকারাজি) দিয়ে সুসন্থিত করেছি ও তাকে সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে বলবে, Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আমি তোমাদেরকে আদ ও সাম্দ জাতির বদ্ধাঘাতের মতো এক বদ্ধাঘাতের ভয় দেখাচ্ছ।" [স্রা ফুস্সিলাত, ৪১:১-১০]

রাসূল 🐞 সূরা ফুস্সিলাতের তেরো আয়াত পর্যন্ত পড়ার পর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে 'উতবা বলে উঠল, "থাক, থাক। আর না, যথেষ্ট হয়েছে। এ কুরআন ছাড়া তোমার কাছে কি আর কিছু নেই?"

রাসূলুলাহর জবাব, "না, নেই।"

এরপর 'উতবা অপেক্ষমাণ কুরাইশদের কাছে ফিরে যায়। সবাই বলে উঠল, কিছু কি হলো? 'উতবা বলল, "তোমরা যা যা বলতে বলেছ আমাকে, আমি তাঁর সঙ্গে তা-ই বলেছি।"

তারা বলল, "সে কি তোমার কোনো উত্তর দিল?" 'উতবা বলল, "হ্যাঁ।"

ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে: 'উতবা যখন রাস্লুল্লাহর কাছ থেকে ফিরে এসে কুরাইশদের অপেক্ষমাণ দলটির সঙ্গে গিয়ে বসল, তারা বলল, হে আবুল-ওয়ালীদ, কিছু কি হলো? 'উতবা বলল, আমি তাঁর কাছে থেকে এমন এক কথা শুনেছি, আল্লাহর কসম! এমন কথা আমি জীবনেও শুনিনি। আল্লাহর দোহাই! সেটা কোনো কবিতা না। না কোনো জাদু, না জ্যোতিষ। হে কুরাইশ জাতি, আমার কথা শোনো, তাঁকে তাঁর মতো থাকতে দাও। তাঁকে ঘাঁটিয়ো না। আল্লাহর কসম! তাঁর মুখনিঃসৃত যে কথা আমি শুনেছি সেটা তো এক মহাসংবাদ। আরবরা যদি তাঁর এ কথায় প্রভাবিত হয়, তা হলে তারাই তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে; তোমাদের আর প্রয়োজন হবে না তাঁর। আর তিনি যদি আরবদের মন জয় করতে পারেন তা হলে এটা তাঁর জন্য একটা সম্মানের বিষয়। আর তাঁর সম্মান মানে তোমাদের সম্মান, তাঁর রাজত্ব মানে তোমাদের রাজত্ব। তোমরা কিন্তু এই মুহাম্মাদকে নিয়েই এক সময় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ ছিলে। 'উতবার এত সব কথা শুনে কুরাইশরা বলে উঠল, আল্লাহর কসম। তোমাকে তাঁর কথা জাদু করেছে। 'উতবা বলল, এটা একান্তই আমার মত, এবার তোমাদের যেটা ভালো মনে হয়, তোমরা তা-ই করো।।।।।।

শিক্ষা ও উপকারিতা

ব্যক্তিগত বাদানুবাদে রাসূল

জানতে চেয়েছিল, কে শ্রেষ্ঠ, তিনি নাকি তাঁর বাপ-দাদারা। রাসূল

ব্য প্রশ্নের উত্তরে 'উতবার সঙ্গে বাদানুবাদে যেতেন, তা হলে 'উতবা কিছা
রাস্লুল্লাহর কাছ থেকে আর একটি কথাও শুনত না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বাসূল

'উতবার প্রলুককর উপস্থাপনার ফাঁদে পা দিয়ে অতেতৃক সমালোচনায় নিমন্ন হননি। 'উতবার কথার জবাব যদি তিনি দিতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের কারণে তিনি যদি রাগ করতেন, তা হলে দা'গুয়াতি-কার্যক্রমে তাঁর যে দূরদৃষ্টিপূর্ণ পরিকল্পনা সেটা সেখানেই মাঠে মারা যেত, ব্যাহত হতো। কিন্তু অহেতৃক বিতর্কে না জড়িয়ে তিনি কী করলেনং তিনি 'উতবাকে তার কথা বলে যেতে দিলেন, বাধা দিলেন না। এবং কী শিষ্টাচারের সঙ্গেই না তিনি বললেন, "আপনার কথা কি শেষ হয়েছে, হে আবুল-ওয়ালীদ।" আর ঠিক তখনই সে বলল, "হাাঁ, শেষ হয়েছে।"

- - ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও নারীর প্রলোভন দেখিয়ে দীনের দাঈদেরকে
 পথ-শ্রষ্ট করার রীতি সুপ্রাচীন। কত দাঈ ধন-সম্পদের মরীচিকার মোহে
 হারিয়ে গেছে চোরাবালিতে। দাঈদেরকে দা ওয়াতের কাজ থেকে বিচাত
 করতে তাদের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় সম্পদের পাহাড়। এত এত
 প্রলোভনের মাঝেও যারা দীনের পথে টিকে থাকেন, তারাই মূলত
 রাস্লুলাহর সত্যিকার অনুসারী। পদের হাতছানি, মান-সম্মানের প্রলোভন
 ইত্যাদি দেখিয়েও নবিজিকে কোনোভাবেই কুপোকাত করা যায়নি। এখান

"Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft থেকেই একজন দান্তি নিজের দা ওয়াতের কার্যক্রমে এগিয়ে যেতে সাহস পান। তিনি রাসূলুল্লাহর ওঠা-বসা, কথা-বার্তা, কাজ-কর্মে খুঁজে ফেরেন সবুর করার, ধৈর্য ধরার শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে কী কারণে তিনি বেঁচে আছেন, কার জন্যই-বা তিনি মারা যাবেন—সে অভীষ্ট লক্ষ্য তিনি ভুলে যান না। সে উদ্দেশ্যটা কীং আল্লাহ বলেন:

"বলো, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমাকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম মুসলিম (অনুগত বান্দা)।" [স্রা আন'আম, ৬:১৬২,১৬০]

ধন-সম্পদ ও পদের প্রলোভনের তুলনায় নারী-প্রলোভন অনেক বেশি মোহনীয়; এই মোহ কাটিয়ে ওঠা চাট্টিখানা কথা নয়। নারীদের ব্যাপারে রাসূল ≉ কী বলছেন শুনুন। তিনি বলেন,

"পুরুষদের জন্য নারীদের তুলনায় অতি অনিষ্টকর কোনো ফিতনা, কোনো পরীক্ষা আমার পর আমি আর রেখে যাইনি।" ।

নারী যদি হয় একজন স্ত্রী তা হলে স্বামীর জিহাদ ও দা ওয়াতের অভিপ্রায়কে হতোদ্যম করে দেয়। কিংবা চারপাশে এমন কুহক, এমন কিছু ইন্দ্রজাল বিস্তার করে যাতে স্বামীরা আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে তাতে। নারী যদি হয় প্রণয়ী তা হলে পাপাচার, অবাধ্যতা ও উদ্মাদনার এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে নারী, যার মায়া কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, এভাবে ধীরে ধীরে নারী তার পরিকল্পনার পথে এগোয়। ধরন-ধারণ যা-ই হোক না কেন, দীনের পথে নারী একটা বড় ধরনের পরীক্ষা।

প্রলোভিত করার, প্রলুব্ধ করার কলা-কৌশলগুলো কুরাইশ-মুশরিকদের ভালো করেই জানা ছিল। কুরাইশ-নারীদের থেকে যাকে যাকে পছন্দ করবেন এমন দশজনকে বেছে নেওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব দেয় তারা রাসূলুল্লাহকে। যেনতেন নারী নয়, সবচেয়ে সুন্দর, আভিজাত্যে প্রেষ্ঠ এমন নারীদেরকে বেছে নেওয়ার কথাই তারা বলে। আল্লাহর দীনে, তাঁর পথে অটল, অবিচল না থাকলে যে-কারও জন্য নারী-প্রলোভন, ঘাড়ের ওপর কোষমুক্ত তরবারির থেকেও অনেক অনেক গুণ ভয়ংকর। যারা দাই হবেন তাদেরকৈও পড়তে হয় এমন অনেক প্রলোভনের সামনে শ্রেদিকে পা বাড়ানো একজন দাসির জন্য অশোভন। তার উচিত হবে রাস্লুল্লাহর আদর্শ অনুসরণ করা। সর্বদা স্মরণ করা উচিত নবি ইউস্ফের এ কথা। আল্লাহ বলেন:

"ইউসুফ বলল, হে আমার রব। ওরা (এই নারীরা) আমাকে যা করতে বলছে তার চেয়ে আমার কাছে কারাগারই পছন্দনীয়। আপনি যদি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত ধূলিসাৎ না করেন তা হলে আমি এই নারীদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। তার রব তখন তার নিবেদনে সাড়া দেন এবং তার থেকে নারীদের চক্রান্ত রহিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।"

- নবিজ্ঞির দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের দ্বারা 'উতবা প্রভাবিত হয়। এতটাই প্রভাবিত যে, একটু আগেও যে শক্রটা ইসলামের আলো নিভিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছিল, নবিজির কথা শুনে সে লোকটিই কিনা আগের কথার উলটোটা বলছে। কুরাইশদের কাছে তার দাবি, তারা যেন রাস্লুল্লাহকে না ঘাঁটায়; তাঁকে তাঁর মতো থাকতে দেওয়া হয় এবং তিনি যা করতে চান তা যেন করতে দেওয়া হয়।
- রাস্ল # ও 'উতবার কথোপকথনের সময় সাহাবিরা পাশেই ছিলেন;
 মনোযোগ দিয়ে তারা সবই শুনেছেন। রাস্ল # কীভাবে 'উতবার প্রলুককর
 প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সাহাবিরা কাছ থেকেই তা অবলোকন
 করেছেন। তাদের জন্য রাস্লুল্লাহর এমন প্রত্যাখ্যান ছিল অভাবনীয়
 এক শিক্ষা। তারা শিখলেন কীভাবে নীতির ওপর অটল থাকতে হয়। কী
 করে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকতে হয় তা জানলেন। তারা
 দেখলেন, আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও ঈমানের বলে বলিয়ান দাসিদের
 পদতলে এসব ঠুনকো প্রলোভন আছড়ে পড়তে থাকে।
- রাস্লুয়াহর এ ঘটনা থেকে সাহাবিরা ধৈর্য ও সহনশীলতার পাঠ নিলেন; পরিচয় পেলেন রাস্লুয়াহর উদার মনের। রাস্ল এ একনাগাড়ে 'উতবা ইবনু আবু রাবি'আর মিথ্যাচার শুনে গেলেন। তাঁকে নিয়ে 'উতবার মন্তব্য, 'কুরাইশদের মধ্যে একজন জাদুকর আছে।' 'কুরাইশদের মধ্যে একজন গণক আছে।' এবং 'আয়াহর কসম। নিজ জাতির জন্য তোমার চেয়ে এত অশুভ, এত অকল্যাণকর কোনো মেষশাবক আর দেখিনি।' এ গর্হিত

কথাগুলোর একটির ও জাবাব কিন্তু রাস্ল ক্ল দেননি; এড়িয়ে গিছেনি।
পাছে তাঁর দা ওয়াত ও সেটাকে মানুষের কাছে পৌছানোর যে মিশন নিয়ে
তাঁর আগমন সেটা ব্যাহত হয়। তিনি প্রতিটি কথা মেপে মেপে বলেছেন।
শিষ্টাচার বহির্ভূত কোনো কথাই তিনি বলেননি। অন্যের সঙ্গে কথা বলার যে
নিয়ম তিনি তার নড়চড় করেননি একচুলও।

কোনো কোনো সীরাতের বইতে উল্লেখ আছে যে, 'উতবার এ কথার পরও মাক্কার নেতারা রাসূল্লাহর সঙ্গে আরও অনেক বিতর্কে লিপ্ত হয়। তারা রাসূল্লাহর সামনে এমন এমন প্রস্তাব পেশ করত যে, সেগুলোর সামনে মানব-হৃদয় বিগলিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু তিনি তো আল্লাহর রাসূল। যিনি মানুষকে এসব কুহকে না-জড়ানোর কথা বলেন, তিনি কী করে তাদের পাতা ফাঁদে পা দেবেন?

রাসূল
বাতিলের মুখোমুখি হয়েও ঘাবড়ে যাননি, নিয়েছেন সাহসী ভূমিকা।
কোনোরূপ তোষামোদি, প্রবঞ্চনা, রাজনৈতিক ধূর্ততা, কাকুতি-মিনতি করে কাফিরদের
সঙ্গে একটা মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা কিংবা কুরাইশ-নেতাদের
চোখে ভালো হওয়ার জন্য তাদের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কোনো প্রবণতাই রাস্লুলাহর
মাঝে কাজ করেনি। বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের বিষয়টি এতটাই স্পষ্ট যে, এখানে
রাখঢাকের কিছু নেই। নেই কোনো চাটুকারিতা কিংবা তৈল মর্দনের কোনো ব্যাপারও।
এজন্য রাস্লুলাহর সোজাসাপটা জবাব,

"তোমরা যা বলছ আমি তা নই। আমার আগমন এজন্য হয়নি যে, তোমাদের ধনসম্পদ আমার চাই, তোমাদের মিথ্যা মান-সম্মানের প্রাসাদের সাথে আমাকেও
একটু ভাগিদার করো, তোমাদের নেতা ও তোমাদের রাজা হতে আমি আসিনি;
বরং মহান আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন একজন রাসূল করে।
তিনি আমার কাছে কিতাব নাযিল করেছেন। আমাকে আদেশ করেছেন যেন
আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ শোনাই এবং সতর্ক করি। আমি আমার রবের বাণী
তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি, তোমাদের উপদেশের কথা শুনিয়েছি। এখন
তোমরা যদি আমি যা নিয়ে এসেছি তা মেনে নাও, তা হলে সেটা তোমাদের
দ্নিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির কারণ হবে। আর তোমরা যদি আমার
দা ওয়াত গ্রহণ না করে মুখ ফিরিয়ে নাও, আমি কেবল আল্লাহর কয়সালার
জন্য অপেক্ষা করব। তিনিই আমার ও তোমাদের বিষয়ে কয়সালা করবেন।"

অথবা রাসূল 🛊 এমনই বলেছেন।

রাসূলুমাহর এমন দৃঢ়চেতা পদক্ষেপের কারণে মুশরিকদের নিজেদের ষড়যন্ত্র নিজেদের গলায় গিয়ে বিধৈ যায়। তাঁর এমন পদক্ষেপের কারণেই ইসলামি-আকীদার Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়টিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর তা হলো, আকীদাকে তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল দিককে তিনি ভেজালমৃক্ত রেখেছেন।

যার যার ধর্ম তার তার

মুসলিমদের অনমনীয়তা, তাদের দীনের অনুসারীদের উত্তর উত্তর বৃদ্ধি এবং সকল অন্যায়ের উধের্ব থেকে তাদের আত্মগুদ্ধিতার পরিমাণ দেখে মৃশরিকদের তো চোখ ছানাবড়া। এরপর মুসলিমদেরকে যখন ইসলামের পথ থেকে সরাতে পারল না, ব্যর্থ হলো, তখন মুশরিকরা অন্য এক পথ ধরল। তারা নবিজির কাছে আপসরফার জন্য আসওয়াদ ইবনু 'আবদুল-মুত্তালিব, ওয়ালীদ ইবনু মৃগিরা, উমাইয়া ইবনু খাল্ফ ও 'আস ইবনু ওয়াইলকে দৃত করে পাঠায়। তারা গিয়ে রাস্লুল্লাহকে বলে. 'হে মুহাম্মাদ, আসো আমরা কিছু বিষয়ে একমত হই ; তুমি যার 'ইবাদাত করো, আমরা তাঁর 'ইবাদাত করব। আর আমরা যার পূজা করি, তুমিও তার পূজা করবে। আমরা এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হব। এরপর যদি দেখা যায় যে, তোমার মা'বুদ আমাদের মা'বুদের চেয়ে উত্তম, তা হলে আমরা সব ছেড়ে-ছুড়ে তাঁর 'ইবাদাত করব। আর যদি এমন হয় যে, আমাদের মা'বুদ তোমার মা'বুদের থেকে উত্তম তা হলে তুমি তার পূজা করবে।" তাদের এমন হাস্যকর, অযৌক্তিক প্রস্তাবের জবাব দিয়ে আল্লাহ নাযিল কুরআনের আয়াত। আল্লাহ বলেন:

"বলো, হে কাফিররা! আমি তার 'ইবাদাত করি না যার 'ইবাদাত
তোমরা করো। এবং তোমরাও তাঁর 'ইবাদাতকারী নও যার
'ইবাদাত আমি করি, এবং আমি 'ইবাদাতকারী নই তার, যার
'ইবাদাত তোমরা করে আসছ। এবং তোমরা তাঁর 'ইবাদাতকারী
নও, যার 'ইবাদাত আমি করি। তোমাদের দীন (কুফুর) তোমাদের
জন্য এবং আমার দীন (ইসলাম) আমার জনা।" [স্রা কাফির্ন, ১০১:১-৬]

সূরা কাফিরানের মতো এ রকম আরও অনেক আয়াত আছে কুরআনে। সেখনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুফ্র ও কাফিরদের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন:

"তারা যদি তোমাকে মিঞ্চাবাদী বলে তা হলে তুমি বলবে, 'আমার কাজের দায় আমার এবং তোমাদের কাজের দায় তোমাদের। আমি যা করি তা থেকে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা করো তা থেকে আমি দায়মুক্ত'।"
[সূরা ইউন্স, ১০:৪১]

আল্লাহ <mark>বৈশেন</mark>ressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলো, আল্লাহকে ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো তাদের উপাসনা
করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলো, আমি তোমাদের
ইচ্ছেমতো চলি না। তা হলে তো আমি বিপথগামী হয়ে যাব এবং
সংপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না। বলো, আমার কাছে আমার
রবের পক্ষ থেকে আসা একটি স্পন্ট প্রমাণ আছে, তবে তাকে মিথাা
বলেছ। তোমরা যা তাড়াতাড়ি পেতে চাও আমার কাছে তা নেই।
কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি সতা বর্ণনা করেন এবং তিনিই প্রেষ্ঠ
বিচারক।

[সূরা আন'আম, ৬:৫৬,৫৭]

সুরা কাফিরানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সত্যের পথ একটাই। এ পথ সরল, এতে কোনো বক্রতা নেই। এ পথ দিগন্ত প্রসারিত, এতে কোনো সংকীর্ণতা নেই। এই সত্যটি হলো, একনিষ্ঠ হয়ে কেবল বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্য সকল 'ইবাদাত নিবেদন করা। এ সূরাটি রাসূলুল্লাহর ওপর নাযিল হয়েছে মুশরিক ও মুসলিমদের কাজের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যকারীরূপে। সূরাটি স্পষ্ট সীমারেখা অঙ্কন করে দিয়েছে মুসলিমদের 'ইবাদাত ও মুশরিকদের পূজার মধ্যে। পার্থক্য করে দিয়েছে মুসলিমদের জীবন চলার পথ-পদ্ধতি ও তাদের পথ-পদ্ধতির মধ্যে। বলে দিয়েছে মুসলিমদের চিন্তা-ভাবনা ও জীবনযাপন করার পদ্ধতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হবে; মুশরিকদের পদ্ধতি থেকে যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুরাটির বর্ণনা শৈলী অসাধারণ; নেতিবাচক বাক্যের পর নেতিবাচক বাক্য। তার মধ্যে আবার দৃঢ় অভিব্যক্তির পরিস্ফুটন। সূরাটির বার্তা স্পষ্ট; সত্যের সঙ্গে মিথ্যার মিশেল অসম্ভব। আলো ও অন্ধকারের একত্র বসবাস হয় না ; দুটোর মধ্যকার ফারাকটা বিস্তর। দুটোর ফারাকটা এতই যে, রাস্তার মাঝ পথে এসে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কোনো সামান্যতম বিষয় নিয়েও বোঝাপড়া চলে না। তোষামোদি, চাটুকারিতা কিংবা কাফিরদেরকে তৈল মর্দনের কোনো প্রয়োজন নেই ইসলামের। ব্যাপারটি এমন নয় যে, মুশরিকদের সঙ্গে মৌলিক বিষয়ে আপস-রফায় গেলে বড় ধরনের কোনো কল্যাণ আছে। কিংবা সাময়িকভাবে কোনো সুবিধা আদায় করা যাবে। না এরকম কোনো কিছুই নেই। মধুর সঙ্গে তো আর বিষের বন্ধুত্ব চলে না। আবার আপস-রফার বিষয়টি এমনও নয় যে, দীন-ধর্ম নিছক একটা অপার্থিব বস্তু; এটা আল্লাহর জন্য। আর আমরা মানুষরা যেহেতু বসবাস করছি আল্লাহর পৃথিবীতেই, সুতরাং পৃথিবী আমাদের। আমাদের চিন্তা-ভাবনা সব হতে হবে এর স্রষ্টা-কেন্দ্রিক।

আধুনিক যুগের জাহিল, মুনাফিক, পশ্চিমাপ্রেমী—যারা পশ্চিমা ইন্থলি-খ্রিষ্টানদের অনুসরণ, অনুকরণে ব্যস্ত এবং আল্লাহর শক্র নাস্তিকরাই কেবল এমনটা ভাবে। কুরআন সর্বযুগের। এর উত্তরও সর্বযুগের। এমন অযৌক্তিক ভাবনার উত্তর দুশ্রিক-কুরাইশ-নেতাদের মুখের ওপর কুরআন দ্বার্থহীন ভাষায় বহু আগেই জানিয়ে দিয়েছে: বাতিলের সঙ্গে সত্যের কোনো দরকাষাকষি, মিলমিশ সমঝোতা কিংবা আপসের কোনো সুযোগ নেই: কারণ, ইসলাম শুরু থেকে যেমন ইসলাম, কিয়ামাত পর্যস্ত সৌটা ইসলামই। আর মুর্খতা শুরু থেকে যেমন মুর্খতা, কিয়ামাত পর্যস্ত সৌটা হুলামই। আর মুর্খতা শুরু থেকে যেমন মুর্খতা, কিয়ামাত পর্যস্ত পৌটা হুলাই থাকবে। দুটোর মেল-বন্ধন সম্ভব না কোনোভাবেই: দুটোর প্রভেদ এতটাই প্রকট, যতটা প্রকট সোনা ও মাটির মধ্যে। জাহিলিয়াত থেকে বের হওয়ার একটাই মাত্র পথ, কোনো বিকল্প নেই, ইসলাম গ্রহণ করা। মনে-প্রাণে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর 'ইবাদাত করা। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই জাহিলি-প্রকোষ্ঠ থেকে বের হওয়ার। জাহিলিয়্যাত আঁকড়ে থাকলে তার দায়ভার ইসলামের না। ইসলাম জাহিলিয়াতের সকল দায়ভার থেকে মুক্ত। সর্বযুগে, সর্বকালে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যকার প্রভেদটা এমন প্রকটই থাকবে। "তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, আমার জন্য আমার দীন।"

মুশরিকদের প্রথম দলটি ব্যর্থ হলে আরেকটি দল নবিজির নিকট আপসের প্রস্তাব নিয়ে আসে। এ দলটি ছিল, 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়া, ওয়ালীদ ইবনু মুগিরা, মুকর্য ইবনু হাফ্স, 'আম্র ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু কইস, 'আস ইবনু 'আমির প্রমুখ। এবার তারা কুরআনের কিছু কিছু বিষয় তাদের মনঃপৃত হচ্ছে বলে তাদের সঙ্গে সেগুলোর রফাদফার প্রস্তাব নিয়ে আসে। রাস্লুল্লাহর নিকট তাদের জাের দাবি—তাদের দেব-দেবীর কুৎসা বর্ণনায় কুরআনের যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে তা তাদের রাগের উদ্রেক করে, সুতরাং সেগুলো বাদ দিতে হবে। তাদের এমন প্রস্তাবের উত্তরে আল্লাহ দ্বার্থহীনভাবে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ বলেন:

"যখন তাদেরকে আমার স্পন্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়,
তখন যারা আমার সঞ্জো সাক্ষাতের প্রত্যাশী নয় তারা বলে,
'তুমি এটা ছাড়া অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো কিংবা এটাকে
পরিবর্তন করো।' তুমি বলো, 'আমি তো নিজের পক্ষ থেকে এটা
পরিবর্তন করতে পারি না। আমার কাছে যে ওয়াহি আসে আমি
শুধু তা-ই মেনে চলি। আমি যদি আমার রবের কথার অনাথা করি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তা হলে নিক্ষই আমার এক মহাদিবসের শান্তির ভয় রয়েছে'।" [স্রা ইউনুস, ১০:১৫]

মাক্কার কুরাইশরা কতভাবে যে ব্যর্থ হচ্ছিল, তাদের এই প্রতিনিধি দল পাঠানো থেকেই তা প্রতীয়মান হয়। মনঃপৃত হচ্ছে না বলে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাদের যে আপত্তি, সেগুলো আপসে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ। এ ব্যর্থতাই তাদেরকে বারবার অনুনয়-বিনয় করে আপসের জন্য রাসুলুল্লাহর কাছে প্রতিনিধি দল পাঠাতে তাড়া দেয়। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলের আপসের প্রস্তাবের চেয়ে প্রথম প্রতিনিধি দলের পেশ করা প্রস্তাব বহুগুণে বড়। তারা যে ধীরে ধীরে বড় দাবি-দাওয়া থেকে ছোট দাবি-দাওয়ার দিকে এগোচ্ছে এটা তার একটা বড় প্রমাণ। ইসলামের নবি মুহাম্মাদ 🐲 যদি প্রথমবার তাদের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে আপস করতেন, তা হলে দিনকে দিন তাদের দাবি-দাওয়ার ফিরিস্তি যে উর্ধ্বগামী হতো, এ কথা হলফ করে বলা চলে। কিন্তু নবিজি সেরকম কোনো সুযোগই রাখেননি; সাফ সাফ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাদের দাবির অসারতা। আরেকটা বিষয়ও এখানে লক্ষ করার মতো, এক ওয়ালীদ ইবনু মুগিরা ছাড়া প্রথম প্রতিনিধি দলের আর কেউই ছিল না তাদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলে। এক্ষেত্রে তাদের কৌশলটা ছিল একটু ভিন্ন; যাতে একই চেহারা বারবার রাসূলুল্লাহর সামনে উপস্থাপিত না হয়। সঙ্গে তাদের মাথায় এ ব্যাপারটাও সম্ভবত কাজ করেছে যে, আগের প্রতিনিধি দল যেহেতু ব্যর্থ, তাই দক্ষ ও মেধাবী আরেকটা দল পাঠিয়ে তাদের কাজ উদ্ধার করতে হবে।

কিয়ামাত পর্যন্ত দীনের সকল দাস্টর জন্য এ বিষয়টি শেখার আছে অনেক; কিয়ামাত পর্যন্ত ইসলামের ছোট একটি বিষয় নিয়েও কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে কোনো আপস, কোনো রফাদফা হতে পারে না, চলতে পারে না। ইসলাম তো আর মানব-মন্তিষ্ক-প্রসূত কোনো বিধানের সমষ্টি নয়। এটা মহান রবের প্রদেয় মানবমুক্তির একমাত্র দিশা। সূতরাং ইসলাম নিয়ে কোনো দরাদরি চলার সুযোগ নেই। দরাদরির কারণ যত বড় এবং আপাতদ্ষ্টিতে যত যৌক্তিকই হোক না কেন, মানবের চিষ্তা-ভাবনার মতো, আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলাম নিয়ে চলতে পারে না কোনো দর ক্যাকিষি।

আজকের দিনের দাসিদেরকেও কাফিরদের এমন প্রস্তাব থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সজাগ থাকবে হবে জাগতিক এমন সব প্ররোচক প্রস্তাব থেকে যা সরাসরি উপস্থাপিত না হয়ে নানান মোড়কে উপস্থাপিত হয়; কোনো সময় সেটা আকর্ষণীয় বেতনের চাকরির প্রলোভনের মোড়কে, কখনো-বা লাভজনক কোনো কাজের চুক্তির আবরণে। কিংবা রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রলুক্কের হাতছানি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বিশ্বব্যাপী বেশকিছু প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কাজই হলো বসে বসে দাঈদেরকে (বিশেষ করে নেতৃত্বস্থানীয় দা'ঈদেরকে) তাদের দা'ওয়াত থেকে নিবৃত্ত রাখতে পরিকল্পনা করা। উপরম্ভ ইসলামি বিশ্বকে ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা নিয়ে বিশ্বের যেখানেই এ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে, তারা নিজেরা নিজেরা তথ্যের আদান-প্রদান করে একে অপরকে এ কাজে সাহায্য করে।

রিচার্ড বি মিচেল, একজন মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ, মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের মধ্যে ইসলামের যে চেতনা কাজ করে তার ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করে সে একটা প্রতিবেদন তৈরি করে। সে প্রতিবেদনে মিচেল ইসলামি চেতনা বিনষ্ট করার জন্য পেশ করে বেশকিছু সুপারিশ। ইসলামি আন্দোলন দমানোর জন্য মিচেল সেখানে নতুন একটা রূপরেখা অঙ্কন করে। নেতৃত্ব স্থানীয় দা'ঈদেরকে বিভিন্ন প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে কীভাবে দীনের মহান উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করা যায়, প্রতিবেদনটিতে সেটা নিয়ে বিশেষ একটা অনুচ্ছেদই আছে। প্রতিবেদনটিতে দেওয়া মিচেলের কিছু সুপারিশ নিচে তুলে ধরা হলো:

- প্রথমেই তারা মুসলিম দা'ঈদের সামনে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব করে। এরপর তাদের বোঝায়, এ চাকরি করলে তাদের মূল কাজ, ইসলামের দা'ওয়াতের কোনো প্রকারের ক্ষতি হবে না। দা'ওয়াতের কাজ করেও তারা অবসর সময়ে এ চাকরিটা করে বেশ সুন্দরভাবেই জীবনযাপন করতে পারবে। এ চাকরির প্রস্তাবের মতো আরও এমন কিছু কাজে দা সদেরকে তারা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে যে, দীনের দা'ওয়াতের জন্য যে শক্তি ব্যয় করার দরকার ছিল সেটা তারা দিতে পারেন না। আস্তে আস্তে সব শক্তি ক্ষয়ে আসে খণ্ডকালীন লোভনীয় সব চাকরি-বাকরিতে। ভোগ-বিলাসিতার অনেক উপকরণের জোগান দেয় তাদেরকে। এভাবে ধীরে ধীরে দা ঈদেরকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে তাদেরকে মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের অপকৌশল বাস্তবায়নের যোলোকলা পূর্ণ করে।
- মুসলিম ধনিকশ্রেণির লোকদেরকে সন্দেহপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করতে, সেখানে বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধকরণে তাদের একটা দল দিনরাত কাজ করেই যাচ্ছে। এরকম প্রতিষ্ঠানে আরব দেশগুলো ছেয়ে গেছে।
- লাভজনক কাজ ও চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করে তারা আরব ধনী দেশগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তিতে সই করার জন্য অনবরত কাজ করে যাচ্ছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এ কাজের পেছনে উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে ইসলামি কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

মান্যবর পাঠক। উপরের তিনটি পয়েন্ট নিয়ে ভালো করে ভেবে দেখুন, প্রলোভনগুলোর একটাও সরাসরি দেওয়া হয়নি। বরং ছলে-বলে-কৌশলে, বৈধতার মাড়কে ভরে তারপর উপস্থাপন করা হচ্ছে। আজকের ইসলামি বিশ্বের দিকে আমরা যদি একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাই তবে দেখব যে, তাদের সুপারিশগুলো কোনো প্রকার হইচই না করে ঠান্ডা মাথায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমরা সজাগ হচ্ছি না। দাসিদের বড় একটা অংশ এসব প্রলোভনে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। ধনী কিছু আরব দেশ দাসিদের বিশাল একটা অংশকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অন্যরা মেতে আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ-লোকসানের খতিয়ানে।

রাসূল ঋ তাঁর দা ওয়াতের বিশুদ্ধতা প্রমাণে সব সময় থাকতেন সচেষ্ট। দা ওয়াত দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময় বেছে নিতেন সুনিপুণভাবে। সদ্ব্যবহার করতেন প্রতিটি ক্ষণের, প্রতিটি সুযোগের। বড় হোক কিংবা ছোট, দীনের প্রশ্নে যেকোনো ধরনের সংশয়, সন্দেহকে তিনি মিটিয়ে দিতেন গোড়াতেই। দীনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কাফির-মুশরিকদের নানান মন্তব্য, যুক্তি-তর্কের উত্তর রাসূল ঋ বিভিন্ন উপায়ে দিতেন; কোনো উপায়ই অযৌক্তিক না। কুরআন থেকে বের করে তিনি তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। প্রতিটি উত্তর যৌক্তিক এবং চিন্তা জাগানিয়া। রাসূল ঋ বিভিন্ন সময়ে কাফিরদের বক্তব্যের জবাবে যে যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেছেন তার একটা রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো:

তুলনীয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে দুটো বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয়। এর একটি কল্যাণকর বস্তু, যা কাম্য হওয়া উচিত এবং সবাইকে কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয়টি হলো, অকল্যাণকর বস্তু। এটার কথা উল্লেখ করে সবাইকে এর থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়ানো এমন বস্তুর মধ্যে তুলনা করে বিবেক জাগ্রত করে চিন্তা-ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। দুটোর মধ্যকার তুলনামূলক এ দীর্ঘ আলোচনার পর কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করা হয়। আল্লাহ বলেন:

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তারপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং একটি আলো দান করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে, সে কি এই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্থকারের মধ্যে আছে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এবং সেখান থেকে বের হচ্ছে না? এভাবেই কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের নিজেদের কাজ শোভন করা হয়েছে।" [সূরা আন'আম, ৬:১২২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, "এটি একটি প্রকৃষ্ট উপমা; ইসলাম গ্রহণের আগের একজন মু'মিনকে আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ প্রাণবায়ু আছে ঠিকই, কিন্তু ঈমান না থাকার কারণে তার ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনো তফাত নেই। এরপর আল্লাহ তাকে জীবিত করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ তার ঈমানশূন্য মৃত, অন্ধকার অন্তরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করেছেন, জীবিত করে তুলেছেন। দিয়েছেন হিদায়াত এবং রাস্লুলাহকে অনুসরণ করার শক্তি ও তাওফীক।"

স্বীকৃতিবাচক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির সামনে যৌক্তিক আলোচনা তুলে ধরে ধরে, প্রতিটি বিষয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, দৃশ্যমান প্রতিটি বস্তুর ব্যাখ্যা করে করে সমর্থন আদায়ের কাঙ্কিত তীরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন আল্লাহ বলেন:

"নাকি কোনো কিছু ছাড়া (কোনো স্রম্টা ছাড়া) তাদের সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারাই স্রফা? নাকি তারা আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা (সত্যকে) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না। নাকি তাদের কাছে তোমার রবের ভাডার রয়েছে? নাকি তারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী? নাকি তাদের (আকাশে আরোহণের) কোনো সিঁড়ি আছে, যার মাধ্যমে তারা (ফেরেশতাদের) শোনে? নাকি তাদের কাছে তুমি মজুরি চাও, যে তাদের ওপর কোনো ঝণের বোঝা আছে? নাকি তারা অদৃশ্যের খবর জানে, যে তারা (তা) লিখে রাখে? নাকি তারা (তোমার বিরুশ্ধে) কোনো ষড়যন্ত্র করতে চায়? তবে যারা কুফরি করে তারা নিজেরাই নিজেদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে। নাকি আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো উপাসা আছে? তারা (তাঁর সঞ্জো) যা কিছু শরিক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তারা যদি আকাশের কোনো খন্ড ভেঙে পড়তে দেখত তা হলে বলত, 'এ তো পুঞ্জীভূত মেঘ।' অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাদের সেদিন পর্যন্ত যেদিন [স্রা আত-ত্র, ৫২:৩৫-৪৫] তারা মূছিত হয়ে পড়বে।"

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, "আল্লাহ তা'আলার রুব্বিয়্যাহ ও তাঁর উল্হিয়্যাহ সুদৃঢ়-করণই আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য। উপরের প্রথম Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়াতটিতে আল্লাহ কী বলেছেন আরেকবার একটু দেখুন, তিনি বলেছেন, "নাকি কোনো কিছু ছাড়া (কোনো স্রষ্টা ছাড়া) তাদের সৃষ্টি হয়েছেং নাকি তারাই স্রষ্টাং"

অর্থাৎ কোনো অস্তিত্বদানকারী ছাড়াই কি তাদের অস্তিত্ব? একজন অস্তিত্বদানকারী তো লাগবেই; সেক্ষেত্রে তারা নিজেরাই কি নিজেদের অস্তিত্ব দিয়েছে? বাস্তবিক পক্ষে না তারা এমনি এমনি হয়েছে, আর না নিজেরাই নিজেদের অস্তিত্ব দিয়েছে। বরং তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহই এবং অনস্তিত্ব অবস্থা থেকে তিনিই তাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন।"

আয়াতটি যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপনে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি আয়াত। কারণ, "তাদের অন্তিত্ব কোনোকিছু ছাড়া এমনি এমনি হয়ে যাওয়াটা এমন একটি বিষয়ে, সুস্থ বিবেকের যেকেউ প্রথমবারেই এ কথার অসারতা ধরে ফেলবে। সে বুঝে ফেলবে, কোনো কিছু ছাড়াই কারও সৃষ্টি হয়েছে—ভাবনাটা পুরো অবান্তর, অযৌক্তিক। এরপর আর কোনো কথা বলার দরকার পড়ে না। অবতারণা করা লাগে না আর কোনো যুক্তি-তর্কের। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি অর্থাৎ তাদের নিজেদের স্রষ্টা হওয়ার বিষয়টি এমন একটি বিষয় যা কোনো সৃষ্ট জীব ভাবতেই পারে না যে, সে একজন স্রষ্টা। এই যখন অবস্থা, যখন সুস্থ বিবেক দুটোর কোনোটারই সায় দিছে না, তখন কুরআন যা বলেছে সে বাস্তবতা ছাড়া অবান্তর, অযৌক্তিক কোনো কথা বলারই সুযোগ থাকে না; তারা সবাই এমন আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা যিনি এক এবং যার কোনো শরিক নেই।"

সত্যের পোক্ততা ও মিথ্যার অসারতা-প্রমাণ পদ্ধতি

প্রবঞ্চক, দান্তিক কাফির-মুশরিকদের কথার অসারতা প্রমাণে, তাদেরকে হতভন্ব ও লা-জবাব করার জন্য এটা অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদ্ধতি। ফিরাউনের সঙ্গে নবি মূসার ঘটনা এ পদ্ধতির প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ। ফিরাউনের উপস্থাপিত সকল সন্দেহ, সংশয়, তার পেশ করা খোঁড়া সব যুক্তি নবি মূসা একে একে খণ্ডন করেন। ফিরাউন নিজেকে প্রতিপালক দাবি করে। মূসা অত্যন্ত যৌক্তিক ও বিবেকগ্রাহ্য দলিল-প্রমাণ দিয়ে ফিরাউনের এ জঘন্য ও মিথ্যা দাবির অসারতা প্রমাণ করে দেন। এবং তিনি দেখিয়ে দেন, রুব্বিয়ায় ও উল্হিয়া কেবল আল্লাহর জন্যই। যেমন আল্লাহ বলেন,

"ফিরাউন বলল, 'বিশ্বজগতের রব আবার কী জিনিস?' মূসা বলল,
'তিনি আকাশ ও জমিন এবং তার মধাবতী সবকিছুর রব, যদি
তোমরা বিশ্বাস করো।' সে তার চারপাশের লোকদেরকে বলল,
'তোমরা কি শুনছ না?' মূসা বলল, 'তিনি তোমাদের রব এবং
তোমাদের পূর্বতী পিতৃপুরুষদেরও রব।' সে বলল, 'তোমাদের
কাছে প্রেরিত রাসূল আসলে একটা পাগল।' মূসা বলল, 'তিনি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
পূর্ব-পশ্চিম ও তার মধাবতী সবকিছুর রব, যদি তোমরা বৃঝতে।
ফিরাউন বলল, 'তুমি যদি আমাকে ছাড়া অনা কোনো প্রভু গ্রহণ
করো, তা হলে আমি অবশাই তোমাকে কারারুশ করব'।"

[স্রা আশ-শু'আরা, ২৬;২০-২৯]

বিরুদ্ধবাদীদের অযৌক্তিক দাবির উত্তরে এমনই ছিল কুরআনের যৌক্তিক উপস্থাপন। মুশরিকরা রাস্লুল্লাহর বিষয় নিয়ে কিছুতেই কিছু করতে পারছিল না। নির মুহাম্মাদ & যে মানবজাতির কাছে পাঠানো আল্লাহর একজন রাস্ল—ব্যাপারটির সত্যতা মানতে তারা পুরোপুরি নারাজ; তারা নবিজিকে তো মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং আল্লাহ যে তাঁকে রিসালাত দিয়ে পাঠিয়েছেন, কাফিররা সেটাকেই অস্বীকার করছে। তারা রাস্লুল্লাহর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ত। তখন রাস্ল গু তাদের জেদের বিরুদ্ধে জেদ না দেখিয়ে, কুরআনের যৌক্তিক উপস্থাপনগুলো তাদের সামনে পেশ করতেন। যেমন: আল্লাহ বলেন—

"আমি তো জানি, তাদের কথায় তুমি অবশাই কন্ট পাও। তবে তারা তো তোমাকে অবিশ্বাস করে না, বরং (এই) জালিমরা (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর নিদর্শনাবলিকেই অশ্বীকার করে।" [সূরা আন'আম, ৬:৩০]

আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করার কারণেই তাদের বক্র চিন্তা, অসুস্থ বিবেক উদ্বৃদ্ধ করে রাসূলুল্লাহর কাছে তাঁর নুবৃওয়াতের সপ্রমাণে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করতে। ব্যাপারটি এমন নয় যে, প্রমাণ পেশ করতে পারলেই তা দেখে নবিজিকে সত্য মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে। বরং তাঁকে সমস্যায় ফেলার, অপারগ করার একটা হীন, নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য ছিল তাদের। রাসূলুল্লাহর নিকট তাদের দাবি-দাওয়ার ফিরিস্টিটা এ রকম:

- তাদের জন্য তাদের ভূমিতে একটা ঝরনা প্রবাহিত করে দিতে হবে।
- নবিজির খেজুর ও আঙুরের একটা বাগান থাকবে; বাগানের মধ্যে তাঁকে
 আবার একটা নদীনালা প্রবাহিত করতে হবে।
- কিয়ামাতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার চিত্রটি নবি মুহাম্মাদ
 তাদের সামনে
 তুলে ধরলে তাদের দাবি—এখনই তাদের ওপর আকাশকে টুকরো টুকরো
 করে দেখানো।
- আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে তাদের সামনে হাজির করা।
- রাসূলুল্লাহর বাড়িটি হবে সোনার তৈরি।

- Compressed with PDF Compresser by DLM Infosoft
 রাস্ল আকাশে চড়বেন: অর্থাৎ তার একটি মই থাকবে। বেয়ে বেয়ে তিনি
 উঠবেন এবং আকাশে চড়বেন।
- তাদের জন্য আকাশ থেকে গ্রন্থ নিয়ে আসতে হবে; তারা সেটা পড়বে।
 কাফিরদের এ দাবিটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন,
 - "অর্থাৎ সবার কাছে একটি সহীফা থাকবে। বইটিতে লেখা থাকবে—এটা অমুকের ছেলে অমুকের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব।" জ্ঞা
- তারা রাস্লুলাহর কাছে দাবি তোলে—আমাদের জন্য দু'আ করুন, পাহাড়
 আমাদের সামনে চলে আসবে। দূরে কোথাও সফর করতে চাইলে জমিন
 কাছে চলে আসবে। তাদের মৃত বাপ-দাদারা আবার জীবিত হয়ে তাদের
 সামনে হাজির হবে।

অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটানো, অলৌকিক বস্তু বাস্তব করা এবং অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে দেখানোর দাবি নবিদের কাছে নতুন কিছু নয়; যুগে যুগে নবি-রাসূলরা এমন দাবি-দাওয়ার সম্মুখীন হয়েছেন বহুবার। এমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতে কাফিরদের ঈমান আনার ব্যাপারে যদিও নবি মুহাম্মাদ ঋ আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু মহান রবের কাছ থেকে তিনি যে দীক্ষা পেয়েছেন, আল্লাহ তাঁকে যে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন, তা বলে না এমন অলৌকিক কিছু করে দেখাতে।

এসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর উত্তর ছিল, "এসব নিয়ে তোমাদের কাছে আমাকে পাঠানো হয়নি। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছি। তোমাদের কাছে যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা যদি তা গ্রহণ করো, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে। তা না করে তোমরা যদি সেটা আমার কাছেই ফেরত দাও, তা হলে আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করব। তিনিই আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সলা করবেন।"

> "তারা বলেছিল, 'আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটি ঝরনা প্রবাহিত করবে; অথবা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
তুমি যেমনটি বলে থাকো, আকাশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের
উপর ফেলবে; কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে (আমাদের)
সামনা-সামনি নিয়ে আসবে; অথবা তোমার স্বর্ণের একটি ঘর
হবে; কিংবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, তবে আমরা তোমার
(আকাশে) আরোহণও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের
জন্ম একটি কিতাব নিয়ে আসবে যা আমরা পড়ে দেখব। বলো,
'আমার রবের মহিমা! আমি তো একজন মানুষ ও একজন রাসূল
ছাড়া আর কিছু নই।' মানুষের কাছে যখন হিদায়াত এসেছে তখন
'আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' ☐তাদের
এমন উক্তিই তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছে। বলে
দাও, পৃথিবীতে যদি কিছু ফেরেশতা থাকত যারা (মানুষের মতো)

হাঁটাচলা করে এবং (সেখানে) স্থিরভাবে বাস করে তা হলে আমি

তাদের কাছে আকাশ থেকে একজন ফেরেশতাকেই রাসূল করে

পাঠাতাম। বলো, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই

যথেষ্ট। তিনি তাঁর দাসদের সব খবর রাখেন, তাদের সবকিছু

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

দেখেন'।"

"যদি এমনও একটি কুরআন হতো, যার সাহাযো পাহাড় চালানো যেত কিংবা জমিন টুকরা টুকরা করা যেত অথবা মৃতদেরকে কথা বলানো যেত (তাহলেও অবিশ্বাসীরা তা বিশ্বাস করত না)। তবে সব বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তা হলে কি যারা ঈমান এনেছে তারা এখনো জানতে পারেনি যে, আল্লাহ যদি চাইতেন তা হলে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? আর নিজেদের কৃতকর্মের জনাই কাফিরদের বিপদ ঘটতে থাকবে কিংবা এই বিপদ তাদের বাড়িঘরের কাছে নেমে আসতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (তাদের মৃত্যু/কিয়ামাত) এসে পড়ে। আল্লাহ তো ওয়াদা ভক্তা করেন না।"

খেয়াল করুন, কাফির-মুশরিকদের দাবি-দাওয়ার জবাব এখানে দেওয়া হয়নি। কেন? কারণ, তারা তো সত্য খোঁজার অভিপ্রায়ে দাবিগুলো পেশ করেনি। বরং তারা এগুলো করেছিল ঠাট্টা-তামাশা করতে, নবিজিকে নিয়ে হাসাহাসি করতে। সুমহান আল্লাহ ভালো করেই জানেন তাদের দাবি-দাওয়া অনুযায়ী যদি সবকিছু দেখানো হতো

[সূরা ইসরা, ১৭:১০-১৬]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিংবা তাদেরকে দেওয়া হতো, তারপরও তারা ঈমান আনত না। উলটো পাপাচারে লিপ্ত হতো আরও বেশি। আল্লাহ বলেন,

"তারা আল্লাহর নামে জোরালো শপথ করে বলে যে, যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসত তা হলে তারা অবশ্যই তা বিশ্বাস করত। বলো, 'নিদর্শন তো আল্লাহর কাছে।' (হে মুসলিমগণ!) তোমাদেরকে জানাবে যে, তাদের কাছে নিদর্শন এলেও তারা বিশ্বাস করবে না। যেহেতু প্রথমবার তারা তা বিশ্বাস করেনি, তাই আমি তাদের অন্তর ও চোখ (সঠিক পথ থেকে) ঘুরিয়ে দেবো এবং তাদেরকে ছেড়ে দেবো, যাতে নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদুদ্রান্তর মতো ঘুরতে থাকে। যদি আমি তাদের কাছে জারাতি দূত পাঠাতাম ও মৃত ব্যক্তিরা তাদের সঞ্জো কথা বলত এবং আমি সবকিছু তাদের সামনে একত্র করতাম তথাপি তারা ঈমান আনত না। অবশ্য আল্লাহ (অনারকম) ইচ্ছা করলে সেটা ভিন্ন কথা; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খের মতো কাজ করে।"

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান যে, মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও তাঁর রাহমাতের দাবিই হলো, কাফির-মুশরিকরা যা চায়, তারা যা দাবি করে তার সবকিছুর উত্তর দিতে নেই। কারণ, কোনো জাতির দাবি অনুযায়ী যখন কোনো নিদর্শন দেখানো হলো, অথচ তারা ঈমান আনল না, তখন আল্লাহর রীতি হলো তিনি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। ঠিক যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল 'আদ, সামূদ ও ফিরাউনের জাতিকে। আল্লাহ বলেন,

"তারা বলে, 'তার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন পাঠানো হয়নি কেন?' বলো, 'নিদর্শন আল্লাহর কাছেই আছে। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।' আমি যে তোমার কাছে কিতাব (কুরআন) নাঘিল করেছি যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়, এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়? বিশ্বাসী লোকদের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই রাহমাত ও উপদেশ আছে। বলো, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তিনি তা (সবই) জানেন। আর যারা মিথায় বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তারাই (প্রকৃত) ক্ষতিগ্রন্ত'।"[সূরা 'আনকাবৃত, ২৯:৫০-৫২]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস 🐭 বলেন,

"কুরাইশরা একবার নবিজিকে বলল, 'তুমি তোমার রবের নিকট দু'আ করো তো, তিনি যেন সাফা পাহাড়িট আমাদের জন্য সোনা বানিয়ে দেন। তা হলে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব।' তাদের উত্তরে নবিজি বললেন, 'সত্যিই ঈমান আনবে তো?' তারা বলল, 'হাাঁ, সত্যি'।" ইবনু 'আব্বাস ক বলেন, "এরপর রাসূল ঋ আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। তাঁর কাছে জিব্রীল এসে বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনি যদি চান সাফা তাদের জন্য স্বর্ণ হয়ে যাবে। পাহাড় স্বর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও যারা ঈমান আনবে না, কুফরি করবে, আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দেবো যে শাস্তি পৃথিবীর আর কাউকেই আমি দেবো না। আর যদি আপনি চান, তা হলে আমি তাদের জন্য তাওবা ও রাহমাতের দুয়ার অবারিত করে দেবো।' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'বরং তাওবা এবং রাহমাতের দুয়ার।' তখন আল্লাহ নায়িল করেন:

'আমি কেবল এজনাই নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত থেকেছি যে, পূর্বতীরা তা অস্বীকার করেছিল। স্পষ্ট এক নিদর্শন হিসেবে আমি সামূদ জাতিকে উদ্রী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তার সঞ্জো অন্যায় আচরণ করেছিল। আমি ভয় দেখানোর জনাই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি'।"
[স্রা ইসরা, ১৭:৫৯]

এই যে বিভিন্ন সময়ে কুরাইশ নেতারা নবিজির কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করত, এর পেছনের উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালানো, ষড়যন্ত্র পাকানো। আরবের অন্য গোত্রগুলো যেন রাসূলুল্লাহর ধারে কাছে ভিড়তেও না পারে। মুশরিকরা ভালো করেই জানত, তাদের দাবি-দাওয়াগুলো নিছক অহেতুক; এগুলো এমন কিছু বিষয় যা দীনের মেজাজের সঙ্গে কোনোভাবেই যায় না। আর এটা জানে বলেই তারা রাসূলুল্লাহকে অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলো করে দেখাতে জোর পীড়াপীড়ি করতেই থাকে। এগুলো সম্ভব হলে ঈমান আনবে বলেও বাহানা ধরে। কিন্তু তারা ইসলামকে বিশ্বাস করবে না, ঈমান আনবে না আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের প্রতি। নবিজির অপারগতা মানুষের সামনে প্রকাশ করে তাদেরকে নবিজির অনুসরণ করা থেকে নিবৃত্ত করতেই তাদের সকল অপপ্রচেষ্টা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মাক্কা যুগে ইহুদিদের ভূমিকা এবং মাক্কার

মুশরিকদের তাদের সাহায্য গ্রহণ

কুরআনুল-কারীমের বেশকিছু সূরাতে বানু ইসরাঈলের আলোচনা করা হয়েছে; মাক্কি সূরার প্রায় পঞ্চাশটিতে তাদের আলোচনা বিধৃত। মাদানি যুগে ইসলামের আলো নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, দীনের বাণী পৌঁছানোর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বারবার রাসূলুল্লাহর জীবন নাশের চেষ্টা করেছিল এই ইহুদিরাই। ইহুদি ছাড়া এতবার এত ব্যাপকভাবে আর কোনো জাতির, আর কোনো গোত্রের কথা আলোচনা করেনি কুরআন। ইসলামি দা'ওয়াতের জন্য যেখানে যতটুকু দরকার, কুরআন সুক্ষ্মভাবে ঠিক ততটুকুই ইহুদিদের আলোচনা করেছে।

রাসূল 🕸 যে সত্য নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন, সে সত্যের প্রতি মাকার মুশরিকদের উদাস ভাব তাদের গাফিলতি নতুন কিছু নয়; যুগে যুগে যারাই সত্যের বাণী প্রচার করেছেন তাদের প্রতিই এমন আচরণ করা হয়েছে। মাক্কা যুগে ইহুদিদের কথা আলোচনা করে কুরআন মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, তোমরা যদি এখনো শুদ্ধ না হও, তবে 'আদ, সামৃদ, ফিরাউন, বানু ইসরাঈল, তুব্বা সম্প্রদায় ও নবি নৃহের সম্প্রদায় রস্স-এর যে পরিণতি হয়েছিল, তোমাদের তার চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু হবে না।

মাকার কুরাইশরা বহুভাবে চেষ্টা-তদবির, নানা ফন্দি-ফিকির করেও ইসলামের দা'ওয়াতের গতিরোধ করতে পারেনি। তারা দেখল, ইসলামের দা'ওয়াতের সামনে কোনোভাবেই টিকতে পারছে না, ব্যর্থ হচ্ছে বারবার। নাদ্র ইবনুল-হারিস নামের মুশরিকের ভাষ্যেই ফুটে ওঠে তাদের অপারগতার একটা চিত্র। সে একবার কুরাইশদের লক্ষ করে বলেছিল, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই তিনি (মুহাম্মাদ 🕸) তোমাদের কাছে এমন এক বিষয় নিয়ে এসেছেন, এরপর তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের আর কোনো চেষ্টা-তদবির থাকল না। এখন সময় এসেছে, নিজেদের বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবার। আবারও বলছি, তিনি মহান এক বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন।"

কুরাইশরা ভাবনায় পড়ে গেল। সলাপরামর্শ করতে লাগল, এবার ইসলাম, মুহাম্মাদ 🟂 ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনদিক থেকে আঘাত হানা যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে তারা নাদ্র ইবনুল-হারিস ও 'উকবা ইবনু আবু মু'ঈতকে মাদীনার ইহুদি রাবাঈদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। তারা সেখানে গিয়ে জেনে আসবে ইসলামের সত্যাসত্যতা। তবে এমন ভাবনার কোনো সুযোগ নেই যে, ইহুদিরা ইসলামের সত্যতার স্বীকৃতি দেওয়ামাত্রই মুশরিকরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। বরং

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অন্য একটা শয়তানি ছিল তাদের মনে। তাদের আশা ইহুদিরা তাদেরকে এমন কিছু বিষয় শিখিয়ে দেবে যা দিয়ে রাসূল্লাহকে কুপোকাত করতে পারবে। নবি-রাসূল ও সত্যপস্থিদের ওপর ইহুদিদের হিংসা ও রাগের কথা জানা ছিল মৃশরিক নেতাদের; মাক্কায় নবিজির আগমনের খবর ইহুদিদের জন্য ছিল প্রচণ্ড এক আঘাত। ইহুদিরা জানত, একজন নবির আগমন হতে যাচ্ছে। তারা আশা করে আসছে, শেষ নবি তাদের মধ্য থেকেই কেউ একজন হবেন। তিনি তাদের দারিদ্র্য দূর করবেন। মিটিয়ে দেবেন তাদের মধ্যকার সকল হানাহানি ও ভেদাভেদ। কিন্তু শেষ নবি তাদের মধ্য থেকে না হওয়াতে জেগে ওঠে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা। সুযোগ খুঁজতে থাকে শেষ নবির ওপর তাদের হিংসা চরিতার্থ করার।

সুযোগ তারা পেয়ে যায়। মাক্কার মুশরিকদেরকে পেয়ে তো ইহুদিরা মহাখুশি। ইসলামের আলো চিরতরে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য মুশরিক ও ইহুদিরা যৌথভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। নবিজিকে কুপোকাত করা যাবে ভেবে ইহুদিরা মুশরিকদেরকে শিথিয়ে দেয় বেশ কিছু প্রশ্ন।

সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ্ক্র ঘটনাটির সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "একবার কুরাইশ সম্প্রদায় নাদ্র ইবনুল-হারিস ও 'উকবা ইবনু আবু মুক্তিকে মাদীনার ইহুদি রাবাঈদের কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠায় যে, তাদের কাছে মুহাম্মাদ প্রসম্পর্কে জানতে চাও। তোমরা নবিজির গুণাগুণ, সে কী করে না করে তার সবিকিছু তাদের কাছে তুলে ধরবে। কারণ, তারাই প্রথম আহলুল-কিতাব। তাদের কাছে আসমানি কিতাব আছে। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলদের এমন কিছু জ্ঞান তাদের জানা আছে, যা আমাদের কাছে নেই। প্রতিনিধি দুজন মাদীনায় এসে পৌছল। রাসূলুল্লাহর বিভিন্ন কথা, তাঁর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি উল্লেখ করে তারা ইছদিদের কাছে রাসূল শ্ল সম্পর্কে জানতে চায়। ইহুদিদের লক্ষ করে তারা বলল, 'আপনাদের কাছে তো আসমানি কিতাব তাওরাত আছে। আমাদের এই লোকটি সম্পর্কে জানতেই আমরা আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি।'

ইবনু 'আব্বাস ক্র বলেন, 'ইহুদি পণ্ডিতরা তাদের প্রশ্নের জবাবে বলে, তোমরা তাঁর কাছে তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইবে; তোমাদেরকে সেগুলো আমরা শিখিয়ে দেবো। যদি তিনি তোমাদেরকে প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিক ঠিক দিতে পারেন, তা হলে আসলেই তিনি একজন প্রেরিত রাসূল। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন, তা হলে লোকটি নির্ঘাত ভণ্ড। প্রশ্ন তিনটি হলো, প্রাচীনকালের একদল যুবক, তাদের ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছিল। ওই পর্যটক সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করো, যে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পুরোটা সফর করেছে। সে লোকটার কাহিনি

আসলে কি? শেষ যে প্রশ্নটা তাঁর কাছে জানতে চাইবে তা হলো, রূহ তথা আত্মা কী জিনিস? তিনি যদি তোমাদের এ প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি একজন সত্য নবি ও আল্লাহর প্রেরিত রাসূল; তোমরা তাঁকে অনুসরণ করতে পারো। অন্যদিকে তিনি যদি প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে ব্যর্থ হন, তা হলে তিনি প্রেরিত নন। তখন তার বিষয়ে তোমাদের যেটা ভালো মনে হয়, তা-ই করো।

নাদ্র ও 'উকবা মাদীনা মাক্কায় ফিরে আসে। কুরাইশ নেতাদের কাছে গিয়ে বলল, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়। মুহাম্মাদ ও আমাদের মধ্যে যে বিরোধ, সেটা মেটানোর কিছু দাওয়াই আমরা নিয়ে এসেছি; ইহুদি পণ্ডিতরা আমাদেরকে তিনটি বিষয় শিখিয়ে দিয়েছে যাতে আমরা মুহাম্মাদকে সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারি।

কুরাইশরা নবিজির কাছে এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আমরা কিছু বিষয় তোমার কাছে জানতে চাই, তুমি আমাদেরকে সেগুলোর উত্তর বলে দাও তো।'

শুনে রাসূল রু বললেন, 'প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাদেরকে কালকে জানাব'।" থেয়াল করুন, রাসূল রু এখানে ইন শা আল্লাহ বলেননি। কুরাইশরা চলে গেল। রাসূল রু তো মনগড়া কিছু বলেন না, ওয়াহির ভিত্তিতেই তিনি কথা বলেন। প্রশ্নের জবাব দেন। এক-দু রাত নয়, রাসূল রু লাগাতার পনেরো রাত ওয়াহির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু মুশরিকদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে জিব্রীল তাঁর কাছে আসছেন না। মাঞ্চাবাসী যেন প্রকম্পিত হলো। তারা বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মাদ আমাদেরকে বলেছিল পরদিন আসতে। আর আজ পনেরো দিন হতে চলল। আমরা তাঁকে যে প্রশ্ন করেছিলাম তার একটা উত্তরও সে আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। এদিকে ওয়াহি না আসাতে রাসূল গ্লু মুষড়ে পড়েন। মাঞ্চাবাসীদের কথাবার্তায় তার অন্তর বিদীর্ণ হওয়ার জোগাড়। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটল; জিব্রীল এলেন। আল্লাহর কাছে থেকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন গুহাবাসীদের ঘটনা-সংবলিত সূরা কাহ্ফ। মুষড়ে পড়ার কারণে স্রাটিতে নবিজিকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হয়। একে একে তাঁকে একদল যুবক, পর্যটক লোকটি ও রূহ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরে অন্যান্য আয়াতও নাযিল হলো। রুহ কী জিনিস তার উত্তরে আল্লাহ বলেন,

"তারা তোমাকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রূহ হলো আমার রবের আদেশের ব্যাপার। (এ সম্পর্কে) তোমাদেরকে সামানাই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।"
[স্রা ইসরা, ১৭:৮৫]

একদল যুবকের ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছিল, মুশরিকদের এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ এই সূরাতেই দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গুহাবাসীদের ঘটনায় সাহাবিদের জন্য Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহই আশ্রয় দিয়েছিলেন, রক্ষা করেছিলেন ওই যুবকদেরকে; তারা পৌত্তলিকতা ছেড়ে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনেন। শেষ পর্যন্ত তারা নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের দীন নিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন।

ওই যুবকরা বিপদ থেকে বাঁচতে গুহায় গিয়ে আগ্রয় নিয়েছিলেন। আজ যেসব মুসলিম কট্টে আছেন, বিপদে আছেন, আল্লাহ দীনের সাহায্যকারী মাদীনার আনসাররাও তাদেরকে আগ্রয় দিয়ে সাহায্য করবেন। সেদিন তারা হেসে উঠবেন খুশিতে। পক্ষান্তরে মাদীনারই একদল লোক কুরাইশদেরকে তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সাহায্য করে। নুবৃওয়াতের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে ইহুদিরা মুশরিকদেরকে বেশকিছু প্রশ্ন শিথিয়ে দেয়। প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে নবির সত্যতা যাচাই করার পদ্ধতিটি অবশ্যই সুস্থ কোনো পদ্ধতি নয়। কবে কোন কালে এমন প্রশ্ন করে নুবৃওয়াতের বিষয় প্রমাণ করা গেছে? আল্লাহর নবি মুসা , বানু ইসরাঈলের বড় একজন নবি, তিনিও পারেননি তাঁর চোখের সামনে ঘটে যাওয়া তিনটি ঘটনার ব্যাখ্যা বলতে। বলতে তো পারেননি, উলটো খিজির যখন এ কাজগুলো করছিলে তখন তিনি বাধা দিয়েছিলেন। ব্যাপার যা–হোক, ব্যাখ্যা বলতে না পারার অপারগতার কারণে নবি মুসার নুবৃওয়াতের সামান্যতমও কমবেশ হয়নি। আর এজন্য বানু ইসরাঈলরাও আকাশ মাখায় তোলোনি। এমনও বলেনি যে, তিনি যেহেতু পারেননি, তা হলে তো নবি নন। নবির নুবৃওয়াত, রাস্লের রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য তারা এ ধরনের প্রশ্ন করত না।

আল্লাহ তা'আলা গুহাবাসী যুবকদের ঘটনার মাধ্যমে ইঙ্গিত করছেন যে, খুব শিগগির মু'মিনরা আজকের কষ্টকর অবস্থা থেকে রেহাই পেতে যাচ্ছে। সেদিন তাদের মুখে হাসি ফুটবে।

নুবৃওয়াতের সপ্তম বছরের শেষদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ

মাকার মুশরিকরা ইসলামের আলো নেভানোর অপচেষ্টায় যখন কোনোভাবেই সফল হচ্ছিল না, তখন নবি মুহাম্মাদ & ও সাহাবিদের ওপর তাদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণে। রাসূল & ও তাঁর সাহাবিরা নির্যাতন সহ্য করে আল্লাহর পথে দা ওয়াতের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দেন ইসলামের বাণী। মুশরিকরা এবার আগের পথে পা না বাড়িয়ে নির্যাতনের নতুন এক পথ ধরল। তারা অন্যায়ভাবে দ্রেফ শক্রতাবশত রাসূল > তাঁর সাহাবি ও আত্মীয়স্কলনদের মধ্যে তাদের শুভাকাঞ্দীদেরকে অবরোধ করে রাখে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ইমাম যুহরি বলেন, "এরপর মুশরিকরা নির্যাতনের মাত্রা এত বাড়ায় যে, তাদের জীবন বের হওয়ার উপক্রম হয়: এত কষ্ট ভোগ তারা এর আগে করেনি। কুরাইশরা এবার অন্য একটা ষড়যন্ত্র পাকাল। নবিজিকে প্রকাশ্যে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটল তারা। রাসূলুল্লাহর চাচা আবু তালিব কুরাইশদের এমন হীন চক্রান্তের কথা শুনে আঁতকে ওঠেন। 'আবদুল-মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে একত্র করে নবিজিকে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দেন। এটাও আদেশ দেন যে, কারও হাত থেকে রাসুলুল্লাহকে রক্ষা করার। আবু তালিবের এই আদেশ 'আবদুল-মুক্তালিব গোত্রের, কি মুসলিম কি কাফির, শিরোধার্যরূপে গ্রহণ করল; তাদের কারও মধ্যে কাজ করেছে গোত্রীয় সম্প্রীতি ও উত্তেজনা। আর কেউ-বা বলিয়ান ঈমানের বলে। কিস্তু রাসূলুল্লাহর ওপর আসা সকল আঘাত প্রতিহত করার ব্যাপারে 'আবদূল-মুত্তালিব গোত্রের একতার কথা জানাজানি হয়ে যায়। মুশরিকরা সিদ্ধান্ত নিল, পুরা 'আবদুল-মুত্তালিব গোত্রকে একঘরে করে ফেলতে হবে; তাদের সঙ্গে সব ধরনের ওঠাবসা, মেলামেশা, বেচাকেনা, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি তাদের ঘরে প্রবেশ পর্যন্ত করবে না বলে দাঁত-খিচমিচ-করা সিদ্ধান্ত নেয়। এই অবরোধ চলতেই থাকবে লাগাতারভাবে। তারা যদি রাস্লুল্লাহকে হত্যা করার জন্য তাদের হাতে তুলে দেয়, তবেই এ অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে, তার আগপর্যন্ত না। বয়কটের এ সিদ্ধান্তের বিভিন্ন দিক ও সিদ্ধান্তগুলো তারা লিখে ফেলে। যেমন: তারা কোনো কালেই বানু হাশিমের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তিপত্রে সই করবে না। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে না, দয়া দেখাবে না। তাদের মুক্তি পাওয়ার একটা পথই খোলা রইল—মুহামাদকে হত্যা করার জন্য তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তাদের লিখিত হীন চক্রান্তে আরও কিছু দিক যোগ হয়েছিল : তাদের কোনো ছেলেকে বানু হাশিমে বিয়ে করাবে না, ওদের কোনো ছেলের সঙ্গে নিজেদের কোনো মেয়ের বিয়ে দেবে না। তাদের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করবে না, তাদের থেকে কোনো কিছু কিনবেও না। রুটি-রুজির জন্য তাদের কোনো সাহায্য নেবে না, হাতে কিছু এলে তাদেরকে দেবেও না। তাদের কোনো আপস শোনা হবে না, তাদেরকে কোনো ধরনের অনুকম্পা, কৃপা দেখানো হবে না। তাদের সঙ্গে ওঠাবসা, মেলামেশা, কথাবার্তা, তাদের ঘরে যাওয়াসহ সবকিছু বন্ধ থাকবে। যতদিন তারা আমাদের হাতে মুহাম্মাদকে হত্যা করার জন্য তুলে না দিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এ অবরোধ চলতেই থাকবে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞার ওপর একাত্মতা ঘোষণা করে। আত্ম পরিতৃপ্তির জন্য তারা তাদের প্রতিজ্ঞা লেখা কাগজ্ঞটা কাবার দেয়ালে টাঙ্কিয়ে দেয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বানু হাশিমকে তাদের উপত্যকায় টানা তিন বছর অবরুদ্ধ অবস্থায় পার করতে হয়। তারা এখানে খুবই মানবেতর জীবনযাপন করত: তারা বাজারে যেতে পারত না। যদিও যেতে পারত, গিয়ে দেখত বাজারে তাদের কাছে কেউ কোনো খাবার বিক্রি করছে না। অথবা কোনো লোক গিয়ে যে তাদের কাছে কিছু ফেরি করে বিক্রি করবে সে সুযোগ রাখেনি তারা। পাপিষ্ঠদের একটাই উদ্দেশ্য, নবিজির রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করা।

রাতের বেলায় লোকজন যখন শোয়ার বন্দোবস্ত করত চাচা আবু তালিব তখন ভাতিজাকে নিজের বিছানায় ডেকে পাঠাতেন। এ ফাঁকে দেখে নিতেন ভাতিজাকে হত্যা করতে কেউ আসছে কি না। এরপর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন তিনি নিজের, কিংবা ভাইদের অথবা চাচার বংশের কোনো একজনকে রাসুলুল্লাহর বিছানায় শুইয়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহকে বলতেন তাদের কারও একজনের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে।

সাহাবি, বানু হাশিম ও বানু 'আবদুল-মুত্তালিবের ওপর অবরোধের প্রকোপ বাড়তেই থাকল। তাদের সংরক্ষিত খাবার ফুরিয়ে এল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত তারা গাছের পাতা খেতে বাধ্য হন। অবরুদ্ধ অবস্থায় তাদের জীবন এতটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল যে, উটের পুরোনো চামড়া পরিষ্কার করে আগুনে পুড়িয়ে খেয়েছেন। সঙ্গে পানি পান করেন। উটের চামড়ার ছোট একটি টুকরা খেয়ে হয়তো একজন তিন দিনও পার করেন। অবরোধের মধ্যে সবার এভাবেই কাটছিল। হঠাৎ একদিন উপত্যকার ওইদিক থেকে কুরাইশরা ক্ষুধার জ্বালায় কাতর একটি শিশুর আওয়াজ শুনতে পেল।

তিন বছরের মাথায় আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা কুরাইশদের কিছু লোককে মুশরিকদের প্রতিজ্ঞাপত্র ভঙ্গ করতে নিযুক্ত করেন। প্রতিজ্ঞাপত্র ভঙ্গের অগ্রণীদের মধ্যে হিশাম ইবনু আমর হাশিমি ছিলেন। একদিন তিনি 'আবদুল-মুত্তালিবের মেয়ে আতিকার ছেলে যুহাইর ইবনু আবু উমাইয়া মাখযৃমির কাছে যান। যুহাইরকে উদ্দেশ করে হাশিম বললেন, "হে যুহাইর, তোমার মামাদের কী অবস্থা তুমি ভালো করেই জানো। অথচ এখনো তুমি দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করে যাচ্ছ। পোশাক-আশাক পরছ এবং বিয়ে-শাদিও করছ। তুমি ভালো করেই জানো যে, তারা কোনো খাবার কিনতে পারছে না। আবার তাদের থেকেও কেউ কিছু কিনছে না। তারা বিয়ে করতে পারছে না, তাদের সঙ্গে কেউ বিয়ে-শাদিতেও বসছে না। তবে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা যদি আবুল-হাকাম ইবনু হিশামের মামা হতো, এরপর তারা তোমাকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft যেভাবে তাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে সম্মতি জ্ঞাপনে ডেকেছে, আমাকেও যদি এমন করে ডাকত, তবে আমি কোনোকালেই তাদের ডাকে সাড়া দিতাম না।"

যুহাইর বললেন, "তোমার জন্য আফসোস। এখন আমি কী করতে পারি বলো? তুমি তো জানোই, আমি একা। আমার সঙ্গে যদি আর একজন লোক থাকত, আল্লাহর কসম, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে এগিয়ে আসতাম।"

হিশাম তাকে বললেন, "আমি একজন লোক পেয়েছি।" যুহাইর বললেন, "সে কে?"

তিনি বললেন, "আমি।"

যুহাইর তাকে বললেন, "তা হলে চলো আমরা তৃতীয় একজনকে খুঁজি।"

এরপর হিশাম মুত'ইম ইবনু 'আদির কাছে গেলেন। তাকে বললেন, "বানু 'আব্দ মানাফের শাখা গোত্রগুলোর এভাবে ধ্বংস হওয়াটাকে তুমি কি মেনে নিচ্ছ?' তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখছ। কুরাইশরা যা করছে তুমি তা মেনে নিচ্ছ?''

মৃত'ইম বলল, "আফসোস, আমি এখন কী করতে পারি? তুমি তো জানোই আমি একা একজন লোক।"

তিনি বললেন, "আমি তোমার জন্য দ্বিতীয় একজন লোক খুঁজে পেয়েছি।" তিনি বললে, "কে সে?"

তিনি বললেন, "আমি।"

তখন তিনি বললেন, "তা হলে চলো আমারা তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করি।"

হিশাম বললেন, "হ্যাঁ, খুঁজেছি।"

তিনি বললেন, "কে?"

হিশাম জানালেন, "যুহাইর ইবনু আবু উমাইয়া।"

মৃত'ইম বলল, "তা হলে চলো আমরা চতুর্থ একজনকে খুঁজে বের করি।"

হিশাম এরপর আবুল বুখতুরি ইবনু হিশামের কাছে গেলেন। তার কাছেও আগের মতোই কথা পাড়লেন। শুনে আবুল বুখতুরি তাকে বললেন, "আফসোস, এ কাজে আমাদেরকে সাহায্য করবে এমন কাউকে কি আমরা পাব?"

হিশাম বললেন, "হ্যাঁ, আমরা আমাদের এ কাজে পাশে পাচ্ছি যুহাইর ইবন্ আবু উমাইয়া, মৃত'ইম ইবনু 'আদি, আর আমি তো আছিই।"

তখন আবুল বুখতুরি বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে পঞ্চম কাউকে খুঁজে বের করো।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হাশিম এবার এলেন যাম'আ ইবনুল-আসাদ ইবনুল-মুত্তালিব ইবনু আসাদের কাছে। আগের মতোই তিনি তার সঙ্গে কথা বললেন। আত্মীয়স্বজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার দায়িত্বের কথা জানিয়ে দিলেন। তখন যাম'আ তাকে বললেন, "তুমি আমাকে যে কাজে ডাকছ সে কাজে আর কাউকে কি পেয়েছ?"

হাশিম বললেন, "হ্যাঁ।"

এরপর একে একে সবার নাম বলেন।

পাঁচজনের এ দলটি রাতের বেলায় মাকার উঁচু একটা জায়গায় গিয়ে বসলেন। জমায়েত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সেরে নিলেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, মুশরিকদের প্রতিজ্ঞাপত্র না ছিঁড়ে তারা নিবৃত্ত হবেন না। যুহাইর বললেন, "আমি শুরু করতে চাই। আমিই প্রথম কথা বলব।"

পরদিন সকালে মাকা জেগে উঠল। মুশরিকরা গিয়ে হাজির হলো তাদের মজমাতে। যুহাইর ইবনু আবু উমাইয়া গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বের হলেন। সাতবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। এরপর এগিয়ে গেলেন মানুষদের ভিড়ের দিকে। গিয়ে বললেন, আমরা খাব, আমরা পরব আর বানু হাশিম কিছুই কিনতে পারছে না। কেউ তাদের থেকে কিছু কিনছেও না—এটা অন্যায়, এভাবে চলতে পারে না। আল্লাহর শপথ, বিভেদ সৃষ্টিকারী এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা না করা পর্যন্ত আমি শান্ত হচ্ছি না। যুহাইর কথাগুলো যখন বলছিলেন আবু জাহ্ল তখন মাসজিদের এক কোণায় বসা। সে বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলেছ, আল্লাহর কসম। তুমি সেটা ছিঁড়ছ না। যুম'আ ইবনুল-আসাদ বললেন, আল্লাহর কসম। তুমিই বড় মিথ্যুক। ওই প্রতিজ্ঞাপত্র যখন লেখা হয় তখন থেকেই আমরা সেটা মানি না। আবুল বুখতুরি বলেন, যুম'আ সত্য কথাই বলেছে। ওতে যা লেখা আছে আমরা তা মানি না, সমর্থনও করি না। আরেক পাশ থেকে মৃত'ইম ইবনু 'আদি বলে উঠলেন, তোমরা দুজনই ঠিক কথা বলেছ। তোমাদের কথার উলটা কথা যে বলেছে সেই মূলত মিথ্যা বলেছে। ওই জঘন্য প্রতিজ্ঞাপত্র এবং ওতে যা লেখা আছে তা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। হিশাম ইবনু 'আম্র বললেন, আমরা সেটার অবসান চাই। আবু জাহ্ল এতক্ষণ ধরে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। বলে উঠল, ওদের এ কথাবার্তা রাতের সলাপরামর্শের ফসল। ধারে কাছে কোথাও না, অন্য কোথাও তারা সারা রাত ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। রাসূলুল্লাহর চাচা আবু তালিবও তখন মাসজিদুল-হারামের একপাশে বসা ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা বলেননি।

মৃত ইম ইবন্ আদি মুশারিকদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিড়তে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন, প্রতিজ্ঞাপত্র হিড়তে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন, প্রতিজ্ঞাপত্র লেখা 'বিসমিকা আল্লাহুদ্মা'—হে আল্লাহ তোমার নামে—এ লেখাটি ছাড়া পুরা প্রতিজ্ঞাপত্রটা ঘুণ পোকা খেয়ে ফেলেছে।

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিজ্ঞাপত্রটার বিরুদ্ধে ঘুণ পোকা পাঠান। ঘুণ পোকা এক আল্লাহ তা'আলার নাম ছাড়া আর সবকিছুই খেয়ে ফেলে: জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটল। ঘুণে খাওয়ার খবরটি নবিজি তাঁর চাচা আবু তালিবকে জানান। শুনে তিনি ছুটে আসেন নিজের গোত্রের কাছে। তাদেরকেও তিনি খবরটি জানান। তিনি তাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ আমাকে যে খবরটি দিয়েছে তা যদি মিথ্যা হয় তবে আমি অবশ্যই তাকে তোমাদের কাছে হত্যার জন্য পাঠিয়ে দেবো। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তা হলে তোমরা আমাদের ওপর যা চাপিয়ে দিয়েছ তা উঠিয়ে নেবে। উপস্থিত সবাই আবু তালিবের হাতে হাত রেখে জঘন্য ওই প্রতিজ্ঞাপত্র বিনাশের শপথ নিল। ঘুণে খাওয়ার খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সবদিকে। তারা খবরটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ছুটে এল কা'বার কাছে। গিয়ে দেখল, হ্যাঁ, খবরটি সত্য। রাস্ল শ্লু সত্য বলেছেন। তখন মুত'ইম ইবনু 'আদি ও হিশাম ইবনু 'আম্ব বললেন, হীন এই প্রতিজ্ঞাপত্র থেকে আমরা মুক্ত; আমাদের জান, আমাদের মান নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে আমরা তাকে বরদান্ত করব না। তাদের দুজনের এ কথা কুরাইশদের সম্মানিত অনেক লোক মেনে নিলেন। বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে এল বানু হাশিম।

শিক্ষা ও উপকারিতা

- আবু তালিব উপত্যকার অবরোধের ঘটনায় হাশিম ও মুন্তালিব গোত্রের মুশরিকরা রাস্লুল্লাহর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে। তাঁকে সাহায়্য করে। তাদের জাহিলি ঐতিহ্য অনুযায়ী রাস্লুল্লাহকে তারা নানান বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। এর থেকে আমরা একটা শিক্ষা নিতে পারি। আর তা হলো, দা'ওয়াতের কাজে লাগতে পারে এমন কোনো আইন-কানুনের সাহায়্যও নেওয়া য়েতে পারে।
- আজকের বিশ্বের মানবাধিকার একজন মুসলিমকে অনেক ক্ষেত্রেই নিশ্চয়তা দিচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের ধর্মীয়-স্বাধীনতা রক্ষায় এ মানবাধিকার রাখছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। এমন অনেক আইনও আছে যা মুসলিমদেরকে অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। ভারসাম্য বজায় রেখে এমন আইন-কানুন থেকে মুসলিমদের উপকার গ্রহণ করা উচিত।

- এখানে শুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো, নিকটাত্মীয়রা নবিজ্ঞিকে যে নিরাপত্তা

 দিয়েছে তা নবিজির রিসালাতের কারণে নয়। বরং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি

 মুগ্ধতার কারণে। তবে নবিজিকে নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি যদি মুসলিমদের

 পক্ষ থেকে সম্ভব হতো তবে সেটা গণ্য হতো জিহাদের মতো।
- আবু তালিব রাসূল

 ও মুসলিমদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেন।
 সেদিনকার ঘটনায় তিনি কুরাইশদের বৈঠকে তার বিশাল এক কবিতা
 আবৃত্তি করে প্রচণ্ডভাবে তাদেরকে নাড়িয়ে দেন। উপস্থিত জনতা জেগে
 ওঠে জঘন্য ওই প্রতিজ্ঞানামাটি ছিড়ে ফেলতে। এ ঘটনা আমরা পূর্বে উল্লেখ
 করেছি। নিবেদিতপ্রাণ ওই পাঁচজন যুবক মুসলিম ও তাদের সহযোগী,
 শুভাকাঙ্গ্ণীদেরকে অবরোধের কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তারা
 এর জন্য প্রথমে পরিকল্পনা করেন এবং তাতে তারা সফলও হন। এতে
 প্রমাণিত হয় যে, এমন অনেক লোক আছেন, প্রথম দেখাতে মনে হতে
 পারে তারা জাহিলিয়াতে বুঁদ হয়ে আছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা
 যাবে, তারা এমন জঘন্য নির্যাতনের ঘার বিরোধী; এর থেকে নির্যাতিত
 মানুষদেরকে পরিত্রাণ দিতে তারা সুযোগের অপেক্ষা করেন। মুসলিমদের
 উচিত বিষয়গুলো আমলে নেওয়া, ধ্যান করা গভীরভাবে। কুরআন ও নবির
 সুলাহ ইহুদি, খ্রিষ্টান ও নান্তিকদের সঙ্গে ইসলামের যে দ্বন্দুটা তার গতিপ্রকৃতি বাতলে দিয়েছে।
- আবু তালিব উপত্যকায় অবরুদ্ধ অবস্থায় রাস্লুল্লাহর অন্য চাচা আবু লাহাব যে অবস্থান নিয়েছিল তার একটা শিক্ষা রয়েছে। কারণ, আবু লাহাবের মতো কাছের লোকদের থেকে বিরুদ্ধাচরণ ইতিহাসে বারংবার ঘটবেই। যুগে যুগে দাস্বিরা নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও নিকটজনদের থেকে মাঝেমধ্যে এমন আচরণ পেয়ে থাকে যা তাদের কষ্টের কারণ হয়। কখনো কখনো সেটা যুদ্ধের কারণও হয়ে যায়। ইসলামের পথে মানুষদেরকে আহ্বানের পথে এ আত্মীয়স্বজনরা নিকটাত্মীয়দের থেকে দাস্বিরা যতটা বাধার সন্মুখীন হন, ততটা বাধা দেয় না চরম কঠোর কোনো কাফির-মুশরিক।
- মুসলিম সাহাবিদের জন্য রাসূলুল্লাহর একটা শিক্ষা হলো, তারা যেন অকারণ শক্রর মুখোমুখি না হয়। বিনা কারণে যেন যুদ্ধের আগুন না লাগায় এবং সে আগুনের তারা যেন ইন্ধন না হয়। মাকা যুগের মহান শিক্ষাটা হলো ধৈর্য। পালটা আক্রমণ না করে জুলুম-নির্যাতনের মুখে সবুর করা। হামযা, 'উমার,

আবু বিক্রান্ত উসমানের মতি বিজ্ বজ্ সাহাবি রাস্নুলাইর কথা ওনেছেন ও মেনেছেন; তারা নির্যাতনের বহুরকম রূপ দেখেছেন; এই হিংসা ওই নির্যাতন তারা ভোগ করেছেন। হাত গুটিয়ে রেখেছেন পালটা আক্রমণ না করে। একটা দুইটা নয়, একদিন দুদিন নয়, তারা তিন তিনটা বছর চরম কষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করেছেন। খাবারের অভাবে তাদের শরীর শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে পড়ে। তারপরও তাদের জন্য অনুমতি ছিল না তির নিক্ষেপের কিংবা কারও মাথা ফাটানোর।

- নির্যাতনের এ ঘটনাগুলো মু'মিনদেরকে আরও ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে; নেতার আদেশ মানতে উদ্বৃদ্ধ করে। আর অস্থিরমতি, নিয়ন্ত্রণহীন কাজকর্ম থেকে তাদেরকে দূরে রাখে। আবু জাহ্লকে গুপ্তহত্যা করা কোনো ব্যাপারই ছিল না। অপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়াটাও হয়তো সহজই ছিল। কিন্তু সেটা অর্বাচীনের মতো কাজ হতো। আর এর পরিণতি যে কী ভয়ংকর হতো তা আল্লাহই ভালো জানেন।
- ইসলাম দা ওয়াতের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে আল্লাহর আহ্বান পৌঁছে দিয়েছে। হাবশা, নাজরান, আয়দ শানু আ, দাওস এবং গিফার অঞ্চলে ইসলামি দা ওয়াতের বিজয় সাধিত হয়েছে। খুবই সৃয়্পভাবে পরিকল্পনা করে ইসলাম তার দা ওয়াতের পদক্ষেপ ফেলে। অঞ্চলগুলো পরবর্তী সময়ে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য আশ্রয়ের ভালো একটা জায়গা হয়ে ওঠে।
- শ্রথম প্রজন্মের সাহাবিদের জন্য অবরুদ্ধ তিনটি বছর ছিল ভিত্তি তৈরি ও
 দীক্ষা লাভের জন্য মহান এক পাথেয়। তারা ক্ষুধার কষ্ট, জীবন নাশের
 আশঙ্কায় টলে যাননি। ঈমানের ওপর থেকেছেন অনড়। বিপদে সবুর
 করেছেন। দমন করেছেন নিজেদের রাগ। মন-মগজকে প্রতিনিয়ত শান্ত
 থাকার সবক দিয়েছেন। আবেগে তাড়িত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ফেটে না
 পড়ে বিবেককে জাগ্রত করেছেন।
- নজে মুশরিক এবং ওঠাবসাও মুশরিকদের সঙ্গে এমন অনেকের মনেও
 নবিজির দীক্ষা গোঁথে যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বে তারা প্রভাবিত হয় প্রচণ্ডভাবে।
 এই নতুন দীন ইসলামের অনেক রীতিনীতি তারা মনে-প্রাণে লালন করে।
 কিন্তু মুশরিক নেতৃত্বের ভয়ে তারা সেটা মুখ খুলে প্রকাশ করতে পারেননি।
 রাস্লুল্লাহসহ মুসলিমদের জন্য এই ভালোবাসা, এই যে তাঁর দীক্ষা মনে-

প্রাণে লালন করা এবং জঘন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের বিনাশ সাধনের এই যে প্রচেষ্টা তার সৃন্দর একটা চিত্র আমরা প্রেয়েছি।

- আবু তালিব উপত্যকায় নবিজিসহ মুসলিমদেরকে অবরুদ্ধ করার একটা সুফল হলো, আরব গোত্রগুলোর মাঝে ইসলাম ও তার অনুসারীদের কদর বেড়ে যায় বহুগুণে। মুশরিকরা যে মুসলিমদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে হাজ্জের মৌসুমে আগত মানুষের কাছে তা গোপন থাকেনি। আরব উপদ্বীপের সবাই উদগ্রীব হয়ে ওঠে ইসলাম কী জিনিস তা জানার জন্য। সবার একটাই প্রশ্ন কী এমন আছে এই ইসলামে, যে তার অনুসারীরা এত নির্যাতিত হয়েও ইসলামের পথ ছাড়ছে না। যদি এটা সত্যই না হতো তা হলে তারা এত কন্তু করছে কেন? ইসলামের অনুসারীদের এই অবিচলতাই তাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করে যে, ইসলাম অবশ্যই সত্য; যদি তা-ই না হতো তবে রাস্ল # ও তাঁর সাহাবিরা এত কন্তু সহ্য, এত নির্যাতন ভোগ করতেন না।
- হাশিম ও মুন্তালিব বংশের লোকদের সঙ্গে নির্দয় আচরণ এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনাটি মাকার কাফিরদের ওপর গোটা আরবের রাগকে তাতিয়ে দেয়। অন্যদিকে রাস্ল # ও তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে হাশিম ও মুন্তালিব বংশের লোকদের সদয় আচরণ দেখে তারা বেশ অনুপ্রাণিত হয়। ঠিক এ কারণেই অবরোধ উঠতে না উঠতেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক লোক এসে আগ্রয় নিল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। খবর ছড়িয়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft পড়ল চারদিকে। ইসলামের আওয়াজ সৃউচ্চকিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সারা আরবময়। সাহাবিদের ওপর আরোপিত অবরোধের ফলাফল এভাবেই বুমেরাং হয়ে ফিরে গেল মুশরিকদের দিকেই: এ অবরোধই হয়ে উঠল ইসলামের দা'ওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর শক্তিশালী একটা মাধ্যম। অথচ কাফিররা চেয়েছিল ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চিরতরে।

আনুলুল্লাহর সঙ্গে হাশিম ও মুত্তালিব বংশের অবস্থান, তার সঙ্গে থেকে
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ ভোগ করার বিষয়টি ইসলামি ফিক্হের
একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর তা হলো নিকটান্মীয়দের একপক্ষমাংশ অংশ থেকে হাশিম ও মুত্তালিব বংশের লোকদেরকে দিতে হবে।
ইবনু কাসীর মাস'আলাটির বিশদ আলোচনা করেছেন নিচের আয়াতটির
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। আল্লাহ বলেন,

"জেনে রাখো যে, তোমরা যে গানীমাত (যুদ্ধলন্ধ সম্পদ) লাভ করো, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হলো আল্লাহর, রাস্লের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, মিসকীনদের ও পথিকদের; যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও আমার বান্দার নিকট মীমাংসার দিনে (বাদ্র-যুদ্ধের দিনে) যা পাঠিয়েছিলাম তার প্রতি বিশ্বাস রাখো: যেদিন দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।"

ইবনু কাসীর বলেন, "আর নিকটাত্মীয়দের অংশ বণ্টিত হবে হাশিম ও
মুদ্রালিব বংশের লোকদের মধ্যে। কারণ, মুদ্রালিব বংশের লোকেরা হাশিম
বংশের লোকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল জাহিলি যুগে: এমনকি
ইসলামের প্রথম যুগেও। রাসূলুল্লাহকে সুরক্ষাদানের কারণে অন্যেদের সঙ্গে
তাদেরকেও উপত্যকায় অবরুদ্ধ থাকতে হয়; তাদের মধ্যে মুসলিমরা
এই অবরোধকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অংশ হিসেবে
মেনে নিয়েছে। আর কাফিররা এটাকে দেখেছে বংশীয় অহমিকা হিসেবে।
সর্বোপরি আবু তালিবের আদেশকে শিরোধার্যরূপে গ্রহণ করেই তারা এই
অবস্থাকে মেনে নিয়েছে। কুরাইশের অন্য বংশগুলো, যেমন: 'আবদুশ-শাম্স, নওফেল বংশ যদিও তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, তারপরও তারা কিন্তু
মুদ্রালিব ও হাশিম বংশের সঙ্গে একমত হয়নি। একমত তো হয়ইনি
উলটো কুরাইশের শাখা গোত্রগুলোকে নিয়ে রাস্লুল্লাহর বিরুদ্ধে শক্রতার
মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কাছের লোকদের এমন আচরণ দেখে আবু তালিব
যারপরনাই রেগে গেলেন। তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করে, তাদের কুৎসা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রটনা করে কবিতা রচনা করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এই কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়: "তারা জাহিলি যুগে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না এবং ইসলামি যুগেও না। কথাটি অধিকাংশ 'আলিমের: 'তারা' বলতে এখানে হাশিম ও মুত্তালিব বংশের লোকদের বোঝানো হয়েছে।"

- আল্লাহ একসময় ইসলামের বিজয় দেন। রাসুল 🕸 মাঞ্চা বিজয় করেন, বিদায় হাজ্জও করেন। সে সময় রাসুল 🕸 কিনানা বংশের থইফ নামের একটা এলাকায় অবস্থান করেন। স্মরণ করেন কী কট্টে আর কী নির্যাতনের মধ্য দিয়েই না তাদেরকে যেতে হয়েছে। এরপর তিনি আল্লাহ তাঁকে যে মহান বিজয় দান করেছেন সেজনা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সবাইকে নিয়ে মাকায় প্রবেশ করে সত্যের বিজয় ও তার বাণী উচ্চকিত করা নিশ্চিত করেন। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পুরস্কার হিসেবে এই বিজায় দান করেন। উসামা ইবনু যাইদ 🚜 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি একবার নবিজিকে (হাজ্জের সময়ে) বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেনং জবাবে রাসুল 🕸 বললেন, "আমাদের জন্য কি 'আকীল কোনো আবাসন রেখেছে?" একটু পর রাসূল 🕊 আবার বললেন, "আমরা আগামীকাল কিনানা গোত্রের খইফ উপত্যকায় অবস্থান করব, যেখানে কুরাইশরা কুফরির ওপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। কিনানা গোত্র তখন হাশিম বংশের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সঙ্গে এই মর্মে জোটবদ্ধ হয়েছিল যে, তাদের কাছে কিছু বিক্রি করবে না এবং তাদেরকে কোনো ধরনের সাহায্য করবে না।" যুহরি বলেন, "খইফ একটা উপত্যকার নাম।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



আবিসিনিয়ায় হিজরাত, মি'রাজ ও তায়িফের ঘটনা

কার্যকারণ প্রক্রিয়ার নিয়ম মেনে পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহর কাজকর্ম

নবি মুহামাদ ***** কোনো কাজই নিজের থেকে করতেন না। ওয়াহির নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি পথ চলতেন। তবে প্রকৃতির মধ্যে দেওয়া আল্লাহর যে রীতিনীতি রয়েছে নবিজির কার্যক্রম সেটার ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। কারণ ও প্রভাবের নিয়ম প্রকৃতি প্রকট; আল্লাহ তা'আলা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ক্ষমতাবলে। প্রকৃতিতে দিয়েছেন বেশকিছু রীতিনীতি। পৃথিবী সেই রীতিনীতি মেনেই চলছে। আল্লাহ তা'আলাই প্রভাবকে কারণের অনুগামী করে দিয়েছেন; তিনি পৃথিবীকে স্থির করেছেন জমিনে পাহাড়ের পেরেক ঠুকে। উদ্ভিদ উৎপন্ন করছেন পানির সিক্ততায়। খুঁজলে দেখা যাবে, এমন কিছুই প্রকৃতিতে নেই যা কারণ ও প্রভাব—নীতির বাইরে কিছু করছে।

বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছে করতেন তা হলে তাঁর সৃষ্টির সবকিছুকে এ প্রক্রিয়া ছাড়াই সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমন কিছু করেননি। আল্লাহ চাইলেন, প্রকৃতিকে যে নিয়ম দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বান্দারা সেটার শুরুত্ব অনুধাবন করুক। তিনি যেভাবে জীবন পরিচালনার কথা বলেছেন, তারা যেন সেভাবে জীবন পরিচালনা করে। কারণ ও প্রভাবের নিয়ম-নীতি প্রকৃতিতে যেমন প্রকট, তেমনি কুরআনেও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। কী বৈষয়িক কী পরকালীন সর্ববিষয়ে মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ নীতি মেনে চলতে জ্ঞার তাগাদা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

"আর বলো, তোমরা কাজ করো, আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখবেন,
তাঁর রাসূল ও মুঁমিনগণও (দেখবে)। তারপর তোমাদেরকে সেই
সন্তার (আল্লাহর) কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান
(সব রকম) বস্তু সম্পর্কে জানেন। তখন তোমরা যা করতে তিনি
তোমাদেরকে তা অবগত করবেন।"
[সুরা আত-তাওবা, ১:১০৫]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আল্লাহ আরও বলেন,

"তিনি পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অতএব, তোমরা তার পথে-প্রান্তরে চলো এবং আল্লাহর দেওয়া জীবিকা থেকে আহার করো। তাঁর কাছেই উত্থান (হবে)। [সূরা মূল্ক, ৬৭:১৫]

কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে, সায়্যিদা মারইয়ামের দুর্বল অবস্থাতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উপায়-উপকরণ গ্রহণে প্রবৃত্ত হতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> "আর খেজুরগাছের কাডটি নিজের দিকে নাড়া দাও, গাছ থেকে তোমার ওপর পাকা খেজুর পড়বে।" [সূরা মারইয়াম, ১৯:২৫]

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি অবস্থায় কার্যকারণ গ্রহণ করার ওপর তাগাদা দিয়েছেন।

আল্লাহর এই সুন্নাহ, তাঁর এই রীতিনীতি মানার ব্যাপারে সবচেয়ে সচেতন ছিলেন রাসূল ৠ। তিনি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সাধ্যের মধ্যে যতদূর কুলায় বিভিন্ন উপায়-উপকরণ গ্রহণ করেছেন। এলোপাতাড়িভাবে তিনি কোনো কিছুই ছেড়ে দেননি। ইতঃপূর্বে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তী সময়েও এ নিয়ে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

রাসূল **ଛ** বৈষয়িক ও পরকালীন সর্ববিষয়ে প্রকৃতিতে দেওয়া আল্লাহর এ বিধান, তাঁর এই সুন্নাহর ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সাহাবিদেরকে দীক্ষা দিতেন।

আল্লাহর ওপর ভরসা ও কার্যকারণ গ্রহণ

কার্যকারণ গ্রহণ করা আল্লাহর ওপর ভরসার অন্তরায় নয়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের একটা অংশ হিসেবেই একজন মু'মিন কার্যকারণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এ কার্যকারণই তাকে চূড়ান্ত ফল এনে দেবে; এর ওপরই ভরসা করতে হবে পূর্ণভাবে—এমনটা ভাবা যাবে না একজন মু'মিনের।

মৃত্যত কার্যকারণকে যিনি সৃষ্টি করেছেন ঠিক তিনিই সেটার ফলাফলও তৈরি করেছেন। ফলাফল নির্ভর করে কারণের ওপর—এমন কোনো ভাবনা একজন মৃ'মিনের অনুভৃতিতে থাকতে পারে না, থাকা উচিত না। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, কারণ বা উপায়-উপকরণ গ্রহণ রবের আনুগত্যের অংশ। আর এর ফল নির্ভর করে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর; কারণের স্রষ্টার ওপর। এটা করলে কী দাঁড়াবে, ওটা করলে কী হবে এটা শুধু আল্লাহই নির্ধারণ করেন; অন্য কেউ না। এমন ভাবনা, এমন আকীদা পোষণের কারণেই সে কারণ ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়কে পূজা করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে। আবার এমন বিশ্বাস পোষণ করার কারণে সে এগুলো ব্যবহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft করা থেকে এড়িয়ে যায় না, বরং সে তার সাধ্যমতো কার্যকারণ গ্রহণ করে। তার একটাই আশা—উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার যে আদেশ তা পালন করে সাওয়াবের অংশীদার হবে সে।

আল্লাহর ওপর ভরসা করার পাশাপাশি উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন রাসূল 🎕 তাঁর বিভিন্ন হাদীসে। তবে তিনি এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ দুটোর মধ্যে কোনো ধরনের বৈপরীত্য নেই।

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক 🚜 বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলেন, "হে রাসূলুল্লাহ। আমি কি আমার উটের রশি বেঁধে রাখব এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করব, নাকি রশি ছেড়ে দিয়েই আল্লাহর ওপর ভরসা করব?" আনাস বলেন, "মনে লোকটির ধারণা ছিল—উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসার পরিপস্থি।" রাসূল 🕸 লোকটিকে জানিয়ে দিলেন যে, "উপায়-উপকরণ গ্রহণ একটি সিদ্ধ বিষয়। কোনো অবস্থাতেই বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াকুল বা ভরসার অন্তরায় নয়। তবে উপায়-উপকরণ গ্রহণের নিয়্যাত বা অভিপ্রায়টি বিশুদ্ধ হওয়া চাই।" রাসূল 🕸 তাকে বললেন, "তুমি আগে সেটাকে বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।"

তাওয়াকুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা এবং উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই—রাস্লুল্লাহর একটি হাদীস এ কথারই ইঙ্গিত করে। তবে শর্ত একটাই, তাওয়াকুল দূরে ঠেলে স্রেফ উপায়-উপকরণ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। সাহাবি 'উমার ইবনুল-খান্তাব 🦔 বর্ণনা করেন যে, রাসূল 🛎 বলেন,

"তোমরা যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে পারো, তবে অবশ্যই, আল্লাহ তোমাদেরকে রিয্ক দেবেন, যেভাবে দেন পাখিকে; সে সকালে বের হয় খালিপেটে আর সন্ধ্যায় ফেরে ভরপেটে।"।ॐ

হাদীসটিতে আল্লাহর ওপর ভরসা করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উপায়-উপকরণ গ্রহণের প্রতি গুরুত্বও আরোপ করা হয়েছে সমানভাবে; আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলে পাখিটি পেট খালি হওয়া সত্ত্বেও নীড়ে বসে নেই। সে বেরিয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে রিয্ক বরাদ্দ রেখেছেন সেটার অন্বেষণেই সে বেরিয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় ফেরে ভরপেটে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উপায়-উপকরণ গ্রহণের অপরিহার্যতা অনুধাবন করতে হবে মুসলিম উম্মাহকে; এর থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নেই। এটা আল্লাহর এমন এক সুন্নাহ, এমন এক রীতি যার কোনো বিকল্প নেই। তবে আল্লাহ মানুষের ওপর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রউফুর-রহীম

না, কোনো ফরমায়েশ দেন না। নিঃসন্দেহে বান্দার জন্য আল্লাহর এ এক বিশাল রাহমাত। আল্লাহ বলেন,

> "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পারো শক্তি মজুদ ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যার মাধামে আল্লাহর ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকেও আতজ্জিত রাখবে। তাদেরকে তোমরা চেনো না, আল্লাহ চেনেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু বায় করবে তা পুরোটাই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তোমাদের প্রতি (মোটেও) জুলুম করা হবে না।
>
> [সূরা আনফাল, ৮:৬০]

কেমন যেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলছেন, তোমাদের সাধ্যে যতদূর কুলায় তোমরা তত্ত্বকু করো। তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা সৈন্য জমায়েত করো। চেষ্টা-সাধ্য করাটাই মুখ্য, অলস বসে থাকাটা না। আল্লাহই তাদের এ কুদ্র দলটিকেও এমন সাহায্য-সহযোগিতা করবেন যার সীমারেখা নেই। কারণ, সাধ্যের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করাটাই সপ্রমাণ তার একনিষ্ঠতার, তার ইখলাসের। আল্লাহর সাহায্য, তাঁর বিজয়দানের জন্য এটাই শর্ত।

মুসলিম উদ্মাহর কাছে আমাদের প্রাণের দাবি, তারা যেন অক্ষমতার জীবন ছেড়ে শক্তিশালীর জীবনের পথে চলে। মিথ্যা আশায় বুক না বেঁধে, অলীক স্বপ্নে বিভার না থেকে জাগতিক উপায়-উপকরণ করে জেগে উঠবে। তাদের এই এগিয়ে আসা, উপায়-উপকরণের সর্বোচ্চ সদ্মবহারই তাদেরকে ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। এর মাধ্যমেই তারা এমন এক মানব-সভ্যতা বিনির্মাণ করতে পারবে যার অভীষ্ট লক্ষ্য জগতের রব আল্লাহ রব্বুল-'আলামীন।

আবিসিনিয়ায় হিজরাত

আবিসিনিয়ায় হিজরাতের কারণ

রাসূলুল্লাহর সাহাবিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়তেই থাকল। কাফির-মুশরিকরা তাদেরকে বন্দি করে রাখে, সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদেরকে নির্যাতন করে। মাঞ্চার মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে ফেলে ঝলসে দিত তাদের চামড়া; যাতে মুসলিমরা ফেরে ইসলামের পথ থেকে। এমন কঠিন নির্যাতনের মুখে মুসলিমদের কেউ কেউ হাল ছেড়ে দেয়; তবে তার অন্তর ঠিকই ঈমানের বলে বলীয়ান থাকে। আর বাদ-বাকিরা নিজেদের দীনে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। রাসূল # দেখলেন কোনোভাবেই তাঁর সাহাবিদের ওপর থেকে নির্যাতনের মাত্রা কমানো যাছে না। এদিকে কষ্ট লাঘবে তিনিও তাদের জন্য কিছু করতে পারছেন না; তখন তাদেরকে বললেন, "তোমরা যদি আবিসিনিয়ার দিকে বেরিয়ে পড়তে (তবে সেটা ভালো হতো)। কারণ, সেখানে এমন একজন শাসক আছেন কেউই তার নিকট নির্যাতিত হয় না। দেশটি খুবই ভালো। তোমরা এখন যে অবস্থায় আছ তার থেকে নিষ্কৃতির একটা পথ আল্লাহ হয়তো বের করবেন।" রাসূলুল্লাহর এ কথা শুনে একদল মুসলিম আবিসিনিয়ার পথে বেরিয়ে পড়েন; নির্যাতনের মুখে ঈমান হারানোর ভয়ে। নিজেদের দীন নিয়ে তারা আল্লাহর পথে রওনা হলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম হিজরাত।

ইসলামের প্রথম হিজরাত আবিসিনিয়ায় হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে গবেষকরা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। নিচে এমনই কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো:

ঈমানের প্রচার

এখন ইসলামের অনুসারী অনেক। চারদিকে ইসলামের দা'ওয়াতের বাণী পৌছে গেছে। লোকজন হাটে, মাঠে, ঘাটে সব জায়গায় ইসলামের আলোচনা করে। আবিসিনিয়ায় হিজরাতের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে যুহরি 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'ঈমানের বাণী যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, মুসলিমদের সংখ্যা যখন Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বেড়ে গেল, তখন লোকজনের মুখে মুখে ইসলামের কথাই ঘুরেফিরে আলোচিত হতো। ঠিক তখনই কুরাইশ-কাফির-মুশরিকরা গোত্রের মধ্যে যারা ঈমান এনেছেন তাদেরকে ধরে ধরে, বেছে বেছে শান্তি দিত, বন্দি করে রাখত : যাতে মুসলিমরা তাদের দীন থেকে ফিরে আসে। নির্যাতনের মাত্রা ঠিক যখন এ পর্যায়ে তখন রাস্ল ★ মুমনিদেরকে বললেন, "জমিনে ছড়িয়ে পড়ো।" সাহাবিদের জিজ্ঞাসা, "আমরা কোথায় যাব, ইয়া রাস্লুলাহ?" তিনি বললেন, "এই দিকে।" আঙুল দিয়ে তিনি তখন আবিসিনিয়ার দিকে দেখিয়ে দেন।

मीन निर्म প्रवायन

আবিসিনিয়ায় হিজরাতের কারণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ হলো দীন হারানোর আশঙ্কায় দীন নিয়ে পলায়ন; ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন, "ওই সময়ে রাসূলুল্লাহর একদল সাহাবি দীন হারানোর ভয়ে নিজেদের দীন নিয়ে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়েন, হিজরাত করেন আবিসিনিয়ায়।"।তা

মাকার বাইরে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানো

প্রফেসর সাইয়্যিদ কুতুব বলেন, "এখান থেকেই মাক্কার বাইরে রাসূল ঋ অন্য একটা নেতৃত্ব পাঠান। এমন একটা নেতৃত্ব যে দীনের বিশুদ্ধ আকীদার সুরক্ষা দেবে। ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার বিধান করবে; তাদের হাতে ইসলামের দা ওয়াতের বাণী ফিরে পাবে তার উচ্চকিত আওয়াজ। ইসলামের অনুসারীরা মুক্তি পাবে মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে। এটাই ছিল ইসলামি ইতিহাসের প্রথম হিজরাতের কারণ। তবে আবিসিনিয়ায় হিজরাত করার আগেও প্রথম দিকের অনেক মুসলিম সেখানে সফর করেন। 'কেবল নিজেদেরকে বাঁচাতেই মুসলিমরা আবিসিনিয়ায় হিজরাত করেন'—কথাটি নিছক অনুমান নির্ভর; শক্তিশালী কোনো প্রমাণ নেই কথাটির স্বপক্ষে। ব্যাপারটি যদি এমনই হতো যে, তারা শুধু নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই সেখানে হিজরাত করেছেন, তা হলে দুর্বল, অসহায় এবং দাসপ্রেণির মুসলিমরাই সেখানে হিজরাত করেছেন, তা হলে দুর্বল, অসহায় এবং দাসপ্রেণির মুসলিমরাই সেখানে হিজরাত করেতেন। কিন্তু ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত; নির্যাতিত অসহায়, দুর্বল, দাসপ্রেণির মুসলিমরা হিজরাত করেননি। বরং হিজরাত করেন সমাজের স্বাধীন ও শক্তিশালী মুসলিমরা; সামাজিক অবস্থানের কারণে নির্যাতনের হাত থেকে যারা বেঁচে ছিলেন।"

প্রফেসর সাইয়িাদ কুতুবের সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেন আরেকজন প্রফেসর আল-গাদবান। তিনি বলেন, সাইয়ািদ কুতুব আবিসিনিয়ায় হিজ্ঞরাতের যে কারণটি উদ্ঘাটন করেছেন সীরাতে তার একটা ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। আমার মতে তিনি Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft যে বিষয়ে জোর নজর দিয়েছেন তা হলো, আরিসিনিয়ায় হিজরাতের পেছনের কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অনেকে যে খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন, তার অসারতা প্রমাণ করে ছেড়েছেন তিনি। রাসূল হা যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে, মাদীনা মুসলিমদের একটা নিরাপদ আশ্রয় এবং মুশরিকদের হাতে মাদীনা বিনাশের আর কোনো আশঙ্কা নেই, ঠিক তখনই রাসূল হা আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরদেরকে মাদীনায় ডেকে পাঠান; তার আগপর্যন্ত না।

প্রফেসর দুররুষা মনে করেন যে, আবিসিনিয়ায় হিজরাতের একটা কারণ হলো, সেখানকার মানুষের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর একটা দুয়ার উন্মোচন করা। তিনি বলেন, খ্রিষ্টান দেশ আবিসিনিয়াকে হিজরাতের জন্য বেছে নেওয়ার পেছনের উদ্দেশ্যটা হলো, সেখানে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর যে আশা আছে তা কাজে লাগানো। সাহাবি জা'ফর ইবনু আবু তালিবকে এ দলের প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়।

দুরর্রার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন আরেকজন প্রফেসর ড. সুলাইমান ইবনুল'আওদা। আবিসিনিয়ায় হিজরাত নতুন দীনের দা'ওয়াত পৌঁছানোর সুবর্ণ একটা
সুযোগ—এটা হিজরাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ—এ মতকে খুব জোরের সঙ্গেই
সমর্থন করেন ড. সুলাইমান। শাসক নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ এবং তার সঙ্গে
অধিবাসীদের আরও অনেকের ইসলাম গ্রহণের সুযোগ ঘটে এখানে হিজরাতের
কারণেই। এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ করার মতো, তা হলো, রাসূলুপ্লাহর পরামর্শে
ও তাঁর নির্দেশনায় সাহাবিদের একটি দলের আবিসিনিয়ায় হিজরাত এবং সেখানে
থেকে যাওয়াটা পরবর্তী সময়ে খাইবার বিজয়ের সুযোগ অবারিত করে দেয়। সহীহ
বুখারিতে এসেছে, আবিসিনিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে যখন আশ'আরি সাহাবি জা'ফারের
সঙ্গে একমত হলো তখন তিনি তাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই রাসূল ৠ আমাদেরকে
এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানেই আবাসন গাড়তে বলেছেন। তাই তোমরাও
আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো।

উপরের নাতিদীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, তারা আবিসিনিয়ায় ঠুনকো কোনো কারণে যাননি; তারা নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্দেশ্যেই সেখানে হিজরাত করেন। আর কে না জানে যে, আল্লাহর দীনের দা ওয়াত পৌঁছানোর মতো এত গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো কাজ হতে পারে না। মুহাজিরদের মহান এ মিশন শেষ হয় যখন তাদেরকে ফেরত আসতে বলা হয় সেদিন।

মুসলিমদের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা রাস্লুলাহর নিরাপত্তা-বিষয়ক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই হলো উদ্মাহকে নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়া। এজন্যই রাস্ল 🗯 দেখলেন, মুসলিমদের জন্য আবিসিনিয়া Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে পারে। অন্ততপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের যে ঝড় বইছে তা স্তিমিত হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে নিরাপদে থাকবে। মুহাজিররা সেখানে গেলেন। দেখলেন, সতাই দেশটি অনেক নিরাপদ; তাদের ওপর নেমে আসবে নির্যাতনের এমন কোনো খড়গহস্ত নেই। উদ্মুসালামার মুখেই শুনুন। তিনি বলেন, "আমরা যখন আবিসিনিয়ায় এসে পৌছলাম তখন নাজ্জাশির উত্তম আতিথেয়তা পেলাম। পেলাম আমাদের দীনের নিরাপত্তা; আমরা আশ্লাহর 'ইবাদাত করতাম কিন্তু আমাদের ওপর বিন্দুমাত্র নির্যাতন করা হয়নি।

কেন আবিসিনিয়া

এখানে অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করা হলো যা একজন গবেষককে—কেন রাসূল

■ আবিসিনিয়াকে বেছে নিলেন?—এমন প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করবে। যেমন:

- ন্যায়পরায়ণ শাসক নাজ্জাশি।
- সত্যনিষ্ঠ নাজ্জাশি।

আবিসিনিয়ার শাসকের প্রশংসা করে রাস্ল # বলেন, "আবিসিনিয়ায় একজন সত্যনিষ্ঠ শাসক আছেন। তাকে নাজ্জাশি বলা হয়; তার রাজ্যে কেউই নির্যাতিত হয় না।"

খেয়াল করুন, রাসূল ***** তাকে সালিহ বা সত্যনিষ্ঠ বলে প্রশংসা করেছেন। তার এই সত্যনিষ্ঠতা মুসলিমদেরকে নিরাপত্তা বিধানের সময় পরিলক্ষিত হয়। তার সামনে যখন সাহাবি জা'ফার এ কুরআন তিলাওয়াত করেন, তখন তিনি কুরআনের নান্দনিকতায় বিমোহিত হন। তিনি তখন পর্যন্ত নবি 'ঈসার বিশুদ্ধ দীনে বিশ্বাসী ছিলেন।

কুরাইশদের বাণিজ্যিক এলাকা

আরব উপদ্বীপের বড় একটা বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল আবিসিনিয়া।
মুসলিমদের কেউ কেউ পূর্বে সেখানে ব্যবসার জন্য যাওয়ার সুবাদে আবিসিনিয়াকে
চিনত। অথবা পূর্বে যারা গিয়েছিল তারা ফিরে এসে তাদের নিকট গল্প করার
কারণে তারা ওই এলাকাটি সম্পর্কে অবহিত হয়। ঐতিহাসিক তবারি আবিসিনিয়ায়
হিজরাতের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "আবিসিনিয়া ছিল কুরাইশদের একটা
বাণিজ্যিক কেন্দ্র; সেখানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। প্রভূত মুনাফা অর্জন করত।
বন্দোবস্ত হতো রুটি-রুজির। মিলত নিরাপত্তা। অসাধারণ একটা বাণিজ্যিক কেন্দ্র
ছিল আবিসিনিয়া।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবিজির পছন্দ

যুহরির একটা উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, হিজরাতের জন্য রাসূলুল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দেশ ছিল আবিসিনিয়া। দেশটির জন্য তাঁর এ প্রীতির অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

ন্যায়পরায়ণ শাসক নাজ্জাশির শাসন নীতি

আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা পালন করত খ্রিষ্টান ধর্ম; ধর্মটি পৌত্তলিকতার তুলনায় ইসলামের অনেক কাছের ধর্ম। পরিচারিকা উদ্মু আইমানের কাছ থেকে রাসূলুপ্লাহর আবিসিনিয়া সম্পর্কে জানাটাও সেখানে হিজরাত করার একটা কারণ। সহীহ মুসলিম ও অন্যকিছু প্রস্থেও প্রমাণিত যে, উদ্মু আইমান ছিলেন একজন আবিসিনিয়ান মহিলা। গুধু আবিসিনিয়াই নয়, রাসূল গ্র তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য দেশেরও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ছিলেন সম্যক অবগত।

আবিসিনিয়া যাত্রা

নুবৃওয়াতের পঞ্চম বছরের রাজাব মাসে সাহাবিরা মাক্কা থেকে রওনা হন। এ দলে পুরুষ ছিলেন ১৪ জন আর মহিলা ছিলেন ৪ জন। কারও কারও মতে ৫ জন। তাদেরকে মাক্কায় ফিরিয়ে আনতে কুরাইশরা তাদের পিছু নেয়। সাহাবিদের পায়ের ছাপ ধরে ধরে তারা সাগরের পাড় পর্যন্ত ধাওয়া করে। কিন্তু ততক্ষণে সাহাবিরা সাগর পার হয়ে আবিসিনিয়া পৌঁছে যান।

ঘটনাটি গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের সামনে একটি বিষয় খুবই প্রকটভাবে প্রতীয়মান হবে যে, মুহাজিরদের হিজরাতের খবরটি সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ওয়াকিদির বর্ণনায় এসেছে, "তারা গোপনীয়তা রক্ষা করেই, কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই বেরিয়ে যান।" তবারি, ইবনু সাইয়িয়দ আন-নাস, ইবনুল-কাইয়িয়ম এবং যারকানিসহ যারাই হিজরাতের গোপনীয়তার বিষয়ে আলাপ করেছেন তারাই এমন মত ব্যক্ত করেছেন।

এরপর সাহাবিরা আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। শাসক নাজ্জাশি তাদেরকে উত্তম আতিথেয়তা করেন। তাদেরকে জানান সাদর সম্ভাষণ। তার এমন কোমল আচরণে যারপরনাই অভিভূত; তারা নাজ্জাশির নিকট নিজেদেরকে পরম নিরাপদ অনুভব করেন। অথচ নিজ দেশে, নিজ পরিবারের কাছে এমন নিরাপত্তা তারা পাননি।

বিলাল, থাব্বাব ও 'আদ্মারের মতো কুরাইশদের হাতে নির্যাতিত দাসশ্রেণির কোনো মুসলিমের নামই আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী মুহাজিরদের নামের তালিকায় পাওয়া যাবে না। বরং আমরা দেখি আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী অধিকাংশেরই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সামাজিক অবস্থান খুবই ভালো। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, ইসলামের গ্রহণের দায়ে নির্যাতনের হাত বংশীয় মর্যাদা কিংবা সামাজিক অবস্থানও আড় হতে পারেনি। তারপরও দাসশ্রেণির মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের তুলনায় তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ছিল যৎসামান্য। এই নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটাই যদি আবিসিনিয়ায় হিজরাতের মুখ্য কারণ হতো, তা হলে অন্যদের থেকে নির্যাতিত দাসশ্রেণির মুসলিমরাই হিজরাত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী থাকার কথা। আবিসিনিয়ায় হিজরাতের এ কারণটিকেই খুব জোর দিয়েছেন ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক। তিনি দুর্বল, অসহায় মুসলিমদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতনের মাত্রা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আবিসিনিয়ায় তারা হিজরাত করেছেন এমন কিছু উল্লেখ করেননি।

এভাবে গবেষণা করতে করতে একজন গবেষক আবিসিনিয়ায় হিজরাতের আরেকটা কারণ পাবেন; যা প্রমাণ করে নির্যাতন নয়, অন্য একটা কারণও আছে আবিসিনিয়ায় হিজরাতের পেছনে; রাসূল 🕸 এই হিজরাতের জন্য এমন একদল মুসলিমকে বেছে নিলেন, যারা এক গোত্রের নয়, বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। উদ্দেশ্য তাদের নিরাপত্তা বিধান করা। কারণ, যদি কোনোভাবে কুরাইশরা আবিসিনিয়ায় পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদেরকে বৃঝিয়ে-সুঝিয়ে মুহাজিরদেরকে মাক্কায় ফিরিয়ে আনতে পারে, তারপরও যেন তাদের নিরাপত্তা বিদ্বিত না হয়। এমন যদি হয়ও মুহাজিরদের গোত্রগুলো যেন সবাই একযোগে কুরাইশদের মোকাবিলা করতে পারে। কুরাইশরা যাতে মুসলিমদের হিজরাতে দারুণভাবে প্রকম্পিত হয়।

তৃতীয় আরেকটা কারণ হলো, মুহাজিরদের এই দলটি আল্লাহর দীনের বাণী দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার মানসেই বেরিয়ে পড়েন। কখনো কখনো আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বানে এ পদ্ধতিটি হয়ে ওঠে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটা পদ্ধতি।

হিজরাত শুরুর তিন মাস যেতে না যেতেই মাকায় মুসলিমদের জীবনে বড় ধরনের একটা পরিবর্তন ঘটে যায়; চারপাশের পরিস্থিতি সব কেমন যেন তাদের অনুকলে চলে আসে। মাক্কায় দীনের দা'ওয়াত দেওয়ার সম্ভাবনার বীজ তাদের মনে বাসা গাড়ে। এই তিন মাসের মধ্যেই রাসূলুল্লাহর চাচা, প্রখ্যাত কুরাইশ বীর হামযা ইবনু 'আবদুল-মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন। অথচ একটা সময় ভাতিজার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। এরপর আল্লাহ ইসলামের জন্য তার হাদয় প্রশস্ত করে দেন। আমৃত্যু অটল থাকেন ইসলামের ওপর। কুরাইশদের মধ্যে আত্মসন্মানবোধসম্পন্ন ও প্রচণ্ড জেদি একজন ব্যক্তি ছিলেন হাম্যা। তার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুশরিক কুরাইশরা বুঝে গেছে আর আগের মতো রাসুলুল্লাহকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। হামযা ভাতিজার নিরাপত্তাবিধান করেই ছাড়বে। সব ধরনের নির্যাতন থেকে তাঁকে রক্ষা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft করবে। তারা এতদিন নবিজির সঙ্গে যা করত না-করত তা থেকে তারা হামযার ভয়ে নিবৃত্ত হয়ে যায়।

হামযার ইসলাম গ্রহণের পর একে একে আরও অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করেন 'উমারের মতো আরবের শ্রেষ্ঠ একজন বীরপুরুষ। 'উমারের ইসলাম গ্রহণ করার পর রাস্লুলাহর সাহাবিরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য একটা ভালো আশ্রয় পেয়ে যান।

একদল মুসলিমের আবিসিনিয়ায় হিজরাত করার পর এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের ইসলাম গ্রহণ নিঃসন্দেহে মুসলিমদের শক্তি বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। অপরদিকে, মুশরিকদের কাছে তারা ছিলেন ভয়ের মূর্তমান প্রতীক। সাহাবিরা এবার অনুপ্রাণিত হন নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়ার।

ইবনু মার্স'উদ ্রু বলেন, 'উমারের ইসলাম গ্রহণ নিঃসন্দেহে বিজ্ঞয়, তার বিজ্ঞরাত নিশ্চিত সাহায্য এবং তার খিলাফাত সন্দেহাতীতভাবেই একটা রাহমাত। তার ইসলাম গ্রহণের আগপর্যন্ত আমরা কা'বার নিকট প্রকাশ্যে সালাত পড়তে পারতাম না। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি কুরাইশদের সঙ্গে লড়াই করে কা'বার চত্ত্বরে সালাত পড়েন এবং তার সঙ্গে সালাত আদায় করি।

ইবনু 'উমার 🙈 বলেন, উমার যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন বলেন, কুরাইশে এমন কে আছে যার মাধ্যমে কথাটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়? তাকে বলা হলো, জামীল ইবনু মা'মার জুমাহি। 'আবদুলাহ বলেন, 'উমার ভোরে রওনা হলেন। আমি তার অনুসরণ করে পিছে পিছে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য, দেখি তিনি কী করেন। এক সময় 'উমার জামীলের কাছে এসে পৌঁছান। তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে জামীল, আমি যে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং রাসুলুলাহর দীনে প্রবেশ করেছি তুমি কি সেটা জানো? ইবনু 'উমার 🚙 বলেন, আল্লাহর কসম, সে শোনার সাথে সাথে ছুটে চলল। 'উমারও পেছন পেছন চললেন। আমিও বাবাকে অনুসরণ করে করে মাসজিদুল-হারামের কাছে এলাম। কুরাইশরা তখন কা'বার চারপাশে তাদের জমায়েতে আছে। জামীল দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, 'উমার সাবিইন (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে। ইবনু 'উমার 🚊 বলেন, 'উমার 💩 তার পেছন থেকে বললেন, সে মিথ্যা বলছে, বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ 🐞 আল্লাহর দাস ও রাসূল। 'উমারের এমন কথা শুনে মুশরিকরা উত্তেজিত হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; 'উমারও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। যুদ্ধে লেগে গেল প্রচণ্ডভাবে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। সূর্য ঠিক যখন মাথার উপরে তখন 'উমার 🚓 ক্লান্ত হয়ে বসে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft পড়েন। মুশরিকরা এসে তার মাথার কাছে দাঁড়ায়। তিনি বলতে থাকেন, "তোমাদের যা ইচ্ছে করো। আমি আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, আমরা যদি তিনশত লোক হতাম তবে দেখিয়ে দিতাম। হয় তোমরা, না হয় আমরা থাকতাম।"

এভাবেই মুসলিমদের অবস্থানে পরিবর্তন ঘটে, যা আবিসিনিয়ায় হিজরাতের আগে মুসলিমদের ছিল না। হামযা ও 'উমারের কারণে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছে নির্যাতনের হাত থেকে। একটা সময় এমন ছিল যখন কা'বার চত্বরে তারা সালাত পড়তে পারতেন না, আর এখন প্রকাশ্যে দিবালোকে কা'বার চত্বরে মহান রবের উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। 'আরকাম ইবনু আবুল 'আরকামের বাড়ি থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে নয়, দিন-দুপুরে বের হয়ে তারা প্রবেশ করেন মাসজিদুল-হারামে। মুশরিকদের একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না; বন্য জ্বন্ত-জানোয়ারের মতো হিংস্র তাগুবলীলা চালানো থেকে তারা নিবৃত্ত রইল। হিজরাতের পূর্বের বৈরী পরিবেশ এখন আর নেই; পরিবেশ-প্রতিবেশ অনেকটা এখন মুসলিমদের অনুকূলে। খারাপ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে ভালোর আকার ধারণ করেছে। মান্যবর পাঠক! আপনি কি মনে করেন, এ খবর কেউই জানে নাং আপনি কি মনে করেন, মাক্কায় মুসলিমদের অবস্থার এই যে উন্নতি তা আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের কাছে পৌঁছেনিং

সন্দেহ নেই, খবর সবই তাদের নিকট পৌঁছে; তখন তারা ঠিকই খুশিতে উদ্বেলিত হন। বিপদ-সংকূল সময় পার করার পর এমন সংবাদ যে কারও মনে দেশের প্রতি টান জাগিয়ে দেবে। এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট জীবদের এমন স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। প্রিয় দেশে, উন্মূল-কুরা মাক্কায়, তাঁরা আবার ফিরে আসবেন—এমন আশা জাগে মনে। যেখানে পথ চেয়ে বসে আছে তাদের পরিবার-পরিজন, আদ্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। মনে বড় আশা, নতুন পরিবেশে, বীরদর্পে তারা মাক্কায় ফিরে আসবেন। মনের মিনতির ডাকে সাড়া দিয়ে তারা ফিরে আসবেন আল্লাহর হারামে; সুপ্রাচীন গৃহ কা'বায়।

অবশেষে মুহাজিররা আপন দেশ, আপন নিবাস মাকায় ফিরে আসেন। হামযা ও 'উমারের ইসলাম গ্রহণই তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে মাকায় ফেরত আসতে। তাদের বিশ্বাস, এই মহান দুই বীরের ইসলাম গ্রহণ দিনকে দিন মুসলিমদের শক্তি, তাদের প্রভাব বেড়ে যাবে বহুগুণে।

মুশরিকরা এবার ভিন্ন পথে হাঁটল; মুসলিমদের সঙ্গে এতদিন তারা শুধু কঠোর আচরণই করে আসছিল। কিন্তু যে-ই দেখল হাম্যা ও 'উমারের মতো শক্তিশালী দুজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন মুসলিমদের মোকাবিলায় তারা নতুন Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পথ ধরল: একদিকে চলল তলে তলে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা। অন্যদিকে সুযোগ বুঝে নির্দয়, কঠোর ও সহিংস আচরণ চলতে থাকল সমানতালে। রাসূল 🕸 ও তাঁর সাহাবিদের ওপর এখানে সেখানে বেড়ে গেল তাদের অস্ত্র-সন্ত্রাস। মুসলিমদের অবস্থা আবার এমন বেগতিক দাঁড়াল যে, দ্বিতীয়বারের মতো তারা আবার আবিসিনিয়ায় হিজরাত করতে বাধ্য হন। এবার এ দলের সঙ্গে আগে হিজরাত করেননি এমন কিছু মুসলিমও যোগ দেন।

আবিসিনিয়ায় মুসলিমদের দ্বিতীয় হিজরাত

সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ক্র বলেন, "তারা বলেন, আবিসিনিয়া থেকে সাহাবিরা যখন মাক্কায় ফিরে আসেন তখন জাতি তাদের সামনে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। হামলে পড়ে নিজ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। তাঁরা মুশরিকদের থেকে কঠিন নির্যাতন ভোগ করেন। সাহাবিদের এমন কষ্ট দেখে রাসূল ক্র তাদেরকে আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো হিজরাত করার অনুমতি দেন। তবে প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয় হিজরাতটি ছিল খুবই কঠিন; প্রথম হিজরাতের সময় ব্যাপারটি কুরাইশদের জানা ছিল না, কিন্তু এবার তো জেনে গেছে। সুতরাং সমস্ত রাগ ক্ষোভ তারা মুসলিমদের ওপর ঝাড়ল। নাজ্জাশির কাছে মুসলিমদের এমন আদর-আপ্যায়ন তাদের সহ্য হয়নি। তারা সেটারই ঝাল মিটাল এবার। সে সময় সাহাবি 'উসমান ক্র নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ইয়া রাস্লুল্লাহ, আমরা প্রথম একটা হিজরাত করেছি, আর এটা হলো দ্বিতীয়টা। কিন্তু আপনি তো আমাদের সঙ্গে ছিলেন না।" রাসূল ক্স তাকে বললেন, "তোমরা আল্লাহর দিকে ও আমার দিকে হিজরাত করছ। এ দুটা হিজরাতেরই বিনিময় পাবে।" 'উসমান ক্র বললেন, "তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, হে রাসূল ক্স।"

দ্বিতীয় হিজরাতের মুহাজিরদের সংখ্যা অনেক। তাদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন; ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন, "যদি এ দলের সঙ্গে 'আদ্মার ইবনু ইয়াসির 🦛 থাকেন তা হলে তাদের পুরুষদের সংখ্যা ৮৩ জন। আর যদি তিনি না থাকেন তাদের সংখ্যা ৮২ জন।"

ঐতিহাসিক সুহাইলি বলেন, "ঐতিহাসিক ওয়াকিদি, ইবনু 'উকবা প্রমুখদের মতো জীবনীকারদের নিকট ইবনু ইসহাকের মতটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ।"

এ দলের মহিলা-সংখ্যা ১৮ জন; ১১ জন কুরাইশের। আর বাদ-বাকিরা অন্যান্য গোত্রের। দ্বিতীয় হিজরাতের নারী-পুরুষের এ সংখ্যাটা সঙ্গে থাকা মুহাজিরদের বাচ্চাকাচ্চা বাদ দিয়েই। এবং তাদের সংখ্যাও এখানে উল্লেখ করা হয়নি যারা ওই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে। Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft মুহাজিরদের ফেরত আনার অপটেষ্টা

কুরাইশরা দেখল, মুহাজিরদেরকে শত নির্যাতন করেও কোনোভাবেই আটকে রাখা গেল না। তারা ঠিকই আবিসিনিয়ায় হিজরাত করে চলে গেছেন। সেখানে তারা নিরাপদে আছেন, শান্তিতে আছেন। সেখানে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে আবাসনের। নাজ্জাশির আতিথেয়তা পাচ্ছেন। নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহর ইবাদাত করছেন; এজন্য পড়তে হচ্ছে না নির্যাতনের মুখে। মুসলিমদের এমন অবস্থা দেখে মুশরিকদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। তারা একত্র হলো তাদের বৈঠকে। সলাপরামর্শ করল। পাকাল য়ড়য়ন্ত। সিদ্ধান্ত হলো, মুসলিমদেরকে মাঞায় ফিরত আনার জন্য আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশির কাছে একদল প্রতিনিধি দল পাঠাবে তারা। প্রথমেই নাজ্জাশির মন মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষয়ে তুলতে হবে। মুসলিমদের সাথে তার বিবাদ লাগিয়ে দিতে হবে। তাকে বলতে হবে, এরা গোপনে আপনার দেশ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের সেবা করে য়াচ্ছে, অথচ আপনি জানেন না। কিন্তু নাজ্জাশির সঙ্গে মুহাজিরদের নেতা সাহাবি জা'ফার ইবনু আবু তালিবের একটা সংলাপের মধ্য দিয়ে ফাঁস হয়ে যায় মুশরিকদের য়ড়য়ত্ত।

ঘটনাটি আগাগোড়া বর্ণনা করেছেন রাস্লুল্লাহর স্ত্রী উন্মু সালামা বিনত আবু উমাইয়া ইবনুল-মুগিরা। তিনি বলেন, "আমরা যখন আবিসিনিয়ায় এসে পৌঁছালাম তখন আমরা সেখানে একজন উত্তম প্রতিবেশীকে (নাজ্জাশি) পেলাম। আমরা আমাদের দীনের নিরাপত্তা পেলাম। আল্লাহর 'ইবাদাত করলাম, কিন্তু আমাদের দিকে এজন্য কেউ তেড়ে আসেনি। আমরা কন্তু পাই এমন কোনো কটু কথা শুনিনি। আমাদের সুখের সংবাদ যখন কাফিরদের কানে পৌঁছে যায়, তখন তারা সলাপরামর্শ করে ঠিক করল যে, আমাদের বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্য শক্তি-সামর্থ্যবান দূজন লোককে নাজ্জাশির কাছে পাঠাবে। সঙ্গে থাকবে নাজ্জাশির জন্য মাঞ্চার সর্বোৎকৃষ্ট পণ্যের উপটোকন। ঠিক হলো, নাজ্জাশির জন্য অন্যান্য উপহারের সঙ্গে পাকানো চামড়াও পাঠানো হবে। তারা অনেক পাকানো চামড়া জমায়েত করল। দরবারের একজন লোকও, বিশেষ করে দরবারের সমর বিশেষজ্ঞদের কেউই যাতে উপহার থেকে বঞ্চিত না হয়।

'আবদুল্লাহ ইবনু আবু রাবি'আ ইবনু মুগিরা আল-মাখয়্মি ও 'আম্র ইবনুল-'আস ইবনু ওয়াইল আস-সাহমিকে মুশরিকরা তাদের এ মিশনে প্রতিনিধি করে পাঠায়। যাওয়ার আগে তাদের দুজনকে তারা বলল, মুসলিমদের বিষয়ে নাজ্জাশির সঙ্গে কথা বলার আগেই তোমরা প্রত্যেক বিতরীক বা সমর-বিশেষজ্ঞকেই উপহার দেবে। এরপর নাজ্জাশির নিকট তার উপটোকন পেশ করবে। এরপর মুসলিমদের সঙ্গে তার কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মুসলিমদেরকে তোমাদের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করবে।

উম্মু সালামা বলেন, "মুশরিক-প্রতিনিধি দুজন নাজ্জাশির কাছে এসে পৌঁছাল। আমরা তখন তার দরবারে উপস্থিত; একজন হৃদয়বান ব্যক্তির দরবারে, একজন উত্তম প্রতিবেশীর আতিথেয়তায়। দরবারের এমন একজন বিতরীকও বাকি ছিল না, যাদের হাতে উপহার দেওয়া দেয়নি। নাজ্জাশির সঙ্গে কথা বলার পূর্বেই হাদয়া বণ্টনের কাজ সারে। উপহার তুলে দিয়ে প্রত্যেক বিতরীকেই তারা বলল, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক নিজেদের ধর্ম ছেড়ে রাজার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। একে তো তারা নিজেদের ধর্মর মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে, আবার আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা নতুন এক ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে এসেছে; না আমাদের পরিচিত সে ধর্মটি, না আপনাদের। তাদের গোত্রের সম্মানিত লোকজনই তাদের বিষয়ে কথা বলার জন্য রাজার নিকট আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। যাতে আমরা এদেরকে তাদের নিকট ফেরত নিয়ে যেতে পারি। তাই আমরা চাই, আমরা যখন রাজার সঙ্গে তাদের বিষয়ে কথা তুলব, তখন আপনারা রাজাকে পরামর্শ দেবেন তিনি যেন এদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেন। তিনি যেন এদের সঙ্গে কোনো কথা না বলেন। কারণ, এদের বিষয়ে এদের নিজ জাতিই ভালো জানে। বিতরীকরা সবাই মুশরিক-প্রতিনিধি দুজনের কথায় সায় জানিয়ে বলল, হাাঁ, ঠিক আছে।

এবার প্রতিনিধি দুজন তাদের উপহার নিয়ে নাজ্জাশি রাজার দরবারে পেশ করে।
তিনি তাদের এ উপহার গ্রহণ করেন। তারা নাজ্জাশিকে বলল, হে মহামান্য রাজা,
আমাদের নির্বোধ কিছু লোক নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য একটা ধর্ম গ্রহণ করে
আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। একে তো তারা নিজেদের ধর্মের মধ্যে ফাটল
ধরিয়েছে, আবার আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা নতুন এক ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে
এসেছে; না আমাদের পরিচিত সে ধর্মটি, না আপনার। তাদের গোত্রের সম্মানিত
লোকজনই তাদের বিষয়ে কথা বলার জন্য আপনার নিকট আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।
যাতে আমরা এদেরকে তাদের নিকট ফেরত নিয়ে যেতে পারি। কারণ, এদের বিষয়ে
এদের জাতিই ভালো জানে।

উদ্মু সালামা বলেন, "নাজ্জাশি তাদের কথা শুনবেন না—'আবদুল্লাহ ইবনু আবু রাবি'আ ও 'আম্র ইবনুল-'আসের কাছে এর চেয়ে অপছন্দের বিষয় আর কিছুই ছিল না। তখন নাজ্জাশির আশপাশের বিতরীকরা বলে উঠল, হে মহামান্য রাজা, আপনি এদের দুজনের কথা বিশ্বাস করতে পারেন। নিজ জাতির লোকেরাই এদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সম্পর্কে ভালো জানে। সুতরাং মুসলিমদেরকে আপনি এদের হাতে নাস্ত করেন। যাতে তারা এদেরকে নিজ জাতি ও দেশে নিয়ে যেতে পারে।

উদ্মু সালামা বলেন, "শুনে নাজ্জাশি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম। এদেরকে আমি কখনোই তাদের হাতে তুলে দেবো না। পৃথিবীর অনেক দেশের রাজা-বাদশাকে বাদ দিয়ে তারা আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। আমার দেশে এসে বসবাস করছে। আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছে। এমন লোকদের থেকে আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র আমি বিশ্বাস করি না। আগে তাদের ডাকি। এ দুজন লোক তাদের বিষয়ে যে কথা বলেছে সে সম্পর্কে তাদের মতামত কী সেটা আগে শুনি। এ দুজন যেমনটি বলেছে—ব্যাপারটি যদি এমনই হয়, তা হলে আমি তাদেরকে এ দুজনের হাতে তুলে দেবো। তাদের নিজ জাতির কাছে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু ব্যাপারটি যদি এর বিপরীত হয়, তা হলে আমি তাদেরকে ওদের দুজনের হাতে তুলে দেবো না। তারা যেমন আমার প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করেছে, আমি এর উত্তম আতিথেয়তা দেবো।

জ্বাঞ্চার 🍃 ও নাজ্জাশির কথোপকথন

এরপর নাজ্জাশি রাস্লুল্লাহর মুহাজির সাহাবিদেরকে ডাকতে দূত পাঠালেন। রাজা তাদেরকে ডাকছেন—দৃত এমন সংবাদ দিলে তারা এক জায়গায় জড়ো হন। রাজ-দরবারে কী বলবেন তা নিয়ে পরামর্শ করেন। কেউ কেউ বলেন, আমরা বলব, আল্লাহর কসম! আমাদের নবি 🕸 এ ব্যাপারে আমাদেরকে কিছুই শেখাননি এবং আমাদেরকে বিষয়টির ব্যাপারে কোনো আদেশও দেননি। এরপর তারা নাজ্জাশির দরবারে এসে হাজির হন। নাজ্জাশি খ্রিষ্টধর্মের বড় বড় পণ্ডিতকে তার দরবারে আহ্বান করেন। তারা চারপাশে বাইবেল নিয়ে হাজির। এবার নাজ্জাশি সাহাবিদের নিকট জানতে চান, এটা কোন ধর্ম যা তোমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ ঘটিয়েছে? তোমরা না আমার ধর্ম গ্রহণ করেছে, না কোনো জাতির।

উন্মু সালামা বলেন, সে সময় নাজ্জাশির সঙ্গে কথা বলছিল জা'ফার ইবনু আবু তালিব 🚙। তিনি নাজ্জাশিকে বললেন, হে মহামান্য শাসক। আমরা গণ্ডমূর্খ একটা জাতি ছিলাম; মূর্তিপূজা করতাম, মৃত পশুর গোশ্ত খেতাম, অশ্লীল কাজ করে বেড়াতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, উদাসীন ছিলাম প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানে। দুর্বলের সম্পদ লুট করে খেতাম। এমনই শোচনীয় অবস্থা ছিল আমাদের। এরপর আল্লাহ আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন ; তাঁর বংশমর্যাদা, সততা, বিশ্বস্ততা এবং তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতার কথা আমাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত। তিনি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদেরকে এক আল্লাহর কথা বললেন, একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করার কথা জানালেন। আল্লাহ ছাড়া আমরা, আমাদের বাপ-দাদারা যে পাথরের, যে মূর্তির পূজা করতাম, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করলাম। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে বললেন। আদেশ করলেন আমানাত আদায় করতে। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করতে। অন্যায় রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। নিষেধ করেছেন অল্লীলতা, মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদ খাওয়া, সতীসাধ্বী মহিলাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি করতে। আমাদেকে আদেশ দিয়েছেন, এক আল্লাহর 'ইবাদাত করার জন্য। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর শরিক না করতে। আদেশ করেছেন সালাত পড়তে, যাকাত দিতে এবং সিয়াম রাখতে।

উদ্মু সালামা বলেন, আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমরা সেগুলোর মেনে নিলাম: আমরা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করলাম। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর শরিক করিনি। তিনি আমাদের ওপর যা যা হারাম করেছেন, আমরা সেগুলোকে হারাম হিসেবেই গ্রহণ করলাম। আর তিনি আমাদের জন্য যা হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য হালাল বলেই সাব্যস্ত করেছি।

কিন্তু আমাদের জাতি আমাদের সঙ্গে শুরু করে দেয় শক্রতা; নির্যাতনের খড়গ চাপিয়ে দেয় আমাদের ওপর। যাতে আমরা দীন থেকে সরে এসে, আল্লাহর 'ইবাদাত না করে মূর্তিপূজার দিকে আবার ফিরে আসি। আমরা যে কুৎসিত আচরণ পাওয়ার উপযোগী নই, আমাদের সঙ্গে সে রকম কুৎসিত আচরণ করতে লাগল তারা। এভাবে যখন তাদের নির্যাতনের মাত্রা বাড়তেই থাকল, আমাদেরকে দীন পালনের কাজে বাধা দিতেই থাকল এবং আমাদের জীবন-বায়ু প্রায় ওষ্ঠাগত ঠিক তখনই আমরা আপনার দেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। অন্য দশজনকে বেছে না নিয়ে আমরা আপনাকেই বেছে নিলাম। আপনার প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করলাম। আমাদের আশা, হে মহামান্য রাজা, আপনার নিকট আমরা নির্যাতিত হব না।

উদ্মু সালামা বলেন, এরপর নাজ্জাশি জা'ফারকে বললেন, তিনি (নবিজি) আল্লাহর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কোনো অংশ কি তোমার সঙ্গে আছে? উদ্মু সালামা বলেন, জা'ফার 🦀 তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, আছে। নাজ্জাশি বললেন, তা হলে আমার সামনে একটু পড়তে পারো?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এরপর জা'ফার 🙇 নাজ্জাশির সামনে সূরা মারইয়ামের প্রথম আয়াতটি পড়েন। আল্লাহ বলেন,

"কাফ-হা-ইয়া-'আইন-সাদ।"

[স্রা মারইয়াম, ১৯:১]

উদ্মু সালামা বলেন, আল্লাহর কসম। নাজ্জাশি কেঁদে দেন। এমনকি চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে যায়। কেঁদে ওঠে রাজ-দরবারে উপস্থিত খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ। সামনে রাখা বইগুলো ভিজিয়ে ফেলে তারা চোখের পানিতে।

এরপর নাজ্জাশি বললেন, নিশ্চয়ই এটা ঠিক ওই জিনিস, যা নবি মৃসা নিয়ে এসেছিলেন। একই উৎসধারা থেকে এর আগমন। তোমরা দুজন চলে যাও। আল্লাহর কসম। আমি তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি না। তি

নাজ্জাশি ও মুহাজিরদের মাঝে বিভেদের আরেকটা অপচেষ্টা

উদ্মু সালামা বলেন, "নাজ্জাশির নিকট কোনোরূপ সুবিধা করতে না পেরে 'আমর ইবনুল-'আস ও 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু রাবি'আ বেরিয়ে এলেন। 'আমর ইবনুল-'আস সঙ্গীকে বলল, আল্লাহ্র কসম, আগামীকাল আমি আবার এসে তাদের নামে নাজ্জাশির নিকট বদনাম রটাব। এরপর তাদের ব্যাপারে নাজ্জাশির অন্তরে যে ভালো ধারণা রয়েছে তা উপড়ে ফেলব। উদ্মু সালামা বলেন, 'আমাদের ব্যাপারে তাদের দুজনের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু রাবি'আ ছিল একটু নম্ম; সে তার সঙ্গীকে বলল, এমনটা করো না; তাদের সঙ্গে আমাদের কারও কারও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যদিও এরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে, কিন্তু এতে তো আত্মীয়তার সম্পর্ক মিছে হয়ে যায়নি।

'আমর ইবনুল-'আস বলল, ঠিক আছে, তা হলে আমি নাজ্জাশিকে বলব, এরা আপনাদের নবি স্টিসা ইবনু মারইয়ামকে আল্লাহর (পুত্র নয়) একজন বান্দা মনে করে। উদ্মু সালামা বলেন, পরদিন সকালে নাজ্জাশির দরবারে আবার হাজির। বলল, হে মহামান্য রাজা, ওই লোকগুলো 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের বিষয়ে এক অভুত কথা বলে বেড়ায়। নাজ্জাশি তাদেরকে ডেকে আনার জন্য দৃত পাঠান। উদ্মু সালামা বলেন, দৃত এলে আমরা আগের মতোই পরামর্শের জন্য একত্র হলাম। তারা বলাবলি করছিল, স্কিসার বিষয়ে তারা যখন জানতে চাইবে তখন তাদেরকে কী জবাব দেবে? অন্যরা বললেন, স্পিসার ব্যাপারে তাই বলব যা আল্লাহ বলেছেন। এরপর তারা নাজ্জাশির দরবারে প্রবেশ করেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'ঈসা ইবনু মারইময়ামের ব্যাপারে তোমরা কী বিশ্বাস পোষণ করো?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সাহাবি জা ফার ইবনু আবু তালিব তাকে বললেন, আমরা তার ব্যাপারে তাই বলব যা আমাদের নবি নিয়ে এসেছেন: তিনি (ঈসা) আল্লাহর বান্দা, রাসূল, রূহ এবং তাঁর কালিমা যা তিনি প্রেরণ করেছেন অবিবাহিত কুমারী মারইয়ামের কাছে।

উদ্মু সালামা বলেন, জা'ফারের এমন কথা শুনে নাজ্জাশি মাটিতে হাত দিয়ে চাপড় মারলেন। হাতে নিলেন এক টুকরা কাঠ। এরপর তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, যা বলা হলো ঈসা ইবনু মারইয়াম তার চেয়ে বেশি কিছু নন। ঈসার ব্যাপারে তার এমন কথা শুনে দরবারের বিতরীকরা রাগতস্বরে চাপা গুল্পন শুরু করে দেয়। নাজ্জাশি বললেন, যদি তোমরা চাপা গুল্পন করো, আল্লাহর কসম, তোমরা চলে যাও। তবে আমার দেশে তোমাদের ক্ষতি হবে না। তোমরা এখানে নিরাপদ। তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার বিনিময়ে পাহাড়সম স্বর্ণ প্রাপ্তিও আমি পছন্দ করি না। এই কে আছে, এ দুজনের উপটোকন তাদেরকে ফেরত দিয়ে দাও; এমন উপহার আমাদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, আল্লাহ যখন আমার রাজত্ব আমার কাছে ফেরত দেন তখন তিনি আমার কাছ থেকে কোনো ঘুব নেননি।

নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ

নাজ্জাশি নবিজ্ঞির নুবৃত্য়াতের স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তিনি তাঁর মুসলিম হওয়ার কথা নিজ জাতির কাছে গোপন রাখেন। কারণ, তাদের মিখ্যার ওপর অবিচলতা ও ভ্রষ্টচারিতা চর্চার কথা তিনি ভালো করেই জানতেন। তারা এমন এমন বিকৃত, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত যা বিবেক কোনোভাবেই সায় দেয় না। তিনি তাদের এমন ধ্যান-ধ্যারণার সম্পর্কে জানতেন বলেই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা চেপে যান প্রোপুরি। সাহাবি আবু হুরাইরা 🦓 থেকে বর্ণিত যে,

"যেদিন নাজ্জাশি মারা যান, রাসূল 🕸 তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সাহাবিদেরকে নিয়ে তিনি জানাযার সালাত পড়তে বের হলেন। সবাইকে নিয়ে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ান এবং নাজ্জাশির ওপর চারবার তাকবির দেন।"

সাহাবি জাবির 🚜 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"নাজ্জাশি যখন মারা যান তখন রাসূল 🐞 বলেন, "আজকে একজন সৎ ব্যক্তি মারা গেছেন। তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের ভাইয়ের জন্য জানাযার সালাত পড়ো।"। Compressed with PDE Compressor by DLM Infosoft আল্লাহ তাঁর প্রতি সম্ভষ্ট এবং তিনি আল্লাহর প্রতি সম্ভষ্ট। অধিকাংশের মতে, নাজ্জাশি মারা যান নুবৃত্তয়াতের নবম বছরে; কেউ কেউ বলেন, মারা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম বছরে।

শিক্ষা ও উপকারিতা

- সমাজের দুষ্টু লোকেরা, পথভ্রষ্টরা অত্যাচার-নিপীড়নের যত প্রকার হতে পারে, তার সব প্রকারই তারা মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করেছে। কিন্তু মু'মিনরা অটল ছিলেন তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ওপর। যা তাদের ঈমানের বিশুদ্ধতা, বিশ্বাসের একনিষ্ঠতা, চিত্ত ও রূহের উন্নতি সাধনেরই সপ্রমাণ। শারীরিক নির্যাতনের প্রতি তাদের কোনো ক্রক্ষেপ ছিল না; তারা খুঁজতেন অন্তরের আনন্দ, চিত্ত ও বিবেকের প্রশান্তি। তারা কামনা করত কেবল আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধী, তাঁর রাজি-খুশি। শরীর যে নির্যাতন ভোগ করছে, বঞ্চিত হচ্ছে মুখরোচক সব খাবার থেকে—এ নিয়ে তারা মোটেই চিন্তিত নন; আল্লাহর সম্বৃষ্টি প্রাপ্তির তুলনায় তাদের শাস্তি কিছুই না। কারণ, শারীরিক নির্যাতন নতুন ঘটনা নয়; সত্যবাদী মু'মিন এবং নিষ্ঠাবান দা'ঈরা আবহমান কাল থেকেই এমনতর নির্যাতন ভোগ করে আসছেন। কিয়ামাত পর্যন্ত যারাই দীনের আওয়াজ উচ্চারণ করবেন, তাদেরকেই কাফির-মুশরিকদের এমন রোষানলে পড়তে হবে। তবে তাদের অস্তর, শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করে, ঠিকই প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়ে যাবে। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসিতা ও শারীরিক চাহিদাকে পাত্তাই দেবে না। এভাবেই দীনের বিজয় অর্জিত হয়। এভাবেই মূর্খতার চৌহদ্দি ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্ত হয়ে আলোর পথে চালিত হয়।
- আবিসিনিয়য় হিজরাতের ঘটনা থেকে প্রমাণিত, রাস্ল
 রাপারে ছিলেন খুবই দয়ালু, খুবই কোমল। সাহাবিদের এমন কয় দেখে
 তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাদের জন্য তিনি নিরাপদ একটা আশ্রয়
 খোঁজেন, যাতে তারা সেখানে নিরাপদে থাকতে পারে। শেষে তিনি
 ন্যায়পরায়ণ শাসকের দেশে হিজরাত করতে আদেশ করেন; যার দেশে
 কেউ নির্যাতিত হয় না। রাস্লুয়াহই সাহাবিদের দৃষ্টি আবিসিনিয়ার দিকে
 ফেরান। তিনিই তাঁর অনুসারীদের জন্য, তাঁর দীনের জন্য এমন একটা
 নিরাপদ জায়গা বেছে নেন। যেন কোনোভাবেই দীন ও তাঁর অনুসারীরা
 চিরতরে ধ্বংস হয়ে না য়য়। প্রত্যেক য়ুগের, প্রত্যেক কালের মুসলিম

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নেতৃত্বৈর জন্য এটা একটা প্রশিক্ষণ যে, দীনের ও দীনের অনুসারীদের রক্ষার চিন্তা-ভাবনা মাথায় রেখে, অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তাদেরকে খুঁজতে এমন এমন একটা নিরাপদ আশ্রয় যা পরবর্তী সময়ে ইসলামের দা ওয়াতের বাণী পৌঁছানোর জন্য হয়ে উঠবে নিরাপদ বিকল্প একটা রাজধানী। যদি কোনো সময় দীনের প্রধান কেন্দ্র হুমকির মুখে পড়ে তখন যেন সবাই এখানে আশ্রয় নিতে পারে। এখান থেকেই চালাতে পারে ইসলামের দা ওয়াত পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে। কারণ, ইসলামি দা ওয়াতের অনুসারীরাই দীনের প্রকৃত সম্পদ, সত্যিকারের প্রাণ। স্তরাং নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্ণ মনোযোগ থাকবে তাদের সুরক্ষা বিধানের দিকে; তাদের নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নে কোনো প্রকার শৈথিল্য দেখানো যাবে না, ছাড় দেওয়া যাবে না এতটুকু। কারণ, আল্লাহর সারা দুনিয়ার সকল অবাধ্যচারী কাফির মুশরিক মিলেও একজন মাত্র মুসলিমের সমান হতে পারে না কিছুতেই।

- মুহাজিরদের প্রথম সারিতে ছিলেন নবিজির চাচাতো ভাই জা'ফার এ, জামাতা 'উসমান এ এবং তাঁর মেয়ে রুকাইয়্যা এ। বিষয়টি এ কথাই প্রমাণ করে যে, দা'ঈ বা নেতার কাছের মানুষ, তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর আত্মীয়য়জনদেরকে অবশ্যই বিপদ-আপদ ভোগ করতে হবে। কিছ নেতার আন্থাভাজন, তাঁর কাছে লোকরা যদি বিপদ থেকে পালিয়ে গিয়ে দূরে দূরে থাকে, আর অন্যদেরকে ঠেলে দেওয়া হয় বিপদের মুখে তা হলে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সেটা ঠিক হবে না। আর এমনটা রাস্লুলাহর মানহাজ বা পদ্ধতি নয়; তিনি করেননি এবং করতে পারেনও না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূমি মাকা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে থেকে পালিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার বৈধতা রয়েছে। তবে এ পলায়নটা, এ বের হওয়াটা যদি একমাত্র দীনের জন্য হয়। যদিও যে দেশে পালাছে সে দেশটা ইসলামি না হয়; মুসলিমদের প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরাত হয়েছিল আবিসিনিয়ায়। অধিবাসীরা ছিল খ্রিষ্টান। পূজা করত তাদের নবি 'ঈসার। তারা বিশ্বাস করত, তিনি আল্লাহর সন্তান। তারপরও মুসলিমদের হিজরাতটা এ দেশেই হয়েছে। আবিসিনিয়ায় হিজরাতের সবিস্তার আলোচনা আমরা আগেই করেছি উন্মু সালামার হাদীসে। তারা এখানে দুই দুইটা হিজরাত করেন। আল্লাহ তাদেরই প্রশংসা করেছেন কুরআনে 'সাবাক' বা অগ্রগামী বলে। আল্লাহ বলেন, "প্রথমদিকের মুহাজির ও আনসারদের প্রতি এবং তাদের যথার্থ অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাই আল্লাহ তাদের জন্য জালাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই তো বড় সাফল্য।" [স্রা আত-তাওবাহ, ১:১০০]

তাফসীরের বইতে এসেছে যে, এরাই কিন্তু বাই'আতুর-রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেখুন, এ হিজরাতের কারণে আল্লাহ কীভাবে তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা আল্লাহর ঘর ও হারাম থেকে বের হয়ে এসে পড়েন কাফিরদের দেশে। সাধে নয়, বরং নিজেদের দীনের সুরক্ষার জন্যই তারা হিজরাত করে কাফিরদের দেশে আসেন। আশা—তারা একান্তে, নিভৃতে আল্লাহর 'ইবাদাত করবেন। নিশ্চিন্ত মনে প্রশান্ত চিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করবেন। কেউ তাদেরকে এজন্য ঘাঁটাবে না, নির্যাতন করবে না। এমন বিধান চলতেই থাকবে; কোনো দেশে, কিংবা কোনো শহরে মুসলিমরা যদি দীন পালনের জন্য নির্যাতিত হয়, কিংবা যখন সত্যের গলা চেপে ধরার জন্য কাফির-মুশরিকরা একাট্টা হয়, তখনই একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে হিজরাত করা। হিজরাত চলতেই থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত; এর বিধান বন্ধ হবে না কখনোই। আল্লাহ বলেন,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft "পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই (দিক)। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহ রয়েছেন। আল্লাহ তো বিশাল, মহাজ্ঞানী।" [সূরা বাকারা, ২:১১৫]

প্রচণ্ড প্রয়োজন হলে, অমুসলিমদের আশ্রয়ে যাওয়া মুসলিমদের জন্য বৈধ। চাই সে আশ্রয়দাতা আহলুল-কিতাব হোক। যেমন: নাজ্জাশি। মুসলিমরা যখন হিজরাত করে তার কাছে আশ্রয় নেন, সেসময় তিনি একজন খ্রিষ্টান। কিন্তু পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিংবা সেই আশ্রয়দাতা কোনো মুশরিক হোক; এদের আশ্রয়ে, এদের নিরাপত্তা-বলয়ে থেকেই মুসলিমরা আবিসিনিয়া থেকে মাক্কায় ফিরে আসেন। এমন কয়েকজন হলেন, রাস্লুল্লাহর চাচা আবু তালিব এবং মুত'ইম ইবনু 'আদি; রাস্লু ঋ তায়িফ থেকে ফেরার পথে নিরাপত্তার জন্য মাক্কায় তার ঘরে প্রবেশ করেন।

তবে কাফির-মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা, তাদের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো, ইসলামের জন্য, দীনের জন্য, দীনের দা ওয়াতের জন্য সেটা কোনোভাবেই ক্ষতির কারণ হতে পারবে না। কিংবা আশ্রয়দানের বিনিময়ে, ওদের অপছন্দ বলে, দীনের কোনো বিধান পরিবর্তন করার শর্ত আরোপ করলে সেটা মানা যাবে না। অথবা আশ্রয় দিয়েছে বলে তাদের সাত খুন মাপ; তারা অন্যায়, হারাম ও অশ্লীল কাজ করেই যাবে, আর তাকে দেখেও না দেখার ভান করে যেতে হবে; কোনো প্রতিবাদ করা যাবে না-এমনটাও হতে পারবে না। যদি এমন কোনো আশক্ষা না থাকে, তবেই একজন মুশরিকের, একজন কাফিরের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করা যাবে। অন্যথায় নয়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ একবার রাসুলুল্লাহকে চাচা আবু তালিব ঝামেলায় না জড়িয়ে নিজের মতো করে থাকার জন্য বললেন। মুশরিকদের উপাস্যদের ব্যাপারে এমন কিছু না বলতে বললেন যা তাদেরকে কষ্ট দেয়। তখন নবিজির অবস্থান ছিল খুবই স্পাষ্ট, খুবই দৃঢ়চেতা। তিনি তখনই চাচার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে, তার আশ্রয় থেকে বের হয়ে নিজের আবাসন নিজে তৈরি করলেন। যেখানে তাকে খোলামেলা কথা বলতে হবে, যেখানে মানুষকে কোনো বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে— এমন কোনো বিষয় নিয়ে কথা না বলে তিনি চুপ থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হিজরাতের জন্য আবিসিনিয়াকে বেছে নেওয়ার পেছনে রাসৃল্লাহর একটা কৌশলগত বৃদ্ধিমন্তা ফুটে ওঠে। অন্যকোনো দেশকে না বেছে রাসৃল
য়ে আবিসিনিয়াকে বেছে নিলেন এতে বোঝা যাচ্ছে, তিনি তাঁর আশপাশের তৎকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিভিন্ন রাজ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। তিনি জানতেন কোন দেশটা ভালো, আর কোন দেশটা তার তুলনায় খারাপ। কোন দেশটার শাসক ন্যায়পরায়ণ, আর কোন দেশটার শাসক জালিম, অত্যাচারী। বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল বলেই হিজরাতের জন্য তিনি এত সহজে নিরাপাদ একটা দেশ বেছে নিতে পারেন। আর একজন দীনের দাঙ্গর জন্য, একজন দা ওয়াতের নেতার জন্য এমনটাই হওয়া উচিত; তার আশপাশে কী ঘটছে না-ঘটছে তিনি সে ব্যাপারে সম্যক অবগত। কোন জাতির স্বভাব কেমন, কি তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কীভাবে চলছে তাদের শাসনব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতিই বা তাদের কী—সবকিছু সম্পর্কে তাকে থাকতে হবে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

প্রথম হিজরাতের সময় মুসলিমদের সতর্কতা অবলম্বন। তারা খুব সন্তর্পণে, অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে বের হন; কুরাইশরা যাতে টের পেয়ে গিয়ে তাদেরকে ধরতে না পারে। মুহাজিরদের দলও খুব ভারী ছিল না; মাত্র ষোলো জন। অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে চলার সুবিধাটা হচ্ছে, কারও নজরে না পড়েই নির্বিদ্নে পথ চলা যায়। আরেকটা সুবিধাও আছে এতে, চলার গতি দ্রুত করা যায়। আর সাহাবিরা যে পরিস্থিতিতে হিজরাত করছিলেন সে সময়ের দাবিই ছিল, অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে দ্রুত গতিতে চলা; কখন মুশরিকরা ধাওয়া করে, কোন সময় তারা আবার ধরা পড়ে যায় তাদের হাতে—যেখানে মনে সার্বক্ষণিক এ ভয় কাজ করে, সেখানে অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে দ্রুত গতিতে চলা ছাড়া উপায় নেই। হিজরাতের ব্যাপারটি আগাগোড়া গোপনীয়তার মোড়কে হয়েছে বলেই না মুশরিকরা প্রথম চোটে কিছুই জেনে উঠতে পারেনি। আর যখন জেনেছে তখন অনেক দেরি; জানার সঙ্গে সঙ্গে তারা মুহাজিরদেরকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে। র্থুজতে খুঁজতে তারা সাগরের তীর পর্যন্ত আসে। কিন্তু কাউকেই পায়নি। মুহাজিরদের এ সতর্কতা অবলম্বন থেকে বোঝা যায়, সাবধানের মার নাই; একজন মু'মিনের জন্য এমন সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ করে দা'ওয়াতি কার্যক্রমের সময় আবশ্যক। দা'ওয়াতি-পরিকল্পনা, এর পথ ও পদ্ধতির সবকিছু শক্রর কাছে ফাঁস করা যাবে না। জানানো যাবে না তারা কী কী

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft পরিকল্পনা করছেন, কীভাবে কীভাবে এগোবেন—এর কিছুই। কারণ, যদি তারা একবার কোনোভাবে জেনে যেতে পারে তা হলে সে পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

আবিসিনিয়য় মুসলিমদের হিজরাত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি কুরাইশ-মুশরিকরা। ভবিষ্যতে এ দলটি তাদের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে—এমন আশক্ষা পুরোমাত্রায় ছিল মুশরিকদের। প্রবাসে মুসলিমদের দল দিনকে দিন ভারী হবে, সেখানে নিরাপদে অবস্থান করে তাদের শক্তি বেড়ে যাবে বহুগণে, তখন তারা মাক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে শক্ত হাতে—এমন ভয় থেকে তারা গোড়াতেই মুসলিমদের হিজরাতের যাত্রাকে ব্যাহত করতে চেয়েছিল। এমন কোনো চেষ্টা নেই, এমন কোনো উপায়-উপকরণ নেই যা তারা মুসলিমদেরকে ফেরত আনার চেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা মাক্কায় বসে গেল সলাপরামর্শে। মুহাজিরদেরকে ফেরত আনার অংশ হিসেবে পরিকল্পপনা আঁটল সতর্কভাবে; সিদ্ধান্ত হলো নাজ্জাশি রাজার নিকট পাঠাবে উপহার-উপটোকন। বাদ যাবে না দরবারের সমর-বিশেষজ্ঞরাও। নিজেদের মধ্যে আলাপ করে নিল, কীভাবে কূটনৈতিক শিষ্টাচার রক্ষা করে উপহারগুলো রাজার দরবারে পেশ করা যায়। রাজার সামনে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য সফল হয়, আবার শিষ্টাচারও রক্ষা পায়; সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না। এখন প্রয়োজন এমন একজন দূতের যার মধ্যে কূটনৈতিক শিষ্টাচার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তারা বেছে নিল 'আম্র ইবনু 'আস-কে; মাক্কায় নাজ্জাশির যে কজন বন্ধু ছিল তার মধ্যে 'আম্র ইবনু 'আস অন্যতম। তার কৃটনৈতিক বৃদ্ধির কথা ছিল সবার মুখে মুখে।

আমরা, মুসলিমরা, আমাদের শক্রকে, ইসলামের শক্রকে ছোট করে দেখব না। উদাসীন থাকব না মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের দৌড় কতদূর সে বিষয়ে আমাদেরকে থাকতে হবে সম্যক অবগত। তাদের প্রতিটি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে তীক্ষ্ণ নজরে। ধোঁকাবাজদের যেকোনো ধরনের ধোঁকা মোকাবিলায় আমাদেরকে থাকতে হবে পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে।

কুরাইশদের যড়যন্ত্র সামগ্রিকভাবে ভালোই এগোচ্ছিল বলা চলে। কিন্তু
 শেষ পর্যন্ত তরী তীরে ভিড়তে পারেনি; তারা মুহাজির-সাহাবিদের ফিরিয়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আনতে ব্যর্থ হয়। কিছু না জেনে, না শুনে মুসলিমদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে নাজ্জাশি সোজা না করে দিলেন। এ সুযোগে নিজেদের সত্য দীনকে নাজ্জাশির সামনে উপস্থাপনের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয় মুসলিমদের জন্য।

- সাহাবিদেরকে ডাকতে নাজ্জাশির দূত এলে তারা সঙ্গে সঙ্গে দরবারের দিকে হাঁটা ধরেননি। বরং সবাই একত্র হয়ে নিজের মধ্যে আলাপ সেরে নিলেন; অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। ঠিক করে নিলেন এমন পরিস্থিতিতে নাজ্জাশির সামনে তারা কী বলবেন। এভাবেই মুসলিমদের কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে। আর যে কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে সেটার সফলতার সম্ভাবনা অনেক বেশি; কারণ, এখানে অনেকের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে। সবাই সচেষ্ট থাকে, এমন কোনো পরামর্শ দিতে যা তাদের কল্যাণে আসবে। আর সাহাবিদের মতো উত্তম প্রজন্মের মানুষেরা যে দীনের কল্যাণ সাধনে পরামর্শ করবেন এটাই স্বাভাবিক। পরামর্শ করতে গিয়ে তারা অনর্থক তর্কে জড়াননি, নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাননি; সবাই একমত হন যে, রাস্লে শ্লু ইসলামকে যেভাবে নিয়ে এসেছেন ঠিক সেভাবেই, কোনো কমবেশ না করে, তারা নাজ্জাশির কাছে উপস্থাপন করবেন। তারা দৃঢ় সংকল্প করবেন, তাদের জীবন চলে গেলেও অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন করবেন ইসলামকে।
- নবিজির খুবই কাছের মানুষ ছিলেন সাহাবি জা'ফার ইবনু আবু তালিব
 ; তিনি নবিজির সঙ্গে এক ঘরে বসবাস করতেন। দা'ওয়াতের নেতৃত্বের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বিষয়ে উদ্মাহর সবচেয়ে বিজ্ঞ মানুষটির নাম জাফার 🚕 । এবং তিনি আবিসিনিয়ার মুহাজির-মুসলিমদের নেতা ছিলেন।

- নাজ্জাশির মতো একজন রাজার সামনে কথা বলার জন্য প্রয়োজন ছিল
 এমন একজন লোকের, যিনি কথা বলবেন অলংকারপূর্ণ ও প্রমিত ভাষায়।
 কুরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য সবার থেকে বংশগত ও সামাজিক দিক
 থেকে অনন্য মর্যাদা ছিল হাশিম বংশের। আর জা'ফার
 ছিলেন এই
 হাশিম বংশের লোক। আল্লাহ তা'আলা বনি হাশিমকে নির্বাচন করেছেন
 কিনানা থেকে। আর তাঁর নবিকে বেছে নিয়েছেন এই হাশিম বংশ থেকেই;
 নবি ﷺ ছিলেন সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী এবং বংশীয় মর্যাদায় ছিলেন অভিজাত।
 - জা'ফার ক্র ছিলেন রাস্লুলাহর চাচাতো ভাই। যখন নাজ্জাশি শুনলেন যে, তিনি তাঁর চাচাতো ভাই, তখন তিনি (নাজ্জাশি) নিশ্চিন্ত হলেন। জা'ফার । তার সামনে যা উপস্থাপন করেছেন তা খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।
- শহাবি জা'ফার এ চারিত্রিক শিক্ষা পেয়েছেন নবিজির কাছ থেকেই। অন্যদিকে, হাশিম বংশে জন্ম নেওয়য় তার শারীরিক গঠন ছিল অসাধারণ। একবার রাস্ল ﷺ জা'ফারকে বললেন, "তুমি আমার গঠন ও স্বভাবের অনুরূপ হয়েছ।" । । নাজ্জাশির সামনে তিনি রাস্লুল্লাহর দূত হয়ে য়ে ভূমিকা পালন করেছেন তা য়য়ে য়য়ে, কালে কালে য়য়লিম দৃতদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে; ইয়লামের জন্য তার একনিয়্ঠতা, তার ভাষার বিশুদ্ধতা, উপস্থাপনার সাবলীলতা, জ্ঞান-গরিমা, চারিত্রিক মাধুর্য, সহনশীলতা, সাহসিকতা, প্রজ্ঞা, চিত্তের পবিত্রতা ও মানুষকে আকৃষ্ট করার সহজ্ঞাত প্রবৃত্তি একজন য়য়লিম দৃতের জন্য অবশ্যই অনুসরণীয়।
- ত 'আম্র ইবনুল-'আস তার মেধা, কূটনীতি, ধোঁকা, কূটকৌশল সবকিছু দিয়ে, জা'ফার ক্র নাজ্জাশির কাছে গিয়ে কথা বলার আগেই, নাজ্জাশির কান ভারী করে। যুক্তি-তর্ক, দলিল-প্রমাণ সবকিছু উপস্থাপন করে নাজ্জাশির কাছে মুসলিমদের বিষোদ্গার করে। সে যেসব বিষয় নিয়ে নাজ্জাশির কাছে মুসলিমদের বিষোদ্গার করে তার একটা চিত্র নিচে দেওয়া হলো:
 - 'আম্র ইবনুল-'আস নাজ্জাশির কাছে বলে, আমরা ভালোই ছিলাম আমাদের ধর্ম নিয়ে। কিন্তু মুহাম্মাদ তার নতুন দীনের দা'ওয়াত দিয়ে আমাদের মাক্কার শাস্ত পরিবেশকে করে তোলে উত্তপ্ত। আমাদের মধ্যে দাঁড়

করিয়ে দৈয়ে বিভেদের দৈয়াল। আমি মাঞ্জার দৃত হয়ে আপনার দরবারে এসেছি। আমার কথা সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মোটকথা, নিজেকে সে নাজ্জাশির সামনে একজন চরম সত্যবাদী বলে উপস্থাপন করে।

- সে নাজ্জাশির সামনে রাসূল্প্লাহর সাহাবিদের নামে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে। বলে, তারা অনেক ভয়াবহ। আমাদের জন্য তারা অনেক বড় হুমকি। এতই মারাত্মক যে, হতে পারে ওরা আপনার পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দিতে পারে: তারা মাক্কার পরিবেশে ঠিক যেভাবে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। 'আম্র ইবনূল-'আস নাজ্জাশিকে আরও বলে, য়িদ আমরা, কুরাইশের লোকেরা, আপনার হিতাকাঙ্কী না হতাম, আপনার কল্যাণকামী না হতাম, তবে মুসলিমদের ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করতাম না। আপনি আমাদের জন্য নিম্কলুষ সত্যবাদী; আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি উত্তম আচরণ করেছেন। বাণিজ্য সফরে আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বিধান করেছেন। আজ সময় এসেছে বিপদের সময়ে আপনার পাশে দাঁড়ানোর; আপনার উত্তম আচরণের কথা আমরা ভূলে যাইনি। আপনার দুর্দিনে সেই উত্তম আচরণের প্রতিদান দিতে এসেছি আমরা। মাক্কা ও আবিসিনিয়ার মধ্যে যে সুদ্ঢ় সম্পর্ক আপনি স্থাপন করেছেন তার দাবিই হছে, আপনার দেশে লুকিয়ে আছে এমন এক বিপদ থেকে আপনাকে সতর্ক করা।
- ভ 'আম্র ইবনুল-'আস আকীদা-বিশ্বাসের কথা তুলে সাহাবিদের বিরুদ্ধে নাজ্জাশির মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। নাজ্জাশিকে সে বলে, তারা না আপনার, না আমাদের আকীদা-বিশ্বাস স্থাপন করে। আপনাদের নবি 'ঈসা সম্পর্কে নতুন এক কথা বলে, যা আপনারা বলেন না।

"ঈসা ইবনু মারইয়াম যে একজন ইলাহ, একজন উপাস্য সে সাক্ষ্য তারা দেয় না। না তারা তাদের জাতির দীনের ওপর আছে, আর না আছে আপনার দীনের ওপর।" তারা নব্য এক প্রথা আবিষ্কার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

কুরাইশ-প্রতিনিধি দল নাজ্জাশির দরবারে গিয়ে দেখল সবাই রাজার সামনে সিজদা করছে। এ দৃশ্য দেখে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নাজ্জাশির মন বিষিয়ে তুলতে নতুন একটা ফন্দি বের করে। তারা নাজ্জাশিকে বলল, সবাই আপনাকে সিজদা করলেও কেবল মুসলিমরাই আপনাকে সিজদা করছে না। এবার বুঝুন, তারা কি আর আপনার আপ্রয় পাওয়ার যোগ্য? এসব কথা বলে 'আম্র ইবনুল-'আস সাহাবিদের বিরুদ্ধে নাজ্জাশির মন বিষিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

সাহাবি জা'ফার
 মৃহাজিরদের নামে মুশরিকদের সকল মিথ্যার উপস্থাপন

 একে একে অপনোদন করেন।

নাজ্জাশির প্রশ্নের উত্তর জা'ফার 🚓 অত্যন্ত বৃদ্ধিমন্তার সঙ্গে দেন; তাঁর উপস্থাপনায় ছিল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দা'ওয়াত প্রচারের সুর এবং আকীদার দৃঢ়তা। তিনি নাজ্জাশির সামনে যেভাবে তার কথা উপস্থাপন করেন:

জাফার ্র জাহিলিয়াতের দোষ-ক্রটিগুলো একে একে নাজ্জাশির সামনে তুলে ধরেন। এমনভাবে তুলে ধরেন যেন শ্রোতার মনোযোগ একটাবারের জন্যও ছুটে না যায়। নাজ্জাশির সামনে মুশরিক-কুরাইশদের কুৎসিত চেহারা উন্মোচন করে দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। জাহিলিয়াতের নিন্দনীয় দিকগুলো অত্যন্ত জোরালোভাবেই নাজ্জাশির কাছে তুলে ধরে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, এ বদস্বভাবগুলো এমনি এমনি যাবার নয়। কেবল নুবৃওয়াতের আলোই পারে এদেরকে আলোর দিশা দেখাতে।

বিপরীতে তুলে ধরেন রাসূলুল্লাহর ব্যক্তিত্ব; পাপ-পঞ্চিলতায় ভরপুর একটা পরিবেশে থেকেও রাসূল # নিজের গায়ে পাপের কোনো ছিটা-ফোঁটাও লাগতে দেননি। জাঁফার ্ তুলে ধরেন রাসূল # উচ্চ বংশীয় মর্যাদা, সততা, আমানাতদারিতা এবং নিষ্কলুষতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন যে, তাঁর এমন চারিত্রিক সুষমাই তাঁকে রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলে।

ভাষার ক্র নাজ্জাশির সামনে ইসলামের নান্দনিক দিকগুলো খুবই হাদয়প্রাহী ভাষায় তুলে ধরেন। তুলে ধরেন নবিদের দা'ওয়াতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকগুলো। যেমন: প্রতিমা-পূজা প্রত্যাখ্যান, সত্যবাদিতা, আমানাত রক্ষা, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সুন্দর আচরণ, অন্যায় কাজ ও রক্তারক্তি থেকে বিরত থাকা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা ইত্যাদি। নাজ্জাশি ও তার সভাসদরা খ্রিষ্টধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল; জা'ফারের উপস্থাপনা শুনে

তারা বুঝে ফেলে, শিক্ষণিওলো কোনো মান্ধের নয়, বরং নবি-রাস্লদের। তারা এ শিক্ষাগুলো পেয়েছে নবি মৃসা ও সৈসা থেকে।

মুশরিকদের হাতে মুসলিমদের নির্যাতনের চিত্রও তিনি নাজ্ঞাশির সামনে তুলে ধরেন।

জ জা'ফার এ নাজ্জাশির যোগ্য প্রশংসা করেন; কারণ তার কাছে কেউ অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয় না এবং তিনি তার জাতির মধ্যে ন্যায়সংগতভাবেই বিচার করেন।

তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, মুসলিমরা, মাক্কার কুরাইশদের নির্যাতনের হাত পালিয়ে, তাকে একটা নিরাপদ আশ্রয় মনে করেই এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছেন; অন্য কোনো দেশে যাননি। এমন স্পষ্ট উপস্থাপনায় নাজ্জাশিসহ দরবারে উপস্থিত, বিতরীক ও পুরোহিতদের হাদয় ছুঁয়ে যায়। তারা বৃঝতে পারে মুশরিক-প্রতিনিধি দল তাদেরকে যা বৃঝিয়েছে তা সত্য ছিল না।

- জাফারের কথার এক ফাঁকে নাজ্জাশি যখন রাস্লুল্লাহর ওপর নাবিলকৃত কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করতে বললেন, তখন তিনি সূরা মারইয়ামের গুরুর কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। নাজ্জাশিকে কুরআন থেকে শোনানোর জন্য সূরা মারইয়ামকে বেছে নিয়ে জাঁফার এ অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তার তিলাওয়াত এতটাই প্রভাব ফেলে য়ে, নাজ্জাশি ও তার পুরোহিতগণ কেঁদে ফেলেন। চোখের পানিতে ভিজে য়য় তাদের দাড়ি, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো। মুহাজিরদের প্রতিনিধির য়ে মেধা, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা থাকা দরকার, সূরা মারইয়াম তিলাওয়াতের জন্য বেছে নেওয়াতেই প্রমাণিত জাঁফারের নেতৃত্বের গুণ। কারণ, সূরা মারইয়ামে খ্রিষ্টানদের নবি কিসা ও তার মা মারইয়ামের আলোচনা রয়েছে।
- সঠিক বিষয় নির্বাচন, মোক্ষম সময়ের জন্য অপেক্ষা, নাজ্জাশির মতো উদার ব্যক্তিত্বকে চেনা এবং চিনে নিয়ে তার বিবেকপ্রাহ্য আবেগকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে জা'ফার যে মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। এমন প্রতিভার কারণেই নাজ্জাশি এক সময় সত্যকে বৃঝতে সক্ষম হন।
- নবি স্কিসার ব্যাপারে তারা কী ধ্যান-ধারণা পোষণ করেন, এমন প্রশ্নের জবাবে জাফার ্র অত্যন্ত দুর্লভ মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। তিনি জানান

যে, 'ঈসি'ইবন্ মারেইয়ামের ব্যাপিরি' কোনো বাড়াবাড়ি কিংবি কোনো ছাড়াছাড়ি তারা করেন না। তার মা মারইয়ামের শ্লীলতা ও আক্রর প্রশ্নে অহতুক খোঁজাখুঁজি করেন না। এমন গর্হিত কাজ মিথ্যুকরাই কেবল করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আল্লাহর বাণী ও তার রূহ, যা তিনি সতী-সাধ্বী কুমারী মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছেন। নাজ্জাশির সামনে তাদের নবি 'ঈসা সম্পর্কে জা'ফার ্র যা যা বললেন এর চেয়ে বেশি কিছু জানতেন না তিনি। তাই জা'ফারের কথাগুলো তার মনে গেঁথে যায়।

- মুসলিমরা নবি এ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছেন, তার পর আর কোনো
 মানুষকে সিজদা করতে তারা পারেন না। নাজ্জাশিকে সিজদা করে তাকে
 আল্লাহর সমকক্ষ করা থেকে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। মুসলিম
 বলে কথা নয়, কোনো মানুষেরই উচিত নয় য়ে, সে আল্লাহ ছাড়া আর
 কারও সামনে মাথা নায়াবে, সিজদা করবে। তবে মুসলিমরা কিন্তু নাজ্জাশি
 যথাযথ সম্মান করেন; তাদের রাসূলকে তারা যেভাবে সালাম দেন, ঠিক
 সেভাবেই নাজ্জাশিকেও সালাম দেন। তাঁকে মুসলিমরা অভিবাদন জানান
 যেভাবে জালাতবাসীদেরকে জালাতে অভিবাদন জানানো হবে।
- ভাফারের কথা-বার্তা শুনে শেষ পর্যন্ত নাজ্জাশি ঘোষণা দেন যে,
 মুসলিমরা যা বলেছেন সত্য বলেছেন। তিনি নিশ্চিত হলেন, মুসলিমদের
 মতো সততার গুণ অন্যদের মধ্যে খুবই বিরল। নবি মুসা ও নবি 'ঈসার
 বার্তাবাহক যে নবিজির কাছে এসেছে, সে নবির আনীত দীনের তিনিও
 একজন সেবক হবেন—এমন সিদ্ধান্ত তিনি তখনই নিয়ে নেন। নবিজির
 সাহাবিদেরকে মুশরিকদের কালো হাত থেকে রক্ষা করে তিনি আল্লাহর
 নৈকট্য লাভ করতে চান। বিপরীতে 'আম্র ইবনুল-'আস ও তার সঙ্গীর
 সঙ্গে তিনি কোনোরূপ অসৌজন্য আচরণ করেননি। বরং 'আম্রকে এ মর্মে
 আশ্বন্ত করেন যে, মাক্কার কুরাইশদের বাণিজ্যিক-কাফেলা এবং তাদের
 অর্জিত ধন-সম্পদের কোনো ক্ষতি সাধন কিংবা লুষ্ঠন করবেন না তিনি।
 এটা তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি; আজকের এ ঘটনার পর তাদের সঙ্গে যদি তার
 সম্পর্কর ছিন্নও হয় তারপরও তিনি তার ওয়াদা রক্ষা করে যাবেনই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এভাবেই মুশরিক-কুরাইশদের পরাজয় ঘটে। কি কূটনৈতিক, কি রাজনৈতিক কি বিচক্ষণতায়, সর্বদিক থেকেই তারা মুসলিমদের সুচিস্তিত সত্য উচ্চারণের সামনে টিকে থাকতে পারেনি।

- 🏊 নাজ্জাশির সামনে জা'ফার 👙 ও মুহাজির ভাইরা যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা ছিল মূলত রাসূলুল্লাহরই একটি কথার বাস্তব প্রতিফলন। রাসূল 🕸 বলেন: "আল্লাহর সম্বৃষ্টি পাওয়ার বিনিময়ে কেউ যদি মানুষের অসন্তোষ কুড়ায় (তাতে সমস্যা নেই) তার সবকিছুর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধের বিনিময়ে মানুষের সম্বৃষ্টি কামাই করে তা হলে আল্লাহ ওই ব্যক্তির কার্যভার ন্যস্ত করেন মানুষের কাছেই।"।ভক্ত আবিসিনিয়ার ওই মুহাজির সাহাবিরা কোনো মানুষের সম্ভুষ্টি নয়, কামনা করেছেন একমাত্র আল্লাহর সম্ভুষ্টি। প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল, তাদের ওপর বৃঝি ওই খ্রিষ্টানরা রাগে ফেটে পড়ল। এখনই বৃঝি খ্রিষ্টানরা তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে আরম্ভ করবে। কিন্তু না এমন কিছুই হয়নি; আল্লাহ তা'আলা রাজা নাজ্জাশির মন তাঁর ওই প্রিয় বান্দাদের জন্য কোমল করে দেন। যার কারণে রাসুলুল্লাহর দীনকে তিনি সত্য বলে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। নাজ্জাশির পালিত দীন, তার আকীদা-বিশ্বাস ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি এ ধর্মের আলোকেই দেশের কার্যভার দেখভাল করতেন। কিন্তু মানুষের রাগের তোয়াকা না করে আল্লাহর সম্ভষ্টিই একমাত্র কাম্য হলে তিনি এভাবেই তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করেন।
 - তথনকার অনেক খ্রিষ্টানই নিজেদের ধর্মের বিশুদ্ধ দিকের বিশ্বাস পোষণ করতেন। কিন্তু আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধবাদীদের দৌরাদ্ম্য থাকায় তারা তাদের ঈমানের কথা প্রকাশ করতে পারতেন না। দীনের বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করতেন যারা তাদেরই একজন ছিলেন আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশি। তিনি তার ঈমানের কথা কাউকে জানাননি। এ গোপন করার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি, নিজের মনের প্রশান্তি এবং আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের দলকে শক্রর নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা। এক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা ছাড়া ফলাফলের আর কোনো চিন্তা তার মাথায় কাজ করেনি। এমন সাহসী পদক্ষেপের কারণেই ইতিহাসের পাতায় তার নামটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইমাম যাহাবি এ বলেন, "কোনো বিষয়ের অজ্ঞতা থাকলে কিংবা কোনো বিষয়ের দলিল-প্রমাণ না-জানা থাকলে সেজন্য কেউই পাপী হবে না। আবিসিনিয়ায় মুহাজিররা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তাদের কাছে খবর গিয়ে পৌঁছে কয়েক মাস পর। সুতরাং এসব বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য। কেননা, কয়েক মাস পরে গিয়ে তাদের নিকট এ বিষয়ের বিধান-সংবলিত খবর পৌঁছে।" তেন

আবিসিনিয়য় হিজরাতের আরেকটা শিক্ষা হলো এই য়ে, প্রয়োজনবাধে জিহাদের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করা সংগত। মাদীনায় হিজরাত করা নিঃসন্দেহে একটা জিহাদ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ মর্যাদা আবিসিনিয়য় হিজরাতকারী মুহাজিররাও পেয়েছেন। যদিও তারা নবিজির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন অনেক পরে; সেই খাইবার বিজয়ের সময়। তাদের সেখানে থাকাটা তখনও প্রয়োজন ছিল। দুই জাহাজের যাত্রীদের বিষয়ে নবিজির হাদীস থেকেই তাদের এমন মর্যাদার কথা প্রমাণিত।

সাহাবি আবু মৃসা আল-আর্শ আরি ্রু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একবার 'আসমা বিনত 'উমাইস রাসূলুল্লাহর স্ত্রী হাফসাকে দেখতে তার ঘরে প্রবেশ করলেন। আবিসিনিয়ায় যারা হিজরাত করেছিলেন 'আসমা তাদের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় সেখানে তার পিতা 'উমারও হাজির। আসমাকে দেখেই 'উমার ্রু জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কেং' তিনি বললেন, 'আসমা বিনত 'উমাইস।' 'উমার ্রু আবার জানতে চান, 'আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী, সমুদ্রপথে যাত্রাকারীং' 'আসমা বললেন, 'হাাঁ।' 'উমার ্রু বললেন, 'তোমাদের আগেই আমরা (মাদীনায়) হিজরাত করেছি। সূতরাং তোমাদের থেকে আমরাই নবিজির বেশি নিকটতর।' 'উমারের এ কথা শুনে 'আসমা ক্র রেগে গিয়ে বললেন, 'না, অবশাই না। তোমরা আল্লাহর রাসূলের

সঙ্গে ছিলে। তোমাদের ক্ষুধতিকে তিনি খবির দিয়েছেন, অজ্ঞদের উপদেশ দিয়েছেন। আর আমরা এমন এক ঘরে (অথবা তিনি বলেছেন, এমন এক দেশে) ছিলাম যা অনেক অনেক দূরে, বিদেশ-বিভূঁইয়ে, আবিসিনিয়ায়। আমরা এত কষ্ট করেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্ভুষ্টি কামনা করে। আমি ঠিকমতো কোনো পানাহার করতে পারিনি। আপনি যা বলেছেন আমি নবিজ্ঞির কাছে সব বলে দেবো। আমরা নির্যাতিত ছিলাম, আমরা ভয়ে ছিলাম। আমি তাঁর কাছে এর সমাধান জানতে চাইব। আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলছি না, বাঁকা কথা বলছি না এবং কিছুমাত্র বাড়িয়েও বলছি না।' এরপর নবি মুহাম্মাদ 🕸 এলে 'আসমা 🚐 তাঁর কাছে বলেন, 'হে আল্লাহর নবি, 'উমার এই এই কথা বলেছে।' রাসূল 🕸 জানতে চান, 'তুমি তাকে কী বলেছ?' 'আসমা বললেন, 'আমি তাকে এই এই বলেছি।' রাসূল 🕸 বললেন, 'তোমাদের থেকে আমার কাছে অধিক নিকটতর আর কেউ নেই: প্রথম হিজরাতের মুহাজিররা। তোমরাই সমুদ্রপথে দুইবার হিজরাত করেছ।' 'আসমা 🚕 বলেন, 'আমি দেখলাম আবু মূসা আশ'আরি ও সমুদ্রপথে হিজরাতকারীরা দলে দলে আসতে থাকল। তারা আমাকে রাসূলুল্লাহর এ হাদীস সম্পর্কে আগ্রহভরে জিঞ্জেস করতে থাকে। রাসূল 🕸 তাদের সম্পর্ক যা বলেছেন, যে সুসংবাদ দিয়েছেন, সেটা শুনে তাদের মনে যে খুশির সঞ্চার হয়েছে তার তুলনা আর কিছুর সঙ্গেই হতে পারে না। 🕬 🖘

মৃশরিক-প্রতিনিধি দলের একজন 'আম্র ইবনুল-'আস আবিসিনিয়াতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরাতের ও সেখানকার দা'ওয়াতি কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ একটা প্রভাব হচ্ছে তার ইসলাম গ্রহণ। তবে 'আম্র ইবনুল-'আসের ইসলাম গ্রহণ কীভাবে হয়েছে, কার হাতে হয়েছে—এ নিয়ে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানির মতেলকা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মতটা হলো, তিনি আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশির হাতে ইসলামর গ্রহণ করেন। আর ইমাম যারকানি এই বলেন করেন এটা খুবই মজার একটা বিষয় যে, একজন সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেন একজন তার্বিঈনের হাতে। অন্য একটা বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি সাহাবি জা'ফারের হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবিসিনিয়য় হিজরাতের মধ্য দিয়েই নবিজির সঙ্গে উদ্মু হাবীবার বিয়ে
সম্পাদিত হয়। উদ্মু হাবীবা এ আবিসিনিয়য় থাকতেই নবিজির সঙ্গে তার

বিয়ের ব্যাক্তি সম্পন্ন হয়। হাদীসের গ্রন্থ লোডে প্র বিষয়ের জালোচনা পাওয়া যায়: ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

"উদ্মু হাবীবা । থেকে বর্ণিত যে, তিনি ছিলেন 'উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহাশের খ্রী। আবিসিনিয়ায় তার স্বামী মারা যান। এরপর নাজ্জাশি তাকে রাস্লুল্লাহর সঙ্গে বিয়ে দেন। তাঁর পক্ষ থেকে নাজ্জাশি উদ্মু হাবীবাকে চার হাজার দিরহাম মোহর আদায় করেন। এরপর শুরাহবীল ইবনু হাসানার সঙ্গে উদ্মু হাবীবাকে নবিজ্ঞির কাছে পাঠিয়ে দেন নাজ্জাশি।"

শুরুত্বপূর্ণ এ হাদীসটি থেকে একজন গবেষক অনেক কিছু বের করতে পারেন: আবিসিনিয়ায় মৃহাজিরদের হাল-হকিকত সম্পর্কে রাসূল # ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের সৃখ-দুঃখের সঙ্গী হতেন। এতে ধৈর্যশীলদের মনে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে যেত। দীনের ওপর অবিচলদের আস্থা আরও বেড়ে যেত। রাসূল # কর্তৃক মৃহাজিরদের খোঁজখবর নেওয়ার গুরুত্ব ইসলামের অপরিসীম। রাসূল # শুধু যে উদ্মু হাবীবার বিষয়টিকেই সবচেয়ে বেশি আমলে নিয়েছেন, তার বিপদের সময় তাকে সাম্বুনা দিয়েছেন— ব্যাপারটি মোটেই তা নয়, বরং তার ঘটনার পূর্বেই বিপদে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমন সাম্বুনার বাণী শুনিয়েছেন সাওদাহকেও; আবিসিনিয়া থেকে স্বামীর সঙ্গে মাক্কায় ফিরে আসার পর সাওদাহর স্বামী সাকরান ইবনু 'আম্র মারা যান। এরপর তিনি ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ করলে রাসূল # তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তখন সাওদাহ রাস্লুল্লাহকে বললেন, আমার অভিভাবকত্ব আপনার কাছে ন্যস্ত করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। রাস্লে # বললেন, "তোমার গোত্রের একজন লোককে ঠিক করো যে তোমার বিয়ে দেবে।"

রাসূলুল্লাহর কথা মেনে নিয়ে সাওদাহ 🚁 হাতিব ইবনু 'আম্র ইবনু 'আবদু শাম্স ইবনু 'আবদু উদ্দকে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ঠিক করেন। লোকটি সাওদাহকে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে বিয়ে পরিয়ে দেন। খাদীজার পর সাওদাহকেই রাসূল 🔹 প্রথম বিয়ে করেন।

এই যে দুটো ঘটনা তা নিঃসন্দেহে অনেক গুরুত্বের দাবি রাখে। দুজন
মুহাজির মুসলিমাকে বিয়ে করা নবিজির প্রজ্ঞার পরিচয়বাহক। বিশেষ করে
সব মুহাজির, মুজাহিদ মুসলিমার ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের ব্যাপারেও রাস্ল
স্থ সবার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতেন—সে কথাও আমাদেরকে জানান দিচ্ছে

ঘটনা দুটি আবার ঘটনা দুটির বিশ্লেষণে ত্র কথা বলাপ্ত সংগতি ইবে যে,
উন্মু হাবীবার বংশ বানু উমাইয়ার সঙ্গে শক্রতার মাত্রা কমিয়ে আনাও ছিল
এ বিয়ের একটা উদ্দেশ্য। আর বিশেষভাবে ধরলে ইসলাম, ইসলামের
নবি ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বানু উমাইয়ার নেতা, উন্মু হাবীবার পিতা,
আবু সুফইয়ানের শক্রতার মাত্রা হ্রাস করাই ছিল এ বিয়ের পেছনের একটা
উদ্দেশ্য।

কারও সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাতে যদি ইসলামের ন্যুনতম উপকারও হয় রাসূল হাত তা-ও করেছেন; শুধু ইসলামের খাতিরে, প্রেফ ইসলামের কল্যাণের জন্য। ইসলামি মূল্যবোধের অন্তরায় নয়, ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়—এমন কিছু উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে রাসূল হাততেন তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিক। জাহান্নামের দিকে যাওয়ার প্রতিযোগিতা ছেড়ে প্রতিযোগিতা করুক জান্নাতে যাওয়ার দিকে।

আল্লাহর রাসূল 🐲 হিজরাত করলেন না কেন

কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, অনেকগুলো কারণে রাসূল **ﷺ** নিজে আবিসিনিয়ায় হিজরাত করেননি। কারণগুলো নিম্নরূপ:

- - ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার ও বিশ্বব্যাপী সে দা'ওয়াতের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভৌগোলিকভাবে আবিসিনিয়া এর উপযোগী ছিল না।
 - আরব উপদ্বীপে প্রথমে মাক্কা ও পরে মাদীনাকে ওয়াহি নাযিল ও ইসলামের
 কর্মকাণ্ড চালোনার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়ার পেছনে অনেক যৌক্তিক
 কারণ রয়েছে।
 - আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান পরিবেশ সেখানে আশ্রয় নেওয়া ইসলামের উন্নতিকে
 মেনে নিতে পারত না কোনোভাবেই। আর যদি কোনোভাবে সেখানে
 ইসলামের প্রসার ঘটতও, তবু সেটাকে মেনে নিত না সামন্ত রাষ্ট্র রোম।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবিসিনিয়ায় হিজরাত, মি'রাজ ও তায়িফের ঘটনা

আরবদের মধ্যে কুরাইশদের মর্যাদা কমতে থাকে। কুরাইশরা ইসলাম ও তার অনুসারীদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা কোনোভাবেই আরবরা মেনে নিতে পারেনি। মুসলিমদের সঙ্গে কুরাইশদের এমন আচরণকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করে। অথচ এমন নীচ প্রকৃতির কাজ কুরাইশরা কোনোকালেই করেনি। আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান, প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম আচরণ, ভালো কাজের ব্যাপারে তাদের প্রতিযোগিতা এবং এর অন্যথা হলে একে অপরকে ভর্ৎসনা করে সতর্ক করার কথা সারা আরবের মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুঃখের বছর ও তায়িফের কষ্ট

চাচা আবু তালিবের মৃত্যু

বানু হাশিম উপত্যকার অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই রাস্লুলাহর চাচা আবু তালিব মারা যান। বছরটা ছিল নুবৃওয়াতের দশম বছরের শেষের দিকে। আবু তালিব নবিজিকে কুরাইশদের সকল আক্রোশ থেকে আগলে রাখতেন এবং তাঁর জন্য অন্যদের সঙ্গে শত্রুতাও করতেন। নানাভাবে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতাও করতেন। তথাপিও কুরাইশরা আবু তালিবকে খুবই সম্মান করত।

আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে শির্কের ধ্বজাধারীরা তার চারপাশে ভিড় করে; তার শিয়রে বসে ইসলাম গ্রহণ না করে পৌত্তলিকতার ওপর অটল থাকার জন্য অনবরত উৎসাহ জোগাতে থাকে। তারা বলে, "আপনি কি 'আবদূল-মৃত্তালিবের মিল্লাত থেকে, তার ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন?"

অন্যদিকে রাসূল ﷺ চাচার সামনে ইসলাম তুলে ধরেন এ কথা বলে, "আপনি শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটি বলুন। কিয়ামাতের দিন আমি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবো।"

তখন আবু তালিব বললেন, "আবু তালিব ঘাবড়ে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে—
কুরাইশদের এমন কথার ভয় যদি আমি না করতাম তবে আমি অবশ্যই তোমরা
সামনে বাক্যটির সাক্ষ্য দিতাম।"

তখন আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তুমি যাকে পছন্দ করো (ইচ্ছে করলেই) তাকে সুপথে আনতে পারো না; বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে তিনি সুপথে আনেন। আর তিনিই সুপথপ্রাপ্তদের ভালো জানেন।" [সুরা কসাস, ২৮:৫৬]

জাহিলিয়াতের কৃষ্টি-কালচার, আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-ভাবনা আবু তালিবের মন-মগজে একেবারে গেঁথে ছিল : সেগুলোর উৎপাটন তার পক্ষে একেবারই সম্ভব

6-90

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হয়নি। কুরাইশদের বড় নেতা হওয়ার কারণে জাহিলি চিন্তা-ভাবনা ও বাপ-দাদার রেখে যাওয়া ভ্রান্ত বিশ্বাসের মোহ কাটিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সহজ ছিল না। তার ওপর তার অনুচরবর্গ স্ত্রার আগে আগে সেখানে গিয়ে হাজির। কুরাইশের বড় একজন নেতার ইসলাম গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়লে তার জাতির মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তার ভয় দেখিয়েও কুরাইশরা তাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে নিবন্ত রাখে।

খাদীজার মৃত্যু

রাসূলুল্লাহর স্ত্রী, উন্মূল-মু'মিনীন সাইয়্যিদা খাদীজা 🧠 মারা যান রাসূলুল্লাহর মাদীনা হিজরাতের তিন বছর আগে; চাচা আবু তালিব যে বছরে মারা গেছেন ঠিক সেই বছরেই; আবু তালিবের কিছুদিন পরেই।

এমন দুজন আপনজনকে হারিয়ে রাস্ল ৠ খুবই ব্যথিত হন। মুষড়ে পড়েন প্রচণ্ডভাবে। ইসলামের দা ওয়াত মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছাতে গিয়ে তিনি যত কষ্ট পেয়েছেন, যত দুর্ভোগ সয়েছেন তা লাঘবে এ দুজন ছিলেন শক্ত খুঁটি; আবু তালিব সামলাতেন বাইরের ঝিক্কি-ঝামেলা, জাতির সকল বাধা মোকাবিলায় ভাতিজার মাথার ওপর ছাতা হয়ে আপ্রয় দিতেন। আর সারাদিনের ক্লান্তি, প্রান্তি অবসাদগ্রস্ততা রাস্ল ৠ নিমেষেই ভুলে যেতেন খাদীজার কাছে ফিরে। পরম ভালোবাসা দিয়ে তিনি নবিজ্ঞির সারাদিনের কষ্ট, মুশরিকদের মিথ্যাচারের বেদনা সবকিছু ভুলিয়ে দিতেন। তিনি নবিজ্ঞির ঘর আগলে রাখতেন পরম মমতায়। চাচা আবু তালিব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মুশরিকরা তাঁর গায়ে একটা ফুলের টোকা দিতে পর্যন্ত সাহস পেত না। সেই মুশরিকরাই কিনা আজ আবু তালিবের মৃত্যুর পর তাঁকে কষ্ট দেওয়ার স্পর্ধা দেখাতে শুক্ত করে।

তায়িফে দা'ওয়াত

রাস্লুপ্লাহর কঠিন জীবনের অধ্যায় শুরু হয়ে গেল; এ সময়ে তাঁকে অনেক সমস্যা, বিপদ, কষ্ট ও নির্যাতন মোকাবিলা করতে হয়। তিনি এখন একাই; দা ওয়াতের বাণী নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন; আল্লাহ তা আলা ছাড়া যেখানে তাঁর আর কোনো সাহায্যকারী নেই। কিন্তু এতেও তিনি দমে যাননি। মুশরিকদের নির্যাতনের ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে দা ওয়াত দেওয়া থেকে নিবৃত্ত হননি। তাঁর রবের রিসালাত, তাঁর রবের বাণী তিনি সব মানুষের কাছে বয়ে বেড়াতে লাগলেন। মুশরিকরাও তাদের নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। এ সময় রাস্ল শ্লু কী ধরনের কষ্ট স্বীকার করেছেন তা প্রতিটি হাদীস ও সীরাতের প্রস্থে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটিই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলুল্লাহর থেকে সহীহ সনদে, সহীহ বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। রাসূল & এ সময় এমন নির্যাতন ভোগ করেন যে, তার মাত্রা কেবল পাহাড়ই সহ্য করতে পারে। নিজে যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন সে শহরে, নিজ জাতির ছোটবড় সবাই যেখানে তাঁকে ভালো করেই চেনে—সেই তারাই যখন তাঁর ওপর নির্যাতনের খড়গ নিয়ে উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তিনি অন্য একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি রবের রিসালাত নিয়ে, তাঁর বাণী নিয়ে নিজ শহর ছেড়ে অন্য একটা শহরে, নিজ জাতি ছেড়ে অন্য একটা জাতির কাছে পৌঁছাবেন। তাদের কাছে তিনি আল্লাহর দীনের দা ওয়াত পেশ করবেন। এ দীনকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাদেরকে বলবেন। তিনি আশা করেন, আল্লাহর কাছ থেকে তিনি যে দীন নিয়ে এসেছেন, যে মুক্তির দিশা নিয়ে এসেছেন তারা সেটা গ্রহণ করবে। তিনি এমন আশা নিয়েই মাক্কার সবচেয়ে কাছের শহর তায়িফের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

তায়িফে রাসূলুল্লাহর দা'ওয়াতি-সফর:

দা'ওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে রাস্ল ঋ তাঁর পূর্বের নবি-রাস্লদের অনুসরণ করতেন। যেমন: নবি নূহ তার জাতিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন,

"আমি তো নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে (নবি হিসেবে)
পাঠিয়েছিলাম। সে তাদের মধ্যে এক হাজার বছরের চেয়ে
পঞ্চাশ বছর কম (নয়শত পঞ্চাশ বছর) অবস্থান করেছিল।
অতঃপর তারা প্লাবনের কবলে পড়ল। আর তারা ছিল জালিম।"

[সূরা 'আনকাব্ত, ২১:১৪]

দীর্ঘ এতটা বছর তিনি অবিরাম তার জাতিকে দা'ওয়াত দিয়েই গেছেন। আল্লাহ বলেন,

"আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে বলে পাঠিয়েছিলেম, 'কঠিন শান্তি আসার আগে তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো।' সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের জনা আমি এক স্পন্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনৃগতা করো; তা হলে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। আল্লাহর (নির্দিষ্ট) সময় যখন এসে যায় তখন তা আর বিলম্বিত করা যায় না; তোমরা যদি (তা) জানতে!' সে বলেছিল, 'হে আমার রব, আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত ডেকেছি, কিন্তু আমার ডাক শুনে তারা (হিদায়াতের পথে আসার পরিবর্তে) আরও বেশি

প্রলায়নপর ইয়েছে। আমি যখনই তাদেরকৈ ভেকেছি, যাতে আপান
তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা (শুনতে না চেয়ে) কানে আঙ্গল
দিয়ে রেখেছে, (অন্যায়ের ওপর জিদ ধরে থেকেছে) এবং দার্ণ
অহংকার করেছে। তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশো ডাক দিয়েছি;
তারপর তাদেরকে জনসমক্ষে আহ্বান জানিয়েছি এবং গোপনেও
আবেদন জানিয়েছি।"

দীর্ঘ সময় লাগা সত্ত্বেও নবি নৃহ আপন দায়িত্ব, আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা, থামিয়ে দেননি। আল্লাহর রিসালাত পৌঁছানোর মতো মহান দায়িত্ব পালনে তার উৎসাহে ভাটা পড়েনি সামান্যতম। এ দীর্ঘ সময় ধরে তিনি খুবই গোছালোভাবে, সময় ও পদ্ধতির সমন্বয়ে পরিকল্পনা করে মানুষের দ্বারে দ্বারে দীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছর আল্লাহর বাণী নিয়ে গেছেন।

বিখ্যাত মুফাস্সির আল্সি টুট্টে ঠুট্ট এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা বলতে গিয়ে তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, অর্থাৎ তিনি ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি আহ্বান করেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে; কোনো ধরনের ক্লান্তি অবসাদগ্রন্ততা তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি ক্ষণিকের জন্যও। এরপর আল্সি একে একে নবি নূহের অবাধ্য জাতির একগুঁয়েমি ও কঠোর প্রতিরোধের কথা সবিস্তার বর্ণনা করে যান। আল্সি এরপর গ্রন্থা ও কঠোর প্রতিরোধের কথা সবিস্তার বর্ণনা করে যান। আল্সি এরপর গ্রান্থা জানিয়েছি এবং গোপনেও আবেদন জানিয়েছি।"—এ আয়াতটির ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "অর্থাৎ আমি তাদেরকে একের পর এক, দিনের পর দিন আল্লাহর পথে অবিরাম আহ্বান করে গেছি। একভাবে না; বিভিন্নভাবে, নানা পদ্ধতিতে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মানুষকে দীনের আহ্বান করি। ঠুই ক্রিইটিই বু আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্সি বলেন, "নবি নূহ এ খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলে, গোপনে দীনের পথে মানুষকে আহ্বান করার পূর্বে প্রকাশ্যে আহ্বান করাটা একান্ত প্রয়োজন।"

সাইয়্যিদুল-মুরাসালীন মুহাদ্মাদ মানুষকে দীনের পথে আহ্বান করার ক্ষেত্রে অভিনব বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি মানুষকে দা'ওয়াত দিয়েছেন গোপনে-প্রকাশ্যে, শান্তিতে-সমরে, ব্যক্তিগত ও সামষ্ট্রিকভাবে, শহরে সফরে। দা'ওয়াত দিতে গিয়ে তাদেরকে গল্প শুনিয়েছেন, বিভিন্ন জাতির উদাহরণ টেনেছেন; নানাভাবে বুঝিয়েছেন। নিজের বক্তব্য শ্রোতাদের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেজন্য তিনি বিভিন্ন উপায়-উপকরণও গ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষদেরকে জাহান্নামের ভয় য়েভাবে দেখিয়েছেন, তেমনি শুনিয়েছেন জানাতের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সুসংবাদও। খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, ভালো কাজের প্রস্থার প্রাপ্তির আশাও জাগিয়েছেন। প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি অবস্থাতে তিনি আল্লাহর পথে মানুষদেরকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করেই গেছেন। মর্মস্পর্শী, কার্যকরী নিয়ম-পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন তাদেরকে দীনের পথে ডাকতে। মাক্কাবাসীদের শত বাধার মুখেও তিনি হাল ছেড়ে দেননি, নিবৃত্ত হননি আপন দায়িত্ব থেকে। হতোদ্যম হয়ে ঘরে খিল মেরে হারিয়ে যাননি ঘুমের রাজ্যে। তিনি এবার ছুটে গেলেন তায়িফে। তাদের প্রতিটি গোত্রের কাছে তিনি উপস্থাপন করলেন আল্লাহর বাণী। তাঁর দা ওয়াতের গতি এখানেই থেমে থাকেনি; এরপর তিনি হিজরাত করেন। এভাবেই নবি শ্লু জীবনের প্রতিটি মূহুর্তকে কাজে লাগিয়েছেন আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার পেছনে।

রাসূলুল্লাহর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল ইসলামের জন্য নতুন একটা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য; যেখান থেকে তিনি সৃষ্ঠুরূপে দীনের দা'ওয়াত ছড়িয়ে দিতে পারবেন পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে। এজন্য তিনি তায়িফের বানু সাকীফ গোত্রের কাছে দীনের দা'ওয়াত নিয়ে গেলেন, এ দীনকে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে আহ্বানও করলেন। কিন্তু তারা তাঁর ডাকে তো সাড়া দেয়ইনি, উলটো তাদের ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চাকে নবিজির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। উসকানি পেয়ে বাচ্চারা তাঁর গায়ে পাথর ছুড়ে মারে। তায়িফ থেকে ফেরারু পথে 'আদ্দাস নামের একজন খ্রিষ্টান লোকের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটি রাসূলুল্লাহর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদির মতে, নবিজির তায়িক সফরে যান নুবৃওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে; চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পর; তিনি সেখানে দশ দিন অবস্থান করেন। । । ।

কেন তায়িফ

তায়িফ অঞ্চলটি কুরাইশ নেতৃবর্গের জন্য কৌশলগত দিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল; বরং বলা ভালো, তাদের অনেক লাভ-লোকসান ও আশা-ভরসার জায়গা ছিল এ তায়িফ। অতীতে তারা বহুবার চেষ্টা করেছে তায়িফকে দখলে নিতে। ওয়াজ্জ নামক একটা উপত্যকার দখলে নিতে তারা সক্ষমও হয়। তায়িফের প্রতি কুরাইশদের এত লোভের কারণ সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ। তায়িফের গাছ-গাছালি, ক্ষেত-খামারের লোভেই তারা তায়িফের বিভিন্ন সময় আক্রমণ চালায়। সেই থেকে তায়িফের বানু সাকীফ গোত্র কুরাইশদেরকে সমীহ করে চলে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তিতেও সই করে। এমনকি বানু দাওসকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নয়। ধীরে ধীরে মাক্কার অনেক ধনী ব্যক্তি তায়িফের বিভিন্ন তালুকের মালিক বনে যায়। গ্রীম্মকালীন অবসর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তারা এখানে কটি। মাক্কার বানু হাশিম ও আব্দ শাম্স গোত্রের সাথে তায়িফের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আবার সাকীফ গোত্রের সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল বানু মাখযুম গোত্রের। সূতরাং রাসূল 🕸 যখন তায়িফ অভিমুখে রওনা হলেন তখন নিশ্চয়ই সে যাত্রার মধ্যে কোনো হিকমা কোনো প্রজ্ঞা না থেকে পারে না : যদি রাসূল 🕸 সেখানে পা রাখার জায়গা পান এবং এমন কোনো দলকে পেয়ে যান যারা তাঁকে দীনের বিষয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সাহায্য করবে তা হলে ইসলামের খুবই কাজে আসবে। তায়িফে ইসলামের এমন জোয়ার দেখে কুরাইশরা আঁতকে উঠবে; তায়িফের সঙ্গে তাদের যে নিরাপত্তা জড়িত তা ব্যাহত হওয়ার আশক্ষায় তারা হয়ে উঠবে সংযত। এখানে তাদের যে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত তা সরাসরি হুমকির মুখে পড়বে। আসলে তায়িফে ইসলামের বিজয় ঘটলে কুরাইশদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা ফেলা যাবে। তাই রাসূলুল্লাহর এ সফর ছিল রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় পূর্ণ। এ সফর সপ্রমাণ যে, নানা উপায়-উপকরণ গ্রহণে রাসূল 🕸 ছিলেন অত্যন্ত উদ্গ্রীব ; যাতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র কিংবা নতুন এমন শক্তি সেখানে পাওয়া যায়, যারা ইসলামের জন্য হবেন নিবেদিত প্রাণ। কারণ, মুসলিম রাষ্ট্র কিংবা ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ কোনো নতুন শক্তির উদ্ভব মানুষকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দেওয়ার অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম।

তায়িকে পৌঁছেই রাসূল 🕸 সরাসরি সেখানকার ক্ষমতা ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতেই দা'ওয়াতের বাণী তুলে ধরেন।

বানু মালিক ও আহলাফ গোত্র দৃটি তায়িফের সবচেয়ে পুরোনো দৃটি গোত্র; গোত্র দৃটিই সর্বপ্রথম সেখানে আবাসন গাড়ে। সে সুবাদে তায়িফের নেতৃত্ব তাদের হাতে। যত বিচার-আচার, সালিস-মীমাংসা সবিকছুর দায়িত্ব নাস্ত হতো গোত্র দৃটির কাঁধে। তাদের উপাসনালয় রক্ষণাবেক্ষণে তারা ছিল খুবই সচেষ্ট। উপরস্তু, এলাকার সামপ্রিক রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই ছিল গোত্র দৃটির হাতে। কিন্তু এত কিছু থাকা সত্ত্বেও আরবের সবচেয়ে উর্বর ও দৃষ্টিনন্দন এলাকা, নিজেদের জন্মভূমি তায়িফকে রক্ষা করার শক্তি তাদের ছিল না; তারা হাওয়াযিন, কুরাইশ ও বানু 'আমির গোত্রকে বেশ ভয় করে চলত। তৎকালীন আরবে তিনটি গোত্রই ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্যদের ধন-সম্পদ লুট করে খাওয়াতে এরা ছিল ওস্তাদ। নিজেদের স্বার্থেই তায়িফের নেতারা আক্রমণাত্মক পথে না গিয়ে, আপসকামী রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; নিজেদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য অন্যদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির পথ বেছে নেয় তারা। এ শান্তিচুক্তির হাত ধরেই কুরাইশরা তাদের ঘাড়ে চেপে বসে; হাওয়াযিন গোত্রের অনিষ্টের হাত থেকে বাঁচার

তাগিদে বানু মালিক মিত্রতা করে তাদের সঙ্গে। আর আরবের সবচেয়ে বড় মোড়ল কুরাইশদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে আহলাফ গোত্র তাদের সঙ্গে আবদ্ধ হয় মিত্রতার বন্ধনে।

তায়িফের কোন কোন গোত্রের সঙ্গে মাক্কার কোন কোন গোত্রের মিত্রতা আছে, শান্তিচুক্তি আছে—এসব খবর সম্পর্কে রাসৃল ঋ মোটেই উদাসীন ছিলেন না: ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাই তিনি যখন তায়িফ অভিমুখে রওনা হলেন তখন তিনি ভালো করেই জানতেন যে, তায়িফের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারিত একটা জায়গায় আটকে নেই, আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমঝোতার ভিত্তিতেই তায়িফের ক্ষমতার ভাগাভাগি হয়েছে। ব্যাপার যা-ই হোক না কেন, তায়িফে এখনো বাইরের অন্য যেকোনো শক্তির তুলনায় বানু মালিক ও আহলাফের প্রভাব-প্রতিপত্তি নেহাতই কম নয়। রাস্ল ঋ যদি গোত্র দুটির কোনো একটিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন, তা হলে সেটা রাজনৈতিক শক্তির বিচারে, নিঃসন্দেহে বড় একটা ভূমিকা রাখবে। এটা সাধারণ একটা হিসাব। আর নির্দিষ্ট করে বললে, গোত্র দুটির মধ্যে কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আহলাফ গোত্রকে যদি তিনি নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন, তা হলে ইসলামের জন্য, দীনের জন্য তিনি যে পরিকল্পনা করছেন তা বাস্তবায়ন হবে; এবং এটা অসম্ভব কোনো ব্যাপারও নয়।

রাসূল

ভালো করেই জানতেন যে, কুরাইশদের সঙ্গে আহলাফদের মিত্রতা পারস্পরিক কোনো সমঝোতার ভিত্তিতে হয়নি। এতে তাদের আদর্শিক কোনো সার্থ জড়িত নেই। বরং কুরাইশের ভয়েই নিরাপত্তার সহজাত তাগিদে আহলাফ তাদের সঙ্গে এমন হীন চুক্তি করতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ঠিক এ দিকটাকেই আমলে নিয়ে, রাসূল

ক্স কুরাইশদের মিত্র, আহলাফের নেতৃত্বাধীন, বানু 'আম্র ইবনু 'উমাইর গোত্রের কাছে সরাসরি যান। হাওয়াযিনদের মিত্র বানু মালিক গোত্রের নিকট কিন্তু তিনি যাননি।

ঐতিহাসিক ইবনু হিশাম তার সীরাতে বলেন,

"তায়িফে যখন রাসূল ﷺ গিয়ে পৌঁছান তখন তিনি সাকীফের একদল লোকের দিকেই গমন করেন। এ লোকেরা সে সময়কার সাকীফ গোত্রের নেতা ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিল। এরা তিন ভাই; 'আবদু ইয়ালীল ইবনু 'আম্র, মাস'উদ ইবনু 'আম্র ও হাবীব ইবনু 'আম্র। কুরাইশের শাখা গোত্র বানু জুমাহ-এর একজন মেয়ের এদেরই কারও সঙ্গে বিয়ে হয়। তবে বানু 'আম্র ছিল খুবই সতর্ক এবং প্রচণ্ড ভীত। তারা বাসূলুল্লাহর আহানে সাড়া তো দেয়ইনি, বরং তারা বোকামি করল। নবিজির সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করল। তখন নবি মুহাম্মাদ ﷺ

তিদের কাছে খেকে উঠে এলেন; সাকীফ গোত্র খেকে যে কল্যাণ পাওয়ার আশা তিনি করেছিলেন, সে ব্যাপারে তিনি খুবই মর্মাহত হন। চলে আসার সময় তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা যা করেছ তো করেছই। তবে আমার আসার খবরটা গোপন করে রেখো'।"

রাসূল ঋ কোনোভাবেই চাচ্ছিলেন না তাঁর জাতি তাঁর এখানে আসার খবরটা জেনে যাক। কারণ, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে তারা আরও খড়গহস্ত হয়ে উঠবে। তিনি মনে-প্রাণে চাচ্ছিলেন, সাকীফদের সঙ্গে তাঁর এ সাক্ষাৎটা একান্ত নিরিবিলিতে সম্পন্ন হবে: তাঁর কোনো পদক্ষেপই কুরাইশদের নজরে যাতে না পড়ে। সতর্কতা অবলম্বনে রাসূল ঋ ছিলেন খুবই সজাগ। তায়িফ সফরে তাঁর সতর্কতামূলক কিছু পদক্ষেপ ছিল এমন:

- তায়িকে যাওয়ার জন্য রাস্ল ঋ কোনো বাহনে ওঠেননি; মাকা থেকে বের হয়েছেন পায়ে হেঁটে। যাতে কুরাইশ এ ধারণা করতে না পায়ে য়ে, তিনি মাকা থেকে বের হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। আর তিনি য়িদ কোনো বাহনে চড়ে বের হতেন, তবে সবার মনে সন্দেহের দানা বাঁধত য়ে, রাস্ল ঋ বৄয়ি মাকার বাইরে দয়ে কোথাও সফরে য়াছেন। আর এমনটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই হুড়য়ৄড় করে তারা ছুটে আসত। রাস্লুলাহকে মাকা থেকে তখন বের হতে দিত না। কিন্তু পায়ে হেঁটে বের হওয়ার কারণে কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। নির্বিয়ে তিনি মাকা থেকে বের হয়ে আসেন।
 - রাসূল
 রাসূল
 রাসূল
 রাসূল
 রাসূল
 রাসূল
 রাস্কর বাইদকে সফরসঙ্গী হিসেবে সাথে নেন। এতে নিরাপত্তার
 অনেকগুলো দিক ছিল; যাইদ হলেন নবিজির পালকপুত্র। নবিজির সঙ্গে
 যাইদকে দেখে ফেললেও কারও মনে কোনো সন্দেহ জাগার প্রশ্নই আসে
 না। কারণ, পিতা ও তাঁর পালকপুত্র একসঙ্গে কোনো কাজে কোথাও যেতেই
 পারে—এমনটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে যাইদ ছিলেন রাসূল্লাহর খুবই কাছের
 মানুষ; তার নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও সততা সম্পর্কে রাসূল
 রাষ্ঠ্য ভালো করেই
 জানতেন। সূতরাং এ দিক থেকে তিনি পরম বিশ্বস্ত একজন মানুষ; তিনি
 গোপনীয়তা ফাঁস করবেন না। যাইদকে সঙ্গে নেওয়ার আরেকটা কারণও
 ছিল। তিনি নিজে এগিয়ে ঢাল হয়ে রাসূল্লাহকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা
 করেন। এমনকি এতে যাইদের মাথায় পাথরের আঘাতও পান।
 - তায়িফের নেতারা নবিজির ডাকে তো সাড়া দিলোই না, বরং তারা তাঁকে
 অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে; কিন্তু তিনি মুখ বুজে সহ্য করে গেছেন;

রাগ প্রকাশ করেননি কিংবা কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখাননি। বরং প্রথানে তাঁর আসার ব্যাপারটি যাতে গোপন থাকে সেজন্য তাদেরকে অনুরোধ করেন। রাসূলুল্লাহর এমন পদক্ষেপ চূড়ান্ত সতর্কতা অবলমনেরই পরিচায়ক। কারণ, কুরাইশরা যদি একবার এ খবর কোনোভাবে পেয়ে যায়, তবে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করাকেই তারা যথেষ্ট মনে করবে না, বরং হতে পারে তাঁর ওপর নির্যাতনের মাত্রা তারা আরও বাড়িয়ে দেবে বহুগুণে। মাক্কার ভেতরে কি বাইরে সব জায়গায় তাঁর ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দেবে তারা।

মিনতি ও প্রার্থনা

বানু 'আম্বের লোকেরা ছিল ইতর শ্রেণির মানুষ। রাসূল ঋ আসার কথা তারা গোপন রাখেনি। উলটো তাঁর পেছনে তাদের নির্বোধ ও দাসশ্রেণির লোকদের লেলিয়ে দেয়; এরা তাঁকে গালিগালাজ করে এবং তাঁর দিকে পাথর ছুড়ে মারে। রাসূল ঋ দুই গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর জুতা রক্তে একাকার হয়ে যায়। তায়িকের মাটি ভিজে ওঠে নবিজির পবিত্র রক্তে। তারা নবিজির গায়ে পাথর মারতে মারতে দূরে যেখানে যাইদ ্র অপেক্ষা করছিলেন সে পর্যন্ত নিয়ে আসে। পরে তারা দুজনই রাবি'আর দুই ছেলে 'উতবা ও শাইবার বাগানের দেয়ালের পেছনে আশ্রয় নেন।

তারা দুজন এখন বাগানে। রাসূল # চিন্তা করছেন, তারা দুজন এখন আছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুজন শক্রর বাগানে। সাকীফ গোত্রের যেসব নির্বোধ নবিজির পেছনে পেছনে আসছিল তারা ফিরে গেল। নবি মুহাম্মাদ # একটা আঙুরের গাছের ছায়ার নিচে গিয়ে বসলেন। সঙ্গে যাইদ ্রা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আশ্রয় নিচ্ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত রাবি'আর দুই ছেলে রাসূলুল্লাহর দিকে বারবার তাকাচ্ছিল; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তিনি তায়িফের নির্বোধদের থেকে কী আচরণ পেয়েছেন। এমন বিষাদ ও মর্মপীড়া এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর রব আল্লাহর দিকেই ফেরেন। তাঁর কাছেই এমন এক দু'আ করেন যার দু-কুল ছাপিয়ে প্রবাহিত ঈমানের মিষ্টতা ও দৃঢ়তা। আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে ডাকতে গিয়ে তিনি আজ যা পেয়েছেন তাতে তিনি মোটেই অসল্পন্ত নন। রবের কাছে একান্ত মিনতি পেশ করেন তিনিও যাতে তাঁর ওপর খুশি থাকেন। এরপর তিনি নিচের দু'আটি আল্লাহর কাছে পেশ করেন.

"হে আল্লাহ, আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং মানুষের সামনে অপদস্থতার ব্যাপারে আমি আপনার কাছে, হে পরম দয়াবান, অনুযোগ করছি। আপনি দুর্বলদের রব, আপনি আমারও রব। আপনি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করেছেনং দূরের কোনো অনাত্মীয়ের কাছে? নাকি এমন শক্রর কাছে যে নাকি আমার সব বিষয়ে খবরদারি করে? আপনি যদি আমার ওপর রাগ না করেন তা হলে আমার আর কোনো চিন্তা নেই। তবে আপনার ক্ষমা আমার জন্য খুবই দরকার। আমি আপনার চেহারার ওই আলোর আশ্রয় চাই, অন্ধকার দূর করে যে আলো চারপাশ আলোকিত করেছে। এবং নিষ্পত্তি হয় দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয়।"

নুবৃওয়াতি মমত্ববোধ

নিজের কঠিন কষ্টের দিনেও রাস্লুলাহর হৃদয়ে ছিল দয়া-মায়া ও মমত্ববোধের প্রবল প্রভাব। তায়িক্টের সেদিনের ঘটনায় রাস্ল **%** শুধু শারীরিক আঘাতই পাননি, তিনি মানসিকভাবে প্রচণ্ড মুষড়ে পড়েন। এমন আঘাতে যেকোনো মানুষেরই প্রতিশোধ নেওয়ার জিদ চেপে যেত মাথায়। কিন্তু তিনি একজন নবি। তিনি তো আর জিদ করতে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারেন না; তাঁর উদারতা ও দয়ার কাছে আর সবকিছু ল্লান হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহর স্ত্রী 'আয়িশা 🚓 একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "সেদিনটি কি আপনার কাছে ওহুদের দিন থেকে কঠিন হিসেবে এসেছিল?"

রাসূল
উত্তর করেন, "আমি তোমাদের জাতির কাছ থেকে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছি। তবে সবচেয়ে কঠিন নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছি 'আকাবার দিনে; আমি সেদিন ইবনু 'আব্দ ইয়ালীল ইবনু 'আব্দ কুলালের কাছে আমার কথা পেশ করলাম। কিন্তু আমি যা জানতে চেয়েছি সে তার উত্তর দেয়নি। তার এমন আচরণে আমি খুবই ব্যথিত হই। করনুল-মানাযিলে এসে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। হুঁশ ফিরে আসার পর দেখি আমি এক খণ্ড মেঘের ছায়ার নিচে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি তিনি জিব্রীল। আমাকে ডেকে তিনি বললেন, "আপনার জাতি আপনাকে যা যা বলে আল্লাহ তা'আলা তার সবই শুনেছেন। তারা আপনাকে যেভাবে প্রতিহত করল তাও তিনি দেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠিয়েছেন; তাদের ব্যাপারে আপনি যেমনটা চাইবেন ফেরেশতাকে আদেশ করুন। এরপর আমাকে পাহাড়ের ফেরেশতা ডাক দিলেন। সালাম দিয়ে আমাকে বললেন, "হে মুহাদ্মাদ, আপনি যেমনটা চাইবেন তা-ই হবে। আপনি যদি চান যে, আমি এ দুই পাহাড়ের দিয়ে তাদেরকে চাপা দিই তবে তা-ই হবে।"

রাসূল 🕸 বললেন, "বরং আমি চাই, আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন কাউকে নিয়ে আসবেন যারা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর শরিক করবে না।"

রাসূল প্রতিষ্ঠে বুর্দ্ধে থৈ চির্ম আঘাত পানত ছিল পারীরিক আঘাত। কিন্তু তায়িফের দিনে তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তা ছিল যুগপৎ শারীরিক মানসিক; তাই এ আঘাতে তিনি খুবই মুষড়ে পড়েন। তায়িফ থেকে করনুল-মানাযিল পর্যন্ত তায়িফের ঘটনার চিন্তায় চিন্তায় বিপর্যন্ত হয়ে পড়েন।

আল্লাহর একত্ববাদের উপলব্ধির গভীরতা এবং একমাত্র আল্লাহরই জন্য নিবেদিত হওয়ার মাত্রাটা নিরূপিত হয় রাসূলুল্লাহর এ দু'আটি থেকে। আমরা দেখি য়ে, আল্লাহর সম্ভব্তি ও তাঁর খুশি প্রাপ্তিকেই তিনি তাঁর একমাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। আল্লাহর সম্ভব্তি তাঁর কাছে এমন এক প্রত্যাশিত বস্তু, য়ার কাছে আর সব কামনা-বাসনা গৌণ হয়ে পড়ে; তাঁর কস্তের বিনিময়ে আল্লাহ য়িদ তাঁর ওপর রাগ না করে খুশি থাকেন, সম্ভন্ত হন, তবে সে বিপদকে, সে কন্তকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই; তখন কন্ত আর তাঁর কন্ত মনে হবে না। মনে হবে এটা তাঁর জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ এবং এটাই তাঁর জন্য প্রশান্তি।

এরপর রাসূল 🕸 চমৎকার একটি বাক্য দিয়ে তাঁর দু'আর ইতি টানেন। বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার জন্য তিনি সাহাবিদেরকেও এ বাক্যটি পড়ার জন্য তাগিদ দেন। বাক্যটি হলো,

> "আপনার শক্তি ছাড়া, আপনার সামর্থ্য ছাড়া আমাদের কোনো শক্তিও নেই সামর্থ্য নেই।" কষ্ট লাঘব করে প্রশান্তির ব্যবস্থা করা এবং ভয় দূর করে নিরাপত্তার বিধান করার শক্তি মু'মিনদের নেই। আল্লাহই পারেন তাদের কষ্ট লাঘব করতে এবং ভয় দূর করতে। আল্লাহ যদি মু'মিনদেরকে শক্তি না দেন, সামর্থ্য না দেন, তবে মু'মিনরা এমন কষ্ট এমন দুর্ভোগ সহ্য করতে পারত না।

দু'আ ইসলামের মহান একটি 'ইবাদাত। মানুষকে রক্ষা ও তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দু'আ একটি কার্যকরী অস্ত্র। মানুষের জ্ঞান-গরিমা যতই অপ্রসর হোক না কেন, তারও পদস্থলন ঘটতে পারে। আসতে পারে ব্যর্থতা। কখনও কখনও একজন মুসলিমের জীবনে জটিল কিছু বিষয় ঘটে যার হিসাব সে কোনোভাবেই মেলাতে পারে না। বিবেক-বৃদ্ধিতে ধরে না এটা কীভাবে ঘটল। দিগ্দিশা পায় না কী করে এমন জটিলতা থেকে সে উদ্ধার পাবে। তখন আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি ও দু'আই পারে তার এমন জটিলতার জাল ছিন্ন করে তাকে বের করে আনতে। রাসূল 🕸 দু'আ শেষ করতে না করতেই আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করলেন। সাড়া দিলেন তাঁর ডাকে। তিনি জিবীলকে তাঁর রাস্লের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে পাহাড়ের ফেরেশতাকেও।

পরিবর্তনের ধারা

নবিজির কাছে পাহাড়ের ফেরেশতার প্রস্তাব ছিল, তায়িফবাসীকে দ্-পাহাড়ের মধ্যে ফেলে পিষে মারতে। তার চাওয়াটা ছিল তায়িফবাসীকে সমূলে ধ্বংস করা। তিনি ইতঃপূর্বে নবি নূহ ও লৃতের জাতি এবং 'আদ ও সামূদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে ছেড়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য পাকড়াও করেছিলাম। তাদের
মধ্যে কতকের ওপর শিলাবৃষ্টিসহ প্রবল বাতাস পাঠিয়েছিলাম;
কতককে ঘায়েল করেছিল ভয়ংকর আওয়াজ; কতককে ভূগর্ভে
দাবিয়ে দিয়েছিলাম; আবার কতককে পানিতে ভূবিয়েছিলাম।
আল্লাহ তাদের ওপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তারাই তাদের
নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।"
[সূরা 'আনকাবৃত, ২৯:৪০]

দিতীয় আরেকটা প্রস্তাব ছিল রাস্লুল্লাহর জন্য। সেটা হলো, তিনি মাঞ্চা ও তায়িফ ছেড়ে হিজরাত করবেন। প্রথম যে প্রস্তাবটি রাস্লুলাহকে দেওয়া হয়েছিল তা তো তিনি আগেই প্রত্যাখ্যান করেন। আর দিতীয় প্রস্তাবটি ছিল তার জন্য খুবই ক্টের কারণ। প্রস্তাবটি মূলত তাঁর কাছে পেশ করেন সাহাবি যাইদ ইবনু হারিসা
। ইমাম ইবনুল-কাইয়্যিম বলেন, "তায়িফ সফরে রাসূল ৠ যখন দীনের কোনো সাহায়্যকারী পেলেন না, তখন তিনি মাঞ্চার দিকে রওনা দেন। সঙ্গে পালকপুত্র যাইদ ইবনু হারিসা
। খুবই ব্যথিত হাদয় নিয়ে তিনি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর সে-ই বিখ্যাত দু'আটি করেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহ নবিজির কাছে পাহাড় পরিচালনার ফেরেশতা পাঠান। তিনি এসে নবিজির কাছে তায়িফবাসীকে আখশাবীন পাহাড় দুটির মধ্যে ফেলে পিষে মেরে ফেলার অনুমতি চান। আখশাবীন তায়িফের দুপাশের দুটি পাহাড়ের নাম। ফেরেশতার আবেদনের জ্বাবে রাসূল ৠ বললেন, "না, বরং আমি তাদের বিষয়ে সময় নেব। আশা করা য়য়, আল্লাহ তাদেরই বংশধরদের থেকে এমন এক জাতিকে বের করে আনবেন, য়ারা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবে। এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর শরিক করবে না।"

মাকায় প্রবেশের আগেই রাসূল # একটা খেজুর বাগানে কয়েকদিন অবস্থান
করেন। ওই অবস্থানকালেই যাইদ ইবনু হারিসা ক তাঁকে বললেন, "আপনি কী
করে এখন মাকায় প্রবেশ করবেন, অথচ এই কুরাইশরাই তো আপনাকে বের করে
দিয়েছে।" যাইদের এমন কথা জবাবে রাসূল # বললেন, "হে যাইদ, তুমি যা দেখছ
তার একটা না একটা উপায়, একটা না একটা পথ আল্লাহ তা আলা ঠিক তৈরি
করে রেখেছেন। আল্লাহই তাঁর দীনের সাহায্যকারী ও তাঁর নবির সমর্থনকারী।"

নবি প্রতিষ্টিকরাসীকৈ সামূলে উই পিটানের প্রস্তাবকৈ করিয়ে দেনিই থানে নেনন। আবার মাকা ছেড়ে হিজরাত করার যে প্রস্তাব যাইদ ্রতাঁকে দেন সেটাকেও তিনি তখন গ্রহণ করেননি। ঈমানের আলোয় তিনি আবার সামনের দিকে পথ চলাকে বেছে নিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আবার কাফির-মাকাতেই প্রবেশ করবেন। আবার তিনি মানুষের দ্বারে আল্লাহর বাণী নিয়ে যাবেন। আল্লাহর পথে মানুষকে দা ওয়াত দেওয়ার তাঁর অবিরাম গতিকে তিনি কিছুতেই থমকে যেতে দেবেন না। তাঁর সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তিনি আল্লাহর তাওহীদের প্রতি, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করার প্রতি আহ্বান তিনি মানুষকে দিয়েই যাবেন।

তিনি পূর্বের দুটি পথের কোনো পথকেই বেছে নেননি। বরং তিনি বিকল্প একটি পথের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিকল্প পথে হাঁটতে তাঁর মধ্যে কোনো দ্বিধা কাজ করেনি। অবিচল দৃঢ়তা এবং বুঝে-শুনেই তিনি এ পথটি বেছে নেন। মান্ধাকে পরিত্যাগ করা নয়, তিনি মান্ধাতেই আবার ফিরে যাওয়ার চিন্তা করেন। যে ভূমিতে কাফিররা রয়েছে সে ভূমিতে তাদের সঙ্গে অবস্থান করাটা এখন খুবই প্রয়োজন; তাদের সঙ্গে থেকে দীনের পথে আহ্বান করে শির্কের মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তবে এর চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকবে মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন। যে সমাজ থেকে জন্ম নেবে এমন একটা প্রজন্ম যারা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর শরিক করবে না।

আসলে রাসূল 🛳 চাচ্ছিলেন, কাফির বংশধরদের থেকে এমন একটা প্রজন্ম বেরিয়ে আসুক যারা কিনা আল্লাহর পথে লড়াই করবে বাতিল প্রতিরোধে। মাকাতে আবার ফিরে যাওয়ার এ সিদ্ধান্তটি ছিল সুদূরপ্রসারী। সূতরাং সে লক্ষ্য অর্জন করতে চাইলে বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না কোনোভাবেই।

তবে রাসূল
ত্বা তো মাক্কায় দ্বিতীয়বার প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে মাক্কায় প্রবেশ করাটা খুব সহজ ছিল না। ছিল না নিরাপদও। কুরাইশদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা এবং এমনকি তাঁকে গুপ্তহত্যাও করা হতে পারে এমন সম্ভাবনা একেবারে অমূলক নয়। কেউ হয়তো টেরও পাবে না। তিনি মাক্কা থেকে বের হলেন। ছুটে গেলেন অন্যান্য গোত্রের কাছে সাহায্যের আশায়। অপ্ততপক্ষে কুরাইশদের মিত্রদের মধ্যে একটা ফাটল ধরানো তো যাবে— এমন আশা নিয়ে ইসলামের কিছু সাহায্যকারী খোঁজার তাগিদে রাসূল
ত্বা তায়িফে ছুটে গিয়ে ছিলেন। এখন সেই তিনিই যদি মাক্কায় প্রবেশ করতে যান তা হলে কাফিররা এটাকে ভালো চোখে দেখবে না, তারা সুযোগ খুঁজবে তাঁর অনিষ্ট করার। আর যদি তাঁর জীবনের কোনো আশক্ষা নাও থাকে, তবু তাঁর মাক্কায় প্রবেশ করাটাকে

কাফির-মুশরিকরা নিত ঠাটা-বিদ্রুপচ্ছলে। তাদের দৃষ্টিতে, তায়িফ থেকে রাসূল্লাহকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে তারা দেখত ইসলামের বড় একটা পরাজয় হিসেবে। তখন তাদের সাহস বেড়ে যেত দ্বিগুণ। মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিত তারা। সূতরাং এমন একটা আশঙ্কার কারণে বাহির হতে নয়, মাক্কার ভেতর থেকেই কাজ করার দিকে নজর দিলেন রাসূল ঋ। অর্থাং তিনি চাইলেন কুরাইশেরই বিভিন্ন শাখা গোত্রের মধ্যেই ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হবে। এদের মধ্য থেকেই তাঁর কিছু মিত্র গোত্র খুঁজে বের করতে হবে এবং এজন্য তাঁকে মাক্কাতেই থাকতে হবে।

মৃত'ইম ইবন্ 'আদির রাসূলুল্লাহকে আশ্রয়দানের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনু হিশাম তাঁর সীরাতে উল্লেখ করেন, "তায়িফবাসী যখন নবিজির আহ্বানে সাড়া দিল না, তাঁকে ও তাঁর দীনকে সাহায্য করতে সম্মত হলো না, তখন তিনি তায়িফ ছেড়ে হিরা অঞ্চলের দিকে গেলেন। এরপর তিনি আখনাস ইবনু শারীকের কাছে লোক পাঠালেন তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। কিন্তু সে আশ্রয় দিল না। বলল, আমি একটা গোত্রের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ; আর মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি অন্য গোত্তের লোককে আশ্রয় দিতে পারে না। নবি মুহাম্মাদ 🕏 এরপর সুহাইল ইবন্ 'আম্রের কাছে আশ্রয় চেয়ে লোক পাঠান। সে বলল, বানু 'আমিরের লোকেরা বানু কা বের লোকদের আশ্রয় দেয় না। এবার তিনি খুযা আ গোত্রের দুজন লোককে বানু নাওফিল ইবনু 'আব্দ মানাফের সর্দার মৃত'ইম ইবনু 'আদির কাছে পাঠান। তারা গিয়ে রাসূলুল্লাহর জন্য নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব করলে মুত'ইম সম্মত হয়। তিনি নিজের ছেলেদের ও গোত্রের লোকদের একত্র করে বললেন, তোমরা সবাই অস্ত্রেশস্ত্রে সচ্ছিত হয়ে নাও এবং কা'বা ঘরের খুঁটির কাছে গিয়ে জড়ো হও। কারণ, আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছি। মুত'ইমের আশ্রয়ে রাসূল 🕸 ও যাইদ 🚓 মাসজিদুল-হারামে এসে পৌঁছান। মৃত'ইম তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের লক্ষ করে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছি, সুতরাং তোমরা কেউ তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করতে এসো না। রাসূল 🕸 কা'বার রুকনে ইয়ামেনি স্পর্শ করলেন এবং সেখানে দু-রাকা'আত সালাত পড়লেন। সালাত শেষ করে তিনি বাড়ির পথে হাঁটলেন। মুত'ইম ইবনু 'আদি ও তাঁর ছেলেরা রাসূল 🕸 তাঁর ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন।"

রাসূলুল্লাহর নতুন এ পদক্ষেপের কারণে অবস্থা আগের তুলনায় অনেক পালটে যায়; মুশরিকদের ধারণা ছিল, তায়িফের ঘটনার পর অপদস্থ, অপমানিত ও অত্যস্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে রাসূল 🕸 মাক্কায় প্রবেশ করবেন। কিন্তু কুরাইশদেরই একজন Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নেতা রীতিমতো গার্ড অব অনার দিয়ে রাস্লুলাহকে মাক্কায় নিয়ে আসেন। গোপনে নয়, কুরাইশদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে, তাদের চোখের সামনে দিয়ে।

আমরা জানি তিনি রাসূল * খুজা'আ গোত্রের একজন লোককে নির্বাচন করে তাকে তাঁর দৃত করে পাঠান। এ দুটি নির্বাচনের মধ্যে রাসূলুলাহর বিস্ময়কর রাজনৈতিক প্রজার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি ও গভীর কূটনৈতিক দক্ষতা। কারণ, নাওফিল গোত্রের একজন বড় মুরুবির ছিলেন নাওফিল। আবার সেসময় গোত্রটির নেতৃত্বভার ছিল মুত'ইম ইবনু 'আদির হাতে।

জাহিলি যুগে রাস্লুল্লাহর দাদা 'আবদূল-মুন্তালিবের সঙ্গে মুত'ইম ইবনু 'আদির ভালো সম্পর্ক ছিল না; 'আবদূল-মুন্তালিবের মালিকানাধীন কিছু খিল জমি তিনি জবর দখল করে নেন। 'আবদূল-মুন্তালিব খবর পেয়ে চটে যান। নিজ জাতিকে মুত'ইমের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের বড় বড় কোনো নেতাই তার ডাকে সাড়া দেয়নি। উপায়ান্তর হয়ে তিনি খাজরাজ গোত্রের বানু নাজ্জারে তার খালুর বংশের লোকদের কাছে একটা কবিতা লিখে পাঠান। কবিতাতে তিনি তাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। তারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে কা'বার আঙিনায় উট নিয়ে ভিড় জমায়। এক সঙ্গে এত লোক দেখে নাওফিল বললেন, "সেরেছে, এরা কীজন্য এখানে এসে ভিড় করল?" তারা নাওফিলের সঙ্গে কথা বললেন। কথা শুনে তিনি ভয় পেয়ে যান। 'আবদূল-মুন্তালিবের সম্পত্তি তার নিকট ফেরত দিয়ে দেন।

'আবদুল-মুন্তালিবকে বানু খাজরাজের এমন সাহায্য করা দেখে খুযা'আ গোত্র বলল, "আল্লাহর কসম, আমরা এ মানুষটির চেয়ে এ উপত্যকায় এত সুন্দর চেহারা, চারিত্রিক সুষমায় অনন্য ও এত সহনশীল মানুষ আর কাউকে দেখিনি।" উল্লেখ্য যে, তারা খুবই শক্তিশালী ও বলবান গোত্র ছিল। ওদিকে তার খালুর বংশ খাজরাজের লোকেরাও তাকে সাহায্য করেন। তার দাদা 'আব্দ মানাফের সঙ্গে ইবনু ছবি বিন্ত হালীল ইবনু হাবাশিয়া, খুযা'আ গোত্রের সর্দারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। তারা বলল, "আমরা যদি তার পক্ষে লড়ি, তাকে সাহায্য করি এবং তার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হই তবে আমরা তার ও তার জাতির দ্বারা উপকৃত হব। আর তিনিও আমাদের মাধ্যমে উপকার প্রতে পারেন।"

এমন সিদ্ধান্তে আসার পর তাদের নেতারা 'আবদুল-মুন্তালিবের কাছে এসে বললেন, হে আবুল হারিস ('আবদুল-মুন্তালিবের উপনাম), বহুদিন হয়ে গেছে আমাদের মনে কুরাইশদের জন্য কোনো ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। এখন এসো, আমরা তোমার সঙ্গে মিত্রতা করব। তাদের এমন প্রস্তাব পেয়ে 'আবদুল-মুন্তালিব যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন; দেরি না করে প্রস্তাবটি তিনি লুফে নিলেন; এবং তার্দের সঙ্গে মিত্রতা কারেন। তবি বানু নত্তিফিল বা আব্দ শম্সি এর কেউই চুক্তিতে সই করেনি।

উপরের এ ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান যে, প্রাচীনকাল থেকেই কুরাইশ ও খুয়া'আ গোত্র দৃটির মধ্যে পারস্পরিক শব্রুতা চলে আসছিল। কুসাই ইবনু কিলাব বিভিন্ন যুদ্ধে কুরাইশদেরকে একত্র করে, কা'বার তত্ত্বাবধান ও আরবদের নেতৃত্বে থাকা খুর্যাআ গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। খুর্যাআ গোত্রকে কা'বার তত্ত্বাবধান থেকে বের করে দেন। সারা মাক্কাকে ভাগ করে কুরাইশদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেন। সে থেকে তাদের মধ্যে শত্রুতার শুরু। কুরাইশদের বিরুদ্ধে খুযা'আ গোত্র মনে মনে রাগ পুষে রাখে, তাদেরকে অপছন্দ করে। এরপর এখন যখন 'আবদুল-মুত্তালিবের বিপদে কুরাইশরা তার ডাকে সাড়া দিল না, তখন সুযোগটা কাজে লাগিয়ে খুযা'আ গোত্র এগিয়ে আসে; 'আবদুল-মুক্তালিবের সঙ্গে মিত্রতা করে। তবে এ মিত্রতা করাটা ছিল তাদের মুখোশ। তলে তলে অন্য চিস্তা করছিল তারা; কুরাইশদেরকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেওয়াই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। তারা যে বলেছিল, অনেকদিন হলো তারা কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের হিংসা পোষণ করে না—কথাটি মিখ্যা কথা; সত্যের লেশমাত্র নেই এতে। বরং সত্যটা হলো, পুরোনো হিংসা তারা এখনো লালন করে। কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাদের সংঘাত মিটে যাবার নয়; এখনো চলছে। তাদের কথা যে সত্য ছিল না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, 'আবদুল-মুক্তালিব যখন চুক্তিটি করছিলেন তখন বানু নাওফিল সেখানে হাজির ছিল না। সূতরাং চুক্তিটি তাদের মতের বিরুদ্ধেই হয়।

তায়িক থেকে ফেরার পথে রাসূল # খুযা'আ গোত্রের একজনকে দূত করে বানু নাওফিলের সর্দারের কাছে পাঠান। রাস্লুলাহর এ কাজের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনারই ইঙ্গিত বহন করে, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে 'আবদূল-মুন্তালিব ও খুযা'আ গোত্র দুটির মধ্যকার প্রাচীন মিত্রতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় নবিজ্জির ওই কাজটি যে মৈত্রীচুক্তিতে বানু নাওফিল ও 'আব্দ শাম্স গোত্র দুটি রাজি ছিল না। এ থেকে বোঝা যায়, রাসূল # মাক্কায় একা দাঁড়াবেন না। তাঁর সঙ্গে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা আছে। রাস্লুলাহের দাদা 'আবদূল-মুন্তালিবও এমনই করেছিলেন; তিনি খুযা'আ গোত্রের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছিলেন অথবা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন খায়রাজ গোত্রের কাছে। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, রাসূল # এখন কোনো যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করছেন না, তবু তিনি মৃত'ইম ইবনু 'আদি, বানু নাওফিলের সর্দারের কাছে আশ্রয় চান, যাতে তিনি তার আশ্রয়ে থেকে মাক্কায় প্রবেশ করতে পারেন। আর রাস্লুলাহকে মৃত'ইম ইবনু 'আদির আশ্রয়দান নিছক

বদান্যতার প্রকাশ ছিল না, খাডটা ছিল তার নিজের কল্যাণ সাধনের তাড়না। রাস্ল শ্লু মাক্কায় প্রবেশ করছেন রীতিমতো গার্ড অব অনার পেয়ে—এমন দৃশ্য দেখে তো মুশরিকরা একদম চুপ! তাদের মুখে কোনো কথা সরছিল না। তারা কিছুটা ভয়ও পেয়ে যায়। তবে ভয়টা বানু নাওফিলের অস্ত্র দেখে নয়, তারা ভয় পায় মূলত খুযা আ গোত্রের অস্ত্র ও খাযরাজ গোত্রের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে।

রাসূলুলাহকে মৃত'ইম ইবনু 'আদির এমন প্রতিরক্ষাদানের পাশাপাশি তার আরেকটা বদান্যতার কথাও আমাদের মনে থাকার কথা। যারা মৃশরিকদের পক্ষ থেকে আরোপিত বয়কটের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিড়ে ফেলার চিন্তা করছিল, মৃত'ইম ইবনু 'আদি তাদেরই একজন। আমরা তার এমন অবদানের কথা ভুলে যাব না। আবু তালিবের নিন্দার পরও তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা সত্যি অতুলনীয়।

সেদিন মৃত'ইম ইবনু 'আদি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা রাস্লুলাহকে আবু তালিব-উপত্যকার অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছিলেন। আর এখন নবিজিকে আশ্রয়দান করলে তার অনিষ্ট হতে পারে জেনেও তাঁর নিরাপত্তার জন্য নিজের ছেলে, নিজের জাতি, এমনকি নিজেকেও উৎসর্গ করেন। রাস্লুলাহর নিকট তিনি অনেক সম্মানিত ছিলেন। বাদ্র যুদ্ধের ৭০ জন মুশরিক বিদির ব্যাপারে বলতে গিয়ে রাস্লু র্ক্ক বলেন, "আজ যদি মৃত'ইম ইবনু 'আদি জীবিত থাকত আর আমার সঙ্গে এদের বিষয়ে কথা বলত, আমি অবশ্যই তার সৌজন্যে এদেরকে ছেড়ে দিতাম।"। ১৯০০

আকীদা-বিশ্বাসগত দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও রাসূল # বন্দিদেরকে দু-দলে ভাগ করেন; একদলে ছিল যারা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করেছে এবং যুদ্ধও করেছে। আরেকদলে ছিল যারা ইসলামকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এরা যদিও কাফির ছিল, তারপরও রাসূল # তাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক কোনো আচরণ করেননি।

এভাবেই রাসূল
তাঁর সমাজের বিভিন্ন প্রথাকে ইসলামের কাজে অত্যস্ত বৃদ্ধিদীপ্রভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি সমাজের বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে যেতেন না; সমাজ কীসের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, এর ইতিহাসই-বা কী—এর খোঁজখবর তিনি রাখতেন। আবার একজন কাফিরকে তিনি স্রেফ একটা সংখ্যা, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একক ব্যক্তি হিসেবে দেখতেন না। তিনি তাকে এমন ব্যক্তি হিসেবে দেখতেন যার অবদান সমাজে নেহাতই কম নয়। এমন হাজারো ব্যক্তি নিয়েই একটা সমাজের গোড়াপত্তন। আর প্রতিটি মানুষই হাজারো সম্ভাবনা নিয়েই জন্মে। সে তার নিজেকে, সম্ভাবনাকে, তার ইচ্ছেশক্তিকে সমাজের বৃহৎ শক্তির কাজে,

কল্যাণের কাজে লাগাতে পারে। আর স্বার মতো, থেকোনো বিষয় ভালো লাগা না-লাগার ভিত্তিতে, সিদ্ধান্ত দেওয়া ও না-দেওয়ার অধিকার সেও রাখে। মৃত'ইম ইবনু 'আদি নিছক একক একজন ব্যক্তিই ছিলেন না; তিনি ছিলেন কিংবদন্তিত্ল্য একটা প্রতিষ্ঠান। যার শিকড় প্রোথিত ছিল অনেক গভীরে; ইতিহাসের প্রাচীন একটা ঘটনার সঙ্গে যার নাড়ির সম্পর্ক। সেখানে তাওহীদি মূল্যবোধের সঙ্গে শির্কের চলছে চিরকালের সংঘাত। যদিও সে-ই প্রতিষ্ঠানটি এখনো পর্যন্ত মুশরিক-কাফিরদের জন্য নিবেদিত প্রাণ, কিন্তু বলা তো যায়, ইসলামের পতাকা তলে এসে পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে ইসলামের জন্য আরও বেশি নিবেদিতপ্রাণ হবে ওই প্রতিষ্ঠানটি।

খ্রিষ্টান 'আদ্দাসের ঘটনা

তায়িকে রাস্লুপ্লাহর অন্য রকম এক দা'ওয়াতি-বিজয় অর্জিত হয়; খ্রিষ্টান দাস 'আদ্দাস তাঁর আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের দিকে রাস্লুপ্লাহর আহ্বান সাত জিনের কাছে গিয়েও পৌঁছে। রাস্লুপ্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারাও ইসলাম গ্রহণ করে। ফিরে যায় নিজ জাতির কাছে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য।

তায়িফবাসীরা ইসলামের কথা না মানলে তিনি তাদের কাছ থেকে চলে আসেন।
আশ্রয় নেন রাবি'আর ছেলে 'উতবা ও শাইবার দেয়াল বেষ্টিত বাগানে। তারা দুজন
তখন বাগানেই। রাসূলুল্লাহর এমন অবস্থা দেখে তাদের মায়া হলো; বাগানের মালি
'আদ্দাসকে ডেকে বলল, "একথোকা আছুর নিয়ে বাটিতে রেখে ওই যে উনি বসে
আছেন তাঁকে দিয়ে খেতে বলো।"

রাসূল র সামনে রাখা বাটি থেকে আঙুর তুলে নেওয়ার সময় বললেন, "বিসমিলাহ।"

পাশে দাঁড়িয়ে 'আদ্দাস রাস্লুল্লাহর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, "এ দেশের লোকেরা, আল্লাহর কসম, এমন বাক্য বলে না তো।"

রাসূল 🕸 তাকে বললেন, "হে 'আদ্দাস, তুমি কোন দেশের বাসিন্দা? আর তোমার দীনই-বা কী?"

উত্তরে 'আদ্দাস জানাল, "প্রিষ্টান। আর আমি নীনুভির বাসিন্দা।" রাস্ল ∰ তাকে বললেন, "সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ইউনুস ইবনু মান্তার অঞ্চলের তুমি?" 'আহ্বাস বাসল্ভাহর কাছে জানুছে চায় "ইউনুস ইবনু মান্তাবকে আপনি

'আদ্দাস রাস্লুলাহর কাছে জানতে চায়, "ইউনুস ইবনু মান্তারকে আপনি চেনেনং"

রাসূল 🔹 বললেন, "তিনি আমার ভাই; তিনি নবি ছিলেন, আর আমিও একজন নবি।" Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নবিজির এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আদাস ঝুঁকে পড়ে তাঁর মাথা, দৃ-হাত ও দৃ-পায়ে চুম্বন করে। এমন দৃশ্য দেখে রাবি'আর এক ছেলে আরেক ছেলেকে বলছিল, "দেখো, তোমার দাস তোমার ক্ষতি করে ফেলল।"

খানিক বাদে 'আদ্দাস এলে তারা বলল, "তোমার ধ্বংস হোক, হে 'আদ্দাস, তোমার এমন কি হয়েছিল যে, তুমি ওই লোকটির হাত, পায়ে, মাথায় চুম্বন করলে?"

আদ্দাস জানাল, "হে আমার মনিব, দুনিয়াতে এর থেকে উত্তম কিছু নেই। তিনি আমাকে এমন এক বিষয়ের খবর দিয়েছেন, যা কেবল একজন নবিই দিতে পারেন।"

তারা বলল, "তোমার বিনাশ ঘটুক, হে 'আদ্দাস, তোমার দীন ছেড়ে দিয়ো না। কারণ, তোমার দীন তাঁর দীন থেকে অনেক উত্তম।"।৪৪৪।

খাবারের আগে নবিজির বিসমিল্লাহ বলে শুরু করাটা ইসলামের বাহ্যিক একটি সুল্লাতের বাস্তবায়ন। এর নগদ একটা বারাকা হলো, খ্রিষ্টান মালির ইসলামের প্রতি মুগ্ধতা; যেই-না রাসূল 🗱 খাবারের আগে আল্লাহর নাম নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওই খ্রিষ্টান দাসের অন্তরাত্মা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে ওঠে। টগবগ করে আলোড়িত হয় তার আবেগ। আবেগকে সংবরণ করতে না পেরে বিসমিল্লাহ বলা দেখে সে যে রীতিমতো অবাক, নবিজিকে সে তা জানায়; সে ভালো করেই জানত, ওই দেশের লোকেরা খাবারের আগে বিসমিল্লাহ বলত না।

ইসলামের আরও অনেক বাহ্যিক সুন্নাতের মতো খাবারের শুরুতে বিসমিলাহ বলাটা চারপাশের মূর্তিপূজারিদের থেকে মুসলিমদেরকে পৃথকভাবে চেনার একটা মাধ্যম। পার্থক্যটা এতটাই প্রকট যে, বিসমিলাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের কাফিরদের সবগুলো চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। কী বলা হলো—তা জানার কৌতৃহল বেড়ে যাবে তাদের। প্রশ্ন করবে সেটার কারণ সম্পর্কে। এরপর ধাপে ধাপে এ কৌতৃহলই তাকে অনুপ্রাণিত করবে ইসলামকে জানতে, ইসলামকে বুঝতে। এক সময় সে আকৃষ্ট হবে দীন ইসলামের দিকে।

রাসূলুপ্লাহর নুবৃওয়াতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করত 'আদ্দাস। পরবর্তীকালে বাদ্রের যুদ্ধের সময়কার 'আদ্দাসের একটা সাহসী ভূমিকা থেকে এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়। রাবি'আর দু-ছেলে 'উতবা ও শাইবা দুইভাই বাদ্রের যুদ্ধে যাওয়ার সময় 'আদ্দাসকেও তাদের সঙ্গে যেতে বলে। তখন 'আদ্দাস তাদেরকে বলেছিল, "আপনাদের দেয়াল বেষ্টিত বাগানে আমি যাকে দেখেছিলাম, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আপনারা বের হচ্ছেন? আল্লাহর কসম, তাঁর সামনে পাহাড়ও টিকতে পারবে না।"

তারা দুজন বলল, "তোমার বিনাশ হোক, হে 'আদ্দাস : তাঁর কথা তোমাকে জাদু করেছে।"।ভ্যা

"দুনিয়ার বুকে, আল্লাহর কসম, এর থেকে উত্তম কিছু আর নেই।"

'আদ্দাসের এ কথাটি বিরাট এক সাস্ত্বনার বাণী; নবিজ্ঞিকে তাঁর জাতি নানাভাবে কষ্ট দেয়। আর এ লোকটি ইরাকের নীনুভি এলাকার মানুষ; ঝুঁকে পড়ে রাসূলুল্লাহর হাতে, পায়ে, মাথায় চুম্বন করে। তাঁর রিসালাতকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়। এমনটা আল্লাহই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি নীনুভি থেকে একজনকে এখানে নিয়ে এসেছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের ওপর ঈমান এনেছে। অথচ তাঁর কাছের লোকেরা তাঁর ওপর ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

জিনদের ইসলাম গ্রহণ

তায়িফের সাকীফ গোত্রের আচরণে রাসূল # খুবই মুষড়ে পড়েন। সেখান থেকে মাকায় দিকে যাওয়ার পথে একটা খেজুরের বাগান পড়ে। মধ্যরাতে তিনি সেখানে সালাত পড়েন। ঠিক সে সময় একদল জিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল; এদের কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন। তারা ছিল সাতজন। তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। নবিজির কুরআন তিলাওয়াত মন লাগিয়ে শোনে। তাঁর যে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছে তার ডাকে সাড়া দেয়। নবিজির সালাত শেষ হলে পরে জিনরা ঈমান আনয়ন করে এবং নিজ জাতিকে সতর্ক করার জন্য ফিরে চলে। জিনদের এ ঘটনা আল্লাহ তাঁর রাস্লকে জানিয়ে দেন; আল্লাহ বলেন,

"(সেই ঘটনা স্মরণ করো,) যখন আমি তোমার কুরআন শোনার জন্য একদল জিন পাঠিয়েছিলাম। তারা কুরআনের পাঠের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সবাই চুপ করে শোনো।' তারপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে সতর্ক করতে লাগল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা একটি কিতাব শুনে এসেছি, যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, পূর্ববতী কিতাবের সত্যতা সমর্থন করছে এবং সত্য ও সরল পথের সম্থান দিচছে।"

নবি মুহাম্মাদ ***** যখন খেজুর গাছের নিচে সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তখন জিনরা নিচে নেমে আসে। তারা নবিজির কুরআন তিলাওয়াত শোনে এবং তিলাওয়াতের সময় চুপ থাকার জন্য অন্যদেরকে বলছিল,

—সবাই চুপ করে শোনো।

রাসূলুল্লাহর এ দা'ওয়াতকে তায়িফবাসী গ্রহণ করেনি। অথচ অন্য এক জগৎ, জিনদের জগতে সে দা'ওয়াত ঠিকই সমাদৃত হলো; তারা রাস্লুল্লাহর দা'ওয়াত Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সাদরে শুধু গ্রহণই করেনি, বরং অন্য জিনদের কাছেও বয়ে নিয়ে যায় সে দা ওয়াতের বাণী। ঠিক এমনটিই করেছিলেন আবু যার, তুফাইল ইবনু 'আম্র, দিমাদ আল—আয়দি ক প্রমুখ সাহাবি। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নিজ জাতির কাছে বয়ে নিয়ে গেছেন সে দা ওয়াতের বাণী। এভাবেই জিনদের একদল ইসলামের দা ঈ বনে গেল; তারা আল্লাহর দীনের বাণী অন্য জিনদের নিকট পৌছে দিতে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ দা ওয়াতের কথা উদ্ধৃত করে বলেন,

"হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর (নবির)

ভাকে সাড়া দাও এবং তার কথায় বিশ্বাস করো। তা হলে আল্লাহ

তোমাদের পাপ মর্জনা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শান্তি থেকে

তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।"

[সূরা আহ্কাফ, ৪৬:০১]

মানুষের মধ্যে শুধু মু'মিনদের কাছেই যে রাস্লুল্লাহর নামটি খুবই সম্মানের ছিল তা নয়, বরং এখন জিনরাও তাঁর নাম উচ্চারণ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে। জিনদের থেকে একটি দল নবিজির হাওয়ারি হয়ে ওঠে; বয়ে নিয়ে বেড়ায় তাওহীদের পতাকা। আল্লাহর পথের দান্দির দায়িত্ব তুলে নেয় নিজের কাঁধে। তাদের ঘটনার সত্যতা প্রমাণে নাযিল হয় কুরআন; কিয়ামাত পর্যন্ত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে তিলাওয়াত হতে থাকবে এ আয়াতগুলোও; আল্লাহ বলেন,

"বলো, আমাকে ওয়াহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, একদল জিন কান পেতে (কুরআন) শুনেছে আর বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্নেছি, যা (সকলকে) সৎপথ প্রদর্শন করে; তাই আমরা তা বিশ্বাস করেছি। আমরা আমাদের রবের সঞ্জো কাউকে শরিক করব না। উচ্চ হোক আমাদের রবের মর্যাদা! তিনি কোনো সঞ্জিনী (পত্নী) কিংবা কোনো সম্ভান গ্রহণ করেননি। আমাদের নির্বোধেরা আল্লাহ সম্পর্কে অসংযত মিঞ্চা বলত; অথচ আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে মিঞ্চা বলবে না। কতক মানুষ ছিল, যারা কতক জিনের কাছে আশ্রয় নিত; ফলে এই জিনেরা ওই মানুষগুলোর পাপ ও অন্যায় আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, যেমন তোমরাও মনে করো যে, আল্লাহ কাউকে উখিত করবেন না। আমরা আসমানে গিয়ে তার (আসমানের) তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে কঠোর প্রহরা ও উদ্ধায় পরিপূর্ণ দেখতে পেয়েছি। আমরা আসমানের বিভিন্ন স্থানে (সেখানকার কথাবার্তা) শোনার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন কেউ (তা) শ্বতে চাইলে সে তার জন্য প্রস্তুত রাখা উদ্বা দেখতে পাবে।

আমরা জানি না, পৃথিবার অধিবাসীদের অমঞ্জাল চাওয়া হয়েছে,
না তাদের রব তাদের হিদায়াত চেয়েছেন। আমাদের মধ্যে কতক
আছে সংকর্মপরায়ণ আর কতক তার বাতিক্রম। আমরা হলাম নানান
মতের অনুসারী বিভিন্ন দল। আমরা মনে করেছি (বুঝতে পেরেছি)
যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাস্ত করতে (অর্থাৎ তাঁর শাস্তি
থেকে বাঁচতে) পারব না এবং পালিয়েও তাঁকে পরাস্ত করতে পারব
না। আমরা যখন হিদায়াতের কথা শুনেছি তখন তা বিশ্বাস করেছি।
যে লোক তার রবকে বিশ্বাস করে না, সে কোনো ক্ষতি কিংবা
জুলুমের আশপ্তকা করে না।"

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর দীনের এ এক অনন্য বিজয়; রাসূল
বাগানে অবস্থান করছেন। মাক্কায় প্রবেশ করতে পারছেন না কোনোভাবেই। রাসূলুল্লাহর এমন অবস্থার মধ্যে জিনদের আগমন। কুরআন তিলাওয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ—এসবকিছু নিশ্চয়ই একটা মহান বিজয়; মাক্কার মুশরিক মোড়লরা এবং সাকীফ গোত্রের কাফির নেতারা এখন কি পারবে মু'মিন-জিনদের ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বন্দি করে রাখতে? কিংবা চালাতে কি পারবে তাদের ওপর কোনো নির্যাতন? এরপর রাসূল
যথেন মুত্তইম ইবনু 'আদির আশ্রয়ে থেকে মাক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁকে এগিয়ে নিতে আসা সাহাবিদেরকে তিনি সূরা জিন তিলাওয়াত করে শোনাচ্ছিলেন; তাদের অন্তর সূরাটি শুনে প্রভাবিত হয় প্রচণ্ডভাবে। দা'ওয়াতের জগতে মহান এক বিজয় দেখে তাদের আশা জাগে মনে। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছেন, পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়ছে। যুদ্ধের ময়দানে তারা আর একা নন; সঙ্গে মু'মিন-জিনরাও তাদের সঙ্গে আছেন। শির্ক প্রতিরোধ করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকল্পে হক-বাতিলের যে চিরসংঘাত তাতেও মুসলিম জিন ভাইয়েরা পিছিয়ে নয়, এগিয়ে থাকবেন।

রাস্লুল্লাহর সঙ্গে জিনদের প্রথম দলের সাক্ষাতের এক মাস পর বিতীয় আরেকটি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আসে। রাস্লুল্লাহর মুখ থেকে আল্লাহর কালাম কুরআন শোনার জন্য তারা আসে। সাহাবি 'আলকামা ক্র বলেন, "আমি একবার ইবনু মাস'উদকে জিজ্ঞেস করলাম, জিনদের সঙ্গে সাক্ষাতের রাতে তোমাদের কেউ কি নবিজির সাথে ছিলে? তিনি বললেন, না, তবে আমরা তাঁর সঙ্গে অন্য একটি রাতে ছিলাম। হঠাৎ আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলি; উপত্যকা ও গিরিপথে আমরা তাঁকে খুঁজে ফিরি। আমরা বলছিলাম, হে আল্লাহর রাস্ল 🐞, আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আপনাকে পাচ্ছিলাম না। রাস্ল 🕸 বললেন,

আবিসিনিয়ায় হিজরাত, মি'রাজ ও তায়িফের ঘটনা

"আমার কাছে জিনদের দা'ঈরা এসেছিল। আমি তাদের সঙ্গে যাই। তাদের সামনে কুরুআন তিলাওয়াত করি।"

তিনি বললেন, এরপর তিনি আমাদের সেখানে গোলেন এবং জিনদের কিছু নিদর্শনও দেখালেন। জিনরা রাস্লুল্লাহর কাছে চলার পাথেয়ও চাইলে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমাদের নাগালে পাওয়া যে সকল হাডির ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ যে প্রাণী আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে) তার হাডি; যে হাডিতে গোশ্ত লাগানো আছে তা এবং সকল পশুর গোবর তোমাদের খাবার। এ কারণেই রাস্লুল্লাহ ্র অন্য এক হাদীসে আমাদেরকে বলেছেন, "তোমরা এ দুটো (গোবর ও হাডিড) দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে না।"

মানবজাতির সীমা ছাড়িয়ে জিনদের জগতে ইসলামের দা ওয়াত পৌঁছে যাওয়া এবং তাদের গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে এক মহান বিজয়।

ইসরা ও মিরাজের ঘটনা

ইসরা বা মিরাজ নিঃসন্দেহে নবিজির জন্য এক মহাসম্মাননা। তাঁকে আল্লাহ তা আলার এই সম্মানদানের পেছনে আমরা অনেকগুলো কারণ দেখতে পাই। একে একে আমরা সেগুলো আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা চাইলেন তাঁর সৃষ্টির অনন্য কিছু নিদর্শন রাসূলকে দেখাবেন।
যাতে তার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। দা'ওয়াতের কাজে নতুন করে উদাম ফিরে পান।
পৃথিবীতে কাফির-মুশরিকদের নির্যাতনে তাঁর ওপর যে ধকল গিয়েছে তা প্রশমিত
করে তিনি যেন নতুন বলে বলিয়ান হয়ে ইসলামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।
নবি মৃসার ঘটনায়ও আমরা এমনটাই দেখতে পাই। আল্লাহ তা'আলা চাইলেন তাঁর
কুদরাতের কিছু নিদর্শন মৃসাকে দেখাবেন। আল্লাহর এমন নিদর্শন দেখার পর মৃসা
নবির অন্তর যখন প্রশান্তি লাভ করল তখন আল্লাহ তাঁকে বললেন,

"আল্লাহ বললেন, "মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ করো।" মূসা সেটা
নিক্ষেপ করল, আর অমনি তা একটি সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল।
আল্লাহ বললেন, "ওটা ধরে ফেল, ভয় পেয়ো না। আমি ওটাকে
তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিচ্ছি।" আর তোমার (ডান) হাত
তোমার (বাম) বগলের সজো লাগিয়ে ধরো, তা শুদ্রোজ্জ্বল হয়ে
যাবে—কোনো কারণে নয়; আরেকটি নিদর্শনরূপে। যাতে তোমাকে
আমার বড় বড় কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি।" [সূরা তাহা, ২০:১৯-২০]

ইসরা ও মিরাজের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবিকে বড় বড় অনেক নিদর্শন দেখান; তাঁর উর্ধ্বজগতের এ সফরটা হিজরাতের পূর্ব প্রস্তুতির একটা অংশ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুফ্র, শির্ক ও ভ্রষ্টতা মোকাবিলার জন্য নতুন প্রাণশক্তি অর্জনের একটা মাধ্যম ছিল এ সফর। তিনি তাঁর এ সফরে আল্লাহর বহু নিদর্শন অবলোকন করেন। যেমন: বাইতুল-মাকদিসে গমন, আকাশে পানে যাত্রা, মানুষদেরকে নবি-রাস্লরা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft যে যে অদ্শ্যের ওপর ঈমান আনার কথা বলেন সেগুলো অবলোকন: ফেরেশতা, সাত আকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম এবং সেখানকার কিছু শাস্তি ও নেয়ামাতের নমুনা।

ইসরার ঘটনা কুরআনে আলোচিত হয়েছে সূরা আল ইসরায়, আর মিরাজের ঘটনা আলোচনা হয়েছে সূরা আন-নাজ্ম-এ। সূরা ইসরাতে ইসরার রহস্য আলোচনা করতে গিয়ে কুরআন এভাবে বলেছে—

"পবিত্রতা ও মহিমা সেই মহান সম্ভার, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে

দ্রমণ করিয়েছেন (মাকার) মাসজিদুল-হারাম থেকে (জেরুজালেমের)

মাসজিদুল-আকসা পর্যন্ত—যার আশপাশ আমি বরকতময় করেছি—

তাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য। নিশ্বয়ই তিনি সবকিছু

শোনেন, সবকিছু দেখেন।"

[সূরা ইসরা, ১৫:১]

এখানে "তাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য।" আয়াতাংশটুকু থেকেই ইসরার রহস্য প্রতীয়মান।

সূরা আন-নাজ্মে মিরাজের রহস্য উন্মোচনে কুরআন এভাবে তুলে ধরেছে—
"সে তার রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছে।" [সূরা আন-নাজ্ম, ৫৩:১৮]

রাসূলুল্লাহর ইসরা ও মিরাজের ঘটনায় অনেক জ্ঞান, রহস্য, সৃক্ষ্ণ বিষয়, শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

প্রফেসর আবৃল হাসান আন-নাদওয়ি বলেন, "ইসরার ঘটনা কেবল একক কোনো ঘটনা ছিল না। রাসূল রু বড় বড় অনেক নিদর্শন সেখানে দেখেছেন। তাকে দেখানো হয়েছে আকাশ জমিনের বিশাল জগং। তিনি এসবিকছু নিজে দেখেছেন, নিজ চোখে দেখেছেন। বরং বলা চলে তিনি খুবই ভালো করেই দেখেছেন। রাসূলুয়াহর অদৃশ্য জগতের এ সফরটি অনেক সৃক্ষ্ম সৃক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূরা ইসরা ও সূরা আন-নাজ্ম এ দৃটি সূরা নাফিলই হয়েছে ইসরা ও মিরাজের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এবং ইসরার ঘটনা আমাদেরকে জানান দিছে য়ে, নিব মুহাম্মাদ রু দুই কিবলার নিব, মাশরিক-মাগরিব তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইমাম, পূর্বর্তী নবিদের উত্তরসূরি, পরবর্তী প্রজন্মের ইমাম। তাঁর ব্যক্তিত্বে ও তাঁর ইসরার ঘটনায় মাক্কা কুদসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, মাসজিদুল-হারাম মিলিত হয়েছে মাসজিদুল-আকসার সঙ্গে। সব্ নবি-রাসূলদেরকে পেছনে রেখে তিনি সালাতে ইমামতি করেছেন। এটা ছিল তাঁর রিসালাতের স্বীকৃতি, তাঁর ইমামতের ঘোষণা এবং তাঁর শিক্ষার মানবিক দিক। স্থান ও কালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁর রিসালাত, তাঁর ইমামত সর্বকালের, সর্বযুগের। রাসূলুয়াহর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ইমামত ও নেতৃত্বের গুণাগুণ স্বকিছু সূরাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। যে উমাহর কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছেন, যারা তাঁর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ওপর ঈমান এনেছে তাদের মর্যাদাও সূরাটি নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্ণনা করেছে তার রিসালাতের গুরুত্ব, বিশ্বজগৎ এবং বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সে রিসালাতের ভূমিকাও সূরাটি একে একে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে।

হাদীসে ইসরা ও মিরাজের ঘটনা যেভাবে এসেছে

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক ক্র বলেন যে, রাসূল
বলেন, "আমাকে বুরাক দেওয়া হলো।" বুরাক সাদা লম্বা একটা জন্তঃ গাধার চেয়ে বড় আর খচ্চরের চেয়ে ছোট।
তিনি বলেন, "আমি বুরাকে চড়ে বাইতুল-মাকদিসে এলাম। এরপর আমি বুরাককে মাসজিদের আংটার সঙ্গে বাঁধলাম। এ আংটার সঙ্গে নবিরা বাঁধতেন। এরপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করি। দু-রাকা আত সালাত পড়ি সেখানে। এরপর আমি বের হই।
জিব্রীল এক হাতে মদ, অন্য হাতে দুধের দুটো বাটি আমারে কাছে হাজির। আমি দুধকেই বেছে নিলাম। তখন জিব্রীল বললেন, 'আপনি ফিতরাত বা স্বাভাবিকটাকেই গ্রহণ করলেন।"

মালিক ইবনু সা'সা'আ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর নবি একদিন তাদের কাছে ইসরার রাতের গল্প করছিলেন। বলছিলেন, 'আমি তখন হাতিমে' অথবা 'হাজ্রে [বর্ণনাকারী কাতাদা নিশ্চিত ছিলেন না] শায়িত ছিলাম তখন আমার নিকট একজন আগন্তুক এলেন। তিনি এখান থেকে এখানে চিরে ফেলেন। (হাদীসটি বর্ণনার সময় কাতাদার পাশে ছিলেন জারুদ। তিনি জারুদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাস্ল প্রধ এ কথার মাধ্যমে কী বোঝাতে চাইছেন?' তিনি বলেন, 'তাঁর কন্ঠনালী থেকে নাভীর তলদেশের পশম পর্যন্ত।') এরপর আগন্তুক আমার হৃৎপিশু বের করে ফেলেন। ঈমানে ভরপুর সোনার তৈরি একটা পাত্র এনে ওটা ধুয়ে দেন। তারপর আবার সেটা আগের জায়গায় ঠিকভাবে বসিয়ে দেন। এরপর আমার কাছে একটা জন্তু নিয়ে আসেন—খচরের চেয়ে ছোট আর গাধার চেয়ে বড় সাদা একটা প্রাণী। (এসময় জারুদ সাহাবি আনাসকে প্রশ্ন করেন, 'সেটা কি বুরাক, আবু হাম্যাং' আনাস ক্রবলেন, 'হাাঁ।') আমি সেটার ওপর চড়লাম। জিব্রীল আমাকে নিয়ে প্রথম আসমানের এসে আকাশের দরজা খুলতে বললেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কেং'

'আমি, জিব্রীল।'

'আপনার সঙ্গে ইনি কে?'

'মুহাম্মাদ।'

'তাঁর কাছে কি ওহি পাঠানো হয়েছিল?'

'হাাঁ।'

'শ্রেষ্ঠ অতিথির আগমনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এরপর প্রথম আকাশের দর্জা খোলা হলো। যখন প্রবেশ করলাম দেখি সেখানে আদাম। জিব্রীল বললেন, 'ইনি আপনার পিতা আদাম।' জিব্রীল তাকে সালাম দিলেন, আমিও তাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'সৎ পুত্র, নিষ্ঠাবান নবিকে স্বাগত।'

এরপর জিব্রীল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে উঠলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'তিনি বললেন, 'জিব্রীল।'

'তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সঙ্গে ইনি কে?'

'তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।'

'তাঁর কাছে কি ওহি পাঠানো হয়েছিল?'

'হাাঁ।'

'শ্রেষ্ঠ অতিথির আগমনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।' দ্বিতীয় আকাশের দরজা খোলা হলো। প্রবেশ করি দেখি সেখানে ইয়াহইয়া ও 'ঈসা; তারা দুজন খালাতো ভাই। জিব্রীল বললেন, 'এরা হচ্ছেন ইয়াহইয়া ও 'ঈসা। তাদেরকে সালাম দিন।' আমি সালাম দিলাম। তারা সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'সৎ ভাই ও নিষ্ঠাবান নবিকে স্বাগত।'

এরপর জিব্রীল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশে উঠলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কে?'

'আমি, জিব্ৰীল।'

'আপনার সঙ্গে ইনি কে?'

'মুহাম্মাদ।'

'তাঁর কাছে কি ওহি পাঠানো হয়েছিল?'

'হাাঁ।'

'শ্রেষ্ঠ অতিথির আগমনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

দরজা খোলা হলো। প্রবেশ করে দেখি সেখানে ইউসুফ। জিব্রীল বললেন, 'ইনি ইউসুফ। তাকে সালাম দিন।' আমি সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'সৎ ভাই ও নিষ্ঠাবান নবিকে স্বাগত।'

এরপর জিব্রীল আমাকে নিয়ে চতুর্থ আকাশে এলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কে?'

'আমি, জিব্রীল।'

'আপনার সঙ্গে ইনি কে?'

'তাঁর কাছে কি ওহি পাঠানো হয়েছিল?'

'হাাঁ।'

'শ্রেষ্ঠ অতিথির আগমনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছ।'

দরজা খোলা হলো। প্রবেশ করে দেখি সেখানে আছেন ইদরীস। জিব্রীল বললেন, 'ইনি ইদরীস। তাকে সালাম দিন।' আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। বললেন, 'সৎ ভাই ও নিষ্ঠাবান নবিকে স্বাগত।'

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে পঞ্চম আকাশে নিয়ে এলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কে?'

'আমি, জিব্ৰীল।'

'আপনার সঙ্গে ইনি কে?'

'মুহাম্মাদ।'

'তাঁর কাছে কি ওহি পাঠানো হয়েছিল?'

'হাাঁ।'

'শ্রেষ্ঠ অতিথির আগমনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

দরজা খোলা হলো। প্রবেশ করে দেখি সেখানে আছেন হারূন। তিনি বললেন, 'ইনি হারূন। তাকে সালাম দিন।' আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'সৎ ভাই ও নিষ্ঠাবান নবিকে স্বাগত।'

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে এলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কে?'

'আমি, জিব্রীল।'

'আপনার সঙ্গে ইনি কে?'

'মৃহাম্মাদ।'

'তাঁর কাছে কি ওহি পাঠানো হয়েছিল?'

'হাাঁ।'

'শ্রেষ্ঠ অতিথির আগমনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

দরজা খোলা হলো। প্রবেশ করে দেখি সেখানে আছেন মূসা। তিনি বললেন, 'ইনি মূসা। তাকে সালাম দিন।' আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। বললেন, 'সৎ ভাই ও নিষ্ঠাবান নবিকে স্বাগত।' এরপর তার পাশ দিয়ে যখন চলে আসছিলাম তখন মূসা কাঁদতে শুরু করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কাঁদছেন কেনং'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তিনি বললেন, 'কাঁদছি কারণ, একজন যুবককে আমার পরে পাঠানো হয়েছে, কিছ আমার উদ্মাহর মধ্যে যারা জান্নাতে যাবে, তাদের তুলনায় তাঁর উদ্মাহর জান্নতি **লোকের সংখ্যা হবে অনেক বেশি।**

আমাকে নিয়ে জিব্রীল এরপর এলেন সপ্তম আকাশে। দরজা খোলার জন্য বললেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কে?'

'আমি, জিব্রীল।'

'আপনার সঙ্গে ইনি কে?'

'মুহাম্মাদ।'

'তাঁর কাছে কি ওহি পাঠানো হয়েছিল?'

'হাাঁ।'

'শ্রেষ্ঠ অতিথির আগমনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছ।'

দরজা খোলা হলো। প্রবেশ করে দেখি সেখানে আছেন ইবরাহীম। তিনি বললেন, 'ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম। তাকে সালাম দিন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম।' সালামের উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, 'সং পুত্র ও নিষ্ঠাবান নবিকে স্বাগত।

'এরপর সিদরাতুল-মুনতাহাকে আমার নিকটবর্তী করা হলো। দেখি গাছের বরইগুলো বৃহৎ কলসির মতো এক একটা। আর পাতাগুলো যেন এক একটা হাতির কান। জিব্রীল জানালেন, 'এটি বরই গাছ।' আরও দেখি চারটি নদী; দুটি অভ্যন্তরীণ আর অন্য দৃটি বাহ্যিক। আমি জানতে চাইলাম, 'জিব্রীল, এ দুটো কী?'

তিনি বললেন, 'এই যে অভ্যন্তরীণ নদী দুটি, দুটিই জান্নাতের। আর বাহ্যিক দৃটির একটা নীল নদ, অন্যটা ফোরাত।'

'এরপর বাইতুল-মা'মূরকে আমার নিকটবর্তী করা হলো। মদ, দুধ ও মধুর একটি করে পাত্র আনা হলো আমার কাছে। আমি দুধ নিলাম। জিব্রীল বললেন, 'এটাই স্বাভাবিক ; এ ফিতরার ওপরই আছেন আপনি ও আপনার উদ্মাহ।

'আমার ওপর এরপর ফরজ করা হয় দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। ফেরার সময় আমি নবি মূসার পাশ দিয়ে আসছিলাম; তিনি আমাকে বললেন, 'কীসের আদেশ পেয়েছেন আপনি?'

'আমি বললাম, 'দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে।'

'তিনি বললেন, 'আপনার উদ্মাহ দৈনিক পঞ্চাশবার সালাত পড়তে পারবে না। আল্লাহর কসম, মানুষের ব্যাপারে আপনার পূর্বেই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে; আমি বানু ইসরাসলকৈ অনৈক কঠিন কঠিন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম আপনি আমার কথা শুনুন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান। গিয়ে বলুন, তিনি যেন আপনার জন্য কমিয়ে দেয়।

'আমি আবার গেলাম। আল্লাহ সেখান থেকে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি মৃসার কাছে ফিরে এলাম। এবারও তিনি আগের মতোই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আবার মৃসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি আগের মতোই বললেন। এরপর আমি আবার ফিরে গেলাম। এবার আমাকে দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত পড়ার আদেশ দেওয়া হলো। মৃসার কাছে এলে তিনি আগের মতোই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। আমাকে এবার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ার আদেশ দেওয়া হলো। এবারও মৃসার কাছে এলে তিনি বললেন, 'কীসের আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ার আদেশ করা হয়েছে।'

'তিনি বললেন, 'আপনার উদ্মাহ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না। আপনার আগেই মানুষের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বানু ইসরাঈলকে আমি অনেক কঠিন কঠিন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। আপনার রবের কাছে আপনি যান এবং তাঁর কাছে চান তিনি যেন আপনার উদ্মাহর জন্য কমিয়ে দেন।'

রাসূল 🔹 বললেন, 'আমার প্রভুর কাছে এতবার কমিয়ে চেয়েছি, এখন লজ্জিত। আমি খুশি এবং মেনে নিয়েছি।'

'এরপর চলে আসার সময় এক ঘোষক ঘোষণা দিলেন, 'আমি আমার ফরজ দিয়ে দিয়েছি। আমার বান্দার ভার কমিয়ে দিয়েছি।'"

কাজি 'ইয়াদ শিফা গ্রন্থে বলেন, ইসরা ও মিরাজের ঘটনা রাস্লুল্লাহর হিজরাতের এক বছর আগে ঘটে।।।।

রাস্ল ঋ তাঁর এ মহান সফর থেকে ফিরে এসে তাঁর জাতিকে সে খবর দেন। তিনি মৃত'ইম ইবনু 'আদি, 'আম্র ইবনু হিশাম ও ওয়ালীদ ইবনু মৃগিরার উপস্থিতিতে এক বৈঠকে তাদেরকে বলেন, "আমি আজ রাতের 'ইশার সালাত এই মাসজিদেই পড়ি। এখানেই ফাজরের সালাতও পড়ি। ইশার কিছু সময় পর আমি বাইতুল-মাকদিসে আসি। আমার জন্য সেখানে একদল নবি অপেক্ষা করছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ইবরাহীম, মৃসা, 'ঈসা। আমি তাদেরকে নিয়ে সালাত পড়ি। তাদের সঙ্গে কথা বলি।"

রাসূলুপ্লাহর কথা শুনে তাচ্ছিল্যের সুরে 'আম্র ইবনু হিশাম বলল, তাদের বর্ণনা দাও তো আমার কাছে। রাসূল 🐞 বর্ণনা দিতে শুরু করলেন, "'ঈসা খুব লম্বা নন। প্রশস্ত বুক। রক্ত চলাচল যেন দেখা যায়। কোকড়ানো চুল; লাল সাদার মিশেলে। তাঁকে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft দেখতে 'উরওয়া ইবনু মাস'উদ আস–সাকাফির মতো মনে হয়। মৃসা দীর্ঘকায়। পরিপাটি দাঁত। সংকোচিত ঠোঁট। দৃঢ় চোয়াল। ক্রকুটিপূর্ণ। আর আল্লাহর কসম, মানুষের মধ্যে চেহারা ও চরিত্রের দিকে আমার সঙ্গে ইবরাহীমেরই অধিক মিল।"

তারা বলল, "হে মুহাম্মাদ, ঠিক আছে। এবার আমাদের কাছে বাইতুল-মাকদিসের বর্ণনা দাও।"

রাসূল

বলেন, "আমি (মাসজিদে) প্রবেশ করি রাতে এবং সেখান থেকে রওনাও হই রাতে।"

এ সময় জিব্রীল তাঁর আসল চেহারায় পাখায় ভর সেখানে হাজির হন। তিনি রাস্লুলাহকে দিয়ে বাইতুল-মাকদিসের বর্ণনা বলালেন এভাবে, "এর এই এই জায়গায় এতটি দরজা।"

সেগুলো ছাড়াও কাফিররা নবিজিকে আরও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। তিনি তাদেরকে বললেন, "রাসূলুল্লাহর ইসরা ও মিরাজের ঘটনাটি কোনো কোনো মানুষের জন্য এক মহাপরীক্ষা ছিল; মু'মিন ও যারা নবিজিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন তাদের কাছে কিছু লোক এ খবরের সত্যতা জানতে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। এমনকি তারা সাহাবি আবু বাক্র সিদ্দীকের নিকটও গেল। আবু বাক্রকে তারা জিজ্ঞেস করে, "তোমার সাথির খবর জানো? তাঁর ধারণা, তিনি নাকি রাতের বেলায় বাইতুল-মাকদিসে নৈশ-শুমণ করেন।"

আবু বাক্র বলেন, "তিনি কি সত্যিই এটা বলেছেন?" তারা বলল, "হ্যাঁ।"

আবু বাক্র 🕮 বললেন, "যদি তিনি সেটা বলেই থাকেন, তা হলে সত্যই বলেছেন।"

তারা আবার জানতে চায়, "তুমি কি তাঁকে বিশ্বাস করো যে, তিনি তিনি রাতের বেলায় বাইতুল-মাকদিসে গিয়েছেন এবং সকাল হওয়ার আগেই আবার ফিরে এসেছেনং"

আবু বাক্রের উত্তর, "হ্যাঁ, এর থেকে বহু দূরের বিষয়েও আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। সকালে কিংবা বিকালে মহাকাশের ওপর থেকে আগত সংবাদের বিষয়েও আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।"

রাস্লুলাহর প্রতি আবু বাক্রের এমন অগাধ আস্থার কারণেই তাঁর নামের শেষে 'আস-সিদ্দীক' উপাধি যুক্ত হয়।।।।

রাসূলুল্লাহর এমন কস্টের পর ঘনিয়ে এল মহান এক পুরস্কার দেওয়ার সময়; ইসরা ও মিরাজই হলো সেই মহান পুরস্কার। বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবিকে দীনের জন্য যে কট্ট করেছেন তা লাঘবে ইসরা ও মিরাজের পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবিকে সব সৃষ্টি জীবকে ছাড়িয়ে উর্ধ্বল্রমণে নিয়ে আসেন। তাঁর ধৈর্য ও কস্টের পুরস্কার দেন। কোনো ধরনের পর্দা এবং কোনো দূতের সাহায্য ছাড়াই, সরাসরি, তিনি রাসূলুল্লাহর দেখা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আর কোনো সৃষ্টিকে এমন সৌভাগ্য দেননি; তিনি তাঁর রাস্লের সামনে অদৃশ্য জগংকে মেলে ধরেন। তাঁর ভাই পূর্ববর্তী নবি-রাস্লদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ রাস্লকে আল্লাহ তা'আলা এ সফরের মাধ্যমেই করে দেন; নবি মুহাম্মাদ রাজ্বলকে আল্লাহ তা'আলা এ সফরের মাধ্যমেই করে দেন; নবি মুহাম্মাদ রাজ্বল নবি-রাস্লগণের সর্বশেষ নবি ও রাস্ল। তারপর আর কোনো নবি আসবে না।

রাস্লুলাহর ইসরা ও মিরাজের ঘটনা ছিল নতুন একটি স্তরে উলিত
হওয়ার ইঙ্গিতবাহী; হিজরাতের স্তর এটি। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তারের
সূচনা এটি। এ ভিত্তির প্রাথমিক ইট তথা প্রথম প্রজন্মের মানুষগুলো হবে

मूच, निकिनानी, निर्देश भारत निर्देश निर्देश मानिक निर्देश करें कि निर्देश कि তা'আলার ইচ্ছা। রাসূলুল্লাহর ইসরা ও মিরাজের ঘটনাকে আল্লাহ মুসলিম ও কাফির উভয় দলের জনাই এক ধরনের পরীক্ষায় পরিণত করলেন। যাদের মনে খটকা আছে, যারা নবিজ্ঞির রিসালাত নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে, তারা তাঁর ইসরা ও মিরাজের ঘটনাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়, বিশ্বাস করে না। অন্যদিকে, মুসলিমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে, নির্দ্বিধায় তাঁর ইসরা ও মিরাজের কাহিনি বিশ্বাস করেন। বরং এ ঘটনা তাদের ঈমান আরও দৃঢ় করে। রাসুলুলাহর জন্য, নিজেদের দীনের জন্য তাদের জীবন বিলিয়ে দেন তারা। তায়িফের পরিণতি, নির্বোধদের অকথ্য নির্যাতন এবং একজনের আশ্রয়ে থেকে মাক্কায় প্রবেশ করা ইত্যাদি ঘটনার পর নবিজিকে আল্লাহ ইসরা ও মিরাজের মতো যে নেয়ামাত দিয়েছেন তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য: কাফির-মুশরিকরা সেটা নিয়ে ঠাট্টাও করেছে, বিশ্বাস করেনি। পক্ষান্তরে, সাহাবিদের ঈমান কত গভীরে প্রোথিত তার একটা দৃষ্টান্ত আমরা আবু বাক্রের স্বীকারোক্তি থেকেই পাই। তিনি তখনও পর্যন্ত নবিজির মুখ থেকে ইসরা ও মিরাজের ঘটনা শোনেননি; কাফিরদের থেকে যখন শুনলেন যে রাসূল 🔹 এমনটাই বলেছেন, দ্বিতীয়বার আর ভাবেননি, তিনি বিশ্বাস করে ফেলেন।

মুশরিকদের সঙ্গে যেকোনো বিষয়ে আলাপ করতে গেলে রাস্লুলাহর কৌশল ছিল সে কথার স্বপক্ষে তিনি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বাইত্ল-মাকদিসে তার নৈশ শ্রমণের কথা বলতে গিয়েও তিনি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যাতে কাফিররা সহজেই বিশ্বাস করতে পারে যে, মিথ্যে নয়, তিনি আসলেই বাইত্ল-মাকদিস পর্যন্ত নৈশশ্রমণ করেছেন। তিনি যে প্রমাণগুলো উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপ:

- রাসূল
 রাস্ল
 রাদের সামনে বাইতুল-মাকদিসের অবকাঠামোগত দিক তুলে
 ধরেন। কাফিররা দেখল যে, তারা বাইতুল-মাকদিসকে যেভাবে চেনে ঠিক
 সেভাবেই রাসূল
 রাজ তাদের সামনে তার বর্ণনা দিচ্ছেন।
- রওহা নামক জায়গায় যে দলটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল তাদের সংবাদ প্রদান।
- দ্বিতীয় দলটির সংবাদ প্রদান।
- আবগুরা নামক জায়গায় দেখা হওয়া তৃতীয় দলটির সংবাদ তাদেরকে প্রদান।
 এ তিনটি দলের সংবাদ দেওয়ার কারণে মুশরিকদের মনে আর কোনো সন্দেহ
 থাকে না; তারা দেখল, রাস্ল ঋ তাদেরকে যে যে খবর দিলেন তার সবই
 সত্য, এর একটিও মিথ্যা না। রাস্লুলাহর উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণ এতটাই
 জোরালো ছিল যে, কাফির-মুশরিকরা নির্বাক হয়ে পড়ে। এ দলিল প্রমাণের
 কারণেই তারা নবিজিকে মিথ্যাবাদী বলেও অপবাদ দিতে পারেনি।

- ইসরা ও মিরাজের ঘটনা শোনার পর আবু বাক্র আস-সিদ্দীকের স্থানন আরও দৃঢ় হয়। যখন কাফিররা তাঁকে রাস্লুলাহর ইসরার ঘটনা শোনায় তখন তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "যদি তিনি এমনটাই বলে থাকেন তা হলে অবশ্যই তিনি সত্য বলেছেন।" এরপর তিনি আরও বলেন, "এর থেকে বহু দ্রের বিষয়েও আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। সকাল বিকাল আকাশ থেকে আগত সংবাদের বিষয়েও আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।" তাঁর এমন নিঃসংকোচ স্বীকারোক্তির কারণেই সবার কাছে তিনি হয়ে ওঠেন আস-সিদ্দীক। এমন স্বীকারোক্তির কারণেই সবার কাছে তিনি হয়ে ওঠেন আস-সিদ্দীক। এমন স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে দৃঢ়তার চূড়ান্ত পর্যায়। তিনি ইসরা ও মিরাজের ঘটনা ও আকাশ থেকে আগত ওয়াহির মধ্যে তুলনা করে তাদের কাছে তুলে ধরেন যে, ইসরা, মিরাজ ও ওয়াহি নাযিলের ঘটনা যদিও আমাদের মতো সাধারণ মানুবের নিকট সত্যিই অবাক করা ব্যাপার, কিন্তু সে কাজই নবিজির কাছে সম্ভব। কারণ, আর কিছুই না। কারণ, তিনি একজন নবি। তাঁর নিকট ওয়াহি আসে।
- ক্রাস্লুলাহর সামনে দৃধ ও মদ পেশ করা হলে তাঁর সেখান থেকে দৃধ বেছে
 নেওয়া জিব্রীল কর্তৃক তাকে ফিতরাতের ওপর থাকার কথা বলা প্রমাণ করে
 যে, ইসলাম মানুষের স্বভাবগত বা ফিতরাতগত একটি দীন। দীন ইসলাম
 এ ফিতরাতের সঙ্গে গভীরভাবে। যিনি মানুষের এই প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন
 তিনিই সে প্রকৃতির জন্য সৃষ্টি করেছেন এ দীনকে। এমন সৃন্দর স্বভাব,
 এমন সৃষ্থ বিবেকের সঙ্গে দীনের কোনো বিরোধ থাকতেই পারে না।
 এভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে, যা কিছু স্বাভাবিক, যা কিছু সত্যস্বন্ধর, যা কিছু মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে তার সব ডাকেই দীন
 হাজির। আল্লাহ তা আলা বলেন,

"অতএব, একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে (সঠিক) দীনে প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহর স্বাভাবিক রীতি (মেনে চলো), যে অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দীন; তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না।"

পূর্ববর্তী নবি-রাস্লদের নিয়ে নবিজ্ঞির সালাত পড়ানোটা সপ্রমাণ যে, তারা নবিজ্ঞির ইমামাত বা নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। পূর্বের সকল দীন ইসলাম আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রহিত হয়ে যায়। নবি-রাস্লদের নিয়ে নবিজ্ঞির সালাত আদায় করাটা এ কথারও প্রমাণ করে যে, যেহেতু আগের নবি- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft রাস্লগণ নবিজির আনুগতা মেনে নিয়েছেন, তার ইমামাতে সালাত পড়েছেন, সুতরাং তাদের উদ্মাতদেরও নবিজিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাদেরকেও রাস্লুল্লাহর নেতৃত্ব, তাঁর রিসালাত, তাঁর নুবৃওয়াত মেনে নিতেই হবে, যদি তারা মুক্তি চায়।

যারা আন্তঃধর্মীয় সমঝোতার ফাঁকা আওয়াজ তোলে, রাসূল্লাহর ইসরার ঘটনা থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। সে রাতে রাসূল क পূর্বের নবি-রাসূলদের নিয়ে সালাত পড়ানোর মধ্য দিয়ে অন্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের সমঝোতার আর কোনো সুযোগ নেই। বরং সে সব ধর্মের ল্রান্ত এবং বিকৃত দিকটাকে সবার সামনে তুলে ধরে তাদের উচিত হবে রাসূল মুহাম্মাদ & ও তাঁর রিসালাতের ওপর ঈমান আনা, বিশ্বাস করা।

মাসজিদুল-হারাম ও মাসজিদুল-আকসার মধ্যে রাস্লুলাহর ইসরা ও মিরাজের সফরের কারণে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার পেছনে অবশ্যই কোনো রহস্য না থেকেই পারে না। এর পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক শিক্ষা; এর কয়েকটি এ রকম:

মুসলিমদের কাছে মাসজিদুল-আকসার মর্যাদা নেহাতই কম নয়। তাদের রাসূল # ইসরা করেছেন এখানে। এখান থেকেই তিনি উর্ধ্বাকাশে মিরাজ করেছেন। তা ছাড়া মাক্কার যুগের দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত তাদের প্রথম কিবলাহও ছিল এই মাসজিদুল-আকসা। এটা প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের উচিত মাসজিদুল-আকসা ও ফিলিস্তিনকে ভালোবাসা; কারণ, এটা বারাকাময় এবং পবিত্র ভূমি।

রাস্লুল্লাহর মাসজিদুল-আকসার সঙ্গে মাসজিদুল-হারামের সম্পর্ক স্থাপন থেকে মুসলিমদের এ কথা বুঝতে হবে যে, মাসজিদুল-আকসার প্রতি তাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে; মাসজিদুল-আকসাকে শির্কের খপ্পর থেকে মুক্ত রাখতে হবে। মুক্ত করতে হবে বিধর্মীদের কালো থাবা থেকে। এটাও তাদের একটা দায়িত্ব যে, মাসজিদুল-হারামকেও তারা পবিত্র রাখবে শির্কের নোংরামি ও মূর্তিপূজারিদের খপ্পর থেকে।

মুসলিমদের অনুধাবন করতে হবে যে, মাসজিদুল-আকসা আজ যেভাবে হুমকির সম্মুখীন তা নিছক মাসজিদুল-আকসার জন্যই নয়, বরং তা মাসজিদুল-হারাম ও তার অধিবাসীদের জন্যও একইভাবে হুমকির নামান্তর; মাসজিদুল-জিকসাকৈ কিবজী করিটা মাসজিদুল-হারামকৈ পদানিত করার পূর্ব ইঙ্গিত। মাসজিদুল-হারামে যাওয়ার পথের প্রথম তোরণের নাম মাসজিদুল-আকসা: এই মাসজিদুল-আকসা মুসলিমদের হাত ছাড়া হয়ে ইহুদিদের দখলে যাওয়ার অর্থ হলো মাসজিদুল-হারামসহ গোটা হিজাজ অঞ্চলের নিরাপত্তা বিশ্বিত হওয়া। শক্রদের নজর গিয়ে পড়বে এ দুটি অঞ্চল দখলের দিকে।

মাসজিদুল-আকসার ইতিহাসটা এমনই। প্রাচীন কিংবা বর্তমান ইতিহাস আমাদেরকে তাই জানান দিচ্ছে; কুসেড যুদ্ধের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, কার্ক রাজ্যের অধিপতি ক্রুসেডার আরনাত একবার হিজাজ অঞ্চলে রাসূলুল্লাহর কবরে এবং মাসজিদুন-নাবাওয়িয়তে তাঁর মরদেহে আঘাত করার জন্য একটা গোপন দল পাঠায়। ক্যার্থালিক খ্রিষ্টান পর্তুগিজ্বরা, আধুনিক যুগের শুরুতে হারামাইন তথা মাসজিদুল-হারাম ও মাসজিদুন-নাবাওয়য়া দখলের একটা অপচেষ্টা চালায়। উদ্দেশ্য—ক্রুসেডার পূর্বপুরুষরা যা করে যেতে পারিনি, তাদের সেই অসমাপ্ত হীন কাজ সমাপ্ত করা। কিন্তু মামলূক ও 'উসমানি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। ১৯৬৭ সালের ক্রুসেড যুদ্ধে ইহুদিরা বাইতুল-মাকদিস দখল করার পর তাদের নেতারা গলা ফাটিয়ে চিংকার করে ঘোষণা দিয়েছে, তাদের পরবর্তী টার্গেট—হিজাজ দখল। তাদের হিজাজ অভিযানের অগ্রভাগেই থাকবে রাসূলুল্লাহর শহর মাদীনা ও খয়বার।

কুদসে ইছদি সৈন্যদের প্রবেশের পর দাফিদ ইবনু গুরিয়্ন, ইছদি নেতা, মাসজিদল-আকসার নিকট যুবক ইছদি সৈন্যদের নিয়ে একটা কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করে। তাদেরকে সামনে নিয়ে সে একটা জ্বালাময়ী ভাষণও দেয়। সে তার বক্তৃতা শেষ করে এ কথা বলে, "কুদস এখন আমাদের দখলে। আমাদের গন্তব্য এবার ইয়াসরিবের (মাদীনা) দিকে।" দিকে।

বাইতুল-মাকদিস ও ইলাত 'আকাবা উপসাগর জবরদখল করার পর ইহুদি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মাইর বলেছিল, "মাদীনা ও হিজাজে আমার বাপ-দাদাদের ঘ্রাণ আমার নাকে এসে লাগছে। সেটাই আমাদের আবাস। খুব বেশিদিন নেই, আমরা আমাদের আবাস পুনরুদ্ধার করব।"। ১৯১৪।

এখানেই শেষ নয়; ইহুদিরা নিজেদের কাঙ্গ্লিত রাষ্ট্রের একটা অলিক মানচিত্র প্রকাশ করে; ইউফ্রেটিস থেকে নীল নদ পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের কাঙ্গ্লিত রাষ্ট্রের সীমারেখা। জাযিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, ইয়েমেন, কুয়েত ও আরব উপসাগরসহ বিশাল এক ভৃখণ্ডকে তাদের কল্লিত রাষ্ট্রের মানচিত্রের বুকে তুলির আঁচড়ে টেনে দিয়েছে। তাদের ধারণা, ইউরিপি ১৯৬৭ সনের যুদ্ধে তাদের বিজয়ের পরপরই তাদের কাঙ্গ্লিত রাষ্ট্রের এ মানচিত্রের পথ চলা শুরু।

সালাতের গুরুত্ব ও তার মর্যাদা

বিভিন্ন হাদীসের ভাষ্যমতে মুসলিম উদ্মাহর ওপর সালাত ফার্দ হয় আকাশ পানে রাসূলুলাহর মিরাজের রাতে। মিরাজের আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু কাসীর বলেন,

"দীনের দা'ঈদের উচিত তারা মানুষকে সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন করাবেন।
সালাত পড়ার বিষয়ে যত্নবান হতে বলবেন। বিভিন্ন আলোচনা, লেকচার ও
পুতবায় সালাতের বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহতে যে যে গুরুত্বের কথা আলোচিত
হয়েছে তা তুলে ধরা। মানুষদেরকে দা'ঈরা বোঝাবেন, সালাত ফার্দ হয়েছে
মিরাজের রাতেই। রাসূল ৠ মারা যাওয়ার আগে যে কয়টা জোর ওসিয়াত করে
গেছেন তার একটা—সালাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া।"

মিরাজের রাত্রিতে দেখা কিছু সামাজিক ব্যাধি

ইসরা ও মিরাজের রাতে রাসূল # যে যে সামাজিক ব্যাধি প্রত্যক্ষ করেছেন সেগুলোর পরিণতি সম্পর্কে তিনি সবিস্তার আলোচনা করেছেন। সে সব সামাজিক ব্যাধি ও তার পরিণতির কিছু নমুনা নিচে ধরা হলো:

- এতিমের সম্পদ খাওয়ার পরিণতি: রাসূল ﷺ দেখলেন, বিশাল চোয়ালের একদল লোক; উটের ঠোঁটের মতো প্রলম্বিত ঠোঁট। তাদের হাতে পাথরের মতো এক খণ্ড আগুনের টুকরা। সেগুলো তারা নিজেদের মুখের ভেতর নিক্ষেপ করছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের পেছনের রাস্তা দিয়ে। জিব্রীল নবিজিকে জানালেন, "এরা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত।"
- সৃদখোর: রাসূল

 য় একটা জাতির কাছে এলেন যাদের পেট এমন একটা

 ঘরের মতো, যাতে সাপ আর সাপ। দেখলেন, সাপগুলো তাদের পেট থেকে

 বের হচ্ছে। জিব্রীল তাঁকে জানালেন, "এরা সবাই সৃদখোর।"

 অলিল

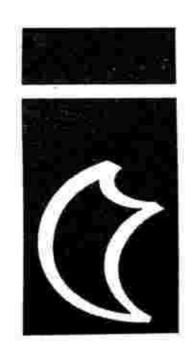
 অলিল

- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

 ক কোনো কোনো বর্ণনায় কি যিনা-ব্যক্তিচার, যাকাত প্রদান অস্বীকারকারী,
 দাঙ্গাবাজ এবং আমানাতের খেয়ানতকারীর পরিণতি সম্পর্কেও আলোচনা
 এসেছে।
- মৃজাহিদদের পুরস্কার: ইসরা ও মিরাজের রাতে রাসল ঋ এমন একটা জাতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যারা একদিন চাযবাস করছিল, আরেকদিন ফসল তুলছিল। যখনই তারা ফসল কাটছিল তখনই আবার তা শস্যে ভরে যাচ্ছিল। জিব্রীল তাঁকে জানালেন,
 - "এরা আল্লাহর পথের মুজাহিদ; তাদের নেকিগুলো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সাত
 শ গুণ পর্যন্ত এবং তারা যা কিছু দান করেছেন, তার সবকিছুরই বিনিময় দেওয়া
 হয়।" বিভাগ
- 💿 সাহাবিদের মাসজিদুল-আকসার গুরুত্ব অনুধাবন : সাহাবিগণ 👼 মাসজিদুল-আকসার প্রতি তাদের দায়িত্বের যথার্থতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তারা দেখলেন, রোমানদের দখলে থাকায় মাসজিদুল-আকসার সম্মান ভূলুষ্ঠিত হচ্ছে। মাসজিদুল-আকসার এমন করুণ পরিণতি তারা সহ্য করতে পারলেন না। খলীফা 'উমার ইবনু-খান্তাবের আমলে তারা রোমানদের অপবিত্র হাত থেকে উদ্ধার করে মাসজুদুল-আকসার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দেন। দীর্ঘদিন অমুসলিমদের কালো থাবার আঘাত সহ্য করতে হয়নি মাসজিদুল-আকসাকে। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ক্রুসেডাররা, রাসূলুল্লাহর হিজরাতের পাঁচ শতাব্দী পর মাসজিদুল-আকসার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। প্রায় এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করে মাসজিদের ক্ষয়-ক্ষতি করে। এবারও মুসলিমরা জেগে উঠলেন গাফিলতির ঘুম ভেঙে; তারা মহান বীর সালাহউদ্দীন আল-আইয়ুবির নেতৃত্বে মাসজিদুল-আকসাকে কুসেডার-দখল মুক্ত করেন। যে মাসজিদুল-আকসার এমন সম্মান, মুসলিমরা যার অপমানকে সহ্য করতে পারত না, সে-ই মাসজিদটিই কিনা আজ দখলবাজ সম্ভাসী ইহুদিদের জ্বরদখলে। মাসজিদুল-আকসার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার উপায়ই বা কী?

উপায় একটাই। জিহাদ করা। আল্লাহর পথে, আল্লাহর জন্য জিহাদ করা: সাহাবিদের দেখানো পথেই জিহাদ করা। একমাত্র এ পথেই উদ্ধার করা সম্ভব মাসজিদুল-আকসাকে ইছদিদের কবল থেকে।





সাহাবিদের মাদীনায় হিজরাত এবং তার প্রেক্ষাপট

বিভিন্ন গোত্রের সাহায্য কামনা

তায়িফ থেকে ফিরে এসে রাসূল শ্রু আবার নেমে পড়লেন দা ওয়াতি কাজে। আরবের বিভিন্ন উৎসবের সময়ে গোত্রগুলোর কাছে তিনি ইসলামের দা ওয়াত নিয়ে যান। তাদের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তাদের কাছে দীনের জন্য তিনি আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করেন। তাদের নিকট আশ্লাহর বাণী পড়ে শোনান। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও হাজ্জের মৌসুমকে, যখন লোক সমাগম সবচেয়ে বেশি থাকে, রাসূল শ্রু তাঁর দা ওয়াতের উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নেন। দা ওয়াত দেওয়ার এটাও একটা সৃক্ষ্ম কৌশল। এ সময় রাসূল্লাহর সঙ্গে সাহাবি আবু বাক্র আস-সিদ্দীক থাকতেন। তাকে সঙ্গে রাখার একটা কারণ ছিল, তিনি আরবদের বংশধারা ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে ছিলেন সম্যক অবহিত। তাদের দুজনের উদ্দেশ্য অভিজাত আত্মর্মাধাদাশীল ও শক্তিশালী গোত্র খুঁজে বের করা। আর আবু বাক্র ক্র গোত্রগুলোর অবস্থা পর্থ করছিলেন। তিনি বুঝতে চাচ্ছিলেন, তাদের সংখ্যা কতং মনের জোর ও নৈতিক দৃঢ়তা কেমনং যুদ্ধ-বিগ্রহই বা কীভাবে চলে তোমাদের মধ্যেং রাসূল শ্রু তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলা কিংবা তাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করার পূর্বেই আবু বাক্র ক্র তাদেরকে এ প্রশ্নগুলো করতেন।

মাকরীয়ি বলেন, "এরপর রাস্লুল্লাহ বিভিন্ন মৌসুমে গোত্রগুলোর সামনে গিয়ে হাজির হন। তাদেরকে আহ্বান করেন ইসলামের দিকে। বানু 'আমির, গাস্সান, বানু ফিযারা, বানু মুর্রা, বানু হানীফা, বানু সালীম, বানু 'আবাস, বানু নাস্র, সা'লাবা ইবনু 'উকাবা, কিনদা, কাল্ব, বানু হারিস ইবনু কা'ব, বানু 'উযরা, কইস ইবনু খতীম, আবুল-যুস্র আনাস ইবনু আবু রাফি'—এতগুলো গোত্রের কাছে নবিজি ইসলামের বাণীর আহ্বান নিয়ে ছুটে যান।"

রাসূল 🗯 যে যে গোত্রের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের প্রতিটি গোত্রের আলাদা আলাদা ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখেছেন ঐতিহাসিক ওয়াকিদি। অবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রাসূল 🕸 তাঁর বিভিন্ন গোত্রের

এখানেই শেষ নয়, বরং নবিজিকে আরও বহুবিধ কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়।

ইমাম বুখারি তাঁর ইতিহাসে এবং তবারানি কাবীর নামক বইয়ে সাহাবি মুদরিক

ইবনু মুনীব এ তিনি তার বাবা থেকে, তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে,

জাহিলি যুগে আমি একবার রাসূলুল্লাহকে দেখেছি তিনি লোকদেরকে এ কথা বলছেন,

"হে লোকসকল, 'তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো তা হলে সফলকাম হবে।"

এ কথা শোনার পর লোকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাসূল্লাহর মুখে থুতৃ
ছিটায়, কেউবা তাঁর গায়ে ধুলা নিক্ষেপ করে। আবার কেউ কেউ তাঁকে গালমন্দ
করে। এভাবে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়। এ অবস্থা দেখে নবিজির একজন মেয়ে
কিছু পানি নিয়ে দৌড়ে এল। তাঁর চেহারা ও দুহাত ধুয়ে দিল। রাস্ল ৠ বললেন,
"হে আমার কন্যা, তোমার বাবাকে কেউ কেউ কাবু করে ফেলবে কিংবা তাঁকে
অপমানিত করবে তা নিয়ে তুমি ভয় করো না।"

আমি জিঞ্জেস করলাম ইনি (মেয়েটি) কে ছিলেন? উপস্থিত লোকেরা বললেন, "তিনি হলেন রাসূলুল্লাহর কন্যা যাইনাব; তিনি ছিলেন একজন দীপ্তিমান কন্যা।"

আবু জাহ্ল ও আবু লাহাব, তাদের দুজনের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক, হাটে-বাজারে, বিভিন্ন মৌসুমে, তারা একের পর এক রাস্লুলাহকে নানাভাবে কষ্ট দিত। রাস্ল 🕸 এ দুজন কাফির থেকে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছেন। উপরস্থ যাদেরকে দীনের দা'ওয়াত দিয়েছেন তাদের পক্ষ থেকেও তিনি কম অত্যাচার সহ্য করেননি।

বিভিন্ন গোত্রকে দীনের পথে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় আবু জাহ্লসহ মুশরিকদের চক্রান্ত মোকাবিলায় রাসুলুল্লাহর পদ্ধতি

 গোরগুলোর সঙ্গে রাতের বেলায় দেখা করা: এ গোরগুলোকে দা'ওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে রাস্ল * চূড়ান্ত গোপনীয়তার আশ্রয় নেন; তাদেরকে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft দা ওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগাতেন। যাতে মৃশরিকরা তাঁর এ দা ওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। রাসূল্লাহর এমন সৃক্ষ্ম পরিকল্পনা বিরুদ্ধ শক্তির প্রোপাগাভা নিষ্ক্রিয় করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। রাসূল ঋ প্রতিটি গোত্রের কাছে এভাবেই দীনের দা ওয়াত বয়ে বেড়ান। তাঁর এমন কৌশল যে সফল তার প্রমাণ, মাদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ। তাদের সঙ্গে রাসূল ঋ রাতের বেলায় দেখা করেন। তাদের সঙ্গে রাতের বেলাতেই প্রথম ও দ্বিতীয় 'আকাবার বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়।

- বাড়ি বাড়ি গিয়ে দা'ওয়াত: রাস্ল ※ কাল্ব, বানু হানীফা ও বানু 'আমির গোত্রের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দীনের পথে তাদেরকে আহ্বান করেন। এ পদ্ধতিতে তিনি সহজেই তাঁর কুরাইশদের পিছু নেওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। এতে করে তিনি তাদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত দীনের কথা বলতে পারেন; কুরাইশরা কোনোরূপ গোলযোগ বাধাতে পারেনি, হাজির হতে পারেনি তাদের কুৎসিত চেহারা নিয়ে।
- সাহায্যকারী সাহচর্য: গোত্রগুলোর কাছে দা'ওয়াতের এ অভিযানে আবু বাক্র ও 'আলি ্রু. রাস্লুল্লাহকে সঙ্গ দেন। একে তো তাদের এ সাহচর্য দীনি দা'ওয়াতের সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। উপরস্ত তাদের সাহচর্যের কারণে কেউ ভাবতে পারেনি যে, দা'ওয়াতের কাজে আত্মীয়-স্বজন রাস্লুল্লাহর কোনো সঙ্গী-সাথি নেই, তিনি একাই। তা ছাড়া আরবদের বংশধারা সম্পর্কে আবু বাক্র রু ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ; গোত্রগুলোর বংশধারা সম্পর্কে জানতে বাক্রের এ জ্ঞানটা খুবই কাজে দেয়। দীনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে এমন লোকদের খুঁজে বের করতে এ বিদ্যা বেশ সাহায়্য করে।

অবশ্যই বাতিলের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো যোগ্য হতে হবে। জাগতিক সব ধরনের প্রস্তুতি তার থাকা চাই। শত্রুর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়ার মতো হিম্মত থাকার পাশাপাশি সময়োপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের জোগানও থাকতে হবে। যাতে দীনের শত্রুদের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া যায়। ইসলামকে, ইসলামের অনুসারীদেরকে শত্রুদের নখরথাবা থেকে রক্ষা করা যায়।

বানু 'আমিরের সঙ্গে সংলাপ

রাসূল * সবার আগে বানু 'আমিরের সঙ্গে আলোচনা করলেন, দীনের দা'ওয়াত দিলেন। রাসূল * ও আবু বাক্র ক্র বানু 'আমির সম্পর্কে বিস্তর খোঁজখবর নিয়ে, আনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বানু 'আমির সাহসী ও যোদ্ধা একটা গোত্র। বিরাটসংখ্যক লোক রয়েছে এ গোত্রের। সারা আরবের হাতে গোনা পাঁচটি গোত্রের মধ্যে বানু 'আমিরও একটা যারা তৎকালীন পারস্য কিংবা রোমান কোনো শাসকের তাঁবেদারি স্বীকার করেনি। বানু 'আমিরকে কুরাইশ ও খুযা'আ গোত্রের সঙ্গেই কেবল তুলনা করা চলে। রাসূল * আরও জানতেন যে, বানু 'আমির ও সাকীফ গোত্রের মধ্যে পুরোনো একটা শক্রতা রয়েছে। রাসূল * তায়িফে যখন দীনের আহ্বান নিয়ে যান তখন সাকীফ গোত্র তাঁকে ভেতর থেকে বাধা দেয়। সূতরাং এখন তিনি তাদের কাছে দীনের দা'ওয়াত পৌঁছানোর জন্য বাইর থেকে চেষ্টা করবেন না। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেনই বা তিনি বানু 'আমির ইবনু স্পর্শআহ গোত্রকে কাজে লাগাবেন না। তবে এটা তখনই সম্ভব হবে যখন তিনি বানু 'আমিরের সঙ্গে একটা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন। তা না হলে সাকীফ গোত্রের অবস্থান ভবিষ্যতে খুবই ভয়ংকর হয়ে উঠবে।

সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেন, রাসূল ছ যখন বানু 'আমির ইবনু স'স'আহ গোত্রের কাছে আসেন তখন প্রথমে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। এরপর তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য বসেন। বাইহারা ইবনু ফারাস নামের একজন লোক নবিজিকে বলল, "আল্লাহর কসম। কুরাইশের এ যুবকের (রাসূল 11) কথা যদি আমি মেনে নিই, তা হলে আরববাসী তা জেনে যাবে।"

এরপর লোকটা রাস্লুল্লাহকে আরও বলল, "আচ্ছা বলুন তো, আমরা যদি আপনার ধর্ম মেনে নিয়ে আপনার বাই'আত নিই, এরপর আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয় দান করেন, তখন কি আপনার পরে (মৃত্যুর পর) রাজত্বের বিষয়টি আমাদের হাতে আসবে?" রাসূল अ বললেন, "রাজত্বের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছে ন্যস্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।"

লোকটি বলল, "আপনার জন্য আরবদের বিরুদ্ধে আমাদের জীবন বাজি রাখব আমরা, অথচ আপনি বিজয়ী হলে (আপনার মৃত্যুর পর) রাজত্ব আমাদের না-হয়ে হবে অন্যদের জন্যং আপনার দীন মানার আমাদের কোনো দরকার নেই।"

তারা রাসূলুল্লাহর কথা মানতে অস্বীকার করে। 🐃

বানু শাইবান গোত্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

সাহাবি 'আলি ইবনু আবু তালিবের বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর নবিকে বিভিন্ন গোত্রের কাছে দীনের দা'ওয়াত নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন, তখন আল্লাহর আদেশ মেনে নবিজির বিভিন্ন গোত্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। "সঙ্গে আমিও ছিলাম...", 'আলি 🚳 বলতে বলতে এ পর্যন্ত বলেন যে, "এরপর আমরা আরেকটা বৈঠকের দিকে এগিয়ে গেলাম। বৈঠকে কোনো হট্টগোল ছিল না। আবু বাক্র 🚓 সেদিকে এগিয়ে গেলেন। সালাম দিয়ে তাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কোন গোত্র?" তারা বলল, "শাইবান ইবনু সালোবা।" আবু বাক্র 🚓 রাসূলুল্লাহর দিকে ফিরে বললেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এ লোকগুলো সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত।" মাফরুক নামে এদের মধ্যে একজন লোক আছে, কথায় ও সৌন্দর্যে সে সর্বোত্তম। দেখা যাচ্ছিল চুলের দুটি বেণী কাঁধের ওপর দিয়ে নেমে তার বুকের ওপর গিয়ে ঝুলছে। আবু বাক্র সিদ্দীকের খুব কাছেই বসে ছিল লোকগুলো। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমাদের লোকবল কতং" মাফরাক জানাল, "আমরা হাজারের ওপর হব; হাজারের বেশি বই কম হব না; আর হাজার সৈন্যের বাহিনী কখনো সংখ্যাস্বল্পতার কারণে হারে না।" আবু বাক্র 🚓 বললেন, "সামরিক শক্তিতে তোমরা কেমন?" মাফরুক বলল, "আমরা যখন শক্রর মুখোমুখি হই তখনই সবচেয়ে বেশি ক্রোধান্বিত হই। আর আমরা যখন ক্রধান্বিত হই তথন ভয়ংকর রণমূর্তি ধারণ করি। তবে সাহায্য তো কেবল আল্লাহর পক্ষে থেকেই আসে; কখনো আমরা বিজয়ী হই তো কখনো অন্যরা। সম্ভবত আপনি কুরাইশের লোক? আবু বাক্র 🚎 বললেন, যদি তোমাদের কাছে এ খবর পৌঁছে থাকে যে, একজন রাসূলের আগমন ঘটেছে, তা হলে এই যে ইনিই সে রাসূল।" মাফরক রাস্লুল্লাহর দিকে ফিরে বলল, "হে কুরাইশি ভাই, আপনি কীসের দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছেন?" রাসূল 🕸 বললেন, আমি তোমাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করছি যে "আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft নেই, তিনি একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাস্ল। আরও আহ্বান জানাচ্ছি আমাকে আশ্রয় ও সাহায্য প্রদানের জন্য। কারণ, কুরাইশরা আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে এবং তাঁর রাস্লকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সত্যকে ছেড়ে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি চির প্রশংসিত।" রাস্লুল্লাহর কথা শুনে মাফরাক বলল, "হে কুরাইশি ভাই, আর কীসের দিকে আপনি আহ্বান করে থাকেন। আল্লাহর কসম, এ কথার থেকে সুন্দর কথা আমি আর শুনিনি।" । তখন রাস্লু ঋ এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন; আল্লাহ বলেন,

"বলো, 'এদিকে এসো, তোমাদের রব তোমাদের জনা যা নিষিশ্ব
করেছেন, আমি তা পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা তার সঞ্জো
কোনোকিছু শরিক করবে না। এছাড়া পিতামাতার সঞ্জো সদ্বাবহার
করবে। দারিদ্রোর ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।'
তোমাদেরকে ও তাদেরকে আমিই জীবিকা দান করি। প্রকাশ্যে হোক
কিংবা গোপনে হোক অপ্পাল কাজের কাছেও যাবে না। ন্যায়সংগত
কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা করবে না, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন।
তিনি তোমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বৃঝতে
পারো।"

[সূরা আন আম, ৬:১৫১]

নবিজির মুখ থেকে ক্রাআনের এ তিলাওয়াত শুনে উচ্ছুসিত হয়ে মাফরক বলল, "আল্লাহর কসম, আপনি তো উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি ও ভালো কাজের দিকেই আহ্বান করেছেন। অথচ আপনার জাতি কিনা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করছে। এরপর মাফরক নবিজির উত্থাপিত বিষয়টিকে হানি ইবনু কুবাইসার কাছে তুলে ধরল। এবং বলল, এর নাম হানি; আমাদের সর্দার। আমাদের ধর্মগুরু। হানি বললেন, "হে কুরাইশি ভাই, আপনার বক্তব্য আমি শুনেছি। তবে আমি মনে করি এক বৈঠকেই আমাদের ধর্ম ছেড়ে আপনার দীন গ্রহণ করে নেওয়াটা বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় নয়। এতে কোনো বিষয় মূল্যায়নে অদূরদর্শিতা, আর পরিণতির ব্যাপারে উদাসীনতা প্রমাণিত হয়। আর তাড়াছড়া তো পতনেরই লক্ষণ। এরপর তিনি মুসালা ইবনু হারিসাকে আলোচনায় অংশ নেয়তে চাইলেন। বললেন, "ইনি মুসালা; আমাদের নেতা। আমাদের সমর-বিশেষজ্ঞ।"

মুসান্না (যিনি পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন) রাস্লুলাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে কুরাইশি ভাই, আমিও আপনার বক্তব্য শুনলাম। আমাদের দীন ছেড়ে আপনার দীন অনুসরণের ব্যাপারে আমার আলাদা করে বলার কিছু নেই; হানি যা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বলেছে একই বক্তব্য আমারও। তবে আমরা দুটো 'সরাই'র (ফাঁদের) মধ্যে পড়ে গেছি; এর একটা ইয়ামামা, অন্যটা সুমামাহ। রাস্ল ★ তার কাছে জানতে চান, "সরাই (ফাঁদ) দুটো কী জিনিস?"

তিনি বলেন, "পারস্যের নদ-নদী ও আরবদের পানি।"

শিক্ষা ও উপদেশ

রাসূল 🔹 গোত্রগুলোর কাছে সাহায্য পাওয়ার যে আশা নিয়ে গিয়েছিলেন তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচে এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

- রাস্ল য় নবি হওয়ার পরপরই কিছ মায়ার বাইরে কোনো গোত্রের কাছে
 সাহায়্যের জন্য ছুটে য়াননি। তিনি তখনই তাদের কাছে সাহায়্য পাওয়ার
 আশা নিয়ে য়ান, য়খন তাঁর ওপর নিয়্যাতনের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল
 বহগুণে; চাচা আবু তালিব—য়িনি কুরাইশদের নিয়্যাতনের হাত ভাতিজাকে
 সর্বোতভাবে রক্ষা করতেন—মারা য়াওয়ার পর। রাস্লুয়াহর জরুরি
 সাহায়্যের প্রয়োজন হওয়ার কারণ হলো, তিনি এমন বৈরী পরিবেশে
 কার্যকরভাবে দা'ওয়াত দিতে পারছিলেন না। আর এ কারণে রাস্ল
 য়িনর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসবে এমন কাউকে খুব বেশি
 পাচ্ছিলেন না।
- আল্লাহর আদেশেই তিনি গোত্রগুলোর কাছে সাহায্যের আশা নিয়ে ছুটে যান। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, রাসৃল এ কেবল পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিজে থেকেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। বরং তাঁর রবই তাঁকে এ কাজে আদেশ করেন।
- সাহায্যের জন্য রাসৃল

 দেননি। বরং বেছে বেছে তিনি গোত্রের নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছেই সাহায্য চান: যাদেরকে জনসাধারণ মান্য করে। নেতৃস্থানীয়দের এমন গুণ থাকার কারণেই রাসৃল

 তাদের আহ্বান জানান এ দীনকে সাহায্য করতে, সুরক্ষা দিতে। কারণ, দীন ও তার অনুসারীদেরকে শক্রদের হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়ার মানবীয় যতটুকু করণীয় তা করার ক্ষমতা এরাই রাখে।
- দীনকে সাহায্য করার বিনিময় চেয়ে নবিজ্ঞির কাছে গোত্রনেতারা ক্ষমতা ও

 মসনদের ভাগীদার করার আবদার জানালে নবি মুহাম্মাদ

 তা সরাসরি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft প্রত্যাখ্যান করেন। কেনই বা করবেন না। এমন তো নয় যে দীন ইসলাম নবিজির পৈতৃক সম্পত্তি, মারা যাওয়ার পর সেটা সবার মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা হবে। বরং এ আহ্বান তো আল্লাহর পথে আহ্বান। সূতরাং যে ব্যক্তি সে ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে এবং দীনকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি নেবে তার জন্য প্রধান শর্তই হলো—তার এ কাজ হওয়া চাই প্রেফ আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ এবং তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে। শুধু আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে ও তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে কাজ করা এমন দুটো গুণ যা দীনের জন্য কৃত প্রতিটি কাজের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

- w ক্ষমতা ও মসনদ পাওয়ার আকাঞ্জা যাতে দীনকে সাহায্য করার পেছনের কোনো উদ্দেশ্য না-হয়। কারণ, মানুষের সামনে যখন কোনো উদ্দেশ্য, কোনো লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হয় তখন, তার স্বভাবই এমন যে, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে, সেটাকে অর্জন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে সে। তাই দীনের কাজে সাহায্য করার সময় ক্ষমতার মসনদ লাভ কিংবা কোনো বৈষয়িক প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্য করা যাবে না। তাই আল্লাহর পথের দান্দিদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মানুষকে দীনের পথে ডাকার অর্থই হলো আল্লাহর পথে তাদেরকে ডাকা। আর ক্ষমতা আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা দান করেন। দা'ওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্যই হতে হবে আল্লাহর সম্বৃষ্টি লাভ। এই উদ্দেশ্যেই দীনের পতাকে উড্ডীন করার সংকল্পে এর জন্য দিনরাত কাজ করতে হবে। চেষ্টা-সাধ্য চালাতে হবে। দীনের পথে মানুষকে আহ্বান করার এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ তা যদি কেবল ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যপানেই ছোটে তা হলে বুঝতে এটা ভয়ংকর কিছুর ইঙ্গিত; এমন দাঞ্চির নিয়্যাত ঠিক থাকতে পারে না। এজন্যই ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয আর-রাযি বলেন, "যার কাজের মধ্যে নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছার গন্ধ পাওয়া যায়, সে কখনও সফল হতে পারে না।"।603)
 - রাসূল
 বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের কাছে ইসলামি দা'ওয়াতের জন্য
 যে সাহায্য চেয়েছিলেন তা ছিল নিরক্ষুশ; দীনের দা'ওয়াত থেকে মৃক্ত
 হয়ে, দীনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কোনো ক্ষমতার আদান-প্রদানযুক্ত
 এমন কোনো চুক্তির কাছে দীনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কোনো সাহায্যের
 আবেদন করেননি। শর্তযুক্ত প্রতিরক্ষা কিংবা আংশিক প্রতিরক্ষা দ্বারা

কখনে কোনোভাবেই দীন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। তাই এ দীনের সাহায্য কেবল তারাই দিতে সক্ষম হবে যারা সকল দিক থেকে নিঃশর্তে এই দীনকে সুরক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন। এ কারণে বানু শাইবান অপারগতা জানিয়েছিল। যদি পারস্য সাম্রাজ্য রাস্ল & ও তাঁর সাহাবিদের ওপর যখন আক্রমণ করতে চাইত তা হলে বানু শাইবান গোত্র কখনোই রাস্লুলাহকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত না।

- "আল্লাহর দীনের সাহায্য তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে যখন সর্বদিক থেকে দীনকে সাহায্য করা হবে।" মুসাল্লা ইবনু হারিসাহ রাস্লুলাহর কাছে যখন পারস্য সাম্রাজ্য থেকে রক্ষা না করে কেবল আরবের দিক থেকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা ব্যক্ত করল তখন এমনটাই ছিল রাস্লুলাহর জবাব।
- ত উদারতা, চারিত্রিক সুষমা ও পৌরুষত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল বানু শাইবান গোত্রের নেতারা; তারা রাসূলুল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে কথা বলে। সাহায্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে। প্রতিরক্ষার বিষয়ে তাদের সামর্থ্য ও দুর্বলতাও তারা গোছালোভাবে উপস্থাপন করে।

বানু শাইবানের অন্তর ইসলামের আলোয় আলোকিত করার পর, দশ কিংবা তারও অধিক বছর পর, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সামাজ্যের মোকাবিলা করার শক্তি সামর্থ্য দান করেন তাদেরকে। গোত্রটির সমর-নায়ক, দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা মুসান্না ইবনু হারিসাহ, খলীফা আবু বাক্র আস-সিদ্দীকের শাসনামলে, পারস্য সামাজ্যের বিরুদ্ধে ইরাক বিজয়ে নেতৃত্ব দেন। তিনি ও তার জাতি, তাদের ইসলাম গ্রহণের পর, পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম কাতারে ছিলেন। অথচ অবাক করার মতো বষয় হলো, এরাই কিন্তু, জাহিলি যুগে, পারস্যদেরকে যমের মতো ভয় করত। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা তারা তো ভূলেও ভাবত না। এমনকি রাসূল 🗱 যখন তাদের কাছে দীনের দা'ওয়াত নিয়ে এলেন, দীনকে সাহায্য করার কথা বললেন, তখন পারস্য সামাজ্যের ভয়েই তারা রাসূলুল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তাদের আশা যদি মুসলিমরা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়েও পড়ে তবুও তারা পারস্যের আশ্রয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটবে তারা কখনো চিন্তাও করতে পারেনি।

রউফুর-রহীম

এ থেকে আমরা ইসলামের মাহাদ্ম্য, মানব মনে এর প্রভাবের গভীরতা অনুধাবন করতে পারি। আল্লাহ তাঁর দীনের মাধ্যমেই দুনিয়ার বুকে মুসলিমদের মাথা উঁচু করেছেন; তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছেন নেতৃত্বভার। তাঁর সৃষ্টি এ পৃথিবীকে তাঁরই নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার ভার তিনি মুসলিমদের হাতে তুলে দেন। শুধু দীনের জন্য তাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিপরীতে এটা তাদের দুনিয়ার প্রাপ্তি। আর পরকালে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে চিরস্থায়ী আবাস নেয়ামাতে ভরা জালাত।

কল্যাণের মিছিল ও আলোর অগ্রণীদল

সাহাবি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-আনসারি 🦛 বলেন, "রাসূল 🐲 (নুবৃওয়াত লাভের পর) মাক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন; মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে দীনের দা'ওয়াত দিয়েছেন। 'উকায ও মাজান্নার মেলায় লোকদের সামনে নিয়ে কথা বলেছেন। হাজ্জের মৌসুমে মিনায় উপস্থিত হাজিদেরকে আল্লাহর পথে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কে আছ আমাকে আশ্রয় দেবে? কে আছ আমাকে সাহায্য করবে? যাতে আমি আমার রবের রিসালাত পৌঁছাতে পারি। (বিনিময়ে) তার জন্য রয়েছে জান্নাত।" এমনকি ইয়েমেন কিংবা মিশর থেকে কোনো লোক মাক্কায় এলে তার কাছেও রাসূল 🕸 এমন উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু রাসূল 🐞 কাউকে দা'ওয়াত দিয়ে আসার পরই তার জাতির লোকেরা তার কাছে গিয়ে বলত, কুরাইশের লোকটি (মুহাম্মাদ 🕸) থেকে সাবধান থেকো; সে যেন তোমাকে বিপদে ফেলতে না পারে। আবার রাসূল 🗯 যখন লোকদের মাঝে থাকতেন তখন তারা তাঁর দিকে আঙুল তুলে বিভিন্ন (বিদ্রুপাত্মক) ইশারা করত। এভাবেই চলছিল দশটি বছর। এমন সময় আল্লাহ ইয়াসরিব (মাদীনা) থেকে আমাদেরকে তাঁর নিকট পাঠান। আমরা তাঁকে আশ্রয় দিই এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করি। আমাদের থেকে এক একজন লোক রাসূলুল্লাহর ওপর ঈমান আনতে থাকে। আর রাসূল 🛳 তাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান। ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যেত। আর তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিবারও ইসলাম গ্রহণ করত। এমনকি আনসারদের এমন একটা ঘর খুঁজে পাওয়াও কষ্টকর ছিল যেখানে মুসলিমদের একটা দল তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেনি। 🐃 ।

হাজ্জ-'উমরার মৌসুমে আনসারদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ

রাসূলুদ্রাহর দা'ওয়াত দেওয়ার একটা কৌশল ছিল, মাক্কার বাইরে থেকে আরবদের কেউ যখন মাক্কায় আসত, তার নামধাম, বংশ-মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় জানার আগেই Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তাকে তিনি আল্লাহর পথে আহ্বান করতেন। তার সামনে পেশ করতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত সত্য। এমনই একদিনের ঘটনা। 'আম্র ইবনু 'আওকের বংশের ভাই সুওয়াইদ ইবনু সামিত মাক্কায় এলেন হাজ্জ ও 'উমরা পালন করতে। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, কবিত্ব, সামাজিক মর্যাদা ও বংশকৌলিন্যের জন্য তিনি তার জাতির কাছে আল-কামিল তথা সব্যসাচী হিসেবে সুবিদিত ছিলেন। তার মাক্কায় আসার খবর পেয়ে রাসূল ঋ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তখন সুওয়াইদ রাসূলুল্লাহকে বললেন, "সম্ভবত আপনার কাছে যা আছে অনুরূপ কিছু আমার কাছেও আছে।"

নবি মুহাম্মাদ 🞕 জানতে চান, "তোমার কাছে কী আছে?"

তিনি বললেন, "লুকমানের প্রজ্ঞা।"

নবিজি তাকে বললেন, "আমার সামনে তা পেশ করো তো।" সুওয়াইদ তা পেশ করলে নবিজি বললেন, "নিঃসন্দেহ এগুলো সুন্দর কথা। কিন্তু আমার সঙ্গে যা আছে তা এটা থেকেও উত্তম। (আর তা হলো) কুরআন; আল্লাহ আমার ওপর এটা নাথিল করেছেন। এটা পথনির্দেশিকা ও আলোকবর্তিকা।"

এরপর রাস্ল ∰ তাঁর সামনে কুরআন তিলাওয়াত করেন। তাকে ইসলামের পথে আহ্বান করেন। রাস্লুলাহর মুখ থেকে কুরআন তিলাওয়াত এবং দীনের পথে তাঁর আহ্বান শুনে সুওয়াইদ বলল, "এ কথাগুলো খুবই সুন্দর।"—এটা বলে তিনি চলে গেলেন।

এরপর মাদীনায় তার জাতির কাছে ফিরে আসেন। কিছুদিন পর তাকে খাযরাজ গোত্র হত্যা করে। তখন তার জাতির একদল লোক বলাবলি করতে লাগল, আমরা দেখেছি তিনি মুসলিম অবস্থাতেই নিহত হন। তিনি মূলত আউস ও খাযরাজ গোত্র দুটির মধ্যকার বিখ্যাত বু'আস যুদ্ধের দিনেই নিহত হন। যাহোক, তবে সুওয়াইদ তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলেছেন এমন কোনো শক্ত দলিল-প্রমাণ মেলে না।

যখন আবুল হাইসার ইবনু রাফি বানু 'আবদুল-আশহাল গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে মাক্কায় এল তখন তাদের সঙ্গে ইয়াস ইবনু মু'আযও ছিল। খাযরাজ গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে তারা কুরাইশদের সঙ্গে মিত্রতার আবেদন নিয়ে আসে। রাসুল ঋ মাক্কায় তাদের আগমনের খবর পেলেন। তিনি তাদের এসে তাদের বৈঠকে গিয়ে বসলেন। বললেন, "তোমরা যে জন্য এসেছ তার কি কোনো কুল-কিনারা হলো?" তারা বলল, আপনি জানতে চাচ্ছেন কেন? তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাঁর প্রেরিত রাসূল। আমি তাদেরকে এক আল্লাহর 'ইবাদাতের দিকে ডাকি।

বলি, তারা যেন তার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করে। আর তিনি আমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন।"

এরপর তিনি তাদের কাছে ইসলামের আলোচনা তুলে ধরেন। তিলাওয়াত করে শোনান কুরআন থেকে। তখন তরুণ ইয়াস ইবনু মু'আয় বলে, আল্লাহর কসম, তোমরা যে জন্য এসেছ তার থেকে এটা বহুগুণে উত্তম। এ কথা গুনে আবুল হাইসার একমুঠো বালু নিয়ে ইয়াস ইবনু মু'আয়ের মুখে ছুড়ে মারল। বলল, আমাদের বিষয় নিয়ে আমাদেরকে থাকতে দাও। আমার জীবনের কসম, আমরা এটার জন্য আসেনি। ইয়াস চুপ করে গেল। রাসূল ঋ তাদের বৈঠক ছেড়ে উঠে আসেন। এ দলটিও মাদীনায় চলে গেল। আউস ও খাযরাজের বু'আস যুদ্ধের কিছুদিনের মধ্যে ইয়াস ইবনু মু'আয় মারা যান। মৃত্যুর সময় উপস্থিত তাঁর জাতির লোকদের কাছ থেকে বর্ণিত যে, তিনি লা ইলাহ ইলাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, আল-হামদুলিল্লাহ এবং সুবহান আল্লাহ বলতে বলতে মারা যান। তিনি যে মুসলিম হিসেবে মারা গেছেন এ ব্যাপারে তাদের কারো কোনো সংশয় নেই। রাস্লুল্লাহর সঙ্গে মান্ধার ওই বৈঠকেই তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাসূল ৠ যা যা বলেছেন, তিনি তা খুবই মনোযোগ দিয়ে গুনেছিলেন।

আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা

আনসারদের ইসলাম গ্রহণের ফলপ্রসূ সূচনাটা হয়েছিল হাজ্জের মৌসুমে মিনার নিকট 'আকাবা নামক স্থানে। মাদীনার খাযরাজ গোত্রের একটা দল হাজ্জের মৌসুমে মাক্কায় এলে রাসূল 🕸 তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কে?"

তারা বলল, "খাযরাজ গোত্রের একদল লোক।"

তিনি বললেন, "ইহুদিদের মিত্র তোমরা?"

তারা বলল, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলব, তোমরা কি বসবে?"

তারা বলল, অবশ্যই। তারা নবিজ্ঞির সঙ্গে বসে পড়ল। নবি মুহাম্মাদ 🐞 তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান।

তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগল, "আল্লাহর কসম, ইনি তো সেই নবি, তোমাদের কাছে ইহুদিরা যার ব্যাপারে ওয়াদা করেছিল। তাঁর নৈকটা অর্জনের ক্ষেত্রে ইহুদিরা যেন তোমাদের চেয়ে অপ্রণী না হতে পারে। তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দাও। তোমরা তাঁকে সত্য বলে স্বীকৃতি দাও। তিনি তোমাদের সামনে যা উপস্থাপন করেছেন সেগুলো মেনে নাও।" তারা রাস্লুলাহকে আউস ও খাজরাজের দীর্ঘদিনের শক্রতার বাপিরিটি তুলৈ ধরে বলে, আমরা আমাদের জাতিকৈ রেখে এসেছি পরস্পর শক্রতার লিপ্ত: হয়তো আলাহ তা আলা তাদেরকে আপনার মাধ্যমে একত্র করবেন। এরপর আমরা তাদেরকে কাছে যাব। তাদেরকে আপনার দীনের দিকে আহ্বান করব এবং আমরা যে গ্রহণ করে নিয়েছি তাও জানাব। এরপর তারা রাস্লুলাহর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যান। তারা সবাই ঈমান এনেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এদের সংখ্যা ছিল ৬ জন। এরা হলেন: আবু উমামা আর্স আদ ইবনু যুরারাহ, 'আওফ ইবনু হারিস, নাজ্জার গোত্তের একজন, রাফি ইবনু মালিক, কুতবা ইবনু 'আমির, 'উকবা ইবনু 'আমির ও জাবির ইবনু 'আবদুলাহ ইবনু রি'আব প্রমুখ।

মাদীনায় নিজ জাতির মাঝে ফিরে এসে অন্যদের কাছে তারা রাসূলুল্লাহর কথা তুললেন। তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। এভাবে একসময় খবরটা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আনসারদের এমন একটা ঘরও বাকি ছিল না যেখানে নবিজির আলোচনা হয়নি।

আনসারদের এ দলটি ছিল কল্যাণের প্রথম মিছিল। এরা শুধু ইসলাম গ্রহণই করেননি, বরং নিজ জাতিকে ইসলামের পথে আহ্বান করার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করে যান। তাদের প্রত্যেকেই দীনের জন্য, রাসূলুয়াহর জন্য তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেন। মাদীনায় ফিরে গিয়ে তারা গাফলতির ঘুমে তলিয়ে যাননি। বরং মানুষকে আয়াহর পথে ডাকার কাজে নেমে পড়েন সঙ্গে সঙ্গেই। পরিবার-পরিজন ও আয়ীয়য়জনের কাছে তুলে ধরেন ইসলামের সুন্দর শিক্ষাগুলো। দেখিয়ে দেন আলোর পথের দিশা। মাদীনার একটা ঘরও বাকি ছিল না যেখানে নবিজিকে নিয়ে, তাঁর শিক্ষা নিয়ে আলোচনা চলত না।

এখানে একটা বিষয় অবশ্যই লক্ষ করার মতো যে, 'আকাবাতে রাস্লুলাহর আনসারদের যে সাক্ষাংটি হয়েছে তারা ছিল মূলত খাযরাজ গোত্রের ছোট একটা দল। তারা রাস্লুলাহর সাথে দেখা করে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এর মধ্যে প্রায়োগিক অর্থে বাই'আত বলতে যা বোঝায় এমন কিছুই ঘটেনি। কারণ, দলটির লোকবল ছিল নেহাতই কম। তারা মাদীনায় ফিরে গোত্রের সবার সঙ্গে আলোচনা না করে, কোনো ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উপযুক্ত মনে করেননি। তবে সন্দেহ নেই যে, ইসলামের বাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে তারা একনিষ্ঠ ছিলেন।

প্রথম বাই'আতুল-'আকাবা

মিনার সন্নিকটে 'আকাবায় রাস্লুলাহর সঙ্গে ইয়াসরিববাসীদের বৈঠকের এক বছর পর আনসারদের আরেকটা দল মাক্কায় আসে। হাজ্জ পালন করতে এসে তাদের Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ১২ জনের একটা দল রাস্লুলাহর সঙ্গে আকাবায় দেখা করেন। তারা নবিজির হাতে প্রথম 'আকাবার বাই'আত গ্রহণ করেন। তবে ১২ জনের ১০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের, ২ জন আউস গোত্রের। সংখ্যাটা দেখে আন্দাজ করা যায় যে, গত বছর খাযরাজের যে দলটি মাকায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা মাদীনায় ফিরে গিয়ে নিজ গোত্রের মাঝে দা'ওয়াতের কাজ করেছেন। তবে একই সঙ্গে তারা প্রতিবেশী আউস গোত্রকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। ইসলামের পতাকা তলে চির বিবদমান গোত্র দুটির একত্র হওয়ার সূচনা হয় 'আকাবার প্রথম বাই'আতের মাধ্যমে।

সাহাবি 'উবাদা ইবনু সামিত এ প্রথম 'আকাবার বাই'আত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "যারা প্রথম 'আকাবাতে উপস্থিত ছিলেন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। সব মিলিয়ে আমরা ছিলাম ১২ জন। যুদ্ধ তখনও আমাদের ওপর ফার্দ করা হয়নি; তখনই আমরা নবিজির হাতে বাই'আত গ্রহণ করি যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে শরিক করব না, চুরি করব না, যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হব না, আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না, জেনে-শুনে আমরা কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটাব না। সংকাজের অবাধ্য হব না। (নবিজি আমাদের বলেন) যদি তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারো, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে জালাত। আর যদি এর কিছু কমতি করো তবে তোমাদের বিষয়টি আল্লাহর কাছে ন্যস্তঃ তিনি চাইলে তোমাদেরকে শান্তি দেবেন, কিংবা ক্ষমা করে দেবেন।" ক্রিয়া

ঠিক একই বাই'আত নবি মুহান্দাদ ৠ পরবর্তী সময়ে মহিলাদের কাছ থেকেও গ্রহণ করেছেন। এজন্য বাই'আতটির নাম হয় 'বাই'আত্ন-নিসা' বা মহিলাদের বাই'আত। বাই'আত। সাহাবিদের কাছ থেকে এই বাই'আত গ্রহণ করার পর তাদের সঙ্গে সাহাবি মুস'আব ইবনু 'উমাইরকে পাঠান। তিনি তাদেরকে দীন শিক্ষা দেবেন, কুরআন শেখাবেন। মাদীনাতে মুস'আবের নাম মুকরি বা কুরআনের কারি হিসেবে পরিচিতি পায়। তিনি মাদীনার সাহাবিদের সালাতের ইমামত করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার জ্ঞান এবং মাদীনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন বলেই রাস্ল ৠ তাকে মাদীনার শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। আরেকটা গুণও ছিল মুস'আব ইবনু উমায়রের। কুরআনের যখনই যে আয়াত নাযিল হতো তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে ফেলতেন। ঈমানে অবিচল, দীনের কাজে প্রচণ্ড উদ্যমতার পাশাপাশি মুস'আব ছিলেন বিচক্ষণ, শান্তশিষ্ট, চারিত্রিক সুষমামণ্ডিত এবং প্রজ্ঞাবান একজন ব্যক্তি। তার এমন বহুমুখী গুণের কারণে অয় কমাসের মধ্যেই মাদীনার ঘরে ঘরে তিনি ইসলামের আলো ছড়িয়ে সক্ষম হন। এখানেই শেষ নয়, তিনি মাদীনার বড়

বড় নেতাকি অনুপ্রাণিত করেন ইসলামকৈ পৃষ্ঠপোষ্টকতা দীনো মার্দনার সাদ ইবন্
মু'আয়, উসাইদ ইবনু হুদাইরের মতো সাহাবিরা মুস'আবের ডাকেই উদ্বৃদ্ধ হন। এ
দুজন নেতা ইসলাম গ্রহণ করার কারণেই অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের অনুগামী জাতির
বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুস'আব ইবনু 'উমাইরের এ দৃতিয়ালি এক কথায় সফল; তিনি মাদীনার সাহাবিদের সামনে তুলে ধরতেন নতুন এ দীনের সত্য ব্যাখ্যা। শিক্ষা দিতেন কুরআন। কারও বোধগম্য না হলে কুরআনের সে আয়াতের তাফসীর জানিয়ে দিতেন। গোত্রে গোত্রে যে বিবাদ-বিসংবাদ চলে আসছিল তিনি সেখানে যাওয়ার পর সেটা মিটিয়ে দেন। তাদের মধ্যে রচনা করেন অনুপম এক ল্রাভূত্ব বন্ধন। শুধু তাই নয়, তিনি এদের সঙ্গে রাসূল ﷺ এবং মাঝার সাহাবিদেরও একটা মেলবন্ধন তৈরি করেন।

মাদীনায় মুস'আব ইবনু 'উমাইর এ 'আস'আদ ইবনু যারারার বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। মুসলিমরা নেমে পড়েন মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের কাজে। দা'ওয়াতি এ মিশন তিনিই তাদেরকে নেতৃত্ব দেন। তিনি দা'ওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের মানহাজ, কুরআনের পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তিনি এ পদ্ধতিটি শিখেছেন তাঁর ইমাম, তাঁর নেতা মুহাম্মাদ # থেকে। দা'ওয়াতের এ মানহাজটি কুরআন আমাদের সামনে এভাবে তুলে ধরছে; আল্লাহ বলেন,

"প্রজ্ঞা ও সদৃপদেশ দারা (মানুষকে) তোমার রবের পথে ডাকবে
এবং তাদের সঞ্জো উৎকৃষ্টতম পদ্ধায় বিতর্ক করবে। তোমার রবের
পথ থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে তাকে তিনিই সবচেয়ে জানেন।
আবার যারা সঠিক পথে রয়েছে তাদেরকেও তিনিই সবচেয়ে বেশি
জানেন।"
[সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৫]

উসাইদ ইবনু হুদাইর ও সা'দ ইবনু মু'আযের ইসলাম গ্রহণ
সা'দ ইবনু মু'আয় ও উসাইদ ইবনু হুদাইর ্ক দুজনই নিজ নিজ গোত্র বানু 'আবদূলআশহালের নেতা ছিলেন। নিজ জাতির মধ্যে আচরিত ধর্মের অনুসারী মুশরিক
ছিলেন তারা। মুস'আব ইবনু 'উমাইরের মাদীনায় আগমন এবং ইসলাম নামক
একটি দীনের দিকে তার দা'ওয়াতি কার্যক্রমের খবর তাদের কানে গেল। তখন সা'দ
উসাইদকে বললেন, "শোনো, যারা আমাদের দুর্বলদের বোকা বানাতে এসেছে ওই
দুজন লোকের কাছে তুমি যাও। গিয়ে তাদেরকে ধমক দেবে এবং নিষেধ করবে
তারা যেন আমাদের ঘরের ত্রিসীমায় আর না আসে। যদি ওই দুজনের মধ্যে আমার
খালাতো ভাই না থাকত তা হলে আমিই যেতাম। কিন্তু আমি তো তার সামনে
যেতে পারব না, তাই তোমাকে বলছি।" সা'দের কথা শেষ হলে পর উসাইদ তার

অস্ত্র নিয়ে ওই দুজন লোকের উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। আর্স'আদ ইবনু যারারা তাকে দেখেই মুর্স'আবকে উদ্দেশ করে বললেন, "ইনি তার জাতির সর্দার। আপনার কাছেই এসেছেন।" মুর্স'আব ্রু বললেন, "যদি তিনি বসতে চান তা হলে তার সঙ্গে আমি কথা বলব।" তাদের দুজনকে গাল পাড়তে পাড়তে উসাইদ সেখানে থমকে দাঁড়ান এবং বললেন, "আমাদের দুর্বলদের বোকা বানানোর জন্যই বুঝি তোমরা এখানে এসেছ? যদি জীবনের মায়া থাকে তা হলে আমাদের ছেড়ে চলে যাও।" একজন মু'মিনের ধীরতা নিয়ে, শান্তুশিষ্ট হয়ে মুর্স'আব তাকে বললেন, "আপনি কি একটু বসবেন? আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলব। আমাদের কথা যদি আপনার মনে ধরে তা হলে গ্রহণ করবেন, আর যদি আপনার পছন্দ না হয়় আমাদের কথা তা হলে আমরা নিবৃত্ত হব।"

উসাইদ বললেন, "আপনি সংগত কথা বলেছেন।"

এরপর তিনি তার অস্ত্র পাশে রেখে তাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। এবার মুস'আব

তার সামনে ইসলামের কথা তুলে ধরলেন। কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন।

মুস'আব ও আস'আদ الله বলেন, "আল্লাহর কসম, তার সঙ্গে কথা বলার আগেই

তার চেহারার দ্যুতি ও কমনীয় ভাব দেখেই আমরা তার ইসলাম গ্রহণের আশা

দেখছিলাম।"

এরপর উসাইদ বললেন, "কথাগুলো কতই না সুন্দর, কতই না উত্তম। আচ্ছা আপনারা যখন এ দীনে প্রবেশ করতে চান তখন কী করেন?"

তারা দুজন তাকে বললেন, "গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এবং আপনার কাপড় দুটি (শরীরের উপরের ও নিচের অংশ) পবিত্র করতে হবে। এরপর আপনি সত্যের সাক্ষ্য দেবেন। তারপর সালাত পড়বেন।"

ইসলাম গ্রহণের পদ্ধতি জেনে নিয়ে উসাইদ উঠে দাঁড়ালেন। এরপর গোসল করলেন। কাপড় দুটোকে পবিত্র করলেন। সত্যের সাক্ষ্য বা শাহাদাহ পাঠ করলেন। দাঁড়িয়ে দু-রাকা আত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি তাদের দুজনকে বললেন, "আমার পেছনে একজন লোক আছেন। যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তার জাতির কেউই তার বিরুদ্ধাচরণ করার মতো থাকবে না। আমি এখনই তাকে আপনাদের নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি; তিনি আর কেউই নন, তিনি সাদ ইবনু মুআয়।"

এ বলে তিনি অস্ত্র তুলে নিয়ে সা'দ ও তার গোত্রের দিকে রওনা দেন। সবাই তখন তাদের কাছারিতে বসা। উসাইদকে আসতে দেখেই সা'দ বলে উঠলেন, "আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, খাওয়ার সময় উসাইদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন সে ভিন্ন চেহারা নিয়ে তোমাদের কাছে আসছে।।"

সাদি তাকে বললেন, "কী করে এসেছ তুমি?"

উত্তরে উসাইদ জানালেন, "আমি ওই লোক দুজনের সঙ্গে কথা বলেছি। আল্লাহর কসম, তাদেরকে ভয় পাওয়ার মতো কিছু আছে বলে মনে হয়নি। গিয়েই আমি তাদেরকে নিষেধ করি। তারা আমাকে বললেন, 'আপনি যা বলেন আমরা তা-ই করব।' আমার কাছে এর চেয়েও জরুরি সংবাদ আছে। বানু হারিসা আস'আদকে মারার জন্য এতক্ষণে বের হয়ে গেছে। তাকে হত্যার কারণ, সে তোমার খালাতো ভাই। এর মাধ্যমে তারা দেখাতে চাচ্ছে যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে।" বিবা

শুনে তো সাদি রেগে আগুন। বানু হারিসার এমন খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে অন্ত হাতে নিয়ে তিনি মুস'আব ও তার খালাতো ভাই যেখানে আছেন সেদিকে ছুটলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন তারা দুজন বহাল তবিয়তে আছেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন, আসলে এটা ছিল উসাইদের একটা কৌশল; যাতে তিনি এ দুজনের কথা শুনতে পারেন। তিনিও তাদের সামনে গালাগাল পাড়তে পাড়তে হাজির হন। এরপর উসাইদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে আবু উমামা (উসাইদের উপনাম), যদি তোমার ও আমার মধ্যে কোনো ধরনের আগ্মীয়তার সম্পর্ক না থাকত, তবে এটা (অন্ত দেখিয়ে) থেকে বাঁচতে পারতে না। আমরা যা পছন্দ করি না তা আমাদের ঘরেই চর্চা করে আমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছ।"

তার আগে আস'আদ 🚜 মুস'আবকে বলেছিলেন, "এমন এক ব্যক্তি এসেছেন যার ইশারায় তার জ্ঞাতি চলে। যদি তিনি আপনার অনুসরণ করেন তা হলে তাদের দ্বিতীয় কেউ নেই তার কথার ব্যত্যয় ঘটায়।"

মুস'আব 🚓 সা'দকে বললেন, "আপনি কি একটু বসবেনং আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলব। শুনে যদি আপনার ভালো লাগে এবং আগ্রহ বোধ করেন তা হলে বিষয়টি আপনি মেনে নেবেন। আর যদি আপনার ভালো না লাগে, তা হলে আমরা আপনার অপছন্দের বিষয়ে কিছু বলা থেকে বিরত থাকব।"

সাদ বললেন, আপনি কথাটা মন্দ বলেননি। এ বলে এক পাশে হাতের অন্ধ্র রেখে তাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। মুস'আব তাঁর সামনে ইসলামের দা'ওয়াত উপস্থাপন করেন। তিলাওয়াত করে শোনান কুরআনের আয়াত। মুসা ইবনু 'আকাবা বর্ণনা করেন যে, মুস'আব 🦓 সা'দের সামনে সুরা আয-যুখরুফের প্রথম কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। মুস'আব ও আস'আদ 🚓 বলেন, "তার চেহারা দেখেই তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী হই।"

এরপর সাঁদি তাদের দুজনের কাছে জানতে চান, "ইসলাম গ্রহণ করতে হলে আপনারা কী করেন?"

তারা বললেন, "গোসল, তারপর পবিত্রতা অর্জন এবং কাপড় পবিত্র করতে হয়। এরপর সত্যের সাক্ষ্য দেবেন এবং দু-রাকা'আত সালাত পড়বেন।"

সাদি কথাগুলো শুনে উঠে পড়লেন। গোসল করলেন। কাপড় পবিত্র করলেন। এরপর শাহাদাত পাঠ করে দু-রাকা'আত সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে অস্ত্র তুলে নিয়ে, তার গোত্রের সবাই যেখানে বসে আছে, সেদিকে হাঁটা ধরলেন। এবার তার সঙ্গে উসাইদও আছেন। তাকে আসতে দেখেই লোকেরা বলে উঠল, "আল্লাহর কসম, যাওয়ার সময় সাদি যে চেহারা নিয়ে গিয়েছেন, তিনি এখন ভিন্ন এক চেহারা নিয়ে ফিরে আসছেন।"

তাদের কাছে এসে সা'দ 🚓 বললেন, "হে 'আবদুল-আশাহল গোত্র, তোমরা আমাকে কেমন লোক হিসেবে জানো?"

তারা বলল, "আমাদের সর্দার; সিদ্ধান্ত প্রদানে বিচক্ষণ এবং আমাদের নিরাপত্তা দানে চৌকশ এক সমর-নায়ক।"

সাদি 🚓 বললেন, "যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের ওপর ঈমান না আনছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নারী-পুরুষ সকলের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম।"

আল্লাহর কসম, সন্ধ্যার মধ্যে 'আবদুল-আশহাল গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুস'আব ও আস'আদ ক্র আস'আদ ইবনু যারারার বাসায় ফিরে আসেন।
মুস'আব ক্র আস'আদের ঘরটির পাশেই অবস্থান করেন; মানুষকে ইসলামের দিকে
আহ্বান করতে থাকেন। এভাবে দা'ওয়াত দিতে দিতে আনসারদের এমন একটা
ঘরও বাকি ছিল যার বাসিন্দারা ইসলাম গ্রহণ করেননি। শুধু উসাইরিম বংশের 'আম্র
ইবনু সাবিত ইবনু ওয়াকাইশ ব্যতীত। তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ
না করে ছিলেন। ওহুদের দিনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিনই শহিদ হন।
আল্লাহর জন্য তিনি একটা সিজদাও দিতে পারেননি, তার আগেই শহিদ হন। রাস্ল

ঋ জানিয়েছেন যে, তিনি জালাতি।

ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক একটি হাসান সনদে সাহাবি আবু হুরাইরা 🦔 থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরাইরা বলেন, "তোমরা আমার কাছে এমন একজন ব্যক্তির নাম বলো তো, যিনি কখনোই সালাত পড়েননি এবং লোকজনও তাঁকে খুব বেশি চেনেন না। তিনি বললেন, তিনি হলেন 'আবদুল-আশহাল গোত্রের উসাইরিম।" 🕬

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft শিক্ষা ও উপদেশ

মাদীনার ওপর রাস্লুলাহর গুরুত্বারোপ। এই নগরিকেন্দ্রিক তাঁর পরিকল্পনা প্রণয়ন। নবিজির এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন দেখি আমরা ছয়জনের ওই ছোট দলটির মধ্যে; তারা নবিজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ওই বছরে ইসলামের দা'ওয়াত প্রসারে দলটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মাদীনায় ইসলাম প্রসারের পেছনে অনেকগুলো উপায়-উপকরণ কাজ করেছে, এর কিছু নমুনা নিচে বিধৃত হলো:

আল্লাহ তা'আলা আউস ও খাযরাজ গোত্র দুটির লোকদেরকে কোমলতার মতো মহৎ গুণে গুণান্বিত করেছেন; অহংকারের বাড়াবাড়ি ছিল না তাদের মধ্যে। সত্যকে একবার বুঝে ফেললে সেটাকে না মানার গোঁ ধরতেন না তারা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রাস্লুল্লাহর একটা কথায়। একবার তাঁর কাছে ইয়েমেনের একটা প্রতিনিধি দল এলে তিনি বললেন, "তোমাদের কাছে ইয়েমেনবাসীদের আগমন ঘটেছে; তারা খুবই কোমল স্বভাবের এবং নরম হাদয়ের।" বিলা মাদীনার গোত্র দুটির মূল আবাসন ছিল মূলত ইয়েমেনে; তাদের বাপদাদারা সেখান থেকেই প্রাচীনকালে ইয়াসরিব অভিবাসিত হয়ে আবাসন গাড়ে। বিলা সে থেকে তারা এখানকারই বাসিন্দা। আল্লাহ তা'আলা আনসারদের প্রশংসা করে কুরআনে আয়াত নাবিল করেন; আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যারা এই মুহাজিরদের আগে এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান
এনেছে, তাদের কাছে যারা হিজরাত করে এসেছে, তারা তাদেরকে
ভালোবাসে; তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে কোনো
চাহিদা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর
(তাদেরকে) অগ্রাধিকার দেয়। আর মনের কার্পণ্য থেকে যাদেরকে মুক্ত
রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।"
[স্রা হাশ্র, ৫৯:৯]

মাদীনার প্রাচীন দৃটি গোত্র আউস ও খায়রাজের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত; বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল তারা। তাদের মধ্যে সংঘটিত সবচেয়ে বড় যুদ্ধটির নাম বু'আস যুদ্ধ। এ যুদ্ধগুলো তাদের বহু বড় বড় নেতার জীবন কেড়ে নেয়। প্রবীণ কোনো নেতা জীবিত ছিল না তাদের মধ্যে। তরুণ ও নতুনদের হাতেই এখন তাদের গোত্রের Compressed with PDF Compressor by DIM Infosoft নেতৃত্বভার। এমন টগবগৈ তরুণরা সত্যকে মানতে কুষ্ঠাবোধ করে না। ইসলামের সুমহান শিক্ষা তাদের সামনে উপস্থান করতেই তারা সে সত্যকে মেনে নিতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি। উপরস্থ প্রবীণ নেতাদের মৃত্যুর পর এমন কোনো অবিসংবাদিত নেতা তাদের ছিল না যার কথায় জীবন পর্যন্ত বাজি রাখতে পারে অনুসারীরা। তারা প্রচণ্ড অভাব অনুভব করছিল এমন একজন নেতার; যার নেতৃত্ব তারা ঐক্যবদ্ধ হবে, বিপদে-আপদে যার বিশাল বপুর নিচে তারা আগ্রয় পাবে।

সাইয়িাদা 'আয়িশা ্ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বু'আস যুদ্ধকে তাঁর রাস্লের জন্য বিরাট এক সুযোগ করে দেন। এরপর নবি মুহাম্মাদ ﷺ যখন মাদীনায় আসেন তখন তারা শতধা বিভক্ত; তারা যাতে ইসলাম গ্রহণ করতে এজন্য আল্লাহ তাঁর রাস্লকে মাদীনায় পাঠান।"

- আউস ও খাযরাজদের প্রতিবেশী ছিল ইহুদিরা। আহলুল-কিতাব হওয়ার কারণে তারা জানত যে একজন রাস্লের আগমন ঘটতে যাচ্ছে এবং তারা এ খবর সবার কাছে বলে বেড়াত। সে সুবাদে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রিসালাত সম্পর্কে ধারণা পায়। পূর্ববর্তী নবি-রাস্লদের সম্পর্কেও সম্যক অবগতি লাভ করে এই ইহুদিদের কাছে থেকেই। তারা বৈঠকে ইহুদিদের থেকে শোনা কথাগুলো নিজেদের মধ্যে প্রত্যেক দিন আলোচনা করত। তারা কুরাইশদের মতো নয়, যারা আহলুল-কিতাবদেরকে পাত্তা দিতে চাইত না।
 - আরেকটি কারণ ছিল, ইহুদিরা সুযোগ পেলেই আউস ও খায়রাজ গোত্রকে
 শাসিয়ে দিত। বলত, একজন নবির আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে।
 তারা মনে করত তারা তাঁর অনুসরণ করে তাদেরকে হত্যা করবে। ঠিক
 যেতাবে 'আদ ও ইরাম জাতি দুটিকে হত্যা করা হয়েছিল। যদিও আউস
 ও খায়রাজের লোক সংখ্যা ইহুদিদের থেকে বহুগুণে বেশি। তাদের ঘটনা
 আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন; আল্লাহ বলেন,

"যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব (এই কুরআন) এল, যা তাদের নিকট বিদ্যমান কিতাবের (তাওরাত ও ইনজীল) সত্যতা স্বীকারকারী, আর ইতঃপূর্বে তারাই (শেষ নবির প্রসঙ্গে তুলে) কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, (কিন্তু) যখন তাদের এই পূর্বপরিচিত বস্তুই Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তাদের কাছে এল তখন তারা তা অবিশ্বাস করল। আর তাই অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।"

জাহিলি যুগে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আউস ও খাযরাজ গোত্র দৃটি ইহুদিদেরকে
উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে মেনে আসছিল। কারণ, এরা ছিল মুশরিক।
অন্যদিকে ইহুদিরা ছিল আহলুল-কিতাব বা আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত। ইহুদিরা
গোত্র দুটিকে উদ্দেশ্য করে প্রায় সময়ই বলত, একজন নবির আগমনের
সময় ঘনিয়ে আসছে। তাকে নিয়ে আমরা তোমাদেরকে 'আদ ও ইরাম
জাতির মতো হত্যা করব।

আল্লাহ তাঁর দীনকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে যখন এর পরিপূর্ণতা আনতে চাইলেন তখন তিনি মাদীনার ছয়জন লোককে নবিজির সঙ্গে দেখা করার জন্য বেছে নেন। নবি মুহাম্মাদ শ্ল তাদের সঙ্গে মিনার 'আকাবায় দেখা করেন। তাদের সামনে পেশ করেন ইসলামের আলোচনা। তারা সানন্দে রাসূলুল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেন। গ্রহণ করেন ইসলাম। তখনই তারা বুঝতে পারেন যে, ইনিই সেই নবি যার আগমনের কথা তুলে ইহুদিরা তাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে। এরপর তারা ফিরে আসেন মাদীনায়। মাদীনার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেন তারা নবিজির নামকে। এভাবেই মাদীনার আনসারদের ইসলাম গ্রহণের শুরু। সীরাতগ্রন্থকাররা এমনটাই বলেছেন।

প্রথম 'আকাবায় আউস গোত্রের দুজন লোকের আগমন নিঃসন্দেহে
ইসলামের কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ এক উন্নতি। সহিংস, রক্তক্ষয়ী বৃ'আস
যুদ্ধের পর খাযরাজ গোত্রের ছয়জন যুবক গোত্র দুটির মধ্যকার অভ্যন্তরীণ
কোন্দলকে দুপায়ে ঠেলে, হানাহানি-মারামারির কথা ভুলে গিয়ে নতুন
আরও সাতজন লোককে নিয়ে 'আকাবায় উপস্থিত হন। তার মধ্যে দুজন
হচ্ছেন আবার আউস গোত্রের। এটা একথাই প্রমাণ করে যে, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী
যুদ্ধের কারণে নিজেদের মধ্যে যে ফাটল ধরেছে সেটা তারা মাদীনায়
ইসলাম প্রবেশের কারণে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার দীক্ষায় সব মিটিয়ে
দেন। এবং ইসলামের মহান শিক্ষায় তারা তাদের নিজেদের মধ্যকার
গোত্রগত দ্বন্দু-সংঘাত সব ভুলে যান।

মাদীনায় ইসলামের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য সাধ্যের সবটুকু শক্তি রাস্ল রু বয়য় করেন। নতুন রাষ্ট্রের কাঠামো যে বুনিয়াদের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবে সে বুনিয়াদকে দৄঢ় করতে মানুষের শক্তিতে কুলায় এমন কোনো চেয়ার ক্রটি Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft করেননি তিনি। এ প্রচেষ্টা তিনি টানা দুবছর দা ওয়াত ও মুসলিমদেরকে সংগঠিত করার পেছনে ব্যয় করেন।

ঈমানের পেছনে রাসূল * এমন পরিশ্রম বৃথা যায়নি। আনসার মুসলিমদের মনে তাঁর এমন পরিশ্রম দারুণভাবে দাগ কাটে। তারা উপলব্ধি করেন যে, নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তরের সময় এসে গেছে। ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য তাদের এমন উচ্চ ও সুন্দর আশাকে সাহাবি জাবির তাতুক করেছেন এভাবে:

মুস'আব ্ হাজ্জ মৌসুমের কিছু আগে, নুবৃওয়াতের ১৩শ (এয়োদশ)
বছরে, মাক্কা থেকে মাদীনায় এসে পৌঁছেন। মাদীনার মুসলিমদের অবস্থা,
তাদের শক্তি-সামর্থ্য এবং আউস ও খাযরাজের গোত্র দুটির মধ্যে কীভাবে
ইসলাম তার আলো ছড়াচ্ছে ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র তিনি রাসূলুল্লাহর
সামনে তুলে ধরেন। তিনি এও জানান যে, সেখানকার মুসলিমরা নতুন
বাই'আতের জন্য, নতুন আনুগত্যের শপথের জন্য প্রস্তুত। তারা এখন
রাসূলুল্লাহকে রক্ষা করতে এবং তাঁর ওপর আসা আক্রমণ প্রতিহত করার
শক্তি রাখেন।

নুবৃওয়াতের ব্রয়োদশ বছরে, হাজ্জের মৌসুমে মাদীনার আনসার সাহাবিদের সঙ্গে রাস্লুলাহর যে সাক্ষাৎ হয়েছিল তা ইতিহাসের গতিধারা পালটে দেয় পুরোপুরি। হাজ্জ পালন করার জন্য মাদীনা থেকে মুসলিমদের সতেরো জনের একটা দল মাক্কায় আসেন। খবর পেয়ে রাস্ল ﷺ তাদের সঙ্গে দেখা করেন, আলোচনা করেন অনেকগুলো গোপন বিষয় নিয়ে। আইয়ামুত-তাশরীকের মাঝামাঝিতে, 'আকাবার নিকটের গিরিপথে আবার দেখা করবেন তারা—এমন একটা সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করেন সবাই। তাদের সঙ্গে নবিজ্ঞির এ সাক্ষাৎটি হয় অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে, রাতের আঁধারে।

'আকাবার দ্বিতীয় আনুগত্যের শপথ

সাহাবি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ বলেন, "… আমরা (মাদীনার মুসলিমরা) বললাম, 'আল্লাহর রাস্লকে আমরা আর কতকাল এভাবে মাক্কায় ফেলে রাখবং তিনি (নিরাপত্তাহীন অবস্থায়) মাক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবেন।' এরপর হাজ্জের মৌসুমে আমাদের সত্তর জন লোক তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। 'আকাবার গিরিপথে দেখা করার জন্য তাঁর কাছ থেকে সময় নিই। এক সঙ্গে নয়: Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft একজন দুজন করে একে একে আমরা স্বাই তার কাছে গিয়ে একত্র হই। স্বাই এসে পৌঁছলে আমরা বললাম, 'ইয়া রাস্লুলাহ, আমরা কীসের ওপর আপনার আনুগত্যের শপথ নেব'?"

রাসূল 🕸 বললেন,

"তোমরা সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মানবে। সচ্ছল অসচ্ছল উভয় অবস্থাতেই দান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে নিমেধ করবে। তোমরা কেবল আল্লাহর সম্বৃষ্টির জন্যই বলবে, আল্লাহর সম্বৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। তোমরা শপথ করো, আমি যখন তোমাদের কাছে আসব আমাকে এমন সব কিছু থেকে সুরক্ষা দেবে যা থেকে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে, তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে সুরক্ষা দিয়ে থাকো। (বিনিময়ে) তোমাদের জন্য জাল্লাত রয়েছে।" [55]

তিনি বলেন, "আমরা দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ নিই। আর্স'আদ ইবনু যারারা, তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট, রাসূলুল্লাহর হাত ধরে বললেন, "হে ইয়াসরিববাসী, একটু ধীরে চলো। আমরা এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি এ কারণেই যে আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর রাসূল। তোমরা বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত নাও। তাঁকে মাকা থেকে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো গোটা আরবের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা। তোমাদের ওপর চরম আঘাত হানা হবে; তোমাদের প্রেষ্ঠ সন্তানরা নিহত হবে। এখন এসব জেনে-বুঝে যদি তোমরা অবিচল থাকতে পারো, তবে তোমাদের পুরস্কার আল্লাহরই কাছে। আর যদি তোমাদের ভয় পেয়ে কাপুরুষতা দেখাও, তবে তোমরা এখনই বিষয়টি স্পষ্ট করে দাও (তোমরা শপথ করবে কি করবে না)। এটা একটা ওজর হিসেবে আল্লাহর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

তখন তারা সবাই বললেন, "হে আস'আদ, আমাদের পথ থেকে তুমি সরে দাঁড়াও। আল্লাহর কসম, আমরা আনুগত্যের এ শপথকে কক্ষনো ত্যাগ করব না এবং এর কোনো শর্ত ভঙ্গ করব না।"

জাবির বলেন, "এরপর আমরা দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ নিলাম। তিনি আমাদের শপথ গ্রহণ করলেন এবং বিভিন্ন শর্ত আরোপ করলেন। এবং (বলেছেন) এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে জানাত দেবেন।"

এভাবেই মাদীনার আনসার সাহাবিরা রাস্লুলাহর আনুগত্য, তাঁকে সাহায্য করা এবং তাঁর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনে যুদ্ধ করারও শপথ করেন। সাহাবি 'উবাদা ইবনু সামিত এ কারণেই আনুগত্যের এ শপথকে নাম দিয়েছেন 'যুদ্ধের শপথ'।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft তবে সাহাবি কা'ব ইবনু মালিক আল-আনসারির এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, "আমরা আমাদেরই একদল মুশরিকের সঙ্গে হাজ্ঞ করার জন্য মাদীনা ছেড়ে বের হই। পথে আমরা সালাত পড়ি। অবশেষে আমরা মাকায় এসে পৌছি। তাশরীকের দিনগুলোর মাঝামাঝি সময়ে, 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা তাঁর থেকে সময় নিই। এবং আমাদের সঙ্গী মুশরিকদের কাছে আমাদের বিষয়টি পুরোপুরি চেপে যাই।

দেখা করার রাতে, জাতির অন্যান্য লোকের সঙ্গে আমরা আমাদের তাঁবৃতেই ঘুমিয়ে পড়ি। তিন প্রহর রাত কেটে যাওয়ার পর আমরা তাঁবৃ ছেড়ে বের হই নবিজির সঙ্গে দেখা করার জনা। খুবই সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে পা ফেলে আমরা বের হই। শেষ পর্যন্ত আমরা 'আকাবার নিকটবর্তী গিরিপথে এসে পৌছি। সব মিলিয়ে আমরা পুরুষ ছিলাম ৭৩ জন। দুজন মহিলা ছিলেন আমাদের সঙ্গে—একজনের নাম নুসাইবা বিন্ত কা'ব, অন্যজন 'আসমা বিন্ত 'আম্র। গিরিপথে বসে আমরা রাস্লুলাহর আসার অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে নবি মুহাম্মাদ শু এলেন। সঙ্গে চাচা 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল-মুন্তালিব, তিনি তখন পর্যন্ত তাঁর বাপদাদার ধর্মেই অটল ছিলেন। কিন্তু ভাতিজার বিষয়টি নিজে তদারকি করা ও যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার লোকদের কাছে তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরার ইচ্ছা থেকেই তিনি এসেছেন।

এরপর রাসূল এ যখন বসলেন তখন চাচা 'আব্বাস ইবনু 'আবদূল-মুন্তালিবই প্রথম কথা শুরু শুরু করে বললেন, তার ভাতিজা, রাসূল ক তাঁর নিজ গোত্র বানু হাশিমের মাঝে বেশ নিরাপদেই আছেন। তারপরও এখন যেহেতু তিনি মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় হিজরাত করতে চাচ্ছেন, তাই তিনি, 'আনসাররা তাঁর শতভাগ নিরাপত্তাবিধান করতে পারবে কি না তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছেন। তারা যদি না-ই পারে তবে যেন বিষয়টি বাদ দেয়। এবার আনসাররা চাইলেন, রাসূল এ কী বলেন তা শুনতে। এবং তিনি তাঁর নিজের জন্য, তাঁর রবের জন্য যা খুশি, যেমন খুশি শর্ত আরোপ করতে পারেন।

রাসূল হার বললেন, "তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যা থেকে রক্ষা করো আমাকেও তা থেকে রক্ষা করো—এ বিষয়ের ওপর তোমরা আমার আনুগত্যের শপথ করো।"

বারা ইবনু মা'রার নবিজির হাত ধরে তাঁর আনুগত্যের শপথ করেন। এরপর বলেন, "হ্যাঁ, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তানদেরকে যা কিছু থেকে প্রতিরক্ষা দিয়ে থাকি, আমরা অবশ্যই সেগুলো থেকে আপনাকে প্রতিরক্ষা দেবো। হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আনুগত্যের শপথ করলাম। আল্লাহর কসম, যৌদ্ধা জাতি, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। বংশ পরম্পরায়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমরা এটা লালন করে আসছি।"

এমন সময় আবুল-হাইসাম ইবনু তাইয়িহান তাকে থামিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয়ই আমাদের এবং লোকদের (ইহুদিদের) মধ্যে একটা (অলিখিত) বন্ধন রয়েছে। এখন আমরা সে বন্ধনটা কেটে ফেলেছি (ইসলাম গ্রহণ করার কারণে)। আমরা যদি আনুগত্যের শপথ করি এবং এরপর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বিজয়ী করেন, তবে আপনি আমাদেরকে ছেড়ে আবার আপনার নিজ জাতির কাছে ফিরে আসবেনং"

তার এমন কথা শুনে রাসূল 🕸 মুচকি হেসে দেন এবং বলেন, "রক্তের বদলে রক্ত এবং ধ্বংসের বিপরীতে ধ্বংস। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। তোমরা যার সঙ্গে যুদ্ধ করে। আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করি। তোমরা যাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করো আমিও তাদের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চাই।"

এরপর নবি মুহাম্মাদ 🕸 বললেন, "তোমাদের মধ্য থেকে ১২ জন প্রতিনিধিকে তোমরা আমার কাছে প্রেরণ করো, যাতে তারা তাদের জাতির সব বিষয়ের দায়িত্বভার নিতে পারে।"

রাসূলুল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তারা ১২ জন প্রতিনিধিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন; ৯ জন খাযরাজের, এবং ৩ জন আওস গোত্রের।

সব কাজ সম্পন্ন হলে পর রাসূল # তাদেরকে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যেতে বললেন। এমন সময় তারা শুনতে পেলেন, শয়তান চিংকার করে করে কুরাইশদেরকে সতর্ক করছে। শুনে তো 'আব্বাস ইবনু 'উবাদা ইবনু নাদ্লা বললেন, "আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি চান তা হলে আমরা আগামীকালই আমাদের তরবারি নিয়ে মিনাবাসীর (কুরাইশদের) ওপর অবশ্যই ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

রাসূল 🔹 বললেন, "এ বিষয়ে আমাদের কোনো আদেশ দেওয়া হয়নি: বরং তোমরা তোমাদের তাঁবুতে ফিরে যাও।"

রাসূলুল্লাহর কথা মেনে নিয়ে তারা তাদের তাঁবুতে ফিরে গোলেন। পরদিন সকালে একদল কুরাইশ নেতা তাদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির। নবিজির কাছে তারা আনুগত্যের শপথ করেছে কি না এবং তাঁকে হিজরাত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে কি না সে বিষয়ে তাদেরকে রীতিমতো জেরা করা শুরু করে। আওস খাযরাজের মুশরিকরা কসম কিরা কেটে জানায় যে, তারা এমন কিছুই করেনি। তখন মুসলিমরা একে অপরের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছিলেন। জাবির 🚓 বলেন, "এরপর কুরাইশরা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। সেদিন সে দলের সঙ্গে হারিস ইবনু হিশাম ইবনু মুগিরা আল-মাখ্যমিও ছিল। এক পাটি নতুন জুতা ছিল তার পায়ে। তাকে উদ্দেশ্য করে আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, ভাব দেখালাম কেমন যেন আমিও তাদের সঙ্গে শরিক হতে চাই, 'হে আবু জাবির, তুমি তো তোমার জাতির একজন নেতা। আচ্ছা, তুমি কি পারো না কুরাইশের এ যুবকটির জুতার মতো সুন্দর এক পাটি জুতা পরতে?' আমার এমন কথা হারিস শুনতে পেয়ে পা থেকে তার জুতা দুটি খুলে ফেলে। এরপর আমার দিকে ঠেলে দেয় আর বলে, 'আল্লাহর কসম, জুতো দুটি তোমার চা-ই চাই।' আবু জাবির আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'চুপ করো তো। আল্লাহর কসম, তুমি জোর বাঁচা বেঁচে গেছ। তার জুতা তাকে ফেরত দাও।' আমি বললাম, 'না, আল্লাহর কসম, আমি ফেরত দেবো না'।"

শিক্ষা ও উপদেশ

ইতিহাসের আনুগত্যের এ শপথ অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে বলা চলে ঐতিহাসিক এক বিজয়। কারণ, ইসলামের বিজয়ের ধারাবাহিকতা শুরু হওয়ার এটা ছিল প্রথম বৈঠক। এর হাত ধরেই একে একে আরও অনেক বৈঠক হয়। রাসূল 🛳, আনুগত্যের এ শপথ অনুষ্ঠানগুলোতে, মাদীনার আনসার সাহাবিদের কাছ থেকে বিভিন্ন অঙ্গীকার, নানান প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। আর আনসার সাহাবিরাও রাসূলুল্লাহর কাছে ব্যক্ত করা নিজেদের অঙ্গীকার সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে আনুগত্যের যে শপথ তারা করেছেন, তা রক্ষার জন্য জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন তারা। এ ওয়াদা রক্ষা করতে শহিদ হওয়ার মিছিল যত বড়ই হোক বা রক্তের দরিয়া বয়ে গেলে কিংবা সম্পদের পাহাড়ও যদি এর জন্য ব্যয় করতে হতো তারপরও তারা কুষ্ঠিত হতেন না। এ বাই'আত, আনুগত্যের এ শপথ বায়বীয় কোনো কারণে ঘটেনি। নবিজিকে রক্ষা করার জন্য, তাঁর নিরাপত্তা বিধানের জন্যই তারা এমন শপথ ব্যক্ত করেন নবিজির কাছে। এ শপথ সত্যের ওপর অবিচল আস্থা এবং একে সাহায্য করার শপথ। দীনের পতাকা ওড়ানো, আল্লাহর বাণীর আওয়াজ উচ্চকিত করার জন্য দীনের পথে শক্রর সঙ্গে তারা লড়েই যাবেন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত তাদের এ জিহাদ তারা চালিয়ে যাবেন। অনুগত্যের শপথের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft হলো সত্যবাদিতা, ন্যায়পরয়ণতা, দীনকে সাহায্য ও সেজন্য প্রয়োজনে শহিদ হওয়া এবং সর্বোপরি ইসলামের আহ্বান মানুষের পৌঁছানো।"

- সত্যিকারের ঈমান এবং অন্তর পরিগুদ্ধির বেলায় এর প্রভাবের বান্তবিক একটা চিত্র নতুন নেতৃত্ব গঠনের প্রস্তুতি পর্বে আমরা দেখতে পাই। আজ যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের রান্তায় নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন, তখন ভালো করেই জানেন য়ে, এর বিনিময় তারা পৃথিবীতে পাবেন না। কোনো পদমর্যাদা, কোনো সম্পদের পাহাড়ই তাদের এ আন্মত্যাগের প্রতিদান হতে পারে না। আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান। কিন্তু তারা একটা সময় জাত্যাভিমানের কারণে হাসতে হাসতে ঝাঁপিয়ে পড়ত য়ুদ্ধের ময়দানে। অকাতরে বিলিয়ে দিত নিজের জীবন। অন্যের জীবন নিতেও কাঁপত না তাদের বুক। নেতৃত্ব পাওয়ার লোভ, মোড়লগিরি করার লালসাই কাজ করত তাদের এসব য়ুদ্ধের পেছনে। কিন্তু ঈমান আনার পর রাতারাতি কী এক অন্তুত পরিবর্তন ঘটে য়য় তাদের জীবনে; তারা এখনো য়ুদ্ধ করেন, তবে পার্থিব কোনো কামনা নেই সেটার পেছনে। আছে শুধু আল্লাহর সম্ভৃষ্টি এবং তাঁর ক্ষমা পাওয়ার উদপ্র বাসনা।
- আনসার সাহাবিরা তাদের নড়চড়া-চলাফেরা, প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতেন সতর্ক হয়ে, গোপনে, যাতে ফাঁস না হয়ে যায় তাদের আসল বিষয়টি। সব মিলিয়ে মুসলিমদের এ দলটির সংখ্যা ছিল ৭৩ জন; তার মধ্যে ২ জন ছিলেন নারী। কিন্তু ইয়াসরিব থেকে মাত্র তারা এ কজনই আসেননি। হাজ্জ করার জন্য ইয়াসরিব থেকে ৫০০ জনের যে বিরাট দলটি এসেছে, তারা সে তুলনায় নগণ্য একটা সংখ্যা; যার কারণে তাদের ৭০ জনের আলাদা

করে একসঙ্কে চলাটা সহজ্ঞ ছিল না Pক্ষিছু করিও থৈলি সিবার টোখে পড়ে যাওয়ার ভয় থেকেই যায়। তাই তারা রাস্লুল্লাহর সঙ্গে তাশরীকের দ্বিতীয় দিনে দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করেন। রাতের তিন প্রহর পার হয়ে যাওয়ার পর। যখন সবাই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যায়। কেউ জেগে থাকে না। থাকার কথা না। পথে পথে কোনো পথিকের পথ চলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না। ঠিক এমন একটা সময়কে বেছে নেওয়া হলো আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য।

এ তো গেল সময় বেছে নেওয়ার কথা। যে জায়টাকে বেছে নেওয়া হয় সেটাও ছিল খুবই নিশ্ছিদ্র ও নিরাপদ একটা জায়গা। নিরাপদ গিরিপথ; প্রয়োজনের তাগিদে জেগে আছে এমন যেকোনো চোখ থেকে দূরে, বহুদূরে।

- জমায়েত হওয়ার স্থানে ও নির্ধারিত সময়ে আনসার সাহাবিরা খুবই শৃষ্থালার সঙ্গে বের হন; খুবই সন্তর্পণে, অত্যন্ত গোপনে। একজন একজন করে, দুজন দুজন করে।
- সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করে তারা নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত জায়গায়
 এসে উপনীত হন। এতটাই গোপনীয়তা রক্ষা করে যে মৃষ্টিমেয় কাছের
 কয়েকজন লোক ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। 'আব্বাস ইবন্ 'আবদূলমুন্তালিব, যিনি রাস্লুল্লাহর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর নিরাপত্তার দিকটা নিশ্চিত
 করার জন্য। 'আলি ইবনু আবু তালিব, গিরিপথের মুখে দাঁড়িয়ে মুসলিমদের
 পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। এবং আবু বাক্রের দায়িত্ব ছিল
 আরও দ্রে। তিনি একেবারে পথের মুখে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিলেন এদিকে
 যাতে কেউ এসে না পড়ে। এ তিনজন ছাড়া বাদ-বাকি মুসলিমদের কেউই
 কিছুই জানতে পারেননি। আনসার সাহাবিদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল,
 তারা যেন খুব জোরে জোরে আওয়াজ না করেন এবং একটানা দীর্ঘ সময়
 কথা না বলেন, যাতে রাতজাগা কোনো ব্যক্তি তাদের কথা শুনে না ফেলে
 কিংবা তাদের নড়াচড়া যাতে কেউ টের না পায়।
- গোপনীয়তার ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। শয়তান য়খন 'আকাবায় রাস্লুয়াহর কাছে আনসারদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার কথা ফাঁস করে দেয় তখন রাস্ল # সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে তাঁবুতে ফিরে যেতে আদেশ করেন। আর কথা না বাড়াতে নিষেধ করেন। এখনই সশস্ত্র মোকাবিলার

প্রস্তাবিকে তিনি নাকিচ করি দেন। করিণ, তিনি ভালো করিই জানতিন, সশস্ত্র মোকাবিলার সময় এখন আসেনি। পরদিন সকালে কুরাইশ মোড়লরা শয়তানের প্রচার করা রাতের খবরের সত্যতা জানতে এলে মুসলিমরা তখন নীরবতা অবলম্বন করেন। আর কিছু বললেও তা ছিল মূল বিষয় থেকে নজর অন্যদিকের ঘোরানোর কৌশল মাত্র।

- यून-হিজ্জা মাসের ১৩ তারিখের রাত, হাজ্জের শেষ রাতকে বেছে নেওয়া
 হয়েছিল 'আকাবার দ্বিতীয় অনুগত্যের শপথের জন্য। অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয়
 পাওয়া যায় দিনটিকে নির্বাচন করার পেছনে। পরদিন সকালে, ১৩ তারিখ,
 হাজিরা আপন আপন গন্তব্যে ছুটবেন। এবং শপথের কথা জানাজানি হয়ে
 গেলেও, সবাই দেশে যাওয়ার তাড়ায় থাকবেন বলে, তাদের কাছে কুরাইশ
 মোড়লরা বিষয়গুলো তুলে ধরার সময় খুবই কম পাবে। কিংবা আটকাতে
 চাইলে সেটাও সম্ভব হবে না।
- আনুগত্যের শপথের পাঁচটি ধারা এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, সেখানে ঢিলেমির কোনোই সুযোগ ছিল না।
 - কর্মঠ ও অলস উভয় অবস্থাতেই রাস্লুল্লাহর কথা শোনা ও মানা।
 - সচ্ছল ও অসচ্ছল দু-অবস্থাতেই দান করা।
 - সংকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।
 - আল্লাহর জন্য এবং কেবল তাঁরই সম্বৃষ্টি কামনায় কাজ করা।
 - আল্লাহর কাজ করতে গিয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করা।
 - এবং রাসূল

 য় যখন মাদীনায় আগমন করবেন তখন তাঁকে সর্বাত্মক সাহায়্য-সহয়োগিতা করা এবং তাঁর নিরাপত্তার বিধান স্নিশ্চিত করতে হবে।

কোনোরূপ দ্বিধা কোনো ধরনের সংশয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে আনসার-সর্দার বারা ইবনু মা'রের ্র রাস্লুল্লাহর ডাকে সাড়া দান। তিনি বলেছিলেন, "যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমরা আমাদের খ্রী ও সন্তানদেরকে যা কিছু থেকে প্রতিরক্ষা দিয়ে থাকি আমরা অতি অবশ্যই সেগুলো থেকে আপনাকে প্রতিরক্ষা দেবো। সূতরাং হে আল্লাহর রাস্ল ঋ, আমরা আপনার আনুগত্য প্রকাশ করলাম। আমরা, আল্লাহর কসম,

যুদ্ধবার্জ এক জাতি আমরা। এবং আমরা অস্ত্রশস্ত্র সাজ্জিত এক জাতি। বংশ পরম্পরায়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আমরা এটা লালন করে আসছি।" তিনি রাসূলুল্লাহকে আশ্বস্ত করলেন যে, তারা যে রাসূলুল্লাহকে নিরাপত্তার দেওয়ার কথা বলেছেন তার অবশ্যই একটা ভিত্তি আছে। এবং তারা সে ক্ষমতাও রাখেন। কারণ তারা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধা এক জাতি।

আনসার এ নেতার মজার একটা কাহিনি আছে। তিনি যখন দলের আর সবার সঙ্গে ইয়াসরিব থেকে মাকায় আসছিলেন তখন তাদেরকে বললেন, "আমার মাথায় একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি দেখতে চাচ্ছি তোমরা আমার সঙ্গে একমত না ভিন্ন মত?"

তারা বললেন, "কী? সেটা কী?"

তিনি বললেন, "আমি ভেবে দেখলাম, কা'বাকে আমার পেছনে রাখব না। আমি কা'বার দিকে ফিরেই সালাত আদায় করব।"

তখন তারা বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমরা তো দেখেছি, নবি মুহাম্মাদ ﷺ শামের দিকে, বাইতুল–মাকদিসের দিকে ফিরেই সালাত আদায় করেন এবং আমরাও চাচ্ছি না, নবিজির বিপরীত কোনো কাজ করি।"

মাক্কার পথে আসতে আসতে সালাতের সময় হলে সবাই বাইতুল-মাকদিসের দিকে ফিরেই সালাত আদায় করতেন। ব্যতিক্রম কেবল বারা ইবনু মা'রার। তিনি কা'বার দিকে ফিরেই সালাত আদায় করতেন। মাক্কায় আসা পর্যন্ত এভাবেই চলল।

মাক্কায় এসে আনসাররা নবিজিকে দেখেই চিনে ফেলেন; তিনি তখন চাচা 'আবদুল-মুব্তালিবকে সঙ্গে নিয়ে মাসজিদুল-হারামের পাশে বসে আছেন। নবি মুহাম্মাদ

★ চাচার কাছে জানতে চান, "এ দুজন লোককে আপনি চেনেন, হে আবুল-ফাদ্ল
('আব্বাসের উপনাম)?"

চাচা বললেন, "হ্যাঁ, এ হচ্ছে বারা ইবনু মার্নার, তার জাতির সর্দার। আর ও হচ্ছে কাবি ইবনু মালিক।"

তখন রাসূল 🗯 বললেন, "(কোন কা'ব ইবনু মালিক) কবি?" তিনি জানান, "হ্যাঁ।"

সুযোগ পেয়ে কোনো এক সময় সফরে তার কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করার কথা বারা ইবনু মা'রুর ব্যক্ত করেন রাসূলুল্লাহর কাছে। শুনে তিনি বললেন, "তুমি কিবলার ওপরই ছিলে। তবে এর জন্য যদি তুমি ধৈর্য ধরতে।"

কা'ব বলেন, "রাসূলুল্লাহর এ কথা শোনার পর বারা ইবনু মা'রার আবার শামের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতেন। মৃত্যুর আগে তার মুখ কা'বার দিকে Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ফিরিয়ে দিতে বলেন তার জাতিকে। রাসূল আ মাদীনায় হিজরাত করে আসার এক মাস আগে, সফর মাসে, তিনি মারা যান। তার সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ তিনি নবিজ্ঞিকে দেওয়ার ওসিয়ত করেন মারা যাওয়ার আগে। রাসূল ﷺ তাঁর জন্য রেখে যাওয়া সে উপহার গ্রহণ করেন। তবে তিনি সেটা আবার বারার ছেলেকে ফেরত দিয়ে দেন। ইসলামের ইতিহাসে বারা ইবনু মা'রার প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে যান। ঘটনাটি থেকে আমাদের শিক্ষা:

- রাস্লুলাহর আদর্শ ও তাঁর আদেশের সঙ্গে মুসলিমদের সংহতি প্রকাশ। রাস্লুলাহর আদেশের বিপরীত যেকোনো প্রস্তাবকেই সাহাবিরা প্রত্যাখ্যান করতেন বিনা দ্বিধায়। আর এটাই আল্লাহর দীনের প্রধান একটা শিক্ষা যে, যা কিছু ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সেটাকেই প্রত্যাখ্যান করা। ইসলামের বেঁধে দেওয়া পরিমণ্ডলকে জীবনের অবশ্য পালনীয় অংশ মনে করা।
- নেতৃত্ব চলবে কেবল নবিজির: আর কারও না।

তাদের থেকে কয়েকজনকে প্রতিনিধি বা প্রধান হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে কিছু শিক্ষা রয়েছে, এর কিছু নিচে তুলে ধরা হলো:

রাসূল য় নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে তাদের থেকে নির্দিষ্ট কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেননি। বরং প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়টি পুরোপুরি Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ছেড়ে দেন তাদের ওপরে। কারণ, যে প্রতিনিধিরা বাকি অন্য সবার দায়িত্বভার কাঁধে নেবে, ভালো তারাই বেছে নিক তারা কাকে তাদের দায়িত্বভার নেওয়ার অধিক উপযুক্ত বলে মনে করে। এমন পদ্ধতিই হলো 'শুরা বা পরামর্শভিত্তিক পদ্ধতি'। রাসূল ঋ চাইলেন, নিজেদের নেতা নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে তারা শুরা পদ্ধতিটি কার্যত অনুশীলন করে নিক।

সমানুপাতিক হার বজায় রেখে নির্বাচন। আমরা জানি যে, বাই'আত গ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্যে আওসদের তুলনায় খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বেশি ছিলেন। আওসের তুলনায় তিনগুণ কিংবা তারও বেশি লোক ছিলেন খাযরাজের গোত্রের। এজনা প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় আওস থেকে তিনজন এবং খাযরাজ গোত্র থেকে নয়জন সাহাবিকে বেছে নেওয়া হয়।

নবি মুহাম্মাদ 📸 ইয়াসরিবে দা ওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কাজ নির্বাচিত প্রতিনিধি দলটির কাঁধে অর্পণ করেন, যাতে ইসলামের একটি দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে পারে সেখানে। মুসলিমদের সংখ্যা যাতে দিনকে দিন বাড়তেই থাকে। নবিজি চাইলেন তারা যেন বুঝে যে, তারা মাদীনায় এখন ইসলামের অনুসারী, ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী।

রাসূল
ও আনসার সাহাবিদের মধ্যে যে একটা চুক্তি হয় সে ব্যাপারে মাকার মোড়লরা দেরিতে হলেও জেনে যায়। তারা সাহাবিদেরকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ইতোমধ্যে সাহাবিদের দলটি তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। দুজন মানুষ ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনে একটু পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। সা'দ ইবনু 'উবাদা ও মুন্যির ইবনু 'আম্র। তাদেরকে তারা পেয়ে যায়। তারা দুজনই ছিলেন আনসারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। মুন্যির কোনোক্রমে পালাতে সক্ষম হলেও সা'দকে তারা ধরে ফেলে। দড়ি দিয়ে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে মাকায় নিয়ে আসে তারা। এরপর তাকে তারা মারধর করে। তার মাথা ভরা চুল ছিল। তারা সামনের চুলের গোছা ধরে টেনে টেনে তাকে ব্যথা দেয়। হারিস ইবনু হার্ব ইবনু উমাইয়া ও জুবাইর ইবনু মৃত'ইমের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত তিনি কুরাইশদের হাত থেকে নিস্তার পান। সা'দকে এদের সাহায্য করার পেছনে কারণ ছিল। এদের বাণিজ্য বহর মাদীনা অঞ্চল অতিক্রমকালে সা'দ ক্র নিরাপত্তা দিতেন। তার সাথে কুরাইশদের এমন আচরণে মনে তিনি কোনো লাঞ্ছনা অনুভব করেননি। মুসলিমরা যে তলোয়ার নিয়ে তাকে সুরক্ষা দিতে এগিয়ে আসেননি এতেও তিনি কোনো মনঃকষ্ট পানি; কারণ তিনি

ভালো করেই জানতেন থে, মুসলিমর এখন মাক্কাতে নিথাতিত। তারা তো এখন নিজেদেরকেও মুশরিকদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম নন।

- 'আব্বাস ইবনু 'উবাদা ইবনু নাদ্লার উক্তি, "আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি চান তা হলে আমরা আগামীকালই মিনাবাসীদের ওপর আমাদের তরবারি নিয়ে অবশ্যই ঝাঁপিয়ে পড়ব।" এবং তার এ কথার উত্তরে নবিজির উক্তি, "আমাদেরকে এমন আদেশ দেওয়া হয়নি। বরং তোমরা তোমাদের তাঁবুতে ফিরে যাও।" এ দুটি মহান উক্তি থেকে আমরা চমৎকার একটা শিক্ষা পাই। আর তা হলো ইসলামের নিরাপত্তাবিধান করা। দীনের শত্রুদের সঙ্গে কী ধরনের আচার-আচরণ হবে সেটা দীনের অনুসারীদের মর্জির ওপর নির্ভর করে না। সেটা নির্ভর করে আল্লাহর আদেশের ওপর এবং শারী আতের অনুশাসনের ওপর। এরপর যখন জিহাদ ফার্দ হলো তখন তো ব্যাপারটি ভিন্ন। তবে সেক্ষেত্রেও জিহাদ ঘোষণার বিষয়টি মুসলিম 'আলিম গবেষকরা সবদিক বিবেচনায় নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন তার ওপর নির্ভর করে। এটি একক কোনো সিদ্ধান্ত হলে হবে না। সিদ্ধান্ত হতে হবে সামগ্রিক এবং অবশ্যই পরামর্শের ভিত্তিতে। আর পরিকল্পনা প্রণনয়ে যত সৃক্ষ্পতার পরিচয় দেওয়া যাবে, যত প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হবে এবং পরিকল্পনাগুলো যত শক্তিশালী হবে কাঙ্ক্কিত ফল পেতে সেটা ততটাই সহায়ক হবে। শত্রুদের থেকে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের রূপরেখা গোপন রাখা ততটাই সহজ হবে। সফলতার জন্য সতর্কতা অবলম্বন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ তত্ত্বই প্রতিবিদ্বিত হয়েছে আল্লাহর রাসূলের এ কথায়—"বরং তোমরা তোমাদের তাঁবুতে ফিরে যাও।"
- পুরুষ সাহাবিরা নবিজির বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তারা রাসূলুল্লাহকে বলেছিলেন, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে সাহাবিরা শপথ গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে মহিলা সাহাবি দুজন তাঁর কাছে শপথ গ্রহণ কেবল কথার মাধ্যমে। নবি মুহাম্মাদ শ্ল কখনোই অন্য নারীর সঙ্গে হাত মেলাননি। মহিলা সাহাবি দুজনসহ উপস্থিত কেউই যুদ্ধের শপথ গ্রহণে দ্বিমত পোষণ করেননি। অবাক করার মতো বিষয় হলো, এরা দুজন তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেন। নুসাইবা বিন্ত কাবে উহুদ যুদ্ধের দিন স্বামী যাইদ ইবনু 'আসিম ইবনু কা'বের সঙ্গে বের হন; যুদ্ধ করতে করতে মাটিতে পড়ে যান; একটা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
দুটা নয়, বারোটা আঘাত পান তিনি তার শরীরে। সঙ্গে পানির পাত্র ছিল।
মুসলিম মুজাহিদদের পানি পান করান তিনি। মুসলিমরা যুদ্ধে পরাজিত
হন। পরাজয় মুহূর্তে নুসাইবার গায়ে অনবরত তরবারির আঘাত আসতে
থাকে। আঘাতগুলো ছিল খুবই মারাত্মক। পরবর্তী সময়ে তিনি হুদাইবিয়ার
সন্ধির সময় বাই আতুর-রিদওয়ানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। মুসাইলামাতৃলকাযযাব তার ছেলের শরীর কেটে টুকরো টুকরো করে। এত কিছুর পরও
তিনি হেরে যাননি, দমেও যাননি। খালিদ বিন ওয়ালীদের সেনাপতিত্বে
ইয়ামামা যুদ্ধ ও রিদ্ধার যুদ্ধগুলোতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ করতে
করতে তার একটা হাত কেটে যায়। শরীরে অনেক জায়গায় আঘাত পান।

'আকাবার শপথ গ্রহণ করেছেন অন্য যে মহিলা সাহাবি তিনি হলেন 'আসমা বিন্ত 'আম্র, সালামা গোত্রের। তাঁর সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তিনি হলেন মু'আয ইবনু জাবালের মা। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি হলেন, মু'আয ইবনু জাবালের ফুপাতো বোন।

জীবনীগ্রন্থ কিংবা সীরাতের বইগুলো অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই যে, 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের ৭৩ জনের মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশ সাহাবি নবিজ্ঞির জীবদ্দশায় কিংবা তাঁর মৃত্যুর পর শহিদ হন। আমরা আরও দেখব যে, রাসূলুল্লাহর সঙ্গে তাঁর প্রতিটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে এমন সংখ্যা মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। তাদের ৩৩ জন সাহাবি প্রতিটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর পাশে ছিলেন। আর তাদের মধ্যে বাদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন সংখ্যা প্রায় ৭০।

আল্লাহর ও তাঁর রাস্লকে দেওয়া অঙ্গীকার তারা অক্ষরে অক্ষের পালন করেছেন। তাদের কেউ কেউ মারা গেছেন এবং তাদের রবের সঙ্গে তারা শহিদ হিসেবে দেখা করেছেন। আবার তাদের কেউ কেউ জীবিত ছিলেন এবং রাস্লুল্লাহর মৃত্যুর পর মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ছেন। এ রাষ্ট্রের বিশাল কর্মযক্তে নিজেদেরকে সক্রিয় রেখেছেন সামনে থেকে। আর এমন উত্তম আদর্শবান লোকদের জীবনদান এবং তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কারণেই সম্ভব হয়েছে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। জগতের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ ছিলেন। কেবল দিতেই জানেন, নিতে জানেন না। তারা সর্বস্থ বিলিয়ে দিয়েছেন কেবল জাল্লাত পাওয়ার আশায়। এমন আদর্শবান লোকদের অনুসরণের জন্য, প্রতিটি য়ুগে, প্রতিটি কালে, মানুষেরা এগিয়ে আসবে। তবে তাদের সমমান তো দূরের কথা নিকট পর্যায়ের ত্যাগ স্বীকার করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাদের কথা স্মরণের জন্য ইতিহাসের পাতা খুবই নগণ্য।

প্রান্তটীকা

- ১ দেখুন: আবুল হাসান আন-নাদাওয়ি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ৩১
- ২ দেখুন: আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ৩১
- ৩ প্রাগুন্ত, পৃ. ৩২, ৩৩।
- ৪ দেখুন: আবুল হাসান আন-নাদাওয়ি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৩৮।
- ৫ প্রাগুত্ত: পৃ. ৩৯।
- ৬ দেখুন: মনু শানিয় নামক সামাজিক-নাগরিক বিধিবিধান, অধ্যায়: ১, ২, ৮, ৯, ১০। আবুল-হাসান আন-নাদাওয়ির আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পূ. ৩৮ থেকে উম্পৃত।
- ৭ দেখুন: সালমান আল-'আওদাহ, আল-গুৱাবা আল-আউওয়ালুন, পৃ. ৫৭।
- ৮ দেখুন: আবুল হাসান আন-নাদাওয়ি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়য়য়, পৃ. ২০।
- ১ প্রাগুন্ত, পৃ. ২০।
- ১০ প্রাগুরু, পু. ২১।
- ১১ প্রাগুর, প. ২১।
- ১২ প্রাগুত্ত, প. ২৩।
- ১৩ নতুন ক্যাথলিক বিশ্বকোষ, ত্রিত্বাদ-প্রবন্ধ, ১৪/৩৯৫।
- ১৪ মুহাম্মাদ আবু হাদিদ, আরবদের মিশর বিজয়, পৃ. ৩৭, ৩৮, ৪৮।
- ১৫ সাসানি যুগে ইরান, পৃ. ১৫৫, আবুল হাসান আন-নাদাওয়ির আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়ার ২৭ নং পৃষ্ঠা থেকে উন্থত।
- ১৬ প্রাগৃত্ত, পৃ. ২৭।
- ১৭ দেখুন: আবুল হাসান আন-নাদাওয়ি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ২৮।
- ১৮ শির্ক থেকে দুরে থেকে তাওহীদ অভিমুখী যারা; আল্লাহর 'ইবাদাতে একনিষ্ঠ।
- ১৯ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাহ, বাব আস-সিফাত; ৪/২১৯৭, হাদীস নং: ২৮৬৫।
- ২০ দেখুন: আল-গুরাবা আল-আওওয়াল্ন, পৃ. ৫৯।
- ২১ দেখুন: আল-গাদবান, ফিকহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৪৫।
- ২২ আবু শু'বাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৪৬।
- ২৩ আল-গাদবান, ফিকহুস-সীরাহ আম-নাবাওয়িয়া, পু. ৪৫।
- ২৪ মাদখাল লিফাহমিস-সীরাহ, পৃ. ৯৮।
- ২৫ আবু শু'বাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৪৭।
- ২৬ মাদখাল লিফাহমিস-সীরাহ, পৃ. ৯৮, ৯৯।
- ২৭ দেখুন: 'আদিল কামাল, নগরায়নের পথে, পৃ. ৪০।
- ২৮ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৪৮।
- ২৯ সহীহ বুখারি, কিতাব আল-মানাকিব, ৩৫০৭।

- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft দেখুন: আৰু শুহাদাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৪৮।
- ৩১ সহীহ বুখারি, কিতাব আল-মানাকিব, ৩৪৯১।
- ৩২ দেখুন: আল-গাদবান, ফিকহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৪৭।
- ৩৩ সহীহ মুসলিম, অধাায়: রাস্লুলাহর বংশমর্যাদা, ৪/১৭৮২, হাদীস নং ২২৭৬।
- ৩৪ আহকাফ শব্দটির অর্থ—বালির স্তম্ভসমূহ; কুরআন 'আদ জাতির অবস্থান বোঝানোর জন্য আহকাফ শব্দটি ব্যবহার করেছে। এতে প্রমাণিত, 'আদ জাতি বালুর টিলাময় এলাকায় বসবাস করত।
- ৩৫ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৫০।
- ৩৬ আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৫১।
- ৩৭ প্রাগৃক্ত।
- ৩৮ দেখুন: আল-গুরাবা আল-আওওয়ালুন, পৃ. ৬০।
- ৩৯ সহীহ বুখারি, কিতাবুল-মাগাযি; হানীফা গোত্তের প্রতিনিধি দল, ৫/১১৯, হাদীস নং ৪৩৭৭।
- ৪০ দেখুন: ইবনু কাসীর, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১৬৩।
- ৪১ কুরআন-সুয়াহর আলোকে নবিজির সীরাত, ১/৮০।
- ৪২ আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৬০।
- ৪৩ দেখুন : জাহিলি যুগে ও রাস্লুলাহর আমলে মারু। ও মাদীনা, পৃ. ১৩।
- 88 দেখুন: ড. মুহাম্মাদ কল'আজি, রাসূল মুহাম্মাদ 🔬-এর ব্যক্তিত্ব: একটি বিশ্লেষণ, পৃ. ৩১।
- ৪৫ প্রাগুরু, পৃ. ৩৩-৩৫।
- ৪৬ প্রাগৃত্ত, পৃ. ৩৫।
- ৪৭ দেখুন: মুনীর আল-গাদবান, ফিকহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৬০।
- ৪৮ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১০২
- ৪৯ রাসূল মুহাম্মাদ ଈ-এর ব্যক্তিত: একটি বিশ্লেষণ, পৃ. ২২-২৪।
- ৫০ তাফসীর আল-কুরতুবি, ৫/৪৫।
- ৫১ দেখুন: রাসৃল মুহাম্মাদ #-এর ব্যক্তিত: একটি বিশ্লেষণ, পৃ. ২৫, ২৬।
- ৫২ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১/৯২।
- ৫৩ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়য়য়, পৃ. ১/৮৮।
- ৫৪ সহীহ বৃখারি, কিতাবুন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ: যারা বলে, কোনো অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনো বিবাহ নেই, হাদীস নং ৫১২৭।
- ৫৫ ফাতহুল-বারি, ৯/১৫০, ইবনু হাজার আদ-দার কৃতনি থেকে, তিনি আবার আবু হুরাইরা 🚕 থেকে বর্ণনা করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে।
- ৫৬ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৯০।
- ৫৭ দেখুন: রাস্ল মুহাম্মাদ 🕊 এর ব্যক্তিত: একটি বিশ্লেষণ, পৃ. ২৫।
- ৫৮ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়য়য়া, ১/৮৮।
- ৫৯ রাস্ল মৃহাম্মাদ ఉ-এর ব্যক্তিত: একটি বিশ্লেষণ, পৃ. ২৫।

- ৬০ দেখুন: আবু শাহমাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১/৯১।
- ৬১ ইবনুল-আসীর, আল-কামিল ফী আত-তারীখ, ১/৩১২।
- ৬২ প্রাগুক্ত, ১/৩৪৩।
- ৬৩ ড. 'আবদুল-আযীয় আল-হামীদি, আত-তারীখ আল-ইসলামি, ১/৫৫।
- ৬৪ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৯৩।
- ৬৫ প্রাগুর, ১/৯৩।
- ৬৬ প্রাগৃত্ত, ১/৯৪।
- ৬৭ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৯৪।
- ৬৮ দেখুন: আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১২।
- ৬৯ বুলুগুল-আরিব, ১/৩৯-৪০।
- ৭০ দেখুন: মাদখাল লিফিকহিস-সীরাহ, পু. ৭৯,৮০।
- ৭১ দেখুন: আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়য়য়, ১/৯৫।
- ৭২ ড. ফার্ক আত-তিবা', দিওয়ান 'আনতারা, পৃ. ২৫২।
- ৭৩ আবু শাহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৯৫।
- ৭৪ সহীহ বৃখারি, ওয়াহির সূচনা অধ্যায়, হাদীস নং: ৭।
- ৭৫ সহীহ মুসলিম, আত্মত্যাগের অধ্যায়, হাদীস নং: ১৯৭৮।
- ৭৬ দেখুন: মাদখাল লিফাহমিস-সীরাহ, পৃ. ৯০।
- ৭৭ প্রাগৃত, প. ৯১।
- 9b তারীৰ আত-তবারি, য্-কার-যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়, ২/২০৭।
- ৭৯ দেখুন: আবু শাহবা, আদ-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৯৬, ৯৭।
- ৮০ প্রাগুন্ত, ১/৯৭।
- ৮১ দেখুন: ইমাম হাসান আল-বান্না, নাযারাত ফিস-সীরাহ, পৃ. ১৪।
- ৮২ দেখুন: আল-জাযাইরি, হাযাল-হাবীবু ইয়া মৃহিকুা, পৃ. ৫১।
- ৮৩ তায়্যিবাহ শব্দটি তাইব ধাতুমূল থেকে উল্পৃত; ভালো অর্থে।
- ৮৪ বির্রাহ শব্দটি বির্ ধাতুমূল থেকে উদ্ভৃত; কল্যাণ ও পবিত্রতা অর্থে।
- ৮৫ মাদন্না এমন মৃল্যবান বস্তু যা মানুষ অন্যকে দিতে কুষ্ঠাবোধ করে।
- ৮৭ ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া: ১/১৪২-১৪৫; ইবনু ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল-মাগািমি: ২৪, ২৫; সুহাইল য়িকারের সম্পাদনা; আল-বায়হািকি, ফিদ-দালাইল: ১/৯৩-৯৫। ইবনু ইসহাক প্রভাবে জানিয়েছেন য়ে, তিনি হাদীসটি তাঁর ওপরের রাবি থেকে নিজেই শুনেছেন। সূতরাং তার এ হাদীসের সনদটি সহীহ। এবং হাদীসটিকে ইমাম যুহরি মুরসাল বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। হাদীসটি বায়হািকি ও ইবনু হিশাম-এর স্ত্রেও সহীহ হিসেবে বর্ণিত।
- ৮৮ সহীহ মুসলিম, সাহাবিদের মর্যাদা, আবু যারের কিছু মর্যাদা, হাদীস নং ২৪৭৩।

4

- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
- ৮৯ মাটিতে জিব্রীলের গোড়ালি বা তার ডানার আঘাতে সৃষ্ট কৃপ।
- ৯০ ফাতহুল বারি ৫/৩৩৫।
- ৯১ মাক্কার নিকটবর্তী তায়িফগামী একটি স্থানের নাম; এখানেই আবু রিগাল মারা যায়।
- ৯২ আবু হাতিম আল-বুসতি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৩৪-৩৯। আরও দেখুন: ইবনু কাসীর, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৩০-৩৭।
- ৯৩ ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া; পাশাপাশি বইটির আবু যার আল-খুশানি কর্তৃক ব্যাখ্যার বইটি দ্রুউবা, ১/৮৪-৯১।
- ৯৪ দেখুন: তাফসীর আর-রাযি, ৩৩/৯৪।
- ৯৫ আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ১১২।
- ৯৬ দেখুন: কাসিমি, মাহাসিনুত-তা'উঈল, ১৭/২৬২।
- ৯৭ আবুল হাসান আন-নাদওয়ি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৯২।
- ৯৮ দেখুন: আবুল হাসান আন-নাদওয়ি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৯২।
- ৯৯ দেখুন: মাওয়ারদি, আ'লামুন-নুবৃওয়াহ, পৃ. ৮৫-১৮৯।
- ১০০ দেখুন: তাফসীর ইবনু কাসীর, ৪/৫৪৮,৫৪৯।
- ১০১ আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ১১৩।
- ১০২ ফী যিলালিল-কুরআন, ৬/৩৯৮০।
- ১০৩ দেখুন: নাদওয়ি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৮২।
- ১০৪ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-ফাদাইল, পরিচ্ছেদ: নবিজির বংশীয় মর্যাদা, ৪/১৭৮২, হাদীস নং ২২৭৬।
- ১০৫ সহীহ বুখারি, কিতাবু মানাকিবিল-আনসার, পরিচ্ছেদ: রাস্লুলাহর আগমন, ৪/২৮৮।
- ১০৬ শারহুস-সুরাহ, ১৩/১৯৩।
- ১০৭ यानूल-मा जान, ১/১৭।
- ১০৮ ইবনু সা'म, ১/৮৫।
- ১০৯ প্রাগুত্ত।
- ১১০ যাহাবি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১।
- ১১১ দেখুন: রাস্লুলাহর ব্যক্তিত: একটি পর্যালোচনা, পৃ.৯৬।
- ১১২ দেখুন: আল-হাকিম, ২/৬০০। ইমাম হাকিম ও বাহাবি একে সহীহ বলেছেন।
- ১১৩ দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ১০২।
- ১১৪ দেখুন: আল-বৃতি, ফিকহুস-সীরাহ, পৃ. ৪৫।
- ১১৫ আহমাদ ফারীদ, ওয়াকাফাত তারবাওয়িয়া মা'আস-সীরাহ, পু. ৪৬।
- ১১৬ প্রাগৃন্ত, পৃ. ৪৬।
- ১১৭ আহমাদ, ৫/২৬২, হাদীস নং ২২,২৬১; মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ সংকরণের সম্পাদকগণ হাদীসটিকে 'সহীহ লিগাইরিহি' বলেছেন; আল্-হাকিম ২/৬০০; হাকিম বলেন, "এর সনদ সহীহ, তবে সহীহ বুখারি ও মুসলিম তাদের কিতাবে হাদীসটি নিয়ে আসেননি। ইমাম যাহাবি তার

- সজো সহমত পোষণ করেন। মাজমা'উয-যাওয়াইদ, ৮/২২২। তিনি বলেন, ''ইমাম আহমাদ বর্ণিত সনদটি হাসান, এবং সাক্ষ্য-প্রমাণও হাদীসটি শক্তিশালী হওয়ার সুপক্ষে।'
- ১১৮ দেখুন: ইবনু কাসীর, ১/১৮৪। ইমাম বুখারি তাঁর সহীহতে কিতাবুল-মানাকিব, ২৮ নং পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৩৬৪১-তে বর্ণনা করেন।
- ১১৯ ইবরাহীম আল-আলি, সহীহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৪৭।
- ১২০ ইবনু কাসীর, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/২০৩।
- ১২১ দেখুন: ওয়াফাকাত মা'আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ৪৭।
- ১২২ দেখুন: ওয়াফাকাত মা'আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ৪৮।
- ১২৩ সহীহ বুখারি, কিতাবুন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ, "তোমাদের সেই মায়েরা যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছেন।" হাদীস নং ৫১০১।
- ১২৪ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-জিহাদ; পরিচ্ছেদ, আনসারদের নিকট মুহাজিরদের গাছ ও ফলের মতো কিছু উপহার পাঠানো। হাদীস নং ১৭৭১।
- ১২৫ মুসনাদ আবু ইয়া'লা, ১৩/৯৩, হাদীস নং ৭১৬৩; আল-কাবীর, তবারানি, ২৪/২১২, হাদীস নং ৫৪৫; আল-মূজ্মা', হাইসামি, ৮/২২১; এবং তিনি বলেন, হাদীসটি আবু ইয়া'লা ও তাবারানি যে সূত্রে বর্ণনা করেন তা খুবই শক্তিশালী। ইমাম যাহাবি তাঁর আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ২১-তে হাদীসটি বর্ণনা করেন, এবং তিনি বলেন, হাদীসটির একটি ভালো সনদ রয়েছে। আরও বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য দেখা যেতে পারে ইবনু ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত, খুশানির ব্যাখ্যাসংবলিত আস-সীরাহ আন-নাবাওয়য়া, ১/২১৪; ইবনু ইসহাক স্পান্ট করে জ্ঞানিয়েছেন যে, বর্ণনাটি তিনি নিজেই শুনেছেন। (আরেকজন বর্ণনাকারীর কাছ থেকে)
- ১২৬ দেখুন: ফিকহুস-সীরাহ, পু. ৬০, ৬১।
- ১২৭ আস-সুহাইলি, আর-রওদুল-আন্ফ, ১/১৮৮।
- ১২৮ দেখুন: আল-বৃতি, ফিকহুস-সীরাহ, পু. ৪৭।
- ১২৯ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান, পরিচ্ছেদ: আল্লাহর রাস্লুলাহর আকাশপানে ভ্রমণ, ১/৪৫, হাদীস নং ১৬২।
- ১৩০ ধরিয়েন্টালিন্ট নিকলসনের ধারণা: "আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি?" (সূরা আল-ইনশিরাহ, ৯৪:১) আয়াতটির ব্যাখা থেকে উদ্ভূত একটি উপাখান ছাড়া আর কিছুই নয় বক্ষ-বিদীর্ণের ঘটনাটি। সে বলে, "আর ঘটনাটির যদি কোনো সত্যতা থেকে থাকে, তবে আমাদের আন্দান্ধ করতে অসুবিধা হয় না য়ে, এটা আসলে মৃগীরোগের প্রতিই ইঞ্জাত করে। ঘটনাটির প্রশ্নে এসে নিকলসন আসলে তালগোল পাকিয়ে কেলে। ইতঃপূর্বে মাক্কার মৃশরিকরাও এমন ধারণাই পোষণ করত; তারা নবিজ্ঞিকে পাগল বলে অপবাদ দিয়েছিল। কিছু আল্লাহ তাদের এমন জ্বন্য অপবাদের জ্ববাব কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "আর তোমাদের সঞ্জী তো পাগল নয়।" (সূরা আত-তাকউন্সর, ৮১:২২)
- ১৩১ আল-'উমরি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১০৪।
- ১৩২ দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ১০৬, ১০৭।
- ১৩৩ সীরাত ইবনু হিশাম, ১/৬৮।
- ১৩৪ দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১০১।

- ১৩৫ আলি, সহীহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৫৬; তিনি বলেন, হাকীম এটি বর্ণনা করেছেন, ২/৬০৩, ৬০৪; এবং যাহাবি এটাকে সহীহ স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সহমত পোষণ করেছেন; হাইসামি আল-মুজমা, ৮/২২৪-এ বলেন, আবু ইয়া'লা ও তাবারানিও বর্ণনা করেন এবং এর সনদ বা বর্ণনাস্ত্র হাসান।
- ১৩৬ প্রাগুর।
- ১৩৭ দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১০১।
- ১৩৮ দেখুন: ড. ইয়াহইয়া, মাদখাল লিফাহমিস-সীরাহ, পৃ. ১১৯।
- ১৩৯ সহীহ বুখারি, কিতাবুল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ: কীরাতের বিনিময়ে মেষ চরানো, হাদীস নং-২২৬২;
 দিনার বা দিরহামের একটা অংশের নাম কীরাত।
- ১৪০ দেখুন: মুহাম্মাদ আস-সাদিক 'উরজ্ন, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল 📾, ১/১৭৭।
- ১৪১ দেখুন: আল-উমরি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১০৬।
- ১৪২ দেখুন: ড. ইয়াহইয়া, মাদখাল লিফাহমিস-সীরাহ, পৃ. ১২৪।
- ১৪৩ দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ১১৪, ১১৫।
- ১৪৪ প্রাগুত্ত, পু. ১১৪।
- ১৪৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪৭-(৯১)।
- ১৪৬ দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১১৪।
- ১৪৭ দেখুন: মাদখাল লিফাহমিস-সীরাহ, পু. ১২৭।
- ১৪৮ সহীহ বুখারি, কিতাবুল বুয়ৢ৾', হাদীস নং-২০৭২।
- ১৪৯ দেখুন: মাদখাল লিফাহমিস-সীরাহ, পৃ. ১২৮।
- ১৫০ দেখুন: গাদবান, ফিকহুস-সীরাহ, পৃ. ৯৩।
- ১৫১ দেখুন: বৃতি, ফিকহুস-সীরাহ, পৃ. ৫০।
- ১৫২ প্রাগুক্ত
- ১৫৩ আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭, ৯৪৭, মুআস্সাসাত্র-রিসালাহ সংস্করণের সম্পাদকগণ বলেন, এর বর্ণনা-সূত্রটি সহীহ। আরও দেখুন: আহমাদ ফারীদ, ওয়াকাফাত তারবাওয়িয়া, পৃ. ৫১।
- ১৫৪ দেখুন: আহমাদ ফারীদ, ওয়াকাফাত তারবাওয়িয়া, পু. ৫১।
- ১৫৫ দেখুন: মুহাম্মাদ 'উরজুন, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল 🛳, ১/১৯৩।
- ১৫৬ ইবরাহীম আল-'আলি, সহীহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ৫৭।
- ১৫৭ দেখুন: আল-বৃতি, ফিকহুস-সীরাহ, পৃ. ৫০, ৫১।
- ১৫৮ দেখুন: সহীহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৫৮, ৫৯; ও তার টীকা-টিপ্পনি।
- ১৫৯ কিনানা গোত্রেরই একটি শাখা এই কুরাইশরা।
- ১৬০ ওয়াকাফাত তারবাওয়িয়া মা'আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৫৩।
- ১৬১ ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/২২১-২২৪। আস-সীরাহ আল-হালাবিয়াহ, ১/১২৭-১২৯।
- ১৬২ ওয়াফাকাত তারবাওয়িয়া, পু. ৫৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft দেখুন: আবু শু'বাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/২১৩। ইবরাহীম আল-'আলি, সহীহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পু. ৫৯, ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১৩৪; গাদবান, ফিকছুস-সীরাহ, পৃ. ১০২। দেখুন: গাদবান, ফিকছুস-সীরাহ, পৃ. ১১০। প্রাগুক্ত। 369 দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১২১। দেখুন: আল-আসাস ফিস-সুদাতি ওয়াফিকছুহা; আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১৭১, ১৭২। দেখুন: ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১৩৪। প্রাগুরু। দেখুন: আল-আসাস ফিস-সুন্নাহ, ১/১৭২। দেখুন: গাদবান, ফিকহুস-সীরাহ, পৃ. ১১০, ১১১। 'আতিক ইবনু 'আ'ইয় নামের একজন খাদীজার প্রথম সামী। লোকটি মারা গেলে আবু হালাহ নামের অন্য একজন লোক তাকে বিয়ে করে; পরে সেও মারা যায়। দেখুন: 'উমার 'আহমাদ 'উমার, রিসালাতুল-আম্বিয়া, ৩/২৭। দেখুন: মাওয়াকিফ তারবাউইয়াহ, পৃ. ৫৬। দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১২২। দেখুন: আবু শু বাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১২২, ১২৩। (मथुन: গাজালি, ফিকহুস-সীরাহ, পৃ.৭৫। দেখুন: আবু শু'বাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/২২৩, ২২৪। দেখুন: গাজালি, ফিকহুস-সীরাহ, পৃ. ৭৮। দেখুন: আল-বৃতি, ফিকহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৫৩, ৫৪। সহীহ বুখারি, কিতাবুল-হাজ্জ; হাদীস নং ১৫৮২। দেখুন: ওয়াফাকাত তারবাওয়িয়া, পৃ. ৫৭। আরও দেখুন: 'উমার আহমাদ 'উমার, রিসালাতুল-আম্বিয়া, ৩/২৯, ৩০।

- 70.95 Sp-8
- আল-বৃতি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৫৭, ৫৮। সহীহ মুসলিম, ৪০২ (১৩৩৩). 360
- সহীহ বুখারি, কিতাবুল-হাজ্জ, হাদীস নং ১৫৮৬। 79-6

360

348

296

366

266

799

390

262

295

390

398

290

393

399

296

595

500

79-7

29-5

- দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, প.১২৫। 26-9
- দেখুন: 'উমারি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া আস-সহীহা, ১/১১৬। 79-6
- দেখুন: আবু ফারিস, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১২৫, ১২৬। 79.9
- দেখুন: আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া: আল-আসাস ফিস-সিল্লাহ ওয়া ফিকছুহা, ১/১৭৫। 790
- দেখুন: রাসুল মুহাম্মাদ 🕸-এর ব্যক্তিত: একটি সমীক্ষা, প. ১০১, ১০২। 797
- দেখুন: 'উমারি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/১১৮। 795
- দেখুন: ইবনু তাইমিয়া, আল-জাওয়াবুস-সহীহ, ১/৩৪০। 790

- ১৯৪ ইবরাহীম আল-আলি, সহীহ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৩১।
- ১৯৫ আল-জাওয়াবুস-সহীহ, ১/৩৪০।
- ১৯৬ সহীহ বুখারি, বেচাকেনা অধ্যায়, হাদীস নং ২১২৫; ইমাম বুখারি রহিমাহুলাহ হাদীসটি তাফসীর অধ্যায়েও ৪৮৩৪ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন।
- ১৯৭ সহীহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৩০।
- ১৯৮ হার্রা বলা হয় এমন এক অঞ্চলকে যা অগ্নিগিরিসদৃশ পাথরে পাথরে ভর্তি; অঞ্চলটি মূলত পূর্ব-পশ্চিম দিককার মাদীনার সীমান্ত অঞ্চল।
- ১৯৯ ইবনু কাসীর, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/৩০০।
- ২০০ ২৭। উমারি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, আস-সহীহা, ১/১২২।
- ২০১ দেখুন: ড. মুহাম্মাদ কল আজি, দিরাসাহ তাহলীলিয়াহ, পৃ. ১০৭।
- ২০২ হাসান সনদে ইবনু হিশাম থেকে বর্ণিত, ১/২৩১।
- ২০৩ দেখুন: সহীহ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ১৪৬।
- ২০৪ আন-নাদওয়ি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৫৮, ৫৯; আল-আসাস ফিস-সুনাহ বইয়ের লেখক নাদওয়ি থেকে বর্ণনাটি তার বইয়ে উম্পৃত করেন, ১/১৮০, ১৮১।
- ২০৫ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-ফাদাইল, পরিচ্ছেদ: নবিজ্ঞির বংশমর্যাদা এবং নবি হওয়ার পূর্বে হাজরের বিষয়টি তাঁর কাছে ন্যুস্ত, হাদীস নং ২২৭৭।
- ২০৬ সহীহ বৃখারি, অধ্যায়: ওয়াহির প্রারম্ভ, হাদীস নং ৩।
- ২০৭ দেখুন: আল-বৃতি, ফিকহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৬০।
- ২০৮ (मथुन: 'আলি, সহীহুস-সীরাহ, পৃ. ৬৭।
- ২০৯ দেখুন: 'উমারি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া আস-সহীহা, ১/১২৫।
- ২১০ সহীহ বুখারি, অধ্যায়: ওয়াহির সূচনা, হাদীস নং ৩।
- ২১১ দেখুন: ড. হুসাইন মু'নিস, তরীকুন-নৃবৃওয়াহ ওয়ার-রিসালা, পৃ. ২১।
- ২১২ দেখুন: 'আবদুল-কাদির আশ-শাইখ ইবরাহীম, মানামাতুর-রাস্ল 🛳, পৃ. ৫৭।
- ২১৩ দেখুন: হিশাম আল-হিমসি, আর-রু'ইয়া: দওয়াবিতুহা ওয়া তাফসীরুহা, পৃ. ৭।
- ২১৪ ইবনু মাজাহ, অধ্যায়: সুপ্লের ব্যাখ্যা, হাদীস নং ৩৮৯৯; হাসান সনদে বর্ণিত হাদীসটি। সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ-তে আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন (৩১৬১/৩৯৬৮)।
- ২১৫ দেখুন: তরীকুন-নুবৃওয়াহ ওয়ার-রিসালা, পৃ. ২২।
- ২১৬ দেখুন: মুহাম্মাদ সাদিক 'উরজ্ন, মুহাম্মাদ রাস্লুলাহ, ১/২৫৪।
- ২১৭ প্রাগুন্ত, ১/২৫৪।
- ২১৮ দেখুন: আবু শুহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/২৫৬।
- ২১৯ দেখুন: মুহাম্মাদ সাদিক 'উরজ্ন, মুহাম্মাদ রাস্লুলাহ, ১/৪৬৯।
- ২২০ দেখুন: সা'ঈদ হা'ওয়া, আল-আসাস ফিস-সুদ্রাতে ওয়া ফিকহিহা : আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া ১/১৯৫।
- ২২১ দেখুন: গাদবান, ফিকতুস-সীরাহ

- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ২২২ আল-মুখতার মিন কুন্যিস-সুনাহ, পৃ. ১৯, সংস্করণ: ২/১৯৭৮, দার্ল-আনসার, কায়রো।
- ২২৩ দেখুন: তাফদীর ইবনু কাদীর, ৪/৫২৮।
- ২২৪ ফি যিলালিল-কুরআন, ৬/৩৯৩৬, ৩৯৩৭।
- ২২৫ দেখুন: আবু শৃহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, ১/২৬০।
- ২২৬ ড. ইয়াহয়া আল-ইয়াহয়া, আল-ওয়াহয়ু ওয়া তাবলীগুর-রিসালা, পৃ. ৩৪।
- ২২৭ প্রাগৃত্ত, পৃ. ৩০, ৩১।
- ২২৮ দেখুন: আল-উমরি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া আস-সহীহা, ১/১২৯।
- ২২৯ দেখুন: আল-বৃতি, ফিকহুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া, পৃ. ৬**৪।**
- ২৩০ প্রাগৃক্ত, পৃ. ৬৪।
- ২৩১ কতাদাহর সনদে তবারি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (১৫/২০২-১৭৮৯৪), তাফসীরে কুরতুবিতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে (৮/৩৪০)।
- ২৩২ যাদুল-মা'আদ (১/৭৮), মু'আস্সাসাত্র-রিসালা। হাদীসটিকে সহীহ বলে সীকৃত।
- ২৩৩ প্রাগৃন্ত, যাদুল-মা'আদ (১/৭৯)।
- ২৩৪ সহীহ বুখারি, ওয়াহির সূচনা অধ্যায়, হাদীস নং ২।
- ২৩৫ দেখুন: উসামাহ 'আবদুল-কাদির, আর-রু'আ ওয়াল-আহলাম ফিন-নুসূসিশ-শার'য়িয়া।হ, পৃ. ১০৮।
- ২৩৬ দেখুন: যাদুল-মা'আদ, ১/৩৩, ৩৪।
- ২৩৭ দেখুন: আল-হুমাইদি, আত-তারীখ আল-ইসলামি: মাওয়াকিফ ওয়া 'ইবার, ১/৬০।
- ২৩৮ সহীহ বুখারি, ওয়াহির সূচনা অধ্যায়, হাদীস নং ২; মুসলিম, কিতাবুল-ফাদাইল, হাদীস নং ২৩৩৩।
- ২৪০ দেখুন: আল-হুমাইদি, আত-তারীখ আল-ইসলামি, ১/৬১।
- ২৪১ প্রাগুন্ত, ১/৬৪।
- ২৪২ দেখুন: মুহাম্মাদ সাদিক 'উরজ্ন, মুহাম্মাদ্র-রাস্লুল্লাহ, ১/৩০৭।
- ২৪৩ প্রাগৃত্ত, ১/২৩২।
- ২৪৪ সীরাত ইবনু হিশাম, ১/১৯১, ১৯২।
- ২৪৫ আল-মুসতাদ্রক, ২/৬০৯। হাদীসটি বর্ণনা করার পর হাকিম বলেন, 'ইমাম বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ।' ইমাম যাহাবিও সহমত পোষণ করেন তার সঞ্চো।
- ২৪৬ মাজমা'উয-যাওয়াইদ, ৯/৪১৬।
- ২৪৭ দেখুন: আল-হুমাইদি, আত-তারীখ আল-ইসলামি, ১/৬৯।
- ২৪৮ দেখুন: আল-বিলালি, ওয়াকাফাত তারবাওয়িয়াহ মিনাস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, পৃ. ৪০।
- ২৪৯ দেখুন: আল-হুমাইদি, আত-তারীখ আল-ইসলামি, ১/৬৮।
- ২৫০ সহীহ মুসলিম, স্তন্যপান অধ্যায়, হাদীস নং ১৪৬৭, পৃ. ১০৯০।
- ২৫১ সহীহ মুসলিম, সাহাবিদের মর্যাদার অধ্যায়, হাদীস নং ২৪৩২, পৃ. ১৮৮৭।
- ২৫২ সহীহ বুখারি, অধ্যায়: আনসারদের গুণাবলি, ৭/১৩২, হাদীস নং ৩৮১৮।

```
Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবিদের মর্যাদা, পৃ. ১৮৮৯, হাদীস নং ২৪৩৭।
200
      দেখুন: আল-হুমাইদি, আত-তারীখ আল-ইসলামি ১/৭১।
208
      সহীহ বুখারি, অধ্যায়: ওয়াহির সূচনা, হানীস নং ৩, সহীহ মুসলিমেও হানীসটির বর্ণনা রয়েছে;
200
       खधायः प्रमान, २/১৯৭-२०৪, शमीत्र नः ১७०।
      ফাতহল-বারি, ১/৩৬।
200
      সহীহ বুথারি, ওয়াহির সূচনা, হাদীস নং:৪।
209
      দেখুন: আর-রাহীকুল-মাখতুম, পু. ৭৯, ৮০।
204
      দেখুন: আস-সুহাইলি, আর-রওদুল-উনুফু, ২/৪৩৩, ৪৩৪।
202
      দেখন: ফিকহুস-সীরাহ, আল-গজালি (পৃ. ১০)।
260
      দেখুন: ড. কামিল সালামা, রাসূলের রাউ্ট: শিকড় থেকে শিখরে (পৃ. ১৮১)।
567
      দেখুন: মৃহাম্মান আস-সাদিক 'উরজ্ন, মৃহাম্মাদুর রাস্লুলাহ (১/৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১)।
262
      প্রাগুত্ত (১/৫৯২, ৫৯৩)।
২৬৩
      দেখন: ড. আসমত উদ্দীন, নবিজির যুগে নারী (পৃ. ৩৬)।
২৬৪
      দেখুন: ইবনু হিশাম (১/২৪৪), এবং সালিহ আশ-শামি, মা'ঈন আস-সীরাহ (পৃ. ৪১)।
২৬৫
       আবু শৃহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া (১/২৮৪)।
266
      ইবনু হিশাম (১/২৪৬)।
269
      ইবনু সাইয়্যিদিল্লাস, 'উয়ুনুল-আসার (১/১১৫)।
২৬৮
      দেখন: ড. আসমাত উদ্দীন, নবিজ্ঞির যুগে নারী (পৃ. ৪২)।
262
      দেখুন: ড. মুহাম্মাদ কল'আজি, রাস্লুপ্লাহর ব্যক্তিত্ব: একটি পর্যালোচনা (পৃ. ১৯১)।
290
      দেখুন: আবু শৃহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া (১/২৮৪)।
293
      দেখুন: ড. আসমাত উদ্দীন, নবির যুগে নারী (পৃ. ৪৩)।
292
      দেখুন: ড. আসমাত উদ্দীন, নবির যুগে নারী (পৃ. ৪৫)।
290
      দেখুন: ড. কামিল সালামা, রাস্লের রাষ্ট্র: শিকড় থেকে শিখরে (পৃ. ২০৮)।
298
      প্রাগৃক্ত (প. ২০৮)।
290
      দেখুন: আবু শুহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া (১/২৮৪)।
২৭৬
      দেখুন: ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া (১/৩৭১)।
299
      সহীহ আল-জামি' আস-সগীর-এ আলবানি হাদীসটি নিয়ে এসেছেন (খণ্ড ১/৩০৮, হাদীস নং
296
       904)1
      দেখুন: আল-গাদবান, আত-তারবিয়াহ আল-কিয়াদিয়াহ (১/১১৫)
293
      দেখুন: আত-তারবিয়াহ আল-কিয়াদিয়াহ, (১/১১৬)
240
      দেখুন: 'উরজ্ন, মুহাম্মাদুর রাস্লুলাহ (১/৫৩৩)।
442
       দেখুন: ড. ইয়াহইয়া আল-ইয়াহইয়া, আল-ওয়াহয়ু ওয়া তাবলীগুর-রিসালাহ (পৃ. ৬২)।
২৮২
       দেখুন: আবু যাহরাহ, খাতামুরাবিয়ীন (পৃ. ৩৯৮)।
500
```

```
Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft দেখুন: রাস্লুলাহর রাষ্ট্র: শিক্ড থেকে শিখরে (পৃ. ২১২)।
₹68
      দেখুন: আবু শুহবা, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া (১/২৬২)।
246
       দেখুন: সীরাত ইবনু হিশাম (১/২৪৫-২৬২)।
২৮ ৬
      দেখুন: সীরাত ইবনু হিশাম (১/২৬২)।
269
       দেখুন: সালিহ আশ-শামি, মিন মা'ঈনিস-সীরাহ (পৃ. ৪০)।
266
       দেখুন: সালিহ আশ-শামি, মিন মা'ঈনিস-সীরাহ (পৃ. ৪০)।
349
      প্রাগৃত্ত (প. ৪০)।
590
      দেখুন: সালমান আল-'আওদাহ, আল-গুৱাবা আল-আওয়ালুন।
597
      দেখুন: ইসলামে সমর অনুসন্ধান (পৃ. ১১১, ১১২)।
595
       দেখুন: ড. 'আবদুল-গাফ্ফার মুহাম্মাদ 'আযীয, আদ-দা'ওয়াতুল-ইসলামিয়াহ (পৃ. ১৬)।
220
      রাস্লুলাহর রাট্র: শিকড় থেকে শিখরে (পৃ. ২১৮)।
528
      দেখুন: ইবনু হিশাম (১/২৩৬)।
224
       দেখুন: আত-তারবিয়াতুল-কিয়াদিয়্যাহ (১/১৯৮)।
596
      দে<del>খুন: সালমান আল-'আওদাহ,</del> সিফাতুল-গুরাবা (পৃ. ৮৩)।
229
       প্রাগৃত্ত (পৃ. ৯৪)।
465
      প্রাগৃত্ত (পৃ. ৯৭)।
599
       দেখুন: রাসূলুলাহর রাষ্ট্র: শিকড় থেকে শিখরে (পৃ. ২১৯)।
000
       প্রাগৃত্ত (প. ২২০)।
2007
       দেখুন: মুহাম্মাদ কুতুব, মানহাজুত-তারবিয়াতিল-ইসলামিয়াহ (পৃ. ৩৪, ৩৫)।
305
       দেখুন: রাস্লুবাহর রাউ: শিকড় থেকে শিখরে (পৃ. ২২৫)।
300
       দেখুন: রাস্লুলাহর রাষ্ট্র: শিকড় থেকে শিখরে (পৃ. ৩৩৫)।
308
       দেখুন: আল-গাদবান, আল-মিনহাজুল-হারাকি (১/৪৯)।
200
       দেখুন: হুসাইন ইবনু মুহসিন, আত-তরীকু 'ইলা জামাআ'তিল-মুসলিমীন (পৃ. ১৭০)।
306
       দেখুন: আয-यिनाम, (৬/৩৯৬৮)।
509
       দেখুন: ফিকহুত-তামকীন মিনাল-কুরআনিল-কারীম (পৃ. ২২১)।
000
       দেখুন: ড. আলি জারীশাহ, দা'ওয়াতৃল্লাহ বাইনাত-তাকউঈন ওয়াত-তামকীন (পৃ. ১১, ১২)।
600
       দেখুন: 'উমারি, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়া আস-সহীহা (১/১৩৩)।
070
      দেখুন: আল-গুরাবা' আল-আওয়ালুন (পৃ. ১২৪-১২৬)।
022
      प्तथुनः की यिनानिन-कृतवान (५/८१৮)।
025
       (४/४१४)।
070
      দেখুন: কারাদাউই, জীলুন-নাসরিল-মানশৃদ (পৃ. ১৫)।
Q78
      দেখুন: ইয়াম আল-বাদার চিন্তার পঠন: উন্মাহর জাগরণে ইসলামি আইনানুগ বিধি (পৃ. ৫৮)।
360
```

- Compressed with SPE Sompressor by DLM Infosoft
- ৩১৭ উন্মাহর জাগরণে ইসলামি আইনানুগ বিধি (পৃ. ৫৮)।
- ৩১৮ দেখুন: আত-তামকীন লিল-উন্মাহ আল-ইসলামিয়াহ (পু. ২২৭)।
- ৩১৯ দেখুন: 'আফাত 'আলা আত-তরীক (১/৫৭)।
- ৩২০ দেখুন: আত-তামকীন লিল-উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ [সায়িদ আবুল-'আলা আল-মাউদ্দি-এর উম্পৃতি] (পৃ. ২২৯)।
- ৩২১ দেখুন: আল-খসাইসুল-'আম্মাহ লিল-ইসলাম (পৃ. ১৬৮)।
- ৩২২ দেখুন: আত-তামকীনু লিল-উন্মাতিল-ইসলামিয়াহ (পৃ. ২১০)।
- ৩২৩ দেখুন: তাওফীক মুহাম্মাদ সাব' নুফ্স ওয়া দুর্স ফী ইতারি আত-তাসউঈরিল-কুরআনি (পৃ.
 ৩৬৭)।
- ৩২৪ দেখুন: আ'লি আল-'উলয়ানি, ইসলামি দা'ওয়াহ প্রসারে জিহাদের গুরুতব (পৃ. ৪৭)।
- ৩২৫ প্রাগৃত্ত (প. ৫৩)।
- ৩২৬ দেখুন: ইসলামি 'দাওয়াহ প্রসারে জিহাদের গুরুতব (পৃ. ৫৪, ৫৫)।
- ৩২৭ দেখুন: আল-ওয়াসাতিয়াতু ফিল-কুরআনিল-কারীম (পৃ. ৪০২)।
- ৩২৮ দেখন: ইসলামি দা ওয়াহ প্রসারে জিহাদের গুরুতব (পৃ. ৫৯)।
- ৩২৯ দেখুন: মুহাম্মাদ কুতুব, মানহাজুত-তারবিয়াহ আল-ইসলামিয়াাহ (২/৫৪)।
- ৩৩০ ড. 'আলি 'আবদুল-হালীম, ফিকহ আদ-দা'ওয়া (১/ ৪৭১, ৪৭২)।
- ৩৩১ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: প্রতি রাক'আতে স্রা ফাতিহা পাঠের আবশ্যকতা (হাদীস নং: ৩৯৫)।
- ৩৩২ আবু দাউদ, সালাত অধ্যায় (হাদীস নং: ১৩১৯)।
- ৩৩৩ আল-হাকিম (২/১৬০) তিনি বলেন, "ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ"; ইমাম যাহাবি তাঁর সক্ষো একমত হয়েছেন।
- ৩৩৪ দেখুন: আত্মার পরিশৃন্ধিতে ইসলামি মানহাজ (১/ ২২৭)।
- ৩৩৫ আত-তিরমিয়ি, সন্থাবহার ও পারম্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা অধ্যায়, সচ্চরিত্র ও সদাচার পরিচ্ছেদ, হাদীস নং: (২০০২), এ হাদীসটি "হাসান সহীহ"।
- ৩৩৬ আত-তিরমিয়ি, সদ্বাবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধায় রাখা অধ্যায়, সচ্চরিত্র ও সদাচার পরিচ্ছেদ, হাদীস নং: (২০০৪), এ হাদীসটি ''সহীহ গারীব''।
- ৩৩৭ দেখুন: মুহাম্মাদ কুতুব, দিরাসাত কুরআনিয়্যা (পৃ. ১৩০)।
- ৩৩৮ দেখুন: সূরা আল-মু'মিন্ন-এর ১-১১ আয়াত, সূরা আল-আন'আম-এর ১৫১-১৫৩ আয়াত, সূরা আর-রা'দ-এর ১৯-২২ আয়াত এবং সূরা আল-ইসরা-এর ২৩-২৮ আয়াত।
- ৩৩৯ আল-ওয়াসাতিয়্যাতু ফিল-কুরআনিল-কারীম (পৃ. ৫৯১)।
- ৩৪০ দেখুন: তাফসীর আল-কাসিমি (৯/৩১০)।
- ৩৪১ আল-মিনহাজুল-কুরআনি ফী আত-তাশরী (পৃ. ৪৩৩)।
- ৩৪২ দেখুন: আল-গাদবান, আত-ভারবিয়াহ আল-কিয়াদিয়্যাহ (১/২০১)।

```
an pressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
080
       'উমার আহমাদ 'উমার, রিসালাতুল-আম্বিয়া (৩/৪৬)।
988
      সহীহ বুখারি, তাফসীর অধ্যায়; সূরা আশ-শৃ'আরা, হাদীস নং (৪৭৭০), সূরা আল-মাসাদ (১.২)।
080
       সহীহ মুসলিম, ঈমান অধাায় (২০৪-৩৪৮)।
086
      দেখুন: আবুল-হাসান আন-নাদগুয়ি (পৃ. ১৩৮)।
089
       দেখুন: 'আবদুল-গুহাব কাহীল, আল-হারবুন-নাফসিয়াহ দিদ্যাল-ইসলামি (পৃ. ১২১)।
U85
      দেখুন: 'ইমাদুদ্দীন খলীল, দিরাসাত ফিস-সীরাহ (পৃ. ১২১)।
085
       দে<del>খুন: রিসালাতুল-আম্বি</del>য়া (৩/৪৮,৪৯)।
000
      দেখুন: আল-গুরাবা আল-আওয়ালুন (পৃ. ১৬৭)।
003
      রিসালাতুল-আম্বিয়া (৩/৫২)।
200
       ইবনু 'আব্বাসের এক বর্ণনা অনুযায়ী: লোকটি উবাই ইবনু খালাফ ছিল না; ছিল 'আস ইবনু
000
       ওয়া ইল।
      তাঞ্চসীর ইবনু কাসীর, (৩/৫৮১)।
9890
      দেখুন: আল-ওয়াসিতিয়াাতু ফিল-কুরআনিল-কারীম (পৃ. ৪০২)।
200
       ভাফসীর ইবনু কাসীর (২/১২৪)।
200
      তাঞ্চনীর ইবনু কাসীর (৪/১২৬, ১২৭)।
200
       (पर्वन: द्रिमानाजून-व्यक्षिय़ा (७/४१)।
900
       প্রাগৃত্ত (৩/৫৮)।
600
       প্রাগুন্ত (৩/৫১)।
060
       রিসলাতুল-আম্বিয়া (৩/৫৯)।
৩৬১
       দেৰুন: তাহমীব আস-সীরাহ (১/৭৪, ৯০), এবং সীরাত ইবনু হিশাম (১/৩৯৩)
৩৬২
       দেখুন: তাফসীর ইবনু কাসীর (২/৫৮৬)।
060
       দেবুন: রিসালাতুল-আম্বিয়া (৩/৬৬)।
990
       আল-ফাওয়াইদ, ইবনুল-কয়্মিম (পৃ. ২৮৩)।
290
       সায়্যিদ কুতৃব, ফী যিলালিল-কুরআন, (২/১৮০)।
066
       की यिनानिन-कृत्रयान, (७/०৮৭) वा (৫/২৭২০)।
049
       প্রাগৃন্ত, (৬/০৮৯) বা (৫/২৭২১)।
066
       প্রাপৃত্ত, (২/১৮১)।
600
      প্রাপৃক্ত, (২৮০)।
090
      দেবুন: ফিকতুস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ (পৃ. ১৯২, ১৯৩)।
৩৭১
      ইমাম নাওয়াওয়ির ব্যাখ্যাকৃত সহীহ মুসলিম (৬/ ১২৭, ১২৮), অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক
       সম্পর্ক ও শিন্টাচার। অনুচ্ছেদ: মু'মিনের পুণ্য প্রাপ্তি। হাদীস নং (২৫৭২)
       দেবুন: মুসলিম উন্মাহর ক্ষমতায়ন (পৃ. ২৪৪), এবং আরও দেখুন: ফিকছুল-ইবডিলা, মুহান্মান
090
```

- ৩৭৪ দেখুন: ফিকহুল-ইবতিলা, মুহাম্মাদ আবু সা'ইলীক (পৃ. ১৫-২৮)।
- ৩৭৫ সাহীহ আস-সীরাহ আন-নাবাওমিয়াহ, ইবরাহীম আল-'আলী (পৃ. ৭৮)
- ৩৭৬ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ (৩/৪৮)
- ৩৭৭ আস-সিয়ারা ওয়াল-মাগাজী, ইবনু ইশাক (পৃ. ১৫০, ১৫১) এবং তাহযীব আস-সীরাহ (১/৬৪,৬৫)।
- ৩৭৮ সাহীহ মুসলিম, জুমু'আহ; অধায়: সালাত ও খৃতবা সংক্ষিপ্তকরণ। হাদীস নং ৮৬৮।
- ৩৭৯ আল-ইসাবাহ ফী তামঈয আস-সাহাবাহ, ইবনু হাজার (১/৩৩৭)
- ৩৮০ সাহীহ মুসলিম, "হাশর, জালাত ও জাহালাম৩৮০ হাদীস নং ২৭৯৭
- ৩৮১ সাহীহ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবরাহীম আল-'আলী, পৃ. ৯৬
- ৩৮২ সুনান আত-তিরমিয়ী (৪/৬৪৫) এবং আল-আলবানী একে সাহীহ আল-জামাই'-তে বিশুন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন, নং ৫০০১।
- ৩৮৩ ইবনু মাজাহ (৪০২৩)। সাহীহ সুনান ইবনু মাজাহ-তে আল-আলবানী একে ৩৮৩হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।
- ৩৮৪ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু কাসীর (১/৪৩৯-৪৪১) এবং আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৩/৩০)
- ৩৮৫ মুসনাদ আহমাদ (১/৪০৪), হাসান
- ৩৮৬ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু হিশাম (১/৩১৪)
- ৩৮৭ আত-তাবিয়াহ আল-কিয়াদিয়াহ (১/১৪০)
- ৩৮৮ সাহীহ মুসলিম, গুণাবলি; অধ্যায় : বিলালের গুণাবলি, হাদীস নং ২৪৫৮
- ৩৮৯ আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ইবনু সা'দ (৩/২৩২)। বিশৃষ্ধ হাদীস।
- ৩৯০ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু হিশাম (১/৩৯৩)
- ৩৯১ প্রাগুক্ত
- ৩৯২ প্রাগৃত্ত
- ৩৯৩ সীরাহ ইবনু হিশাম(১.৩১৯)এবং তাফসীর আল-আল্সী (৩০/১৫২)
- ৩৯৪ সাহীহ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবরাহীম আল-'আলী, পৃ. ৯৭, ৯৮
- ৩৯৫ ফিকহুস-সীরাহ,আল-গাযালী, পৃ. ১০৩
- ৩৯৬ তাফসীর ইবনু কাসীর (৩/৪৪৬)
- ৩৯৭ বুখারী, গুণাবলি; অধ্যায় : ইসলামে নাব্ওয়্যাতের গুণাবলি, হাদীস নং ৩৬১২
- ৩৯৮ আল-গুরাবা আল-আওয়াল্ন (পৃ. ১৪৫, ১৪৬)
- ৩৯৯ মুসনাদ আহমাদ (৫/১১১)
- ৪০০ আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া (৩/৩২) এবং সিয়ার 'আলাম আন-নুবালা (১/৪৬৫)
- ৪০১ আল-ইসাবা (৬/২১৪)
- ৪০২ ইবনু হাশীম (১/৩১৪-৩১৫) এবং আসাদ আল-গাবাহ (৩/৩৮৫, ৩৮৬)

```
Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft वृशींब, मुरभव वार्था; नीवीरनव मुर्भ (१००७, १००८)
800
                                                                                আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ আস-সাহিহাহ (১/১৫৮)
808
      আত-তিরমিয়ীর সাথে সম্পর্কিত, বিশুন্দ, আয-যুহদ (৪/৫১); হাদীস নং ২৩৯
800
      বৃখারি, শিন্টাচার; হাদীস নং ৬০৭৬ :
804
      আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু কাসীর (২/৪)
809
      আল-বিদায়াহ আন-নিহায়াহ, ইবনু কাসীর (৩/৬৮,৬৯)
806
      আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু হিশাম (১/২৯৪)
803
      वृषात्रि, विरयः शामीम नः ৫०৯७; भूमानिम, आत-त्रिकार; शामनी नः २९८०, २९८১
870
      আল-মু'আওয়িকৃন আল-ইসলামি, ড. সামীরাহ মুহাম্মাদ, পৃ. ১৭১, ১৭২।
822
      আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু হিশাম (১/৪৯৫)
855
      আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু কাসীর (২/৪৩-৫০, ৬৭-৬৯)
830
      আবু দাউদ, আল-খারাজ ওয়াল-ইমারাহ; হাদীস নং ২৯৮০
828
      তাফসীর ইবনু কাসীর
874
      মুসনাদ আহমাদ (১/৫২); হাদীস নং ৩৭০। আশ-শাইখ আহমাদ শাকীর এটাকে বিশূন্ধ বলেছেন।
824
      আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু হাশীম (১/৩৯৮)
839
      की विनान जान-कृत्रजान (১/২৯)
824
      আল-মানহায আল-হারাকি লিস-সীরাহ (১/৬৭,৬৮)
829
      বুখারি, আল-মাগায়ী, অধ্যায়: খাইবারের যুন্ধ: হাদীস নং ৪২৩০
820
      আল-হিন্দ্ররাহ আল-উলাহ ফিল-ইসলাম, ড. সালমান আল-'আউদাহ, পৃ. ৩৪।
845
      আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, ইবনু হিশাম; ব্যাখ্যা, হাম্মাম৪২২ আবু সা'লেক (১/৪১৩)
822
      বুখারি, জানাযার সালাত, অধ্যায় : জানাযার সালাতে দাঁড়ানো; হাদীস নং ১৩২০
820
      আহমাদ (৫/২৯০), বিশৃশ্ব; হাদীস নং ২২৪৯৮
848
      মুসনাদ ইমাম আহমাদ (১/২০২, ২০৩)
850
      মুসনাদ ইমাম আহমাদ (১/২০৩), বিশুন্ধ, হাদীস নং ১৭৪০।
825
      বুখারি, জানাযার সালাত, হাদীস নং ১৩৩৩
829
      বুখারি, আনসারদের গুণাবলি, হাদীস নং ৩৮৮৮
826
      বুখারি, সামঞ্জস্যবিধান; হাদীস নং ২২৬৯
823
       সুনান আত-তিরমিয়ী, আয-যুহ্দ, তুহফাতুল-আহওয়ায়ী (৭:৯৭)সাহীহ আল-জামাই' আস-
800
       সাগীর (৫০৭৩)
       আল-ফাতাওয়াহ (২২/৪৩)
805
       আল-কাবাইর, পৃ. ১২
৪৩২
       বুধারি (৪২৩০, ৪২৩১) এবং মুসলিম (২৫০৩)
800
       আল-হিজরাহ আল-উলাহ ফিল-ইসলাম, পৃ. ১৬৭
808
```

- Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ফাহর আল-মাওমাহিব (১/২৭১)
- ৪৩৬ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ আস-সাহীহাহ, আল-'উমারী (১/১৮৪)
- ৪৩৭ ভাবাকাত ইবনু সা'দ (১/২২১), আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ আস-সাহিহাহ (১/১৮৫)
- ৪৩৮ সীরাহ ইবনু হিশাম (২/৭২)
- ৪৩৯ ড. আল- 'উমারী হাদীসটিকে দুর্বল বলে মত দিয়েছেন তার আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ আসসাহীহাহ (১/১৮৬) প্রন্থে। অবশা ইবরাহীম আল- 'আলী আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে একে বিশৃপ
 বলেছেন। তিনি তার প্রন্থ সাহীহ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়য়াহর ১৩৬ নং পৃষ্ঠায় এটা উল্লেখ
 করেছেন। আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপক ড. 'আবদুর-রহমান 'আবদুল-হামীদ
 আল-বিরের মতে, একাধিক বর্ণনাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীসটি সহীহ ও হাসান। তিনি এটার বর্ণনাস্ত্র
 আল-হিজরাহ আন-নাবাওয়য়াহ আল-মুবারাকাহ (পৃ. ৩৮) প্রশ্থে আলোচনা করেছেন।
- 88০ বুখারি, সৃন্টির শুরু; হাদীস নং ৩২৩১
- 885 যাদ আল-মা'দ (২/৪৬)
- 88২ যাদ আল-মা'দ (২/৪৭)
- ৪৪৩ সাহীহ বুখারি (৪০২৩)
- 888 সাহীহ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, পৃ. ১৩৬, ১৩৭
- ৪৪৫ সুবুল-আল-হুদা ওয়ার-রাশাদ (২/৫৭৮)
- 88७ भूमनिम, मानाठ, श्रामीम नः 8৫०
- ৪৪৭ আল-আসাস ফিস-সুরাহ (১/২৯২)
- ৪৪৮ মুসলিম, ঈমান, অধ্যায় : রাস্লুলাহর মিরাজ, হাদীস নং ১৬২
- 88৯ বুখারি, আনসারদের গুণাবলি, অধ্যায় : আল মাই'রাজ; হাদীস নং ৩৮৮৭
- 8৫০ আশ-শিফা বি-তা'রিফ হুকুক আল-মুসতাফা (১/১০৮)
- ৪৫১ আত-তারিখ আল-ইসলামি, আল-হুমাইদী (৩/৩৭)
- ৪৫২ আল-মুসতাদরাক (৩/৬২)। আল-হাকীম বলেন, এই হাদীসটির সনদ বিশৃশ্ব ৪৫২আয-যাহাবী এ বিষয়ে তার সাথে একমত হয়েছেন।
- ৪৫৩ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, আবু ফারিস, পৃ. ৩১৪
- ৪৫৪ প্রাগুত্ত
- ৪৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
- ৪৫৬ আল-ফাতহ আর-রাব্বানি, আস-সা'আতী (২০/২৫৫), বিশৃন্ধ হাদীস
- ৪৫৭ সীরাহ ইবনু হিশাম, অধ্যায়: আল-মাই'রাজের ঘটনা
- ৪৫৮ তাফসীর ইবনু কাসীর (৪/২৭২)
- ৪৫৯ নবিজি মিরাজে গিয়ে যেসব শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেসবের সাথে এই বর্ণনাগুলো সম্পর্কিত। আবু সা'ইদ আল-খুদরী দ্বারা বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এমন তথাই পাওয়া যায়। তাফসীর ও সীরাহ ইবনু হিশাম গ্রম্থেও সেই হাদীসটির বর্ণনা এসেছে। তবে এটা বিশৃষ্ধ সূত্রে পাওয়া কোনো

- হাদীস নয়। সাহীহ বুখারি কিংবা সাহীহ মুসলিমের কোনোটিতেই এর উল্লেখ নেই। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভালো জানেন।
- ৪৬০ তাফসীর আত-তাবারী (১৫/৭) এবং আল-ফাতহ আর-রাব্বানী (২০/২৫৭)
- ৪৬১ আল-খাসাইস আল-কুবরা (১/১৭১) এবং আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, আবু ফারিস, পৃ. ২২০
- ৪৬২ ইমতা আল-আসমা, আল-মিকরীযী (১/৩০, ৩১)
- ৪৬৩ আল-মাইহনাহ ফিল-'আহ্দ আল-মার্কী, পৃ. ৫৩
- ৪৬৪ সীরাহ ইবনু হিশাম (২/৩৮)
- ৪৬৫ আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (৩/১৪২, ১৪৩, ১৪৫) এবং আরও কিছু বাড়তি সংযোজন রয়েছে যেগুলো আস-সালিহীর সুবুল-আর-রাশাদ-এ নেই (২/৫৯৬, ৫৯৭)
- ৪৬৬ আল-জিহাদ ওয়াল-কিতাল ফিস-সিয়াসাতুশ-শার ইয়াহ (১/৪১২)
- ৪৬৭ মুসনাদ আহমাদ (৩/৩২২, ৩২৩-৩৩৯), হাসান।
- ৪৬৮ শার্হ আল-মাওয়াহিব, আয-যারকানি (১/৩৬১)
- ৪৬৯ সাহীহ মুসলিম, শাস্তি, অধ্যায়: আইনি শাস্তি: অপরাধীদের শাস্তি, হাদীস নং ১৭০৯
- ৪৭০ আল-গুরাবা আল-আওয়ালুন, পৃ. ১৮৫
- ৪৭১ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, আবু শৃহবাহ (১/৪৪২)
- 89২ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, আবু শুহবাহ (১/৪৪৪) এবং সাহীহ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, পু. ২৯১। সাহীহ বুখারি, জিহাদ এবং আস-সিয়ার (হাদীস নং ২৮০৮)
- ৪৭৩ সাহীহ বুখারি, আল-মাগাযী, অধ্যায়ঃ আশ আরিয়্নের আগমন ও ইয়েমেনের জনগণ; হাদীস নং ৪৩৮৮
- ৪৭৪ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ, আবুল-হাসান আন-নাদওয়ি, পৃ. ১৫৪
- ৪৭৫ সাহীহ বুখারি, গুণাবলি, অধ্যায়: আনসারদের গুণাবলি, হাদীস নং ৩৭৭৭
- ৪৭৬ আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়াহ আস-সাহীহাহ (১/১৯৯)
- ৪৭৭ মাজমা' আয়-যাওয়াইদ (২/৪২-৪৬)। বিশৃন্ধ হাদীস।

वेद्यम् वर्श्व

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

